শ্রীশ্রীগোপাল-চম্পূঃ

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

মাধবভবন
৯/১, পাঠবাড়ী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৫

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

শ্রীশ্রীগোপাল-চম্পূঃ

শ্রীমন্মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য
শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বিরচিতা।

শ্রীমদ্রামদাসাবধুতচরণাশ্রিতৈক দাস
শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত
বিরচিত পদ্যানুবাদ সহিতা।।

সম্পাদনা
সত্যদাস মঙ্গল
'গীতা মঞ্জুষা' ইত্যাদি গ্রন্থখ্যাত ধর্মীয় গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন শাখার বহুবিধ বিষয়ে সহকারী পাঠ্য-পুস্তক প্রণেতা ও উনিশ শতকীয় তথ্যাবলী সমৃদ্ধ জীবনীমূলক গ্রন্থ-রচয়িতা এবং সরস্বতী পত্রিকার সম্পাদক।

—ঃ পরিবেশকঃ—
ক্যালকাটা পাবলিশিং সিন্ডিকেট
৭এ, নবীন পাল লেন
কলকাতা—৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
মাধব ভবন, শ্রীজীব জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯/১, পাঠবাড়ী লেন, ☎২৫৭৮-৪১৬৯
কলকাতা—৭০০ ০৩৫

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রীলশ্রীমৎরামদাসবাবাজী মহারাজের
শুভ আবির্ভাব তিথি, স্কন্দ ষষ্ঠী ফাল্গুন ১৩৯৭
পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ কলকাতা বইমেলা ২০০৩

মুদ্রণ ঃ
মধুমঙ্গল পাঁজা, নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস,
১৬, মার্কাস লেন,
কলকাতা—৭০০ ০০৭

ভিক্ষা ঃ ১০০ টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীগোপাল-চম্পূঃ

শ্রীমন্মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য
শ্রীপাদ জীব গোস্বামি বিরচিতা।

শ্রীমন্মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়াভিরক্ষকাগ্রতমাচার্য্যবর্য্য
শ্রীমদ্রামদাসাবধূতচরণাশ্রিতৈক দাস

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

বিরচিত পদ্যানুবাদ সহিতা॥ বাঁকুড়া॥

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

"শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য
শ্রীজীব গোস্বামিবর
শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থ বিরচিল
স্বাদে সুধা-গর্ব্বহর
হৃদয়াধিদেব শ্রীরাধারমণ
চরণ স্মরণাভাসে।
কৈল অনুবাদ শ্রীগোপালচম্পু
শ্রীরামদাসের দাসে॥"

প্রথম প্রকাশ : শ্রীলশ্রীমৎরামদাসবাবাজী মহারাজের
শুভ আবির্ভাব তিথি স্কন্দ ষষ্ঠী ফাল্গুন ১৩৯৭

প্রকাশক : মাধব ভবন, শ্রীজীব জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়,
৯/১, পাঠবাড়ী লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৫

মুদ্রক : মধুমঙ্গল পাঁজা, নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস,
১৬, মার্কাস লেন, কলিকাতা-৭০০০০৭

উৎসর্গ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ॥
গুরুদেব! শ্রীচরণে এই নিবেদন
শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থ আদেশে তোমার।
অনুবাদ হইল এবে করিয়া গ্রহণ
দাসাধমে স্থান দেহ পদে আপনার॥
রহিব বৈরাগ্য লৈঞা পাদপদ্মছায়
এইত বাসনা ছিল মন্ত্রপ্রাপ্তি কালে।
"যেম্নি আছো তেম্নি থাকো" কহি মোরে হায়
অন্তর্যামি! গৃহডোরে বান্ধিলা কৌশলে॥
আহ্বান করিবে তুমি এইত আশায়
বসিয়া রহিনু আমি গৃহের মাঝার।
সুদীর্ঘ জীবনমোর গত হইল প্রায়
না আসিল আর প্রভু আহ্বান তোমার॥
সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে চিত্ত দীর্ণ
পঞ্চাশীতি বর্ষ গেল স্বপ্নের মতন।
হস্ত কাঁপে পদ টলে দৃষ্টিশক্তি শীর্ণ
বিফলে বিগত হইল সুদীর্ঘ জীবন॥
জীবন সন্ধ্যাতে হইল শুভলগ্নোদয়
ভৃত্যের জীবন চিরধন্য করিবারে।
স্বপ্নে দেখা দিয়া তুমি প্রভু দয়াময়
আজ্ঞা দিলা চম্পু অনুবাদ রচিবারে॥
শ্রীগোপাল চম্পু হয় গ্রন্থমহাসূর
পণ্ডিতেই নাহি বুঝে বাক্যার্থ যাহার।
কেমনে বুঝিব গ্রন্থ আমি অতি মূঢ়
নিতান্ত গোমূর্খরূপে বিদিত ঝংকার॥
গ্রন্থের আকার দেখি লাগে চমৎকার
ব্যাকরণ কূটসিদ্ধ বাক্য সন্নিবেশ।

অনুপ্রাসে অনুপ্রাসে ছত্রদীর্ঘাকার
দুরূহ শব্দের পূর্ণভাণ্ডার বিশেষ ॥
সুসিদ্ধান্ত রত্নে পূর্ণরসের পাথার
অজ্ঞজন ভীত হয় করিয়া দর্শন।
শ্রীগুরুপ্রসাদে যেবা জানয়ে সাঁতার
ডুব দিয়া রত্নরাজি পায় সেইজন ॥
কি করিব চিত্তে বড় উদ্বেগ বাড়িল
জীবনে না কৈনু চম্পুগ্রন্থ দরশন।
নানাস্থান হইতে গ্রন্থ আসিতে লাগিল
গ্রন্থের বয়ান হেরি চমৎকৃত মন ॥
হৃদয়াধিদেব মোর শ্রীরাধারমণ
গাছ নাচে মরা বাঁচে যাঁহার কৃপায়।
সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে যাঁর চিন্তিলে চরণ
যাঁর গুণ শতমুখে কহন না যায় ॥
সেই প্রভু আসিলে খণ্ডীতে ভর কৈল
মোর দোষে বিচ্যুতি ঘটিল অগণন।
তথাপিহ অনুবাদ সম্পূর্ণ হইল
কৃপা করি গ্রন্থ তুমি করহ গ্রহণ ॥
অনুবাদ হেরি যদি সন্তোষ তোমার
জন্মে তবে এই ভিক্ষা মাগি সন্নিধান।
এইমত দূর করি না রাখিহ আর
তোমারি পাদুকা পার্শ্বে দিহ মোরে স্থান ॥
আর কি কহিব চিত্ত জানহ আমার
রাখিহ সততদৃষ্টি দাসাধম প্রতি।
এইত শ্রী পাদপদ্মে মাগি অনিবার
তোমার 'কাঙ্গাল' করে চরণে প্রণতি ॥

ইতি—দাসাধম
শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

শ্রীল রাধামাধব জীউ-এর অসীম কৃপাকারুণ্যে অবশেষে 'শ্রীশ্রীগোপাল চম্পুঃ' গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলেন। এরূপ পদ্যানুবাদ অদ্যাবধি বিরল এবং অধিকারী ভক্তবিশেষে ইহার পঠন-পাঠন-শ্রবণ মনন সকলই মধুর।

এই শ্রীগ্রন্থের মূল হস্তাক্ষর, ভাষা ও পয়ার গ্রন্থকারের বয়সাধিক্যে মাঝে মধ্যে বুঝিবার অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও সাধ্য অনুযায়ী যত্ন নেওয়া হইয়াছে, তবু কিছু বর্ণাশুদ্ধি থাকিতে পারে।

হস্তাক্ষরে শ্লোক ২৫তম অধ্যায় হইতেই বুঝিতে অসুবিধা হওয়ার ও গ্রন্থের অবয়ব বৃদ্ধির ফলে বাদ দিতে হইয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির ঐ কয়েকটি অধ্যায়ের মূল শ্লোক সংযোজন সহ অসঙ্গতি দূরীকরণে সচেষ্ট থাকিবার ইচ্ছা রহিয়াছে।

অলমিতিবিস্তরেণ, দীনাতিদীন—

প্রকাশক

সূচীপত্রম্



গ্রন্থকারের গৃহে নিত্যসেবিত শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ বিগ্রহ॥

শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ।

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীশ্রীরাধারমণদেবো জয়তি॥

পূর্ব্ব চম্পূঃ।

প্রথমং পূরণম্।

মঙ্গলাচরণম্

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক। গোপাল-রঘুনাথাপ্ত-ব্রজবল্লভ পাহি মাম্॥১

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাম্বুধে নন্দকুল সুধানিধি হে কৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। সনাতন প্রভুসাথ হে শ্রীরূপ মোর নাথ হে গোপাল রঘুনাথদ্বয়। হে আপ্ত সজ্জন যত ব্রজে বৈসে অবিরত হে বল্লভ মোর জন্মদাতা। নিবেদন শ্রীচরণে রক্ষ মোরে সর্বজনে সর্ব বিঘ্নেই ত পরিত্রাতা॥ ইষ্ট বর্গ পদদ্বন্দ্বে বন্দনে পরমানন্দে সহসা জন্মিল চিত্তোল্লাস। নিত্যলীলা রসাধার লীলাগ্রন্থ রচিবার উপজিল পরমাভিলাষ॥ তেই ইষ্ট পদদ্বন্দ্বে প্রণমিয়া মহানন্দে তার ভক্তবৃন্দের চরণ। ইষ্টসিদ্ধি অন্বেষণে মহাশ্রদ্ধান্বিত মনে ক্রমান্বয়ে করিনু স্মরণ॥ কিংবা মাত্র পূর্বশ্লোকে বন্দিনু নিখিল লোকে খ্যাত মোর ইষ্টের চরণ। অথবা বিশিষ্টতার কৃতমুক্তসাবতার শ্রীচৈতন্যে করিমু বন্দন॥ শ্লোকার্থ পৃথক করি বিচারিলে শব্দ ধরি জাত হয় ত্রিবিধার্থসার। তন্মধ্যে প্রথম যথা প্রথমে কহি সে কথা শাস্ত্র উক্তি যুক্তি অনুসার॥ লৈঞা অনুষ্টুপ ছন্দ শ্লোক হৈল অনুবন্ধ ক্ষুদ্র তনু এই ছন্দ হয়। পূর্ব্বাপর শ্লোক মাঝে শ্রীশব্দ নাহিক রাজে ধর্তব্য তেইত তাহা নয়॥ হে শ্রীকৃষ্ণ ধন্য নাম পূজ্য গণ্য সর্বধাম হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সুন্দর। কীর্তন প্রসঙ্গে যার উপজয় সবাকার সুখবলে রাশি নিরন্তর॥ হে পূজ্য শ্রীসনাতন সঙ্গে ধন্য হে সুজন রূপ নামা মোর শিরোধার্য্য। হে শ্রীগোপালাখ্য ধন্য ভট্টনামা পূজ্য গণ্য সর্ববাহিত সমাদৃত আর্য্য॥ নাম ধামে সুপ্রসিদ্ধ মহাভক্তি রসাভিজ্ঞ হে শ্রীরঘুনাথ দাস নাম। তা সবার বন্ধুগণ কর্ণগত আভরণ হে শ্রীভূগর্ভাদি ভক্তি ধাম॥ পুণ্যরাশি সুদুর্লভ সম্প্রাপ্ত হে শ্রীবল্লভ মোর পিতৃচরণ শরণ। অথবা শ্রীরঘুনাথে ভজে যারা অমায়াতে হে সর্ববল্লভ ব্রজজন॥ সবে মোরে কৃপা করি রক্ষ দিবা বিভাবরী পাদপদ্ম শিরে করি দান। পিতৃদেব শ্রীবল্লভ দিয়া পদ ছায়া তব কর মোর রক্ষার বিধান॥

শ্লোকার্থ প্রথম এই করিনু বর্ণন। সম্ভাব্য দ্বিতীয় অর্থ কহি এই ক্ষণ॥ শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণ শব্দে অগ্রে শ্রীশোভয়। শ্রী শব্দে এথায় ভানুসুতা রাধা হয়॥ তন্ত্র মন্ত্র পুরাণাদি সর্বশাস্ত্র মাঝে। নিরাবাধ্য রূপে রাধা সর্বত্র বিরাজে॥ কৃষ্ণ শব্দে সুপ্রসিদ্ধ অর্থ হয় শ্রুত। শব্দব্রহ্ম গূঢ় পরব্রহ্ম নন্দসুত॥ অতএব শ্লোকের এ অর্থ জানি সার। স্বরূপ শক্তি রাধা যুক্ত নন্দের কুমার॥

কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥২

কৃষ্‌ভূর্বাচক শব্দ ণ নিবৃত্তি হয়। দোহে মেলি পরব্রহ্ম কৃষ্ণ সবে কয়॥ সর্ব শ্রেষ্ঠ হয় এই পুরাণ বচন। যোগরূঢ় কৃষ্ণ শব্দ নন্দের নন্দন॥ কৃষি ভূর্বাচক শব্দে জানিহ নিশ্চয়। ভূ ধাতুর ভাববাচ্যে কিপ্‌ প্রত্যয় হয়। তেই তনু শব্দ ভাব শব্দের মতন। কেবল ধাতুর অর্থ করে প্রকটন॥ ধাতুর অর্থও এথা হয় আকর্ষণ। আকর্ষয়ে স্ফুটভাবে আপ্ত জন মন॥ স্ত্রীপুরুষ যথা ভিন্ন পদার্থ স্বরূপে। পরিজ্ঞাত হয় লোকে গুণ আর রূপে॥ সেইমত আকর্ষণ আনন্দ মাঝার। আছয়ে পার্থক্য ভিন্ন স্বরূপ দোহার॥ এই দুই যদি একসঙ্গে যুক্ত হয়। হেন ঐক্যে সর্বাকর্ষক আনন্দ কয়॥ কৃষ্ণ আর রাধা দোহে সর্ববিশ্বখ্যাত। যদ্যপিহ ভিন্নরূপে হয় প্রতিভাত॥ তথাপিহ ভিন্ন নহে এক বস্তু হয়। শক্তি শক্তিমানে ভেদ কভু না আছয়॥ শ্রীরাধা হ্লাদিনী শক্তি আনন্দরূপিনী। আকর্ষক কৃষ্ণ দোহে একতত্ত্ব জানি॥ রাধাকৃষ্ণ এ দোহার একত্র মিলন। এই ঐক্য যোগ নিত্য সিদ্ধেতে গণন॥ লীলার লাগিয়া হয় পৃথক ভাবনা। কৃপাসূত্রে ভিন্নরূপ ধরে দুই জনা॥ এই অর্থ শ্রেষ্ঠ বলি প্রতিপন্ন হয়। সর্বাকর্ষকানন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণ দ্বয়॥ পরব্রহ্ম শব্দার্থেতে কহে বুধগণ। নরাকৃতি পরব্রহ্ম নন্দের নন্দন॥ যোগরূঢ়তা প্রযুক্ত তৎশব্দ সহায়ে। শ্রীনন্দনন্দন মূর্তি যুক্তি সিদ্ধ হয়ে॥ বিশেষার্থ প্রকটন ইথে সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে বাক্যে প্রকাশয়॥ স্বভাব বিশেষ তেই ভাবনার্থ তার। যুক্তিযুক্ত হয় নামের উক্তি দুইবার॥ চৈতন্য শব্দের এবে বুৎপত্তির কথা। বর্ণিত হইবে শাস্ত্রযুক্তি হয় যথা॥ হে চৈতন্য সর্বপ্রকাশক সর্বাশ্রয়। সদ্রূপ তোমার জানে বুধ সমুদয়॥ গোপাল তাপনী শ্রুতি মঙ্গলাচরণে। সচ্চিদানন্দরূপায় ইত্যাদি বচনে॥ সচ্চিৎ-আনন্দময় বিগ্রহ বিশেষ। কৃষ্ণের স্বরূপ হয় মুক্তি পক্ষ ক্লেশ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তুতিতে কহয়। নিত্য সুখ বোধরূপ মূর্তি এই হয়॥ এইমত শ্রুতি আর পুরাণ বচনে। শ্রীচৈতন্য তত্ত্বজ্ঞান উপজয়ে মনে॥ শ্রীচৈতন্য প্রভু বিশ্বেশ্বর সর্বাশ্রয়। সচ্চিৎ-আনন্দ ঘন চিদ্বিভূতিময়॥ স সনাতন রূপক শব্দার্থ বর্ণন। করিব এবেত করি শাস্ত্রানুসরণ॥ ওহে সনাতন সনকাদি ঋষি সব। সুনিত্য স্বরূপ তব করে অনুভব। নিত্যসিদ্ধ রূপ তারা কৈল নিরূপণ॥ সুন্দর স্বরূপধারী তুমি সনাতন। রূপসহ সদা নিজ ভক্তি বিত্ত দ্বারে॥ সর্বচিত্ত অনুগত রাখহ সংসারে॥ গোপাল রঘুনাথাপ্ত বাক্যার্থ বর্ণন। করিব

এবেত করি শব্দানুসরণ॥ গোপাল গণের মধ্যে লঘু যারা হয়। যারা পুনঃ নাথ অর্থে খ্যাত কীর্তিময়। তারা সবে ব্রজলাভ কৈল সদ্গুণে। সেই ব্রজে শ্রেষ্ঠ তুমি সর্বলোকে ভণে॥ সম্বোধন পদে এই এক অর্থ হয়। অন্য অর্থে লঘু ইষ্ট নানার্থক হয়॥ আপ্তব্রজ বল্লভেতি বাক্যার্থের সার। বর্ণনা করিব এবে করি সারোদ্ধার॥ আপ্তব্রজ বিজ্ঞ জন সমূহ বল্লভ। তোমার প্রতিভা নহে অন্যের সুলভ॥ হেন তুমি সর্ব বিঘ্ন করিয়া সংহার। শ্রীচৈতন্য প্রভু মোরে রক্ষ অনিবার॥ দ্বিতীয়ার্থ কৈনু সংক্ষেপেতে সমাপন। তৃতীয়ার্থ করি এবে সামান্য বর্ণন॥ হে শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্যে শ্রীশব্দে রাধিকা। কৃষ্ণপ্রিয়া গণে শ্রেষ্ঠা গুণে সর্বাধিকা॥ করিতে মধুর লীলা পূর্ণ আস্বাদন। রাধা সঙ্গে হৈল কৃষ্ণ অঙ্গের মিলন॥ শ্রীচৈতন্য নামে ভক্তরূপে অবতার। ঈশ্বর হইয়া ভক্ত স্বরূপে বিহার॥ পরমাশ্রয়ক ভক্ত রূপ সনাতন। তা সবার সঙ্গে বিদ্যমান অনুক্ষণ॥ হে গোপাল ভট্ট রঘুনাথ এ দোহার। প্রাপ্ত ব্রজে তুমি হও বল্লভ সবার॥ ব্রজের বল্লভ রূপে নিত্য বিদ্যমান। মোরে রক্ষা করি সর্ববিঘ্ন অবসান॥ করিয়া এ হেন রূপে মঙ্গলাচরণ। এবেত কর্তব্য কার্য্য বিধি বিচারণ॥

যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতম্।
তদেব রস্যতে কাব্যকৃতি-প্রজ্ঞারসজ্ঞয়া ॥৩

ষট্‌সন্দর্ভ নামে কৃষ্ণতত্ত্বময় গ্রন্থ মোর পূর্বকৃত। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে স্থাপিনু সেইত সিদ্ধান্তামৃত॥ কবিতা সম্ভারে সম্পৃক্ত করত: এ গ্রন্থ ক্রমানুসারে। সে সিদ্ধান্তামৃত আস্বাদ করিব প্রতিভা রসনাদ্বারে॥

সোঽহং কাব্যস্য লক্ষ্যেণ মনো নির্মামি তাদৃশম্।
তন্মহান্তো যদীক্ষেরংস্তদা হেম্নি চিতো মণিঃ ॥৪

সেইত এ আমি কাব্যের লক্ষণে সে সুসিদ্ধান্তামৃত পুর। আস্বাদন তরে রসনার মত চিত্ত কৈনু লোভাতুর॥ এ সব সিদ্ধান্তে যদি দৃষ্টিক্ষেপ করে বিজ্ঞ সমুদয়। তবেত কনকে মণ্ডিত হইল দিব্যমণি সুনিশ্চয়॥

পূর্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী সেয়ং ত্রয়ী ত্রয়ী।
পৃথক্ পৃথগ্‌ গ্রন্থতুল্যা যথেচ্ছং সদ্ভিরীক্ষ্যতাম্ ॥৫

পূর্ব্বোত্তর নামে বিভক্ত হইয়া এইত সে চম্পূদ্বয়। প্রতি চম্পূ পুনঃ করিবে ধারণ বিশেষ বিভাগ ত্রয়॥ পূর্ব চম্পূ মাঝে গোলোক বিহার কৌমার কৈশোর আর। এই লীলাদ্বয় বর্ণিত হইবে ব্রজলীলা অনুসার॥ উত্তর চম্পূতে প্রথম বিলাস দ্বিতীয় তৃতীয় তথা। বর্ণিত হইবে এ বিলাস ত্রয় শাস্ত্রে শ্রুত হয় যথা॥ এই ছয় খণ্ডে হৈঞা পরিপূর্ণ পৃথক গ্রন্থের মত। বর্ণিত হইবে এই চম্পূদ্বয় নিত্য লীলা অনুগত॥ বিরচিত এই দ্বিখণ্ডিত ভাবে গ্রন্থ পণ্ডিতের গণ। অনলসভাবে করুন দর্শন যেই খণ্ডে যার মন॥

শ্রীগোপালগণানাং গোপালানাং প্রমোদায়।
ভবতু সমন্তাদেষা নাম্না গোপালচম্পূর্ধা ॥৬

আপন বলিয়া মানে শ্রীগোপাল সেই সব ধন্যজনে। অথবা যাহারা গোপালে আপন বলিয়া গণয়ে মনে ॥ সেই শ্রীনন্দাদি আভীর গণের সম্যক প্রমোদ তরে। এই শ্রীগোপাল চম্পূ বিরাজিত রহক ভুবনোপরে ॥

যদপি চিরমন্তর্দ্ধা জাতা শ্রীগোকুলস্থানাম্।
তদপি মহাত্মসু তেষাং ব্যূহসমূহঃ পুরঃস্ফুরন্ জয়তি ॥৭

যদ্যপি গোকুলবাসী গোপগণ লোকনেত্র অন্তরালে। করিল গমন বহুদিন পূর্বে লীলা অবসান কালে॥ তথাপি শ্রীনন্দ গোপের সমাজ রহক বিজয়ী হৈঞা। মহাত্মা শ্রীরূপ সনাতনাদির সম্মুখে দর্শন দিয়া॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ ॥

বৃন্দাবন নামে আছে সুপ্রসিদ্ধ বন। ধরণী দেবীর প্রিয় সৌভাগ্যে গণন ॥ বিশেষ আশ্চর্য্য এই উক্ত দিব্য বন। নির্মিত হইল লোকরক্ষার কারণ॥ বায়ু হইতে উক্ত বন ত্বরিত গতিতে। পবিত্র করয়ে সবে প্রসঙ্গ মাত্রেতে ॥ পরম ত্রিবর্গ ধর্ম অর্থ কাম আর। যদ্যপি অবাধে দান করে অনিবার॥ তথাপিহ অপবর্গ কৃষ্ণ প্রেমদান। ভক্তগণে বৃন্দাবন করয়ে বিধান ॥ নির্বাণ নামক মুক্তি ব্রজবাসী জনে। বিরুদ্ধ হয়েও ভক্তি সম্পদাহরণে ॥ মুক্তির সম্বন্ধ গন্ধ করিয়া নিঃশেষ। নিজগুণে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সবিশেষ ॥ কৃষ্ণসঙ্গে করে নিত্য সম্বন্ধে বন্ধন। নিখিল মঙ্গলপ্রদ এই বৃন্দাবন ॥ সজ্জনগণের সদা কৃষ্ণভক্তিপ্রদ। ভজ নাহি করে কভু সে ভক্তি সম্পদ ॥ বৃন্দাবনে জন্মপ্রাপ্তি অতি অসম্ভব। জানিয়াও জন্মবাঞ্ছা কৈল পদ্মোদ্ভব॥ ইথেই ধামের খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপিল। পরম পূজিত বলি স্বীকৃত হইল। দুর্জ্ঞেয় স্বরূপে নিত্য করি অবস্থান। বৃন্দাবন করে সর্ব বিরোধাবসান ॥ এই বৃন্দাবন পুণ্য ধাম সুনিশ্চয়। প্রাকৃত কবির কবিতার বস্তু নয় ॥ ভক্তিরসে পরিসিক্ত যার তনুমন। এহেন কবির কাব্য যোগ্য বৃন্দাবন ॥ পরম উদার তথা মহাসারময়। এই বৃন্দাবন সর্ব ধাম শ্রেষ্ঠ হয় ॥ জগতের হিতে অবতীর্ণ বারবার। সর্ব্বানন্দদায়ী শ্রীমান নন্দের কুমার ॥ যত লীলা করে সেই মহা নন্দোৎসবে। পূর্ণ করে বৃন্দাবন সদা স্ববৈভবে ॥ সবার পরমানন্দ বিধান বিষয়ে। সুখে চিত্ত হারী শুক বচন আছয়ে ॥৮

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনা পুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমাঃ প্রীতী রামকেশবয়োর্ নৃপ ॥৯

বৃন্দাবন তথা গিরি গোবর্দ্ধন যমুনা পুলিন আর। দেখি মহাপ্রীতি জন্মিল হে নৃপ রাম কৃষ্ণ দোঁহাকার ॥ কৃষ্ণলীলাস্থলী শ্রেষ্ঠ গিরি গোবর্দ্ধন। প্রথমেই করি তার প্রশস্তি কীর্তন ॥

যদ্গোকুলেশ্বর ইতি প্রথিতিঃ পুরাণে কৃষ্ণস্য তদ্বসতি গোকুলমস্য ধাম।
গোবাসতা চ কিল গোকুলতানিদানং গোবর্দ্ধনস্তদিহ সর্বনিধানমেব ॥১০

গোকুলের নাথ বলিয়া সেইত পুরাণে প্রথিতি আছে। সে গোকুল হয় কৃষ্ণের বসতি শ্রীধাম স্বরূপে রাজে। গোবৃন্দ সেথায় করয়ে বসতি সেহেতু গোকুল নাম। গিরি গোবর্দ্ধন সর্বসুখাস্পদ পূর্ণ করে সর্বকাম। গোবর্দ্ধন মধ্যে তত্ত্ব আছে সবিশেষ। সেই কথা কতি এবে করিয়া নির্দেশ।

ত্রিজগতি মানসগঙ্গা গোবর্দ্ধনমপি বিভিন্দতীতি বিদিতা।
অহমিহ মন্যে কৃষ্ণ-স্নেহজধারা তদন্তরং বিশতি ॥১১

গোবর্দ্ধন গিরি বরে ভেদ কৈল প্রখ্যাত মানস গঙ্গা। ত্রিভুবনে হেন আছয়ে বিদিত উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গা। মোর মনে লয় কৃষ্ণের অমিত স্নেহজ পীযুষ রাশি। নির্ঝর স্বরূপে প্রবেশ করিল গিরির অন্তরে আসি।

তস্মিন্ শ্রীহরিরাধয়োর্ গলিতং যদ্ভাতি কুণ্ডদ্বয়ং
সংসঙ্গেন পরস্পরং পরিমলান্যন্তে তয়োস্তন্মিবম্।
প্রেমাসীৎ প্রকটং বতঃ স্বননৈকৈঃ কম্পান্বিতং জাড্যযুগ-
ভক্তার্দ্রস্থিতিকচ্চ তদ্বনরসাকারং পরীক্ষ্যতে ॥১২

সেইত প্রখ্যাত গিরিগোবর্দ্ধন সমীপে কানন মাঝে। শ্রীরাধাশ্যামের রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ডদ্বয় রাজে। পর্বত কন্দরে রাধাসঙ্গে শ্যাম নিভৃতে বিহার করে। যুগলের অঙ্গ পরিমর্দোত্থিত পরিমল বায়ুভরে। আনীত হইয়া উভয় কুণ্ডের জল স্থল চারিধার। বাসিত করিয়া সুমধুর গন্ধে রাখে পূর্ণ অনিবার। পরস্পর নিত্য সম্মিলিত স্থিতি সম শোভা পরিমল। ক্ষণে জাড্য ক্ষণে মৃদু আন্দোলিত পবনে শীতল জল॥ ভক্তিতে ভক্তের হৃদয়ার্দ্রকারী সলিল আকারে স্থিতি। কুণ্ডদ্বয় রূপে দৃশ্যমান ভবে রাধামাধবের প্রীতি। দর্শনে স্পর্শনে সর্ব্বপাতক সংহরে। যমুনার মহিমা বিখ্যাত চরাচরে।

স্নানজাত সুকৃতাম্ন কেবলাৎ স্ফূর্তিদা মুররিপোরকেঃ সুতা।
বীক্ষণাদপি যতো বিভর্ত্তি সা শ্যামধাম-বরমাধুরীধুরাম্ ॥১৩

রবিজা যমুনা মুরারির মাত্র স্নানজ পুণ্যের ফলে। জীবের আনন্দ পুষ্ট বিধায়িনী নহে ত অবনী তলে। পরন্তু শ্যামের শ্যামদেহ কান্তি উৎকৃষ্ট মাধুরী সার। হৃদয় মাঝারে উদ্দীপিত করে বারেক দর্শনে তার। যমুনার হেন মহামহিমা বর্ণন। করয়ে উৎপ্রেক্ষারূপে পণ্ডিতের গণ।

স্বস্নিগ্ধ বৃন্দবিষয়প্রিয়তামহিম্না স্বেদাংশ এব কিমু কৃষ্ণতনোর্বিসারী।
বৃন্দস্য কৃষ্ণ বিষয়প্রিয়তৈব কিংবা তদ্ভাবভাবিতমতির্ভবতি স্ম কৃষ্ণা ॥১৪

নিজ স্নিগ্ধজন গোকুল নগরে যা সবার সদাস্থিতি। তা সবার প্রতি আছয়ে কৃষ্ণের সেইত পরমাপ্রীতি॥ সে প্রীতি মহিমা লোকে দেখাইতে কৃষ্ণ তনু বিনির্গত। স্বেদবিন্দু কিবা যমুনার রূপে ভবে হৈল আবির্ভূত। কিংবা নিজস্নিগ্ধ

জন সমূহের কৃষ্ণবিষয়িনী প্রীতি। যে আছে হৃদয় মাঝারে নিহিত সেইত প্রেমার রীতি॥ চিন্তিতে চিন্তিতে শ্রীযমুনা কিবা তদ্ভাব ভাবিত গতি। উদয়ে লভিল কৃষ্ণের মতন কৃষ্ণবর্ণে পরিণতি॥ যমুনা পুলিন যত কৃষ্ণ কেলিস্থান। মহাপ্রেমোল্লাস নিত্য করয়ে প্রদান॥

অদ্যাপি যানি বিবুধানবলোকমাত্রাৎ পুষ্ণন্তি কৃষ্ণকৃতরাসরসং বিভাব্য।
তান্যত্র কিং বররসায়ন দিব্যচূর্ণৈরভ্যাসতঃ স্বপুলিনানি চিনোতি সৌরী॥১৫

যেইত পুলিন কৃষ্ণকৃত রাস রসরাশি বিস্তারিয়া। ত্রিদশবৃন্দের করয়ে পোষণ অদ্যাপি দর্শন দিয়া॥ শ্রেষ্ঠ রসায়ন দিব্যচূর্ণ সম সিকতাতে নিরবধি। বর্দ্ধিত করিছে স্বপুলিনগণে সোৎসাহে যমুনা নদী॥ প্রসিদ্ধ ভাণ্ডীর বৃক্ষ মো সবার মন। ব্যাকুল করিছে স্ব-মাহাত্ম্যে অনুক্ষণ॥

ভাণ্ডীরস্য স্ফুটমধিহরি প্রেম কিং বর্ণনিয়ং সান্তর্দ্ধানং স্থিতবতি হরৌবাঢ়মন্তর্দধে যঃ।
যাস্তু স্বাংশেন চ বিষয়তামত্র গোবর্দ্ধনাদ্যা
লোকে স্নিগ্ধা রচয়িতুমিদং ন ক্ষমঃ স্যামিতীব॥১৬

ভাণ্ডীরের প্রেম বচনের পার কৃষ্ণগত যার প্রাণ। অন্তর্দ্ধানে কৃষ্ণ গমন করিলে যে করিল অন্তর্দ্ধান॥ গিরি গোবর্দ্ধন প্রভৃতি যতেক সুস্নিগ্ধ পদার্থগণ। লোক নেত্রেন্দ্রিয় বিষয় হইয়া স্থির রহ সর্বক্ষণ॥ কিন্তু তা সবার মত নিজ অংশে রহিবারে সুপ্রকট। শক্তি নাহি মোর এত চিন্তি প্রাণ ছাড়িল ভাণ্ডীর বট॥ প্রেমে পরিপূর্ণ হয় ধাম বৃন্দাবন। প্রেমার মাধুর্য্য অহো করহ দর্শন॥

কুত্র কুত্রচিদগস্য দম্ভতঃ স্তম্ভমেতি তদিদং হরের্বনম্।
প্রায়শশ্চলদলস্য কম্প্রতামঙ্কুরস্য পুলকানি সর্বতঃ॥১৭

কোন কোন স্থানে বনানীনিকরে বেষ্টিত পর্বত ছলে। স্তম্ভিত হইয়া রহে বৃন্দাবন সুনীল গগন তলে॥ অশ্বত্থ বৃক্ষের ছলে কম্পভাব কভু বা সম্প্রাপ্ত হয়। দূর্বাঙ্কুর ছলে বৃন্দাবন সদা পুলকে পুরিত হয়॥

ব্রজরাজসুত কৃষ্ণ ব্রজবাসীগণে। সঙ্গে লৈঞা আবির্ভূত হৈলে বৃন্দাবনে॥ আবির্ভাব সূচনা সূচিত করি তার। কোন্ কোন্ বস্তু নাহি করে অবতার॥ হেন কথা সুস্পষ্ট স্বরূপে মোরা সব। যুক্তি যুক্ত রূপে পূর্বে কৈনু অনুভব॥ ব্রজ শব্দে সমীচীন ভাব হয়। ভাগবত পদ্যে দেখ হেন কথা কয়॥১৮

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্। হরে নিবাসাত্মগুণৈ রমা ক্রীড়মভূন্নৃপ॥১৯

যেদিন আসিয়া নন্দের মন্দিরে জন্ম নিল ভগবান। সেদিন হইতে নন্দ ব্রজ হৈল নিখিল সমৃদ্ধিমান॥ শ্রীহরির বাসযোগ্য নিজগুণে মণ্ডিত হইয়া ব্রজ। ইন্দিরার হৈল বিলাসোপবন শুনহ উত্তরাত্মজ॥

এইত ব্রজের মধ্যে গিরি গোবর্দ্ধন। যমুনা মানস গঙ্গা পুলিন কানন॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড ভাণ্ডীর যে আর। কৃষ্ণ লীলা কল্পে কৈল ভবে অবতার। পদ্মপুরাণোক্ত সন্দর্ভাদি অনুসরে। প্রতি কল্পে এইসব ব্রজে অবতরে॥ মুখকল্প

দন্তবক্র নিধনাতে হরি। প্রবেশ করিল আসি নিজ ব্রজপুরী॥ হেন কথা কহে পাদ্ম বচন নিকর। নির্দিষ্ট হইবে যথাস্থানে অতঃপর॥ উক্ত বৃন্দাবনের বৈভব সবিশেষ। প্রকাশ হইয়া ব্যাপ্ত কৈল সর্বদেশ॥ সংসারে নিখিল লোকচিত্ত আর কায়। সেই বৈভবের স্পর্শ লেশ নাহি পায়॥ বরাহাদি পুরাণোক্ত মহাকীর্তিময়। কদম্বাদি বৃক্ষে সেই বিভূতি আছয়॥ পদ্ম আর স্কন্দ পুরাণেতে অবিরত। স্পষ্টাক্ষরে সেইত বিষয় হয় শ্রুত॥ সেই সেই নিত্যসিদ্ধ স্বভাব স্বরূপ। রমণীয় দেহধারী পরমাত্মা রূপ॥ বলরাম গাভী আর গোপবৃন্দসহ। সেই বৃন্দাবনে ক্রীড়া করে অহরহ॥ সেইত ধামের নিজ ঐশ্বর্য বিশেষ। অশেষ বলিয়া শাস্ত্রে করয়ে নির্দেশ॥ এই ভূমণ্ডলে সেই বিভূতি নিশ্চয়। প্রাকৃত নিয়ম অতিক্রমি ব্যক্ত হয়॥ বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বচনে। ব্যক্ত হৈল সেই তত্ত্ব সংক্ষেপে ভুবনে॥২০

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্।
অত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগা কীটা নরামরাঃ।
যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ন্।
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজনমেবাপ্তি বনং মে দেহরূপকম্।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।
সর্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্মচক্ষুষা॥২১

বৃন্দাবন নামে অতি মনোরম এ মোর পরম ধাম। ইথে বৈসে যত পশুপক্ষী মৃগ কীট নরামরনাম। অন্য অন্য যত জীব বৈসে এথা সবাই মৃত্যুর পরে। অবশ্য যাইবে মোর দিব্য ধামে নিত্যসিদ্ধ কলেবরে॥ আভীর তনয়া যত বাস করে এই মোর বৃন্দাবনে। যোগিনী স্বরূপ সবে মোর সেবা করয়ে সানন্দ মনে। মোর দেহরূপ বৃন্দাবন পঞ্চ যোজন ব্যাপিয়া রহে। সুষুম্না স্বরূপ কালিন্দী তাহাতে পরামৃত ধারা বহে। দেববৃন্দ আর ভূতগণ এথা বৈসে সূক্ষ্মদেহ ধরি। সর্বদেবময় আমি বৃন্দাবন কভু নাহি ত্যাগ করি॥ যুগে যুগে মোর এই ধামে হয় আবির্ভাব তিরোভাব। চর্মচক্ষে দৃশ্য নহে এই ধাম বিনা প্রেম ভক্তিভাব।

সারভাগে পরিপূর্ণ ব্রজের বৈভব। যথাস্থানে বর্ণিত হইবে সেই সব॥ শ্রীমদ্ভাগবত মতে এই শ্রুত হয়। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃপার আলয়॥ বরুণের লোক হৈতে নিজগোপ গণে। আনয়ন কৈল নিজ ধাম বৃন্দাবনে। বৈকুণ্ঠ বিশেষ রূপ বৈভব আপন। অনন্ত ঐশ্বর্যে যাহা পূর্ণ অনুক্ষণ॥ সেইত বিভূতি যেথা অক্রূরের প্রতি। দেখাইল কৃষ্ণ করি করুণা মহতী। অক্রূরের সুখপ্রদ

সেই রম্য স্থান। ব্রহ্মকুণ্ড নামে ব্রজে আছে বিদ্যমান।। সেই ব্রহ্মহ্রদে উনজন নিমজ্জনে। কৌতুক জন্মিল ব্রজবাসীগণ মনে।। সেইকালে কৃষ্ণ স্বয়ং রক্ষক স্বরূপে। স্তুত হয় ছন্দো বৃন্দ দ্বারে দিব্যরূপে। নরলীলা রূপে অত্র বিহার সময়। না জানিয়া তার মহা বিভূতি নিচয়।। করিত সামান্য জন সেই গোপগণ। তা সবারে কৃপা করি নন্দের নন্দন।। অনন্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ণ নিজ নিত্য ধাম। দেখাইল লীলাস্থলী বৃন্দাবন নাম।। ভক্তি রসতত্ত্ব বেত্তা পণ্ডিতের গণ। ভগবৎ পাদপদ্মে লইয়া শরণ।। হৃদয়ে চিন্তিয়া সেই সেই লীলা সব। এবেহ সাক্ষাতরূপে করে অনুভব। সেইত বৈভবরাজি করিতে নির্দেশ। হরিবংশ গ্রন্থে আছে বর্ণন বিশেষ। গোবিন্দাভিষেকের ঐশ্বর্য্য সুরপতি। নিরখিয়া হৈল মহাশ্চর্য্য যুক্তমতি।। ব্রজরাজ নন্দনের তনুর বিস্তার। সমান দেখিল সর্বব্যাপ্ত শক্তি তার।। যদ্যপিহ প্রাকৃত পদার্থ সন্নিহিত। তথাপিহ প্রকৃতির অতীব অতীত।। বৃন্দাবন স্থিত সব স্বরূপে চিন্ময়। বর্ণনানুসারে এই তথ্য বোধ হয়।। প্রাকৃত্যাবরণ থাকা সত্ত্বেও যেসব। প্রকৃতির সম শোভিত কৃষ্ণের বৈভব।। অতএব বৃন্দাবন ভূখণ্ড নিকর। ব্যাপক অব্যাপক এই দুই রূপধর।। অনন্ত হইতে ভিন্ন নহে সে বৈভব। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে যাহা হয় অনুভব।। ব্রহ্ম-সংহিতাতে তাহা পণ্ডিতের গণ। মহৎ বলিয়া স্পষ্ট করিল বর্ণন।। প্রকটা-প্রকট প্রকাশক শক্তিময়। এই বৃন্দাবনে বহু বিভাগ আছয়।। তার লাগি এই বৃন্দাবনের বিষয়। বহুশাস্ত্রে বহুভাবে সদা শ্রুত হয়।। তার মধ্যে অপ্রকট প্রকাশ বৈভব। বিশেষে বর্ণিত এবে হইবে সে সব। সেইত বৈভবে হয় গোকুল প্রধান। ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক তাহাতে প্রমাণ।। অতএব নিজহিতে প্রমাণানুসার। ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক করিব উদ্ধার।। উক্ত শ্লোক বলি সুখে অনুভব তরে। ক্রমভঙ্গে লিখা হৈল অত্র গ্রন্থান্তরে।।২২

ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোক ইতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি বিরলচরাঃ কতিপয়ে।
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি গণময়ী তোয়মমৃতম্।।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতি পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহা
ন্নিমেষার্দ্ধাখ্যো বাপি ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।।

ভক্তিরসবেত্তা পণ্ডিতের গণ গোলোক যাহারে কহে। ভজি সেই শ্বেত দ্বীপে পদ্মসম সরোবরে যাহা রহে।। গোলোকের এই তত্ত্ববেত্তাগণ ভূতলে নগণ্যে গণ্য। প্রচার সেহ ত অতীব বিরল বিভিন্ন বাদেতে ভিন্ন।। এইত গোলোকে ব্রজগোপী-গণ লক্ষ্মীর স্বরূপা হয়। কান্ত কৃষ্ণচন্দ্র পরম পুরুষ নন্দসুত সবে কয়।। কল্পবৃক্ষময়

বনানী নিকর ভূমি যত্র চিন্তামণি। অমৃত সমান বারি সুমধুর কথাগান সুরধুনী।। সহজ গমন নটন সমান কৃষ্ণের সুখাবস্থান। ব্যঞ্জিকা বংশিকা প্রিয় সখী বলি হয় যার অভিধান।। চন্দ্রসূর্য আদি জ্যোতির্ময় বস্তু চিদানন্দরূপ ধরি। সবার আনন্দ করয়ে বর্দ্ধন সেথা দিবা বিভাবরী।। সূর্যতাপে সেথা লোকের সুখদ শশধর জলধি হীন। জ্যোতির্ময় সেই চিদানন্দ ধাম তমো তত্র চিরলীন।। বংশীনাদে যথা সুরভীবৃন্দের পয়োধরে ক্ষীর ঝরে। ক্ষীরোদ সাগর সৃজিত হইয়া ধারা উছলিয়া পড়ে।। ভগবদাবেশ বিহনে যেথায় লোকের সময় প্রায়। নিমেষার্দ্ধকাল সেহত কদাপি বিফলে নাহিক যায়।।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ এই উপক্রমে। অন্য অন্য শ্লোক প্রোক্ত হৈল ক্রমে ক্রমে।। তাহে আছে গোকুলের মহিমা বিস্তর। চিন্ময় ধাম সর্বচিত্ত মনোহর।। মায়া স্পর্শ হৈতে দূরে করে অবস্থান। সেই হেরে কৃষ্ণে যার প্রেম বলবান।।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্।।
তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি।
চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্।।
চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্দ্ধাম চতুঃকৃতম্।
চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুভির্বৃতম্।।
শূলৈর্দশভিরানদ্ধমূর্দ্ধাধো দিগ্বিদিক্ষু চ।
অষ্টভির্নিধিভির্জুষ্টমষ্টভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা।।
মনুরূপৈশ্চদশভির্দিকপালৈঃ পরিতো বৃতম্।
শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদর্ষভৈঃ।।
শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ।।

গোপীগণ সহ পরম পুরুষ কৃষ্ণের বসতি ধাম। গোলোক নামেতে বিখ্যাত অন্যত্র মহা বৈকুণ্ঠাদি নাম।। সহস্রপত্রক কমল সে ধাম পদ্মপুষ্প প্রায়রীত। ক্ষণে সঙ্কুচিত ক্ষণে বিস্তরিত হয় লীলা সমুচিত। পদ্ম কর্ণিকায় কৃষ্ণ বাসস্থান খ্যাত অন্তঃপুর নাম। অনন্তাংশে সর্ব বিভূতি সম্ভব অংশীরূপ বলরাম।। শ্রীকৃষ্ণের অংশ-রূপ গোপগণ কিঞ্জল্ক স্বরূপ তত্র। লক্ষ্মীসম ব্রজরামাগণ হয় সহস্র কমল পত্র।। গোকুলের চতুর্দিকে শ্বেতদ্বীপ চতুষ্কোণ আবরণ। অদ্ভুত সে স্থান চারি কোণে রহে চতুর্ব্যূহ অনুক্ষণ।। বাসুদেব তথা সঙ্কর্ষণ আর শ্রীপ্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ। চতুর্দ্ধা বিভক্ত চতুর্ব্যূহ দ্বারে চারি কোণ সদা রুদ্ধ।। ধর্ম-অর্থ কাম মোক্ষ নামে খ্যাত পুরুষার্থ চতুষ্টয়। তৎ সাধনভূত সামাদি নিগমে গোকুল বেষ্টিত রয়।। ঊর্দ্ধাধোপূর্বাদি চারিদিক আর অগ্ন্যাদি বিদিক চারি। এই শূল দশে শ্রীগোকুল ধাম সুরক্ষিত মনোহারি।। অষ্ট নিধি আর অষ্ট সিদ্ধি দ্বারে বেষ্টিত গোকুল ধাম। স্ব স্ব মন্ত্রে প্রতিপাদ্য দেবগণ বৈসে সেথা অবিরাম।। ইন্দ্রাদি নামক দশদিক পালে

উক্ত ধাম সুরক্ষিত। শ্যাম গৌর রক্ত শুক্লবর্ণ চারি বেদ পারিষদান্বিত॥ বিমলা-প্রমুখ অতীব অদ্ভুত মহাশক্তি গণদ্বারে। শোভিত সে ধাম রক্ষিত হইয়া মহা যত্নে চারিধারে॥

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥২৩

হরিচন্দনাদি লক্ষ কল্পবৃক্ষে সুবেষ্টিত মনোহর। চিন্তামণিময় ভুবন সমূহে বাস করি নিরন্তর॥ সুরভী প্রভৃতি কাম ধেনু গণে সর্বথা পালন করে। সহস্রেকশত মহালক্ষ্মী যারে সেবয়ে সম্ভ্রমভরে॥ অনাদির আদি পরমপুরুষ হয়েত যাহার নাম। সেইত গোবিন্দে প্রাণ মন সহ ভজি আমি অবিরাম॥

বৃহদ্বামনাখ্য পুরাণেতে হেন কয়।
কৃষ্ণ নিত্য বাসস্থান চিদ্বিভুতিময়॥
রত্ন ধাতুময়ঃ শ্রীমান্ যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
রত্ন বদ্ধোভয়তটা কালিন্দী সরিতাং বরা॥২৪

রত্নধাতুময় বিগ্রহ শ্রীমান্ গিরি গোবর্দ্ধন তথা। রত্নে বদ্ধতটদ্বয় যুক্তা শ্রেষ্ঠ তটিনী কালিন্দী যথা॥ ইত্যাদি কহিয়া বামন পুরাণে ধামের মহিমা যত। বিবৃত আছয়ে অন্যত্র বিশেষ সর্বশাস্ত্র সুসম্মত॥

চিত্রের ফলক রূপ আধারে যেমন। নিহিত থাকয়ে নানাচিত্র সুশোভন॥ সেই রীতি অনুসারে কাব্যের আধার। বৃন্দাবন তত্ত্ব পূর্বে প্রমাণানুসার॥ নির্দ্ধারিত করিয়া অন্যান্য সমুদয়। বিষয় হইবে প্রকাশিত সুনিশ্চয়॥ পূর্বে যে লোকের কথা হইল বর্ণিত। গোলোক তাহার নাম হয়েত নিশ্চিত॥ তে কারণে উক্ত লোক গোপগণ আর। গোগণের বাসস্থান হয় অনিবার॥ এইত গোলোক ধরে শ্বেতদ্বীপ নাম। পরম বিশুদ্ধি দ্বারে উদ্বোধিত ধাম॥ সেইত শুদ্ধতা অন্য স্পর্শ যোগ্য নহে। প্রাকৃতের মধ্যে ধাম অপ্রাকৃত রহে॥ শুদ্ধ সত্ত্বময় আর শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান। স্বল্পমাত্র জন জানে তাহার সন্ধান॥ ইথেই ধামের করে মাহাত্ম্য নির্ণয়॥ পরম গোলোক পরম শ্বেতদ্বীপ হয়॥ এইত বিষয় করি পুনঃ নির্দ্ধারণ। সমুচিতভাবে পুনঃ করয়ে বর্ণন॥ যথেচ্ছা বিহার রূপ মহানন্দ-প্রদ। বহু বচনার্থ গোপী পদার্থ সম্পদ॥ আশ্রয় করিয়া বহু করয়ে বিহার। অপর বৈকুণ্ঠে এক লক্ষ্মীর প্রচার॥ অতএব এই ধামে গোপাঙ্গনা গণ। এক নহে হয় বহু সংখ্যাতে গণন॥ সেই মহাবাক্যের সারার্থভাগ রূপ। কৃষ্ণে আকর্ষণ করিবার স্ব স্বরূপ॥ গোপীজন বল্লভায় স্বাহা এই মন্ত্র। প্রকট করিল যাহা গৌতমীয় তন্ত্র॥ গোপীজন বল্লভ রূপে কৃষ্ণের বিশেষ। মন্ত্র জপে ঋষিগণ কৈল উপদেশ॥ এই স্থানে শ্রী শব্দে কেবল বর্ণদ্বয়। গোপী এই দ্বিবর্ণ পদের স্ফূর্তি নয়॥ গোপী এই পদার্থের পূর্ণাধিরোহণ। ধ্যানেও স্বীকার মোরা করি অনুক্ষণ॥ নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গেতি শুকের বচনে। উৎকর্ষ প্রকট করে ব্রজ-

রামাগণে॥ সামান্য লক্ষ্মীর বিজয় ইহাতে বর্ণন। ব্রহ্মসংহিতার বাক্য সর্বোচ্চ গণন॥ লক্ষ্মী সহস্রেক শতে সদা সেব্যমান। এই বাক্যে করে লক্ষ্মী বৈশিষ্ট্য প্রমাণ॥ কুরুপতির এই যুক্ত শব্দ সেইমত। অখণ্ডতা খণ্ডতা বোধ জন্মায় সতত॥ সেই মত শুক প্রোক্ত বচন হইতে। বৈশিষ্ট্য প্রকট করে সংহিতা বাক্যেতে॥ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী হৈতে ব্রজরামাগণ। সর্বাংশে প্রধান এই সিদ্ধান্ত বচন॥ ইহা সিদ্ধান্তিত হৈল অতঃপর। শ্রীরাধার তত্ত্ব কহি শ্রোত্র মনোহর॥ পরমা বলিয়া রাধা সর্ব শাস্ত্রে খ্যাত। পদ্মস্কান্দ-বরাহ-মাৎস্যের বাক্যে জ্ঞাত॥ বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে গোবিন্দ বৃন্দাবন। বিফল হইবে কেন এসব বচন॥২৬-২৮

লক্ষ্মীরভিতঃ স্ত্রিতমা গোপ্যো লক্ষ্মীতমাঃ প্রথিতাঃ।
রাধা গোপিতমা চেদস্যাঃ কা বা সমা রামা॥২৯

বৈকুণ্ঠ্যাদি নানা ধামের মাঝারে যে সব রমণী রহে। তা সবার মধ্যে লক্ষ্মী সর্বোত্তমা হেন কথা সবে কহে॥ বৃন্দাবনে গোপবধূটী নিকরে লক্ষ্মীতমা বলি জানি। কোন রামা আছে রাধার সমান গোপিতমা রাধারাণী॥৩০

অতএব এইমত পূর্বোক্ত প্রকারে। শ্রীকৃষ্ণ রমণ সর্ব গোপিকা মাঝারে॥ সর্বশাস্ত্র খ্যাত তার শ্রী গোবিন্দ নাম। নিত্য বাসস্থলী তার শ্রীগোকুল ধাম॥ রমাতে রমণকারী আছে যত জন। একৈক রমায় যারা করয়ে রমণ॥ তা সবার মধ্যে সেই গোবিন্দ সুন্দর। পরমপুরুষ নামে খ্যাত চরাচর॥ পাণিগ্রহীতারে সর্বলোকপতি কয়। বিবাহিত না হইলে উপপতি হয়॥ উপপতি সঙ্গে পর নারীর মিলন। অত্যন্ত গর্হিত কহে নীতিকের গণ॥ তবে কেন কৃষ্ণ আর ব্রজবধূ গণে। উপপত্য ভাব শ্রুত হয় বৃন্দাবনে॥ মায়াদ্বারে শ্রীকৃষ্ণাবতারের সময়ে। যেই উপপতি ভাব প্রত্যায়িত হয়ে॥ মায়িক বলিয়া তাহা মিথ্যাতে গণন। পরে পরিষ্কার রূপে করিব বর্ণন॥ শ্রী তথা পরমপুরুষ শব্দ দ্বয়ে। এইত সিদ্ধান্ত বাক্য অনুমিত হয়ে॥ কথা মধ্যে এইত সিদ্ধান্ত পুনর্বার। বিশেষ প্রমাণ সহ করিব বিস্তার। এই মত অবশিষ্ট জ্যেষ্ঠ বলরাম। কৃষ্ণের বিলাস মূর্তি সম গুণ গ্রাম॥ বৃন্দাবনে বৃক্ষ যত আছে বিদ্যমান। সবে কল্পতরু করে সর্বে সুখদান॥ সামান্য বৃক্ষের তুল্য হীন গণ্য নয়। সম্মানে গৌরবে সদা সর্বোৎকৃষ্ট হয়। সংকল্পিত সর্ববস্তু প্রদানে সমর্থ। এই হেতু সম্মানিত হয়েও যথার্থ॥ কল্পতরু আছে যেই বৃক্ষ জাতি মাঝে। বিলক্ষণ গুণে খ্যাত হৈঞা সবে রাজে॥ বৃন্দাবনে ভূমিখণ্ড যতেক আছয়। দর্পণ সমান সবে সুনির্মল হয়॥ ঐশ্বর্যে মণ্ডিত আর দর্শন স্পর্শনে। নানা কার্যে যোগ্য নানা ভূমিকা রচনে॥ রমণীর মত পূর্ণ করি অভিলাষ। চিন্তামণি সমকরে স্বভাব প্রকাশ॥ বৃন্দাবনে যেই সব ভবন সংস্থিত। সবে চিন্তামণি রত্নপীঠোপরি স্থিত॥ অপূর্ব শোভাতে সুশোভিত নিরন্তর। ভূমির মহিমা সর্বলোক অগোচর॥ কমনীয় ভাবে গুণে

তারতম্য হয়। লীলা অনুসারে নানারূপে ব্যক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করিয়াও অনিবার। ভূমির মহিমা হয় দুর্বোধ্য অপার॥ অতএব এ বিষয়ে বিশেষ বিচার। স্থগিত হইয়া এবে রহ এইবার॥ বৃন্দাবনে সমুৎপন্ন তরুগুল্মলতা। কীট-পতঙ্গাদি যত জীব জন্মে তথা॥ নিজ নিজ শরীরের দ্বারা অনুক্ষণ। বৃন্দাবন শোভা করে সতত বর্ধন ॥৩১-৩৪

দৃষ্টিশ্রবণময়াস্ত তাস্তদ্‌গোচরিতাশ্চ জাতিরূপাভ্যাম্।
নগ-মৃগ-পক্ষিবিশেষাস্তত্রত্যা-নাঞ্চ চিত্রমাদধতি ॥৩৫

সেথায় পর্বত পাদপ নিকর বিশিষ্ট বিহঙ্গগণ। দৃষ্টিআর শ্রুতি পথের বাহিরে রহিয়া ততক্ষণ॥ মাত্র জাতি আর রূপের প্রভাবে হৈঞা নেত্র শ্রুতি গত। বৃন্দাবনবাসী জনগণে সদা দেখায় আশ্চর্য কত॥ অমৃতের সম বারি বৃন্দাবনে তথা। কি আর বক্তব্য তত্র অমৃতের কথা। কথাও সেথায় সঙ্গীতের কার্য করে। পানীয় যেমন ঢালে শ্রবণ কুহরে॥ সঙ্গীতের কথা আর কি বক্তব্য হয়। গমন সেথায় নৃত্যচাতুর্যাদিময়॥ নৃত্য যে হইবে তত্র আদৃত বিষয়। এ সম্বন্ধে কিবা আর বক্তব্য আছয়॥ বংশী যেথা করি আশু সুখের বিলাস। কংসারির সহায়তা করি করে বাস॥ প্রিয় সখী সম সব কার্য সদা করে। বংশীসম ধন্য জন কে আছে সংসারে॥ চিদানন্দময় এক মহাজ্যোতি রাশি। আপন অভিন্ন শক্তি বিশেষ প্রকাশি॥ উদ্ভাসিত করি নিত্য বস্তু সমুদয়। গোকুল শব্দের যাথার্থত্ব প্রকাশয়॥ লোকবৎ হয় লীলা কৈবল্য প্রচার। এই শাস্ত্রোক্ত রীতি নীতি অনুসার। গো শব্দের অর্থ জ্যোতিপুঞ্জ শক্তিদ্বারে। উদ্ভাসিত করি চন্দ্র সূর্য এ সংসারে॥ তত্তৎ প্রকাশিত পদ্মকুসুমাদি গণে। আস্বাদ্য করয়ে লোক লীলার কারণে॥ মর্ত্যলোক সম বিপরীত পরিণামে। জঘন্য দ্রব্যে পরিণত না হয় এধামে॥ হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে আছে এ বচন। যেথায় বৈকুণ্ঠদ্রব তত্ত্ব নিরূপণ॥ পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণে নির্দিষ্ট হইল। সেথায় এইত বাক্য স্পষ্ট দেখা দিল ॥৩৬-৩৮

গন্ধরূপং স্বাদরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ বৎ।
রসবদ্‌ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্‌রসরূপকম্ ॥
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেচ্চ তৎ।
ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎসর্বং ভৌতিকং বিদ্ধি নহি ভূতময়ং হিতৎ ॥৩৯

গন্ধের বিষয়ে হইলেও গণ্য পুষ্পাদি বৈকুণ্ঠ ধামে। দ্রব্য সমুদয় পরিজ্ঞাত হয় জিহ্বার আস্বাদ্য নামে॥ রসময় যত ভৌতিক দ্রব্যাদি এথাও রসের মত। আস্বাদ্য তথাপি ধরে অপ্রাকৃত নানাগুণ অবিরত॥ হেয়াংশবর্জিত অত্র সর্বরস তেইত সরস হয়। অপ্রাকৃত রসে প্রাকৃত স্বাদের সম্ভব কদাপি নয়॥ ফল মাত্রে অষ্টি ত্বক কাঠিন্যাংশ ভৌতিক নামেতে খ্যাত। বৈকুণ্ঠের ফল নহেত ভৌতিক

অপ্রাকৃতে হয় জ্ঞাত॥ দিব্যধামে সর্ববস্তু অপ্রাকৃত হয়। ভাগবতে ব্রহ্ম বাক্যে এ সিদ্ধান্ত কয়॥

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥
প্রপন্ন জনতা বৃন্দের আনন্দ সন্দোহ বর্দ্ধন তরে।
হইয়াও প্রভু নিষ্প্রপঞ্চ তুমি বিহর প্রপঞ্চ পরে ॥৪০

ব্রহ্মার এইত বাক্যে স্পষ্ট করি কয়। প্রাকৃত ভাবেতে কৃষ্ণলীলা সমুদয়॥ হইলেও অনুষ্ঠিত তদাশ্রিত জনে। যে আবেশ হয় লীলা দর্শনে শ্রবণে॥ সে আবেশ নিত্যলীলা মধ্যে নাহি হয়। প্রাকৃতে অপ্রাকৃত লীলা মহা মধুময়॥ কৃষ্ণ আর তার প্রিয় আশ্রিতের গণে। যে আবেশ হয় মর্ত্য লীলানুকরণে॥ সেইত আবেশ নিত্য লীলাতে নিশ্চয়। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্তে প্রবেশ করয়॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণের বাসনানুসারে। প্রপঞ্চ সদৃশ সর্ব দ্রব্যে নিত্যাকারে॥ লীলাশক্তি সর্ববস্তু প্রকাশ করয়। এইত সিদ্ধান্ত বিবেচনা যোগ্য হয়॥ কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি অব্যক্ত মধুর। অভ্যাসে মাধুরী দ্বারে মাধুর্য প্রচুর॥ বিস্তারিয়া দুগ্ধ ধারা ক্ষরণ কারিণী॥ গোস্তন পর্বত হৈতে ক্ষীর সুরধুনী॥ পরিখার মত সৃষ্টি করি চারিধার। অগাধ ক্ষীরোদ সিন্ধু করয়ে বিস্তার॥ তথায় যেসব ধেনু করে বিচরণ। কামধেনু মধ্যে হয় সবার গণন॥ প্রচুর বহয়ে ক্ষীরধারা তা সবার। ক্ষীর প্রদায়িনী শক্তি প্রচুর সবার॥ এই সেথাকার নদী অগণন। নানারসবাহী কহে পণ্ডিতের গণ। দিব্য গোলোকাখ্য ধামে কৃষ্ণ ভগবান। করে নিত্য কিশোর স্বরূপে অবস্থান॥ অর্দ্ধেক বার্দ্ধক্য আর সম্পূর্ণ যৌবন। যৌবনার্দ্ধ কৃষ্ণ পিতা মাতা ভ্রাতাগণ॥ অন্যান্য বান্ধবগণ এ বয়সে রহে। কাহারও বয়োবৃদ্ধি হ্রাস কভু নহে॥ প্রকৃতি মণ্ডলে স্থিত জনার মতন। তা সবার নাহি ঘটে বয়ো বিবর্ত্তন॥ সেইত সহস্রপত্র পদ্মের সমান॥ গোলোকের মধ্যে কৃষ্ণের করি অধিষ্ঠান। মহামণি স্বরূপে সে উজ্জ্বল কমল। রাখিল গোকুল নাম নিজ বাসস্থল॥ গোগোপগোপিকাগণ আবাস স্বরূপ। যেই ব্রজভূমি তাহা হয় মোর রূপ॥ এতেক বচনে কৃষ্ণ মুখে আপনার। শ্রীব্রজভূমির কৈল মহিমা প্রচার। গোকুলত্ব এই নাম ন্যায় অনুসারে॥ উপন্যস্ত হৈল কলি শাস্ত্রেতে প্রচারে। রূঢ়ি শব্দ যোগার্থকে নিরাস করয়। পদার্থের নাম রূঢ়ি অনুসারে হয়॥ ইহার দৃষ্টান্ত হয় কমল যেমন। বারিজাত অন্য বোধ করে নিবারণ॥ তেমতি গোকুল শব্দে জানিহ নিশ্চয়। গাভিকুল নহে ব্রজধাম গ্রাহ্য হয়॥ দশম স্কন্ধেও দেখ শুক তপোধন। ভগবান গোকুলেশ্বর কহিল বচন। ইহাতেই স্থির ভাবে করিল প্রমাণ। গোকুলেশ্বর হয় কৃষ্ণ ভগবান॥ ঈশ ধাতুর উত্তরে এস্থানে সুনিশ্চয়। শীলার্থে হইল অত্র বরুট্ প্রত্যয়। গোকুলং বন বৈকুণ্ঠং এহেন বচন। নিগমেও পরিদৃষ্ট হয় অনুক্ষণ॥ বনমধ্যে গোকুল বৈকুণ্ঠ নাম ধরে। বেদের বাক্যার্থ এই খ্যাত

চরাচরে॥ অতঃপর ব্রজরাজ মহাভাগ্যবান্। হইল তাহার পুত্র মহাভগবান॥ গোকুল নামক কমলের কর্ণিকার। তার মধ্যে স্থান কৃষ্ণ করি অধিকার॥ নানাবিধ বর্ণাশ্রয় স্বরূপ হইল। পূর্ব্বপ্রোক্ত মণিগৃহ প্রোদ্ভাসিত কৈল॥ অনন্তের অংশহেতু সেইত ভবন। করিল অনন্তরূপে শোভা বিকিরণ॥৪১-৪৮

যস্মিন্ কেশরবিসরান প্রাচীরাঙ্গান্ সমন্ততঃ সময়া।
সদয়া দায়াদায়াঃ সোপাসীনা বসন্তি গোপালাঃ॥

সেইত ভবন প্রাচীরের অঙ্গ স্বরূপ কেশর দলে। উপাসক বিপ্রগণ চারিদিকে শোভয়ে সদন বলে॥ জাতিতে আভীর গোপালকগণ অতীব দয়ার্দ্র চিত্ত। বিপ্রগণ সঙ্গে করয়ে বসতি স্বজ্ঞাতি স্বরূপে নিত্য॥

গোকুলতা শব্দ বলে এতদর্থসার। নিষ্পাদিত রূপে হয় সর্বত্র প্রচার॥ অংশ ভাগ দায় নামে হয়েত কথিত। দায় যস্ত শব্দ হয় প্রত্যয় তদ্ধিত॥ আভীর জাতির সেই ভাগ সমুদয়। বকারি কৃষ্ণের প্রতি সদাগুস্ত রয়॥ তাহাতেই দায়বস্ত কহে গোপগণে। কিংবা যা সবার অংশ আছে কৃষ্ণ ধনে॥ হেন বাক্যে বহুব্রীহি সমাস স্বীকার। করিলে মিলয়ে দায়াদের অর্থসার॥ জীবের জীবন হয় ধান্যাদি যেমন। কৃষ্ণপ্রেম তথা গোপগণের জীবন॥ অতএব এই স্থানে ব্যাকরণগত। বহুব্রীহি সমাস আশ্রয় সুসঙ্গত॥ শুকদেব এইত আত্মীয় গোপিগণে। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি বলি করিল বর্ণনে॥৪৯

এবং কুকুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মান স্বজাতিভিঃ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ॥৫০

বৃষাসুরে বধ করি স্তুত হৈঞা স্বজাতি আভীর গণে। গোপীনেত্রোৎসব কৃষ্ণ প্রবেশিল রাম সহ বৃন্দাবনে॥

পত্রানি তত্র কমলে কমলালয়ানামংশেন কেলিবিপিনানি ভবন্তি যেষু।
চিন্তামণি প্রকর-সদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু নিভৃতং রমতে মুকুন্দঃ॥৫১

গোকুল নামক সেইত কমলে পত্রের যতেক দল। অংশরূপ হয় গোপিকা-গণের বিহারোপবন স্থল॥ লক্ষকল্পবৃক্ষে বেষ্টিত সুন্দর চিন্তামণিময় ঘরে। বধূগণ সঙ্গে নিভৃতে মুকুন্দ সতত বিহার করে॥

তত্রাধিরাজ্যং কিল রাধিকামনু প্রত্তং প্রিয়েণেতি পুরাণবিশ্রুতম্।
অহস্তু মন্যে পুনরুক্তমেব তদ্গুণেন তস্যাঃ স চ যদ্বশং গতঃ॥৫২

অতীব প্রাক্কালে প্রিয়তম কৃষ্ণ সেই গোকুল মাঝে। শ্রীরাধার প্রতি কৈল বাক্য দান পুরাণে প্রসিদ্ধি আছে॥ যার গুণে কৃষ্ণ নিত্য বশীভূত তারে কৈল বাক্য দান। এহেন বচন পুনরুক্ত বলি মোর চিত্তে হয় জ্ঞান॥৫৩

ব্রহ্মসংহিতার বাক্য এই প্রকরণে। পরম পুরুষ আর শ্রীশব্দ গ্রহণে॥ ইতি-পূর্বে হইয়াছে যেই ত বিচার। মায়িকৌপপত্যভাব না করি স্বীকার॥ নিজ পতি ভাব যাহা হইল স্থাপিত। হইতেছে সেই কথা পুনশ্চ বর্ণিত॥ ব্রজরাজ

তনয়ের বধূ ভাব যদি। না লভিত গোপীগণ মাঝারে প্রসিদ্ধি॥ তবে ব্রজ কমল দলের অধিকার। না জন্মিত এই সব ব্রজ ললনার॥ পূর্বে যে গোকুল রূপ গোলকোপবন। সমূহের কথা কৈনু সংক্ষেপে বর্ণন॥ এবে তার অবয়ব সন্নিবেশ কথা। বর্ণিত হইবে শাস্ত্রে শ্রুত হয় যথা॥ গোকুল হয়েত পদ্ম পুষ্পের মতন। পত্রাবলী হয় তার ক্রীড়নোপবন॥ বিকশিত পদ্ম হৈলে কিঞ্চিত কুঞ্চিত। হয়েত পত্রাগ্রভাগ সামান্য উন্নত॥ তেমনি সে উপবনে চতুর্দিক মাঝে। মণিময় যেই সব আলবাল আছে॥ সেই সবে উপবন অদৃশ্য সবার। অপরন্ত অপরের দুর্লঙ্ঘ্য অপার॥ বিভিন্ন পত্রের মধ্যে যেই অবকাশ। তাহে আছে বহু রাজপথের প্রকাশ। কেশর স্বরূপ কৃষ্ণ ভবন হইতে। নির্গত এসব পথ শোভে চারিভিতে॥ পূর্ব প্রোক্ত উপবন সঙ্গে পরস্পর। যুক্ত আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ মনোহর॥ উপবন প্রান্তভাগে গোস্থান বিস্তর। শোভে যাহে গোপগণ বৈসে নিরন্তর॥ কৃষ্ণ পিতা গোপেশ্বর নন্দ মহারাজ। বৈসে তথা লৈঞা নিজ পার্ষদ সমাজ॥ পদ্মদল প্রান্তাবধি স্থান সুবিস্তৃত। হয়েত গোকুল নামে সতত বিশ্রুত॥৫৪

তত্রাপি দোহসময়ং সময়া সমেন গোবৃন্দপালবলয়েন নিবিশ্য পশ্চনং।
চিন্তামণিপ্রচিতসদ্মসু কল্পশাখিপদ্মাবৃতেষু সুরভীরভিপাতি কৃষ্ণঃ॥৫৫

সমান বয়স্ক গোপালনকারী গোপগণে সঙ্গে করি। গোদোহন কালে গোষ্ঠের মাঝারে প্রবেশ করিয়া হরি॥ লক্ষ কল্পবৃক্ষে বেষ্টিত সুন্দর চিন্তামণিময় ঘরে। সুরভী নিকরে পরিচর্য্যা আর সতত পালন করে॥ ৫৬

গোকুলের তিন নাম বৃন্দাবন আর। শ্বেতদ্বীপ গোলোক এ তিন ব্যবহার॥ কৃষ্ণের নিকটাত্মীয় গোপ সমুদয়। সেইত পদ্মের মধ্যে বসতি করয়॥ তার চতুর্দিকে আছে চতুষ্কোণ ধাম। তারে বুধগণ কহে বৃন্দাবন নাম॥ উক্ত বৃন্দাবন ধাম ভিতরে বাহিরে। দীপের সমান জ্যোতি বিকিরণ করে॥ মহাদ্বীপ সম নিরন্তর শোভা পায়। তেই শ্বেতদ্বীপ বলি সর্বলোক গায়॥ গোলোক অপর নাম কহে বুধগণ। সর্বভূমিখণ্ড তার পরম শোভন। সেই বৃন্দাবনের যে বহির্ভাগ হয়। সিন্ধুসম পরিচ্ছেদ শূন্য তারে কয়॥ সেথা বাসকারীগণ হয় শোক হীন। তাসবারে দুঃখ নাহি স্পর্শে কোনদিন॥ পার্থিব লোকের মত সেই সব জন। হইলেও আকারে প্রকারে অনুক্ষণ॥ সে সব বিচিত্র লোক এদেশের নহে। বৈকুণ্ঠের লোক আসি বৃন্দাবনে রহে॥ পদ্মপত্রস্থানেস্থিত যেই সব বন। তা সবার নাম হয় কেলি বৃন্দাবন॥ মহাবৃন্দাবন কেলি বৃন্দাবন হয়। শ্রীনারদপঞ্চ-রাত্রে হেন কথা কয়॥ দক্ষিণে পশ্চিমে সেই বৃন্দাবনে তত্র। অলি সম গিরিশ্রেণী বিরাজে সর্বত্র॥ গোকুল কমল হৈতে হৈঞা বহির্গত। মধু ধারা নদী যত হয় প্রবাহিত॥ অলিপুঞ্জ সম সেই পর্বত নিকর। সেই নদী ধারা যেন পিঞে নিরন্তর॥ অপর লোকের পুন পান করিবারে। সেই মধু ধারা যেন পর্বত উগারে॥ হরিদাস বরিষ্ঠ শ্রীগোবর্দ্ধন নামে। বিরাজে পর্বতরাজ

বৃন্দাবন ধামে ॥ নানা উপচারে নিত্য করে কৃষ্ণ সেবা। তাহার মহিমা কহে আছে হেন কেবা ॥ রমণীয় মণি শিলা আসন প্রদান। স্বাগত ভাষণে পক্ষীকুল কলতান ॥ শ্যাম দুর্বা পদ্ম বিষ্ণু-ক্রান্তার সহিত। পাদ্য দান নির্ঝরের জলে যথোচিত ॥ ইতস্ততঃ গতিশীল মৃগ পদাঘাতে। অক্ষত সে কুশাঙ্কুর দুর্বাঙ্কুর সাথে ॥ অর্ঘ্যদান আচমন দান কুণ্ড জলে। তীর জাত লবঙ্গাদি কঙ্কোল মিশালে ॥ নব নব ধেনু মধ্যে নবীন প্রসূতি। যেই ক্ষীর দান করে তার পরিণতি ॥ দধি ঘৃত বৃক্ষ লব্ধ মধু বিমিশ্রিত। মধুপর্কদান যোগ্য হয় যথোচিত ॥ পর্বতাগ্র শিলা বিগলিত ধারা পাতে। স্নানীয় প্রদান ভক্ত পরিচর্যা মতে ॥ পট্ট বস্ত্র তুল্য প্রিয় স্পর্শদায়ী আর। পরিপাটি যুক্ত রম্য দর্শক অপার ॥ স্বর্ণ বর্ণ ভূর্জনামা বৃক্ষের বল্কল। কলিত বসন দান অতীব কোমল ॥ স্বভাব সুগন্ধ শিলা রসের মিশাল। হরি চন্দনাখ্য গন্ধ দ্রব্য হরিতাল ॥ গৈরিকাদি সঙ্গে সাধারণ গন্ধ হৈতে। শ্রেষ্ঠ গন্ধ দ্রব্য দান দেহ বিভূষিতে ॥ প্রফুল্ল মালতীলতা জালে প্রস্ফুটিত। পুষ্প দেববৃন্দচিত্ত নেত্রাভিনন্দিত ॥ ধূপ গাভিক্ষুরে ভগ্ন জাতি ফল আর। দেবদারু ধূম তপনাশক অপার ॥ দীপ দিবসেও মণি রত্ন সমুজ্জ্বল। জ্যোতিপুঞ্জে করে বৃদ্ধি সম্পদ সকল ॥ আভরণ মনোহর গুঞ্জাপুঞ্জ আর। শিখি পুচ্ছে স্বেচ্ছায় নির্মিত শোভাসার ॥ আহার সুস্বাদু ফল মূল অগণন। মনোমত ভোজ্য দ্রব্য একত্র মিলন ॥ তাম্বূল কুসুম সুবাসিত স্নিগ্ধ জলে। আচমন শেষে মঞ্জু তুলসীর জলে ॥ আরত্রিক পবন চালিত পুষ্পবস্ত্র। চম্পকের দীপাবলি রজনী পর্যন্ত ॥ ছত্রঘন কিশলয় সমূহে সঙ্কুল। বকুল প্রভৃতি পত্রে শোভিত অতুল ॥ ব্যজন মলয় বাতে ঈষত চালিত। দীর্ঘশাল পত্র দ্বারে ভব্য সুখোচিত ॥ নৃত্য নানা শব্দে মুখ করিয়া ব্যাদন। অনেকাঙ্গময় কেকিগণের নর্ত্তন ॥ শব্দ-কারী বংশ কলধ্বনি শ্রুতি ক্রমে। ব্রজ বধূগণ কৃষ্ণ বংশী নাদ ভ্রমে ॥ আসি যথা করে রম্য শয্যাতে শয়ন। তেমতি পতিত হৈঞা পুষ্প অগনন ॥ ক্রম পরিপাট্যে সর্ব অতিক্রম কারী। শ্রেষ্ঠ শয্যা হয় অত্র শেজ নামধারী ॥ গীত অত্র কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জে যেন অলি। কোকিলাদি বিহঙ্গের মধুর কাকলি ॥ হেনমতে পাদ্য অর্ঘ্য বিবিধোপচারে। কৃষ্ণ প্রতি নিবেদন করি ভক্তি ভরে ॥ পূর্বসিদ্ধ হরিদাসবর্য্য এ আখ্যান। বিস্তারিরা গোবর্দ্ধন আছে বিদ্যমান ॥ হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনের সহিত। সর্বসুখাশ্রয় কৃষ্ণ প্রেমে সুনিশ্চিত ॥ দ্রবীভূত হৈল এই জাহ্নবীর মন। সেইত মানসগঙ্গা কহে বুধগণ ॥ মানস গঙ্গার পাপ-নাশিনী মহিমা। কহে বুধগণ শ্লোকে বিস্তারি উপমা ॥৫৭-৬০

> অত্রোনাধরিজাংশ-বামনপদ-স্পর্শেন গঙ্গা সদা
> সর্বাঘপ্রশমত্বমপি শিবস্তাক্রমূর্দ্ধাজনি।
> বেগৈরাবাধিতা লঙ্গা বিহরতা ব্রহ্মেশলক্ষ্মীজয়ি-
> প্রাণাদ্যৈর্জন সহ ব্রজজন ধিলিন্দা গঙ্গা পরা কিং পুনঃ ॥৬১

অর্থাৎ কৃষ্ণের অংশে অবতীর্ণ বামনের পাদপদ্ম। স্বল্প মাত্র স্পর্শি কলুষ নাশিনী হইল জাহ্নবী সদ্য ॥ বিরিঞ্চি কর্তৃক অর্পিতা হইয়া উঠিল শিবের শিরে। ভূতলে নামিল সগর সন্তান তারিতে সাগর তীরে। ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী বিজয়ী প্রশস্ত ব্রজবাসী গণে মেলি। অবারির সঙ্গে আসিয়া মিলিল সতত করিতে কেলি ॥ সেইত মানস গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে পারে। এহেন সমর্থ পুরুষ প্রবর কে বা আছে এ সংসারে ॥ বৃন্দাবন ধামের উত্তর পূর্ব ভাগে। ব্রজ ধাম প্রাঙ্গনের তাঞি সানুরাগে ॥ অব্যক্ত কোনও করি আনন্দ বিস্তার। যমুনা কালিন্দী নামে বহে অনিবার ॥৬২

> কদাচিন্নীরার্ভির্বহতি হরিরত্নদ্রবনিভা
> কদাচিৎ শুভ্রাঙ্গী স্ফুরতি হরিরত্নক্ষিতিরিব।
> ক্রমাদ্দেণৌ তস্মিন্ নদতি নদত্যর্কতনয়া।
> জলস্থল্যোঃ শর্ম প্রসবতি হরেঃ সেবনবিধৌ ॥৬৩

কভুবা গলিত নীলমণি শোভা প্রবাহে বহন করে। হরিদ্বর্ণ মণিভূমির সমান কভু বা শুভ্রতা ধরে ॥ মুরলী মধুর কাকলি শুনিয়া হয়েত গলিত চিত্ত। না শুনিলে সেই কাকলি আপনি উৎপন্ন করয়ে নিত্য ॥ হেন মতে জল স্থলে রবিসুতা পরম প্রমোদভরে। করিছে প্রসব সুমঙ্গল রাশি হরির সেবন তরে ॥

> পশ্যন্তি জলজেক্ষণা ঘনরসাবর্ত্ত শ্রুতিঃ শৃণ্বতী
> জিঘ্রন্তী ঝষনাসিকা তরলদোরালিঙ্গনং কুর্বতী।
> জল্পন্তীব চ হংসচক্রবদনা নীরাত্মনা কৃষ্ণভাগ্-
> যা কৃষ্ণা বত সাথ কীদৃগ সকৃদ্দেব্যাত্মনা চেষ্টতে ॥৬৪

প্রফুল্ল কমল নয়নে হরির শ্রীরূপ দর্শন আর। জলাবর্ত্ত রূপ সলিল শ্রবণে লীলাদি শ্রবণ তার ॥ শ্রীভক্তের গন্ধ মীনের স্বরূপ নাসাতে গ্রহণ তথা। তরঙ্গে শ্রীঅঙ্গ নিবিড়ালিঙ্গন স্নানের সময়ে যথা ॥ হংস-চক্রবাক কোলাহল রূপ জল্পনা বিস্তার করি। সেবিছে মাধবে তপন তনয়া নদীর স্বরূপ ধরি ॥ অলক্ষ্যে রহিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপে রবিজা সেহ। কি লীলা করিছে বৃন্দাবন ধামে না পারে বর্ণিতে কেহ ॥ গোবিন্দ সরসী আর অন্য সরোবর। ব্রজে যত আছে সবে বিখ্যাত বিস্তর ॥

> ব্রজবিপিন বিভাগে নিশ্চলো যস্য বাসঃ
> স্বয়ময়মপরেষাং ; পোষকো জংজনীতি।
> কলয় বরসরাংসি স্রোত সামত্রবৃন্দে
> বিদধাতি যমুনাদিদ্বীপিনীঃ স্ফীততোয়াঃ ॥৬৫

ব্রজের বিপিন মাঝারে যাহার হয়েত নিশ্চল বাস। সে করে অন্যের পোষণ সতত করিয়া নিজের হ্রাস ॥ গিরি গোবর্দ্ধন নিশ্চল স্বরূপে ব্রজের বিপিনে রাজে। বহু সরোবর গিরির নির্ঝর সলিল লভিয়া বাঁচে ॥ সেই স্রোতরাশি

প্রবাহিত হৈঞা দেখহ শ্রীবৃন্দাবনে। স্ফীতভোয়া করি রাখয়ে সতত যমুনাদি নদীগণে॥

কাশ্চিৎ পঙ্কজ-কৈরবাবলিলসৎস্রোতস্বতীপ্রান্তগা
নানাপুষ্পবনীবিরাজদবনীমধ্যস্থিতাঃ কাশ্চন।
কেকাঝঙ্কৃতিমৎকুহূমধুরিতাঃ কান্তাঙ্গচর্চ্চাচিতা
নাসাদৃক্‌শ্রবসশ্চচোঽপি সুখদা রাসাঙ্কিতা ভূময়ঃ॥৬৬

এই যমুনার পার্শ্ববর্তী ভূমি দ্বিবিধ স্বরূপ হয়। একভাগে শোভে মাধুর্য বিথারি কমল কুমুদচয়॥ অন্য প্রান্তে শোভে নানা পুষ্পময় বৃক্ষে আচ্ছাদিত ঘন। সুগন্ধ সুমন্দ মলয়বাসিত বিস্তর নিকুঞ্জ বন॥ ময়ূরগণের কেকারবে আর কোকিলার কুহুস্বরে। ভ্রমর গুঞ্জনে সেই কুঞ্জ রাশি সবার মানস হরে॥ কান্তাঙ্গচর্চিত চন্দনে বাসিত সেইত ভূখণ্ড সব। রাসাঙ্কিত হেতু জন্মায় সবার নাসানেত্র কর্ণোৎসব॥

ভাণ্ডীরস্তরণিপদং সমুন্নতে র্ন প্রায়াত পরমিহ কিন্তু বিস্তৃতেশ্চ।
তচ্ছাখাঃ পরিবিহরন্নবারপারে কালিন্দ্যা মুহুরভিযাতি গোপসঙ্ঘঃ॥৬৭

ঊর্দ্ধদিকে শাখা বিস্তারি আপন প্রসিদ্ধ ভাণ্ডীর বট। গমন নাহিক করিল গগনে তপনের সন্নিকট॥ কিন্তু বিস্তারিয়া শাখা কালিন্দীর দূরে অন্য তটাবধি। তরণি স্বরূপ হৈল গোপবৃন্দ তাহে পার হয় নদী॥

ক্বচিৎ সদ্মাভাসপ্রকটবলবৎকোটর ঘটঃ
ক্বচিৎ পল্যঙ্কাভপ্রথিতপৃথুশাখাসুখতমঃ।
ক্বচিদ্দোলাতুল্যগ্রথিত লতিকাপালিবলিতঃ
সদাঽসৌ ভাণ্ডীরঃ কমিব হরিকেলিং ন তনুতে॥৬৮

কোন কোন অঙ্গে ভবন সদৃশ বিস্তারি কোটর ঘটা। কোন কোন স্থূল শাখা প্রকটিয়া সুখদপালঙ্কচ্ছটা॥ লতিকা জড়িত কোনও শাখাতে দোলা করি সুপ্রকট। কোন্ হরি কেলি নাহি বিস্তারিছে সদা সে ভাণ্ডীর বট॥

তদুদীচীমনুদেশঃ প্রথয়তি সৌখ্যানি রামঘট্টাখ্যঃ।
যত্র চ রাসং কুর্বন্ সুখয়তি রামঃ সরামতামঞ্চন্॥৬৯,

ভাণ্ডীর বটের উত্তর দিশাতে রামঘট্ট নামে স্থান। মহাসুখরাশি বিস্তার করিয়া আছে নিত্য বিদ্যমান॥ যেবা ক্রীড়াকারী বলরাম সদা লইয়া বয়স্য সব। রমণীয় শোভা ধারণ করতঃ করয়ে সুখানুভব॥৭০

সেই গোলোকের ঊর্দ্ধে গগন মণ্ডলে। লোকপালগণ সহ নিজ দলবলে॥ অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ বিমানে চড়িয়া। আবরণ সম সুখে রহে স্থির হৈঞা॥ যেথা বাসুদেবাদি নামক চতুর্ব্যূহ। লোকপালগণ সম সৈন্যবৃন্দসহ॥ করয়ে গোলোকধাম রক্ষা অনিবার। ক্ষুদ্র পুরুষার্থ কথা কি কহিব আর॥ এহেন বিভূতিময় মহামান্যতম। শ্রীগোলোক নামে ধাম আখ্যাত পরম॥ অমৃতের

সিন্ধু যারে কহে দেবগণ। কবিগণ কহে যারে যশঃ প্রস্রবণ॥ বিশ্বকর্মাগণ কহে আশ্চর্য স্বরূপ। বিজ্ঞগণ কহে সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দরূপ॥ স্বয়ং প্রেমব্যক্ত এই কহে ভক্তগণ। নানাভাবে নানালোক করয়ে দর্শন॥ এহেন ধামের যশ বর্ণিবারে পারে। সমর্থ পুরুষ হেন কে আছে সংসারে॥৭১

কিং তেজঃ কিংনু চিত্রং কিমুত নটকলা কিস্তরাং কোঽপি লোকঃ
কিম্বা প্রেমা প্রকামং প্রকটি[illegible]বপুর্যঃ শুকেন প্রগীতঃ।
ইত্থং তল্লোকপাল প্রমুখদিবিষদাং সংহতীস্তর্করন্তী
তস্মিন্ গোবিন্দধাম্নি প্রতিদিনময়তে সম্ভ্রমঞ্চ ভ্রমঞ্চ॥৭২

এহো কিবা তেজ কিম্বা রম্য চিত্র চিত্রিত সুন্দর পটে। অথবা নটন কলা হয় এহো কিম্বা অন্য লোক বটে॥ কিম্বা শুকপ্রোক্ত প্রেমা কি ধরিয়া অতীব সুন্দর দেহ। জীবের জীবন শীতল করিতে প্রকট হইল এহ॥ হেন তর্ক করি গোলোকের লোকপালাদি দেবতা যত। সে গোবিন্দধামে প্রাপ্ত হয় নিত্য সম্ভ্রম ও ভ্রম তত॥ হেন মতে শ্রীগোলোকধাম মনোরম। করিলেও সর্ববুদ্ধি পথ অতিক্রম॥ কৃষ্ণের কৃপাতে ধাম বিশ্বে ব্যক্ত হইল। সহসা বুদ্ধির মধ্যে আরোহণ কৈল॥৭৩

যে যে প্রীতিং দদতি বিষয়া যে চ তত্তদ্বিদূরা
স্তেষুৎকণ্ঠা মম নহি কদাপ্যত্র সত্যং করোমি।
কৃষ্ণে স্নেহং বত বিতনুতে যশ্চ যত্রাপি কৃষ্ণঃ
শশ্বল্লোকঃ সতু সরভসং মাং দিদৃক্ষুং করোতি॥৭৪

সে সব বিষয় প্রীতিপ্রদ বলি সতত সবাই কহে। প্রীতিপ্রদ নহে যে সব বিষয় তেইত সুদূরে রহে॥ এসব পার্থিব বিষয়ের প্রতি শপথ করিয়া কহি। অনুরক্ত কিম্বা বিরক্ত হৃদয় এ আমি কদাপি নহি॥ কিন্তু যেই লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিস্তার করয়ে স্নেহ। কিম্বা যার প্রতি স্নেহ বিস্তারয়ে নিয়ত শ্রীকৃষ্ণ সেহ॥ চিত্তে বৃদ্ধি করি লালসা প্রচুর দেখিবারে অবিরাম। সহসা এ মোরে আকুল করিল সেইত গোলোক ধাম॥

যস্যাকর্ণনমপ্যপূর্বমমিতব্রহ্মাণ্ডকোটিব্রজে
বৈকুণ্ঠেষ্বপি বাঞ্ছিতং কিমপরং যল্লালসা শ্রীরপি॥
গোলোকে সতু বান্ধবাগ্রিমতয়া বিভ্রাজতে সর্বদা
যেষাং তন্মধুরিম্নি হন্ত মম হৃন্মজ্জন্মুহুঃ সজ্জতি॥৭৫

কত শত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে বৈকুণ্ঠ সমূহে আর। অতীব বাঞ্ছিত হয় চিরদিন শ্রীনাম শ্রবণ যার॥ যাহার শ্রবণে ইন্দিরা সেহত হিয়াতে লালসা ধরে। সেইত শ্রীকৃষ্ণ বান্ধবাগ্ররূপে যে ধামে বিহার করে॥ স্বকীয় মাধুর্যে এ মোর হৃদয় মগ্ন করি অবিরাম। আকৃষ্ট করিছে আপনার প্রতি সেই ত গোলোক ধাম॥৭৬

হায় আমি কি করিব এইত স্বরূপ। বর্ণিতে আরম্ভ কৈল সহসানুরূপ॥ কিন্তু কি প্রকারে তাহা হইবে নির্বাহ। বুঝিতে না পারি অতি সুদুরূহ এহ॥ যে হেতু প্রথমাবধি যথাযোগ্য আর। সর্বোত্তম শ্রীহরি চরিত বর্ণিবার॥ পরিপাটী প্রণিধান করিবার তরে। হেন বাঞ্ছা উপজিল এ মোর অন্তরে॥

গবাংক্ষেপশ্চারং প্রতি সখিভিরাক্রীড়পরতা
মুহুস্তাসাং দূরে গমনমনু সন্তালনবিধিঃ।
তদাহ্বানং তাসু ক্রমমনু বিসৃষ্টিঃ সবয়সাং
পুনঃক্রীড়াবেশঃ স্মৃতিপদতয়া ক্ষোভয়তি নঃ॥৭৭

প্রথমে চারণ তরে ব্রজ হৈতে গোগণে প্রেরণ বনে। তবেত বিবিধ ক্রীড়ন কৌতুক বয়স্যবৃন্দের সনে॥ গোগণের তরে সুদূরে গমন হেরিয়া পশ্চাতে গতি। গোগণের প্রতি সুমিষ্ট আহ্বান দৃষ্টিপাত সবা প্রতি॥ গোগণে আনিতে সুদূর প্রেরণ তবেত বয়স্যগণে। তবে পুনরায় বিবিধ বিলাস সখাগণ সঙ্গে বনে॥ হেনমতে গোষ্ঠে কৃষ্ণলীলাবলি স্মৃতিপথে দেখা দিয়া। বিক্ষুব্ধ করিছে এবে মো সবার লালসামণ্ডিত হিয়া॥

ক্বচাপি কৃষ্ণরামৌ তৌ করবদ্ধকরৌ মিথঃ।
হসন্তৌ-হাসয়ন্তৌ চ কুর্বাতে চিত্তমাকুলম্॥৭৮

গোষ্ঠে কদাচিৎ কৃষ্ণরাম দোহে করে করাবদ্ধ হৈঞা। হাসাইয়া আর হাসিয়া করিল আকুল এ মোর হিয়া॥

বৃক্ষানঙ্কুরয়স্ত বিদ্রুতদশামদ্রীন্নয়স্ত দ্রুতং
স্তম্ভঞ্চাম্ভসি লম্ভয়স্ত সরিতাং কিংবা প্রতীচীনতাম্।
বেণুধ্বানঘটা যতোঽতিনিকটাঃ কস্মাদকস্মাদ্বলাৎ
কর্ণাভ্যর্ণগতা ইব স্ফুটমমূন্ ধুন্বন্তি তদ্ধ্যায়িনঃ॥৭৯

অঙ্কুরে ভূষিত পাদপ নিকরে করুক ব্রজের বনে। বিদ্রুতের দশা প্রদান করুক তুরিতে পর্বতগণে॥ করুক স্তম্ভিত বারি নদীগণে কিম্বা তা সবার গতি। চালিত করুক উজানাভিমুখে অথবা পশ্চিমপ্রতি॥ কৃষ্ণধ্যানকারী গণে প্রকম্পিত করিছে শ্রবণে পশি। কিসের লাগিয়া এইত কৃষ্ণের বেণুনাদ ঘটারাশি॥ বেণুনাদ অনুভবকারী ভক্তগণে। যেইত আনন্দ জন্মে দেহে আর মনে॥ অনুভবগম্য তাহা বক্তব্য না হয়। ব্রহ্মানন্দাধিক তাহা পরানন্দময়॥৮০

যস্মিন্ হরির্যাতি বিহারহেতোস্তস্মিন্মুদা ফুল্লতি চেৎ কুঠোঽপি
ন তত্র পৃচ্ছা ন চ বক্তৃতা তন্ন পৃচ্ছাম্যেতন্নচ বাচ্যমস্তি॥৮১

বৃন্দাবনধামে বিহারের তরে সঙ্গীগণে সঙ্গে করি। বেণু বাজাইয়া যেথায় যেথায় গমন করয়ে হরি॥ সেথায় সেথায় পাদপনিকর শুনিয়া বেণুর রব। আহ্লাদে হয়েও প্রফুল্ল অন্তর মঞ্জুরিত তনুসব॥ এই আনন্দের নাহিক জিজ্ঞাসা

নাহিক বক্তৃতা আর। এ আনন্দমাত্র অনুভববেদ্য বাচ্যবাচকতা পার॥ এ আনন্দ সুজনের চিত্ত আকর্ষয়। কৃষ্ণকেলি কল্পে তাহা প্রমাণিত হয়॥

গায়ন্তী তত্র ধবলাঃ পরিপালয়ন্তঃ পারাবতীং মধুররাগবতী মুদস্রাঃ।
জন্মাদি কৃষ্ণচরিতানি চিরং গতানি স্মৃত্বা যতঃ সপদি মুহ্যতি সর্ব এব॥৮২

গোধনচারণ করিতে করিতে সেইত ব্রজের বনে। সুমধুর রাগে গোপগীতি গান করিছে বয়স্যগণে॥ কৃষ্ণের জন্মাদি লীলা পুরাতনী স্মরণ করিয়া তবে। নেত্রে বহে বারি প্রেমাবেশে শীঘ্র মোহগ্রস্ত হৈল সবে॥ গোষ্ঠলীলা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন। সংযত করিব তারে কেমনে এক্ষণ॥৮৩

বিরাজৎ কস্তূরীদ্যুতিপরিমলৈর্গোময়ময়-
স্ফুরচ্চূর্ণৈঃ সদ্মপ্রতিকৃতিবপুভিস্তরুবরৈঃ।
দিবানৃত্যৈর্বৎসৈর্নিশি সুরভিজিদ্ভিঃ সুরভিভিঃ
সমন্তাদ্গোষ্ঠানি প্রতিমতি দিশন্তি স্মৃতিশতম্॥৮৪

উৎকৃষ্ট কস্তূরী দ্যুতি পরিমলে বাসিত সুগন্ধ অতি। গোময়ের চূর্ণে বেষ্টিত ভবন সদৃশ পাদপ অতি॥ শোভিছে সতত উজ্জ্বল করিয়া ব্রজের নিকুঞ্জ বন। দিবাভাগে যথা করয়ে বিহার নব নব বৎসগণ॥ স্বর্গীয় সুরভী জননীরে জিনে রূপ আর গুণে। গুণবতী ধেনু গণে পূর্ণ রহে গোষ্ঠ নিশি আগমনে॥ বুদ্ধিতে এহেন শত শত স্মৃতি জাগ্রত করিয়া নিত্য। দর্শনের তরে ব্যাকুল করিছে এ মোর অবোধ চিত্ত॥

বৎসান্মোচয়তাং ধনানি দুহতাং দুগ্ধানি সঞ্চিন্বতাং
গাঃ সন্তালয়তাং গৃহান প্রচলতাং কৃষ্ণং পুরঃ কুর্বতাম্।
তল্লীলাঃপরিগায়তাং পুলকিতামস্রাণি চাতন্বতাং
গোপানাং বত বৃত্তমুচ্চিতমদঃ মচ্চিত্তমাক্রামতি॥৮৫

মোচন করহ বৎসগণে আর গাভীগণে এইক্ষণে। দোহন করহ দুগ্ধ রাশি কর সঞ্চয় সানন্দ মনে॥ দোহনের পরে গাভীগণে পুনঃ দর্শন করহ এবে। কৃষ্ণকে করহ অগ্রগামী আর ভবনে চলহ সবে॥ কৃষ্ণলীলাগান করহ সবাই পুলকিত তনুমনে। প্রবলাশ্রু ধারা করহ বিস্তার প্রেমসিক্ত দুনয়নে॥ হেন মতে প্রাতে আর দিবা শেষে দুই সন্ধ্যাকালে নিত্য। আভীর গণের পরানন্দময় দৈনিক চরিত্র চিত্র॥ স্মরণ সহায়ে হৃদয়ের মাঝে চকিতে উদয় হৈঞা। দর্শনের তরে ব্যাকুল করিছে নিয়ত এমোর হিয়া॥ যেই স্থানে হয় কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন। সেই স্থান করে যথা চিত্ত আকর্ষণ॥ তেমতি ব্রজের এই সব রাজপথ। মোর চিত্ত আকর্ষণ করিছে সতত॥৮৬

রামঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণরামৌ চ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যেষ জল্পঃ।
যাতায়াতং কুর্বতাং সর্বদাপি স্বৈরালাপে শ্রূয়তে তত্র তত্র॥৮৭

তত্র তত্র রাজ পথে যাতায়াত করয়ে যে সব জন। শ্রুত হয় সদা তা সবার

মুখে যবে করে আলাপন ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ আর রাম। এইমত নাম পথচারী মুখে শ্রুত হয় অবিরাম ॥ কৃষ্ণ প্রিয়তমা প্রমদার গণ। যেই উপবনে স্থিতি করে অনুক্ষণ ॥ অন্তঃপুরোচিত সেই কমলের দলে। বর্ণিতে লজ্জিত হয় বিবুধ সকলে ॥ যেথায় সমস্ত বস্তু অত্যাশ্চর্যময় ॥ অতিকষ্টে মাত্র হয় প্রতীতি বিষয় ॥ সে ধাম করিতে পারে সম্পূর্ণ বর্ণন। বিশ্ব মাঝে হেন কবি আছে কোন জন ॥৮৮

কচিদগুঞ্জাঃ সদ্মভ্রমকররুচস্তৈরবয়বৈঃ
কচিচ্চিত্রৈঃ সদ্মান্যপি তুলিতগুঞ্জানি শতশঃ।
জলানি ক্বাপ্যুচ্চৎকমলবলিতানি প্রতিপদং
স্থলান্যপ্যেবং ক্বাপ্যথ কিমিব কিং নির্ণয়পদম্ ॥৮৯

গুঞ্জালতাবলি কোন কোন স্থানে নিজ অবয়ব দ্বারে। ভবনের ভ্রম করিছে উৎপন্ন অতীব বিচিত্রাকারে ॥ কোন কোন স্থানে লতাগুল্মময় ভবনও মনোহর। গুঞ্জাকুঞ্জ সম জন্মাইছে ভ্রম লোকচিত্তে নিরন্তর ॥ কোন কোন স্থানে সলিলসমূহ কমলে আবৃত হৈয়া। সদাস্থল ভ্রমে বিস্মিত করিছে দর্শকগণের হিয়া ॥ স্থল পদ্মাবৃত ভূখণ্ডও সদা সাতিশয় মনোরম। কোন কোন স্থানে উৎপন্ন করিছে সলিল রাশির ভ্রম ॥ হেন মতে যদি জলে স্থলে নিত্য বিভ্রম উৎপন্ন করে। সে ধামের দিব্য বিভূতি নির্ণয়ে কে আছে শকতি ধরে ॥

সখীনাং সারণ্যত্রিদশ-সুদৃশাং গানবলনাং
মুহুঃপ্রোদ্যন্মূর্চ্ছাং মধু-মধুর-রাগ-প্রণয়িনীম্।
হরিপ্রেমার্ত্তস্ত্রীপ্রথমচরিতাং শৃণ্বন্তি জনে
সুখং বা দুঃখং বেত্ত্যবকলয়িতুং কঃ প্রভবতি ॥৯০

বদনে সতত প্রিয়গুণগান অনুরাগ রাগময়। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার্ত্ত রমণীগণের প্রথম চরিত্র হয় ॥ নিভৃতে কাননে মিলিত হইয়া বনদেবীগণ সঙ্গে। সুমধুর কণ্ঠে কৃষ্ণগুণগান সখীগণ করে রঙ্গে ॥ মধু হৈতে অতি মধুর রাগাদি প্রকটি মূর্চ্ছনা সহ। ব্রজবধূগণ বিরলে বসিয়া গান করে অহরহ ॥ সে গান শুনিয়া পথিক জনার সুখ কিম্বা দুঃখ হয়। নিশ্চয় করিয়া কহিতে সমর্থ এ ভুবনে কে আছয় ॥

কচিদ্গানং স্পষ্টং কচিদপিচতৌর্য্যত্রিককলা
কচিৎ প্রেম্না গোষ্ঠী কচিদপি মহাকেলিকলহঃ।
ইতি স্ফারং তাভিঃ প্রণয়ময়সারং বিহরণং
হরের্ধ্যায়ন্নানা ভবতি কবিচিত্তং মুহুরপি ॥৯১

কোন কোন স্থানে লঘু স্বরে গান কোন কোন স্থানে আর। নৃত্যগীতবাদ্য এই তৌর্য্যত্রিকে গান শিল্প সুপ্রচার ॥ কোন কোন স্থানে প্রেম সহকারে মিলিত হইয়া সভা। প্রণয় কলহ কেলি কোন স্থানে সবার মানসলোভা ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে

গোপীগণের তাদৃশ প্রণয়ের সারভূত। বিহার চিন্তিয়া কবি চিত্ত সদা হয় নানা ভাবাপ্লুত ॥

প্রেমা কামতি তৎক্রিয়া কলহতি স্তম্ভাদিভাবাবলী
সখ্যাং সংস্তবতি শ্রুতশ্চ পরিতঃ সর্বশ্রুতং লঙ্ঘতি।
ইত্থং কেলিকলাকলাপকলিতং বৃন্দাবনান্তর্বণে
দম্পত্যোশ্চরিতং বিচারপদবীমূর্দ্ধ্বং বিভ্রাজতে ॥৯২

প্রেম হয় কাম রূপে প্রকাশিত তৎ ক্রিয়া কলহসম। স্তম্ভাদি বিভাব গোপিকাগণের পরিচয় মনোরম ॥ লীলা কথা যদি শ্রুতিগত হয় বৈষয়িক কথা তবে। অতিক্রম করি সর্বশ্রুতকথা নিবৃত্ত করয়ে সবে ॥ মিলিত হইয়া নিকুঞ্জ কুহরে কৃষ্ণ সঙ্গে সবে মেলি। দম্পতির মত বৃন্দাবনে বনে করয়ে শৃঙ্গার কেলি ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে ব্রজ বধূগণের হেন কেলি কলাময়। দাম্পত্য বিহার বিচারের পথ অতিক্রমি বিরাজয় ॥

অকুণ্ঠামুৎকণ্ঠাং বহতু হরিরাসু প্রতিপদং
হরাবপ্যেতা যদ্ব্যতিমিলনসৌখ্যং বিজয়তে।
অহো যস্মাদস্মিন্নিরুপধি সখীবৃন্দমুভয়-
প্রকৃষ্টোৎকণ্ঠিত্বং বিশতি তদিদং হন্ত কিমিব ॥৯৩

মাধব নিয়ত রাধিকাদি নিজ প্রেয়সীগণের প্রতি। বহন করুক হৃদয় মাঝারে সমুৎকণ্ঠা বলবতী ॥ প্রেয়সীর গণ সেহত মাধবে সমুৎকণ্ঠা সাতিশয়। করুক বহন ইথে আশ্চর্যের কিছুই নাহিক রয় ॥ পরস্পরে হৈঞা একত্র মিলিত যেই সুখ ভোগ করে। সেই মধুর শৃঙ্গারের সুখ বিরাজয়ে পরস্পরে ॥ কিন্তু সখীগণ যা সবার প্রেম নিত্য নিরুপাধি হয়। তাহারাও ভুঞ্জে রাধা-মাধবের প্রেমোৎকণ্ঠা সাতিশয় ॥ দম্পতির মধ্যে মিলন বাসনা সতত বিরাজ করে। অতএব সেই মিলন উৎকণ্ঠা স্বতঃসিদ্ধ নাম ধরে ॥ কিন্তু সে বাসনা গন্ধলেশহীন সদা যা সবার মন। উভয় উৎকণ্ঠা একাধারে ভুঞ্জে ধন্য সেই সখীগণ ॥

সুন্দরতাং প্রতি তাঃ সুন্দরতাং কিল বহন্তি গোপাল্যঃ।
যস্মিন্দূষণভূষণ-ভূষণকৃষ্ণে বিভূষণায়ন্তে ॥৯৪

গোপীবৃন্দ সদা ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার ভাবে। সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য বহন করয়ে সর্বতোভাবে ॥ নির্দোষ ভূষণ ভূষণস্বরূপ কৃষ্ণের সুষমা সার। প্রকট করয়ে ব্রজবধূগণ ভূষণ স্বরূপে তার ॥

ন ভজতি লক্ষ্মীস্তুলনামিতি কিং স্তবয়ে ঘটেত রাধায়াঃ।
যা লক্ষ্মীমপি জেত্রীঃ স্বরুচা গোপীঃ পৃথক কুরুতে ॥৯৫

সৌন্দর্যে মাধুর্যে রাধার তুলনা ইন্দিরা কদাপি নয়। এহো কি রাধার প্রশস্তি বিষয়ে বর্ণনা বিশেষ হয় ॥ স্বকান্তিতে জিনে ত্রিদিবে লক্ষ্মীরে হেন গোপীগণ হৈতে। পৃথক স্বরূপে শোভে রাধারাণী সৌন্দর্য মাধুর্যাদিতে ॥ অতএব এইসব

ব্রজগোপিকার সৌন্দর্য স্বরূপাদি বর্ণিবার। যা সদৃশ জন হয় অযোগ্যাতিশয় দর্শনের কথা আর কহিবার নয় ॥৯৬

রব্যাদিচ্ছবিজিষ্ণুরত্নধরণি ক্ষৌণীরুহান্তর্গত
প্রাসাদস্থিতসিংহপীঠমহসি চ্ছন্নান্যদৃষ্টিত্বিষি।
স্পষ্টাত্মীয়দৃশি প্রকীর্ণকবিকীর্ণালীহিতালীবৃতাং
রাধামাধবমাধুরীবরসুধা তৃষ্ণাং মুধা যচ্ছতি ॥৯৭

সূর্যাদির কান্তি জয়ীরত্নভূমে পাদপগণের মাঝে। সুরম্য প্রাসাদে বরসিংহাসনে শ্রীরাধামাধব রাজে॥ উছলিয়া পড়ে অঙ্গের সুষমা অপরের অগোচরে। আপনার জন সেরূপ মাধুরী প্রত্যক্ষে সেবন করে॥ অঙ্গ পরিমলে প্রলুব্ধ ভ্রমর উড়িয়া পড়য়ে গায়। সেবা পরা সখী চামর বীজনে বারণ করয়ে তায়॥ রাধামাধবের সর্বাত্মস্নপনী প্রবরমাধুরী সুধা। স্মরণে মননে কিঞ্চিদাস্বাদনে বিনাশে নিখিল ক্ষুধা॥ সর্বোপরি কৃষ্ণ নিত্য ধাম বিরাজয়। গোকুল তাহার নাম সর্বলোকে কয়॥ সহস্র কমল মধ্যে ধাম আদি স্থিত। নিবিড় শাখাতে মূল সদা অলক্ষিত॥ উচ্চতর লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ মাঝে। রাজ সভা সম রম্য ভবন বিরাজে॥ নানা বর্ণ বিচিত্র কিঞ্জল্ক মনোহর। তার মধ্যে বিরাজিত কর্ণিকা সুন্দর॥ সেইত কর্ণিকা মধ্যস্থল অধিষ্ঠিত। নিজ পরিবার বর্গে সতত বেষ্টিত॥ গোপরাজ কুমারের চন্দ্রকর্মা হয়। সর্বজন চিন্তাতীত চিন্তামণিময়॥ এই দিব্যধাম করি জ্যোতির বিস্তার। নেত্রের বিস্ময় জন্মিছে অনিবার॥ কর্ণিকার মধ্যে কৃষ্ণ নিত্য দীপ্যমান। তার চতুর্দিকে গোপাবাস বিদ্যমান॥ পরার্দ্ধের উর্দ্ধে সেথা গোপাবাস রয়। স্নেহে বন্দিগণ হেন সন্দেহ করয় ॥৯৮

অজং তদালিঙ্গিতুমব্জবন্ধোর্বন্ধুর্যযৌ কিং পরিবেশ এযঃ।
গোপালয়ানাং বলয়াবলির্বা গোপেশবেশ্মাভিত এবমস্তি ॥৯৯

গোপেশ নন্দের মন্দির বেষ্টন করিয়া বলয়াকারে। গাভীরগণের ভবনসমূহ শোভা করে চারিধারে॥ ইথে কিবা কহে পদ্মবন্ধু বন্ধ পদ্মে আলিঙ্গন তরে। ভবন স্বরূপ এইত পরিধি নামিল ভূতলোপরে॥ সেই ধামবাসীগণে ভাট বন্দিগণ। হেন ভাবে নিরবধি করয়ে স্তবন ॥

অর্থাঃ সর্বজনার্থানামতিগতাঃ কামা নিকামাগ্রিমা
ধর্মাঃ কর্মঠবেদধর্মমহিতা মোক্ষাশ্চ মোক্ষাতিগাঃ।
তেষাং তত্র বসন্তি সেবকতয়া কৃষ্ণায় তৃষ্ণাজুষাং
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্তৎকৃতে ॥১০০

ব্রজবাসী যত আভীরগণের কৃষ্ণার্থে ভবনধন। প্রিয়বস্তু আর বান্ধব বিষয় তনয়াত্মা প্রাণমন॥ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুবর্গ কৃষ্ণপ্রেমে তৃষ্ণাতুর। সেই গোপগণে সেবে ভৃত্য সম বাস করি ব্রজপুর॥ অর্থ সর্বজন প্রার্থনাতিরিক্ত কাম

অগ্রিমাতিশয়। ধর্মকর্ম মার্গে বেদধর্মার্চিত মোক্ষমোক্ষাতিগ হয়॥ কৃষ্ণ প্রেমবিনা চতুর্বর্গ নাহি জানে ব্রজবাসীগণ। ভৃত্যসম ফিরে চরণে চরণে চতুর্বর্গ অনুক্ষণ॥

নেত্রং শ্রোত্রং চিত্তমপ্যন্যদন্যত্তুচ্ছং যস্মিন্ ভাতি কৃষ্ণং বিনা তু।
ঘোষে তস্মিংশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরেবং শ্রৌতি বার্তা পশ্য দৃশ্যা বিভাতি ॥১০১

যেইত গোকুলে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে নয়ন শ্রবণ আর। চিত্তাদি অপর ইন্দ্রিয় সবার তুচ্ছ তায় অনিবার॥ সেই ধামবাসী আভীরগণের চক্ষুর চক্ষু সে হরি। শ্রুতির বচন প্রত্যক্ষ হইল ব্রজধামে মূর্ত্তি ধরি॥

বিভ্রাজন্তে সূত্রসঞ্চারবিদ্যা পাঞ্চাল্যঃ কিং বিশ্ববিস্মাযনায়।
কিংবা গোপাঃ স্বান্তরে কৃষ্ণভাবৈর্বদ্ধাঃ সন্তস্তত্র তত্র ভ্রমন্তি ॥১০২

বিশ্বকে বিমুগ্ধ করিবার তরে অপার বিভূতি সিদ্ধা। সূত্রধার কোন অজ্ঞাত জনার সূত্র সঞ্চারণী বিদ্যা॥ কাষ্ঠের মুরতি সমগোপতনু সমূহ প্রকট করি। বিহরিছে ব্রজে লোক লোচনের সমীপে মূরতি ধরি॥ কিংবা কৃষ্ণ গতে ভাব সূত্র দ্বারে নিজান্তরে বদ্ধ হৈঞা। পুত্তলীর মত ব্রজগোপগণ ভ্রমিছে সেথায় যাঞা॥

পিতায়ং মাতেয়ং পিতৃসহজবর্গঃ স্বয়মসৌ
তথৈবান্যে চান্যপ্রথিতহিতসম্বন্ধমহিতাঃ।
ব্রজে খ্যাতির্যেষা বকরিপুগণে ভাতি খলু তাং
ক্বচিত্তুল্যং প্রেমা পথিকমনু শশ্বদ্ ভ্রময়তি ॥১০৩

এহো পিতা আর এহো হয় মাতা এহো পিতৃ সহোদর। পরস্পর হেন সম্বন্ধবদ্ধ সম্মানিত নারীনর॥ হেনমতে ব্রজমণ্ডল মাঝারে বকারি কৃষ্ণের প্রতি। আভীরগণের আত্মীয় বলিয়া আছয়ে মহতী খ্যাতি॥ কৃষ্ণে বাৎসল্যাদি নানা প্রেমবান্ পরিজন অনুগত। সখ্য ভাবাপন্ন প্রেমার পথিক সিদ্ধ ভক্ত আছে যত॥ তা সবার প্রতি করুণা বশতঃ কৃষ্ণ পরিকরগণ। ভাব অনুযায়ী সেই মহাখ্যাতি করে সদা সমর্পণ ॥১০৪

এবেত বিচার্য কিছু বিষয় আছয়। সেই কথা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনীয় হয়॥ বক্তব্য বিষয় যদি সজ্জন সভার। বোধ যোগ্য হয় তবে মঙ্গল অপার॥ নতুবা নূতন কাব্যে ব্যভিচার ঘটে। নিষ্ফল বলিয়া তাহা সর্বলোকে রটে॥ বুদ্ধিমান সাধুজন পণ্ডিত নিকর। যেই কাব্য গ্রন্থে নাহি করয়ে আদর॥ সেইত রচনা হয় বিফল নিশ্চয়। পণ্ডশ্রম মাত্রে তাহা পরিগণ্য হয়॥ রচনা যদ্যাপি হয় সামান্য আকারে। সাধুগণ যদি তাহা সমাদর করে॥ তবেত উত্তম বলি মোর হয় জ্ঞান। স্বল্পও উত্তম যদি হয় সারবান॥ সেই সম্ভাবনা যথা কহি অতঃপর। পূর্বপ্রোক্ত বৃন্দাবন কথা পুরঃসর॥ গোপ্যবাস মধ্যে দৃষ্ট হয়েত বিস্তর। সভ্য জনোচিত সভাশ্রেণী নিরন্তর॥ সেই স্থানে দীর্ঘ পুরদ্বার সমুদয়। বিবিধ বৈচিত্র্য পূর্ণ হৈঞা সাতিশয়॥ মহানগরীর ন্যায় বিরাজে সতত। কিঞ্জল্ক সমান দ্বার হৈতে পথ যত॥ চতুর্দিকে বিরাজ করয়ে নিরন্তর। পথ পার্শ্বে শোভে গোপ

ভবন নিকর॥ দীর্ঘাকৃতি সেইত সুন্দর গৃহরাশি। পরস্পরে তুঙ্গ শোভা দর্শনাভিলাষী॥ উন্নত করিয়া নিজ শির অনিবার। শোভিছে বিস্তার করি সৌন্দর্য অপার॥ সেই স্থানে শৌর্যে বীর্যে সিংহের মতন। ভীষণাবয়বযুক্ত পুরুষের গণ॥ নিশ্চল চরণদ্বয় মহাসিংহাসনে। স্থাপন করিয়া সর্ব দর্শকের মনে॥ বিস্ময়োৎপাদনে নেত্র সমৃদ্ধি মহান। বিস্তারিত ভাবে নিত্য করিছে প্রদান॥ সেই স্থানে পরাবর প্রথম দ্বিতীয়। লক্ষ লক্ষ লোক নিত্য হৈঞা দর্শনীয়॥ এক সঙ্গে হৈঞা সর্ব নয়ন গোচর। শত শত সুখ রাশি বর্ষে নিরন্তর॥ উপবিষ্ট জন-সমূহের রূপ রাশি। রূপ কাব্য সম দর্পণাদিতে উদ্ভাসি॥ প্রতিরূপ সম সদা হয়েও প্রতীত। দেখি সর্ব চিত্ত হয় বিস্ময়ে পূরিত॥ কেবল সে তা সবার প্রতিবিম্ব রূপ। স্বরূপ প্রতীয়মান হয় অপরূপ॥ তাহা নহে তা সবার কণ্ঠগত ধ্বনি। অলঙ্কার শাস্ত্রগত ধ্বনি রাশি জিনি॥ কাব্য ধ্বনি সম সদা হয় অনুভূত॥ প্রতিবিম্ব তুল্য প্রতিধ্বনি হয় শ্রুত॥ ধ্বনি কাব্যে এক ধ্বনি হৈতে অন্য ধ্বনি। সমুৎপন্ন হয় সেথা সমরত্ন জিনি॥ যে সব মহাত্মা হয় স্বেচ্ছান্তঃকরণ। পরগুণ করে সবে অন্তরে গ্রহণ॥ এই প্রসিদ্ধি আছে জগতের মাঝে। মণিগৃহে তথা লোক প্রতিবিম্ব রাজে॥ প্রতিবিম্ব আর প্রতিধ্বনি সত্য জ্ঞানে। সেই সব লোক যায় তার সন্নিধানে॥ তথ্যাভিজ্ঞ লোক যার চতুর্দিকে রয়। তা সবার ঠাঞি তারা হাস্যাস্পদ হয়॥ সেইত গোলোক বীর্যে সিংহাসন মাঝে। শ্রীমন্নন্দকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে॥ দেহ হৈতে কান্তি দাম হয় বিনির্গত। পরানন্দ রূপ ঝরণার স্রোত মত॥ সেই কান্তি প্রবাহ করিলে দরশন। সুখ সিন্ধু উচ্ছলিয়া উঠে সেইক্ষণ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আপন দর্শন সুধাদানে। আপ্যায়িত করে নেত্র চকোরের গণে॥ মহা মহোৎসব সেই কালে সমুদয়। চিত্তের মাঝারে আসি সমুদিত হয়॥ আভীর গণের সভা শ্রেণীর মাঝারে। শ্রীনন্দের অন্তঃপুর শোভে এক ধারে॥ উক্ত অন্তঃপুর সর্বজন মনোহর। পঞ্চম প্রকোষ্ঠ কহে বিবুধ নিকর॥ মাতা পিতা ভ্রাতা আর আত্মীয় নিকরে। সেই অন্তঃপুরে কৃষ্ণ স্বয়ং বাস করে॥ সভা শ্রেণী মধ্যে চতুষ্কোণ সন্নিধান। আছয়ে সুন্দর চারিকক্ষ বিদ্যমান॥ লক্ষ কক্ষ সম শোভা রাশি নিরন্তর। বিস্তারয়ে সেই চারি কক্ষ মনোহর॥ অন্তঃপুরে আছয়ে পঞ্চম কক্ষ নাম। আর এক কক্ষ সাতিশয় অভিরাম॥ সেই কক্ষ সুশোভিত বৃহৎ প্রাঙ্গনে। চতুর্দিকে বহু গৃহ শোভে সেই স্থানে॥ পশ্চিম দিশাতে স্বীয় অন্তরঙ্গ রূপ। সেই সব গৃহ হয় মঙ্গল স্বরূপ॥ পরম মঙ্গল প্রদায়িনী যশোমতী। ব্রজরাজ ভার্য্যা সেথা করয়ে বসতি॥ সেথায় উত্তর ভাগে দেবী শ্রীরোহিণী। হইয়া আনন্দ স্নাত দিবস রজনী॥ নিজ গৃহে বাস তত্র করে নিরন্তর। বাৎসল্য রসের মহাসিন্ধুর সোসর॥ তত্র পূর্বদিকে সজনতা পূজিত। শ্রীব্রজরাজের গৃহরাজি বিরাজিত॥ দক্ষিণে আত্মীয় গৃহ বিরাজে প্রচুর। সম্মান ভোজন দান দ্রব্যে ভরপুর॥ গোপাবাস বহির্ভাগে চতুষ্কোণময়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ যুক্ত মহল

আছয়॥ সেই সব কক্ষ বাহ্য আর অন্তঃপুর। সবিভক্ত নানাবিধ বিভাগে প্রচুর॥ চতুর্দিকে রহি সেই কক্ষাচতুষ্টয়। পূর্ব পশ্চিমাদি দিক করয়ে নির্ণয়॥ সেই শুভ রীতি কক্ষ্যা আলম্বন করি। বিরাজয়ে শুভ বিলোচনা ব্রজেশ্বরী॥ উত্তর দিশাতে রামযষ্টে ক্রীড়াকারী। বিরজে শ্রীবলরাম দিবস শর্বরী॥ পূর্ব দিকে ব্রজবাসীগণ মাত্রে গতি। শ্রীমদ্‌ব্রজাধিপনন্দ করয়ে বসতি॥ দক্ষিণে শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ বিবর্দ্ধন। পতিরূপে বিরাজিত শ্রীনন্দ নন্দন॥ তথায় বিরহ হীন রহস্য কেলিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ নিজ নামাঙ্কিতে॥ কক্ষ্যারূপ ধামদ্বয় শোভে অনিবার। সেথা লক্ষ্মীরূপা প্রিয়াগণের বিহার॥ এই কক্ষ্যাদ্বয়ে এক শিল্পশালা আছে। সখীগণ শিল্পকলা রচে তার মাঝে॥ তারা সবে নিজ নিজ যূথস্বামিনীর। মহাশ্চর্যময় পূর্ব অনুরাগাদির॥ কথা সব কীর্ত্তন করয়ে সুখ ভরে। মধু হৈতে সুমধুর রস ধারা ঝরে॥ তাহে আর্দ্র হয় তরুলতা বৃক্ষগণ। বনবাসী যত বস্তু চেতনাচেতন॥ মিথুন যুগল রামকৃষ্ণে দুজনার। করিবে সপত্নি স্নিগ্ধ কি বিচিত্র আর॥ তৃতীয় চতুর্থ কক্ষ্যাদ্বয়ে আবরণ। প্রথম দ্বিতীয় কক্ষ্যাদ্বয়ে অনুক্ষণ॥ রামকৃষ্ণ উভয়ের উত্তর দক্ষিণে। বসিবার স্থান আছে শোভিত আসনে॥ পূর্বপ্রোক্ত কক্ষ্যাযুগলের দ্বারদেশ। নন্দাদির দ্বার প্রান্তে বিস্তৃত বিশেষ॥ মধ্য কক্ষ্যাসহ সপ্ত কক্ষ্যা সুসজ্জিত। অপূর্ব কৌশলে হৈল এ পুরী নির্মিত॥ এক ব্যক্তি ধরে যদি ভিন্ন ভিন্ন বেশ। ভিন্ন ভিন্ন শোভা সেহ ধরয়ে বিশেষ॥ তেমতি প্রত্যেক কক্ষ্যা এক তল আর। দ্বিতল ত্রিতল রূপে বিভিন্ন প্রকার॥ বেশ ধরি করি মহাশোভা বিকিরণ। গোলোকবাসীর চিত্ত করিছে হরণ॥ তথায় গৃহশ্রেণী আছে বিদ্যমান। মণিময় ভিত্তিতে সবার অধিষ্ঠান॥ প্রত্যেক ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বরূপে। প্রতি কক্ষ্যা আছে দুই ভাগে ভিন্ন রূপে॥ তার লাগি এক হইলেও প্রতিগৃহ। ভিত্তিগাত্রে অন্য গৃহ প্রতিবিম্ব সহ॥ দুই গৃহ রূপে সদা অনুভূত হয়। পরস্পর দ্বার যোগে সংযুক্ত রহয়॥ হেন মতে যুক্ত হৈঞা ভবন সকল। প্রভাতে করয়ে দিক্ মণ্ডল উজ্জ্বল॥ ইহা দেখি এহো কি বলিয়া লোক সব। কেন বা না করিবে মহাশ্চর্য অনুভব॥ ইহাতেই গৃহসমূহের সাতিশয়। মহিমা সর্বত্র নিত্য বিঘোষিত হয়॥ গোলোকের মধ্যস্থল করি অধিকার। উৎকৃষ্ট ভবন এক শোভে অনিবার॥ সর্ব ভবনের তত্র মুকুট স্বরূপ। সেইত ভবন হয় শোভনীয় রূপ॥ তন্মধ্যে সোপান শ্রেণী যুক্ত মধ্যস্থিত। ছিদ্রের উপরিভাগে সদা অবস্থিত॥ দীপ্তিমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার সমুদয়। যাতায়াতে সাতিশয় সুখাবহ হয়॥ মরু সম উচ্চ আর অতি মনোহর। শৃঙ্গরাজি শোভে সর্ব গৃহের উপর॥ চতুঃপার্শ্ব স্থিততত্র স্তম্ভে লম্বমান। আন্দোলিত পতাকা হয়েত দৃশ্যমান॥ যেই স্থান হয় সর্ব প্রকারে প্রধান। অলঙ্কার রূপে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্॥ যবে যেই স্থানে যাঞা অধিষ্ঠান করে। দেহ হৈতে নীল কান্তি উছলিয়া পড়ে॥ সর্ব বিজয়ী কৃষ্ণ তাহার উপরি। দৈহিক প্রভাতে চতুর্দিক দীপ্তি করি॥

সাতিশয় মুগ্ধ করি সবাকার মন। গোলোকের কোন লোকে না করে পালন॥ কর্ণিকার উর্দ্ধ ভাগে যেই পুরী আছে। তার অধোভাগে আর এক পুরী রাজে॥ সেই পুরী হয় সাতিশয় অভিরাম। কৃষ্ণ প্রিয়াবৃন্দের সে মনোহর ধাম॥ কৃষ্ণের নিজাঙ্গ রূপ অঙ্গন নিকর। পত্র পঙ্‌ক্তি সীমা ভাগে দ্বারে নিরন্তর॥ বদ্ধ রহে তার লাগি অন্য কোন জন। ভিতরে বস্তু কভু না পায় দর্শন॥ সেইত পুরীর মধ্যে ভবন সকল। সূর্যসম রত্ন দানে করে ঝলমল॥ পবন হরিয়া মঞ্জু পুষ্পরাশি গন্ধ। সেই ধামে নিরন্তর বহে মন্দমন্দ॥ নির্জন বলিয়া সেথা লোকের মানসে। স্বাধীনতা হৈতে পূর্ণ হয় প্রীতিরসে॥ শয্যাসন ছত্রচামরাদি দ্রব্যে আর। বহুত রীতিতে সেই পুরী অনিবার॥ উৎপন্ন করিছে তত্র সবাকার প্রীতি। নানা ক্রীড়া দ্রব্য করে মণ্ডলেতে স্থিতি॥ সেই সেই প্রচেষ্টার আধার স্বরূপ। বহুবিধ চেষ্টাশীল লক্ষ লক্ষ রূপ॥ নরনারী পশুপক্ষী প্রতিমূর্ত্তি দ্বারে। সেই পুরী সুশোভিত বহুত প্রকারে॥ ভগবান্ কৃষ্ণ সেই পুরীর ভিতরে। প্রেয়সীবৃন্দের সুখে বসতির তরে॥ সুসজ্জিত বহুবিধ গৃহ সবিশেষ। বিশেষ বিশেষ স্থানে কৈল সন্নিবেশ॥ সেই সব দিব্য রত্নে ভূষিত ভবন। অনন্ত ভবন সম শোভে অনুক্ষণ॥ প্রেয়সী বর্গের সঙ্গে মহানন্দপ্রদ। শ্রীনন্দ নন্দন প্রসারিয়া চারুপ্রদ॥ করিয়া পল্লবাবৃত কাননে গমন। পরম প্রমোদরাশি ভুঞ্জে অনুক্ষণ॥ সেইত উদ্যান হৈতে গুপ্ত দ্বার পথে। সর্বোদ্যানে যায় হরি পরম নিভৃতে॥ কর্ণিকার চতুর্দিকে পত্র শোভে যথা। প্রেয়সী বর্গে গৃহোদ্যান শোভে তথা॥ রামঘট্ট নামক রামের ক্রীড়াবন। তলপথ দ্বারে হয় গমনাগমন॥ স্বল্প ভাবে নিহিত পল্লববৃন্দ দ্বারে। আলবাল রূপে আচ্ছাদিত সুপ্রকারে॥ তলপথ দ্বারে বলরাম অনুক্ষণ। রামঘট্ট নাম স্থানে করয়ে গমন॥ কৃষ্ণকান্তাগণের ভবনরাজি লগ্ন। যেইত উদ্যান মালা আছয়ে বিলগ্ন॥ তার মধ্যে কৃষ্ণ আর প্রেয়সীর গণ। নানা ক্রীড়া তরে করে গমনাগমন॥ সেই উদ্যানের তলপথে অনুক্ষণ। রাম ঘট্টে রাম করে গমনাগমন॥ শ্রীমদ্‌ব্রজেশ্বরীর যে ভবনের কথা। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইল অত্র যথা॥ সেইত পুরীর কথা পণ্ডিতের গণ। শ্লোক দ্বারে নিরন্তর করয়ে কীর্ত্তন॥১০৫—১১৬

যস্যাং পতাকামৃদুবাতকম্পিতা নানামুখীভাবমিতাঃ পুনঃপুন।
সৌরভ্যমায়াতি যদা যতস্তদা বিবৃত্য পশ্যন্তি দিশামমূমিব॥

যেইত পুরীতে পতাকাসমূহ মৃদু পবনের ভরে। সঞ্চালিত হৈঞা পুনঃপুনঃ নানা দিক দেশে মুখ করে॥ কৃষ্ণাঙ্গের গন্ধ কিন্তু যেই দিক ভাগে প্রবাহিত হয়। সেই দিক্ দেশে পতাকানিকর মুখ ফিরাইয়া রয়॥

নিত্যং সুধাধামজঃ-ধামসঙ্গতঃ পূর্ণাঙ্গতামঙ্গলসঙ্গতিং গতাঃ।
যত্রাপি কুম্ভাবিধুকান্তসম্ভবাঃ কূটান্তরস্তর্মুকুটা ইব স্থিতা॥

যেইত পুরীতে শৈল শৃঙ্গসম উচ্চ অন্তর্গৃহস্থিত। মুকুটের মত চন্দ্রকান্ত মণি-

বিনির্মিত কুম্ভ যত॥ নিশিতে চন্দ্রের কিরণ সম্পাতে কৌমুদী তরঙ্গে ভাসি। পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল স্বরূপ ধরিয়া বিতরে মঙ্গল রাশি॥

যত্রান্বিতা স্বচ্ছতয়া বিভাতয়া হীরাদিরত্নচ্ছাদিরালিরীক্ষ্যতে।
বিম্বচ্ছলাকৃষ্টনভস্থতেজসাং সাযুজ্যভূমির্বিভুরাত্মনামিব॥
ময়ূর-পারাবত-কোকিলাদ্যা বসন্তি যস্যাস্তু বিনাপি যত্নম্।
শব্দায়মানা বিপিনস্থ তৈর্যে বিবাদসম্বাদবদাচরন্তি॥

সুনির্মল আর সুপ্রকাশময় হীরকাদি নানা রত্নে। বিনির্মিত যথা নিখিল সৌধের ছাদরাজি মহা যত্নে॥ তার বিম্বচ্ছবি ছটাতে আকৃষ্ট গগন মণ্ডলস্থিত। শশিত পনাদি জ্যোতি পদার্থের জীবাত্মা বিভুর মত॥ সাযুজ্য ভৌমিক মোক্ষ পদ প্রাপ্তি সদা পরিদৃষ্ট হয়। কেকী পারাবত কোকিলাদি যেথা পক্ষীকুল সমুদয়॥ যত্ন ব্যতিরেকে বসতি করিয়া বলভি কোটর মাঝে। বন্য পক্ষী সঙ্গে বাদবিসম্বাদ কোলাহল করি রাজে॥

বিচিত্ররত্নাবলীচিত্রচর্চিতা সৌবর্ণভিত্তিঃ পরিতশ্চকাসতী।
গোপালবাল্যাদিবিলাসমাধুরীঃ সাক্ষাদিবালক্ষয়তেশিশূনপি॥

বিচিত্র রতনে চিত্রিত সুন্দর গোপালের বাল্য চিত্র। চর্চিত হইয়া সৌধ-সমূহের সৌবর্ণ ভিত্তির গাত্র॥ সেথার অন্যান্য বালক সমূহে সে বাল্য মাধুরীধুরী। সাক্ষাতে দর্শন করাইয়া শোভে চৌদিক উজ্জ্বল করি॥

বিস্তারিতোৎসঙ্গ নিভৈরলিন্দৈঃ শ্লিষ্যন্তি কৃষ্ণং ভবনানি নিত্যম্।
যেষাং সদান্তর্নিবসন্তি তে তদ্ভক্তা অমী তাদৃশতাং ব্রজন্তি॥

যেথা সৌধরাজি বিস্তারিত ক্রোড় সমান অলিন্দ দ্বারে। প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণে করে আলিঙ্গন মহানন্দ সহকারে॥ কৃষ্ণ ভক্তগণ সেথা যেই সব ভবনে বসতি করে। সেসব ভবন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদ্রূপও ভাব ধরে॥

প্রাঙ্গণানি মণিদর্পণচ্ছবিন্যুল্লসন্তি সদনাবলীমনু।
যেষু নূতনবধূর্বকান্তকং ব্রীড়নম্রবদনাপি বীক্ষতে॥

যেইত প্রাঙ্গনে নববধূ করি লজ্জাতে আনত মুখ। বকারির মুখ করয়ে দর্শন মানিয়া পরম সুখ॥ সৌধরাশি হেরি তেমতি সুরম্য মাণিক্যদর্পণোজ্জ্বল। সেইত প্রাঙ্গন সমূহ শোভিছে সদা করি ঝলমল॥

চন্দ্রকান্তমণিবদ্ধভূতলে পল্ললানি চ লসন্তি সর্বতঃ।
রাধিকাদিমুখকান্তিকন্দলী যানি পূরয়তি হন্ত সর্বদা॥

চন্দ্রকান্ত মণি বদ্ধ ভূমিতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর। শোভে চারভিতে সোপনা-বলিতে বিমণ্ডিত মনোহর॥ রাধিকাদি কৃষ্ণ প্রেয়সী বৃন্দের বদনেন্দু বিনির্গত। সুষমা প্রবাহে সে সরসীরাজি পূর্ণ রাখে অবিরত॥

লোকঃ শ্রীনাথলোকপ্রতিরুচিবিজয়ী কাননং শ্রীস্পৃহাজি-
দ্বাসঃ শ্রীরাজধানীনিখিলশুভরুচাং বাসিনস্তে তএব।

ভোক্তাঃ কৃষ্ণঃ স ভোগ্যঃ প্রণয়মধুরিমা শশ্বদিত্যেবমস্মিন্
প্রত্যেকং সর্বমন্তঃকরণমতিগতং কস্তদন্তং লভেত ॥১১৭

এইত গোলোক বৈকুণ্ঠ লোকের জিনিল সুষমাচয়। বৃন্দাবন সেহ ইন্দিরা দেবীর বাসনা করিল জয় ॥ বৈকুণ্ঠ লোকের নিখিল সুষমা গোলোকে বসতি করে। গোলোকের লোক গোলোকের মত সুপ্রসিদ্ধ চরাচরে ॥ কৃষ্ণ মাত্র ভোক্তা সর্ব বিষয়ের প্রণয় মাধুরী তার। সবাকার হয় উপভোগ্য বস্তু ভক্তি আছে যা সবার ॥ সবাকার চিত্ত লঙ্ঘন করিয়া প্রতি বস্তু অনিবার। হেন মতে করে শ্রীকৃষ্ণে নির্ভর কে তার পাইবে পার ॥ কৃষ্ণ আর তার পরিকরগণ মাঝে। যেই প্রেম সুখ নিত্য স্বরূপে বিরাজে ॥ সেই সুখ হয় সর্ব বিষয়ের পার। অতি কঠিন ও আমি মর্ম জানি তার ॥১১৮

হরির্গোপক্ষৌণীপতিমিথুনমন্যে চ বিবুধা-
ন নঃ ক্রূরং চিত্তং মৃদলয়িতুমীশা লবমপি।
অহো তেষাং প্রেমা বিলসতি হরৌ যস্ত বলবান্
হরের্বা যস্তেষু দ্রুতয়তি সএব প্রতিপদম্ ॥১১৯

আপনি শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোমতী কিম্বা অন্য দেবগণ। সামান্যও দ্রব করিতে না পারে মো সবার ক্রূর মন ॥ কিন্তু তা সবার সেই প্রৌঢ় প্রেম কৃষ্ণ প্রতি বিলসয়। অথবা কৃষ্ণের তা সবার প্রতি যেই প্রেম দৃষ্ট হয় ॥ সেই দিব্য প্রেম বিস্তার করিয়া স্বমাধুরী অনুক্ষণ। করিছে বিদ্রুত সদা মো সবার অতীব কঠিন মন ॥ অতএব এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। মঙ্গল পদার্থ বিশ্বে যতেক আছয় ॥ তা সবার মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম সাতিশয়। মঙ্গল স্বরূপে সর্ব উর্ধ্বে বিরাজয় ॥১২০

হরিঃ প্রেমা সাক্ষাদিব ভবতি কিংবা ব্রজজনঃ
স্তয়োরেকস্মিংশ্চ স্ফুরতি-সতি শশ্বৎ স্ফুরতি নঃ ॥
ইদং বারং বারং বিধি-শিব-সুরর্ষি প্রভৃতয়ঃ
স্ফুটং কর্ত্তুং শক্তিং দধতি নতরাং যৎ কিয়দপি ॥১২১

ব্রজ জন প্রতি কৃষ্ণের যে প্রেম সে প্রেম মূরতি ধরি। কৃষ্ণরূপে বিশ্ব বিহরে জগতে মাধুরী বিস্তার করি ॥ কিংবা কৃষ্ণ প্রতি ব্রজবাসী মাত্রে যেই প্রৌঢ় প্রেম আছে। সেই প্রেম কিবা ব্রজবাসীগণ স্বরূপে জগতে রাজে ॥ কি আশ্চর্য এই উভয় স্বরূপে আবির্ভূত প্রেম নিত্য। স্বকীয় বৈশিষ্টে বিমুগ্ধ করিছে সদা মো সবার চিত্ত ॥ বিধি শিব আর নারদাদিগণ করিয়া প্রচেষ্টা কত। নারিল এপ্রেম স্বল্পও বর্ণিতে প্রচেষ্টা হইল হত ॥ এই কৃষ্ণ প্রেম পরম অদ্ভুত বচনের পার হয়। মূকের আস্বাদ গ্রহণের মত প্রকাশের বস্তু নয় ॥

তদীয়ানাং প্রেমা যদপি কৃতিচর্যাতিগসুখ
স্তথাপ্যুর্চ্চৈহে তুর্ভবতি হরিসাহায়কবিধৌ।
জগৎকার্য্যেযদ্বচ্ছ্রুতিমত পরব্রহ্ম নিতরা
মচিন্ত্যো যোভাবঃ সহি নহি বিতর্কং বিষহতে ॥১২২

যদ্যপিহ ব্রজস্থিত জনতার প্রেমসুখ অতীন্দ্রিয়। তথাপি সে প্রেম কৃষ্ণে লভিবারে হেতু হয় অদ্বিতীয় ॥ পর ব্রহ্মে যথা জগদ্রূপ কার্যে শ্রুতিতে কারণ কয়। কৃষ্ণ প্রেম তথা কৃষ্ণে আকর্ষণরূপ কার্যে হেতু হয় ॥ এ বিষয়ে তর্কে নাহি অবসর চিন্তাতীত ভাব যত। তর্ক যোগ্য নহে হেন কথা কহে বুধগণ অবিরত ॥ এইত নিয়ম যদি হয় চিরন্তন। তবে জানি প্রেমাকৃষ্ট হয় সর্বজন ॥১২৩

জ্ঞাতাকর্মস্বয়মুতপরাং কৃষ্ণতৃষ্ণানুকূলং
তস্মিন্নন্তর্বহিরপি সদা গোপরাজাবরোধে।
যাতায়াতং মুহুরতিতরাং কুর্বতামাদৃতানা-
মপ্যুৎকণ্ঠাচলিতমনসাং মানসং ভাবমীহে ॥১২৪

কৃষ্ণে তৃষ্ণাধিক যাহে উপজয় হেন কর্ম অনুকূল। ভক্তের সমীপে জ্ঞাতব্য প্রথমে সে হয় ভজন মূল ॥ ভজন বিহনে লোকাতীত প্রেম কদাপিহ নাহি বাড়ে। তেইত প্রথমে জানিয়া সে রীতি ভক্তজনাশ্রয় দ্বারে ॥ গোপরাজ গৃহে ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করে নিত্য। কৃষ্ণদর্শনের তরে যা সবার অতি উৎকণ্ঠিত চিত্ত ॥ সেইত পরম আদরের পাত্র আভীরগণের মত। মানসিক ভাবে পাইবারে আমি বাঞ্ছাকরি অবিরত ॥ গোলোকে নিবাসকারী নিখিল জনার। সর্বতো দর্শন লাভ অদ্ভুত অপার ॥১২৫

উদ্ঘূর্ণন্তেপ্রিয়পরিজনাঃ স্নিগ্ধভাবা যথাস্বং
গোপক্ষৌণীপতিমনুগতাস্তস্য চাত্মদ্বিতীয়াং।
যৌ প্রেমাখ্যপ্রবলরসনাযন্ত্রিতৌ কৃষ্ণকান্তি
জ্যোতিশ্চক্রে রবিশশিতনু যে চ নক্ষত্রসঙ্ঘাঃ ॥১২৬

গোপরাজ নন্দ পত্নী যশোমতী এ দোহার অনুগত। স্নিগ্ধভাবাপন্ন প্রিয় পরিজন ব্রজে বাস করে যত ॥ প্রেমাখ্য সুদৃঢ় রজ্জুতে আবদ্ধ হৈঞা রবি-শশি আর। তারাপুঞ্জসম কৃষ্ণকান্তি জ্যোতিঃ চক্রে ফিরে অনিবার ॥

জন্মাদ্যতর্কতাপ্রথাপ্রবয়সাং মধ্যেসভং প্রায়শঃ।
পৌগণ্ডাদিষু নির্জরাদিবিজিতিঃ প্রায়ঃ সুহৃন্মণ্ডলে।
কালিয়াদিষু দুর্জনেষ্বপিকৃপা ভক্ত ব্রজেহনল্পশঃ
প্রায়েণাদ্ভুত রাগকেলিরভিতঃ কান্তাগণে গীয়তে ॥ ১২৭

বৃদ্ধের সভাতে কৃষ্ণের জন্মাদি বালক কালের কথা। দেবাদি বিজয় পৌগণ্ড বয়সে বান্ধব মণ্ডলে তথা ॥ অঘাসুর তথা বৃষবকাসুর কালিয়াদি দুষ্টগণে। অকৃপণ কৃপা প্রদান কাহিনী ভক্তবৃন্দ সম্মেলনে ॥ অদ্ভুতানুরাগে বিবিধ বিলাস প্রেয়সীমণ্ডলে তথা। সদাগীত হয় শ্রীগোলোকধামে এইসব লীলাকথা ॥

সঙ্গানে চেত্তজতি মুরজিত্তক্তমাত্রং বিমোহং
শর্মাশর্মাপ্যনুমিতিমিয়াত্তর্হি ন প্রেক্ষকাণাং
শান্তির্দাস্যং সহচরদশা বৎসলত্বং তথান্য-
স্তস্মিন্ গচ্ছেৎ কথমথ বদ ক্ষীরবার্ষং পরীক্ষাম্ ॥১২৮

লীলাগুণগানে মুরারির শান্ত দাসাদি মভক্ত মাত্রে। মোহপ্রাপ্ত হয় ভাবের প্রভাবে পুলক উপজে গাত্রে ॥ সুখ কিংবা দুঃখ ভক্তের হৃদয়ে উপজে সেইত ক্ষণে ॥ অনুমতি নাহি হয়ে ত কিঞ্চিৎ দর্শকবৃন্দের মনে ॥ শান্ত দাস্য সখ্য বৎসল্য মধুর কোন রস ভক্ত মাঝে। বিস্তার করিয়া আপন প্রভাব মূর্ছাভাব কালে রাজে ॥ এহেন পরীক্ষা নিরীক্ষকগণে যুক্তি তর্ক অনুসারে। বারিমিশ্র দুগ্ধসম বিশ্লেষণ কেমনে হইতে পারে ॥ অচঞ্চল মনে উদ্ভুত এইত বক্ষ্যমান পদ্যদ্বয়। চঞ্চল করিছে অহো এ হৃদয় তেইত কহিতে হয় ॥

মাতর্মাতর্জননী মম তদ্দেহি দেহীতি শব্দৈ-
বৎসায়ুষ্মন্ সুত বদসি কিং প্রাণলাল্যেতি চার্দ্রৈঃ।
নানালাপপ্রণয়বলিতা মাং বলাৎ স্নেহমুদ্রা
তস্মিন্ গোষ্ঠে স্মরয়তিতরাং তৌ সাবিত্রীকুমারৌ ॥১২৯

হে মাতা হে মাতা হে জননী মোর নবনীত শীঘ্র করি। করহ প্রদান করহ প্রদান মোর দুই হস্ত ভরি ॥ হেন শব্দে ওহে বৎস ওহে সুত প্রাণপাল্য আয়ুষ্মন। কি কহিছ ওহে কি কহিছ ওহে মোর আদরের ধন ॥ হেন মতে প্রেম ভর নানালাপ স্নেহময় আর্দ্র কথা। মাতা-পুত্রে মোর চিত্তে সমুদিত করাইছে গোষ্ঠে তথা ॥

গেহেশি ত্বং চরিতসুকৃতা হন্ত বৎসস্ত্বদগ্রে
ব্যক্তিপ্সাতি প্রথয়তি রুচিং যাচতে জাহসীতি।
অর্দ্ধাদেবং স্থগিতবচনং স্নেহপূরাদ্‌ব্রজেশং
ধ্যায়দ্বৃত্তিং বত ন লভতে মন্মনো বংভ্রমীতি ॥১৩০

অয়ি গৃহেশ্বরি যশোমতী তুমি পূর্বজন্মে পুণ্য কত। করিয়াছ যার ফলে লাভ কৈলে এহেন অপূর্ব সুত ॥ অহো কি সুখের কথা এহো হয় বৎস কৃষ্ণ অগ্রে তব ॥ কহে নানা কথা ভোজনাদি করে প্রকাশে বাসনা সব ॥ নবনীত আর লড্ডুকাদি দ্রব্য মাগয়ে তোমার ঠাঁই। পুনঃ পুনঃ করে হাস্য সুমধুর তুলনা তাহার নাই ॥ এতেক বচন কহিতে নন্দের নয়নে বহিল পানি। স্নেহের প্রবাহে অর্দ্ধেক কহিতে স্থগিত হইল বাণী ॥ সেইত স্থগিত বচন শ্রীনন্দে হৃদয়ে করিয়া ধ্যান। স্থিরতা নাহিক লভিয়া এ মোর ভ্রমিছে বিভ্রান্ত প্রাণ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনুগোলোকরূপ নিরূপণং প্রথম পূরণম্ ॥ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য শ্রীজীব গোস্বামী বর। শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থ বিরচিল স্বাদে সুধা গর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব শ্রীরাধারমণ চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ শ্রীগোপালচম্পু শ্রীরামদাসের দাসে ॥

অথ দ্বিতীয় পূরণম্ ॥ শ্রীগোলোকবিলাসঃ (তত্র নিত্য লীলা)

অতঃপর নিত্যলীলা করিতে বর্ণন। আরম্ভ হইল এই মধুর বচন ॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজিবারে যা সবার। উল্লাসে পূর্ণিত হয় চিত্ত অনিবার ॥ সুখময় করিবারে তা সবার চিত্ত। জন্মাদি বিবিধ লীলা প্রকাশ নিমিত্ত ॥ দন্তবক্র বধ করি ব্রজবাসী যত। স্বজন সবারে করি ভূমে আবির্ভূত ॥ সর্বশোকবর্জিত শ্রীগোলোকে সবারে। মিলিত করিল কৃষ্ণ পুনঃ লীলা দ্বারে ॥ এইরূপে পূর্ব আর উত্তর চম্পূতে। প্রত্যেক পূরণে প্রামাণিক তথ্য মতে ॥ করিয়া সংলব্ধ তথ্য একত্র গ্রথিত। কৃষ্ণলীলা স্পষ্টরূপে হইবে বর্ণিত ॥ হেন মতে কৃষ্ণসহ ব্রজ জনতার। মিলন ঘটিল যদি তত্র পুনর্বার ॥ কোন একদিন তবে রজনীর শেষে। অদ্ভুত গোলোকরাজ নন্দ দ্বারদেশে ॥ সুন্দর দুন্দুভিদ্বয় দ্বারে অবস্থিত। মনোহর শব্দ করি হইল ধ্বনিত ॥ শুনিয়া দুন্দুভি ধ্বনি ধামবাসীগণ। উঠিয়া বসিল শয্যা হৈতে সেইক্ষণ ॥ সেইত দুন্দুভিদ্বয় নিনাদের ছলে। মহানন্দে উদ্বোধিত করিল সকলে ॥ সেইত আনন্দময় প্রভাত সময়। কেবল ঘটিল তাহা হেন মাত্র নয় ॥ কিন্তু পদ্মবৃন্দ যথা পরিমল ধারে। স্নিগ্ধ হৈঞা নেত্র খোলে সূর্য দেখিবারে ॥ সেইমত কৃষ্ণ দর্শনের তৃষ্ণা সাথে। জাগিয়া বসিল ধামে সবাই প্রভাতে ॥ সূত বন্দি মাগধাদি স্তাবকের গণ। নিজ নিজ দলে হৈঞা মিলিত তখন ॥ শ্রীমান্ নন্দরাজের নগরে সুশোভিত। সুসমৃদ্ধ সিংহদ্বারোপরি অবস্থিত ॥ সর্বোচ্চ অট্টালিকাগৃহে করি আরোহণ। আরম্ভিল কৃষ্ণলীলা গুণাদি কীর্ত্তন ॥ পূতনাদি হৈতে বক্রদন্তাদি পর্যন্ত। দুর্বুদ্ধি ইন্দ্রাদি দৈত্যগণ নিধনান্ত ॥ কৃষ্ণলীলা করি ছন্দোবন্ধ নানামতে। নূতন নূতন ভাবে লাগিল বর্ণিতে ॥ গদ্য-পদ্যময়ী ব্যজস্তুতির স্বরূপ। ধরিয়া বিরুদাবলি ছন্দোবদ্ধরূপ ॥ নাচিতে নাচিতে যেন পরম স্বচ্ছন্দে। করিতে লাগিল পাঠ মনের আনন্দে ॥ চতুর্দিকে অবস্থিত ধামবাসী-গণে। করিল পরমানন্দে মগ্ন সেইক্ষণে ॥ অবশেষে অনুরক্ত সূত বন্দিগণ। নানা রাগ-রাগিণীতে করি আলাপন ॥ মধুর সঙ্গীতযুক্ত কৃষ্ণ লীলা কথা। করাইতে লাগিল শ্রবণ সবে তথা ॥ তৎকালে আভীররাজ যশোদাদি আর। গোপীগণ আর যত নন্দ পরিবার ॥ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বকৃত মঞ্জুলীলা গীত। শ্রবণে হইল সাতিশয় হরষিত ॥ তবে ত স্বেচ্ছানুসারে অতীব প্রশস্ত। মণিময় অলঙ্কার রাশি রাশি বস্ত্র ॥ সেই সব সূতবন্দি স্তাবকের গণে। করিতে লাগিল দান সবে হৃষ্ট মনে ॥ সেইত মধুর গীত করিয়া শ্রবণ। পূর্ণ তৃপ্ত না হইল সবাকার মন ॥ তেইত দানের কার্য পরিপূর্ণ ভাবে। পূর্ণ তৃপ্তি না ঘটিলে কেমনে সম্ভবে ॥ তেইত দানের কথা রহুক এক্ষণ। সে কথাতে এবে আর নাহি প্রয়োজন ॥ সমুদ্ভূত প্রেমরস রাশি সিন্ধু সম। ব্রজ জনগণ করি সুহৃদয়ঙ্গম ॥ ব্রজের মঙ্গল শ্যামলাঙ্গ মনোহর। কৃষ্ণলীলা গানে মুগ্ধ কৈল চরাচর ॥ কৃষ্ণের সুযশ যাহা গীত হৈল তথা। চন্দ্রের সুযশে তার হয়েত সমতা ॥ গোপালের লীলা গানে

অত্যাগ্রহশীলা। যবেত্ত প্রবৃত্ত হৈল যতেক মহিলা॥ কৃষ্ণবংশী গানে মৌন কোকিলার গণ। যথা হয় তথা মৌন হৈল সর্বজন॥ কর কঙ্কণাদির নৈপুণ্য-পূর্ণ ধ্বনি। দধি মন্থনের কালে হয়েত্ত যেমনি॥ তেমতি নৈপুণ্যপূর্ণ ধ্বনিতে শোভিত। স্বরতালাদিতে পরিপুষ্ট হৈল গীত॥ এহেন ঘটিলে এবে যেইত বিষয়। সপ্রমাণে বর্ণিত হইবে সমুদয়॥ যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য এই গ্রন্থ মাঝে। সেইত সিদ্ধান্ত এবে কহিব অব্যাজে॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গ ব্রজে যত ছিল। অন্য জনে পতিভ্রম মায়াতে জন্মিল॥ সেইত মায়িক ভ্রম গোলোকে আসিয়া। দূর হৈল কৃষ্ণ কথা কীর্তন করিয়া॥ ব্রজে প্রেমরূপ কামবাণে সবাকার। হইল হৃদয়মর্ম স্থল ভিন্নাকার॥ কৃষ্ণসেবা পরিচর্যা ভিন্ন কোনজন। অন্যকার্য না করিত গৃহে কদাচন॥ সেই সব ব্রজ ললনার সৌধশ্রেণী। যেন কৃষ্ণ সেবারূপ ধর্মের বিপণী॥ এককালে কৃষ্ণ সেই সব সৌধ তলে। উদয় হইত কেলিতরে কৌতূহলে॥ একমাত্র পতি কৃষ্ণে লভি নিজ ঘরে। রমণ করিত সবে মহাসুখ ভরে॥ নিখিল রজনী হেন করিয়া রমণ। নিবৃত্ত না হইত সেই ব্রজবধূগণ॥ প্রাতঃকালোচিত রাগময় গীত দ্বারে। সখীগণ ক্ষান্ত, সবে করিত শৃঙ্গারে॥ সে কার্য সহসা নহে হইল ক্রমশঃ। দেহ মন রতি কালে হয়েত অবশ॥১-৫

> বাহূ বিশ্লথিতৌ শ্লথীকৃতমুরো রক্তং দর-চ্যাবিতং॥
> তল্পাদুত্থিতমেকদা বিনিময়েনালম্ব্য যত্নান্মুহুঃ।
> যাভ্যাং স্পর্শসুখাগ্রহোঽপি দমিতস্তাভ্যাং হরিপ্রেয়সী-
> ব্যক্তিভ্যাং বত সোঢ়মত্র সহসাক্রষ্টুং ন দৃষ্টিং মিথঃ॥৬

কৃষ্ণ সঙ্গে তার প্রেয়সীর গণ রহঃ কেলী পরিশেষে। শিথিলিত ভুজ যুগবক্ষঃ-স্থল, বস্ত্র স্খলনতালসে॥ শয্যা ত্যাগ করি উঠিবার কালে হেরি পরস্পর মুখ। উপজে হিয়ায় সম্ভোগ করিতে পুনশ্চ পরশ সুখ॥ তথাপি বাসনা দমিত করিয়া সযতনে করে ধরি। একেত অপরে করয়ে সাহায্য নামিতে ভূতলোপরি॥ কিন্তু পরস্পর দৃষ্টিবিনিময়ে হায়রে সেইত ক্ষণ। সহসা কেহনা সমর্থ হইল কৃষ্ণ কিংবা প্রিয়াগণ॥ কৃষ্ণ প্রিয়াগণ মধ্যে রাধা শ্রেষ্ঠ হয়। গানারম্ভে প্রায় যার মূর্চ্ছা উপজয়॥৭

> পূর্বানুরাগগলিতাং মম লব্ধনেঽপি লোকাপবাদদলিতামথ মদ্বিযুক্তৌ।
> দাবানলজ্বলিতজাতিবনীসদৃক্ষামেতাং কথং কথমহং বত সান্ত্বয়ামি॥৮

কৃষ্ণ কহে মোর প্রাণের অধিকা রাধিকা এ মোর তরে। বিগলিত হয় সদা নবনব পূর্বানুরাগের ভরে॥ পাইলেও মোরে হয়েত দলিত লোকোবাদের ভয়ে। দাবদগ্ধ জাতি পুষ্পবন প্রায় এ মোর বিরহে হয়ে॥ মোর প্রেমে হেন পরিপূর্ণ হিয়া এমোর প্রাণের প্রাণ। কেমনে হায়রে এইত রাধারে করিব সান্ত্বনা দান॥ এইরূপে ব্রজরাজ নন্দের কুমার। হইল অতীব ব্যগ্র চিত্ত অনিবার॥ সম্প্রতি ব্যগ্রতা তার বিদূর হইল। প্রাণতুল্য ললিতাদি সখীগণ আইল॥

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাস করিতে উৎপাদন। চর্বিত তাম্বূল তার করিয়া গ্রহণ॥ রাধা মুখে দিয়া কৈল চৈতন্যোৎপাদন। তবেত রাধিকা হৈঞা পরম সুস্থির। বসিল আসনে নিজ লাজে নত শির॥ সখীগণ পুছে তারে হৈঞা হরষিত। হা কষ্ট হে সখি তব এ কেমন রীত॥ রাধা তবে কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায়। কহিতে লাগিল সখীগণের সভায়॥৯-১০

> ন মূর্খধীরস্মি ন বা তুরাগ্রহা শারীরভোগেষু নবাতিলালসা।
> কিন্তু ব্রজাধীশসুতস্য তে গুণা বলাদপস্মারদশাং নয়ন্তি মাম্॥১১

মূঢ় বুদ্ধি আমি নহি ত কদাপি শুন সখী সমুদয়। অভিপ্রায় মোর জানিহ নিশ্চয় কদাপিহ মন্দ নয়॥ শারীরিক স্পর্শ সুখাদি বিবিধ ভোগবিলাসের প্রতি। জানিহ নিশ্চিত আকৃষ্ট নহেত কদাপি এ মোর মতি॥ কিন্তু ব্রজাধীশ নন্দের নন্দনের বাক্যাতীত গুণরাশী। অপস্মার দশা প্রাপ্তি করাইল বলে মোর চিত্ত আসি॥ কি করিব আমি মর্মের পীড়নে বিশীর্ণ হইল মন। তেইত সোয়াস্তি সহিতে না পারি কোন মতে এই ক্ষণ॥১২

অতঃপর শুভ্রদন্তী সেইত রাধিকা। হৈল যদি পুনঃ ভরি ব্যকুল অধিকা॥ সেইত সজনীগণ অপর প্রকারে। রসযুক্ত বাক্যে কৈল সান্ত্বনা তাহারে॥ কিন্তু সেই দিবসের অন্য এক কথা। হয়ে ত বক্তব্য যাহা ঘটিয়াছে তথা॥ নিখিল মঙ্গলময়ী পূজিতা অপার॥ শ্রীমদ্‌ব্রজরাজ পত্নী যশোদার॥ আজ্ঞাবাক্য লোক মুখে অতি মধুময়। উপনীত হৈল আসি সেইত সময়॥ কি আশ্চর্য অল্প বয়সা বালা যত। হইয়াছে মোর ঠাঞি এবে সমাগত॥ মোর প্রাণাধিকা রাধিকা যে আইসে নাই। কি লাগিয়া এবেহ না আইল মোর ঠাই॥ হেন আজ্ঞা বাক্য শ্রুতিমাত্রে রাধারাণী। পুলকিত চিত্ত সুখে নাহি সরে বাণী॥ শীঘ্র শীঘ্র হৈঞা তবে অতি সাবধান। প্রাতঃ কালোচিত কার্য কৈল সমাধান॥ সেবা-পরা সেই সব সজনীর গণ। পর্য্যায়ক্রমেতে করে নিশিতে শয়ন॥ প্রভাত হেরিয়া সবে হৈলা একত্রিত। ললিতা বিশাখা আদি সখার সহিত॥ হইয়া পরমানন্দ সাগরে মগন। রাধারাণী গেল ব্রজেশ্বরীর সদন॥ সেথায় যাইয়া অচিরাতে চারি ধারে। বিস্তারিত স্বীয় কমনীয় কান্তি ধারে॥ অন্তর বাহিরে দূর নিকটে আগত। সমগ্র আভীর বালাগণ ছিল যত॥ সবারে করিয়া মহা আনন্দে মগন। প্রোদ্ভাসিত কৈল দেব বালার মণ্ডন॥ এই রাধার প্রতি তবে তা সবার। নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত হইল অপার॥ এ হেন ভাবনা তবে সবাকার মনে। হইল সম্ভবপর সে মিলন ক্ষণে॥১৩

> ইন্দুর্নীলাম্বুজযুগমপি তিলপুষ্পং সবন্ধূকম্।
> যস্যাং কনকলতায়াং তস্যাং রাধেতি চাভিধা চিত্রম্॥১৪

বদন যাহার চন্দ্রের সোসর নীলাব্জ নয়নদ্বয়। নাসা তিল ফুল সিন্দুরের বিন্দু বন্ধু পুষ্প সম হয়॥ অতএব ইন্দু নীলাম্বুজদ্বয় তিল পুষ্প বন্ধুফুল। যেইত

কনক লতাতে একত্র বিহারে অবমাতুল ॥ রাধা নাম তার পরম বিচিত্র দেহ দেহী এ দোহার। অভিন্ন মনন হয়েত বিচিত্র মধ্যে গণ্য অনিবার ॥১৫

তবেত রাধিকাভক্তি আর তৃষ্ণান্বিত। হৃদয়ে করিয়া নিজ বদন নমিত ॥ মহা মাননীয় কৃষ্ণ মাতা যশোদারে। প্রণাম করিল মহানন্দ সহকারে ॥ যশোদা সেহও মহা আনন্দে তখন। সাদরে রাধারে কৈল প্রত্যাভিনন্দন ॥ দেখিয়া সকল লোক সভাতে যে ছিল। মহানন্দ সিন্ধু মাঝে নিমগ্ন হইল ॥১৬

অসৌ চরণয়োর্নতা শিরসি হস্তমাধত্ত সা-
ঽপ্যসৌ ভুবি তথা স্থিতৌ কচমজিঘ্রদুত্থাপ্য সা।
অসৌ কুচিতবিগ্রহা ভুজতলে নিবেশ্যাথ সা।
সবাষ্পকমুদৈক্ষত দ্বয়মহোদ্বয়োঃ কিং ব্রুবে ॥১৭

যশোদা চরণ যুগলে রাধিকা সম্ভ্রমে প্রণাম কৈল। রাধিকা মস্তকে যশোদা স্নেহত সানন্দে শ্রীহস্ত দিল ॥ ভূতলে পতিত প্রণত রাধারে তুলিয়া আপন করে। চুম্বন করিল কুন্তল মণ্ডল পরম সোহাগ ভরে ॥ কুঞ্চিত শরীর রাধারে যশোদা রাখি নিজ বাহু তলে। দেখিতে লাগিল বদন চন্দ্রমা সিঞ্চিয়া নয়নজলে ॥ রাধিকা স্নেহত নয়নের নীরে যশোদার পদদ্বয়। সিঞ্চিতে লাগিল এ দোঁহার প্রেম মনোবাক্যাতীত হয় ॥১৮

এইরূপে রোহিণী প্রভৃতি মান্যগণে। প্রণাম করিল রাধা আনন্দিত মনে ॥ তারা সবে কৈল যত্নে রাধারে আদর। লজ্জাতে হৈল পূর্ণ রাধার অন্তর ॥ ইহা দেখি রাজ্ঞী যশোমতী শ্রীরাধারে। কহিতে লাগিল মহানন্দ সহকারে ॥ অয়ি পুত্রি রাধা তুমি বন্দনীয় গণে। প্রণাম করহ ছোট বড় সর্বজনে ॥ মনোহর গুণময়ী রাধিকা তখন। পরম নৈপুণ্য রাশি করি প্রকটন ॥ মহাভক্তি সহকারে সর্বগুরুজনে। প্রণাম করিল সবে আনন্দিত মনে ॥ তবে তা সবার ঠাঞি মাথা নত করি। বসিল কিঞ্চিত দূরে বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ অতঃপর ললিতাদি রাধা-সখী গণ। করিল রাধার সম সবারে বন্দন ॥ তবেত রাধার ঠাঞি মণ্ডলী করিয়া। উপবিষ্ট হৈল সবে সখীরে বেড়িয়া ॥ শ্রীরাম জননী দেবী রোহিণী তখন। কহিতে লাগিল স্পষ্ট এহেন বচন ॥ ব্রজেশ্বরি অত্র সর্বসুখপ্রদায়িনী। বিদ্যমান আছে দেখ নক্ষত্র রোহিণী ॥ দেখহ এইত রাধা স্বকীয় সদ্ভাবে। সর্ব-দেশস্থিত্য নারী নৈপুণ্যাদিভাবে ॥ পর্যন্ত করিয়া সদা আছে বিদ্যমান। পাক কার্যে কেহ নাহি ইহার সমান ॥ অতএব রন্ধনের নিপুণা ইহারে। অনুমতি দেহ পাক কার্য করিবারে ॥ পূর্বাবধি শ্রীচন্দ্রাবলীর অনুগত। রসবতী নারী পাক কার্য্যে হৈল রত ॥ বারানুজ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলালয়। ধন্যা মঙ্গলাদি অন্য যত নারী হয় ॥ রন্ধনের ধাম কলারাম নারীগণ। পশিল যাহারা তত্র করিতে রন্ধন ॥ তাহারা হউক সবে রাধিকানুগত। ললিতাদি সখীগণ আছে আর যত ॥ রাধিকা সমবূহ তাহারা সবাই। করুক সাহায্য অন্য লোকের কাজ

নাই ॥ তবে শিষ্ট নারী শিরোমণি শ্রীরাধিকা। রোহিণীর দ্বারে হৈঞা আদিষ্ট অধিকা ॥ নত মাথে সখীগণে লৈঞা সবিশেষ। রন্ধন শালাতে আসি করিল প্রবেশ ॥ এবেত প্রসঙ্গক্রমে অন্য এক কথা। সঙ্গত স্বরূপে ব্যক্ত হইতেছে এথা ॥ নিজ বংশ পরম্পরা ক্রমে সমাগত। শূদ্র ভৃত্য আর গোপবালকাদি যত ॥ প্রেমনীতি সারভাগ করিয়া গ্রহণ। বয়ো বল তেজে হৈল কৃষ্ণের মতন ॥ সবে শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয় হয়। বয়স্য সভার সমুচিত গুণময় ॥ হাস পরিহা-সাদিতে প্রাপ্ত অবসরে। নিজ নিজ ভাবে সবে কৃষ্ণ সেবা করে ॥ প্রভাতে বিলাস ভবনের রম্য দ্বারে। উপনীত হৈল সবে কৃষ্ণে মিলিবারে ॥ শূদ্র আর আভীর বালকগণ সাথে। শোভিতে লাগিল সবে তথায় প্রভাতে ॥ রমণীয় স্নানীয় দ্রব্যাদি হস্তে লৈঞা। আসিল কিঙ্করগণ পশ্চাতে ধাইয়া ॥ নবীন কিশোর রূপ মহানন্দ কন্দ। সর্বভয়ত্রাতা রামভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র ॥ প্রাতঃ কালোচিত সর্ব কার্য করিবারে। বসিল সমীপস্থিত আসন মাঝারে ॥ সেথায় কৌতুকময় প্রেম সুখপ্রদ। বৈশ্য জাতীয় মুরলাদি প্রেমাস্পদ ॥ বয়স্তের গণ আসি একত্র মিলিল। বিলম্ব হৈল কেন কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল ॥ তা সবার সঙ্গে তবে বহুবিধ কথা। কহিতে কহিতে হাস-পরিহাসে তথা ॥ কৌতুক বিলাস বিস্তারিয়া পরস্পরে। বসিল শ্রীকৃষ্ণ বরাসনের উপরে ॥ পরিচর্য্যা কার্যে মহাশ্চর্য গুণময়। প্রেম পরিপাটি জানে সখা সমুদয় ॥১৯-২৫

আধেয়াধারাদিভাবেন ভেদাৎ প্রাণা ভিন্নাঃ প্রাণিনঃ সন্তি ভিন্নাঃ।
যে কৃষ্ণাখ্যাঃ স্নিগ্ধতাশর্মভাজঃ প্রাণা জ্ঞেয়াস্তে মিথঃ প্রাণিনশ্চ ॥২৬

যেমতি আধেয় আধারাদি ভাবে ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। প্রাণগণ হৈতে প্রাণী গণে যথা বুধগণ ভিন্ন কয় ॥ প্রেম সুখময় সখ্যভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ যত। আভীর বালক আছে প্রাণ প্রাণী ভেদ ধরে সেই মত ॥ শ্রীকৃষ্ণ হয়ত সবাকার প্রাণ প্রাণী বয়স্তের গণ। পরস্পর প্রাণ প্রাণীর মতন জ্ঞের সবে চিরন্তন ॥ প্রভাত প্রকাশ হৈলে বয়স্তের গণ। শ্রীকৃষ্ণের সেবা কার্য কৈল আরম্ভন ॥

শ্রীমদ্বক্ত্রাকরাঙ্ঘ্রি ধাবনকলা তৈলাদিভির্মর্দনং
স্নানং গাত্রমৃজাংশুকদ্বয়ধৃতিঃ সাচামপুণ্ড্রক্রিয়া।
প্রাতর্ধর্মগকর্ম দিব্যরসনং রত্নাবলীমণ্ডনং
বংশীশৃঙ্গশিখণ্ডদণ্ডকলনা মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥২৭

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ করযুগ আর পদদ্বয় প্রক্ষালন। তৈলাদিমর্দন গাত্র সম্মার্জন বস্ত্রদ্বয় পরিধান ॥ তিলক রচনা প্রভাতকালীন ধর্ম আর কর্মগত। দিব্য কার্যাবলি সর্ব সমাধান শাস্ত্রোক্ত বিধান যত ॥ রজত কাঞ্চন মণিমুক্তার ভূষণ ধারণ আর। বংশী শৃঙ্গশিখিপুচ্ছ বেত্রদণ্ড ধারণ লীলানুসার ॥ সখাগণ কৃত প্রভাত-কালীন এই সব সেবা নিত্য। স্মরণ করিয়া আকর্ষণ এবে করিছে এমোর চিত্ত ॥

কৃষ্ণ সেবা করে যত সেবক নিচয়। শ্রীঅঙ্গ সেবক তাহে আছে কতিপয় ॥ সবিশেষ হেন গুণ আছে তা সবার। অনন্ত বাক্যেও শেষ নাহি পায় পার ॥২৮

সৌরভ্যং শিরসঃ পদাম্বুজযুগং বাহুপ্রসারাদিকং
লব্ধাশেষবিশেষতাং দধতি যে কৃষ্ণস্য তৃষ্ণান্বিতাঃ।
বাৎসল্যে পরিবেষণে সখিপদে কান্তস্থিতাবপ্যমী
সৌখ্যং যত্তদশেষমেব দধতে প্রেম্ণা তদভ্যঞ্জিনঃ ॥২৯

সেবাতে সতৃষ্ণ চিত্ত যা সবার কৃষ্ণসেবাগত প্রাণ। সেই সব জন কৃষ্ণের মস্তক সৌরভ করিয়া ঘ্রাণ ॥ পদাব্জ যুগলে বাহুদ্বয়ে আর তৈল মর্দনের কালে। করয়ে বিশেষ চাতুরী প্রকট আলিঙ্গন ভরে ছলে ॥ তৈলাদি মর্দনে বাৎসল্য রসের দ্রব্যাদি প্রদানে তথা। কৈকর্যরসের হাস পরিহাসে সখ্যোচিত রসাত্মতা ॥ অঙ্গ আলিঙ্গনে মধুর রসের আস্বাদে হর্ষিত মন। মহাসুখরাশি প্রেমে লাভ কৈল অভ্যঙ্গকারীগণ ॥

স্নানান্তে করিয়া পীত বসন ধারণ। ভৃত্য আর সখাবৃন্দ সঙ্গে সেইক্ষণ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আপনার অঙ্গনে পশিল। সহচরী গণ হেরি দেহে প্রাণ পাইল ॥ প্রতিমা মাঝারে জীব ন্যাসের মতন। প্রাণ পাইল জননী প্রভৃতি গুরুজন ॥৩০

আগচ্ছোজ্জয়তাদহো মধুরতা নির্মঞ্ছনদ্রব্যতাং
গচ্ছেয়ং মমদৃগ্বয়স্যভবতা-দত্রাপি পক্ষ্যাস্থিতিঃ।
ইত্থং কঞ্জবিলোচনস্য কলয়ন্নাকস্মিকীমাগতিং
চিত্রং চিত্রজনঃ সদা ভবতি চেদাসাস্ত কিং তদ্ব্রুবে ॥৩১

প্রাঙ্গনে আগত সঙ্গী গণ সঙ্গে কৃষ্ণে করি দরশন। কহিতে লাগিল মনের আনন্দে সমবেত জন গণ ॥ আইস আইস ব্রজের জীবন হেন কথা কেহ কয়। বাহু তুলি কহে কোন কোন জন তোমার হউক জয় ॥ কেহ বা কহয়ে নির্মঞ্ছন দ্রব্য তুরিতে সংগ্রহ তরে। প্রবেশ করিব সেবা দ্রব্য যেথা আছয়ে ভাণ্ডার ঘরে ॥ তোমার দর্শন কালে হে বয়স্য কোন কোন জন কহে। এ মোর নয়ন আছে যাহা তাহে পক্ষ্ম যেন নাহি রহে ॥ হেন মতে নানা বিচিত্র বচন চমকিত জনগণে। কহিতে লাগিল কঞ্জবিলোচন কৃষ্ণচন্দ্র দরশনে ॥ আকস্মিকাগত কৃষ্ণে হেরি যদি জনতা বিস্মিত হয়। তবে মাতৃগণে যে ভাব হইল সে কথা বক্তব্য নয় ॥ জননী স্থানীয় গুরুপত্নীগণ। রজনীতে না হেরিয়া কৃষ্ণের বদন ॥ অদর্শনজাত চিত্ত সন্তাপ জড়িল। অধীরতা হেতু মহাচাঞ্চল্য লভিল ॥ পরিশেষে মহামোদ প্রকাশ সহিতে। পূর্বমুখী মহামন্দিরের দ্বার হৈতে ॥ যশোদাদি মাতৃগণ অঙ্গনে পশিল। দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ সুখে মগ্ন হৈল। ধেনু যথা মিলে আসি বৎসের সহিত। পুত্র সঙ্গে মাতা তথা হইল মিলিত ॥ বৎসলতার স্নেহ-খিন্ন ধেনুর মতন। রোহিণী দেবীরে সবে কৈল দরশন ॥ যশোদা রোহিণী এই জননী দোহারে। প্রণাম করিল কৃষ্ণ ভক্তি সহকারে ॥ ক্রমে অন্য অন্য মান্য

রমণীর গণে। মান সমুন্নীত করি বন্দিল যতনে ॥ সেইকালে শ্রীদাম সুবল-গণ সঙ্গে। নীলাম্বর বলদেব প্রবেশিল রঙ্গে ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে এই সব সখা অনিবার। বিহার করিয়া খ্যাত হইল অপার ॥ সর্ব বিদ্যাপর্হ পুরোহিত পুত্রগণ। জননীর মত মান্য অন্য যতজন ॥ নারীবর্গ ভগ্নী-ভাগিনের আদি যত। স্নিগ্ধ বর্গ সবে যেথা হইল আগত ॥ বারম্বার প্রতিজনে দর্শন করিয়া। ক্রীড়নের কালেও সে স্থানে না যাইয়া। বিনয় বচনে করি সবারে সম্মান। মর্যাদা রক্ষণ কৃষ্ণ কৈল সমাধান ॥ তবে সিদ্ধ বৃন্দের সংসদ গণ মাঝে। যোগমায়া বলিয়া প্রসিদ্ধি যার আছে। ভক্তি সিদ্ধান্তের খনি শ্রীমদ্ভাগবতে। যোগমায়ামুপাশ্রিত ইত্যাদি বাক্যতে। প্রমাণিত ভগবল্লীলাধিকারিণী ॥ স্বরূপশক্তি নামে নিত্য বিখ্যাত মেদিনী। তাদৃশ চিন্ময় স্বরূপের অপ্রকাশে। তাপসী স্বরূপে খ্যাত হৈঞা সর্বদেশে ॥ পৌর্ণমাসী নাম যেবা করিল ধারণ। সেইত প্রসিদ্ধ দেবী কৈল আগমন ॥ দেবীরে হেরিয়া এক কালে সর্বজন। কর জোড়ে দাণ্ডাইল ছাড়িয়া আসন ॥ তবেত সম্ভ্রমে আর মহাগ্রহ ভরে। প্রণাম করিল পাদপদ্মের গোচরে ॥ পৌর্ণমাসী দেবী সেই হর্ষ সহকারে। আশীর্বাদ বাক্যে সুখী কৈল সবাকারে ॥ সর্ব বিদ্যা পারদর্শী স্নাতক ব্রাহ্মণ। দেবী সঙ্গে আগমন কৈল একজন ॥ শ্রীকৃষ্ণের সেবা পরিচারক স্বরূপে। রহস্য কৌতুকে তথা মহাতৃষ্ণ রূপে ॥ দোষ গন্ধ হীন বয়স্যের ভাব প্রাপ্ত। দেবর্ষি সমান হরিভক্ত পূজ্য আপ্ত ॥ কৃষ্ণের কৌতুক রাশি করিতে বর্ধন। বিদূষক ভাবে বিভূষিত যেইজন ॥ সেইত বয়স্য বর শ্রীমধুমঙ্গল। বিস্তারিয়া মর্মস্পর্শি বচন সকল ॥ সর্বজনে সরহস্য আশীর্বাদ কৈল। শুনিয়া সকল লোক আনন্দিত হৈল ॥ শ্রীমধুমঙ্গল তবে নিধির সমান। প্রাপ্ত হৈল শ্রীহরির নিত্য সন্নিধান ॥ সিতাসিত কুমার শ্রীবলরাম আর। কৃষ্ণ দুই ভ্রাতা তবে সানন্দে অপার ॥ মাতৃদ্বয় দ্বারা পৃষ্ঠে লাভ করি স্পর্শ। দ্বিগুণ বর্ধিত হৈল চিত্ত মাঝে হর্ষ ॥ পরস্পর করে কর ধরি সেইক্ষণ। ধীরে ধীরে অলিন্দে করিল আগমন ॥ সুমধুর হাস্যে মুখ চন্দ্র প্রকাশিয়া। কথোপকথনে দাণ্ডাইল বাহিরিয়া ॥ সবিশেষ যত্ন সহকারে বিনির্মিত। অত্যুচ্চ রতনপীঠ কনকে মণ্ডিত ॥ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহে বসি দুইজন। উপবিষ্ট জনগণে কৈল নিরীক্ষণ ॥ যশোদার যশঃপ্রদ পুত্রের মহত্তী। প্রতিমাসে সমুদিত শুভ জন্মতিথি ॥ সেই তিথি যোগে মহোৎসব করিবারে। নিমন্ত্রিল পুরোহিত বালক সবারে ॥ তার মধ্যে বিবেক সম্পন্ন সাতিশয়। বটুগণ করি পূর্বে কর্তব্য নির্ণয় ॥ মহা মাঙ্গলিক মন্ত্র রচনা করিয়া। বালকের অভিষেক কৈল বারি দিয়া ॥৩২-৪০

মন্ত্রা গীতানি বাদ্যান্যপিচ জয়রবাঃ কৃষ্ণশোভাস্তদীয়-
প্রেয়োবর্গাতিচিত্রপ্রণয়বিলসিতা নীতিপর্বণ্যমুষ্মিন।
প্রত্যেকং তত্তদেকীভবনমপি তদা প্রাপ রুচ্যত্বমুচ্চৈঃ
শৃঙ্গারাদ্যো রসো যা কবিকৃতিরথবা ষাড়বো বাপি যদ্বৎ ॥৪১

নীতিময় সেই কৃষ্ণ জন্মোৎসবে মন্ত্রগীত বাদ্য আর। জয় জয় রব কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ সুষমা মাধুরী সার॥ তদীয় প্রণয়ভাজন গণের অতীব বৈচিত্রময়। প্রণয় বিলাস ইত্যাদি একত্র হৈঞা ভাব সমুদয়॥ একত্রিত যথা শৃঙ্গারাদি রস কিংবা কাব্য মনোহর। অথবা পানীয় শর্করাদি মিত্র হয় যথা রুচিকর॥ তেমতি হইল মহারুচিকর মন্ত্রাদি মিশ্রিত রব। আরম্ভ হইল মহা আড়ম্বরে কৃষ্ণজন্ম মহোৎসব॥

তস্মিন্নীরাজ-নির্মঞ্ছনভবিকপদার্থালি-সংস্পর্শনানা-
মাজ্যাদর্শাদিদর্শদ্বিজনিজজনতার্চ্চাদিকানাং শুভানাম্।
কৃষ্ণোগোত্রাদিরাসীৎ প্রবরবরদশাং তানি জগ্মুঃ সমস্তাদ্-
যেভ্যোঽন্তে চ প্রথন্তে শুভশতনিবহস্যান্বয়াঃ সর্বলোকে ॥৪২

সেই অভিষেক কার্যের প্রারম্ভে নীরাজন নির্মঞ্ছন। মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শন গোঘৃত দর্পণাদি দরশন॥ দ্বিজ বর্গ আর আত্মীয় বৃন্দের অর্চনাদি যথাযথ। শুভ কর্ম সব কৈল অনুষ্ঠান কৃষ্ণ নিজে শাস্ত্রমত॥ সেই গোত্র আর প্রবর হইতে শত শত শুভময়। সন্ততির গণ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল ভুবনময়॥

ব্রাহ্মণ্যস্তধিকচমচ্যুতস্য দূর্বাপূর্বাণি ন্যধিষত তত্র মঙ্গলানি।
যদ্যাশীর্বচনমিহাস্তরোধ বাষ্পঃ কল্যাণং বত ভবতান্মনোরথস্য ॥৪৩

সেই স্থানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর গণ কৃষ্ণের কুঞ্চিত কেশে। দূর্বাদি বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য অর্পিল মঙ্গলোদ্দেশে॥ আনন্দজনিত অশ্রুতে আশিষ বচন নিরুদ্ধ হৈল। গদগদ কণ্ঠ মঙ্গলবিধাত্রি মনোরথ পূর্ণ কৈল॥

দৃগন্তঃস্তন্তরুদ্ধাপি কুর্বতি তিলকং প্রসূঃ।
কুর্য্যাৎ কিং যদি সাহায্যং নাকরিষ্যত রোহিণী ॥৪৪

নয়নের নীরে রুদ্ধ দৃষ্টি পথ স্নেহে দেহ স্তব্ধ অতি। তথাপি ললাটে তিলক রচিল নিজে মাতা যশোমতী॥ রোহিণী যদি না সাহায্য করিত তবে কি পুত্রের ভালে। তিলক রচিতে সমর্থ হইত মাতা উৎসবের কালে॥

মাতুঃ পিতুস্তস্য চ তত্র মাতৃভাবান্বিতাভ্রাতৃবধূস্বসৃণাম্।
উপায়নং পুণ্ড্রমিতীরিতৌ গীরাসীত্তদীয়ার্থচয়ে মিতিন ॥৪৫

তথায় কৃষ্ণের মাতা পিতা তার মাতৃ ভাবাপন্ন যত। ভ্রাতৃবধূ আর ভগিনীর গণ যাহারা স্নেহানুরত॥ কুঙ্কুম চন্দনে সবে কৃষ্ণ ভালে তিলক রচনা কৈল। উপায়ন রূপে এইত তিলক সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হৈল॥ আত্মীয়বৃন্দের আশিষ বচন সমন্বিত উপহার। কৃষ্ণের যে শোভা হইল তিলকে পরিমাপ নাহি তার॥ বাদ্য নানাবিধ বাজিতে লাগিল তিলক দানের কালে। নাচিতে লাগিল বয়স্যের গণ কৃষ্ণে বেড়ি তালে তালে॥ নানা উপায়ন দিয়া নারীগণ আশীর্বাদ করে সবে। সেইত বচন প্রাণ বসে কৈল কৃষ্ণজন্ম মহোৎসবে॥ কোন এক রমণীয় বালক সুন্দর। সেই স্থানে আগমন কৈল অতঃপর॥ পূর্ব হৈতে এই কার্যে নিযুক্ত হইল। পূর্বস্থ দ্বিতীয় কক্ষ হৈতে বাহিরিল॥ কৃষ্ণের সমীপে আসি কহে সখা

মাঝ। শুন ওহে শ্রীমন্ ব্রজ যুবরাজ॥ শ্রীব্রজরাজের সভাস্থলে সর্বজন। এই পর্ব উপলক্ষ্যে কৈল আগমন॥ কিন্তু সবে তব আগমন পথ প্রতি। নেত্র সঞ্চালন করি আছয়ে সম্প্রতি॥ শ্রীব্রজরাজের পাদপদ্ম পরিসরে। তাম্বূল বস্ত্রাদি নানা দ্রব্য থরে থরে॥ তোমার প্রদত্ত সর্ব আরাধনা ধন। সজ্জিত আছয়ে সেথা দ্রব্য অগণন॥ সেই সব দ্রব্য এতাবৎ কোন জন। শিরঃ কম্পনের ছলে না করে গ্রহণ॥ হেন বাক্য শুনি কৃষ্ণ নিশ্চিত অন্তর। মাতার বদন হেরি হইল কাতর॥ অন্যত্র চলিলে আমি জননীর ক্লেশ। মোর অদর্শনে চিত্তে বাড়িবে বিশেষ॥ এত চিন্তি অনুমতি প্রার্থনা সঙ্গত। ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ হৈল মাতৃ পদে নত॥ কাকু বাক্যে জননীরে করিয়া সুস্থির। শ্রীপৌর্ণমাসীরে পাঠাইল স্বকুটীর॥ শ্রীরামে করিয়া অগ্রে শ্রীদামাদি গণে। বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ মহানন্দ মনে॥ ব্রজরাজ সভা প্রতি হৈল আগুয়ান। না চলে চরণ রজ্জুবন্ধের সমান॥ পূর্বদিগ্ ভাগে মাতৃপ্রেম অন্তঃপুরে। পশ্চিমে সভাতে পিতৃপ্রেমরাশি ঝরে॥ প্রেমরজ্জুদ্বয়ে দোলে চিত্ত অবিরত। অন্তঃপুর হৈতে কৃষ্ণ হইল নির্গত॥ সভাস্থিত সর্বজন সহসা তখন। জ্যোতির্ময় কৃষ্ণচন্দ্রে কৈল দরশন॥ মেঘোদয়ে যথা হয় চাতকের গণ। চন্দ্রে হেরি চকোরাদি হয়েত যেমন॥ বারিলাভে পদ্মশ্রেণী যেই মত হয়। প্রাণ স্পর্শে মৃত দেহ যেমতি জীয়য়॥ কৃষ্ণে হেরি সেই মত সভাস্থিত জন। হইয়া পরমানন্দে উদ্বোধিত মন॥ বন্দিবৃন্দ উচ্চারিত কোলাহল সাথে। দাণ্ডাইল এক কালে শ্রদ্ধানত মাথে॥ কিন্তু শ্রীনন্দাদি গুরুবর্গ সমুদয়। হইলেও উৎকণ্ঠিত চিত্ত সাতিশয়॥ স্ব মর্যাদা পরিত্যাগ করিতে নারিল। তার লাগি কেহ নাহি গাত্রোত্থান কৈল। কেবল স্তম্ভিত ভাব করিল ধারণ। গুরুজনোচিত তাহা বিদিত ভুবন॥ ব্রজবাসীগণ সবে কহে নিরন্তর। শ্রীমন্নন্দ-রাজের স্বগ্রামের ভিতর। প্রেমবিশেষের রীতি হয় অপ্রমাণ। গ্রামাধিপতির মত আছে বিদ্যমান। বাৎসল্যাদি প্রেমার হয়েত এই রীত। হইলেও মহোৎকণ্ঠা চিত্তে উপনীত॥ নিজ নিজ প্রেমানুসারিনী তাহা হয়। প্রেম সীমা কভু নাহি তাহা লঙ্ঘন করয়॥ কোন লোক প্রতি কহে কোন অন্য জন। তাহে এঁহো প্রতিপন্ন হয় সর্বক্ষণ ॥৪৬-৫০

তৌ শুভ্রদ্যুতিনীরদদ্যুতিহরাবিভ্রাজহেমপ্রভা
হৃদ্বস্ত্রৌ সিতকঞ্জনীলকমলশ্রীচোরিচাবাননৌ।
চঞ্চৎখঞ্জনগঞ্জনাক্ষিযুগলৌ দণ্ডীন্দ্রজিদ্বিক্রমৌ
তানন্তস্তয়তাং জনান যদখিলাংস্তন্মিত্র চিত্রং নহি ॥৫১

দেখি ওহে মিত্র রামকৃষ্ণ এই দোহাকার মনোহর। রূপের ঝলকে সম্মোহিত করে নিত্য বিশ্ব চরাচর॥ শুভ্র দ্যুতি হরে দোহে একজন সজল মেঘের প্রভা। হরে অন্যজন একের বসনে হরে নীলমণি শোভা॥ কণকের প্রভা করয়ে হরণ অপরের কটি বাসে। একের বদন শ্বেতাম্বুজ শোভা হরয়ে পরমোল্লাসে॥ অপরের

মুখ নীল কমলের সুষমা হরণ করে। চঞ্চল খঞ্জন গঞ্জন লোচন সহোদর দ্বয় ধরে॥ দোঁহার ভ্রমণ গমন বিক্রমে গজেন্দ্র বিজিত হয়। দোঁহে যে সবারে স্তম্ভিত করিবে এহো ত বিচিত্র নয়॥ অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ গুরু পরিজন। আছিল তথায় উপবিষ্ট সেই ক্ষণ॥ তাহারা সবাই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুসারে। পূর্ব পূর্বভাবে ছিল সবার মাঝারে॥ পুরোহিতগণ অগ্রে মহার্ঘ্যার্ঘ্য লৈঞা। নামের সার্থক করি আছিল বসিয়া॥ পুরো ধীয়ন্তে ইতি অগ্রে যে বৈসয়। তাহারে পুরোধা কিংবা পুরোহিত কয়॥ অতএব পুরোভাগে পুরোহিত গণ। বসিয়া রহিল অর্ঘ্য করিয়া ধারণ॥ প্রথমেই হিতকার্য করয়ে সাধন। শ্লেষ বাক্যে পুরোহিত হয় সেইজন॥ নিজ কুল চন্দ্র কৃষ্ণ প্রেমানন্দামৃত। তাহে স্ফীত দেহ নিজ গুরুবর্গ যত॥ শ্রীমান্ উপনন্দ অভিনন্দ নন্দ আর। সনন্দ নন্দন নাম হয় যা সবার॥ প্রবলত নয় স্নেহ মাধুর্য সাগর॥ পুত্রস্নেহ বন্ধু সূত্রাবদ্ধ পরস্পর॥ নানা নামধারী নানাবিধ গোপগণ। কৃষ্ণের মিলন সুখে হইল মগন॥ মনোরম গুরুবর্গ শ্রীরামের প্রতি। প্রেমে গুরু ভার ধরি কৈল অবস্থিতি॥ পাইয়া চন্দ্রের দেখা কুমুদের বন। প্রস্ফুটিত হয় যথা সানন্দে তৎক্ষণ॥ সেই মত যথা পূর্ব যথাযথ ক্রমে। সর্ব চিত্তারাম রাম আর তার বামে॥ সর্ব মনোহর কৃষ্ণে মিলিত হইয়া। মহানন্দ পূর্ণ হৈল গোপবৃন্দ হিয়া॥ হৃদয়ের মধ্যে স্নেহ সিন্ধু উথলিল। নিজ নিজ ভাবে সবে মগন হইল॥ রাম কৃষ্ণে নিরখিয়া আগত সবার। চিত্ত পরিপূর্ণ হৈল আনন্দ অপার॥ তার ফলে সর্বজন মোহপ্রাপ্ত হৈল। সেই মোহ কোন ক্রমে নাহিক ভাঙ্গিল॥ পুনঃ শোভাময় কৃষ্ণ শ্রীমুখ মণ্ডল। দর্শনে হইল মগ্ন আভীর সকল॥ শ্রীমান ব্রজরাজ কৃষ্ণে তবে কয়। বৎস অদ্য তব জন্ম নক্ষত্র উদয়॥ সর্ব সম্পৎ পরিপূর্ণ এই জন্মতারা। করিব পালন সুখে হৈঞা আত্মহারা॥ অতএব অদ্য তুমি ব্রজের ভুবনে। মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বসি রহ হৃষ্টমনে॥ প্রাতঃকাল হৈতে গোদর্শন গোপালন। করিবারে নিযুক্ত করিনু অন্য জন॥ তারা সবে নিজ কার্য করিবে সাধন। নিজ গণে তুমি নিজে করিবে দর্শন॥ এত শুনি নত মাথে কৃষ্ণ সেই ক্ষণ। নন্দাদেশ মাল্য সম করিল ধারণ॥ তবেত রামের মুখপদ্ম নিরখিয়া। আত্মীয় বর্গের সাথে মিলিত হইয়া॥ চতুষ্ক প্রদেশ স্থিত বিশাল ভবনে। উপবিষ্ট হৈল যাঞা সহাস্য বদনে॥ পূর্বপর্বতারূঢ় তারাপতি সম। হইল তাহার শোভা অতি মনোরম॥ উপবিষ্ট হৈঞা তবে ব্রাহ্মণাদি গণে। দানের লাগিয়া গোধনাদি দ্রব্যগণে॥ সংগ্রহ করিয়া দান করিতে লাগিল। দান পাঞা বিপ্রগণ আনন্দিত হৈল॥ সেই স্থানে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর। ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাম্বূলাদি সুখকর॥ দ্রব্য নিষেক করি সানন্দ অন্তর। আত্মীয়বর্গের সঙ্গে মিত্রের সোসর॥ হাস পরিহাস কৌতুকাদি পরস্পর। বন্ধুত্বের ভাব পূর্ণ মহা কৌতুহল। করিতে লাগিল সবাসঙ্গে অনর্গল॥ মুহূর্ত কালের পরে অন্তঃপুর হৈতে। প্রধান বালক এক আসি

সেই ভিতে॥ রাম কৃষ্ণ দোঁহাকার প্রতিপুট তটে। কিছু কহিবার জন্য বসিল নিকটে॥ জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ ভাই দুই জন। সমভাবে উপবিষ্ট আছিল তখন॥ আত্মীয়বর্গের করিবারে আরাধন। অতীব চঞ্চল ছিল ভাই দুই জন॥ তবে যদি দুইভাই অনুমতি কৈল। বালক সম্মুখে আসি কহিতে লাগিল॥ সকল লোকের যেন সৎকার হয়। সমাগত হৈল দেখ মধ্যাহ্ন সময়॥ বালক এতেক কহি বসিয়া রহিল। সেই কথা ব্রজরাজ স্বকর্ণে শুনিল॥ শ্রীনারায়ণের অনুগ্রহের কারণ। লাভ কৈনু পুত্র রূপে মহারত্ন ধন॥ মহাদ্ভুত সম্পদ সংযুক্ত জন্মতিথি। উপনীত হৈল অদ্য কল্যাণ প্রসূতি॥ অতএব কৃপা করি অদ্য সর্বজন। পুত্রের মঙ্গল তরে করহ ভোজন॥ কৃতাঞ্জলিপুটে হেন সদৈন্য বচনে। ভোজনের তরে ব্রজরাজ প্রতি জনে॥ প্রার্থনা করিল যদি তবে সর্বজন। মহানন্দে পরস্পর করি বিলোকন॥ এক কালে সবে মেলি উত্থিত হইল। অন্তঃপুর অভিমুখে চলিতে লাগিল॥ সুকুমার সেই কুমারের সঙ্গে তবে। অন্তঃপুরাঙ্গনা যাতায়াত পথে সবে॥ প্রবিষ্ট হইয়া তত্র শ্রীকৃষ্ণের ইষ্ট। গৃহশোভা নিরখিয়া হইল আবিষ্ট॥ ক্ষণেক রহিয়া তবে ভোজন আলয়ে। গমন করিল সবে আনন্দ হৃদয়ে॥ গাভী গণের দর্শনের তরে রামকৃষ্ণ। দুই ভাই হঞা তবে সাতিশয় তৃষ্ণ॥ সুমেরু প্রমাণ উচ্চ অতীব শোভন। সৌধ চূড়া স্থিত গৃহে কৈল আরোহণ॥ মহীতলে সুশোভিত গোচারণ স্থলে। অমৃত বর্ষিণী দৃষ্টি নিক্ষেপি ভূতলে॥ ভৃত্যগণ প্রতি অতিদূরদেশ হৈতে। পাঠাইল আদেশ করিয়া হেনমতে॥ পথের উভয় পার্শ্বে ওহে গোপগণ। গাভীগণে সবে মেলি করহ রক্ষণ॥ অতঃপর রামকৃষ্ণ সেই স্থান হৈতে। অবতরি আইল শীঘ্র ভোজন গৃহেতে॥ তথা সমাগত লোক জনের সহিত। দেখে সেই গৃহধর্ম কার্য সমন্বিত॥ অগুরু চন্দন ধূপ শুভ্র রত্নাসনে। ভোজ্য থালী পান শোভে সেই স্থানে॥ স্বকার্যে নিযুক্ত তত্র অমাত্যের গণ। কর যোড়ে সবাকারে করি আমন্ত্রণ॥ সুমিষ্ট বচন কহি সেই গৃহ মাঝে। মূর্তিমান স্নেহ রূপে সানন্দে বিরাজে॥৫২-৬০

অগুরুজ-গুরুধূপঃ শুভ্রতা রত্নপীঠাবলিমদর্শনপাত্রাসঙ্গিভৃঙ্গারসজ্জঃ।
নিয়তসচিবলোকঃ সাদর প্রেম চাসীদিতি
দিশি দিশি দিশি ধর্ম্যং ভোগহর্ম্যং ব্যলোকি॥৬১

রাম কৃষ্ণ দুই ভ্রাতা আসি পুনঃ মিলিত হইয়া সবে। ভোজন শালার, মাঝারে পশিয়া, দেখিতে লাগিল তবে॥ অগুরু চন্দন, সুবাসিত ধূপে, শুভ্রবর্ণ রত্নাসনে। ভোজ্যপাত্র সঙ্গে ভৃঙ্গার সমূহ শোভিছে সেইত স্থানে॥ স্বকার্যে নিযুক্ত অমাত্য নিকর যেন স্নেহ মূর্তিমান। চতুর্দিকে সেই ধর্ম্যভোগ হর্ম্যে দেখে আছে বিদ্যমান॥

অঙ্ঘ্রিপ্রক্ষালনমার্জনে ইহ ভবান্ জীয়াদিতি প্রার্থনা
সম্যগ্বীজযন্তরা প্রমদস্মিতহাসপ্রসূস্মৃতক্ৰমঃ।

রুচ্যানাং পরিবেষণং মুরারিপোর্দৃষ্টিপ্রসাদামৃতং
যত্রৈবং সুহৃদাং স ভোজনবিধিঃ স্যুতেন কিং বা সুখম্ ॥৬২

পাদ প্রক্ষালন, পাদ সম্মার্জন আপনি করুন এথা। এহেন প্রার্থনা শ্রবণ গোচর, হইতে লাগিল তথা॥ চতুর্দিকে চারু, চামর বীজন করয়ে সেবক গণ। মধ্যে মধ্যে উঠে, হর্ষে হাস্যপ্রদ, মঞ্জুবাক্য ঘনে ঘন॥ রুচিকর ভোজ্য পদার্থরাশির, সপরিবেশন আর। মুরারি দৃষ্টি, প্রসাদ পীযুষ, বরিষণ অনিবার॥ হেন সুখকর, ভোজন বিধিতে, কি আনন্দ সেই ক্ষণে। উৎপন্ন না কৈল, ভোজন নিরত, আত্মীয় গণের মনে॥ তার মধ্যে সহ ভোজনের যোগ্য নয়। তাদৃশ বিপ্রের পঙ্‌ক্তি একদিকে হয়॥ সহ ভোজনের যোগ্য স্নেহপূর্ণ মন। অপর পঙ্‌ক্তিতে বৈসে বৈশ্যজাতিগণ॥ বৃদ্ধ প্রৌঢ় নব যুবা ভেদ অনুসারে। সেথাও বসিল সবে পৃথক আকারে॥ পৃথক পৃথক ভাবে পঙ্‌ক্তির বিন্যাস। হইলে যথাযোগ্য হাস পরিহাস ॥ পরস্পর মধ্যে হৈঞা আদান প্রদান। অপৃথক ভাবে এক হৈল বিদ্যমান॥ কেবল যে ব্রজরাজ নন্দ সেইক্ষণ। অপৃথক ভাবে সেথা কৈল দরশন॥ তাহা নহে যারা সবে সেইত ভোজন। দেখিল সবার হর্ষে ভরিল নয়ন॥ ব্রজরাজ সুত কৃষ্ণ সুধার পাথার। রুচিকর কেলিময় আলাপাদি আর॥ লীলাময় রসসিন্ধু বিস্তার করিয়া। আনন্দিত কৈল সেই সর্বজন হিয়া॥ কৃষ্ণের সেইত সুধাময় আলাপনে। অপৃথক ভাব দেখা দিল সেই ক্ষণে॥৬৩

পরস্পরস্ত স্ফুটহাসবার্ত্তাং সঞ্চারয়ন্তঃ পরিতো হরৌ চ।
ষণ্ণাং রসানাং পরিবেশকা যে তে সপ্তমস্যাপি বভূবুরত্র ॥৬৪

ভোক্তা আর পরিবেশকের মধ্যে, স্ফুট হাস্যময় কথা। ভোজন সময়ে, মহানন্দ দান, করিল সর্বত্র তথা॥ কটুতিক্ত অম্ল, কষায় মধুর, লবণ এ রস ছয়। ভোজ্যদ্রব্য মাঝে, আস্বাদ করিছে, তত্র ভোক্তা সমুদয়॥ কৃষ্ণের মধুর, হাস পরিহাসে, প্রফুল্ল সবার মন। ষড়রসে যুক্ত, হইল সপ্তম, হাস্য রস সেই ক্ষণ॥ সেথায় যেসব ব্যঞ্জনাদি দ্রব্য ছিল। সে সবও পরিহাস মূলীভূত হৈল॥ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে আর। সেই সব ব্যঞ্জনাদি প্রসিদ্ধ অপার॥ সেই বিশেষ ব্যঞ্জন অন্য নামে। প্রসিদ্ধ হয়েত এই শ্রী গোলোক ধামে॥ এসবের নাম কেহ বর্ণিতে নারিল। অন্য নামে উচ্চারণ করিতে লাগিল॥ নীচ কুলে জাত জন নাম নাহি জানে। এহো ত সম্ভব হয় স্বাভাবিক জ্ঞানে॥ কিন্তু সৎ কুল জাত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ। নাহি জানে ঐহো লজ্জার কারণ॥ গুরু পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত উপদেশে। আত্মীয় বান্ধবগণ ব্যঞ্জন বিশেষে॥ দেখিয়াও লক্ষণাদি নাম নির্দ্ধারণ। করিতে নারিল মাত্র আমোদ কারণ॥ শ্রীমধুমঙ্গল তবে খাইতে খাইতে। কোন এক লোক দ্বারে কৌতুক সহিতে॥ শ্রী ব্রজরাজের প্রতি কহিল বচন। ওহে নৃপবর মো সবার বিপ্রগণ॥ এই নিবেদন করে তোমার সদন। প্রথমেই মো সবার শৌক্রজন্ম ঘটে॥ এই জন্মে শর্মা নাম

জাতজনে রটে। সাবিত্রি জনম উপনয়নে ত হয়॥ দ্বিতীয় জনম হেতু দ্বিজ সবে কয়। দ্বিজাতির অন্তর্গত হয় বৈশ্য গণ॥ নিজ বংশে প্রভুত্ব করয়ে সর্ব জন। হয়ে ত ক্ষত্রিয় সম বৈশ্য পক্ব অন্ন। ব্রাহ্মণ জাতির ঠাঞি ভোজ্য মধ্যে গণ্য॥ অতএব না করিয়া এক পঙ্‌ক্তি অত্র। বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে বসাইলা অন্ন ছত্র॥ কিবা দ্রব্য হৈল বৈশ্য পঙ্‌ক্তিতে প্রদান। না পাইয় মোরা সবে তাহার সন্ধান॥ বিপ্রের পঙ্‌ক্তি কোন দ্রব্য দত্ত হৈল। বৈশ্যগণ সেহ কিছু বুঝিতে নারিল॥ অতএব ব্রজপতি এই নিবেদন। স্বদৃষ্টিতে করিবা সম্যক নিরূপণ॥ সেই সব দ্রব্য ভানুসুতা পাক কৈল। স্বর্ণবর্ণ রসে যাহা অমৃত হইল॥ আনিয়া সে সব দ্রব্য এবে পুনর্বার। প্রথম হৈতে পাতে দেহ মো সবার॥ গোপাল তাপনী গ্রন্থে উত্তর তাপনী। তার সূক্তে এই তথ্য সর্বলোকে জানি॥ দুর্বাসা মুনিও পূর্বে তুষ্ট ক্রোধ রূপ। বাসনা সুদূরে পরিহরি অপরূপ॥ প্রসন্ন হইয়া ভানুজারে বর দিল। তার হস্তে পক্ক বস্তু সুস্বাদু হইল॥ বিরল পথেতে পরিবেশকের গণ। আনিতে আনিতে দ্রব্য করিল ভক্ষণ॥ অবশিষ্ট দ্রব্য পরিবেশন করিল। ভুঞ্জিয়া বৈশ্যের গণ উদ্‌বৃত্ত হইল॥ সেই ভোজ্য দ্রব্য সুপ্রচুর বিদ্যমান। তাতে সেবকের গণ কৈল দৃষ্টি দান॥ দৃষ্টি ভোগে সেই অন্ন দূষিত হইল। পরিচর্যাকারী গণ অপরাধ কৈল॥ এই অপধাধ রাশি দূর করিবার। শ্রুতি স্মৃতি মতে যাহা আছে অনিবার॥ সেইত বৈষ্ণব যজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন। অবশ্য কর্ত্তব্য শীঘ্র শুনহ রাজন্॥ বিষ্ণু দেবতার যজ্ঞ করিতে নিশ্চয়। যজ্ঞ দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়॥ অতএব দীক্ষারূপ তৃতীয় জনম। পাপ ক্ষালনের হয় পন্থা মনোরম॥ শীঘ্র করি আর এক হেন অন্নসত্র। অনুষ্ঠিত হউক হে ব্রজরাজ অত্র॥ মধু মঙ্গলের সেই হাস্য কোলাহল। গোকুলের কুলেশ্বরী শুনিল সকল। নিজ হস্তে পক্ক ভোজ্য বহুত প্রকার। সূর্যপক্ক ফলাদি বিবিধ দ্রব্য আর॥ অন্যে আস্বাদিত নহে হেন দ্রব্য লৈঞা। সূর্যকান্ত মণিময় ভাজনে ভরিয়া॥ পরিবেশনের তরে পাঠাইয়া দিল। দেখিয়া সবাই হাস্য কৌতুকে মাতিল॥ হেন মতে মাত্র করি উদর পূরণ। তৃপ্ত না হইল সেই জনতা তখন॥ অধিকন্ত বহু রস পূর্ণ কৌতুহলে। পরিপূর্ণ ভাবে তৃপ্ত না হৈল সকলে॥ সেইত কৌতুক সুখ ভোগ অনুকূল। পীতাম্বরধারী কৃষ্ণ আনন্দের মূল॥ দেখিয়া তাহারে তত্র লোক সমুদয়। না হইল পরিতৃপ্ত সম্প্রাপ্ত হৃদয়॥ যদ্যপিহ রুচিকর ভাব তা সবার। নব নব রূপে কৃষ্ণে ছিল অনিবার॥ তথাপি প্রদত্ত শঙ্খ বারি আচমনে। গ্রহণ করিল সবে অনিচ্ছুক মনে॥ কৃষ্ণ যবে কৌতুকাদি রসে অনুক্ষণ। মজিল পরমানন্দ তত্র সর্বজন॥ ভোজন করিয়া যদি উঠিবার তরে। জন্মিল বাসনা নাহি তাহারো অন্তরে॥ বলে যেন সবাকারে উঠাইয়া দিল। পত্যন্তর হেরি সবে আচমন কৈল ॥৬৫-৬৮

দিব্যতাম্বুলচার্চিক্যবস্ত্রমাল্যবিভূষণৈঃ।
অর্চিতা বল্লবাঃ সর্বে দক্ষিণাভিশ্চ ভূসুরাঃ ॥৬৯

উৎকৃষ্ট তাম্বূল, গন্ধানুলেপন, বস্ত্র মাল্য আভরণে। পূজিত হইল, ভোজনের পরে, বন্ধুবর্গ জনে জনে॥ ব্রাহ্মণের গণ, পূজিত হইয়া, সেই সব দ্রব্যে তবে। ভোজন দক্ষিণা গ্রহণ করতঃ ভবনে চলিল সবে॥ দক্ষিণা করিয়া লক্ষ্য সে মধু মঙ্গল॥ নর্ম্ম রূপ সুধামৃত লহরী সকল॥ বিস্তার করিয়া হাস্য মুখে সেই ক্ষণ। কহিতে লাগিল ওহে ব্রজপূজ্য গণ॥ ভোজন করিয়া সবে দক্ষিণা প্রচুর। লভিয়াছ ভোজনের ক্লান্তি হৈল দূর॥ মোরা সবে দক্ষিণা না পাইনু এক কড়ি। ভোজন করিনু উদরাব্ধি পূর্ণ করি॥ তোমা সবাকার সেই ক্ষমতা না হৈল। তেই মো সবারে প্রতি ঈর্ষা উপজিল॥ অতএব মো সবারে ওহে বিপ্রগণ। ঈর্ষার সহিত নাহি করিহ দর্শন॥ ভোজন করিলা সবে যে সব ব্যঞ্জন। দক্ষিণা সে তুল্য মূল্য নহে কদাচন॥ অতএব ক্ষোভলেশ না রাখিয়া মনে। হাস্য মুখে যাহ সবে আপন ভবনে॥ হেন মতে সেই মহা হাস্য কোলাহল। কৌতুক বাক্যাদি হৈল নিবৃত্তি সকল॥ সর্ব সুখ পালক গোপাল তখন। পিতার নিকটে আসি দিল দরশন॥ কর জোড়ে ধীরে ধীরে প্রার্থনা করিয়া। কহিতে লাগিল অতি বিনীত হইয়া॥ পিতা তুমি প্রথমে লইয়া সর্বজনে॥ গমন করহ সভা মণ্ডলী ভবনে॥ মোরা বলরাম দাম সুদামাদি সবে। সভা গৃহাগত প্রায় সবারে জানিবে॥ পিতারে এতেক কহি মাতার ভবনে। যাইয়া মাতারে কৃষ্ণ কহে হৃষ্টমনে॥ শুন মাতা মোরা সবে ধেনু দেখিবারে। যাইব তেইত আজ্ঞা দেহ সবাকারে॥ হেরিয়া পুত্রের মুখ মাতার তখন। স্তন মুকুলেতে ঝরে দুগ্ধ প্রস্রবণ। রুদ্ধ কণ্ঠে কহে বাপ তোমরা সকল। মো সবার এক মাত্র জীবন সম্বল॥ অতএব না করিহ বিলম্ব সেথায়। চাঁদমুখ না হেরিলে মোর প্রাণ যায়॥ যশোদার সমান বয়সী যত ছিল। প্রাচীনা সে নারীগণ কহিতে লাগিল॥ ওহে বাপ দুগ্ধ দেয় যেই গাভীগণ। নামেই হয়েত তব মাতাতে গণন॥ তোমার যথার্থ মাতা হয় যশোমতী। অতএব কেন তুমি যশোদার প্রতি। বিলক্ষণ পক্ষপাত না করি প্রদান। চাহিতেছ যাইবারে গাভীগণ স্থান॥ এত শুনি নত মাথে সজল নয়নে। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ সস্মিত বদনে॥ মাতৃগণ শুন তবে মোর নিবেদন। কি করিব পশুজাতি হয় ধেনুগণ॥ তা সবার চিত্তে নাহি বিবেকের লেশ। কেবা নিজ কেবা পর না জানি বিশেষ॥ তথাপি এ মোরে যদি না করি দর্শন। তৃণ মাত্র কেহ নাহি করয়ে ভক্ষণ॥ শুনিয়া যশোদা কহে যথার্থ বচন। কহিল এইক্ষণে মোর বাপধন॥ ধর্মই হইল মর্মভেদী মো সবার। ইহার কারণ কহি শুন সারোদ্ধার॥ গোধন পালনকারী মোরা সর্বজন॥ ধর্ম মতে হৈনু বৈশ্য জাতিতে গণন॥ ধন বিনা নাহি হয়েত গোধন। বালক বিহনে নহে গোধন চারণ॥ অগত্যা গোধন আর এ বালক ধন। উভয়েই কৈল বনে আপন ভবন॥ বন ভিন্ন মো সবার নাহি গত্যন্তর। মো সবার ঠাঞি বন প্রাণের সোসর॥ শুনিয়া সহাস্য মুখে শ্রীকৃষ্ণ কহয়। শুন মাতা এই বনে নাহি

কোন ভয়॥ কেশী অঘাসুর বকাসুর দুষ্টগণ। বিনাশে নির্ভয় হৈল বন উপবন॥ মাতা কহে তবে কেন হেন শ্রুত হয়। অদ্যাপিহ সেইত অসুর সমুদয়॥ প্রেত দেহ প্রাপ্ত মৃত ব্যক্তির সমান। ঔদ্ধত্য বিস্তার করি আছে বিদ্যমান॥ শুনিয়া ঈষত হাস্য মুখে কৃষ্ণ কয়। প্রেতত্ব না পাইল সেই দুষ্ট সমুদয়॥ কিন্তু তব পদ ধূলি রাশি নিষেবিত। দিব্য ধাম প্রাপ্ত হৈল সেই দুষ্ট যত॥ এই বৃন্দাবন ধামে মরণের পরে। যেই জ্যোতি হৈল তা সবার কলেবরে॥ তাহাতে নিশ্চয় সবে হৈল মুক্তি প্রাপ্ত। ইহা জানি মাতা তুমি স্থির কর চিত্ত॥ নিলায়ন সেতু বন্ধনাদি কপি সম। লম্ফদান এই রাম লীলা অনুপম॥ মোরা মাত্র মায়াময় লীলানুকরণে। বিশ্ব কৃতি রূপে বিশ্ব প্রপঞ্চ ভবনে॥ সুখ প্রবাহের জন্য নানারূপ ধরি। মধ্যে মধ্যে লীলাবলি প্রকটন করি॥ নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবন। ইত্যাদি আছয়ে ভাগবতের বচন॥ সবার হইল যদি সন্দেহ বিগত। কৃষ্ণমাতা সাতিশয় বাৎসল্য বশতঃ॥ বাম হস্ত শ্রীরামের পৃষ্ঠদেশে দিয়া দক্ষিণ হস্তেতে তার চিবুক স্পর্শিয়া॥ কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরাম প্রতি সেই ক্ষণে। কহিতে লাগিল অশ্রু গলিত নয়নে॥ বৎস নীলাম্বর তব জননী রোহিণী। বাল্য কাল হৈতে তোমা প্রতি উদাসিনী॥ তোমা প্রতি সেই রূপ বাৎসল্য প্রকাশ। নাহি করে রহে স্বয়ং হইয়া উদাস॥ ইহা দেখি চঞ্চল হয়েত মোর মন। পুত্র সম আমি করি তোমার পালন॥ সুতরাং তোমারে আমি করি উপদেশ। মোর এই বাক্য তুমি রাখিবে বিশেষ॥ পীতাম্বরে সঙ্গে করি তুমি বাপ ধন। অবিলম্বে রাজপথে করিবে গমন॥ তবে হিতকারিণী রোহিণী সেই ক্ষণ। কহিতে লাগল কৃষ্ণে মধুর বচন॥ যশোদা দুলাল বৎস শুন মোর কথা। বাল্য হৈতে যত্ন তোমা কৈল তব মাতা॥ সে কারণে তুমি জননীর উপদেশ। কদাপিহ মান্য নাহি করহ বিশেষ॥ মোর উপদেশ দত্ত মাত্র একবার। বহুবার দত্ত বলি করহ স্বীকার॥ তেই মোর উপদেশ না করহ আন। মাতার বিষণ্ণ মুখ হের বিদ্যমান। শীঘ্র নিজ মুখ কান্তি সুধা বিস্তারিয়া। মনস্তাপ শূন্য কর জননীর হিয়া। নির্মল কমল নেত্র শ্রীকৃষ্ণ তখন। প্রাচীনাগণের পদে হইতে পতন॥ অভিলাষ কৈল যদি তবে তা সবার। সঙ্গে রোহিণীর পদে কৈল নমস্কার॥ ধরিয়া রামের হস্ত কৃষ্ণ অতঃপর। প্রাচীনাগণের সঙ্গে চলিল সত্বর॥ গৃহের বাহিরে আসি আনন্দিত মনে। দাণ্ডাইল নন্দজায়া যশোদা প্রাঙ্গনে॥ সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর কৃষ্ণ প্রিয়াগণ। গবাক্ষ পথেতে করি দৃষ্টি সঞ্চালন। গুরু আর অপার জনার অগোচরে। দেখিতে লাগিল কৃষ্ণে মহানন্দ ভরে॥৭০-৭৬

ঔৎসুক্যং প্রিয়মাধুরীমধুমদং প্রেমাতিপাতভ্রমং
বিশ্লেষাগমভীতিমপ্যনুগতা লজ্জাতিপর্য্যাকুলাঃ।
গোচারায় বনায় গচ্ছতি হরৌ তস্যাঙ্গনানাং গণা
শ্চিত্রাণীব নিরীক্ষ্য তস্থুরভিতো চিত্রকণঃ ভিত্তিষু॥৭৭

গোচারণে বনে, চলিল মাধব, তদীয় প্রেয়সীগণ। গবাক্ষের পথে, দর্শন করিয়া, হৈল উৎকণ্ঠিত মন॥ প্রিয়তম রূপ মাধুরী মধুর, মদ সুখভরে পিঞা। প্রেমার আধিক্য, উদয়ে বিভ্রান্ত, হইল সবার হিয়া॥ ভাবী বিচ্ছেদের, ভয়ে ভীত চিত্ত, লজ্জাতে বিধ্বস্ত মন। চিত্রের সমান, ভিত্তির চৌদিকে, রহিল দু'তিনক্ষণ॥

অচ্যুতস্য নয়নদ্বয়মাসাং তৃষ্ণগপ্যতিহ্রিয়া নিমিলীল।

অস্য মানসমমূর্বতিগূঢ়ং পশ্যতীতি মিলিতুং তদিবেচ্ছ ॥৭৮

কৃষ্ণের নয়ন যুগল যদ্যপি, কান্তাগণে দেখিবারে। তৃষ্ণার্ত তথাপি, হৈল নিমীলিত, সাতিশয় লজ্জা ভরে॥ কৃষ্ণের মানস, অতি গূঢ়ভাবে, যদি প্রেয়সীর গণে, হেরিছে তবেত, উচিত এমোর, মিলিতে মানসসনে॥ এতেক চিন্তিয়া, মানস সহিত, কিবা মিলনের তরে। নিমীলিত হৈল, কৃষ্ণনেত্রদ্বয়, পরমসৌহার্দ্য ভরে॥

যদা চ তাসাং স্ফুরণং জগাম তন্ মনস্তদাশঙ্কত তাসু রাধয়া।

অহো গুরূণাং পুরতো বিকারিতাং লভেয় চেৎ কিং করবৈতরামিতি ॥৭৯

কৃষ্ণের বদন, দরশন কালে, রাধার সমীপে যবে। উদিত হইল, যশোদা প্রভৃতির, গুরু পরিজন সবে॥ তাসবার মধ্যে রহিয়া রাধিকা, আশঙ্কা করিল মনে। গুরুগণ অগ্রে, বিকার ঘটিলে, কি করিব এইক্ষণে॥

তত্র মাতৃগণতঃ ক্রমপূর্বং প্রাপ্য যন্ বকশমঃ সমনুজ্ঞাম্।

অম্বকান্তহরতঃ প্রতিবিম্ব-ব্যাজতঃ স্বতনুগান্যখিলানাম্ ॥৮০

বকারি শ্রীকৃষ্ণ গমন সময়ে, গোধন চারণ তরে। অনুজ্ঞা লভিল, মাতৃগণ ঠাঞি ক্রমান্বয়ে সুখ ভরে॥ সবাকার নেত্র, পতিত হইল কৃষ্ণাঙ্গে সেই ত কালে। ইহে মনে হৈল, কৃষ্ণ যেন নিজ, দেহে প্রতিবিম্ব ছলে॥ ধিশ্বাকর্ষী স্বীয়, মধুর রূপের, মাধুরী বিস্তার করি। সবার বিস্মিত, নয়ন সমূহ, কৌশলে লইল হরি॥

অথামরদুর্লভচ্ছত্রচামর-পটপুট-তাম্বূল-সম্পুটাদি-ঘটিতকরাঃ।

সবয়সঃ কর্মকরা, শ্রীরামদামাদিভিঃ সহ গচ্ছন্তং তমন্বগচ্ছন্ ॥৮১

কৃষ্ণ যবে রাম-দামাদি প্রমুখ, বয়স্য গণের সাথে। গমন করয়ে, গোচারণ তরে, মহানন্দে রাজ পথে॥ দেবের দুর্লভ, ছত্র চামরাদি, তাম্বূল সম্পুট হাতে। কার্য নির্বাহক, সমান বয়সী, ভৃত্যগণ চলে সাথে॥

অথ তত্রভায়াং পরমসভায়াং পিতৃমুখলোকান্ স্ফুরদবলোকান্।

সুখয়িতুকামঃ সহ সখিরামঃ সুমধুরবেশঃ সপদি বিবেশ ॥৮২

অবেত মধুর, বেশধারী কৃষ্ণ-জনকাদি পরিজন। কৃষ্ণে দেখিবারে আছয়ে যাহারা, লৈঞা স্ফুর বিলোচন॥ তা সবারে সুখী, করিবার তরে, সখা আর রাম সঙ্গে। পশিল সহসা সুবেশ মণ্ডিত, পরম সভাতে রঙ্গে॥

ততশ্চ বৃন্দৈঃ কৃতপরিবেষঃ ক্ষৌণীপৃষ্ঠস্থিতবিধুরেষঃ।

ক্রমতো দৃষ্টিভ্রমণাবেষ-স্থিতিকৃতমখিলানপি বিশিশেষ ॥৮৩

সভাস্থ সবাই, শ্রীকৃষ্ণে নিরখি, মহানন্দ সহকারে। দাণ্ডাইল তারে, বেষ্টন

করিয়া, চৌদিকে মণ্ডলাকারে॥ মহী পৃষ্ঠস্থিত, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রমা, অপূর্ব সুষমা ধরি। প্রেমস্নিগ্ধ ছবি সভাস্থিত সর্বজনাতে বিস্তার করি॥ নয়ন চালনে, সবারে অতীব, আনন্দ করিয়া দান। সঙ্গীগণ সঙ্গে, সভাগৃহ মাঝে, কৈল তবে অধিষ্ঠান॥

রহিতনিমেষ-প্রথিতোন্মেষ-স্বকদৃকপ্রেষপ্রচিতাশ্লেষঃ।

অভবদশেষচ্ছবি-সবিশেষ-স্বতনুপ্রেষঃ শ্রীহরিরেষঃ ॥৮৪

তৎকালে হরির, বেশ সাতিশয়, হইল অপূর্বময়। নিমেষ রহিত, কভু নিমীলিত, হইল নয়নদ্বয়, হেন মতে করি, নয়ন চালন, অনুসন্ধানের মত। দেখিতে লাগিল, চৌদিকে সবার, উৎফুল্ল বদন যত॥ স্বতনুতে যুক্ত, ছবি সবিশেষ, অশেষ স্বরূপে ধরি। শোভিতে লাগিল, সভার মাঝারে, এই নন্দ-সুত হরি॥ মহানন্দ লাভ করি সজ্জনের গণ। কৃষ্ণের সৌন্দর্যে হৈল নিমজ্জিত মন॥ বংশ পরম্পরাক্রমে মাননীয় আর্য। কোন এক স্তুতি পাঠকারী মহাচার্য॥ হইয়া বেষ্টিত কতিপয় নিজ গণে। সভা গৃহে প্রবেশ করিল সেই ক্ষণে॥ মনোহর বেশধারী কাকপক্ষ কেশ। বালক যুগল সঙ্গে করিল প্রবেশ॥ সেই ত বালকদ্বয়ে সম্মুখে রাখিয়া। সভাসদগণ দ্বারে জিজ্ঞাসিত হৈয়া॥ বালক যুগল দ্বারে সেই গুণীজন। পড়াইল আশীর্বাদ বিরুদ বচন॥ চাতক বৃন্দের মধ্যে জলদ সোসর। সাগরাত্মজ গণে যথা রত্নাকর॥ চিন্তামণি যথা ধন চিন্তান্বিত জনে। নক্ষত্রাদি জ্যোতিপুঞ্জ যেমন গগনে॥ সেইমত সর্বাশ্রয় আনন্দ কেতন। ব্রজরাজ সুতে সবে কৈল দরশন॥ সীমাহীন সুষমার সমুদ্র সমান। সেই কৃষ্ণচন্দ্রে হেরি নিজ সন্নিধান॥ সূত পুত্রদ্বয় চিন্তা করি কিছুক্ষণ। নিস্পন্দের ভাব তবে করিল ধারণ॥ নিপতিত হইবার উপক্রম হৈল। অনেক আত্মীয় দোহে ধরি স্থির কৈল॥ তবে মূর্ছা প্রাপ্ত হৈল সেই দুইজন। ক্ষণ পরে কোনক্রমে পাইয়া চেতন॥ আরম্ভিল আর্দ্র কণ্ঠে করিতে স্তবন। হে অশেষ চিন্তা রত্ননীল রত্নাকর। হউক তোমার জয় ব্রজ গিরিধর॥ জয় হে ধরণীভার বিনাশাবতার। সতত হউক জয় হে প্রভু তোমার॥ সুবীকৃত শেষাবধি দেবতা সমাজ। হে ধরণীধর জয় ব্রজ যুবরাজ॥ জয় নিজ বংশাগ্রজ ধ্বজা অভিরাম। জয় জয় শুভ্র ধাম শ্রীল বলরাম॥ হেন মতে কিছুক্ষণ করিয়া স্তবন। সূতের বালকদ্বয় সানন্দে তখন॥ কৃষ্ণের বদনচন্দ্র দর্শন করিয়া। কহিতে লাগিল পুনঃ কৃতাঞ্জলি হৈঞা ॥৮৫

রোহিণ্যুত্থিন্দুঃ পক্ষ ইব কৃষ্ণঃ স্বজন্মনঃ।

সোঽয়ং যশোদানন্দঃ সন্ যশোদানন্দ-নন্দনঃ ॥৮৬

যেই পক্ষে চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্র, ধরিয়া উদিত হৈলা। নিজ জন্ম সেই, কৃষ্ণ পক্ষ তুল্য, কৃষ্ণ রূপ যে ধরিলা॥ যশোরাশি আর, আনন্দের ধারা, বিস্তারিয়া অদভূত। বিশ্ব হিত তরে, হইল সে প্রভু, শ্রীনন্দ যশোদা সূত॥ পুনশ্চ বালক-দ্বয় মহাশ্চর্য ভরে। কহিতে লাগিল কৃষ্ণচন্দ্রের গোচরে॥

যশঃ প্রশংসন্তি বুধা মুধাগিরঃ সর্বত্র শশ্বদ্বিশদং ভবেদিতি।
অহো যশোদা যদসূত সা যশস্তৎকৃষ্ণরূপং পুরতো বিলোক্যতাম্ ॥৮৭

সর্বত্র যশের প্রশংসার কালে, সতত পণ্ডিতগণ। বিশদ বলিয়া বর্ণনা করয়ে, মিথ্যা হৈল সে বচন॥ যশোদা যে যশ, প্রসব করিল, সে যশ বিশদ নয়। কৃষ্ণরূপ তার, দেখ সর্বজন, পুরোভাগে সে আছয়॥ অতঃপর ব্রজরাজ মধুর বচনে। কহিতে লাগিল সেই সূতের সদনে॥ ওহে রত্নচূড় তুমি সূত বংশধর। সবাকার শিরোভূষা রত্নের সোসর॥ তব সঙ্গে সমাগত এই সুকুমার। কুমার যুগল কহ কে হয় তোমার॥ রত্নচূড় কহে সর্ব সম্পত্তি বিরাজ। অবধান কর ওহে শ্রীমদ্ ব্রজরাজ॥ মোর ভগ্নী গর্ভজাত এ দুই কুমার। অতএব ভাগিনেয় হয়েত আমার॥ ব্রজরাজ কহে কহ কোন ভগ্নী তব। এই ভাগ্যধর দ্বয়ে করিল প্রসব॥ তিঁহ কহে শুন শত্রুহীন ভূমীশ্বর। এই দুই হয় রত্নাবতীর কোঙর॥ তব পূর্বপুরুষ গণের পুণ্য ফল। পুত্ররূপে জন্ম নিল ভুবন মঙ্গল॥ রত্নাবতী আইল তারে দর্শনের তরে। দেখহ ভগিনী তোমা নমস্কার করে॥ ব্রজরাজ কহে ভগ্নী সৌভাগ্য তোমার। বর্দ্ধিত হউক এই মাগি অনিবার॥ রত্নচূড় কহে দেব করহ দর্শন। সুমতি নামক ভগ্নীপতি এইজন॥ এত শুনি ব্রজরাজ মৃদু হাস্যে কয়। বাল্যে দেখিয়াছি এবে ভাল বোধ নয়। সুমতিরে তবে নন্দ করি সমাদর। কহে অগ্রে আইস কোথা ঘর মান্যবর॥ সুমতি কহয়ে শুন ওহে রাজবীর। মো সবার গৃহ হয় সমুদ্রের তীর॥ উপনন্দ কহে দূর দেশ হৈতে আইলা। অতএব অতিথি মাঝারে গণ্য হৈলা॥ বদন জ্যোৎস্নাতে করি দিগন্ত প্লাবিত। স্মিত হাস্যোধরে কুন্দ কলি দন্তাবৃত॥ সতৃষ্ণ হৃদয়ে কৃষ্ণ পুছিল তখন। কিবা নাম ধরে কহ এই দুই জন॥ রত্নচূড় কহে পদনখাগ্র তোমার। কোটি কোটি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মো সবার॥ নিখিল জনার প্রিয় তুমি গুণধাম। মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠ এ দোহার নাম॥ কৃষ্ণ কহে সম নাম করিয়ে দর্শন। রত্নচূড় কহয়ে যমজ দুইজন॥ এত শুনি উপনন্দ কহিছে বচন। ওহে রত্নচূড় তুমি করহ শ্রবণ॥ অনবদ্য বিদ্যা তব কহে সর্বজন। এই দুই ভাই কিবা কৈল অধ্যয়ন॥ রত্নচূড় কহে সহোদর দুই জন। মোর ঠ্যাঞি করিয়াছে বিদ্যা অধ্যয়ন॥ আকস্মিক বিস্ময় জনক গুণদ্বারে। মণ্ডিত হইল দোহে বিশেষ প্রকারে॥ উপনন্দ কহে কহ কোন গুণদ্বয়। আয়ত্ত করিল এই উভয় তনয়॥ রত্নচূড় কহে শুন সর্বজ্ঞতা আর। তৎসহায়ে কৃত কাব্য অতি চমৎকার। এই দুই মহাগুণ ভ্রাতা দুইজন। করিয়াছে ঈশ্বরের কৃপাতে অর্জন॥ এত শুনি মহাশ্চর্যভরে সর্বজন। করিতে লাগিল দুই ভ্রাতারে দর্শন॥ হে সুমতি মান্যবর ব্রজরাজ ভণে। কোথা হৈতে এ প্রভাব পাইল দুইজনে॥ তেহো কহে হে বিশ্ব-পাবন ব্রজরাজ। তোমার পবিত্র কীর্ত্তি খ্যাতি বিশ্বমাঝ॥ তুমি নিজে জিজ্ঞাসা করহ দোহারে। এইত প্রভাব পাইল দোহে কি প্রকারে॥ ব্রজরাজ কহে ওহে

চিরজীবি দ্বয়। দোহার চরিত্র শুনি জন্মিল বিস্ময়॥ অতএব সর্ব কথা করিয়া বেকত। এইত বিস্ময় দূর করহ এবেত॥ সেইত কুমার দ্বয় এতেক শুনিয়া। কহিতে লাগিল কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হৈঞা॥ হে গোলোক লোকদেব করহ শ্রবণ। গুরুকৃপা হয় বাধাবিহীন কারণ॥ গুরু কৃপা বিনা কোন কার্যে সিদ্ধি নয়। এই অনুভব আছে তব মহাশয়॥ ব্রজরাজ কহে হেন মহা মহিমাতে। অন্বিত পুরুষ কেবা আছয়ে ধরাতে॥ এত শুনি কৃতাঞ্জলি পুটে পুনরায়। কহিতে লাগিল দোহে সেইত সভায়॥ মদ্বিধজনের সর্ব ভাগ্য সুখপ্রদ। প্রাতঃ স্মরণীয় তিহ দেবর্ষি নারদ॥ এত শুনি সমস্বরে কহয়ে সবাই। তবে আর ইথে আশ্চর্যের কিছু নাই॥ পুনশ্চ উভয়ে কহে যাহার আদেশে। আসিনু এ দোহে মোরা বৃন্দাবন দেশে॥ দেবের দুর্গম আর সমাধিতে গম্য। ভাবনাতে হরে ভব তাপ অতিরম্য॥ ভবদীয় বৈভব পূর্ণিত এই দেশে। প্রবেশ করিনু যার অনুগ্রহ লেশে। পূজ্যপাদ সেই শ্রীল দেবর্ষি চরণ। শ্রীগুরু স্বরূপে কৈল কৃপা বরিষণ॥ পুনর্বার সবে মহাশ্চর্য সহকারে। দেখিতে লাগিল সেই যুগল কুমারে॥ এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ আপনার মনে। চিন্তিয়া কহয়ে স্মৃত হৈল দুই জনে॥ বহুকাল পরে দোহে আগমন কৈল। দেখিয়া দোহারে সব মনেতে পড়িল॥ তবে শ্রীকৃষ্ণের অনুমত গতিময়। বলদেব আসি ব্রজ মহারাজে কয়॥ ওহে জ্যেষ্ঠ তাত এই বালক দোহার। কৌতুক দেখিতে চিত্ত ব্যাকুল সবার॥ এত শুনি ব্রজরাজ কহিল বচন। হইল অধিক বেলা করহ দর্শন॥ বহু ভাগ্যে লভিয়াছি এ অতিথি গণে। অতএব অবিলম্বে মধ্যাহ্ন ভোজনে॥ সংসারের উপযুক্ত নানা দ্রব্য দ্বারে। করহ আতিথ্য কার্য্য শ্রদ্ধা সহকারে॥ এত কহি পার্শ্ববর্ত্তি জনগণ প্রতি। কহিতে লাগিল ব্রজরাজ মহামতি॥ বর্দ্ধভোগ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণ। এ অতিথি গণ ঠাঞি করহ প্রদান॥ মো সবার খাদ্য দ্রব্য যেমতি আছয়। সেই মত যেন এ সবার খাদ্য হয়॥ গৃহস্বামী আর এই অতিথি এ দোহে। খাদ্য পদার্থের যেন বিভেদ না রহে॥ কল্য প্রাতঃকাল হৈতে কৌতুক দেখিতে। আহ্বান করহ সভ্যগণে এই ভিতে॥ অতঃপর সেথা উপনন্দ পুরঃসর। আনন্দ প্রকাশ কৈল সদস্য নিকর॥ তবেত বিগত শ্রম হয়ে সূত গণ। ভোজনান্তে যোগ্যদ্রব্য করিল গ্রহণ॥ সবারে বিদায় দিয়া সেবকের গণ। ব্রজরাজে সব কথা কৈল নিবেদন॥ মধ্যাহ্ন অতীত শীঘ্র হইতে চলিল। দেখি সবে গমনের উদ্যোগ করিল॥ তত্ত্বদর্শী মহাজ্ঞান সম্পন্ন মাধব। সঙ্গে লৈঞা বলরাম আর বন্ধু সব॥ শ্রদ্ধা ভরে সভ্যগণে নমস্কার কৈল। নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহে প্রস্থান করিল ॥৮৮-৯৪

বুদ্ধিরেব সুহৃদামনুযেনে তং গবাম্বুগতয়ে ন মনস্তু।
সাহি মন্ত্রসচিবং সুবিচারং পাতি তত্তু রহিতার্গলকামম্ ॥৯৫

কৃষ্ণের প্রস্থান, দর্শন করিয়া, সুহৃদের গণ যত। কহিতে লাগিল, কথা পরস্পরে

নিজ নিজ বুদ্ধিমত ॥ চলিল মাধব, গোধন সকলে, অনুগমনের তরে। বাসনা তাহার, নাহি কিন্তু মনে, পশিতে আপন ঘরে ॥ এতেক কহিতে লাগিল সবাই, বান্ধবগণের বুদ্ধি। মন্ত্রণা সংযুক্ত, সবিচার জানে, না জানে কামনা শুদ্ধি ॥

অথো বনং প্রতিচলিতঃ সহাগ্রজঃ সমিত্রকঃ পৃথুমুরলীমনাদয়ৎ।
যতঃ শ্রুতাদ্ভত পুরতস্ত তস্থুষাং সুপূর্ণতাভবদ্ধতিশূন্যতান্যতঃ ॥৯৬

তবেত মাধব, বলরাম আর, বান্ধব বর্গের সনে। নিটোল মুরলীবাদন করিল, যাইতে যাইতে বনে ॥ সে নাদ শুনিয়া, পুরোবর্ত্তি যত, তরুলতা গুল্মগণ, ফল ফুলভারে, পূর্ণতা স্বরূপ, ধরিল সেইত ক্ষণ ॥ পশ্চাতে যাহারা, রহিল ভবনে, সুদূর মুরলী রবে। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে, বিহ্বল মানস, শূন্যতা লভিল সবে।

তদা গুরুব্যবহিতিমাগতা মুদা পরস্পরং পশুপসুতাঃ করৈর্যুতাঃ।
সভাগতং জহসুরধীত্য কস্যচিদ্বচস্তদা স্খলিতমণুদ্য চাপরে ॥৯৭

করে কর ধরি, পরস্পর তবে, যাইতে যাইতে বনে। সুভাস্থ কোনও, বিচিত্র চরিত্র, জনে মোডরিয়া মনে ॥ গুরু পরিজন, ব্যবধানে আসি, আভীর বালকগণ। হাসিতে লাগিল, মনের আনন্দে, নিনাদিত করি বন ॥ সুদূর হইতে, স্খলিত বচন, মিশ্রিত সে হাস্য রব। শ্রবণ করিয়া হাসিতে লাগিল অন্য বনচারি সব ॥ হাস্যরব কথঞ্চিত হৈলে উপশম। বলরাম কহে বাক্য অতি মনোরম ॥ শুনহ কুটিল মধুমঙ্গল বচন। যো সবারে লইবারে যবে মাতৃগণ ॥ ভবন হৈতে আসি পশিল প্রাঙ্গনে। সে কালে কহিলা তুমি অস্পষ্ট বচনে ॥ অয়ি ব্রজেশ্বরি আমি তোমার সদনে। কহিব একটি কথা অতীব গোপনে ॥ এত কহি তুমি আর কিছু না কহিলা। গৃহ কার্যে ব্যস্ত মাতা সব পাশরিলা ॥ সেই কথা স্পষ্ট করি কহ মোর ঠাঁই। দেখহ বিজনে বহির্মুখ কেহ নাই ॥ শ্রীমধুমঙ্গল তবে উচ্চ হাস্য করি। রহিল নয়ন মুদি মৌনমুদ্রা ধরি ॥ নয়ন মেলিয়া তবে কহে ক্ষণ পরে। সুখপ্রদ কথা হায় মনে নাহি পড়ে ॥ বলরাম কহে প্রিয় সুহৃদ আমার। শপথ করিনু তাহা কহ একবার ॥ শ্রীমধুমঙ্গল কহে শুন তুমি ভাই। সেই সব কথা মোর কিছু মনে নাই ॥ যজ্ঞসূত্র স্পর্শে কহি শপথ বচনে। তদন্যথা না কহিব আমি কদাচনে ॥৯৮

দান্তেন দমিতঃ সোঽহং শমিতঃ শান্তচেতসা।
জপ্তেন জপিতঃ পূর্ণেনাচার্য্যেণাস্মি পূরিতঃ ॥৯৯
তেন ছদ্মেন চাভূবং ছাদিতানৃতবাক্ পুনঃ।
কথং বা স্পার্শিতান্ কুর্যাং গুণাংস্তান্ স্পষ্টমিষ্টদান্ ॥১০০

তপস্যাতে ক্লেশ, সহিষ্ণু যে জন, দান্ত নাম হয় তার। হেন দান্ত মোরে, কৈল জিতেন্দ্রিয় সর্বলোভে করি পার ॥ শান্ত চিত্ত যেবা, কৈল তিহ মোরে, শান্তগুণে সমন্বিত। লব্ধ বিপ্রজনে, করিল এ মোরে, বিদ্যাদ্বারে বিভূষিত ॥ পূর্ণ সদা যেবা, আচার্য স্বরূপ, সে মোরে পূর্ণিত কৈল। ছদ্ম বেশে তার, দ্বারে মোর মিথ্যা, বাক্য আচ্ছাদিত হৈল ॥ সেইত অস্পষ্ট, অভীষ্ট পূরক, গুণরাশী লাভ

করি। বোলহ এবেত, কেমন করিয়া সেই সব পরিহরি ॥ কিন্তু তব দোহার আর বধূ সবাকার। আজ্ঞা হৈলে পারি নিবেদন করিবার ॥ যদ্যপি আদেশ নাহি করে বধূগণ। তবে আর কেমনে করিব নিবেদন ॥ কৃষ্ণ কহে হে উন্মত্ত আমা দোহাকারে। প্রথমে সেইত কথা কহ স্পষ্টাক্ষরে ॥ বটু কহে যদি দোহে খেদ না করহ। ভ্রাতৃদ্বয় কহে নহি নহি কহ কহ ॥ শ্রীমধুমঙ্গল কহে আমি উচ্চৈস্বরে। বলিতে বাসনা করি সবার গোচরে ॥ এই দুই জনার প্রেয়সীগণ সাথে। সেই শ্রেয়স্করী বিদ্যা অমায়াতে ॥ অবিচ্ছিন্ন রূপে অদ্যাপিহ বিদ্যমান। ইহার কারণ কহি কর অবধান ॥ কেলি কলহের রম্য প্রলাপ সকল। বনমধ্যে আরম্ভ হইল অবিরল ॥ এত শুনি লজ্জাভরে কৃষ্ণ সেইক্ষণ। নিজ বাম হস্ত অগ্রে করি প্রসারণ ॥ বটুর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। আপন দক্ষিণ কর অগ্রে বিস্তারিল ॥ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারে সেই ক্ষণ। অধরোষ্ঠ কৈল তার মৃদু নিপীড়ন ॥ হাসিয়া কহয়ে তবে স্পষ্ট সূত্রধারে। সীবন করিয়ে যদি এইত দোহারে ॥ তবে বিপ্রকীর্ণ বুদ্ধি এই বিপ্র-মিত্র। মৌনভাব লভিবে এ নহে ত বিচিত্র ॥ এতেক শুনিয়া মধুমঙ্গল তখন। কিছু নাহি কহে রহে মূকের মতন ॥ নিষ্ঠীবন পড়িতে লাগিল মুখ হৈতে। তবে লুপ্ত বর্ণ সহ দ্রুত উচ্চারিতে ॥ তথাচেৎ কহি পুনঃ নীরব হইল। ইঙ্গিতে এইত কথা প্রকাশ করিল ॥ মুখবন্ধ করিবারে যদি বাঞ্ছা হয়। তবে যাহে লোভ মোর আছে সাতিশয় ॥ সেই মৎস্যণ্ডিকা খণ্ড নিজ গৃহ হৈতে। আনিয়া বদন মোর পূর্ণ করি তাথে ॥ মোরে মৌন করি তুমি রাখহ সতত। কেমনে কহিব কথা তবে কি নিমিত্ত ॥ ইহারে সেবন বন্ধ সর্বলোকে কয়। সাধন হইতে এহ কার্যকরী হয় ॥ এত শুনি মৃদু হাস্যে কহে বলরাম। শুন বিপ্র উৎকোচ হয়েত যার নাম ॥ আমিষ বা লোভনীয় বস্তু সেহ হয়। তাহে কি ব্রাহ্মণগণ বাসনা করয় ॥ শুনিয়া রামের বাণী সানন্দে তখন। হাসিতে লাগিল যত রাখালের গণ ॥ পরিহাস পটু বটু শ্রীমধুমঙ্গল। পরম সতৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রসঙ্গে কেবল ॥ কৃষ্ণেক্ষণ আলিঙ্গিয়া আন্দোলিত কৈল। উচ্চকণ্ঠে বারম্বার হাসিতে লাগিল ॥ সর্বগুণশালী বনমালী বন্ধু সঙ্গে। প্রচুর কৌতুকশালি চিত্তে মহারঙ্গে ॥ ফলরাজ বৃক্ষশাখা পুঞ্জে মনোহর। পথধরি চলিতে লাগিল অতঃপর ॥ ধেনুগণে হেরি তবে আনন্দিত হৈল। ত্রিভঙ্গ হইয়া উচ্চে বেণুধ্বনি কৈল ॥ তবে ধেনুগণে তথা উপলক্ষ্য করি। আকর্ষণ করিতে লাগিল যবে হরি। সেই কালে এক মহা আশ্চর্য ঘটিল। আকাশস্থ কেহ যেন কহিতে লাগিল ।১০১-১০২

সর্ব প্রবাহঃ সর্বত্র স্বানুকূল্যেন কর্ষকঃ।
বেণুধ্বনিপ্রবাহস্তু প্রাতিকূল্যেন কর্ষতি ॥১০৩

নদ নদী যত, প্রবাহ সকল, নিজ অনুকূল মতে। সর্বত্র কর্ষণ, করি দ্রব্য সব, চলে ভাসাইয়া স্রোতে ॥ কিন্তু বেণুনাদ লহরী প্রবাহ, বিপরীত ধর্ম ধরে ॥ প্রবাহিত হৈঞা, কৃষ্ণ প্রতি সদা, সবে আকর্ষণ করে ॥

গাবঃ স্বানৃষভান্ ভুজঙ্গমভুজঃ ষড়জান্ পিকাঃ পঞ্চমা-
নন্তে চ প্রতিপদ্য তান্নিজনিজান্ স্পষ্টং স্বরান্ বেণুতঃ।
আশ্চর্য্যেণ বিকর্ষণং মুহুরহো মোহং তথা ভেজিরে
সর্বে চেৎসকৃৎ ক সান্ত্বনবিধিং কুর্বন্তু কে বা তদা ॥১০৪

ধেনুগণ নিজ, ঋষভ স্বরেতে, সর্পভোজি কেকিগণ। ষড়জ স্বরেতে, করি কেকা রব, মুখরিত করে বন ॥ পঞ্চম স্বরেতে, কোকিল নিকর, ধরয়ে মধুর তান। অন্তে নিজ স্বর, ধরি স্পষ্টরূপে, শুনিয়া মুরলী গান ॥ আশ্চর্য যদ্যপি, বিকর্ষণময়, মোহলভে মুহুঃ সবে। সান্ত্বনা কোথায়, কেবা সেই সবে, সান্ত্বনা বা দিবে তবে ॥

স্বয়মপি মোহং ভেজে, যদি নিজবেণুধ্বনৌ কৃষ্ণঃ।
স্যাত্তর্বরিত কো বা, জীবঃ সহি সর্বজীবস্য ॥১০৫

নিখিল জীবের, মোহন সে কৃষ্ণ, যদ্যপি মুরলী রবে। অসীম মাধুরে, মাতিয়া নিজেই, মোহিত হয়েত তবে ॥ মোহিত না হৈঞা, অবশিষ্ট জীব, কে আর রহিতে পারে। সর্বচিত্তাকর্ষি রব, মুরলীর রব মুগ্ধ, করে সবাকারে ॥ কিন্তু হায় বেণু ধ্বনি শ্রবণেতে, যে মুখ বিস্তার হয়। সে বিস্তার হৈঞা, নিস্তার স্বরূপ, মোহ ভঙ্গে সুনিশ্চয় ॥১০৬

মোহেঽপি স্বপ্নকলিতং নিশম্য মুরলীকলম্।
পরস্পরং জাগ্রতস্তে পশ্যন্তি স্ম সবিস্ময়ম্ ॥১০৭

মোহ দশাতেও, স্বপনে বাদিত, শুনিয়া মুরলী রব। জাগ্রত হইয়া হেরে পরস্পরে, সবিস্ময়ে লোক সব ॥ তবে সুস্থ হৈঞা সবে উত্থিত হইল। ধেনুগণে দেখিবারে প্রস্থান করিল ॥ শ্রীমধুমঙ্গল তবে কহে হাস্য ভরে। বিপ্রাবমাননা ফল ফলিল সত্বরে ॥ আমি মুখ হৈঞা কৈনু অবস্থান। না হৈল কাহারো আর বদন-ব্যাদান ॥ সবাই হইয়া মূকাবস্থান কৈল। একা কৃষ্ণ মাত্র মোর মূকত্ব চিন্তিল ॥ হেনমতে বটু মধুমঙ্গলের সঙ্গে। আভীর বালকগণ পরিহাস রঙ্গে ॥ মাথুর প্রদেশে প্রচলিত গোচারণে। নানাশব্দ করিতে লাগিল সেইক্ষণে ॥

সম্বোধনে হিহীত্যূচুঃ ক্ষেপে জিহি জিহীতি তু।
ধীরীহ ইতি বিষ্কম্ভে গাং নেতুং যমুনামমী ॥১০৮

চোকারং পাথসঃ পানে ঝিরিকারং বিয়োজনে।
তস্মাৎ পয়স উত্থানে চক্রুস্তিরিতিরীতি তে ॥১০৯

গোধন নিকরে, সম্বোধন কালে, হী হী শব্দ উচ্চারয় ॥ অমান্য করিলে, জিহি-জিহি শব্দ, তিরস্কার কালে কয় ॥ যমুনার তীরে, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, লইয়া যাইতে তবে। ধীরিহ ধীরিহ শবদে স্তম্ভিত, করয়ে গোধন সবে ॥ জলপান কালে, করে চো চো শব্দ, পৃথক করণে ঝিরি। সলিল হইতে, প্রস্থান সময়ে, কহে তিরি তিরি তিরি ॥ হেন রূপ বহু, শবদ প্রয়োগ, মাথুর প্রদেশে মাঝে। গোচারণ কালে, রাখালগণের, মাঝারে প্রসিদ্ধ আছে ॥১১০

তত্তয়িস্বান্তসত্তীরে গোসংখ্যা গোগণানথ।
সন্তাল্য সন্তৃতানন্দাঃ কৃতস্নানাদিকা জগুঃ ॥১১১

গোমাত্রের সখা, গোপালকগণ, তবেত জলের তীরে। স্থির করি গাভী-গণে অতঃপর, স্নানার্থে নামিল নীরে ॥ সলিল পরশে, শীতল শরীর, যথেচ্ছ করিয়া স্নান। হিয়াতে উছলে, আনন্দ তরঙ্গ, গাহিতে লাগিল গান ॥

প্রহাপিতং প্রতিশিশু মাতৃভিস্তদা, সুভোজনং সুরভিতযোজনং মুদা।
হরিঃ সখীন্ পরি পরিবেবয়ন্ হসন্, পরীক্ষিতং সকৃদকৃত স্বজিহ্বয়া ॥১১২

সেইত সময়ে, ভবন হইতে, মাতৃগণ হৃষ্ট মনে। প্রতি বালকের, সুভোজ্য সামগ্রী, প্রেরণ করিল বনে ॥ সৌরভে বাসিত, সেইত উত্তম, ভোজন সামগ্রী যত। সহর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, হৈল সখাগণে, পরিবেষণেতে রত ॥ সেইকালে হরি, হাসিতে হাসিতে, সামান্য লইয়া করে। পরীক্ষা করিল, ভোজ্য দ্রব্য স্বাদ, আপন রসনা দ্বারে ॥ ভোজনান্তে আচমন কৈল সর্বজন। তবে বলরাম সঙ্গে নন্দের নন্দন ॥ শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম আর। সখাগণে লৈঞা কৃষ্ণ সঙ্গে আপনার ॥ গাভীগণে করিয়া সর্বাগ্রে ধীরগতি। মহানন্দে কৈল যাত্রা নিজ গৃহ প্রতি ॥ গমনের কালে শুভ্র কর্পূরবাসিত। উপযুক্ত গুবাকের চূর্ণ সম্পূরিত ॥ ধবল নক্ষত্র চূর্ণ তুল্য চূণময়। সুবর্ণের মতন সুন্দর সাতিশয় ॥ তাম্বূল বটিকা লৈঞা করিল ভক্ষণ। দুইগণ্ড নিটোল হইল সেইক্ষণ ॥ সুশোভন কপোলফলকে সুচঞ্চল। দুলিতে লাগিল যুগ্ম মকর কুণ্ডল ॥ তাহে মুখ শোভা সাতিশয় বৃদ্ধি পাইল। দেখিয়া রাখালগণ আনন্দে মাতিল ॥ যাহা দেখিবার তরে আত্মীয় স্বজন। হৈঞা রহে নিরন্তর উৎকণ্ঠিত মন ॥ সেই নয়নদ্বয়ে হেন শোভা হৈল। প্রফুল্ল পঙ্কজ শোভা হরিয়া লইল ॥ হেন মতে সুশোভিত শ্রীব্রজগোপাল। স্বগৃহে চলিল সঙ্গে লঞা ধেনুপাল ॥১১৩

শনৈঃ শনৈঃ সরভসমন্তবন্তয়া, স তর্পয়ন্ সুরভিতৃণানি সৌরভম্।
ব্রজস্থিতান্ প্রতিবিরহাকুলী ভবন্, বকান্তকঃ প্রতিচলতি স্ম তৈঃ সহ ॥১১৪

বকারি শ্রীকৃষ্ণ, গমনের কালে, সানন্দে অন্যান্য বনে। গোচারণ করে, ধীরে অতি ধীরে, চালাইয়া গাভীগণে ॥ সুগন্ধিত তৃণ রাশি বরাইয়া, স্বচ্ছন্দে ভোজন তবে। ব্রজ জনাকুল চিত্তে যাত্রা কৈল, লৈঞা সখাগণ সবে ॥

বিধায় গা গোকুলসম্মুখীনা, মহাতরুচ্ছায়মুপাস্য কৃষ্ণঃ।
দেবোপদেবস্তুতিগীতবাদ্যং, শৃণ্বমুহুঃ প্রাপ তটং ব্রজস্য ॥১১৫

গোগণে করিয়া, গোকুলাভিমুখী, মাধব কানন মাঝে। বৃহৎ বৃহৎ মহামহীরুহ, দাণ্ডাইয়া যত আছে ॥ তা সবার ছায়ে, অবস্থান করি স্তুতি গীত বাদ্য নাট। দেবোপদেবের দেখিয়া শুনিয়া, প্রাপ্ত হৈল ব্রজতট ॥

গীর্বাণৈর্দিব্যযানৈঃ পথি পথি মুনিভির্মন্ত্রযোগাদিসিদ্ধৈ—
র্গব্যাভিত্রাণ দৃশ, ভিত্তদমর্গতনরৈর্দৃষ্টিদেশে সরদ্ভিঃ।

গোষ্ঠস্থৈকস্মতস্থৈ। প্রণিহিতবদন শ্রীমমুখঃ সমস্তা।
স্নেত্রাজপ্রান্তলক্ষ্মীকলিতসুখকুলঃ পূর্ণধেনুর্বিবেশ ॥১১৬

বিমানে চড়িয়া, দেবগণ আর, তন্ত্র-মন্ত্র পারঙ্গত। যোগসিদ্ধ, মুনিগণ পথে পথে' পুরোভাগে গাভী যত ॥ দৃষ্টি পথে সমাগত নরনারী, ব্রজস্থ অট্টালি পিঠে। উচ্চস্থানে আর, অবস্থিত সবে, আগ্রহ পুরিত দিঠে ॥ চৌদিক হইতে, দেখিতে লাগিল, শ্রীমুখ সুষমারাশি। কটাক্ষে আনন্দ, বিথারি পশিল, হরি বাজাইয়া বাঁশী ॥

হম্বারবঃ পশূনাং প্রমদকলকলঃ পাশুপাল্যব্রজানাং।
স্তোত্রাসার সুরাণাং নিগমসমুদয়াবৃত্তিঘোষস্তৃষীণাম্।
ইত্থং সাংরাবিণাস্তর্বধিরসমদশামাগতে সর্বলোকে
বেণোঃ সূক্ষ্মোঽপি নাদঃ স জয়তি নিতরাং যঃ সমস্তং ভিনত্তি ॥১১৭

পশু সমূহের, হম্বাহম্বারব, পশুপগণের আর। হর্ষপূর্ণ কলকল মহানাদে, নিনাদিত চারিধার ॥ ত্রিদশগণের, স্তববৃষ্টি তথা, সনকাদি ঋষি মুখে। বেদাদি বিবিধ, শাস্ত্র সমূহের, আবৃত্তি পরম সুখে ॥ এহেন তুমুল, শব্দ কোলাহল, শুনিয়া সেইত ক্ষণ। বধিরের মত, অবস্থান প্রাপ্ত, হৈল নরনারীগণ ॥ যে শব্দ নিখিল, শব্দ ভেদ করে, বেণুরন্ধ্র বিনির্গত। সেই সূক্ষ্ম শব্দ, বিজয়ী হইল, বিথারি মাধুর্যামৃত ॥ তখন কানন আর গোকুল হইতে। লোক সব আসিয়া মিলিল সেই ভিতে ॥ সেইকালে বিস্তারিত সিন্ধুর মতন। মহৎ সম্প্রদায় দ্বয়ের হইল মিলন ॥ এইত অবস্থা করি নিত্য অনুভব। বিস্মিত না হৈল স্বর্গবাসী দেব সব ॥ নিজে কৃষ্ণ বেণুনাদ সংকেত বাদনে। পৃথক পৃথক স্থির কৈল ধেনু গণে ॥ গোষ্ঠ বহির্দেশে দুগ্ধ দোহন কারণ। আবদ্ধ আছিল স্তম্ভে যেই গাভিগণ ॥ তা সবারে দোহন করিয়া সযতনে। সুখী কৈল গাভি আর গোবৎসগণে ॥ দুগ্ধের নিমিত্ত সেই সব লোক ছিল। তা সবার ঠাঞি আনি দুগ্ধ সংস্থাপিল ॥ তবেত সুবৃত্ত কৃষ্ণ আর বলরাম। সঙ্গে বসুদাম মধুমঙ্গল শ্রীদাম ॥ মধ্যস্থিত হৈঞা দোহে গৃহে পশিবারে। উপনীত হৈল আসি ব্রজপুর দ্বারে ॥ নিজবংশ যশোদাত্রী দেবী যশোমতী। দেখিতে পুত্রের মুখ আনন্দিত মতি ॥ পুরস্ত্রীবর্গের সঙ্গে করি আগমন। উভয়ের আরত্রিক কৈল সম্পাদন ॥ শোভিত হইয়া দোহে অগ্রসর হৈল। জনতা লাজাদি দ্রব্য বর্ষিতে লাগিল ॥ সবাকার দৃষ্টি বদ্ধ হৈল দোহা প্রতি। পশিল উভয়ে পুরী মধ্যে শীঘ্র গতি। নিজ নিজ প্রেয়সীগণের আকর্ষণে। চঞ্চল কটাক্ষ ছিল দোহার নয়নে ॥ হেন মতে দনুজ দমন কৃষ্ণ রাম, পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল গুণ ধাম ॥ পদ প্রক্ষালন আর বীজনাদি দ্বারে। ভৃত্যগণ শ্রম মুক্ত করিল দোহারে ॥ অতঃপর প্রদোষ হইলে দুইজন। পিতা নন্দাদির সঙ্গে করিল ভোজন ॥ ভোজনান্তে বাহিরে আসিয়া সভামাঝ। নানাবন্ধু মধ্যে বসি করিল বিরাজ ॥ সেইত সভরে শত শত গুণী জনে। সমাগত হইল আসিয়া সেই ক্ষণে ॥ মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠ নামক উভয়। বালকে লইয়া সঙ্গে সেইত সময় ॥

জনক সুমতি রত্নচূড়ের সহিত। সভাগৃহ মাঝে আসি হৈল উপনীত ॥ গোলোক সাম্রাজ্যপতি নন্দ হৃষ্ট মনে। ভোজনের কথা জিজ্ঞাসিল দুই জনে ॥ শুনিয়া উভয়ে হৈল হৃষ্ট সাতিশয়। আনন্দে ভরিল নন্দরাজের হৃদয় ॥ শ্রীযুত রাম রামানুজ দুইজনে। সুত পুত্রদ্বয়ে করি আহ্বান সেই ক্ষণে ॥ নিজ সহোদর সম পরম আদরে। বসাইল সযতনে আপন গোচরে ॥ নিজ ব্রজবাসী সুতাদির সুধুমর। মঙ্গল বচন শুনাইল সুপ্রচুর ॥ তবে মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠ দুই জন। হইয়া পরমতুষ্ট সদগুণ আপন ॥ প্রকাশিতে সাতিশয় উৎকন্ঠিত হৈঞা। সভামধ্যে মেলি ধরি রহিল বসিয়া ॥ প্রহরেক রাত্র্যবধি তবে ব্রজরাজ। মহোৎসব করি সাঙ্গ সভার সমাজ ॥ প্রাতঃকালে নব্য কাব্য করিতে শ্রবণ। প্রধান প্রধান গণে কৈল আমন্ত্রণ। বিদায় করিয়া সভাস্থিত সর্বজনে। প্রবেশ করিল নন্দ নিজ নিকেতনে ॥ জনকের আজ্ঞা লৈঞা কনক বসন। কৃষ্ণ সুত পুত্র দ্বয়ে করিয়া ধারণ ॥ অন্য বাঞ্ছা পরিহরি আনন্দিত মনে। প্রবেশ করিল যাঞা মাতার ভবনে ॥ শুনাইল জননীরে প্রসঙ্গ দোহার। আনন্দিত হৈল মাতা শুনি সমাচার ॥ তবে ত কুমারশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র দ্বয়। আনন্দ নির্যাস রূপ পূজ্য সাতিশয় ॥ যশোদারে প্রাপ্ত হৈঞা বিবিধ প্রকার। করিতে লাগিল চিত্ত মাঝারে বিচার ॥ গোকুল চন্দ্রের ক্ষীর সমুদ্র গম্ভীর। এহ ত হয়েত সেই সমুদ্রের তীর ॥ কিংবা পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের কারণ। রাকা পূর্ণিমার করি আকার ধারণ ॥ মাদৃশ জনার দৃষ্টি পথে দেখা দিল। দর্শন দানেতে চিত্ত শীতল করিল ॥ কিংবা পূর্ব দিগানন্দ করি সমুচিত। তনয় বিষয়া দয়া হইয়া উদিত ॥ অপূর্ব সুষমা রাশি করিয়া বিস্তার। শীতল করিল চিত্ত নিখিল জনার ॥ মহারম্য স্বভাবা শ্রীযশোদা তখন। সুস্বাদু আহার্য দ্রব্য করি আনয়ন ॥ করাইয়া মহানন্দে দোহারে ভোজন। বস্ত্র অলঙ্কারে কৈল ভূষিত তখন ॥ হেন মতে ভক্ত সূতপুত্র দ্বয় প্রতি। মহাস্নেহ প্রদর্শন কৈল যশোমতী ॥ অতঃপর উভয়ের মঙ্গল কারণ। মাতার আশিষ কৃষ্ণ করিল গ্রহণ ॥ মাতৃঠাঞি শয়নের অনুজ্ঞা মাগিল। স্নেহাবেশ হেতু মাতৃ নির্দেশ লইল ॥ সূতপুত্র দ্বয়ে লৈঞা বিশ্রামের তরে। প্রবেশ করিল আসি শয়ন মন্দিরে ॥ সর্ব সুখসার গোপরাজের কুমার। চলিল দোহারে লৈঞা রাধার আগার ॥ বিদ্যুৎমালাতে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপ। কমলিনীবৃন্দ মধ্যে কমলা স্বরূপ ॥ সর্ব সম্পত্তিতে সৎ অনুকম্পা সম। গুণগণে সবিনয় নীতি অনুপম ॥ মহাভাব সম্পদময় কৃষ্ণরতি মাঝে। সখীগণ মধ্যে তথা শ্রীরাধিকা বিরাজে ॥ রাধার সমীপে যাঞা ভ্রাতা দুইজন। হেন রূপ শ্রীরাধারে করিল দর্শন ॥ রাধার দর্শনে প্রেম বৈবশ্য বশতঃ। আত্মস্মৃতি দোহার হৈল অপগত ॥ ইহা দেখি কৃষ্ণ দোহে সান্ত্বনা করিল। দুই ভাই পূর্ববৎ আত্মস্থ হইল ॥ সান্ত্বনা করিয়া রাধাকৃষ্ণ দুইজনে। দেখিয়া দুইত ভ্রাতা চিন্তে নিজ মনে ॥ অহো কিবা অপরূপ করি দরশন। ইহার তুলনা নাহি মিলে ত্রিভুবন ॥১১৮-১৩০

ইন্দ্রনীলরুচিজীবনং মহঃ, স্বর্ণবর্ণ নিকরাকরপ্রভা।
যচ্চ যাচ চয়নং তয়োরিদং, ত্বন্দমাদিরসসারকারণম্ ॥১৩১

ইন্দ্রনীলমণি, ধরে যেই শোভা, সে শোভার প্রাণরূপ। জ্যোতিপুঞ্জ যেন, সংহত হইয়া, ধরিয়াছে কৃষ্ণরূপ ॥ বিদ্যুদ্বর্ণহর, নিখাদসুবর্ণ, বর্ণ সমূহের খনি। তার প্রভাপুঞ্জ, সংহত স্বরূপ, যেন রাধা বিনোদিনী ॥ এই যে কিশোর, কিশোরী রূপের, মিলনে যে রস সার। উপজে মধুর, রসের সে উৎস, আদিরস নাম তার ॥ অতঃপর কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণ যখন। রাধা ঠাঞি কৈল দুই ভ্রাতার বর্ণন ॥ পরিচয় পাঞা রাধা সন্তুষ্ট হইল। কৌতুকে দেবর সম পুরস্কৃত কৈল ॥ কৃষ্ণ তবে সহচর সঙ্গে দুইজনে। পাঠাইয়া দিল তার মাতুল ভবনে ॥ নিজে তবে মোহন মন্দিরে প্রবেশিল। কোমল পালঙ্ক পীঠে শয়ন করিল ॥১৩২-১৩৩

আয়াতে রমণে সসম্ভ্রমমুপাগম্যাসনাদিক্রিয়া-
মার্চর্য্য ব্যজনাদিভিঃ স্বয়মসৌ সেবাবধানং দধে।
শয্যায়াং ত্বরিতং গতে পুনরিয়ং লীলা সখিযাচিতা-
প্যাসীৎ ক্বাপি কদাপি তৎপরিচিতা নাস্মীতি তদ্ব্যঞ্জতী ॥১৩৪

শয়ন মন্দিরে, শ্রীরাধারমণ, প্রবেশ করিল দেখি। রমণে পাইয়া, শ্রীমতী-রাধিকা, হইল অতীব সুখী ॥ সসম্ভ্রমে তবে, সমীপে আসিয়া, আসনাদি দানে আর। নিদ্রাকালোচিত নানা ক্রিয়া দ্বারে, সুখ জন্মাইল তার ॥ চামরাদি দ্বারে, আপনার করে, সেবা পরিপাটি কৈল। পালঙ্ক মাঝারে, ত্বরিতে মাধব, অঙ্গ এলাইয়া দিল ॥ এতেক হেরিয়া, অবহিত্থা বশে, বদনে বসন টানি। লুক্কায়িত হৈল, অপর প্রকোষ্ঠে, সলাজে শ্রীরাধারাণী ॥ সখীগণ যদি, শয়ন মন্দিরে, যাইতে প্রার্থনা কৈল। রাধারাণী তবে, বাম্যভাব ধরি, হেন ভাবে প্রকটিল ॥ কোন স্থানে কিংবা, কোনও সময়ে, মোর মাধবের সনে। পরিচয় নাহি, হেনভাব ধনি, প্রকটিল সেই ক্ষণে ॥

অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠাং দৃষ্টেতু স্বমপহ্নুতিম্।
সর্বদা কুর্বতী কৃষ্ণে কাদৃশীতি ন লক্ষ্যসে ॥১৩৫

এতেক হেরিয়া, সখীগণ কহে, শুনহ সুন্দরী রাধে। দেখা না পাইলে, দর্শনের তরে উদ্বেগে পরাণ বাধে ॥ পরাণ বঁধুর দেখা যদি হয়, স্বভাব গোপন করি। তবে তুমি সখি, অচেনার মত, রহ মৌন ভাব ধরি ॥ হেন ভাব তুমি, সতত প্রকাশ, করহ মাধব প্রতি। তুমি যে কীদৃশ বুঝিতে না পারি, মোরা অয়ি রসবতী ॥

ততঃ সখীভ্যাং সংগৃহীতবাহুর্নীতাপি মধ্যে গৃহমায়তাক্ষী।
অস্তেন বাহেন তথাস্তরেণ, কৃতাবলম্বা চকৃষে প্রিয়েণ ॥১৩৬

ললিতা বিশাখা, সখী দুইজন, হৈঞা তবে অগ্রসর। মহাদৃঢ় রূপে, ধরিল রাধার, সুবলিত দুই কর ॥ আবৃত লোচনা, রাধারে লইয়া, শয়ন মন্দিরে আইল।

শ্রীমতীর দেহে, মনোমধ্যে আর স্তম্ভ ভাব উপজিল ॥ দেখিয়া প্রিয়ার, রাতুল বদন, চিত্তে সুখ নাহি ধরে। কর প্রসারিয়া, তবে প্রিয়তম, ধরিল প্রিয়ার করে ॥

বলেন কৃষ্টা হরিণাপ্যনল্পং, তল্পং গতাসীম্মিলিতুঞ্চ লোলা।
তথাপি নারাদৃজুতাস্তু কিন্তু করাকরিপ্রায়তয়া সসঙ্গ ॥১৩৭

তবেত অনল্প, বল প্রকাশিয়া, রাধিকারে করে ধরি। শয়ন পালঙ্ক, অভি-মুখে রঙ্গে, আকর্ষণ কৈল হরি। বন্ধুর সহিত, মিলিত হইতে, যদ্যপি লোলুপমতি শয্যাতে যাইয়া, তথাপি ঋজুতা, না ধরিল রসবতী ॥ তবে প্রিয় আর প্রিয়ার মাঝার, হস্তাহস্তি রণকেলি। শয়ন মন্দিরে, পালঙ্ক মাঝারে, দেখা দিল সেই কেলি ॥

অমিলনহঠকৃদ্যদামিলদ্বা, হরিমথ ভেদয়িতেয়মাশু কেন।
দ্বয়মপিচরিতং ন চিত্রমস্তা, যদলমসৌ রসরূপতাময়াসীৎ ॥১৩৮

অমিলনে যদি, বল প্রকটনে, মিলন ঘটয়ে পরে। তবে রাধারে, শীঘ্র বশ করে, কেবা হেন শক্তি ধরে ॥ মিলনে বিরহে, দ্বিবিধ চরিত্র, রাধার আশ্চর্য নয়। সর্বরস সার, মধুর রসের, পরাকাষ্ঠা রাধা হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক। গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাম্ ॥ ১৩৯

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু শ্রীগোলোকবিলাসবিকানসং দ্বিতীয়ং পূরণম্ ॥২

হে শ্রীকৃষ্ণকৃপাম্বুধি, নন্দকুল সুধানিধি। হে কৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। সনাতন প্রভু নাথ, হে শ্রীরূপ মোর নাথ, হে গোপাল রঘুনাথদ্বয় ॥ হে আপ্ত সজ্জন যত, ব্রজে বৈসে অবিরত, হে বল্লভ মোর জন্মদাতা। নিবেদন শ্রীচরণে রক্ষ মোরে সর্বজনে, সর্ববিঘ্নে হৈঞা পরিত্রাতা ॥ শ্রীমাধব গৌড়িয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধাগর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥২

অথ তৃতীয় পূরণম্ ● শ্রীকৃষ্ণজন্ম।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক। গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাম্ ॥১

হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি, হে রূপ হে সনাতন। হে গোপাল রঘুনাথ হে বল্লভ, রক্ষ মোরে আপ্ত গণ ॥ প্রশস্ত শাস্ত্রের বাক্য দর্শনাদি হৈতে। শ্রীগোলোক প্রস্তাবিত হৈল হেন মতে ॥ যেইত গোলোকধামে জগন্মধ্যে আর। অপ্রকট ভেদে নিত্য দুইত প্রকার ॥ বিভূতি ধারণ করে তথা বৃন্দাবন। বিভূতি দ্বিবিধ ধরে কহে বুধগণ ॥ যেইত বৈভব বিশে অভিব্যক্তময়। সেইত বৈভবে দিব্য চিন্তামণিময় ॥ কমল সদৃশ রম্য গোকুল প্রকার। অবিকলভাবে শাস্ত্রে করিল প্রচার ॥ যেইত গোকুলে সপ্ত প্রকোষ্ঠ শোভিত। গোষ্ঠাধিপতির পুরী আছে বিরাজিত ॥ নানা বর্ণনাতে যাহা বিস্তারিত হৈল। যাহে কৃষ্ণ নিত্য লীলা প্রকট করিল। প্রাতঃকাল হৈতে সর্ব সময়োপযুক্ত। যেথা প্রচারিত হয়

কৃষ্ণের চরিত্র। যে চরিত্রে গোপ রাজ আছে বিরাজিত। সভামধ্যে হয় যাহা সর্বত্র পূজিত॥ উপযুক্ত কাব্য নৈপুণ্যেতে পূর্ণ আর। সর্বজ্ঞতা গুণে অতি মনোজ্ঞ সবার॥ মহাবিজ্ঞ সূত পুত্রদ্বয়ের সুন্দর। আগমন বার্তা হৈল বর্ণিত বিস্তর॥ যাহে ব্রজরাজ প্রমুখাদি সর্বজন। সেইত দোহার বাক্য করিতে শ্রবণ॥ হেন মতে পরম উৎসুক্য প্রকাশ করিল। এই সব কথা পূর্বে বর্ণিত হইল॥ সেই পুত্রদ্বয় কথা এইত পূরণে। সবিস্তারে বর্ণিত হইবে এই ক্ষণে॥ তবে অন্য দিনে ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে। রামের কনিষ্ঠ কৃষ্ণ আনন্দ সহিতে॥ শয্যাত্যাগ করি অন্য দিবসের মত। সমাপন কৈল নিজ নিত্য কার্য যত॥ নিত্য ভোজনের মত সেইত দিবসে। ভোজন করিল পুন মনের হরষে॥ অতঃপর পিতৃপাদ করিল আদেশ। বাপ তুমি মোর বাক্য শুনহ বিশেষ॥ প্রভাতে গোগণে যারা শোভিত হইবে। তা সবার সঙ্গে যাইয়া তুমিও মিলিবে॥ সমগ্র ভাবেতে গাভীগণে অতঃপর। প্রদান করিবে বহু গ্রাম মনোহর॥ আমার আদেশে কিছু ভোজন করিয়া। নিজেই যাইবে গোচারণে ধেনু লৈঞা॥ রামকৃষ্ণ দুইভাই করয়ে ভোজন। ভোজন প্রকার যথা করিয়ে বর্ণন॥২-৩

অগ্রে সদ্মনি রত্নপীঠমহিতৌ রামাজ্জিতৌ তদ্বধূ,
হস্তেভ্যঃ পরিগৃহ্য মাতৃযুগলেনান্নাদি পর্যর্পিতম্।
ভুঞ্জানৌ সখিভিঃ সুনর্মবলিতং প্রেম্নায়য়ন্তৌ চ তদ্,
যুগ্মং তেন চ পর্বণা পরিজনং সর্বং সুখাচক্রতুঃ॥

ব্রজ মধ্যে রম্য, ভবন মাঝারে, রত্নময় পীঠোপরি। ভোজনে বসিল, হসিত বদনে, বলরাম আর হরি॥ অপূর্ব শোভায়, বিস্তার হইল, সেইত ভোজন ঘরে। পুরনারীগণ, আসিয়া মিলিল, ভোজ্য দ্রব্য লৈঞা করে। উভয়ের মাতা উভয়ের বধূগণ স্থিত হস্ত হৈতে। অন্ন ব্যঞ্জনাদি, গ্রহণ করতঃ বিতরিছে পাতে পাতে॥ খাইতে খাইতে, সখীগণ সঙ্গে, সুনর্ম বচন দ্বারে। হাসাইতে তবে, লাগিল উভয়ে, মাতৃদ্বয়ে বারে বারে॥ এইত ভোজন, উৎসব তখন, সব করি দরশন। মহানন্দ সুখে, নিমগ্ন হইল, পুরবাসী যতজন॥ ভোজনের পরে তথা দেবী শ্রীরোহিণী। শ্রীকৃষ্ণের হয় যেবা দ্বিতীয় জননী॥ সাশ্রু নেত্রে আর সাতিশয় হাস্য মুখে। সেইসব দেখিতে আছিল মহাসুখে॥ কৃষ্ণ তবে রাম আর সখাগণ সঙ্গে। রোহিণী দেবীর ঠাঞি বিবিধ প্রসঙ্গে॥ করিতে আছিল নানা কথা আলাপন। শ্রীব্রজরাজের আজ্ঞা আইল সেইক্ষণ॥ অবধান কর বৎস সভাসদগণ। সভাগৃহে একে একে কৈল আগমন॥ যথাযোগ্য ভাবে সবে পূজিত হইয়া। উত্তম আসনে এবে আছয়ে বসিয়া॥ সূত পুত্রদ্বয় লৈঞা নিজ সম্প্রদায়। উপস্থিত হৈল এবে আসিয়া সভায়॥ এইত আদেশ পাঞা শ্রীকৃষ্ণ তখন। জননীর অনুমতি করিল গ্রহণ॥ মাতার চরণে তবে প্রণাম করিয়া। সভাগৃহে চলিল সবারে সঙ্গে লৈঞা॥

স তু জননীমনুজানতীং প্রণম্য, কৃতমনুরামমিয়ায় সভ্যবৃন্দম্।
দ্বয়মপি তদথ প্রকাশযুক্তং, কুমুদসুহৃৎ কুমুদাকরায়তে স্ম॥৪

লইয়া মাতার, অনুমতি আর, চরণে প্রণাম করি। সভ্যগণ ঠাঞি, রামের পশ্চাতে, চলিয়া আইল হরি॥ কুমুদের বন্ধু, পূর্ণচন্দ্র আর, কুমুদ শ্রেণীর মত। শোভিতে লাগিল, তত্র কৃষ্ণচন্দ্র আর সভাসদ যত॥ সেই সভাগৃহে প্রবেশের একদ্বার। পূর্বদিকে অবস্থিত আছে অনিবার॥ চতুর্দিকে স্তম্ভরাজি আছে বিদ্যমান। তেইত দেখায় রম্য গৃহের সমান॥ সেইপুর দ্বারসঙ্গে অধিক চতুষ্টয়। যাতায়াত তরে দ্বার পরিদৃষ্ট হয়॥ সেই সব দ্বার হয় এহেন বিস্তার। সহস্রেক লোক তথা পারে রহিবার॥ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ সংযুক্ত একভিত। সেথা আছে ভিতরে বাহিরে অবস্থিত॥ তার লাগি পথ তথা ভিতরে বাহিরে। বিভক্ত হইয়া আছে প্রবেশিত ঘরে॥ সেই পথ প্রান্তে আছে মণিরত্নময়। ভিতরে বাহিরে উচ্চ বেদী চতুষ্টয়॥ তন্মধ্যে বাহিরে সেই বেদীদ্বয় আছে। মণিময় বহুপীঠ আছে তার মাঝে॥ রামকৃষ্ণ দুই ভাই মহানন্দ মনে। উপবিষ্ট হৈল তবে দুইত আসনে॥ সভা মণ্ডলের মধ্যে উত্তর দিশাতে। উচ্চতর বেদী এক শোভে সেই ভিতে॥ সেই বেদী তটে দুই পার্শ্বে মনোহর। দক্ষিণাভিমুখে আছে আসন বিস্তর॥ সুশোভিত সেই শ্রেণী অধিকার করি। ব্রজরাজ বিরাজিত সিংহাসনোপরি॥ শ্রীব্রজরাজের বাম দিকে বেদী তটে। যেইত আসন শ্রেণী আছে সন্নিকটে॥ শোভার আকর সেই সব শ্রেণী হয়। মহা সুখদাতা কৃষ্ণ সেথা বিরাজয়॥ কৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে বেদী তটস্থিত। ভিত্তির নিকটে নম্র পূর্ব মুখাশ্রিত॥ সুখ প্রদায়িনী যে আসন শ্রেণী আছে। বিপ্রগণ অবস্থান কৈল তার মাঝে॥ পরম হিতৈষী মুখ্য মুখ্য বিপ্রগণ। পুরোহিত গণে সঙ্গে করিয়া গ্রহণ॥ সেইত আসন শ্রেণী মাঝারে বসিয়া। বিরাজিত হৈল শোভা বর্দ্ধন করিয়া॥ মহাবল পরাক্রান্ত গোপ কতিপয়। আভীর গণের মধ্যে যারা বীর হয়॥ দক্ষিণ দিকের উচ্চ বেদীর উপর। বসিল আনন্দপূর্ণ চিত্তে অতঃপর॥ সেই বেদী-দ্বয় মধ্যভাগে যে প্রাঙ্গন। তথা হৈতে ক্রমোন্নত অতীব শোভন॥ সুবিস্তীর্ণ নিম্নভূমি দৃষ্টিগত হৈঞা॥ সভাস্থল পরিসরে রহিল পড়িয়া॥ ঐশ্বর্য সম্পন্ন সেই গোলোক সম্রাটে। নন্দ মহোদয়ে রাখি আপন নিকটে॥ বেদীদ্বয় মধ্যভাগে অবস্থিত হৈঞা। সূত পুত্রদ্বয় নিজ সম্প্রদায় লৈঞা॥ কৃতাঞ্জলিপুটে দাণ্ডাইয়া কিছুক্ষণ। দক্ষিণ বামেতে স্থিত তত্র যত জন॥ ব্রজবাসী সূত ছিল সবারে পূজিয়া। উপবিষ্ট হৈল শিষ্ট প্রাঙ্গণে যাইয়া॥৫

সর্বস্মাদুচ্চমানে মণিজনিতমহাসিংহপীঠে নিবিষ্টঃ
সাধিষ্ঠঃ সংপ্রকীর্ণাত্ম্যপবলিত করৈ র্ভ্রাতৃমধ্যং প্রবিষ্টঃ।
দৃষ্টিং পীযূষবৃষ্টিং বিনিদধদসকৃৎ কৃষ্ণবক্ত্রে সতৃষ্ণং
শ্রীমান্ গোলোকরাজঃ স সদসি দদৃশে রাজমানঃ প্রজাভিঃ॥৬

বহুমূল্য মণি, খচিত সর্ব্বোচ্চ, সুপ্রশস্ত সিংহাসনে, শ্রীগোলকরাজ সভাস্থল মাঝে, বসিল সানন্দমনে ॥ রজতকাঞ্চন, পুষ্পচন্দনাদি, মাঙ্গলিক দ্রব্য করে। স্বাগত বচনে, বহুলোক তবে, অভ্যর্থনা কৈল তারে। ভ্রাতৃগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অতীব সতৃষ্ণ মনে। কৃষ্ণ বক্ত্র হেরি, সুধাবৃষ্টি রূপ, দৃষ্টি ঘন সঞ্চালনে ॥ সভাগৃহ মাঝে, বিরাজিত হইয়া, বসিল শ্রীনন্দভূপ। প্রজাবৃন্দ সবে, দেখিতে লাগিল গোলকপতির রূপ ॥

শ্রীশুভ্রাসনতূলিকোপরিমিলৎকায়াধরাংশো মনা-
গালম্বাতুপধানচন্দ্রবলয়স্ত্বেযস্তিরোবর্ত্তনঃ।
ধিন্বন্ সস্মিতয়া দৃশা পরিষদং শ্রীরামদামাদিমান
শ্রীকৃষ্ণঃ সময়াত্র সাম্প্রতমপি প্রত্যক্ষবল্লক্ষ্যতে ॥৭

চিত্র বিচিত্রিত, অতীব কোমল, আসন তুলিকোপরি। বিন্যস্ত যাহার, দেহের নিম্নার্দ্ধ চরণ অবধি করি ॥ গোলাকৃতি উপাধান আলম্বনে, ঈষত বঙ্কিম ভাবে। স্বল্প এলাইয়া, বর তনুখানি, পারিষদগণে তবে ॥ সস্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপে যে জনা, করিছে আনন্দ দান। শ্রীরামদামাদি, সখাগণাবৃত, সভা গৃহ শোভমান ॥ শ্রীনন্দনন্দন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রে, প্রত্যক্ষ দেখার মত। ধ্যাননেত্রে আমি, অত্র দেশে রহি, দেখিতেছি অবিরত ॥ সভাগৃহ মধ্যে সুখাসনে অবস্থিত। কৃষ্ণের রূপাদি এবে হইবে বর্ণিত ॥

শ্যামে শ্যামদশামবাপ্য সহসা শোণেহথ শোণচ্ছবিং
পীত পীতরুচিং তথা বহুবিধদ্যোতে বিচিত্রদ্যুতিম্।
ইত্যঙ্গাদিরুচা হরের্জনদৃশাং বীথির্গতা তৎক্ষণা-
ন্নানারূপগতীর্নটানুপজহাসেব স্মিতব্যঞ্জতঃ ॥৮

শ্যামের সুঠাম, শ্যাম কলেবরে, সহসা শ্যামলচ্ছটা। রক্তিম নেত্রান্তে, তথা ওষ্ঠাদিতে, লোহিত বর্ণের ঘটা ॥ পীতবস্ত্রে পীত, বর্ণের জৌলস, তথা অঙ্গে আভরণে। বিবিধ কান্তিতে, বিচিত্র সুষমা, দেখা দিল সেই ক্ষণে ॥ মাধবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি মাঝে, হেরিয়া বিচিত্র দ্যুতি। লভিল সবার, নয়ন সমূহ, নানারূপ নটগতি ॥ রূপের হিল্লোলে, আন্দোলিত হইয়া, নেত্ররাজি সেই ক্ষণে। মৃদু হাস্যচ্ছলে, উপহাস যেন করিল নটের গণে ॥

চন্দ্রোহয়ং শ্যাম এষ প্রথমজলধরঃ কান্তিভির্বিশ্বদীপো
ভ্রাজস্তে বিদ্যুতোহস্মিন্ন ন সপদি জহত্যাত্মসত্তামমূস্তু।
নক্ষত্রাণীহ লীলাস্বপি বত কুমতে নো নভঃ সা সভাসা-
বিত্যন্যোন্যং বিনোদাদ্বিবদনমুদভূত্তত্র শশ্বৎ কবীনাম্ ॥৯

আষাঢ়ে উদিত, প্রথম বারিদ, স্বরূপ এ কৃষ্ণচন্দ্র। কান্তিদামে বিশ্ব, প্রদীপ স্বরূপ, বিলাসে তিমির অন্ধ ॥ অঙ্গের উপরে, ধৃত পীতাম্বর, ভুবন করয়ে আলা। হেরি আত্মসত্তা, ভুলিছেন কিবা, গগনে বিজুরী মালা ॥ মুক্তাহার চন্দ্র, হার

পদকাদি, মণিরত্নমালা মাঝে। বিলীন হইয়া, নক্ষত্র নিকর, নিষ্প্রভ স্বরূপে রাজে ॥ শ্যামের এ হেন, রূপের বর্ণন, শুনিয়া কোনও জন। কহে তুমি অতি, কুমতি স্বভাব, অশুদ্ধ তোমার মন। এ নহে গগন, সভাস্থল এহ, তোমার বর্ণনা যেন। ব্যাস বশিষ্ঠাদি বর্ণনা হইতে, চমকদায়ক হেন ॥ হেন মতে হাস, পরিহাস রঙ্গে, কবিগণ কোলাহল। তুমুল হইয়া মুখরিত কৈল শ্রীনন্দের সভাস্থল ॥ শ্রীশ্যামসুন্দরে, দর্শন করিয়া, কহে তবে কবি কেহ। উদিত হইল, সুষমা বিথারি নিটোল চন্দ্রমা এহ ॥ বর্ষাতে উদিত, প্রথম এ মেঘ, কহয়ে দ্বিতীয় জন। তৃতীয় কহয়ে, কান্তিদামে এহ বিশ্বদীপ সনাতন ॥ বিজুরীমালাতে, শোভিত এহত, চতুর্থ জনাতে কয়। পঞ্চম কহয়ে, বিপুরীস্বসভা, ত্যজিল এ অন্ত হয় ॥ মুক্তাহার স্থিত চন্দ্রক গুঞ্জাদি, নিরখি নটজন ॥ কহে এহ হয়, সুনীল আকাশে বিলীন নক্ষত্রগণ ॥ কবি সমূহের, এতেক বচন, শুনিয়া সপ্তম কেহ। কহে হে নির্বেদি, এ নহে গগন, সদস্ত ভবন এহ ॥ হেন মতে কবিগণের মাঝারে, মতভেদে নানা কথা। কহে পরস্পরে, বিবাদ সতত, হইল কৌতুকে তথা ॥ সেইত সভাতে অন্য কবি একজন। হেরিয়া কৃষ্ণের রূপ করিছে বর্ণন ॥

উপরি মধুকরাবলীতদীয়ং তলমনুসস্মিতনীলবারিজাতম্।
তদনু রবিসুতাচ্ছবারিপূরঃ স্ফুরতি সখে কিমিয়ং সভা নবাস্তি ॥১০

কৃষ্ণের প্রত্যঙ্গে, তরঙ্গিত রূপ, রাশি করে ঝলমল। লহরী সমান, ধাবিত চৌদিকে, আলোকিত সভাস্থল ॥ উপরে শোভয়ে, মধুকর শ্রেণী, হসিত নীলাব্জ তার। নিম্নে শোভা পায়, বিস্তার করিয়া, সুষমা মাধুরী সার ॥ তার নিম্নে বহে, যমুনার স্বচ্ছ, বারিধারা নিরবধি। হে মিত্র তোমার, কোথা নব শোভা, এ যে শ্রীযমুনা নদী ॥ কৃষ্ণের ললাটে, অলকা নিকর, যেন মধুকর শ্রেণী। তন্নিম্নে হসিত, সুন্দর বদন, শোভে নীলাম্বুজ জিনি ॥ সুনীল সুঠাম, বক্ষ পরিসর, শোভে নিম্ন দেশে তার। দেখি মনে হয়, প্রবাহিত যেন, স্বচ্ছ যমুনার ধার ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি রূপে আর। প্রেরিত হইয়া আজ্ঞাক্রমে দোঁহাকার ॥ খ্যাত কৃতী শ্রীদাম নামে সখা। করিল শ্রীনন্দ ধনশালী রাজে দেখা ॥ তার ঠাঞি আবেদন করি সেইক্ষণে। প্রবেশ করিল যাইয়া অন্দর ভবনে ॥ বিস্তীর্ণ মর্য্যাদাযুক্ত পদ্মপত্র সম। ঘন সন্নিবিষ্ট সরবত মনোরম ॥ উৎকৃষ্ট ভিত্তির প্রত্যেকের স্বল্পস্থান। অতিক্রম করি মধ্যে করিল প্রয়াণ ॥ জনেন্দ্র প্রমাণোর্দ্ধ সেই ভিত্তি হয়। সেথা হৈতে সবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করয় ॥ অতিক্রম করি ক্রমে বহির্বেদী হৈতে। কিঞ্চিত উন্নত অগ্রে লাগিল যাইতে ॥ এই অন্ত বেদীর সমস্ত অবয়ব। স্পষ্টভাবে উচ্চক্রমে সুগঠিত সব ॥ নিকটে যাইলে করে দৃষ্টি আকর্ষণ। শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত সুদর্শন ॥ সেইতো কুট্টিম মধ্যে অতি মনোহর। ঘন সন্নিবিষ্ট আছে গোবাক্ষ নিকর ॥ শ্রীদাম সেইতো স্থানে করিয়া গমন। শ্রীব্রজেশ্বরীকে তথা কৈল আনয়ন ॥ মধ্যে দ্বারপাল আসি

উপনীত হৈল। তারে দ্বার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিল॥ ভ্রূভঙ্গি সহায়ে সূভাস্থানে তা সবার। গমনের সিদ্ধান্ত করিয়া সুনির্দ্ধার॥ পুনর্বার শ্রীরাম-কৃষ্ণের ঠাঞি যাঞা। শ্রীদাম পূর্ব্বের মত রহিল বসিয়া॥ বহিঃস্থিত সেই সভা মধ্যেতে শ্রীধর। সখাগণ ক্রমে ক্রমে আইল তৎপর। কৌতুক করয়ে রঙ্গমঞ্চে সেই মত। এথাও করিতে তথা কৌতুকাদি যত॥ সমেতাবস্থিত সভ্যগণে ভঙ্গি দ্বারে। প্রচুর পরমানন্দ দান করিবারে॥ শ্রীমধুমঙ্গল আসি হইল উপনীত। তারে হেরি সভাস্থিত সবে হরষিত॥ ব্রজরাজরাজ্ঞী আসি স্বস্থানে বসিল। গবাক্ষ হইতে সভা দেখিতে লাগিল ॥১১-১২

মণিময়বরপীঠে যাতৃমুখ্যান্তরালে নবতনয়বধূভিঃ সেবিতারাৎপ্রদেশা।
সুতমুখবিধুকান্তিং সা গবাক্ষাৎ পিবন্তী সুত-সুচরিততৃষ্ণক্ কৃষ্ণমাতা ব্যরাজীৎ॥

মাণিক্যখচিত, উৎকৃষ্ট আসনে, মাতৃগণমধ্যস্থানে। উপবিষ্ট হৈঞা, পুত্রের নবীনা বধূগণ সন্নিধানে॥ বধূগণদ্বারে, পরম সম্ভ্রমে, সেবিত হইয়া আর। গবাক্ষ হইতে পুত্রমুখ চন্দ্র, কান্তি পিঞে অনিবার। পুত্রের চরিত, শ্রবণ মানসে অতি তৃষ্ণা চিত্তে ধরি। শোভিতে লাগিল, পরিজনগণে, কৃষ্ণমাতা ব্রজেশ্বরী ॥১৩

অতঃপর ব্রজরাজ মধুর বচনে। কহিতে লাগিল সুতপুত্র দুই জনে॥ ওহে মধুকণ্ঠ আর ওহে স্নিগ্ধকণ্ঠ। শুনিতে দোহার বাণী মোরা সমুৎকণ্ঠ॥ অতএব কোন এক মনোজ্ঞ বিষয়। বর্ণনা করহ দোহে এইত সময়॥ হাতজোড় করি তবে কহে দুইজন। কহ কোন বিষয় করিব আরম্ভন॥ শ্রীব্রজরাজ তবে লাগিল কহিতে। তোমরা সর্বজ্ঞ এই কথা জানাইত॥ মোর কথা লইয়া করি বিষয় নির্ণয়। উৎপন্ন করহ এবে সবার বিনয়॥ দোহে কহে ওহে শিষ্ট অগ্রগন্ত আর। মহানুভব হে ভূব যে আজ্ঞা তোমার॥ এইত বালকদ্বয় মধ্যে একজনে। আজ্ঞা দেন এবে এক বিষয় বর্ণনে॥ দোহার প্রকৃতি এবে বর্ণনা করিব। তার মধ্যে অন্য শ্রোতা যে হইব॥ ব্রজরাজ কহে একদিন একজন। বক্তা হইয়া বিষয়াদি করিবে বর্ণন॥ অন্যজন সেইদিন শ্রবণ করিবে। পরদিন এই জন বক্তা যে হইবে॥ পূর্বজন সেই দিন করিবে শ্রবণ। এই মত করহ কার্যাদি দুইজন॥ তন্মধ্যে আরম্ভ-কর্তা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে। কথকতা বিষয়ে তাহারে শ্রেষ্ঠ বলে॥ এতশুনি মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত হইয়া। দাণ্ডাইল করদ্বয় সম্পূট করিয়া॥ তবে নান্দীপাঠ কৈল শুনি সর্বজন। হইল পরমানন্দ সাগরে মগন ॥১৪-১৬

[নান্দী] শ্রীমান্ যো ভগবান্ বিজয়তে ব্রহ্মাস্বয়ঃ স্বরর্ষিম্মহান্
ব্যাসস্তৎপ্রভবঃ পরীক্ষিদপি যা বুগ্রশ্রবঃশৌনকৌ।
শ্রীমদ্ভাগবতপ্রথাপ্রথস্মিন স্তান্ বিশ্বনিস্তারিণঃ
শ্রীগোষ্ঠস্য মহিষ্ঠতাং প্রথয়িতুং কম্রান্নমস্কুর্ম্ম হে ॥১৭

স্বয়ং ভগবান্, হয়েন্ত যে জন, সে শ্রীমান কৃষ্ণ আর। পদ্মযোনি সুর, ঋষি সুমহান্, বেদব্যাস পুত্র তার॥ পরীক্ষিৎ উগ্রশ্রবা শৌনকাদি নৈমিষের

ঋষিগণ। উৎকর্ষ লভিয়া বিরাজিছে বিশ্বে, নমস্ত এ সব জন॥ এই সব জন, শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শিত রীতিনীতি। বিস্তার করিয়া, নিস্তারক রূপে করে বিশ্বে স্থিতি॥ গোষ্ঠের মহত্ব বিস্তার করিতে সাতিশয় ব্যগ্রচিত্ত। রমণীয় এই, মহতের গণে, বন্দনা করিয়ে নিত্য॥

পশ্চাদল্পং তালযুগ্মং গৃহীত্বা গায়ন্তৌ দ্বৌ পার্শ্বয়োর্মন্ত্রবিজ্ঞৌ।
শ্রোতা ভ্রাতা যস্য সব্যেতরাগ্রে সোঽয়ং বক্তা সর্বমূর্চ্চৈর্দিধিষ ॥১৮

সুমন্ত্রণাভিজ্ঞ রত্নচূড় আর সুমতি দুই ত জন। দুই পার্শ্বে বসি, লঘু তালে গান করে পশ্চাদনুক্ষণ॥ শ্রোতারূপে অগ্রে ভ্রাতা স্নিগ্ধকণ্ঠ দক্ষিণ পার্শ্বেতে শোভে। সেই মধুকণ্ঠ, বক্তৃ তাতে মহাপ্রীতিপূর্ণ কৈল সবে॥ হেন মতে করি, মহোৎকর্ষ লাভ মধুকণ্ঠ পুনর্বার। সুমধুর কণ্ঠে, গীত নৃত্য আর, নানা ভাব সহকার॥ অভিনয় করি, মহাপ্রীতিযুক্ত, করিয়া সভাস্থ সবে। নিজে মহানন্দে, নিমগ্ন হইয়া, কথারম্ভ কৈল তবে॥

অথ কথারম্ভঃ॥ চারিবেদ আর পুরাণাদি শাস্ত্রে যার। কীর্ত্তিত আছয়ে গুণ রাশি চমৎকার॥ সেই বৃষ্ণিবংশ শ্রেষ্ঠ দেবমীঢ় নামে। মহাগুণী রাজা ছিল শ্রীমথুরা ধামে॥ ক্ষত্রিয়ের শিরোমণি সেই তো রাজার। আছিল দুইত ভার্য্যা বিদিত সংসার॥ আছিল প্রথমা ভার্য্যা জাতিতে ক্ষত্রিয়া। বৈশ্য জাতি জাত ছিল বলি যে দ্বিতীয়া॥ সেই ভার্য্যাদ্বয় যথাক্রমে পুত্রদ্বয়, প্রসবিল শূর আর পর্জন্য নাম হয়॥ শূর হইতে শ্রীবসুদেবাদি জন্ম নিল। ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ক্ষত্রিয় হইল॥ শ্রীমান্ পর্জন্য জন্মে বৈশ্যার উদরে। মাতৃবর্দ্ধসঙ্করো বৈশ্য জাতি ধরে। এই হেতু গোগণের লালন পালনে। অধিকার উপজিল জাতির কারণে॥ পিতৃরাজ্যান্তর্গত ভূমি মহাবনে। বিস্তর সংখ্যক গাভী লৈঞা হৃষ্টমনে॥ পর্জন্য আসিয়া বাস করিতে লাগিল। মাতুলবংশীয় গোপগণ সেথায় আইল॥ উত্তম চারণভূমি হয় মহাবন। মহানন্দে চরিতে লাগিল গাভীগণ॥ এইত পর্জন্য কৈলে ব্রাহ্মণ দর্শন। বাল্যকাল হইতে পূজা করিত চরণ॥ মনোরথ পূর্ণ করি দেয় বস্তু সব। ব্রাহ্মণে করিত দান জানিয়া বৈষ্ণব॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গণে অতি শ্রদ্ধাভরে। সেবন করিত লৈঞা নিজ পরিকরে॥ গোদুগ্ধাদি বিক্রয়ে যে স্বল্প লাভ হয়। করিত তেমতি ব্যবহার মহাশয়॥ হরিপূজা করিত সে যাবৎ জীবন। তার গুণ হেরি মুগ্ধ সজনের গণ॥ তার মাতৃ বংশ সেহ ব্যাপ্ত চারিধারে। ভূষণ স্বরূপ বৈশ্য জাতির ভিতরে॥ প্রশংসার যোগ্যপাত্র সর্বলোক হয়। তা সবারে বুধগণ আভীর কহয়॥ এইত আভীর জাতি বিশেষ প্রকারে। করিল উৎকর্ষ লাভ রাজ্যের মাঝারে॥ ব্রাহ্মণ হইতে আভীরের জন্ম হয়। হেন কথা মনু নিজ সংহিতাতে কয়॥

ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যাস্ত্র ধিগ্বণঃ॥

ক্ষত্রিয় ঔরসে, শূদ্রকন্যা গর্ভে উগ্রার জনম হয়। ব্রাহ্মণ ঔরসে উগ্রার জঠরে, অম্বষ্ঠ জনম লয়॥ সেইত অম্বষ্ঠ কন্যার জঠরে, ব্রাহ্মণ ঔরসজাত। আভীর নামেতে সবিশেষ জাতি, হয়েত পৃথিবী খ্যাত॥ বৈশ্যার জঠরে, শূদ্রের ঔরসে, জন্মে আয়োগধী জাতি। ব্রাহ্মণ ঔরসে আয়োগধী গর্ভে ধিগ্বণের সমুৎপত্তি॥ অন্যস্থানে আছে ব্রাহ্মণ যদ্যপি, বৈশ্যাতে সম্বন্ধ হয়। তবে সেই পুত্রে, শাস্ত্রকারগণ, অম্বষ্ঠ নামেতে কয়॥২০

পদ্মপুরাণেও সৃষ্টি খণ্ডের প্রথমে। দৃষ্ট হয় জাত্যাদির সমুৎপত্তি ক্রমে॥ আভীর পর্য্যায়ে এক গোপ তনয়ারে। ব্রহ্মা নিজে বিভা কৈল যজ্ঞ করিবারে॥ এইত প্রসিদ্ধি আছে শাস্ত্রের মাঝারে। জন্ম নিল আভীর গোপের পরিবারে॥ এই গোপ বংশ হয় আভীর কথিত। শ্রীকৃষ্ণ লীলাতে আসি হইল মিলিত॥ পদ্মপুরাণেও সৃষ্টি খণ্ডে এই কথা। স্পষ্ট রূপে পরিদৃষ্ট হয়ে ত সর্বথা॥ বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত মহাভীর জাতিগণ। দ্বিজবংশে গণ্য হয় এইত কারণ॥ মহা প্রশংসার পাত্র এই বংশ হয়। ভগবান এই বংশে হইল উদয়॥ মধুকণ্ঠ যদি হেন বর্ণনা করিল। স্নিগ্ধকণ্ঠ মনে মনে চিন্তিতে লাগিল॥ এই যদি হয় তবে ইথে কেহ কেহ। করিবে এই জাতির দ্বিজত্বে সন্দেহ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে গর্গাচার্য্য প্রতি। দ্বিজাতি সংস্কার করুক হে ব্রজপতি॥ বৈশ্যগণ করে গাভী লালন পালন। এহেন কথাও কহে শ্রীনন্দনন্দন॥

কৃষিবানিজ্যগোরক্ষং কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥

কৃষিকার্য্য তথা, বানিজ্য গোরক্ষা, কুসীদ এ চতুষ্টয়। শাস্ত্র অনুসারে ঐ বৈশ্য জাতির বৃত্তি মধ্যে গণ্য হয়॥ তার মধ্যে গাভী লালন পালন, এইতো গোবৃত্তি দ্বারে। নিরন্তর মোরা, করি প্রাণ রক্ষা, সাতিশয় সদাচারে॥২১

এই কথা কৃষ্ণ নিজে ব্রজরাজ প্রতি। কহিল শ্রীব্রজে যবে করয়ে বসতি॥ শুকদেব কৃত গোপাবাসের বর্ণনে। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ভনে॥ ইহা ভিন্ন পূর্ব জন্মে যেবা ধর্মরাজ। সে হইল বিদুর জন্মি শূদ্রাগর্ভ মাঝ॥ তথাপি তাহার জাতিদোষ না ঘটিল। তত্ত্ব জ্ঞানদানে ব্রাহ্মণের কার্য্য কৈল॥ অতএব উক্ত সন্দিহান ব্যক্তিগণ। এই সব বাক্য নাহি করিবে শ্রবণ॥ এতেক চিন্তিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠ তবে কয়। অতঃপর কহ তুমি আরব্ধ বিষয়॥ সভাসদগণ মহা আনন্দিত হইল। মধুকণ্ঠ অতঃপর কহিতে লাগিল॥ শ্রীমান পর্জন্য নিজ উত্তম সৌজন্যে। স্বোপার্জ্জিত অতুল সম্পদে ধন ধান্যে॥ সাধারণ অন্য বৈশ্য জাতি সমুদ্ভূত। সবে অতিক্রম কৈল এ নহে অদ্ভুত॥ নিজাশ্রিত দেশ করি সযত্নে পালন। হৈল মহা সম্মানিত ব্যক্তি একজন॥ বদান্যতা হেতু দুগ্ধ বৈভবে প্লাবিত। করিয়া সবারে হৈল জলদে তুলিত॥ সুযশে প্রহ্লাদ তুল্য ধ্রুব প্রতিজ্ঞায়। মহিমায় পৃথু ভীষ্ম শঙ্কর সত্তায়॥ গৌরবে স্বয়ম্ভু শিব মিত্রে

বীতকোপ। তেজে হরি সম ছিল শ্রীপর্জন্য গোপ॥ সর্বলোক যার গুণ অভ্যাস করিয়া। তাদৃশ তদীয় গুণে বশীভূত হৈএগ॥ সহস্র সহস্র মাতামহ বংশ জাত। সর্বৈশ্বর্য্য শালী আর অত্যন্ত বিখ্যাত॥ গোপগণ পুরোহিতগণের সংহতি। আসিয়া আশ্রয়ে যার করিল বসতি॥ পর্জন্য গোপের নিজ কুটুম্বের গণ। তাহারাও হয়েত সংখ্যাতে অগনন॥ শ্রীমান উগ্রসেন প্রভৃতি যদুগণ। অগ্রগণ্য রূপে যারা বিখ্যাত ভুবন॥ সর্বগুণ গৌরকে হেরিয়া অগ্রগণ্য। নিখিল গোপের প্রতিপালনের জন্য॥ রাজত্বসূচক খণ্ড তিলক রচিয়া। পর্জন্য গোপের মান দিল বাড়াইয়া॥ যার পত্নী সর্ব গুণে বরীয়সী হৈল। বরীয়সী নাম তেই সার্থক করিল॥ শ্রীমান উপনন্দ আদি পঞ্চজন। পুত্র যার আনন্দিত করিল ভুবন॥ যার যশ সদা স্তুতি পাঠকের গণ। নানা শ্লোকবদ্ধ করি করিত কীর্ত্তন॥২২-২৩

অন্যস্তু জলপর্জন্যঃ সুখপর্জন্য এব তু, সদা যো ধিনুতে সৃষ্টৈরুপনন্দাদিভির্জনং॥
পর্জন্যঃ কৃষিবৃত্তীনাং ভুবি লক্ষ্যো ব্যলক্ষত, তদেতন্নাদ্ভূতং স্থূললক্ষ্যতাং যদসৌ গতঃ॥

গগনে যে মেঘ, দেখা দেয় জল, পর্জন্য তাহার নাম। শ্রীপর্জন্য গোপ সুখের পর্জন্য বিহরে শ্রীব্রজধাম॥ গগনে পর্জন্য, উদিত হইয়া, ভূতলে যে দৃষ্ট হয়। কৃষিজীবিগণ হয় উপকৃত এহো ত বিচিত্র নয়। শ্রীউপনন্দাদি, পঞ্চ পুত্র আর, আপন সজন দ্বারে। ভুবনে সবারে, করি সুখ দান, ধনদানে ব্যবহারে। করিয়া পরমানন্দের বিধান, সদা সবাকার মনে। শ্রীপর্জন্যগোপ দানশৌণ্ডরূপে বিহরে শ্রীবৃন্দাবনে॥ উপমাসহিত স্তুতি পাঠকের গণ। পর্জন্য গোপের যশ করয়ে কীর্ত্তন॥২৪

উপনন্দাদয়শ্চৈতে পিতুঃ পঞ্চৈব মূর্ত্তয়ঃ।
যথানন্দময়স্যামী বেদান্তেষু প্রিয়াদয়ঃ॥২৫

বেদান্তে যদ্রূপ, আমোদ প্রমোদ, সুখ প্রিয় ব্রহ্ম আর। এই পঞ্চরূপ পরম ব্রহ্মেতে শ্রুত হয় অনিবার॥ উপনন্দ অভিনন্দ নন্দ তথা সনন্দ নন্দন আর। এই পঞ্চ পুত্র পর্জন্য গোপের পঞ্চমূর্ত্তি সুপ্রচার॥

উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ নন্দঃ সনন্দ-নন্দনৌ।
ইত্যাখ্যাঃ কুর্বতা পিত্রা নন্দিরর্থান্ সুদণ্ডিতঃ॥২৬

উপনন্দ অভিনন্দ নন্দ তথা, সনন্দ নন্দন নাম। রাখি পঞ্চ পুত্রে শ্রীপর্জন্য গোপ নিখিল গুণের ধাম॥ নন্দ নামে এই ধাতুর মুখ্যার্থ, আনন্দে উত্তম রূপে। বশীভূত তথা প্রচার করিয়া বিহরে ব্রজেশ রূপে॥

থাকিলেও নানাবিধ সম্পত্তি তাহার। ধনধান্য ধেনু ভূমি বহুত প্রকার॥ মানবের বস্ত্র যথা রমণীয় হয়, সেইমত হইল তার পুত্র সমুদয়॥ বসন ভূষণে শ্রেষ্ঠ বসন যেমতি। পুত্রগণ হয় তথা প্রধান সম্পত্তি॥ তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র নন্দ মহাশয়। পুত্র সম্পত্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়॥ সমগ্র ঐশ্বর্য বীর্য্য যশ শ্রী জ্ঞান। বৈরাগ্যতে যথা যশ শ্রী হয় প্রধান॥ সেইমত নন্দ নামে তৃতীয় তনয়। পঞ্চপুত্র মধ্যে সর্বাধিক গণ্য হয়॥ কেহ কেহ পাণ্ডুপুত্র পার্থের সহিত। নন্দের তুলনা

করে এ নহে উচিত ॥ কিন্তু মধ্যে বিদ্যমান পর্জন্য নন্দন। নন্দ করে জগতের আনন্দ বর্ধন ॥ তার সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রে শিশু সম ধরি। উপমা কদাপি মোরা স্বীকার না করি ॥ সেই সব মহোদার সহোদর মাঝে। নন্দ যে কেবল জন্মসূত্রে মধ্যে রাজে ॥ তাহা নহে তিহ বিশ্বে নিখিল গুনার। স্নেহ-সম্পত্তির হইবে পরম আধার ॥ নন্দপ্রতি পিতা আর মাতার তাহার। স্নেহাধিক্য দর্শন করিয়া অনিবার ॥ অন্যান্য ভ্রাতার ঈর্ষা নাইক হইল। বরঞ্চ সবার মুখ সম্পত্তি বাড়িল ॥ কেবল যে অপূর্ব অপূর্ব গুণরাশি। নন্দের শরীরে সমুৎপন্ন হইল আসি। তাহা নহে হরি ভক্তি প্রাচুর্য বশতঃ। সর্বগুণ তার দেহে হইল সমাগত ॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ॥

অকিঞ্চনা ভক্তি, নিষ্কাম স্বরূপা ভগবানে আছে যার। সর্ব্বগুণসহ দেবগণ আসি বাস করে দেহে তার ॥ এই কথা ভাগবতে বাগ্দেবী কহয়। অতএব নন্দে ইহা অদ্ভুত না হয় ॥ মধুকণ্ঠ সুখে শুনি এতেক বচন। উপনন্দ অভিনন্দে কহে সেইক্ষণ ॥ এই যে বালক কহিতেছে হেন কথা। অপূর্ব ইহার পর-হৃদয় বিজ্ঞতা ॥ তুমি কি বুঝিতে পার কহ মোর ঠাঁই। এ হেন বিজ্ঞতা অন্যজনে দেখি নাই ॥ জ্যেষ্ঠের বচন শুনে অভিনন্দ তবে। মধুকণ্ঠে কহে অত্যাশ্চর্য্য মৃদুরবে ॥ অতঃপর কহ তুমি বক্তব্য আপন। মধুকণ্ঠ কহিতে লাগিল সেই ক্ষণ ॥ সুমুখ নামেতে এক গোপের প্রধান। করিল নন্দের হস্তে নিজ কন্যা দান ॥ সেই কন্যা মহাধন্যা পরম রূপসী। তুলনাবিহীন রূপ গুণে বরীয়সী ॥ স্বীয় গুণে বশীভূত করি পরিজনে। করিয়া প্রচুর যশো দান শ্রোতৃগণে ॥ যারা সবে দেখে কিবা কথা তা সবার। ভক্তিমান যারা তা সবারে অনিবার ॥ যশোরাশি দান করে সর্বত্র সর্বদা। সার্থক করিল কন্যা স্বনাম যশোদা ॥ উভয়ের দাম্পত্য প্রণয় পরসনে। জন্মিল পরমানন্দ সবাকার মনে ॥ অতএব জনকাদি আত্মীয় সবার। হইবে যে মহানন্দ কি বিচিত্র আর ॥ হেনমতে পুত্র গণে বিবাহাদি দিয়া। সর্বচিত্তে মহানন্দ বিস্তার করিয়া ॥ শোকাদি রহিত আর সর্বাপেক্ষা ধন্য। হৈএগ সর্ব সমাজে পরম গণ্যমান্য ॥ নিজে বহুতর সুখ করি অনুভব। পোষণ করিয়া কুটুম্বাদি জন সব ॥ অতিথ্যাভ্যাগত মান্য করি অনুক্ষণ। করিবারে শ্রীগোবিন্দ পদাব্জ ভজন ॥ অনাসক্ত ভাবে মাত্র দেহ সংরক্ষণ। নিজাভীষ্ট বিবেচনা করি মনে মনে ॥ শ্রেষ্ঠ আর জ্যেষ্ঠ পুত্রে প্রাধান্য কারণে ॥ তিলক প্রদান তরে অভিলাষ কৈল। আমন্ত্রিয়া সর্ব জনে গৃহেতে আনিল ॥ বসুদেবাদি নানা নরদেব গণে। পরিবৃত্ত হইয়া অতি সুরম্য ভবনে ॥ শ্রীগর্গাচার্য্যাদি বিপ্রবৃন্দের সমক্ষে। করিল তিলক দান লোকপূর্ণ কক্ষে ॥ উপনন্দ শিরে ধরি পিতার আদেশ। ধারণ করিল অঙ্গে রাজকীয় বেশ ॥ তবেত কনিষ্ঠ নন্দে আহ্বান করিয়া। প্রেমপূর্ণ চিত্তে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া ॥ কুঙ্কুম চন্দন পঙ্ক করিয়া গ্রহণ। ভ্রাতার ললাটে কৈল তিলক রচন ॥ গোকুল রাজত্ব দিয়া

করিল সম্মান। হইল গোকুল রাজ তার অভিধান ॥ বসুদেবাদিক যত মহানের গণ। সভাতে রহিয়া সবে করিল দর্শন ॥ জ্যেষ্ঠের এ হেন আচরণ নিরখিয়া। সংকুচিত হৈল নন্দ স্নেহ সোঙরিয়া ॥ জনগণ সেহত বিস্মিত চিত্ত হৈল। পর্জন্য গোপের নেত্র ঔৎসুক্যে ভরিল ॥ এত হেরি উপনন্দ কহিছে বচন। অবিচারে হেন নাহি কৈনু আচরণ ॥ সর্বলোক স্নেহ পরাধীন হয়। সদ্গুণাধীন হয় স্নেহ সমুদয় ॥ সেইত সগুণ পুনঃ সকল বিষয়ে। সামঞ্জস্যাধীন রূপে পরিদৃষ্টি হয়ে। নন্দ বিষয়ক সেই সামঞ্জস্য সত্য। কেবল যে মো সবার প্রতি আধিপত্য ॥ বিস্তার করয়ে সদা তাহা মাত্র নয়। সবার উপরে আধিপত্য বিস্তারয় ॥ শুধুমাত্র আমি নহি বিশ্বে সর্ব্বজন। নন্দের প্রেমাতে মুগ্ধ হয় অণুক্ষণ ॥ যদ্যপি শ্রীনারায়ণ দেব বারম্বার। নন্দের উপরে আছে তুষ্ট অনিবার ॥ তথাপি সবার নেত্র ভৃঙ্গ তৃষ্ণাভরে। নন্দের বদন পদ্ম মধুপান করে ॥ অতএব প্রথম অবধি নন্দপ্রতি। শ্রীনারায়ণের দেখি করুণা মহতী ॥ মোর নাম যেথা যেথা আবশ্যক হয়। সেথা সেথা তার নাম যেন সবে লয় ॥ লিখনে পঠনে কিম্বা আজ্ঞাদি প্রদানে। নন্দনাম যেন যুক্ত হয় সর্বস্থানে ॥ অতএব নন্দ রাজা হয় মো সবার। উপনন্দ নাম মোর বিদিত সংসার ॥ উপ শব্দ অত্র স্থানে হীনার্থক হয়। গুণে আমি নন্দ হৈতে হীন সুনিশ্চয় ॥ অনুগত সবার এই দুইত প্রকার। উপ শব্দে হয় আমি এ দুই তাহার ॥ উপ শব্দ আধিক্যার্থে নন্দে কৈল যুক্ত। তবেত জ্যেষ্ঠাংশে আমি হই উপযুক্ত ॥ সমীপার্থে উপ শব্দে সদা সন্নিধান। যেথা নন্দ সেথা আমি আছি বিদ্যমান ॥২৭-৩৫

অথাভবৎ কুসুমজবৃষ্টিভিঃ সমং স্ফুটধ্বনির্দিবমনু সাধু সাধ্বিতি।
সভাসদামিহ চ বিকাসি দৃষ্টিভির্যথাস্ফুরজ্জয়-জয়-শব্দমঙ্গলং ॥৩৬

ত্রিদিব হইতে, কুসুম বর্ষণ, সাধু সাধু ধ্বনি সাথ। হইতে লাগিল, সেইত সময়ে বৃষ্টিসম অকস্মাত ॥ সভাস্থিত সভ্যবৃন্দের বদনে, প্রফুল্ল নেত্রের সঙ্গে। জয় জয় ধ্বনি, সুমঙ্গল রব, উদ্গীত হইল রঙ্গে ॥

এতগুলি স্নিগ্ধকণ্ঠ মধুকণ্ঠে কয়। তুমিত শ্রীমান তোমার সর্বত্র বিজয় ॥ মধুকণ্ঠে মধুসম বাণী বিতরণে। উৎকণ্ঠিত করিয়াছ জগতের জনে ॥ শ্রীমান উপনন্দ কনিষ্ঠ নন্দন। এ দোহার গণনে মধ্যম তিনজন ॥ তেই অত্রকে মধ্যম করি নির্দ্ধারণ। দৃষ্টান্ত সহিত এবে করহ বর্ণন ॥ এত শুনি মধুকণ্ঠ কহে তার প্রতি। এক প্রহেলিকা আছে শুনহ সম্প্রতি ॥ এই প্রহেলিকা হয় অনবদ্য আর। চিত্তানন্দ সমুচিত হয়েত তোমার ॥ এইত হেঁয়ালী তুমি করহ পূরণ। স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে তুমি করহ বর্ণন ॥ এতশুনি মধুকণ্ঠ সবে শুনাইয়া। কহিতে লাগিল শ্লোক আবদ্ধ করিয়া ॥৩৭

আকৃষ্য মৎপুত্রমনেন পুত্রোক্তেন ভূতিং ভজতে স এবঃ।
ইতি স্বয়ং বেত্তি ন তেন মৈত্রীং ভিনত্তি কোঽহঙ্গং বদনে বদেতি ॥

মোর পুত্রে করি আকর্ষণ আর, তারে করি নিজপুত্র। ঐ পুত্রীকরণে, সম্পত্তি যেবা লাভ কৈল অত্র॥ যার পুত্রে কৈল আকর্ষণ সেই জানে সর্ব বিবরণ। তথাপি না করে, মৈত্রী পরিহার, কহ কেবা এই জন॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ তবে, উৎকণ্ঠা সহিত, সানন্দে ত্বরিতে কয়। এই ভাগ্যবান, জগতে প্রসিদ্ধ নন্দ মহারাজ হয়॥ মধুকণ্ঠ কহে, সত্য জ্ঞাত হৈলা, তুমি মোর সহোদর। শ্রীনন্দের গুণ, সংক্ষেপ বচনে কহি শুন অতঃপর ॥৩৮

স্বেনাল্পেন গুণেন বাঞ্ছতি নিজে পূজাসুখে ভূয়সী
লোকো যস্তু মহীয়সাপি খলু তে নৈবান্যদীয়ে সদা।
সোঽয়ং শ্রীব্রজরাজ এব যদসৌ শূরাঙ্গজং ধিৎসিতুং
তত্ত্বদানিমসোঢ় সখ্যমভিনন্নাল্পঞ্চ তস্যান্তরম্ ॥৩৯

এইত জগতে, লোক মাত্রে নিজ, অত্যল্প গুণের দ্বারে। গুণের অধিক বহুসুখ আর, নিজপূজা বাঞ্ছা করে॥ সেইত মহান জন এ জগতে, আপন প্রচুর গুণে; অন্যজন পূজা অন্যজন সুখ, বাঞ্ছয়ে সতত মনে॥ শূরসেন পুত্র, বসুদেবে যেবা, প্রীতিযুক্ত রাখিবারে। অতীব দুঃসহ, স্বপুত্র বিচ্ছেদ সহ্য কৈল অকাতরে॥ তথাপিহ সখ্য, না হৈল অন্তর স্বল্পও অন্তরমাঝ, ভুবন বন্দিত, সেই জন হয়, এই নন্দ মহারাজ ॥৪০

মধুকণ্ঠ মুখে শুনি এতেক বচন। সন্তুষ্ট হইল সভাস্থিত সর্বজন॥ অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সভ্যগণ সবে। মধুকণ্ঠ বাক্য চন্দ্রে প্রাপ্ত হৈঞা তবে॥ রত্নাকর সম মহা উচ্ছলিত আর। হৈল অঙ্গতরঙ্গ বিশিষ্ট সবাকার॥ মধুকণ্ঠ প্রতি তবে হৃদয় রতন। নিক্ষেপ করিতে আরম্ভিল সর্বজন॥ কিম্বা হৃদয়ঙ্গম যে বাঞ্ছিত রতন। তাহা বিতরিতে আরম্ভিল প্রতিজন॥ উভয় বিষয়ভেদ কেহ না বুঝিল। সবার হৃদয় মহা আশ্চর্য্যে ভরিল॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে তুমি কহ অতঃপর। আরম্ভিল মধুকণ্ঠ বর্ণনা সুন্দর॥ সেইত শ্রীমান ধন্য গোপ শ্রীপর্জন্য। গোবিন্দ পদার বিন্দ ভজনের জন্য॥ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল মহাশয়। পুত্রগণ সন্নিকটে আইল সে সময়॥ সংক্ষেপে সমস্ত শাস্ত্র সার জানিবারে। প্রশ্ন কৈল পিতৃ ঠাঞি শ্রদ্ধা সহকারে ॥৪১

কিং ভয়মূলমদৃষ্টং কিং শরণং শ্রীহরের্ভক্তঃ।
কিং প্রার্থ্যং তদ্ভক্তিঃ কিং সৌখ্যং তৎপরপ্রেম ॥৪২

পুত্রগণ কহে, কহ পিতা তুমি, ভয়ের কি মূল হয়। পিতা কহে ভয়, মূল সে অদৃষ্ট প্রাক্তন কর্মরে কয়॥ আশ্রয় কি এই, ভুবন মাঝারে, জিজ্ঞাসিল পুত্রগণ। পিতা কহে হরি ভক্ত সে আশ্রয়, ইহামুত্র সর্বক্ষণ॥ পুত্রগণ কহে, প্রার্থনীয় বস্তু, কি আছে জগত মাঝে। পিতা কহে হরি ভক্তি ভিন্ন আর, প্রার্থনীয় নাহি আছে॥ পুত্রগণ তবে, পিতারে পুছিল, কিবা সুখ হয় অত্র। পিতা কহে সুখ, ভগবৎ প্রেম, অত্র বা পরত্র তত্র॥ হেন মতে পুত্র গণে সন্তুষ্ট

করিয়া। বরীয়সী পত্নী সহ বৃন্দাবনে যাঞা॥ বাস কৈল গিরি গোবর্দ্ধন পরিসরে। শ্রীপর্জন্য গোপ হরি ভজনের তরে॥ ধৃতরাষ্ট্র পিতা হয় শ্রীবিচিত্র বীর্য্য। তার সভা মধ্যে ছিল ভীষ্মদেব আর্য্য॥ শ্রীউপনন্দ নিজ নাম অনুরূপ। নন্দের সভায় তথা মন্ত্রীর স্বরূপ॥ স্বাধীন ভাবেতে নিত্য অবস্থান কৈল। তার আজ্ঞা মতে নন্দ কার্যে যুক্ত হৈল॥ মন্ত্রণা করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত। করিতে লাগিল নন্দ প্রজাপুঞ্জ হিত। প্রজাপালন রূপ তার এই কার্য। দেখিয়া সকল লোক মানিল আশ্চর্য্য ॥৪৩

মর্য্যাদাং পিতুরস্মাবদেব সর্বাং ধর্মাদির্ন বিপদমেত্তি যত্র চার্থঃ।
সম্পত্তির্ন পুনরভূদভুষ্য বস্তা যেনাসৌ প্রসভমবাপ বৃদ্ধিমেব ॥৪৪

গো-ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবন, পিতৃকৃত কর্ম যত। সুনিয়মে সব, কৈল অনুষ্ঠান, হইয়া জ্যেষ্ঠানুগত॥ ধর্ম অর্থ কাম, পুরুষার্থ এয়, না হৈল বিপদাপন্ন। সম্পত্তি সেহত, ক্ষয় না হৈল বাড়িল সুনীতি জন্য॥ এইভাবে করি, সর্ব সমাধান, রহিয়া গোকুল মাঝ। সর্ব সম্পত্তিতে, বর্ধিত সহসা, হৈল নন্দ মহারাজ॥

নিখিল সম্পত্তি বৃদ্ধি হৈলে হেন মতে। বেষ্টিত হইয়া ব্রজজনে চারিভিতে॥ সুরাজ সম্পন্ন দেশে সকল প্রকারে। নিরত বর্দ্ধন শীল সম্পত্তির দ্বারে॥ সুখের চরম সীমা পরিপ্রাপ্ত হৈল। চিত্ত মাঝে কিন্তু এক উৎকণ্ঠা জন্মিল॥ সেইত উৎকণ্ঠা দীপকলিকার মত। বাড়িতে লাগিল চিত্তমাঝে অবিরত॥ ব্রজবাসী সবাকার প্রাণের দোসর। গোপকুল রাজনন্দ নিজ বংশধর॥ পুত্র না পাইয়া অতি উৎকণ্ঠিত হৈল। আগ্রহে প্রতীক্ষা সবে করিতে লাগিল॥ যতদিন যায় তত আশার বিনাশ। হেরি ব্রজবাসী সবে হৈল নিরাশ॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ যে দুঃখিত সাতিশয়। হইবে ইহাতে আর সন্দেহ না রয়॥ ব্রজরাজ দম্পতি পূর্বেই পুত্রাশায়। সন্দিহান ছিল ইথে সংশয় নাভায়॥ বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থা কৈল আগমন। আর না হৈল পুত্র বদন দর্শন॥ এতেক সন্দেহপূর্ণ নিরাশ হৃদয়। হৈল পুত্রাভাবে ব্রজ দম্পতি উভয়॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে নন্দ প্রিয়তম গণ। পুত্রেষ্ট্যাদি যজ্ঞ কেন না কৈল তখন। কালগতি নিপুণ সে নন্দ যশোমতী। সন্দিগ্ধ কেন বা হৈল পুত্র জন্ম প্রতি॥ ভগবৎ পরায়ণ হয় দুই জন। কেন বা পুত্রের আশা করয়ে পোষণ॥ বিশেষত এইরূপ বার্ধক্য সময়। পুত্র মুখ দর্শন কভু সম্ভব না হয়॥ মধুকণ্ঠ কহে তার পুরোধা সকল। করিল পুত্রেষ্টি কিন্তু না হৈল সফল। স্নিগ্ধ কণ্ঠ কহে যজ্ঞ হৈল কি প্রকার। কেন নাহি উপজিল সুফল তাহার॥ মধুকণ্ঠ কহে শুন নন্দ মহারাজ। যশোমতী পত্নী তার এ দোহার মাঝ॥ রহিলেও প্রভুর সম্পত্তি দুই জনে। কহিতে লাগিল কথা বসিয়া নির্জনে॥ শ্রীমান পতি কহে আমি কুটুম্বিনি। অবধান কর তুমি মোর এই বাণী॥ মোর সন্তানের তরে এই শোকাকুল। আত্মীয় সজন হৈঞা অতীব ব্যাকুল॥ কিন্তু সুস্থ করি অবলম্বন প্রধান। করিতে পারিলে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান॥ সকলে কামনা

কালে এই মোর মন। যে বিচিত্র শ্রেষ্ঠ পুত্র কররে প্রার্থন॥ কর্মজ অদৃষ্টহেতু পুণ্যের প্রভাবে। সেই অপূর্ব পুত্র লাভ কেমনে সম্ভবে॥ শুভাশুভ কর্ম কৈলে সুষ্ঠু অনুষ্ঠান। অপূর্ব নামেতে পুণ্য হয় বিদ্যমান॥ তার বশে যেইত সংস্কার উপজয়। তার বশে প্রাণী আসি গর্ভে জন্ম লয়॥ প্রাকৃত জীবের জন্ম মৃত্যু হেন মতে। সংঘটিত হয় এই সংস্কার হইতে॥ যে প্রকার পুত্র তরে মোর চিত্ত দহে। সে কিন্তু কদাপি সংস্কারের বশ নহে। সে পুত্র হয়েত অপ্রাকৃত সনাতন। অদৃষ্ট নিয়ন্তা বিশ্ব সৃষ্টির কারণ॥ কাম্য পুত্র ভিন্ন অন্য পুত্র জন্য আর। বাঞ্ছা নাহি হয় যাগ কর্ম করিবার॥ কহিতেও হেন যাগ কর্মাদির কথা। ইচ্ছা নাহি হয় চিত্তে উপজে জড়তা॥ সুদুর্লভ পারিজাত পুত্রের গোচরে। আকাশ কুসুম আর কি মাধুর্য্য ধরে॥ মোর প্রতি সদা দয়াশীল সাতিশয়। বেদ পারায়ণ ফল স্বরূপ যে হয়॥ সেইত শ্রীল নারায়ণের রূপ হৈতে। কি আর মধুর তব আছে ত্রিজগতে॥ এত শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ মনে মনে কয়। নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণ মাধুর্য্যাতিশয়॥ যেহেতু এইত কৃষ্ণে করিয়া উদ্দেশ। বিদুরের প্রতি কহে উদ্ধব বিশেষ॥ ভাগবত শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করি কয়। অসমোর্দ্ধ রূপ গুণান্বিত কৃষ্ণ হয়॥

> যন্মর্ত্তলীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
> বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥৪৬

নিজ যোগমায়া, শক্তির মহিমা, জনে জনে দেখাইতে। মর্ত্যলীলা যোগ্য, কৃষ্ণ নিজ রূপ প্রকটিল এ জগতে॥ সৌভাগ্য লক্ষ্মীর, পরাকাষ্ঠা রূপ, বিশ্বচিত্ত বিস্মাপণ। সে রূপ হেরিয়া, হয় বিমোহিত, কৃষ্ণেরও নিজ মন॥ প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত রূপ রাশি, এ হেন সুষমা ধরে। ঝলকে যাহার, মণি রত্নময়, ভূষণে ভূষিত করে॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ এত চিন্তি কহে অতঃপর। বর্ণনা করহ তুমি হইয়া তৎপর॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে শুন সর্বজন। শুনিয়া নন্দের মুখে এতেক বচন॥ ব্রজরাজ পত্নী শ্রীমতী যশোমতী। সাগ্রহে পুছিল নন্দ মহারাজ প্রতি॥ যেই রূপ পুত্রে প্রভু তব অভিলাষ। কৃপা করি মোর ঠাঞি করহ প্রকাশ॥ শুনি নন্দ সাতিশয় আনন্দিত হৈল। নিজ দৃষ্ট পুত্র রূপ বর্ণিতে লাগিল ॥৪৭

> শ্যামশ্চঞ্চলচারুদীর্ঘনয়নো বালস্তবাঙ্কস্থলে
> দুগ্ধোদগারিপয়োধরে স্ফুটমসৌ ক্রীড়ন্ময়ালোক্যতে।
> স্বপ্নস্তৎ কিমু জাগরঃ কিমথ বেত্ত্যেতন্ন নিশ্চীয়তে
> সত্যং ব্রূহি সধর্মিণি স্ফুরতি কিং সোঽয়ং তবাপ্যন্তরে ॥

শ্যামকান্তি কলেবর, শিশু এক মনোহর, সুচঞ্চল সুদীর্ঘ নয়ন। তোমার অঙ্কের পরে, দুগ্ধোদগারি পয়োধরে, ক্রীড়া করে করিনু দর্শন। সে ক্ষণিক দরশন, স্বপ্ন কিংবা জাগরণ, করিতে না পারি সুনিশ্চয়। সত্য কহ সধর্মিণী,

সেই শিশু রূপখানি, তোমারো কি চিত্তে স্ফূর্ত্তি হয়॥ এত শুনি ব্রজেশ্বরী কহে হে শ্রীমন্। হেন মনোবৃত্তি মোর চিত্তে অণুক্ষণ॥ বুদ্ধিবৃত্তি অতিক্রম করি বিদ্যমান। আছে মোর চিত্তে করি উদ্বিগ্ন পরাণ॥ লজ্জা হেতু এই কথা প্রভু তব ঠাঁই। নিবেদন কদাপি করিতে পারি নাই॥ অলভ্য বস্তুর লাভ বাসনা হইতে। বৈরাগ্য পরম শ্রেয়ঃ কহে শাস্ত্রাদিতে॥ অতএব এই অসম্ভব মনোরথ। পরিহার নিবৃত্তি শাস্ত্রের অভিমত॥ বিচারিয়া বৈরাগ্যের পথাবলম্বনে। সংযত করিব চিত্ত মোরা দুইজনে॥ নন্দ কহে অসম্ভব এইত বিষয়ে। মধ্যে মধ্যে যদ্যপিহ মোর চিন্তা হয়ে॥ অলীকাশা পরিহরি চিত্তের সংযম। আশ্রয় হয়েত অত্র পন্থা সর্বোত্তম॥ তথাপিহ অঘটন ঘটন পটিয়সী। শক্তিতে যে সৃষ্টি করে রবি তারা শশী॥ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তথা কররে সৃজন। একমাত্র সহায় শ্রীমন্ নারায়ণ॥ সে মহান্ নারায়ণ দেবের চরণ। মো সবার একমাত্র হয়ে ত শরণ। এইরূপ চিত্তবৃত্তি মোর অনুক্ষণ। হয় তেঁই চিন্তা করি প্রভুর চরণ॥ অদৃষ্ট অশ্রুতপূর্ব বস্তু সমুদয়। দৃষ্টসম করাইল সেই দয়াময়॥ পূর্বে সর্ববিষয়ে যে কৈল সমাধান। সে প্রভু করিতে পারে পুত্ররত্ন দান॥ ব্রজেশ্বরী কহে দেব সেই ত প্রভুর। সেবা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সুপ্রচুর॥ শ্রদ্ধাসহ সেবা কার্য নিত্য অনুষ্ঠান। এই ত বিষয়ে হয় কর্ত্তব্য প্রধান॥ ব্রজরাজ কহে সত্য তোমার বচন। কহ ধনি কিবা সেই সেবা প্রকরণ॥ এত শুনি ব্রজেশ্বরী হাস্যমুখে কয়। করিলে দ্বাদশী ব্রত তার সেবা হয়॥ ব্রজরাজ কহে তুমি কহিলে সঙ্গত। এহেন উৎকণ্ঠা আছে মোর চিত্তগত॥ অতএব অদ্য হৈতে শ্রীদ্বাদশী ব্রত। করিব আরম্ভ দোহে হইয়া সংযত॥ হেনমতে দোহে মেলি সানন্দ হৃদয়। মন্ত্রণা কররে বসি যেইত সময়॥ সে কালে দুন্দুভি বাজাইল দেব সবে॥ সর্ব শব্দ আচ্ছন্ন হইল সেই রবে॥ মধুকণ্ঠ যেই রূপ করিল বর্ণন। তাহাতে হইল নিজ চরিত্র চিত্রণ॥ শুনিয়া শিথিল হৈল শ্রীনন্দের মন। পরবস্তু লাভে দোহে কররে মনন॥ সূতপুত্রে তবে তিঁহ অতি মনোহর। অলঙ্কার দান কৈল বিস্তর বিস্তর॥ মহা নীলমণিময় পদক বিশিষ্ট। হার দিল ব্রজেশ্বরী হইয়া সন্তুষ্ট॥ উৎকণ্ঠা সহিত স্নিগ্ধকণ্ঠ তবে কয়। কহ তবে কি হৈল সেই ত সময়॥ মধুকণ্ঠ কহে পতি-পত্নী দুইজন। শ্রীদ্বাদশীব্রত করে হৈঞা একমন॥ হেনমতে সম্বৎসর বিগত হৈল। এককালে দুইজনে স্বপন দেখিল॥ দেবদেব নারায়ণ স্বপ্নে দেখা দিয়া। কহিতে লাগিলা দোঁহে ঈষৎ হাসিয়া॥ অহো কি আশ্চর্য্য মোর প্রতি অণুক্ষণ। অনুরাগ পূর্ণভক্তি আছয়ে যখন। তবে কেন দুইজনে একত্র মিলিয়া। খেদ করিতেছ অতি শোকাকুল হৈঞা॥ এইত অতসী পুষ্প হৈতে সুষম। সুকুমার কুমার অতীব নিরুপম॥ স্বপনে অথবা জ্ঞানে দোহে বারে বারে। পুত্ররূপে অনুভব করিলে যাহারে॥ তিঁহ তোমা দোহাকার হৈঞা অনুগত। প্রতি কল্প বিশ্বমাঝে হয় আবির্ভূত॥ স্বীয় ভক্তি প্রবর্ত্তন করিবার

তরে। পুত্ররূপে দোঁহাকার বিশে অবতরে।। মৎ প্রবর্ত্তিত স্বর্গে দ্রোণ-ধরা
রূপ। সেহ তোমা দোঁহাকার অংশাংশস্বরূপ।। ভাগবতে ব্যক্ত তত্ত্বুরিভাগ্য
শ্লোকে। সেই তথ্য ব্যক্ত হইয়াছে জীবলোকে।। ব্রহ্মাদির অলভ্য সাক্ষাৎ
কৃষ্ণরূপ। করিয়া সাক্ষাৎকার সেইত স্বরূপ।। দুইজনে কৈলা তবে জনম গ্রহণ।
স্বয়ং কৃষ্ণ তিঁহ হৈল তনয় তখন।। অচিরে দোঁহার এই রুচিরাভিলাষ। লভিবে
সাফল্য দোঁহে না হইও নিরাশ।। পরম হিতৈষী নারায়ণ ভগবান্। এই কথা
কহিয়া করিলা অন্তর্দ্ধান।। নন্দ যশোমতী দোঁহে হইলা জাগ্রত। অমৃতের
সিন্ধু যেন হৈল হস্তগত।। নারায়ণ বাক্য দোঁহে আলোচনা কৈল। আত্মীয়-
স্বজনগণে সব জানাইল।। পরানন্দ চমৎকার ভাব রাশি তবে। লাভ কৈল
দুইজনে আর ব্রজে সবে।। তবে স্নিগ্ধকণ্ঠ স্বপ্ন চিন্তিয়া কহিল। পূর্বোক্ত প্রশ্নের
মোর উত্তর হইল।। শ্রীমন্নারায়ণ কহিল যথার্থ। শ্রীকৃষ্ণ হয়েত তব দোঁহাকার
পুত্র।। ব্যভিচার শূন্য বাক্য যুক্তিপরায়ণ। শ্রীগর্গমুনির অভিপ্রায়-সমর্থন।।
একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য আমি হেন বাণী। গীতাতে কহিলা নিজে হেন কথা জানি।।
শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ কেবল। প্রেম নিবন্ধন অন্য সকলি বিফল।। তেই
ভগবৎ সঙ্গে সম্বন্ধ বিশেষ। স্থাপনের হেতু হয় প্রেম সবিশেষ।। যেই ভক্ত
ভজে মোরে যেইত প্রকারে। সেই ভাবে আমিই সতত ভজি তারে।।
এই ত বচনে সিদ্ধান্তিত হয় স্পষ্ট। প্রেমের বৈশিষ্ট্যে ঘটে সম্বন্ধ বৈশিষ্ট্য।। অতএব
এইত সিদ্ধান্ত হয় সার। বাৎসল্য নামক প্রেম সজ্জন সবার।। বৎসলতা ভাব
চিত্তে করি উদ্দীপন। ঈশ্বরে করায় পুত্র স্বরূপ গ্রহণ।। তদীয় ঐশ্বর্য পর্যালোচন
বশতঃ। শ্রীবসুদেবের বাৎসল্য স্বভাবতঃ।। তারল্য সারল্য দুই ভাব প্রাপ্ত
হৈল। নন্দের বাৎসল্য হৈতে লঘুত্ব লভিল।। নন্দের বাৎসল্য সদা বৃদ্ধিশীল
আর। বিশুদ্ধ বলিয়া খ্যাত নিখিল সংসার।। পুত্রভাবে মাতাপিতা বক্ষে তুলি
লয়। মুনিগণ কহে ইথে চিত্ত হেতু হয়।। অংশকলা সহ বসুদেবের অন্তরে।
প্রবেশিল হরি অবতরণের তরে।। বসুদেবাহিত সর্বাত্মক আত্মভূত। পরম
পদার্থ জ্যোতির্ম্ময় অদ্ভুত।। ধরিল দেবকী দেবী মানসে তখন। পূর্বদিক
করে যথা শশাঙ্কে ধারণ।। এইসব শাস্ত্রবাক্যে প্রমাণিত হয়। ভাবাবিষ্ট চিত্তে
হয় হরির উদয়।। ব্রজেশ্বর আর ব্রজেশ্বরী দুইজন। পরম পদার্থ কৈল মানসে
ধারণ।। তাহা মাত্র কার্যের অন্যথা সমুৎপত্তি। সিদ্ধ হৈঞা হয় ভক্তি স্বভাবে
উৎপত্তি।। যদি হেন হয় তবে সম্প্রতি বিশেষতঃ। পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত আসক্তি
সহিত।। ভক্তির উদ্রেকে চিত্তে সেই পুত্রভাব। দেখা দিবে ইহা হয় ভক্তির
স্বভাব।। তেই কৃষ্ণ নিত্য নন্দসুত নামে খ্যাত। কোন কার্য হেতু হৈল
বসুদেবে জাত।। স্পষ্টাক্ষরে স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে অতঃপর। প্রসঙ্গান্ত কথা
কহ ওহে মনোহর।। মধুকণ্ঠ কহে যথা উৎকণ্ঠা বশতঃ। হইল সবার চিত্ত
অতীব পীড়িত।। এক দিন তবে সমতাবাপন্ন মন। উপনন্দ আদি যত

প্রাচীনের গণ।। সভাস্থানে একসঙ্গে হৈঞা সমবেত। উৎকণ্ঠাতে কৈল সুখ
প্রস্তাব বেকত।। এহেন সময়ে কোন এক তপস্বিনী। অনেক মাতৃক বিপ্র পুত্র
সঙ্গে আনি।। উপনীত হৈল সেই সভার মাঝার। চতুর্দিকে করে দেবী দৃষ্টির
সঞ্চার।। মহৎ প্রভাব লক্ষণা দেখিয়া তাহারে। গাত্রোত্থান কৈল সবে ভক্তি
সহকারে।। যথাযোগ্য করিয়া আতিথ্য সম্পাদন। কহিতে লাগিল সভাস্থিত
সর্বজন।। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ যোগমায়া রূপ। কে তুমি বোলহ মাতা
তোমার স্বরূপ।। শ্রীমন্ নারদের নব তনুধারী। সঙ্গে এই বধূ কেবা বোলহ
বিস্তারি।। এত শুনি তপস্বিনী মৃদু হাস্য কৈল। সংক্ষিপ্ত বচনে তবে কহিতে
লাগিল।। মোর নাম পৌর্ণমাসী কাত্যায়নী হয়। কুমারী বয়সে কৈনু প্রব্রজ্যা
আশ্রয়।। এবে অর্ধ বৃদ্ধা অঙ্গে কষায় বসন। তেই কাত্যায়নী নাম কহে কোন
জন।। তপস্বিনী আর আমি দৈবজ্ঞা বিশেষ। মোরে জানে ভক্তি মার্গে যে করে
প্রবেশ।। এই বটু হয় মধুমঙ্গল নামক। নারদ প্রকৃতি এক মাতৃক বালক।।
বিদ্যার প্রভাবে এই মোরা দুই জন। করিয়াছি এবে নিজ বয়স স্তম্ভন। ব্রজ
বাসীগণ তবে যুক্ত করি কর। কহিতে লাগিল পৌর্ণমাসীর গোচর।। মোরা
অতি দীনহীন জন বৃন্দাবনে। হইল তোমার কৃপা কিসের কারণে।। দেবী কহে
কোন এক অপূর্ব বৈভব। তোমা সবাকার ভাগ্যে হইবে সম্ভব।। দেখিবার
তরে তাহে আসিয়াছি তথা। বিশ্বাস করিয়া সবে শুন মোর কথা।। ব্রজ
বাসীগণ কহে সম্ভাব্য সেইত। ভাগ্য কি বোলহ মাতা করি বিস্তারিত।। দেবী
কহে তোমা সবাকার প্রাণ কন্দ। নন্দের নন্দন রূপে জগত আনন্দ।। উদয়
হইবে এই সৌভাগ্য অপার। হইবে প্রকট অচিরাতে সবাকার।। এত শুনি
সবে হৈল সজল নয়ন। পুলকে আকুল তনু কহে সেইক্ষণ।। মো সবার বাস-
ভূমি এই বৃহদ্ বন। মহাতীর্থে পরিগণ্য আছে সর্বক্ষণ।। মো সবার স্নান-পানাদিতে
নিরন্তর। যেবা দেয় বিশ্রাম সুখাদি সুবিস্তর।। পূণ্যতোয়া সেই কৃষ্ণা যমুনার
তীর। নির্মাণ করিব এক পর্ণের কুটীর।। বটু সহ সেথা তুমি করিবে বসতি।
তোমার চরণে দেবী এইত মিনতি।। দেবী কহে নব্য হইলেও এই বাণী।
বেদবাণী তুল্য সবে মান্য করি মানি।। ইহার কারণ কহি করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণান্তিকে এই বাক্য কৈল উচ্চারণ।। কৃষ্ণ সন্নিকটে এহ এক অর্থ হয়। কৃষ্ণা
শব্দে শ্রীযমুনা অন্বর্থ কহয়।। অতএব যেই পুত্র জনম লভিবে। মনে হয়
কৃষ্ণ নাম তাহার হইবে।। প্রচুর প্রভাবশালী যাহার জনমে। পৃথিবী হইবে
নিদানব কালক্রমে।। জীর্ণভাব সব তার অপ্রাকৃত গুণে। নবভাব সম্প্রাপ্ত
হইবে ক্ষণে ক্ষণে।। বিত্তাদি সম্বন্ধে যেই সগুণতা হয়। তৎ সম্বন্ধে সেহ হয়
নির্গুণ নিশ্চয়।। আসক্তি হয়েত সকিঞ্চনতা আখ্যান। বিষয় সম্পত্তি প্রতি
সদা বিদ্যমান।। সেইত বিষয়াদিতে ভক্তিতে তাহার। সমুৎপন্ন হয় নিষ্কিঞ্চনতা
অপার।। হেনমতে বিশুদ্ধ স্বভাব সমুদয়। তাহার প্রভাবে যথা অনুকূল

হয়। অতএব সেই রুক্মাস্তিকে অবস্থিতি। তোমা সবাকার কৃপা হয় মোর প্রতি। এত শুনি মহানন্দে তত্র সর্বজন। শ্রীপৌর্ণমাসীর কৈল চরণ বন্দন॥ ইন্দীবর বররুচি নিন্দি কান্তিদামে। দীপ্তদেহা শ্রীযমুনা তীরে ব্রজধামে॥ পর্ণের কুটীর এক করিয়া নির্মাণ। তথা কৈল উভয়ের বাসের বিধান॥ সেই দিন নির্দোষ সে প্রদোষ সময়। মথুরা হইতে বসুদেব মহাশয়॥ চিত্ত শোষকারী সুদুর্দান্ত কংসকোপে। পীড়িত হইয়া সদা সাতিশয় রূপে॥ ব্রজহিত কারিণী শ্রীরোহিণী দেবীরে। পাঠাইয়া দিল ব্রজে নন্দের মন্দিরে॥ ঘোটকীর পৃষ্ঠে দেবী করি আরোহণ। গুপ্ত ভাবে বৃন্দাবনে কৈল আগমন॥ সাতিশয় পতি ব্রজা দেবী শ্রীরোহিণী। নন্দগৃহে পদার্পণ করিল যেমনি॥ উদিত হইল শুভ লক্ষণ সকল। পক্ষীরবে উল্লসিত হৈল সভাস্থল॥ যশোদা রোহিণী দোহে আনন্দে মোহিত। হইল সখীর মত আনন্দে মিলিত॥ গঙ্গা যমুনার যেন মিলন ঘটিল। পরস্পরে সুখধারা বর্ষিতে লাগিল॥ সেইত ধারাতে স্নান করি অনুক্ষণ। লভিল পরমানন্দ ব্রজবাসীগণ॥ জ্যৈষ্ঠ মাস হৈতে শ্রাবণান্ত মাস ত্রয়। অন্তঃসত্ত্বাবতী দেবী রোহিণী আছয়॥ নিজ সঙ্গে অভিন্নতা করি আলোচন। যশোদা হইল মহা আনন্দে মগন॥ অনন্তর মাঘ মাসে কৃষ্ণ প্রতিপদে। সর্ব সুখরাশি যাহে জন্মে নিরাপদে॥ সেই রজনীতে ব্রজেশ্বরী ভক্তিভরে। পতি সেবা করে বসি পালঙ্ক উপরে॥ তন্দ্রা পরতন্ত্র হৈঞা স্বপ্নের মতন। বিশেষ ব্যাপার এক কৈল দরশন॥ পূর্ব পূর্ব পরিদৃষ্ট সেইত কুমার। সুনীল সুন্দর সুকোমল তনু যার॥ সর্ব ভাবে আবরিকা কোন কুমারীর। সহায়ে আবৃত করি আপন শরীর॥ ব্রজরাজ শ্রীনন্দের হৃদয় হইতে। যশোদা হৃদয়ে প্রবেশিল আচম্বিতে॥ দণ্ডমান হৈঞা তবে বর্তমান হৈল। সেই শিশু যশোদার হৃৎপদ্মে পশিল॥ সেই কুমারিকা পশি যশোদা জঠরে। অবস্থান কৈল গুপ্ত করি কলেবরে॥ ব্রজভূপতিহ সদা অন্তরে আপন। তদীয় প্রবেশাবেশ তবে বহুক্ষণ॥ বোধকরি বুঝিতে না পারিয়া কারণ। হইল সামান্যক্ষণ বিষাদে মগন॥ অবস্থা দূর করি পূর্বের মতন। নন্দ মহারাজ হৈল আনন্দে মগন॥ এত শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ আপন অন্তরে। চিন্তিতে লাগিল মহা বিস্ময় ভরে॥ সত্য বাণী গুণশালী মুনিগণ কয়। এই নন্দ যশোদার পুত্র কৃষ্ণ হয়॥ আমিহ উত্তম রূপে করিয়া বিচার। করিনু পূর্বেই এই সত্য আবিষ্কার॥ মধুকণ্ঠ নিজ মনে হেন চিন্তা করিয়া সভয়। অতঃপর কহ তব বক্তব্য বিষয়॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে গর্ভের লক্ষণ। জাত হৈঞা সভ্যভব্য রমণীর গণ॥ মাঙ্গলিক দ্রব্য সব লৈঞা নিজ করে। উপনীত হৈল আসি নন্দের মন্দিরে॥ গোকুলের কুল পাত্রী শ্রীযশোদা তবে। মহাসুখ দিন সমাগত নারী সবে॥৪৮-৬৫

মুখমাপাণ্ডুকুচাগ্রং স্ফীতং জঠরং দরোত্তুঙ্গম্।
অজনিষ্ট কর্দেজগত্যাং গর্ভে যুক্তে যশোদায়াঃ॥৬৬

জঠর হইল, কিঞ্চিত
বদন হইল, স্বল্প পাণ্ডুবর্ণ, কুচাগ্র সুস্ফীত আর।
উন্নত ; গর্ভচিহ্ন যশোদার॥

ব্রজরাজ্ঞ্যাং স্ফুরিতাত্মা কৃষ্ণঃ স্ফুরতি স্ম লোকেঽপি।
দীপঃ স্ফটিকঘটীভাগন্তর্বহিরপি বিভাতি তত্তুল্যঃ॥৬৭

ভিতরে বাহিরে, দীপ্তি
স্ফটিক ঘটের মধ্যভাগে স্থিত, প্রদীপ যেইত মত।
বিস্তারিয়া, শোভা পায় অবিরত॥ তেমতি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজেশ্বরীর, গর্ভে করি
অবস্থান। শোভিতে লাগিল, ভুবনেতে হরি, স্বপ্রভাতে দীপ্তিমান॥

জিতরসনারসধৈর্য্যা, গাম্ভীর্য্যাদিপ্রবীণাপি।
স্পৃহিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্-ব্রজনৃপগৃহিণী তদা চক্রে॥৬৮

গর্ভাবস্থা লভি,
গাম্ভীর্য্যাদিগুণে, প্রবীণা তথাপি, ব্রজরাজ্ঞী যশোমতী।
জিহ্বার লালসে, হৈল ধৈর্যলুপ্ত মতি॥ এইত কারণে, যশোদা তখন, লালসা
পূরণ তরে। প্রার্থনা করিল, বাঞ্ছিত পদার্থ, স্বল্প লজ্জা ভরে॥

ঐহত দোহদমেষা, কৃষ্ণা বেশাবিশত্তৃষ্ণা।
তুলসীসংস্কৃতঘৃতযুক্ সসিতং সিতকান্তিগন্ধি পরমান্নম্॥৬৯

গর্ভের মাঝারে, কৃষ্ণের সম্যক্, আবেশ ঘটিলে পরে। গর্ভিনী জনার,
মনোরথোচিত, পদার্থ ভোজন তরে॥ পরমান্ন সিতা ঘৃত কর্পূরাদি বাসিত
তুলস্যান্বিত। ভোজন করিতে, যশোদার চিত্তে, হৈল তৃষ্ণা সমুদিত॥ যোগমায়া
শ্রীরোহিণী দেবীর তখন। সপ্তম মাসিক গর্ভ কৈল বিস্রস্তন॥ দেবকীর
তাদৃশগর্ভ আনিয়া অব্যাজে। স্থাপন করিল রোহিণীর দেহ মাঝে॥ তবে
যত সুসময় হইবারে পারে। দেখা দিল ক্রমান্বয়ে ব্রজের মাঝারে॥ সর্বশুভ
সময়াদি করিয়া প্রকাশ। আগত হইল ক্রমে চতুর্দশ মাস॥ শ্রাবণের
প্রথমার্দ্ধ পূর্ণিমা সময়। শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত হৈল কালোদয়॥ সর্ববিধ সুখলাভ
কারিণী রোহিণী। নিবিড় শুভ্রতা গুণে বিরাজিতা ধনি॥ পূর্ণিমা যেমতি করে
শশাঙ্কে প্রসব। সিংহ পত্নী দেখাইয়া বিক্রম বৈভব॥ প্রসব করয়ে যথা
আপন শাবকে। পরিমল ধারা ধৌত নবীন কোরকে॥ কমলিনী যথা শ্বেত
পদ্ম প্রসবয়। অনিন্দ সুন্দর বিদ্যা শ্রবণ সময়॥ সবার মঙ্গল দান করি যেইমত।
যশোরাশি উৎপাদিত হয় যথোচিত॥ গুণসমন্বিত তথা পরম সুন্দর। নিখিল পরম
শোভা বিজয়ী শ্রীধর॥ শুভ্র বর্ণ ধারী এক তনয় রতন। প্রসব করিল শুভ লগ্নে
সেই ক্ষণ॥ দেখিয়া লোকের চিত্তে আনন্দ না ধরে। শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ব্রজের
মন্দিরে মন্দিরে॥৭০

শুভ্রাংশুবক্ত্রং তড়িদালিলোচনং নবাব্দকেশং শবদভ্রবিগ্রহং।
ভানুপ্রভাবং তমসূত রোহিণী, তত্তচ্চ যুক্তং স হি দিব্যবালকঃ॥৭১

পূর্ণিমার চাঁদ সুছাঁদ বদন, জিনিয়া বিজুরী দাম। চঞ্চল চাহনি, শোভিত দীঘল,
নেত্রযুগ অভিরাম॥ জিনি নবাম্বুদ, ঘন কৃষ্ণ কেশ, সুগন্ধ প্রবাহ বহ। শারদ

বাম্বিদ, জিনিয়া ধবল, সুবলিত শ্রীবিগ্রহ ॥ তনু অতুলিত, প্রভাপে মণ্ডিত, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড জিনি। সর্ব গুণান্বিত, দিব্য পুত্র এক, প্রসবিল শ্রীরোহিণী ॥ জ্যোতিবিদ গণ কহে এইত বালক। শুভ্র বর্ণ দেহ আর মুক্ত প্রমাণক ॥ অনুজ সহিত বিদ্যমান অনুক্ষণ। দনুজ দলন নামে বিদিত ভুবন ॥ ধেনুয় পালক দৈত্য ধেনুক নাশন। প্রলম্ব সুলোল বাহু প্রলম্ব দলন ॥ রাম নামে খ্যাত হৈঞা রামের সঞ্জাতি। দ্বিবিদ বানর বধি লভিল সুখ্যাতি ॥ এই বালকের জাত কর্মান্নপ্রাশন। করাইল শর্মা খ্যাত ব্রাহ্মণের গণ ॥ সেহ বসুদেবের সম্মতি অনুসারে। করিল মর্মজ্ঞগণ গোপন আগারে ॥ কিন্তু একটি মাত্র দুঃখ পরিদৃষ্ট হৈল। কনিষ্ঠের জন্মাবধি জড় সম ছিল ॥ এইত বিষয়ে একমাত্র প্রতিকার। পরিদৃষ্ট হৈল ব্রজবাসী সবাকার ॥ ব্রজেশ্বরী যবে চিত্ত মাঝারে আপন। পুত্ররূপে কৃষ্ণচন্দ্রে করিল ধারণ ॥ সেই কালে তার ক্রোড়ে করিলে গমন। হইত রোহিণী পুত্র সহাস্য বদন ॥ হেন মতে কতিপয় দিন ব্যবধান। অষ্টমাস যশোদার গর্ভ বিদ্যমান ॥ স্পষ্টরূপ লক্ষণাদি সব দেখা দিল। কনিষ্ঠের জন্মদিন সমাগত হইল ॥ এইত বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ বুধগণ। হেন মতে শ্লোকছন্দে করয়ে বর্ণন ॥৭২-৭৫

অষ্টাবিংশচতুর্যুগে কলিশিরঃ সম্মর্দ্যবৈবস্বতে,
ভাদ্রাস্তর্বহুলাষ্টমীমনু বিধোঃ পুত্রে বিধোরুদ্গমে।
যোগে হর্ষণনাম্নি শুদ্ধবিধিভে পূর্ণঃ পরঃ শ্রীবিধু-
র্নন্দন্নন্দবধূমুদে স্বরমুদেদহ্নায় ধ্বংস্তমঃ ॥৭৬

শুভ বৈবস্বত মন্বন্তর মাঝে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে। সম্মর্দন করি, কলির মস্তক, কলির প্রথম ভাগে ॥ ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি মধ্যে বুধবারে চন্দ্রোদয়ে। হর্ষণাখ্য যোগে, বিশুদ্ধ রোহিণী, নক্ষত্রের সমন্বয়ে ॥ পরানন্দপ্রদ, পূর্ণ পূর্ণতম, পরমেশ কৃষ্ণচন্দ্র। বর্দ্ধন করিতে, নন্দরাজ পত্নী, যশোদার পরমানন্দ ॥ পুত্র ভাব হেতু, শোকতমো তথা, নিশির তিমির রাশি। বিদুর করিয়া, ঝটিতি আপনি, উদিত হইল আসি ॥

তদাযুগাদিদেবাস্তে স্বস্বসম্পদুপায়নম্। আদায় কৃষ্ণজন্মর্ক্ষ নিশামাশু সিষেবিরে ॥৭৭

সেইত সময়ে যুগাদির দেবগণ। নিজ নিজ উপহার করিয়া গ্রহণ ॥ কৃষ্ণ জন্ম তিথি নক্ষত্রাদি সমন্বিত। নিশিরে পূজিল সবে হইয়া ত্বরান্বিত ॥

বিবভুব বিনা সত্যং ধ্যানং ত্রেতাং বিনা মখঃ।
বিনা দ্বাপরমভ্যর্চ্চা হরের্নাম কলিং বিনা ॥
বিনা মধুং সপ্তলাদি বিনোষ্ণং পাকিমাম্রতা।
বিনা শরদমম্বুশ্রীঃ শালিস্তম্ভাঃ পরং বিনা ॥
শিশিরেণ বিনা মাঘ্যং বিনাহ্নাম্বুজবিস্তৃতিঃ।
বিনা জ্যোতিষশাস্ত্রেণ গ্রহাণাং শুভদা স্থিতিঃ ॥

বিনা গুরুপ্রভাবেণ পবিত্রস্ফুরণং হরেঃ।
বিনা স্মৃতিপ্রতীত্যা চ প্রসূতোঽসৌ যশোদয়া ॥৭৮

সেইত সময়ে, সত্য বিনা ধ্যান,ত্রেতা বিনা যজ্ঞ আর। দ্বাপর ব্যতীত, পূজা তথা কলি বিনা হরি নামোচ্চার ॥ বসন্ত ব্যতীত, মল্লিকাদি পুষ্প, গ্রীষ্ম বিনা পক্কাম্রতা। শরৎ ব্যতীত, সলিলের শোভা, অহেমন্তে শান্য তথা। শিশির ব্যতীত, কুন্দ পুষ্প আর, দিন বিনা পদ্ম স্ফূর্ত্তি। জ্যোতিঃ শাস্ত্র বিনা, গ্রহ সমূহের, শুভ স্থানে অবস্থিতি ॥ গুরুর প্রভাব, ব্যতিরেকে চিত্তে হরির স্ফুরণ তথা। হেন অঘটন, বহু ঘটাইল, বিশ্ব যুগাদি দেবতা ॥ যশোদার প্রতি, তেমতি অপূর্ব, বিভূতি বিস্তার করি। বিনা যন্ত্রণাতে, মার গর্ভ হৈতে, প্রসূত হইল হরি ॥ এইত বিষয় পুনঃ বিস্তার করিয়া। বর্ণিত হইবে অগ্রে দৃষ্টান্তাদি দিয়া ॥৭৯

মধ্যে তারাবারসারং নভস্তৎ-প্রান্তে সিন্ধুর্ব্বং ধ্বনন্মেঘবন্ধু।
ইত্থং বর্ষাধামতর্ষা শরচ্ছ্রীস্তস্যাং তিথ্যাং তথ্যমাতিথ্যমাপ ॥৮০

সেইত সময়ে, গগনে উদিত, হইল নক্ষত্র সারি। প্রান্ত ভাগে সিন্ধু, তদূর্দ্ধে ধ্বনিত, জলধর বন্ধু তারি ॥ হেন রূপ বর্ষা, মাধুর্য্য তৃষ্ণার্ত, শারদ সুষমা রাশি। যথার্থ আতিথ্য, লভিল সেজন্য, তিথি দরশনে আসি ॥

জাতিভিঃ সহ মাধব্যঃ কেতক্যঃ কেতকৈঃ সমম্।
কুমুদান্যম্বুজৈঃ সার্দ্ধং স্ফুটন্তি স্মেতি দিগ্ যথা ॥৮১
তদা তদপি নাশ্চর্য্যমাচার্য্যৈঃ পরিচীয়তে।
সর্বাশ্চর্য্যনিধিঃ সোঽপি জন্মচর্য্যাং যতো গতঃ ॥৮২

জাতি পুষ্পসহ, মাধবী কুসুম, কেতকী কেতক সঙ্গে। কুমুদ নিকর পদ্মের সহিত, প্রস্ফুটিত হৈল রঙ্গে ॥ কৃষ্ণ জন্ম কালে, হেন অলৌকিক, ঘটনা ঘটিত হৈল। সংক্ষেপে এথায়, দৃষ্টান্ত স্বরূপে, দিগ দরশন কৈল ॥ এইত বিষয়ে, আশ্চর্য্যানুভব না কৈল আচার্য্য গণ। সর্বাশ্চর্য্য নিধি, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ কৈল জন্মানুকরণ ॥ কৃষ্ণ বদন দেখিবারে যাহারা আইল। তা সবার প্রভাতে শ্রীমন্দির দীপ্ত হৈল ॥ কৃষ্ণ মুখমণ্ডল অতীব সুশোভন। প্রফুল্লিত নীল পদ্ম নাথের মতন ॥ কুমুদ পুষ্পের দলস্থিত ঝলমল। ভ্রমর চিত্রের মত নয়ন যুগল ॥ নীল নীরদের কান্তি যুক্ত অগ্রোন্নত। তিলপুষ্প সমনাসা সুষমা মণ্ডিত ॥ সিন্দুর গৈরিক জবা বন্দপুষ্পপুষ্ট ॥ বিম্বফল হৈতে ওষ্ঠাধর মহ্যোৎকৃষ্ট। কৃষ্ণ বর্ণ ভূমিজাত শ্যামলতা পুত্র। তাহা হৈতে সমুৎকৃষ্ট হয় দুই শ্রোত্র। কিশলয় শোভিত তমাল শাখা ছন্দ। প্রান্তে কর সমন্বিত দীর্ঘভুজ স্কন্ধ। বকপাতি বিজুরী জড়িত মেঘসম। বক্ষস্থল শ্রীবৎস চিহ্নিত মনোরম। এহেন সুন্দর কৃষ্ণরূপ জনগণ। নয়ন ভরিয়া তবে করিল দর্শন। মুখদ্বারে মহাপদ্মে পদ্ম নেত্রদ্বয়ে। নাসাতে মকরে কুন্দ পুষ্পে হাস্যোদয়ে। কণ্ঠদ্বারে শঙ্খ পদ গুল্ফেতে কচ্ছপে। কান্তি দ্বারে নীলে খর্বে সর্ব অবয়বে। অধিক বক্তব্য কিবা আপনার

যারে। মুকুন্দে করিবে জয় বিশেষ প্রকারে॥ মহাপদ্ম পদ্ম শঙ্খ মৎস্য কূর্ম আর। নীলোদক মুকুন্দ এ অষ্টনিধি তার॥ সর্বাঙ্গে করয়ে শোভে ইথে সর্বগণ। অবশ্য পাইবে হস্তে দুর্লভ রতন॥ অষ্টসিদ্ধি নবনিধি যত কিছু আছে। সবাই উদিত কৃষ্ণ সঙ্গে ব্রজ মাঝে॥ এ বিষয়ে অসঙ্গত কিছুইত নয়। স্বয়ং ভগবান ব্রজে হইল উদয়॥ অতঃপর এই কৃষ্ণ জনম সময়। লক্ষিত হইল এক বিশেষ বিষয় ॥৮৩-৮৬

তদাতত্র মায়া মিলদ্বাল্যকায়া তদীয়ানুকূল্যং কৃপামাত্রমূল্যম্।
সদা কুর্বতী তং সমস্তানতীতং বিধায়াগ্রজাতং স্বয়ং প্রাপ জাতম্ ॥৮৭

সেইত সময়ে, যশোদা জঠরে, অবস্থিত যোগমায়া। অপূর্ব সৌন্দর্য মাধুর্য মণ্ডিত, ধরিয়া বালিকা কায়া॥ কৃপামাত্র মূল্যে, তদীয়ানুকূল্য, নিরন্তর করিবারে। সর্বাতীত কৃষ্ণ, অগ্রজ করিয়া, জন্মিল সূতিকাগারে॥ এত শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ মনে মনে কয়। ভাগবত বাক্যে এবে প্রমাণিত হয়॥ অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ ইত্যাদি বচন। ভাগবত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় অনুক্ষণ॥ কংসহস্তচ্যুতা কন্যা আকাশে উঠিল। বিষ্ণুর অনুজ অষ্টভুজে দেখা দিল॥ এই ভাগবত বাক্যে প্রমাণ করয়। ভাগবতী শ্রীকৃষ্ণের অনুজাতা হয়॥ আত্মজ উৎপন্ন হৈলে উদার হৃদয়। সঞ্জাত আনন্দ হৈল নন্দ মহাশয়॥ এথায় আত্মজ শব্দে প্রমাণিত হয়। নন্দের নন্দন কৃষ্ণ অন্যজাত নয়॥ সবার সন্দেহ যাহে এইত বিষয়ে। নিবৃত্তি পাইতে পারে তাহার আশয়ে॥ এইত বিষয় ভালভাবে অনুসরি। জানিবারে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা এবে করি॥ এতেক চিন্তিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠ সেইক্ষণে। জিজ্ঞাসা করিল তবে সুস্পষ্ট বচনে॥ অহো আর্য এই কৃষ্ণে তবে কি প্রকারে। বসুদেব দেবকী পুত্র পারি কহিবারে॥ প্রশ্ন শুনি মধুকণ্ঠ কুণ্ঠিতবাক্ হৈল। মনোমধ্যে হেনমত চিন্তিতে লাগিল॥ শ্রীমান দেবর্ষি অতি হর্ষান্বিত হৈঞা। আদেশিলা মো দোহারে করুণা করিয়া॥ মহাপ্রেমপূর্ণ শোভাময় ব্রজবন। যদি কখনও দোঁহে করহ গমন॥ সেথা কথাবার্তা যদি হয় দোহাকার। তবে গুপ্ত করিহ কৃষ্ণ ঐশ্বর্য সম্ভার॥ দেবর্ষি নারদ প্রকাশিল এই কথা। অতএব এহ মান্য হয়ে ত সর্বথা॥ মুনিগণ মধ্যে যেবা সুপ্রসিদ্ধ হয়। সেই গর্গমুনির সিদ্ধান্ত সমুদয়॥ যাহা শ্রুত হইল নন্দাদি গোপগণে। আশ্চর্যের কথা যাহা নহে কদাচনে॥ সেই কথা চিত্ত মধ্যে করিয়া বিচার। বর্ণনা করিব এবে বক্তব্য আমার॥ এত চিন্তি মধুকণ্ঠ সুস্পষ্ট বচনে। কহিতে লাগিল সভামধ্যে সেইক্ষণে॥ ব্রজরাজ তনুজের রহস্য নিকর। উদ্ঘাটন করিতেছি সভার ভিতর॥ তবে আজ্ঞাভঙ্গ রূপ মর্য্যাদা লঙ্ঘন। অবশ্য করিবে সহ্য দেবতপোধন॥ দেখহ সবাই এই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়। ব্রজবাসিগণের যে স্বভাব আছয়॥ সে স্বভাব সর্বাপেক্ষা আতিশয্য লাভে। বিদ্যমান নিশ্চিত আছয়ে একভাবে॥ ইহার কারণ কহি করহ শ্রবণ। কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কিছু কদাচন॥ সেই স্নেহময় চিত্তে থাকিতে না পারে। কৃষ্ণ নিত্য বিদ্যমান অন্তর মাঝারে॥ স্নেহলিপ্ত যা সবার সর্বকলেবর। অন্তরে

বাহিরে শোভে কৃষ্ণ নিরন্তর॥ তা সবার চিত্ত মাঝে কৃষ্ণ লীলাময়। হইলেও প্রতিবিম্ব স্বরূপে উদয়॥ সেই প্রতিবিম্ব সবিশেষ চেষ্টা দ্বারে। মন্ত্রাক্ষরের মত রহে গুপ্তাকারে॥ মন্ত্র বীজ যথা কতিপয় বাক্যাক্ষরে। গুপ্ত রহিলেও উচ্চারণে রূপ ধরে॥ প্রতিবিম্ব রূপে তথা কৃষ্ণ লীলাময়। রহিলেও ব্যক্ত রূপ লীলাতে ধরয়॥ স্নেহময় স্ফূর্তি পূর্তি বশেতে নিশ্চয়। স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভাব হয়॥ এইত বিষয়ে নাহি হয়েত অন্যথা। এইত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে কহয়ে সর্বথা॥ পুত্ররূপে ভবে আবির্ভাবের বিষয়ে। পিতৃভাবময় স্নেহমাত্র বীজ হয়ে॥ রজোবীর্যাদির যোগ-প্রাকৃতের মত। ঈশ্বরের অবতারে না হয় সঙ্গত॥ কোন কোন স্থানে যথা শ্রীরামাবতারে। রজোবীর্যে জন্ম ঘটিলেও এ সংসারে॥ পিতৃভাবময় স্নেহরাশী অনুক্ষণ। পুত্র জন্মে গণ্য হয় প্রধান কারণ॥ দেহোৎপন্ন হইলেই পুত্র নাহি হয়। পুত্রত্বের হেতু পিতৃস্নেহ সাতিশয়॥ বরাহদেবের জন্ম ব্রহ্মার নাসাতে। ব্রহ্মপুত্র কেহ নাহি কহে তারে তাথে॥ স্তম্ভ হৈতে শ্রীনৃসিংহ দিল দরশন। স্তম্ভপুত্র তারে নাহি কহে কোন জন॥ অতএব পুত্রত্বের প্রধান কারণ। দেহ নহে পিতৃস্নেহ হয় সনাতন॥ স্নেহ মাত্র যদি আবির্ভাবে হেতু হয়। শুদ্ধ পিতৃমাতৃ ভাবে তবে সুনিশ্চয়॥ যা সবার চিত্ত রহে পূর্ণ নিরন্তর। ব্রজে অবস্থিত সেই আভীর নিকর॥ ব্রজরাজ-রাজ্ঞী প্রমুখাদি হৈতে যত। আছয়ে বেতন ভোগী ভৃত্য কর্মরত॥ সবারেই আপন আত্মীয় জ্ঞান করি। প্রতি দ্বিপরার্দ্ধ কালে প্রতি কল্প ধরি॥ আবির্ভূত হয় কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। হেন কথা সর্বশাস্ত্রে করয়ে প্রমাণ॥ কুসীদজীবির ঠাঞি ঘাতক যেমন। ঋণের চিন্তায় বাধ্য থাকে অনুক্ষণ॥ সেইমত ব্রজবাসীগণের সদনে। নিত্যবাধ্য আছে কৃষ্ণ শুদ্ধ প্রেম ঋণে॥ ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিবারে। যুক্ত হৈঞা অন্যত্র না যাইবারে পারে॥ সেইমত প্রেম ঋণ শোধিবার তরে। পুত্রাদি ভাবেতে কৃষ্ণ ব্রজেতে বিহরে॥ অন্তে হেন অবসর তিলেক না পায়। এই সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে গায়॥ ব্রহ্মা কহে ঘোষবাসী এই গোপগণ। তা সবার প্রেমে তুমি বদ্ধ অনুক্ষণ॥ সেই প্রেম ঋণ তুমি শোধ করিবারে। কিবা বস্তু দিতে এবে পারহ সবারে॥ ইহা ভিন্ন আছে অন্য প্রমাণ বচন। আদেশিলা যাহা নিজে দেব নারায়ণ॥ অতসী কুসুম তুল্য মনোহর আর। অতি সুকুমার হয় যেইত কুমার॥ ইত্যাদি বচনে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। প্রেম ঋণে বদ্ধ কৃষ্ণ চিরতরে রয়॥ গর্গাচার্য্য সেই কৃষ্ণে নন্দাত্মজ রূপে। উল্লেখ করিল তারে সুস্পষ্ট স্বরূপে॥

তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥৮৮-৯২

অতএব নন্দ, এইত তোমার, আত্মজ ভুবন তিনে। গুণ কীর্ত্তি আর, সম্পত্তি প্রতাপে, নারায়ণ সম গুণে॥ আভীরগণের, হিতকারী এহ, জানিয়া পরমাদরে। রক্ষণাবেক্ষণ, করহ ইহারে, সতত সোহাগ ভরে॥ শ্রীগর্গাচার্য্যের

এই বচনানুসারে। উৎপ্রেক্ষা করিতে পারি প্রামাণ্য আকারে॥ অন্য কোন বস্তু স্পৃহা না করি নিজার্থে। এক মাত্র নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বার্থে॥ পর্য্যাপ্ত হইল যার দেহ গেহ মন। কৃষ্ণ বিনা জীবনের নাহি প্রয়োজন॥ সেই ব্রজ মহেন্দ্র কর্তৃক পূজ্যমান। লোকোত্তর প্রভু যেই মহা ভগবান॥ তার যেই অঘটন ঘটন পটিয়সী। যোগমায়া নামে শক্তি আছে মহীয়সী॥ তাহারে স্বরূপ-শক্তি সর্বশাস্ত্রে কয়। সেই শক্তি নন্দ পুত্র কৃষ্ণ বশে রয়॥ স্বজনগণের স্নেহ চিন্তা করি মনে। ব্যাকুল হয়ে ত কৃষ্ণ যবে বৃন্দাবনে॥ এই যোগমায়া শক্তি অধীন আমার। অবসর নাহি ঘটে হেন চিন্তিবার॥ তথাপিহ আনুগত্যে রহি অসাক্ষাতে। যোগমায়া লীলা বিস্তারয় সর্বমতে॥ যোগমায়া যেইরূপ শ্রীকৃষ্ণানুগত। প্রাপঞ্চিক জীবও হয়ে ত সেইমত॥ ব্রজবাসীজন প্রতি করি আনুগত্য। লীলা হেতু করি যোগমায়ারে আয়ত্ত॥ এই ত প্রভাব যার ঋষিগণ কয়। সেই কৃষ্ণ হৈল নন্দ তোমার তনয়॥ তোমার উপাস্য হয় প্রভু নারায়ণ। করিল যাহারে সর্ব শক্তি সমর্পণ॥ সেই পুত্রে তুমি নিজ শ্রীপ্রভৃতি দ্বারে। রক্ষা কর নন্দ তুমি যত্ন সহকারে॥ তুমি ভিন্ন অন্যের এ রক্ষণীয় নয়। হেনকথা গর্গবাক্যে প্রতিপন্ন হয়॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ যোগমায়া দ্বারে। স্বরূপ শক্তি নামে খ্যাত শাস্ত্রের মাঝারে॥ কৃষ্ণলীলা বিলাসেতে সাহায্যকারিণী। তত্তত সুস্থির থাকিলেও হেন বাণী॥ নন্দের বাৎসল্য রস শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। সুদৃঢ় করিতে কহে গর্গ মহামতি॥ নারায়ণ কৈল নিজ গুণ সমর্পণ। যত্ন নিয়ে কর তুমি তাহারে রক্ষণ॥ গর্গ পুনঃ কহে নন্দ পুত্রের তোমার। বহুনাম বহুরূপ আছয়ে প্রচার॥ যেহেতু আপন স্নিগ্ধ জনার সবার। ভজন রসের নিত্যাবেশ বশে যায়॥ নিত্যানিত্য যাহা যাহা ইচ্ছা উপজয়। যদৃচ্ছাতে তাহা তাহা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়॥ অতএব শ্রীমান নন্দের নন্দন। দ্বিভুজ স্বরূপে যেবা শোভে সর্বক্ষণ॥ ইহা মাত্র নিজ স্নিগ্ধ জন ভাবগত। বিশেষ বিশেষ রূপ স্বভাববশতঃ॥ বিনোদনে তা সবার ভাব অনুরূপ। যদৃচ্ছাবশতঃ ধরি দ্বিভুজ স্বরূপ॥ সমীপে অথবা দূরে আবির্ভাব আর। তিরোভাব করে এক কিংবা বহুবার॥ বসুদেব দেবকীর চিত্তের মাঝারে। বহু জন্ম পূর্বে লব্ধ ভাব অনুসারে॥ কৃষ্ণের যে চতুর্ভুজ রূপ স্ফূর্তি ছিল। তাহা আসি বহির্ভাগে আবির্ভূত হৈল॥ ফল দ্বারা হয় ফল কারণানুমিত। এই সত্য সর্ব কার্যে হয়ে ত স্বীকৃত॥ এই ন্যায়ে ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী হৈতে। আবির্ভূত হৈল কৃষ্ণ দ্বিভুজ মূর্তিতে॥ তার লাগি নন্দ ঠাঞি গর্গাচার্য্য কয়। হে নন্দ শুনহ এই তোমার তনয়॥ পূর্বে কোন কালে বসুদেব পুত্র হৈঞা। জনম লভিল এই ধরাতে আসিয়া॥ বহু তপঃকারী গর্গবাক্য সমুদয়। বিচারিলে এই ত সিদ্ধান্ত উপজয়॥ নৃশংস কংসের ভয়ে নিজ দেহ জাত। চতুর্ভুজ রূপ শীঘ্র করি আচ্ছাদিত॥ দ্বিভুজ স্বরূপ পুত্র করুক ধারণ। এই ইচ্ছা দেবকীর হইল যখন॥ সেইত মুহূর্তে যোগমায়ার সহিত। অপূর্ব দ্বিভুজ রূপে

যশোদাতে স্থিত॥ কৃষ্ণ আসি দেবকীর শয্যা সন্নিধান। চতুর্ভুজ রূপ ঢাকি কৈল অবস্থান॥ যশোদা পুত্রের মথুরাতে সংস্থাপন। চতুর্ভুজ মূর্তি বসুসুতে সংগোপন॥ এই সব কার্য মায়া সাকার রূপেতে। রহিয়াও মাতা যশোদার জঠরেতে॥ ঊর্দ্ধ গতিশীল নিরাকার দেহ ধরি। গর্ভ হৈতে কৃষ্ণে আপনার সঙ্গে করি॥ বায়ুরাশি যথা নীলকমলের দলে। চালিত করয়ে সদা আপন হিল্লোলে॥ সেই মত মায়া যশোদার গর্ভ হৈতে। পুত্রে আকর্ষিয়া সভাকার অলক্ষিতে॥ লীলাক্রমে মথুরাতে লইয়া আসিল। প্রাণবল্লভেতে আপন জননীরে তুংগ দিল॥ সেই যোগমায়া পুনঃ ব্রজেতে আসিয়া। আকার ধরিয়া মাতৃ গর্ভস্থিত হৈঞা॥ মাতার প্রসব ভ্রম কৈল উৎপাদন। শিশুরূপে কৈল মাতৃ-শয্যাতে শয়ন॥ এই মায়া পূর্বে দেবকীর গর্ভ হৈতে। সঙ্কর্ষণে আকর্ষণ করি অলক্ষিতে॥ রোহিণীর গর্ভ মাঝে করিয়া স্থাপন। আপন নির্দিষ্ট কর্ম করিল সাধন॥ এত শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ চিন্তা করি কয়। এই কথা সত্য বলি অনুমিত হয়॥ অংশ ভাগে জন্ম আমি করিব গ্রহণ। মায়া প্রতি আছে হেন ভগবদ্বচন॥ কার্য তরে অংশে হরি হইবে উদয়। দেবগণ প্রতি ব্রহ্মবাক্য এই হয়॥ প্রমাণ করয়ে তার চতুর্ভুজ রূপ। দ্বিভুজ হইতে ভিন্ন অপর স্বরূপ॥ অংশভাগ শব্দে অত্র পরিগণ্য হয়। ভগবদভিপ্রায় এ হয় নিশ্চয়॥ কার্যার্থে শব্দের এই অর্থ হয় সার। বিশ্ব কার্য পিতৃ-মাতৃ মোহনাদি আর॥ দ্বিভুজ স্বরূপে অন্য রূপের সহিত। কার্য্যার্থে শ্রীভগবান্ হইবে মিলিত॥ ব্রহ্মার বাক্যের এই অভিপ্রায় হয়। ভাগবত তত্ত্ববিদ্গণেও এহ কয়॥ রাম কৃষ্ণ দোঁহে জগতের হিত তরে। নিজাংশে সংযুক্ত হৈঞা বিশ্বে অবতরে॥ স্বীয় অংশ শব্দে অত্র মূর্তিভেদ হয়। এই সিদ্ধান্ত ভাগবত শাস্ত্রে কয়॥ ব্রজরাজ নন্দের সম্বন্ধ নিবন্ধন। কৃষ্ণে যোগমায়ার যে হয় প্রকটন॥ সিদ্ধান্তে সেহত সুনিশ্চিত সিদ্ধ হয়। ভগবানে সর্বশক্তি নিশ্চিত আছয়॥ সর্বশক্তি ব্যক্ত হয় প্রিয়জনেচ্ছায়। যথেচ্ছায় নহে কভু স্বৈরতন্ত্র প্রায়॥ এতেক শ্রবণ করি সভাসদ গণ। হইয়া আশ্চর্যান্বিত কহিছে বচন॥ পূর্বে পূর্বে যাহা তুমি করিলা বর্ণন। যত সব অতঃপর কহ বিবরণ॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে শুন সর্বজন। চতুর্ভুজ রূপে বিশ্বে করি প্রকটন॥ যার যোগমায়া শক্তি খ্যাতি লাভ কৈল। সেই কৃষ্ণ বসুদেবে উপদেশ দিল॥ কংস হৈতে যদি তব ভয় উপজয়। তবে মোরে রাখি আইস নন্দের আলয়॥ এইত আদেশ পাঞা অসুরের ভয়ে। বসুদেব চলি আইল নন্দের আলয়ে॥ সর্বলোক আছে মায়া নিদ্রাতে শায়িত। যশোদা সেহত নিজ মন্দিরে নিদ্রিত॥ মথুরাতে জাত সেই দ্বিভুজ বালকে। আনিয়া শ্রী বসুদেব পরম কৌতুকে॥ সদ্যোজাত বালিকার সঙ্গে সেই ক্ষণ। মিলিত করিল পার্শ্বে করিয়া স্থাপন॥ চতুর্ভুজ রূপে বসুদেব মহাশয়। ঈশ্বরাবির্ভূত বলি করিল নির্ণয়॥ দ্বিভুজ স্বরূপে তারে যবে ত দেখিল। পুত্র জন্ম নিল এই সন্দেহ

করিল ॥ দ্বিভুজ স্বরূপ শিশু বাক্ শক্তিহীন। তাহে না হইল পুত্র বুদ্ধি সমীচিন ॥ যোগমায়া প্রভাবে সে বালিকার প্রতি। পুত্র বুদ্ধি তার চিত্তে হৈল বলবতী ॥ কন্যা জন্ম বিষয়ক বিবিধ ব্যাপার। সন্ধান নাহিক কৈল বসুদেব আর ॥ এত শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে দ্রুতগতি। সন্ধান না কৈল ইথে নাহি কোন ক্ষতি ॥ কিন্তু শিশুপুত্রে সেই স্থানেতে রাখিয়া। কন্যারত্নে নিল পরিবর্তন করিয়া ॥ সেইত কন্যার পরিবর্তে প্রতিদানে। সম্ভাবনা না থাকায় নন্দের ভবনে ॥ পুত্রে ন্যস্ত করি গৃহে করিল গমন। না হৈল আত্মীয় বুদ্ধি এ পুত্রে কিঞ্চন ॥ কিন্তু নন্দ যশোদার এই শিশু প্রতি। পুত্রবুদ্ধি অবিচলা আছয়ে শাশ্বতী ॥ তার লাগি আগমাদি গ্রন্থেও সতত। রহিয়াছে প্রসঙ্গাদি জগতে বেকত ॥ আগমাদিতেও সার শ্রীনন্দ নন্দন। নন্দাত্মজ নন্দজ শ্রীবল্লবী নন্দন ॥ নন্দতনয়াদি নাম সদা শ্রুত হয়। সর্বাভীষ্টপ্রদ রূপে নির্দিষ্ট আছয় ॥ হাস্যমুখে স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে পুনর্বার। নন্দনন্দন এই খ্যাত নাম যার ॥ বিপরীত ভাবেও করিলে উচ্চারণ। স্বরূপে অভিন্ন বোধ হয় সর্বক্ষণ ॥ এই রূপে মো সবার নন্দ ভূপতির। পুত্র কৃষ্ণ এইত সিদ্ধান্ত হৈল স্থির ॥ পূর্ব প্রোক্ত সামঞ্জস্য সঙ্গতি বশতঃ। শাস্ত্রগত তত্ত্ব অনুসারে বিশেষতঃ ॥ পুত্র রূপে কৃষ্ণে লাভ করিতে নিশ্চয়। নন্দমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হেন বোধ হয় ॥ হাস্য মুখে স্নিগ্ধকণ্ঠ পুনরায় কয়। নন্দপুত্রে লৈঞা বসুদেব মহাশয় ॥ কি প্রকারে ব্রজধামে কৈল আগমন। বিস্তারিয়া সেই কথা করহ বর্ণন ॥ মধুকণ্ঠ কহে ওহে সভাসদগণ। সবাই মিলিয়া এবে করহ শ্রবণ ॥৯৩-১০১

অঙ্ঘ্রেয়ার্বন্ধো ব্যদালীদশয়িষত জনা দ্বাররোধা বিদীর্ণাঃ
শেষশ্ছত্রং বভূব দ্যুমণিজনি-নদী প্রাপ কেদারভাবম্।
আগোপাধীশগেহং বৃতিরহিতমভূদ্গোকুলং কৃষ্ণবাহং
প্রাপ্য শ্রীশূরপুত্রং যদিহ তদখিলং কস্যকিং ব্রূহি তত্ত্ব ॥১০২

কৃষ্ণ কোলে করি, বসুদেব যদি, গোকুলে গমন তরে। যাত্রা কৈল অঙ্ঘ্রি বন্ধন খসিয়া, পড়িল ভূতলোপরে ॥ রুদ্ধ কারাদ্বার, হৈল বিমুক্ত, দ্বারে দ্বারি নিদ্রাগত। নিদ্রিত সবাই, মথুরা নিবাসী, নরনারী ছিল যত ॥ ঝর ঝর ঝরে বাহিরে বাদল, শেষ নাগ হৈল ছত্র। তপন তনয়া, যমুনা হইল, স্বল্পতোয়া যেন ক্ষেত্র ॥ গোপরাজ গৃহ, অবধি গোকুলে, সুবিস্তৃত রাজ পথ। আবরণ আর, জন শূন্য হৈঞা, পূর্ণ কৈল মনোরথ ॥ কৃষ্ণের বাহক, শূরসেন পুত্রে, পাইয়া গোকুলে তবে। কাহারো বা কিবা, ঘটনা ঘটিল, সে কথা বোলহ এবে ॥ স্নিগ্ধ কণ্ঠ কহে সেই অপূর্ব বারতা। শ্রীগোপরাজের হয় সৌভাগ্য সর্বথা ॥ অতঃপর লব্ধপ্রথা কথা অনুসারে। মধুকণ্ঠ কহিতে লাগিল হর্ষ ভরে ॥১০৩

তয়োর্মায়াজালপ্রথনতুলয়া সঙ্কথনয়া হরেঃ
সা সা লীলা নয়নমিব যাতা কিল যদা।
তদা বাষ্পস্তম্ভপ্রলয়মুখভাবাঃ প্রতিপদং
বপুর্বুর্ষে বা তে কতিকতি চ বর্ণ্যা ব্রজসদাং ॥

মধুকণ্ঠ আর, স্নিগ্ধকণ্ঠ এই, দোহার সেইত কালে। কথোপকথনে, বিস্তার সদৃশ, বাচনিক মায়াজালে ॥ সেই কৃষ্ণ লীলা, অবিকলভাবে, নয়ন গোচর হৈল। ব্রজবাসীগণে, স্তম্ভাশ্রু-প্রলয়, ভাবেতে ব্যাকুল কৈল ॥ কৃষ্ণলীলা প্রতি, পদ শ্রবণেতে, তা সবার কলেবরে। কত কত ভাব, উপজিল তাহা, বর্ণিতে কে শক্তি ধরে ॥ এতশুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ পুনর্বার কয়। অতঃপর কি হইল কহ সে বিষয় ॥ মধুকণ্ঠ সুখরাশি বিস্তার করিয়া। কহিতে লাগিল তবে সাশ্রুনেত্র হৈঞা ॥ গচ্ছিত ধনের মত সেই কৃষ্ণরত্নে। রাখিলা গচ্ছিত নন্দালয়ে মহাযত্নে ॥ যশোদার কন্যা বক্ষে করিয়া ধারণ। বসুদেব মথুরাতে করিল গমন ॥ সাতিশয় ব্যাপকতা সমূহ কারণ। মোহ হরিমায়া যদি করিল গমন ॥ ব্রজরাজ পত্নী তবে জাগ্রত হইল। সঞ্জাত তনয়ে নিজ সাক্ষাতে দেখিল ॥ এই কথা শ্রবণ করহ সর্ব জন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যথা কররে বর্ণন ॥১০৪-৫

দদৃশে চ প্রবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং ততোঽত্যর্থং মুদং যযৌ ॥১০৬

যশোদা তবেত, জাগ্রত হইয়া, নীলোৎপল অঙ্গ। শ্যামল বরণ, জাত পুত্রে হেরি, লভিল পরমানন্দ ॥ বালকের রূপ যেন সিগ্ধ নবঘন। শীতল করে তৃষিত জীবন ॥

বালং দিব্যাতিদিব্যাসিতমণিবপুষং চন্দ্রজিচ্চন্দ্রবক্ত্রং
লোকাতীতাব্জনেত্রং দ্রুতরুক্য-নব-দলোল্লসদঙ্ঘ্রিশোভাঙ্ঘ্রিপাণিম্।
কিঞ্চিচ্চঞ্চৎকরাদিপ্রদিম-মধুরিত-ক্রন্দনাদ্বিশ্বমোহং
পশ্যন্তী গোপরাজ্ঞী তনুজমমনুত স্বং তদা চিত্রকল্পম্ ॥১০৭

দিব্য হৈতে দিব্য, সাতিশয় দিব্য, নীলকান্ত মণিসম। বালকের দিব্য, তনুর সুষমা, শ্যামলাভ মনোরম ॥ বদন চন্দ্রমা, গগন চন্দ্রের, নিখিল মাধুরী হরে। লোকাতীত ফুল্লপদ্মের সুষমা, নয়ন যুগল ধরে ॥ অশোক স্বরূপ কল্প পাদপের, নবদল শোভা জয়। করিয়া শিশুর, হস্ত আর পদ, মহাশোভা প্রকাশয় ॥ করাদি কিঞ্চিত, চালনে মৃদুল, মধুর ক্রন্দন ভরে। মাধুরী বিথারি, বিশ্বে সবাকার, মানস মোহিত করে ॥ এহেন সুন্দর, আত্মজে নিরখি, আনন্দে মোহিত মতি। আপনারে চিত্র, সমবোধ কৈল, ব্রজরাজ্ঞী যশোমতী ॥

সাম্রাজ্যং শ্যামভাসাং নিধিরপি তদিদং রূপরত্নাকরাণাং
বীজং লাবণ্যধারাং ভরতকৃতিগুরুশ্চারুলীলায়িতানাম্।
এবং মীমাংসমানা ব্রজপতিদয়িতা যাবদাস্তে স্ম তাবৎ
ক্রন্দয়োযোমিতীথং নবশিশুরসকৌ তৎক্রবং স্বীচকার ॥১০৮

শ্যামল সুন্দর, সুষমা রাশির, বিশাল সাম্রাজ্য রূপ। এইত বালক, বহু বহু রূপ, সাগরের নিধিস্বরূপ ॥ লাবণ্য সলিল, রাশির এ বীজ, অতীব সুষমাময়। ভরত মুনির, সম রমণীয় নাটের গুরু এ হয় ॥ ব্রজেশ বণিতা, হেনমতে যদি, চিন্তিতে লাগিল মনে। ওম্ ওম্ রবে, ক্রন্দন করিয়া, নব শিশু সেইক্ষণে ॥ মাতার হৃদয়ে,

উদ্ভুত বিশেষ, ভাবনা সুদৃঢ় করি। স্বীকার করিল, শিশু রূপধারী, সেই অন্তর্যামী হরি ॥

দৃষ্ট্বা পুত্রমসৌ ব্রজেশগৃহিণী সদ্যঃপ্রজাতং সখী-
রাহূতা ন শশাক কর্ত্তুমপি চেদাস্তাং পরং চেষ্টিতম্।
অস্রৈরাবৃত মক্ষিকণ্ঠমথ যৎ শুব্ধঞ্চ তস্যা বপু-
স্তস্মিল্লালনলালসাবশতয়া চাত্মাত্মনা ব্যগ্রিতঃ ॥১০৯

ব্রজরাজ পত্নী যবে সদ্যোজাত, তনয়ে দর্শন কৈল। মহানন্দোদয়ে, সর্বাঙ্গে ত হায়, ক্ষণেকে স্তম্ভিত হৈল ॥ সখিনীর গণে আহ্বান করিতে, না হৈল শকতি তার। অন্য কার্য সেহ, রহুক সুদূরে, না নড়ে বিগ্রহ আর ॥ কণ্ঠ-নেত্র রুদ্ধ, অশ্রুর প্লাবনে, অসমর্থ কলেবরে। আত্মারে ব্যাকুল, করিল পুত্রের, লালন লালসা ভরে ॥

যদা মায়া গতা তর্হি ব্রজে মোহং জহৌ জনঃ।
কদা যদা হ্যাবীরাসীত্তত্র শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥১১০

কন্যার স্বরূপা, মায়া ব্রজ হৈতে, যবে ত মথুরা গেল। ব্রজবাসীগণ, মোহ দূর হেতু, নির্মোহ স্বরূপ হৈল ॥ কবে বা ঘটিল, ব্রজ মাঝে হেন, ঘটনা অপূর্বতম। ঘটিল যেদিন, ব্রজে আবির্ভূত, হৈল শ্রীপুরুষোত্তম ॥

তদাব্যবহিতা নামপ্যেষ প্রাকাশয়ন্মনঃ। কুমুদ্বতীনাং সুমনোগণং বা শীতদীধিতিঃ ॥

কুমুদ কুসুমে, করে বিকসিত, চন্দ্র যথা রহি দূরে। তেমতি বালক, দূর স্থিত জন, মানস প্রফুল্ল করে ॥১১১

স্ফুরতি স্ম পরং মাতুঃ শয্যায়াং ন স বালকঃ।
স্নিগ্ধানামপি চিত্তেষু স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ ॥১১২

এ শিশু কেবল, শোভা নাহি পায়, মাতার শয্যার মাঝে। পরন্তু আত্মীয়গণ স্বচ্ছ চিত্তে, প্রতিবিম্ব সম রূপে ॥

স্ফুরতি স্ম যদা বালস্তাসাং ব্যবহিতোঽপি সঃ।
তং দ্রুতং তাস্তদা জগ্মুঃ সারঙ্গো বা ঘনাগমম্ ॥১১৩

দূরে রহিয়াও, এইত বালক, আত্মীয় রমণীগণে। নিজের মুরতি, প্রকট করিল, যবে সবাকার মনে ॥ তবে নারীগণ, মেঘাগমে যথা, চাতকীগণের মত। শিশুর সমীপে, ধাবিত হইয়া, চলিয়া আইল দ্রুত ॥

রোহিণ্যাদিভিরেতাভিঃ সমমালোকি বালকঃ।
উদয়ৎ পূর্ণচন্দ্রো বা চকোরিভিঃ সমন্ততঃ ॥

চকোরীর গণ, গগনমণ্ডলে, সমুদিত পূর্ণচন্দ্রে। চতুর্দিক হৈতে, যেমতি সন্তত, নেহারে পরমানন্দে ॥ রোহিণী প্রভৃতি, নারীগণ তথা, শিশুর বদন শশী। দেখিল সবাই, একই সময়ে, সূতিকা মন্দিরে পশি ॥

স্তব্ধেঽপি স্মেরনেত্রাভ্যাং পশ্যন্তীং সুতমেব তাম্।
প্রতিকার্যাং বিচার্য্যামূঃ পর্য্যালোচন্ত তং ততঃ ॥

যশোদা জননী, স্তম্ভিত তথাপি, প্রফুল্ল নয়ন দ্বয়ে। পুত্রের বদন, নেহারে সঘনে, প্রচুর আনন্দোদয়ে ॥ ইহা দেখি তার, প্রসবাদি কার্যে, বিচার করিয়া সবে। বিতর্ক করিতে, লাগিল সাগ্রহে, বালক বিষয়ে তবে ॥

তা এতা মনসা দৃশা কলিতমপ্যত্রাসিতং বালকং
সন্দেহাস্পদতামনৈষুরসকৃদ্দবস্তত্তু যোগ্যং মতম্।
যদ্বস্তু প্রথিতং সুদুর্লভতয়া তদ্দৈবতো লভ্যতাং
কিন্ত্বেতৎ প্রথমং প্রতীতিপদবীং নাস্মন্যলং বচ্ছতি ॥১১৪

অসিত বরণ, শিশুরে করিয়া, মনে নেত্রে দরশন। কহিতে লাগিল, বিতর্ক করিয়া, আগত রমণীগণ ॥ এইত অপূর্ব, বালক দেখহ, কেমন সুন্দর দেহ। এহো কি হয়েত, কোনও দেবতা, অথবা অপর কেহ ॥ সুগৌর জনক, তনয় স্বরূপে, মন্দির উজ্জ্বল করি। বুঝিতে না পারি, এহো কে আইল, শ্যামল বরণ ধরি ॥ ইত্যাদি বিবিধ, সন্দেহ প্রকাশ, কৈল সবে বারম্বার। বস্তুতঃ সন্দেহ, হয়েত সুযোগ্য, কারণ আছয়ে তার ॥ নিতান্ত দুর্লভ, বলিয়া যে বস্তু, জগতে বিখ্যাত হয় ॥ দৈববলে সেহ, আনিয়া মিলয়, একথা সবাই কয় ॥ কিন্তু এই শিশু, রূপ সুদুর্লভ, বস্তু লাভ বহু দূরে। আছে বলি চিত্তে, প্রথমে সম্যক, বিশ্বাস নাহিক স্ফুরে ॥

নব্যেন্দীবরমাল্যমস্তি কিমিদং কিং শক্রনীলং মহৎ
কিং বৈদূর্য্যমহো তদেতদতুলং জ্ঞাতুং ন যচ্ছক্যতে।
পশ্যামঃ কিল বালকস্য তু তনুং সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
রুদ্ধানা খলু যা তনোতি নয়নদ্বন্দ্বস্য নির্দ্বন্দ্বতাম্ ॥১১৫

অভিনব নীলকমলের চিত্র, মালিকা এহো কি হয়। অথবা সুন্দর, ইন্দ্রনীল মণি, শিশু রূপে বিরাজয় ॥ কিংবা সে অতুল, বৈদূর্য্য রতন, এহো কি সম্মুখে রাজে। শিশুরে হেরিয়া, বুঝিতে না পারি, কিছুই হৃদয় মাঝে ॥ সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তি, নিরোধ করিয়া, যো সবার নেত্রদ্বন্দ্ব। নির্দ্বন্দ্ব করিল, শিশুর যেইত, বিগ্রহ-আনন্দ কন্দ ॥ নয়ন ব্যতীত, সর্বেন্দ্রিয় রুদ্ধ, এবেত এহেন মানি। অপলক নেত্রে, নেহারি কেবল, শিশুর মুরতিখানি ॥ সদ্যোজাত শিশুরে হেরিয়া সেইক্ষণ। করিতে লাগিল হেন তর্ক সর্বজন ॥ কস্তূরী সৌরভ পূর্ণ তমালের দলে। মণ্ডিত হইয়া নব বারিদ মণ্ডলে ॥ চিত্তধর্ম দেহধর্ম বিগলিত হয়। এহেন লাবণ্যে দেহ অভ্যক্ত নিশ্চয় ॥ নিজদেহ প্রভা আর স্বমুখ নির্গত। কান্তি-সুধা রসে সর্ব বিগ্রহ সুস্নাত ॥ জননীর দৃষ্টিরূপ কর্পূর সংযুক্ত। ঘর্ষিত চন্দনে সর্ব দেহ অনুলিপ্ত ॥ অপরন্তু স্বাভাবিক ভদ্রতা মণ্ডিত। সিত-চন্দনাদি আলিপনে বিলেপিত ॥ সুমঙ্গলময় নিজ দেহ কান্তি দ্বারে। শোভিছে নবীন

শিশু স্থতিকা আগারে ॥ এইরূপ নানা তর্ক করি পরস্পর। পুনর্বার দেখে তবে রমণী নিকর ॥ অসামান্য মৃগ যেন তমালের দলে। গঠিত হইয়া শুইয়াছে মাতৃ কোলে ॥ তমাল মৃগের নাভি জাত মৃগমদ। তাহার সারাংশ পঙ্ক স্বরূপ সম্পদ ॥ এইত শিশুর স্থকোমল দেহ হয়। দেখিয়া সবার চিত্তে লাগয়ে বিস্ময় ॥ চূর্ণিত অলকা রূপ অন্ধকার রাশি। হস্তে নিজ দূর করি চারু মুখ শশী ॥ দেখাইয়া আকর্ষিতে সবাকার মন। মুষ্টিবদ্ধ করিয়া করিছে উত্তোলন ॥ যমুনার সানন্দ তরঙ্গে আন্দোলিত। করপদপদ্ম যেন হৈল স্থলক্ষিত ॥ সেইত বালকে হেনরূপে নারীগণ। তন্ময় হইয়া তত্র করিছে দর্শন ॥১১৬

সর্বাস্তাঃ কলকলমেব মোদযুক্তাঃ কুর্বত্য পরমবিদুর্ন তত্র কৃত্যম্।
এক তু ক্রতমথ স্থষ্ঠুধীরচিত্তা তং কম্প্রে করযুগলে দধত্যপশ্যৎ ॥১১৭

শিশুর বদন্ দর্শন করিয়া, আনন্দে সেইত ক্ষণ। কলকল শব্দ, করিতে লাগিল, আগত রমণী গণ ॥ অপর কার্যাদি, সব পাসরিল, শিশুর বদনোপরে। নয়ন নিক্ষেপে, দেখিতে লাগিল, পরম আগ্রহ ভরে ॥ কিন্তু একজন, ধীরচিত্তা নারী, শিশুর যুগল কর। কম্পিত হেরিয়া, ধরিয়া ঝটিতি, নিরখিল অতঃপর ॥ পুমানের চিহ্ন, দর্শন করিয়া, আনন্দে ভরিল মন। জানাইল তবে, প্রতি রমণীরে, ঝটিতি সে বিবরণ ॥১১৮

অহো শিরসি ধারয়ে নয়নয়োর্মুহুঃ স্পর্শয়ে, হৃদি প্রচুরমর্পয়ে হৃদয়মধ্যমাবেশয়ে।
ইদং বিবিধভাবনং ভৃশমতীত্য বীচিক্ষিষা বলাদ্বরদৃশাং দৃশাং বিষয়তামনৈষীদমুম্ ॥

কেহ কহে অহো, এ শিশুরে আমি, ধারণ করিব মাথে। কেহ কহে মুহুঃ নয়ন যুগল, পরশ করিব হাতে ॥ কেহ কহে আমি, এই ত শিশুরে, হৃদয়ে রাখিব ধরি। কেহ কহে আমি, রাখিব শিশুরে, চিত্তে প্রবেশিত করি ॥ এইরূপে নানাবিধ চিন্তা করি স্থলোচনা নারীগণ। প্রকট করিল, দর্শন বাসনা, যাহার যেমন মন ॥ বারম্বার হেন, ভাবনা বিশেষ, ক্রমে অতিক্রান্ত হৈল। দর্শনের ইচ্ছা, শেষে সে শিশুরে, নয়ন গোচর কৈল ॥১১৯

মুহুরহো তনয়ং নয়নং গতং, প্রমদতঃ প্রণয়স্ত্যপি নাতৃপৎ।
ঘনরুচির্জননী স্তনযুগ্মজামমৃতবৃষ্টিমধাদপি দৃষ্টিজাম্ ॥১২০

পুত্রের বদন, দর্শনের তরে, নিবিড়াভিলাষ ধরি। জলদবরণী, জননী সানন্দে, তনয়ে দর্শন করি ॥ পরিতৃপ্তি লাভ, করিতে নাহিক, পারিল সেইত ক্ষণ। করিতে লাগিল, অমৃত বর্ষণ, স্তনযুগ্ম দু নয়ন ॥ অতঃপর বালকের স্নানাদি বিষয়। কিরূপে সম্পন্ন কৈলে সমুচিত হয় ॥ এই কথা চিত্ত মাঝে করিয়া চিন্তন। কিছু পরে সাবধান হৈল নারীগণ ॥১২১

রোহিণ্যাজ্ঞামনু পতিসুতশ্রেয়সী বৃদ্ধবিপ্রা বৃত্তং
বিজ্ঞাপয়িতুমতুলানন্দমেতি স্ম নন্দম্।

বক্তোল্লাসাৎ পলিতবলনাদম্বরাৎশুভ্রধামা
ধাম্নাং হাসপ্রথিতিতুলিতা যা জবান্নির্জগাম ॥

পতি পুত্রবতী, প্রধানা জনৈক, বয়স্কা ব্রাহ্মণী তথা। রোহিণী বাক্যে, নন্দ মহারাজে, জানাইতে শুভ কথা ॥ ধবল কুন্তল, ধবল বসনে, ধরিয়া ধবল বেশ। বক্তের উল্লাস, সর্বগৃহে হাস্য, বিস্তারিয়া সবিশেষ ॥ মনের প্রতুল, আনন্দে ঝটিতি, মঙ্গলরূপিনী রূপে। চলিল বাহিরে, পুত্র জন্ম বার্তা, জানাইতে নন্দভূপে ॥ এইত পর্যন্ত যদি চরিত্র সকল। সংঘটিত হৈল তবে ভাব অবিকল ॥ গ্রহণ করিয়া সমবেত সভ্যগণ। হইল পরমানন্দ সাগরে মগন ॥ সভাসদ গণ প্রতি কৃতাঞ্জলি হৈঞা। দুই ভাই রহিল আনন্দে দাণ্ডাইয়া ॥ মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠ দোহার ভিতর। মধুকণ্ঠ কহিতে লাগিল অতঃপর ॥১২২-২৩

ব্রজেন্দ্র! সোঽয়ং পুত্রস্তে সদঃসাদ্ভুত শম্প্রদঃ।
জন্মমাত্রাজ্জনশ্রেণ্যা নন্দনশ্রেণিজন্মদঃ ॥১২৪

অপূর্ব মঙ্গল, বিধাতা এইত, ব্রজরাজ পুত্র তব। জন্মমাত্র কৈল, বর্দ্ধন সবার, নেত্র মনো মহোৎসব ॥ ব্রজরাজ মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠে আর। আহ্বান করিল উপকণ্ঠে আপনার ॥ হৃষ্টচিত্তে দুই ভাই নিকট আসিল। দোহার মস্তকে নন্দ নিজ হস্ত দিল ॥ নিজ দেহে ধৃত অলঙ্কার সব দিয়া। অলঙ্কৃত কৈল দোহে আনন্দে মাতিয়া ॥ বহু অর্থ দিয়া সম্প্রদায়ে তুষ্ট কৈল। অতঃপর স্নেহভরে কহিতে লাগিল ॥ ভোজনের তরে এবে অদ্য মোর ঘরে। চলহ উভয় ভ্রাতা সহ পরিকরে ॥ তবে সর্ব সাধারণ সভ্য জন প্রতি। কহিতে লাগিল সুখে নন্দ মহামতি ॥ প্রতিদিন এইভাবে প্রভাত সময়। সভা কক্ষে সর্বজন আসিবে নিশ্চয় ॥ ব্রজ যুবরাজ কৃষ্ণচরিত্র আপন। শ্রবণান্তে পিতৃ আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥ বন্য ভোজনের দ্রব্য প্রেরণের তরে। প্রার্থনা করিল নিজ মাতার গোচরে ॥ গাভীগণে দর্শনার্থে তবে যাত্রা কৈল। সর্ব লোক নিজ নিজ বাসগৃহে গেল ॥

ইতি গোপালচম্পূমনু কৃতপূরণব্রজবর্ত্তিতৃষ্ণশ্রীকৃষ্ণজন্মসম্পন্নয়ং নাম তৃতীয়ং পূরণম্ ॥

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পু, গ্রন্থ বিরচিল স্বাদে সুধা গর্বহর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥৩

অথ চতুর্থং পূরণম্। শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবঃ ॥

অতঃপর মধুকণ্ঠ কর্ম বিচক্ষণ। পূর্বদিন যেইমত করিল কীর্ত্তন ॥ পরদিবসেও সেই প্রকারে তথায়। শ্রীব্রজরাজের সভ্য শোভিত সভায় ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ অবসর বুঝিয়া আপন। করিতে লাগিল কৃষ্ণকীর্ত্তি সংকীর্ত্তন ॥ মধুকণ্ঠ সেই কালে মহোৎকণ্ঠা ভরে। জিজ্ঞাসা করিল নিজ প্রিয় সহোদরে ॥১

প্রাগ্ যত্নচরিতং হরেররসয়দ্বাগিন্দ্রিয়ং তদ্বদ্-
হৃণ্যত্ত্বাস্বাদয়িতুং মমেচ্ছতিতরামুত্তম্য কর্ণদ্বয়ম্।
যদ্যপ্যেকক এব ভোক্তৃপদভাগ্ জীবস্তথাপি প্রতি
স্বং চক্ষুঃপ্রভৃতীনি তানি চ মুহুর্বাঞ্ছন্তি ভোগপ্রথাম্ ॥২

পূর্বদিন আমি, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র, সভাতে কীর্ত্তন করি। বাক্যেন্দ্রিয় মোর, সে রস আস্বাদ, করিল বাসনা ভরি॥ সেইত শ্রীকৃষ্ণ, চরিত মাধুরী, সেবিতে উত্তম ভরে। অস্ত কিন্তু মোর, শ্রবণ যুগল, অতীব বাসনা করে॥ যদ্যপিহ দেহে, একই জীবাত্মা, ভোক্তৃপদ প্রাপ্ত হয়। তথাপিহ ভোগ, বাঞ্ছে অবিরত, নেত্রাদি ইন্দ্রিয়চয়॥ এত শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ আনন্দিত হৈল। সভাসদগণ প্রতি কহিতে লাগিল॥ গোদোহন তরে গোষ্ঠ মধ্যে অবস্থিত। হৈল নন্দ উপনন্দ আদি গোপ যত॥ আনন্দ সমৃদ্ধা সেই বৃদ্ধা সেই ক্ষণ। বার্ত্তা লৈঞা সেই স্থানে কৈল আগমন ॥৩

অস্তব্যস্ত গতিঃ প্রমোদমধুরা পশ্যন্তমূনগ্রতঃ
কিঞ্চিদ্বক্তুমিবোত্থদাস্যবলনা দীর্ঘায়িতাস্যক্ষিতিঃ।
হস্তন্যস্তফলাদিরেবমপি সা পুত্রোত্সবং ব্যঞ্জতী
যৎ কিঞ্চিদ্বদতি স্ম তৎ পুনরবাদীদিত্যমী মেনিরে ॥৪

ব্যস্তভাবে গোষ্ঠে, আগত বৃদ্ধার, নিরস্ত হইল গতি। দেখিতে লাগিল, অগ্রে গোপগণে, হৈঞা হর্ষাকুলমতি॥ স্বল্প ভূমিখণ্ড, দীর্ঘের মতন, পার হৈঞা বৃদ্ধা তবে। কিঞ্চিত কহিতে, বদন ব্যাদান, সভাতে করিল যবে॥ ফল মূল হস্তে, ন্যস্ত সেই বৃদ্ধা, ব্রাহ্মণী হসিত মুখে। পুত্র জন্ম কথা, নন্দের গোচরে, কহিতে লাগিল সুখে॥ কিঞ্চিত কহিতে, কণ্ঠরুদ্ধ হৈল, কহিতে না পারে আর। ইঙ্গিতে পুনশ্চ, বুঝিয়া লইল, গোপগণ সমাচার॥ মধুকণ্ঠ পুছে তবে বোলহ এখন। সে রমণী আসি কিবা কহিল বচন॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ এত শুনি কহে হাস্য ভরে। বৃদ্ধা আসি কহে গোপবৃন্দের গোচরে॥ মো সবার রাজা অদ্য জাতপ্রজা হৈল। তারে দেখিবারে সবে কেন না চলিল॥ বিলম্ব করিছ তুমি সব কি কারণে। ত্বরিতে চলহ নব শিশু দরশনে॥ হাস্যভরে মধুকণ্ঠ কহে অতঃপর। কিবা সংঘটিত হৈল বোলহ সত্বর॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে তবে করহ শ্রবণ। জন্মিল নন্দের পুত্র শুনি সর্বজন॥ নব বৃষ্টিপাতে শিখিগণের মতন। কোলাহল করিতে লাগিল গোপগণ॥ শ্রীমান্ গোপরাজ আনন্দে তখন। ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষের মতন॥ রোমাঞ্চ অঙ্কুরে শোভিত দেহ হৈঞা। প্রকাশিল পরানন্দ নির্বাক রহিয়া॥ মধুকণ্ঠ কহে কহ কি হৈল তখন। স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে তবে করহ শ্রবণ॥ শুভ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গোপগণ। মৃদুহাস্যে সম্ভ্রমবশতঃ সেইক্ষণ॥ রোমাঞ্চাদি ভাবাবেশে বর্দ্ধন হেরিল। মহা-শ্রদ্ধাভরে ব্রাহ্মণীরে প্রণমিল॥ অতীব প্রাচীনা বিপ্র পত্নী সেইক্ষণ॥ নন্দ ভূপতির ঠাঞি করিয়া গমন। পুত্রসহ হউক তোমার সুমঙ্গল॥ বর্ষিয়া

এ হেন আশীর্বাণী অবিরল॥ হরিদ্রা কুঙ্কুমযুক্ত দূর্বাঙ্কুর আর। নারিকেল ফলাদি মঙ্গল উপহার॥ নন্দের মঙ্গল করে করিল অর্পণ। উপনন্দে কৈল নন্দ সঙ্কেত তখন॥ গোপগণ প্রতি তবে নন্দরাজ কয়। যত ধেনু আইল বেগে দোহন সময়॥ তার মধ্যে একটিও বাদ না দিয়া। সব ধেনু বৎস সহ একত্র করিয়া॥ সবে মেলি এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ঘরে। পৌছাইয়া দেহ তার স্বামীর গোচরে॥ ইহা শুনি মহানন্দ গর্বে সেই ক্ষণ। কহিতে লাগিল সমবেত গোপগণ॥ ব্রাহ্মণীর হিতকর অপর বিষয়। কাম্য থাকে তাহাও প্রদানে আজ্ঞা হয় ॥৫-৬

আহ্লাদেন সমংযজ্ঞে বালঃ কিং কিং স এব সঃ।
এবং বিবেক্তুং নন্দস্য নাসীন্মতিমতী মতিঃ ॥৭

আহ্লাদের সঙ্গে, বালক জন্মিল, অথবা আহ্লাদ রাশি। বালক স্বরূপে, জনম লইল, মন্দির মাঝারে আসি॥ এইত বিষয়ে, বিচার করিতে, নন্দ ভূপতির মতি। না হৈল সক্ষম, হইয়াও মতি, সাতিশয় জ্ঞানবতী॥ তবেত শ্রীমান ব্রজরাজ স্নান করি। ধার্মিকের তিলকাদি নানা চিহ্ন ধরি॥ বহু ধেনু দান তরে সংকল্প করিল। বহুদান দিল তবু স্বল্প যেন হৈল॥ গোপরাজ পুনরায় দান করিবারে। সংকল্প করিল নিজ হৃদয় মাঝারে॥ তবে গোদোহন বেশ পরিত্যাগ করি। অন্য বেশ ধরিয়া চলিল আগুসরি॥ উপনন্দ সনন্দাদি আভীরের গণ। নন্দরাজে বেড়িয়া চলিল সেইক্ষণ ॥৮

অপি শ্রুতমভূন্নিশি ত্রিদিববাদ্যগর্জোর্জিতং
জিতং জিতমিতি স্বনং নতু বিনিশ্চিতং কারণম্।
তদা তদনুবাদিতং কলয়তামমীষাং মুহুর্মুদা কলকলারবঃ সমজনি ব্রজপ্রাণিনাম্ ॥৯

রজনীব্যাপী ব্রজবাসীগণ, শ্রবণ করিল তবে। জয় জয় ধ্বনি, মিশ্রিত হইয়া, ত্রিদিব বাদ্যের রবে॥ ভুবনে অন্যত্র, শ্রবণ করিল, অপর যে সব জন। বুঝিতে নারিল, কি কারণে হেন, বাজিছে বাদিত্রগণ॥ ব্রজবাসীগণ, জনয়ে কারণ, নন্দের মন্দিরে আসি। বিস্তারিল মুহুর্মুহুঃ মহানন্দে কলকল রব রাশি॥ মহানন্দে ব্রজরাজ দেহে বারম্বার। যদ্যপিহ হৈল স্তম্ভ ভাবের সঞ্চার॥ তথাপি উৎকণ্ঠা কৈল তারে আকর্ষণ। দেখা দিল দেহে তবে প্রবল কম্পন॥ নারায়ণ দেবে রাজা পূজে শ্রদ্ধা ভরে। স্নেহ বিস্তারিত আপনার দুই করে॥ রাজারে ধরিয়া যেন সুস্থির করিল। ধৈর্য ধরি নন্দ নিজ ভবনে চলিল ॥১০

তদ্বৃন্দে গৃহমভিযাতি বন্ধুবর্গা ধাবন্ত ক্রমমিলিতা মিথঃ পুরোগাঃ।
যে গঙ্গাঝরমনু নির্ঝরপ্রভেদা যদ্বত্তত্তুলিততয়ানয়স্ত বৃদ্ধিম্ ॥১১

উপানন্দ, নন্দ সনন্দাদি সবে, ভবনে গমন কৈল। বন্ধুবর্গ ক্রমে, ধাবিত হইয়া, আসিয়া মিলিত হৈল॥ গঙ্গার প্রবাহ, অন্য স্রোতে যথা, বৃদ্ধি পায় ক্রমে ক্রমে। তেমতি বাড়িল, নন্দ পরিজন, বন্ধুবর্গ সমাগমে॥

অথাগতাঃ পুরবণিতাঃ পুরঃ পুরঃ সহস্রশঃ কলিতশুভাযুতাযুতাঃ।
ব্রজেশ্বরং পুরু নিররাজয়ন্ জয়ন্নবাত্মজ-প্রভবমহে মহেহয়া ॥১২

সহস্র সহস্র, পুরনারীগণ, নগর সম্মুখে আসি। মিলিত হৈল, করে লৈঞা বহু, মাঙ্গলিক দ্রব্য রাশি ॥ তবে জয়শালী, নবকুমারের, জন্মপর্ব উপলক্ষ্যে। মহত্তী প্রচেষ্টা, প্রকাশ করিয়া, সর্বজন সুসমক্ষে ॥ মহানন্দ জন্মদাতা ব্রজেশ্বর, সমীপে সবাই যাঞা। সুপ্রচুর ভাবে, আরতি করিল, জয় জয় ধ্বনি দিয়া ॥

ততশ্চ কোলাহলিভিব্রজস্থিতৈঃ সমং গতঃ শ্রীলমহাব্রজেশ্বরঃ।
স্বরাংস্তু সালঙ্কৃতি চার্বশুভন্নভঃসভং পূর্ণসুধাংশুবৎ প্রভুঃ ॥১৩

অতঃপর শ্রীল, মহাব্রজেশ্বর, অতীব হর্ষিত মনে। মিলিত হইয়া, কোলাহল কারী, আত্মীয় স্বজনগণে ॥ স্বরিত উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বর, কোলাহলে যে উঠিল। নানা অলঙ্কারে, সুমধুর ভাবে, স্বরে অলঙ্কৃত কৈল ॥ পরিতোষ লভি, লোকসব হৈল, মহানন্দে আত্মহারা। কোলাহল তবে, তুঙ্গে উঠি হৈল, উদারা মুদারা তারা ॥ নক্ষত্র বেষ্টিত, পূর্ণচন্দ্র যথা, গগন শোভিত করে। শোভিত হইল, ব্রজের ঈশ্বর, তথা নিজ পরিকরে ॥

যদ্যপি বিপ্রাঃ সহসা, স্বয়মাগতয়ে কৃতোদ্যমাঃ সর্বে।
তদপি তদাদরবিধয়ে, রাজ্ঞাহূতাঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রথমম্ ॥১৪

পুত্র জন্ম কথা, শ্রবণ মাত্রেই, ব্রাহ্মণের গণ নিজে। সহসা উদ্যম, প্রকাশ করিল, যদ্যপি আসিতে ব্রজে ॥ তথাপি সবারে, আদর করিতে, হৈঞা অতি তৎপর। পৃথক্ পৃথক্ আহ্বান করিল, তৎপূর্বেই ব্রজেশ্বর ॥

সুখাবিষ্টস্তস্মিন্মধুরমুপবিষ্টৈঃ সদসি তৈর্মহাস্নিগ্ধৈঃ শর্মপ্রকরপরিদিগ্ধৈঃ পরিবৃতঃ।
পঠদ্ভিঃ পুত্রাশীরুচিতনিগমং ভূসুরবরৈঃ কিরদ্ভির্দূর্বাদ্যং শিরসি সুখপূর্বং স মহিতঃ ॥

মাঙ্গলিক কার্যে, অতীব কুশল, উত্তম ব্রাহ্মণগণ। সেইত সভায়, ভাল ভাবে সুখে, বসিয়া সেইত ক্ষণ ॥ কার্যকালোচিত, আশিষ সূচক, বেদমন্ত্র পাঠ করি। দূর্বাক্ষতাদিক, বর্ষিতে লাগিল, শিশুর মস্তকোপরি ॥ ব্রজরাজ তবে, বেষ্টিত হইয়া। সেইত ব্রাহ্মণগণে। মহা সুখোদয়ে, সম্মানিত বোধ, করিল আপন মনে ॥১৫

সম্নে যৎ পরিচস্করে বপুরপি স্বস্তিশ্রুতিঃ শুশ্রুবে,
শ্রীমন্নন্দমহাত্মনা সুতজনৌ তত্তৎ স্তবে নাপরম্।
অদ্যাপি স্ফুটমেতি সর্বজনতা যেষাং শ্রুতাদপ্যহো
স্নানাদ্যপ্যতিগম্য সৎকৃতিফলং যস্তাস্তি নান্তঃ কচিৎ ॥১৬

মহাত্মা শ্রীমান্, নন্দ মহারাজ, পুত্রজন্মসুখ ভরে। স্নানান্তে তিলক, ধারণাদি দ্বারে পরিশুদ্ধ কলেবরে ॥ মাঙ্গলিক বেদ ধ্বনি শ্রবণাদি, কৈল কার্য যেই সব। সেই সবে আমি, স্তুতি করি কিন্তু, অপরে না করি স্তব ॥ আশ্চর্যের কথা, এই যে অদ্যাপি, নন্দের স্নানের কথা। শুনিয়াও লোক, স্নান না করিয়া, করে ধর্ম কর্ম তথা। অনন্ত অক্ষয়, সৎকৃতির ফল, স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হয়। বুঝিতে না

পারি, সদাচার বিনা, সিদ্ধি কিসে উপজয় ॥ অতঃপর বালকের মঙ্গলের তরে। জাতকর্ম করিতে হইবে শ্রদ্ধা ভরে ॥ গুরু বর্গ যদি হেন আদেশ করিল। নন্দ তবে কর্মলাগি উদ্যোগী হইল ॥১৭

আনর্চিরে ব্রজেশিত্রা যাতৃকা যাস্তদা তু তাঃ।
মাতুঃ কমিব কং যাসামিত্যর্থব্যক্তিমাগতাঃ ॥১৮

পুত্রের জনমে, মাতৃসম সুখ, হৈল যা সবার মনে। নন্দ মহারাজ, পূজিল সেইত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ পত্নীগণে ॥ যশোদার সুখে, চিরন্তন সুখী, এই ভ্রাতৃ বধূগণ। ব্যক্ত আছে তেই, সর্বাগ্রে পূজিত, হইল সেই সব জন ॥

অথ নান্দীমুখশ্রাদ্ধং রাদ্ধং গোপালপালিনা।
পিতরোঽপি স্বয়ং যস্মিং স্তে নান্দীমুখতাং গতাঃ ॥১৯

যেই শ্রাদ্ধে স্বয়ং, আসি পিতৃগণ, নান্দীসূত্র পাঠ কৈল। সেই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ গোপরাজ, শ্রদ্ধা ভরে সমর্পিল ॥ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি, কার্যে পিত্রাদির, আশীর্বাদ লাভ হয়। তার ফলে শ্রাদ্ধ, কর্তার অশেষ সুমঙ্গল উপজয় ॥ পুত্রেষ্ট্যাদি নানা, শুভ কর্ম কালে, এই কর্ম শ্রদ্ধা ভরে। অবশ্য কর্ত্তব্য, পুত্রের অশেষ, মঙ্গল লাভের তরে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে নিমন্ত্রিয়া, নানা দ্রব্য করি দান। এই মাঙ্গলিক, নান্দীমুখ কার্য, কৈল নন্দ সমাধান ॥ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সমাপিয়া ব্রজপতি। বেদজ্ঞ পুরোধা পুত্রগণের সংহতি ॥ অন্তঃপুর মধ্যে আসি প্রবেশ করিল। সূতী গৃহ ঠাঞি তবে উপনীত হৈল ॥ পূর্ণকুম্ভ মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি সুশোভিত। বেদিপীঠে নন্দ তবে হৈল অধিষ্ঠিত। মহামনোরথে উপবেশনকারিণী। নন্দ আসিয়াছে জানি দেবী শ্রীরোহিণী ॥ ঝটিতি পশিল তবে সূতিকা মন্দিরে। কুলত্রয় যশোদাত্রী যশোদা গোচরে ॥ বালক সহিত খট্টা করি বস্ত্রাবৃত। আনিল দ্বারের অগ্রে হৈঞা হরষিত ॥ কিন্তু ভ্রাতৃ জায়াগণ পুত্রের বদন। দেখিতে না দিল নন্দ ভুপে সেই ক্ষণ ॥ নব জাত শিশু মুখ দর্শনের তরে। পরম কৌতুকে আর মহাসুখ ভরে ॥ প্রস্তুত করিতে নিজ নিজ অলঙ্কার। মহামূল্য কিছু অনির্বচনীয় আর ॥ নন্দ ঠাঞি সবে মেলি প্রার্থনা করিল। স্বীকৃত হৈলে নন্দ পুত্রে দেখাইল ॥ নব কুবলয়-দল কুলপতি, দুর্লভ্য দুর্লভ শোভা। কোমল অমল, কান্তি বিশ্রান্তির, ভূমি অতি মনোলোভা ॥ শোকহীন আর মহাকান্তি যুক্ত আর। হেনজনে উৎপাদিত সুন্দর অপার ॥ সদ্য প্রস্ফুটিত ইন্দীবর কুলপতি। তার শোভা জিনি যার হয় অঙ্গ দ্যুতি ॥ শোভাতে দুর্লভ্য আর দুর্লভ অপার। কোমল নির্মল কান্তি দামের আধার ॥ যার যত্ন নহে মর্ম গ্রহণে সীমিত। সেই বিশ্বাদ্ভুত বিশ্বকর্মা বিনির্মিত ॥ সুনির্মল নীল চিন্তামণির প্রতিমা। বিশ্বমাঝে নাহি মিলে যাহার উপমা ॥ সেইত প্রতিমা হইতে অতীব সুন্দর। সীমিত মদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিকর ॥ দলন বিষয়ে অতি প্রবৃত্তি বশতঃ। মহার্ঘ বৈদূর্য্য-মণি পূর্বে বিদলিত ॥ সেই চূর্ণ মিলনে যে মনোজ্ঞ অঞ্জন। তাহে ব্যাপ্ত যার

তলদেশ সুশোভন ॥ স্থির তোয়া সেই যমুনার হ্রদ মাঝে। অভিনব যে সব শৈবাল দল আছে ॥ সেইত শৈবাল কান্তি হৈতে যার দ্যুতি। অতীব মনোজ্ঞ যাহে মুগ্ধ হয় মতি ॥ হেন আকুঞ্চিত আর কুটিল কোমল। কেশরাজি যার শিরে পরম উজ্জ্বল ॥ কমলার কররূপ নবদলস্থিত। মনোহর নীলকমলের মধ্যগত ॥ পত্র হইতেও নেত্র যুগল নির্মল। রসভরে নিরন্তর করে ঢল ঢল ॥ হস্তপদ অধর এহেন মনোলোভা। কুণ্ঠিত বৈকুণ্ঠ কল্পতরু পত্র শোভা ॥ স্বর্ণ প্রভাজয়ী হরিতাল পিণ্ড আর। কুঙ্কুমের মত পীত বর্ণ হয় যার ॥ হেন বস্ত্রে আবৃত নিখিল কলেবর। সেই সদ্যোজাত শিশু অতি মনোহর ॥ দেখিয়া আভীর রাজ মহানন্দ ভরে। নেত্রজলরূপ দুগ্ধে জাত কলেবরে ॥ বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে জড়ের মতন। দাণ্ডাইয়া রহিল তবে ত কিছুক্ষণ ॥২০-২১

যদ্যপি বহুবিধভাবা জাতা গোষ্ঠেশিতুস্তর্হি।
তদপিচ জাড্যং বলবজ্জজ্ঞে গাম্ভীর্যশীলস্য ॥২২

যদ্যপিহ পুত্র, মুখ দরশনে, গোষ্ঠাধিপতির অঙ্গে। অশ্রু কম্পনাদি, বহুবিধ ভাব, জন্মিল স্নেহের সঙ্গে ॥ তথাপি অসীম, আনন্দ উদয়ে, জড়তা প্রবল হৈল। পরম গম্ভীর, ব্রজ ভূপতিরে, অতীব স্তম্ভিত কৈল ॥ কিছুক্ষণ পরে ব্রজভূমির ঈশ্বর। শ্রীমান নন্দ হৈল সুস্থির অন্তর ॥ উপনন্দপত্নী নন্দানন্দ বৃদ্ধি তরে। নবীন শিশুরে সমর্পিল তার ক্রোড়ে ॥২৩

উৎসঙ্গং বহতি শিশুং ব্রজাধিরাজে, সা দূরাদধিশয়িতা প্রসূতিশয্যাম্।
আসীত্তচ্ছ্রবণজ-বাষ্পরোমহর্ষ-স্তম্ভাদ্যৈর্বিবশতনুর্ব্রজাধিরাজ্ঞী ॥২৪

ব্রজরাজ যদি, রাখিল শিশুরে, অঙ্কের মাঝারে ধরি। কিছু দূরবর্ত্তী, প্রসূতি শয্যায়, শায়িত শ্রীব্রজেশ্বরী ॥ সখী মুখে শুনি, পুত্র হইয়াচে, জনকের ক্রোড়গত। অশ্রু রোম হর্ষ, স্তম্ভাদিতে হৈল, অবশাঙ্গ বিশেষতঃ ॥ অতঃপর শর্মান্ত পদবী আছে যার। এহেন ব্রাহ্মণগণ সানন্দে অপার ॥ জাতকের জাতকর্ম মেধা বিবর্ধন। সর্বকার্য শাস্ত্র মতে কৈল সম্পাদন ॥ জনৈক বেদজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ বিপ্রবর ॥ 'ভূস্ত্বয়ি' ইত্যাদি বেদ মন্ত্রে অতঃপর ॥ স্বর্ণাঙ্গুরী শোভিত অনামিকাঙ্গুলি দ্বারে। ঘৃতবিন্দু আস্বাদন করাইল শিশুরে ॥ করিবারে শিশুরে সুদীর্ঘ আয়ুষ্মন্ত। 'অগ্নিরায়ুষ্মান্' ইত্যাদিক বেদ মন্ত্র ॥ শিশুর দক্ষিণ কর্ণে বিপ্র একজন। জপিয়া আয়ুষ্য কার্য কৈল সম্পাদন ॥ 'দিবস্পতি' এই মন্ত্রে বালকে স্পর্শিল। 'প্রাণায়' ইত্যাদি মন্ত্রে ভূমি স্পর্শিল। 'অশ্মাভবে'ত্যাদি বেদ মন্ত্র পাঠ করি। শিশুরে শয়ন করাইল শয্যাপরি ॥ 'ইড়াসি' ইত্যাদি মন্ত্রে শিশুর মাতারে। সংস্কৃত করিল বিপ্রগণ শাস্ত্রাচারে ॥ 'ইমং স্তনং' 'যস্তে স্তনং' এই মন্ত্রদ্বয়ে। স্তনদ্বয় প্রক্ষালিত হৈল ক্রমান্বয়ে ॥ তবে ত শিশুরে করি উত্তান শায়িত। সূতিকা শয্যাতে সুখে করিয়া স্থাপিত ॥ 'আপো দেবেষু' ইত্যাদিক মন্ত্র পড়ি। শিয়রে রাখিল স্বর্ণঘট বারি ভরি ॥ হেনমতে মাঙ্গলিক জাতকর্ম যত। সমাপ্ত হইল যদি

বেদ বিধি মত ॥ নাভিনাল ছেদনের সময় হইল। হর্ষভরে ধাত্রী তবে আগমন কৈল ॥ সাবধান হৈঞা ধাত্রি রোমাঞ্চ শরীরে। এক দৃষ্টে বালকের সর্বাঙ্গে নেহারে ॥ এহো কিবা মহাশ্চর্য্য এহেন বচন। বার দুই তিন ধাত্রী করি উচ্চারণ ॥ নন্দের সমীপে যাঞা সবিস্ময়ে কয়। মহারাজ মোর বাক্যে করহ প্রত্যয় ॥ অন্যান্য শিশুর নাভি হ্রদের মাঝার। নাল রহে পদ্ম নাহি রহে মধ্যে তার ॥ কিন্তু এই বালকের নাভিহ্রদ মাঝে ॥ নাল নাহি দৃষ্ট হয় পদ্ম এক রাজে ॥২৫-২৬

অঙ্ঘ্যোর্ব্যক্তদরারিবজ্রকমলাদ্যাশ্চর্যচিহ্নৈরলং
কম্রৈরুজ্জ্বলিতাং তথা করযুগে তৈঃ কশ্চিদন্যৈরপি।
পশ্যশ্রীব্রজনাথ নীরদরুচের্বালস্য সামুদ্রকা-
হতীতশ্রীবিভবস্য দেহবলনামস্মাসু চিত্রপ্রদাম্ ॥২৭

হে ব্রজ ভূপতি, নবঘন শ্যাম, এ শিশুর দেহ মাঝে। দর্শন করহ, শুভ চিহ্ন যত সুস্পষ্ট স্বরূপে রাজে ॥ চরণ যুগলে, দেখ শঙ্খ চিহ্ন, পদ্ম বজ্রাদিক আর। অত্যন্ত অদ্ভুত, চিহ্ন সমুদয়, বিরাজে উজ্জ্বলাকার ॥ হস্তদ্বয়ে দেখ, শঙ্খ চক্র আর অন্যান্য মঙ্গল চিহ্ন। বিরাজ করিছে, রমণীয় ভাবে, যথা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ॥ মঙ্গল সূচক, চিহ্ন যত সব, সামুদ্রিক শাস্ত্রে কহে। সবে অতিক্রমি, সুষমা সম্পদ, শোভে এ শিশুর দেহে ॥ তব তনয়ের, দেহ বিঘটিত, শুভ চিহ্ন সমুদয়। মো সবার চিত্ত, বিস্ময়ে আকুল, করিতেছে সাতিশয় ॥ শিশুরে দর্শন করি জনতা তখন। হইল বিস্ময়ে যদি আকুলিত মন ॥ ব্রাহ্মণ বালকগণ হাস্যের পটুতা। দেখাইয়া কহিতে লাগিল তবে কথা ॥ হে সর্ব মঙ্গলময় তুমি সুমঙ্গল। তোমার যে ধর্ম তাহা অতীব নির্মল ॥ অশৌচ আসিয়া তবে কেমনে গোসাঞি। আপন প্রভাব দেখাইবে তব ঠাঞি ॥ নাড়ীচ্ছেদ না হইলে অশৌচ না হয়। হেন কথা কহিয়াছে মুনি সমুদয় ॥ নাড়ীচ্ছেদ না হইল গোসাঞি তোমার। তেইত অশৌচ তব ভাগ্যে নাহি আর ॥ শুনিয়া নন্দের দেহে রোমাঞ্চ নিকর ॥ উৎফুল্ল হইল ফুল্ল মুখ শশধর ॥ পুরোহিত পুত্রগণে হৈঞা পরিবৃত। হোম কার্য স্থানে আসি হৈল উপনীত ॥ করিয়া সবার চিত্তে আনন্দ প্রদান। ব্রজরাজ উপবিষ্ট হৈল সেই স্থান ॥ সহচরবর্গ তথা আসি অতঃপর। মাঙ্গলিক কার্য কথা করিল গোচর ॥ তবেত শ্রীমান নন্দ বসি সেই স্থান। দানযোগ্য বিপ্রগণে করিল আহ্বান ॥ মহানন্দে বিপ্রগণ সমাগত হৈল। প্রচুর প্রমাণে নন্দ দান আরম্ভিল ॥২৮-২৯

আরেভে সচ দাতুং, লেভে ন তুলাস্তু সঙ্গিনাং তেষাম্।
তাদৃশতৎপ্রসবশ্রীবার্ত্তা যৈরপিতা পরিতঃ ॥

বৈষ্ণব ধর্মজ্ঞ, আভীর ভূপতি, জানয়ে শাস্ত্রের মর্ম। পুত্র শুভ হেতু, বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে, আরম্ভিল দান কর্ম ॥ সঙ্গীগণ তার, দেশে দেশে যাঞা, দানবার্ত্তা প্রচারিল। তা সবার সংখ্যা, সঠিক কহিতে, কেহ না সমর্থ হৈল ॥ দানের তুলনা, সঠিক প্রকারে, কেমনে কহিব আর। সঙ্গী সংখ্যা হৈতে, অত্যন্ত অধিক, দান পরিমাণ তার ॥

অযুতং প্রযুতং নিযুতং, ভবতি দশানাং সহস্রমারভ্য।

নিযুতে বিংশতিলক্ষং তাবদ্ধেনূরদান্নন্দঃ ॥

বিংশতিলক্ষং দত্বা, ধেনূঃ সৌবর্ণশৃঙ্গসজ্জাঙ্গীঃ। হৃদয়মপূর্ণতয়াসীত্তস্মাত্তস্মৈ প্রদানায় ॥

দশভির্দশভির্দ্রোণৈঃ কৃততিলসপ্তাচলীমদদাৎ।

যত্ তিমণিকনকানাং তদধিকতরভারতা দ্বিজৈর্মেনে ॥

আরম্ভিল দশ সহস্র হইতে, অযুত প্রযুত নিযুত মান। দ্বিনিযুত আর, বিংশতি লক্ষ, ধেনু কৈল বিপ্রে দান॥ স্বুবর্ণ মণ্ডিত, শৃঙ্গদ্বয় আর, দিব্য বস্ত্রাবৃত গাত্র। ধেনু দান করি, অতীব প্রসন্ন, না হৈল নন্দের চিত্ত॥ অন্য কিছু দান, করিবার তরে, ব্যাকুল হইল মন। বসিল নৃপতি, সংকল্প করিয়া, তিল দানে সেই ক্ষণ॥ দশাদশ দ্রোণে, একেক তিলাদ্রি, রত্নবস্ত্রাবৃত করি। দান কৈল কৃষ্ণ, পিতা নন্দ ঘোষ, শ্রীবিষ্ণু চরণ স্মরি॥ রজত কাঞ্চন, মণিমুক্তাদি, তিলাদ্রির আবরণ। তিলপরিমাণ, হইতে অধিক, মনে কৈল বিপ্রগণ॥৩০

তেভ্যশ্চ দক্ষিণীয়েভ্যঃ প্রত্তা যা দক্ষিণামুনা, তয়াপ্যক্ষীণয়ান্যেষামক্ষীণ্যাশ্চর্য্যমাযযুঃ।
বাড়ব্যানামসংখ্যানাং নাসীৎপরিচিতিস্তদা, ব্রহ্মবর্চসমেবাস্মিন্ পরিচায়কতাং যযৌ ॥

দক্ষিণা প্রাপ্তির, যোগ্য বিপ্রগণে, নন্দ যে দক্ষিণা দিল। অক্ষয় সে সব, হেরি লোকনেত্র, বিস্ময়ে প্রস্ফীত হৈল॥ অসংখ্য অসংখ্য, বৃদ্ধ বিপ্র যত, আইল তথা সে সময়। পরিচয় হীন, ব্রহ্মতেজ দিল, তা সবার পরিচয়॥ বেদের তাৎপর্য জানে এহেন ব্রাহ্মণ। নিজ বিদ্যা প্রভাবে মণ্ডিত অনুক্ষণ॥ তারা সবে আর সূত মাগধ স্তাবক। হরবোলা নৃত্যকারী নর্ত্তক বাদক॥ নন্দ মহোৎসবে আসি লোক এই সব। উৎপন্ন করিল যেই সুমঙ্গল রব॥ সেই রব যদি হয় পৃথক বাদিত। মনে হয় সব যেন হইল মিলিত॥ হেন কোলাহল করি জনতা তখন। করিল বিশ্বের মহা বিস্ময়োৎপাদন॥ এ হেন ঘটনা যদি ঘটিল তখন। কি কহিব ব্রজবাসীগণ বিবরণ॥ মায়িক জ্ঞানেতে অচেতন যাহা ভাসে। হেন ব্রজভূমিও মাতি মহোল্লাসে॥ সবাকার সমাগমে লভি সর্বাভীষ্ট। ব্রজভূমি হৈল যেন ঘন সন্নিবিষ্ট॥ সুগন্ধ সলিলে হৈঞা সিক্তিত বিস্তর। ব্রজভূমি হৈল যেন সুস্নিগ্ধ অন্তর॥ পবনে চালিত ধ্বজ পতাকাদি ছলে। ব্রজভূমি যেন নৃত্য করে তালে তালে॥ গোবৃষ-বৎসাদি মাঝে ব্রজে স্বভাবতঃ। যদ্যপিহ বিদ্যমান স্নেহাদি সতত॥ তথাপিহ হৈঞা তৈল হরিদ্রা সিক্তিত। সেই স্নেহ হৈল যেন বাহিরে বেকত॥ বিচিত্র গৈরিক ধাতু শিখিপুচ্ছ আর। পুষ্পমাল্য রত্নহার স্বুবর্ণালঙ্কার॥ ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ নানা দ্রব্য ছলে। হর্ষ যেন ব্যক্ত হৈল শ্রীব্রজমণ্ডলে॥ আনন্দে মাতিল যদি ব্রজে পশুগণ। কি আর কহিব তবে লোক বিবরণ॥ বিশেষতঃ ব্রজস্থিত গোপগণ কথা। কৃষ্ণে পাঞা যে আনন্দ লাভ কৈল তথা॥ অদ্যাপিহ যারা সবে গোপালক নামে। পৃথিবীর রক্ষক রূপে আছে ব্রজ ধামে॥ যারা সবে রসভাব হৃদয়ে ধরিয়া। নানা অলঙ্কার

অঙ্গে ধারণ করিয়া॥ কাব্য প্রোক্ত রসভাবালঙ্কার সহিত। অভিন্ন হইয়া সদা আছে অবস্থিত॥ মহোল্লাসে সেই সব ব্রজবাসিগণ। মণিময় নানাবস্ত্র করিয়া গ্রহণ॥ প্রেমে পরিপূর্ণ চিত্ত নীরের মতন। নন্দের মন্দিরে শীঘ্র কৈল আগমন॥ ঈদৃশ আনন্দ যদি হৈল গোপগণে। যশোদার কথা তবে বর্ণিব কেমনে॥ নিখিল জীবন নন্দনন্দন জননী। গোকুল কুলের সম্যক জীবনরূপিণী॥ গোকুলেশ্বরীর দশা হইল কিরূপ। কে কহিতে পারে তার সম্পূর্ণ স্বরূপ॥ গুণগণে যা সবার স্নেহপূর্ণ চিত্ত। যশোদার সঙ্গে সখী ভাবে স্থিত নিত্য॥ প্রধান প্রধান গোপী ব্রজে যেই সব। কৃষ্ণ জন্মে যা সবার হৈল মহোৎসব॥ তা সবার কথা কেবা কহিবারে পারে। ডুবিল সবাই মহানন্দের পাথারে॥ পূর্বে যশোদার পুত্রসম্পত্তি অভাবে। যেইত গোপিকাগণ বিষাদিত ভাবে॥ স্নেহ হৈতে বেশভূষা কৈল পরিহার। ব্যগ্র ছিল এতদিন যাহা শুনিবার॥ সম্প্রতি সেইত পুত্র জন্মের বারতা। শ্রবণ মাত্রেতে হৈঞা মহানন্দযুতা॥ পুত্রোৎসব তবেত ব্যক্তিত করিবারে। হইলেও বিলম্ব বিবিধ অলঙ্কারে॥ ভূষিত করিয়া তনু সেই গোপীগণ। নাচিতে নাচিতে তত্র কৈল আগমন॥ মঙ্গলের সহিত মঙ্গল প্রকাশনে। স্নেহ বাঞ্ছা পরিণতি যা সবার মনে॥ মহামণিময় উপঢৌকন লইয়া। নন্দ গৃহে আইল শোভা বিস্তার করিয়া॥৩১-৩২

জিতকুঙ্কুমমুক্ত কচে, মুখশশিনাং রোচিরেতাসাম্।
সমুদিতমুদিতং পর্বণি সুতজন্মনঃ শ্রীযশোদায়াঃ॥৩৩

এইত গোপিকাবৃন্দের সুন্দর, বদন চন্দ্রমাশোভা। কাশ্মিরীকুঙ্কুম, সুষমা হইতে, সাতিশয় মনোলোভা॥ মহামহীয়সী, রাজ্ঞী যশোদার, পুত্র জন্ম মহোৎসবে। সবার হৃদয়ে পরম আনন্দ সমুদিত হৈল তবে॥ শিশুর বদন, হেরিয়া সবার, আনন্দে উছলে প্রাণ। একত্র হইয়া, মহিলার গণ, গাহিতে লাগিল গান॥

অজনি যশোদা নিশিসুতসারম্। ইতি মহিলানিরিতা তদগারম্॥ ঙ॥

জন্মিল উত্তম পুত্র যশোদার, রজনীর অন্ধকারে। এতেক শুনিয়া, মহিলার গণ চলিল সূতিকাগারে॥

সম্ভ্রমবিরচিতবহুবিধবেশং, পথি মাল্যচ্যবপূরিতদেশম্।
চলমণিকুণ্ডলবলিতকপোলং, অপরিকলিতগলদংশনিচোলম্॥
উচ্ছলিতচ্ছবি-চপলাহারং, চিত্রবসনবসরসনারাবম্।
অপরস্পরগতিবিজিতাস্তোকং, সপদি বাহসীদিহ চাস্তোকম্॥৩৪

সম্ভ্রমে গোপিকাগণ বিরচিল, নিজাঙ্গে বিবিধ বেশ। গমনের বেগে, অঙ্গ চ্যুত মাল্যে, আবরিল পথদেশ॥ গণ্ডের সুষমা, মাণিক্য কুণ্ডল, চাঞ্চল্যে বর্দ্ধিত কৈল। স্কন্ধের বসন, খসিয়া পড়িল, তাহাও না বোধ হৈল॥ উচ্ছলিত দেহ-দ্যুতিপ্রোদ্ভাসিত, হার দোলে বক্ষোমাঝে। চিত্রবিচিত্রিত, বস্ত্রাঞ্চলে বদ্ধ, ক্ষুদ্র ঘর্ঘুণ্টি বাজে॥ দ্রুতবেগে ধায়, রমণীর গণ, জিনিবারে পরস্পরে। এতেক হেরিয়া, অন্য নারীগণ, পথসহ হাস্য করে॥

ব্রজঃ প্রকটতাং যাতস্তত্র কৃষ্ণশ্চ সঙ্গতঃ ইত্যবাস্তস্ত বাদ্যানি বাদ্যাধিষ্ঠাতৃদৈবতৈঃ।
তস্মাদানন্দসন্দোহাত্তুপনন্দপুরঃসরাঃ গম্ভীরাস্তেঽপি চাভীরা বিজহ্রুর্ননৃতুর্জগুঃ॥

প্রকট হইল, ব্রজভূমি আর, কৃষ্ণও মিলিত হৈল। এ বোলে বাদ্যের অধিষ্ঠাতৃদেব, বৃন্দবাদ্য আরম্ভিল॥ আনন্দ সন্দোহ, সংপ্রাপ্তি বশতঃ, উপনন্দ পুরসর। গম্ভীর প্রকৃতি, গোপগণ কৈল, নৃত্যগীত সুবিস্তর ॥৩৫

তদাত্তত্রাগতা যোষাস্তং সদাশীর্ভিরর্তকম্। বর্ণয়িত্বাভিষিঞ্চন্ত্যঃ স্বজনানিদমুজ্জগুঃ॥

সেইত সময়ে, ললনার গণ, সেথা আগমন করি। শিশুরে আশিষ, করিতে লাগিল, শুভপ্রদ মন্ত্র পড়ি॥ সিঞ্চন করতঃ, স্বজন নিকরে, সুবাসিত দুগ্ধ দ্বারে। গাহিতে লাগিল, সমধুর গীত, গোপীগণ এপ্রকারে ॥৩৬

পাহি চিরং ব্রজরাজকুমার! অস্মানত্র শিশো সুকুমার।
দ্রুততরবৃদ্ধিসমৃদ্ধি গতেন, শং ভবতাদ্ভবতাভিমতেন।
স্পৃহয়ামস্তে হসিতমুখায় অঙ্গণ-সঙ্গত-রিঙ্গ সুখায়॥
গোবালাবলিলূমালম্বি, চলনং তব বলতামবিলম্বি।
সহ গোশাবক-গম-রমণেন, সুখয়সি হন্ত কদা কমনেন॥
গোগণচারণবিহরণমস্ত স তু পশ্যেদ্বরভাগ্যং যস্ত।
দুষ্ট-কদন-দদ সুষ্টুবলায় ভবশিষ্টালিবিশিষ্টফলায় ॥৩৭

হে ব্রজ রাজকুমার। মো সবারে এই ব্রজে রক্ষা কর, ওহে শিশু সুকুমার॥ দ্রুতগতি তব, কলেবর প্রাপ্ত, হউক বর্দ্ধিত ভাব। আকাঙ্খিত ধন, তুমি মো সবার, সম্পদ হউক লাভ॥ তোমার হসিত, বদন হেরিতে, সতত বাসনা জাগে। রঙ্গন তোমার, দেখিতে লালসা, অঙ্গনে নয়ন আগে॥ গোবৎস শ্রেণীর, পুচ্ছাবলম্বনে, অচিরে হউক গতি। সেই সঙ্গে নৃত্য, দর্শনে কবে বা, হইব হর্ষিত মতি॥ গোচারণ রূপ বিহার তোমার, ব্রজের কানন মাঝে। সেইত দেখিবে, সাতিশয় ভাগ্য, জগতে যাহার আছে॥ দুষ্টের দলনে, হে কৃষ্ণ তোমার, আছে যে বিশিষ্ট শক্তি। শিষ্টের বিশিষ্ট, ফলদেহ তুমি, বিতরি বিমলা ভক্তি॥

ইতি সঙ্গীতসঙ্গিন্যো রঙ্গিণ্যো মহসম্পদি।
পীতা-তৈলেন সিঞ্চন্ত্যঃ সিঞ্চন্ত্যঃ প্রযযুর্বহিঃ ॥৩৮

এইত প্রকারে, সঙ্গীত করিয়া, সঙ্গিনী রঙ্গিনীগণ। বালকের জন্ম, উৎসব সম্পদে, হইয়া নিবিষ্ট মন॥ হরিদ্রাক্ত তৈলে, সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে, একেত অন্যের প্রতি। সূতিকা মন্দির, বাহিরে চলিয়া, আইল তুরিত গতি॥

দধিদুগ্ধাদিসেকেন মিথোঽমী শুভ্রতাং গতাঃ।
তরঙ্গা ইব দুগ্ধাব্ধেরনৃত্যন্ বরগোদুহঃ॥

সূতিকা মন্দির, বাহির প্রাঙ্গন, পরিসরে সেইক্ষণ। ব্রজের যতেক প্রধান প্রধান প্রসিদ্ধ আভীরগণ॥ দধি দুগ্ধে করি, অন্যোন্যে সিঞ্চিত, ধবলিম কলেবরে। নাচিতে লাগিল, তরঙ্গ যেমন, দুগ্ধাব্ধিতে নৃত্য করে॥ নাচিতে নাচিতে

আভীরের গণ, আত্মহারা হৈল সবে। তা সবারে হেরি, রমণীর গণ, গাহিতে লাগিল তবে ॥৩৯

পশ্য সখীকুল গোকুলরাজং, পুত্রোৎসবমনু খেলাভাজম্।
উদধি-প্রভ-দধি সংপ্লুতদেশং, পরিতো ঘূর্ণিতমন্দরবেশম্।
মধ্যধটি-ফণীরাজে কৃষ্টং, হন্তসুহৃদ্ভিরতীবচ হৃষ্টম্॥
মধ্যে মধ্যে দুর্লভদানং, দদতং দধতং বিস্ময়ভানম্॥
একং পুনরলমভবদপূর্বং, অজনি বিধুর্বত যদিতঃ পূর্বম্ ॥৪০

ব্রজরাজে দেখ সখীগণ। বৃদ্ধ হইয়াও, পুত্র জন্মোৎসব, ক্রীড়াতে নিমগ্ন মন॥ দধিদুগ্ধ ব্যাপ্ত ব্রজভূমি হৈল, ক্ষীর সাগরের মত। মন্দর সমান, তাহে নন্দ ভূপ, ঘূর্ণনে শোভিছে কত॥ কটিতটে শোভে, ফণীরাজ সম, ধটি অতি মনোহর। প্রিয় বন্ধুগণে, বেষ্টিত অতীব, আনন্দে পূর্ণিতান্তর॥ নৃত্যের মাঝারে, ক্ষণে ক্ষণে করি, নানা মণি রত্ন দান। বিস্ফারিত নেত্রে, হেরে চতুর্দিকে, করিয়া বিস্ময় ভাণ॥ ক্ষীরাব্ধি মন্থন, করিবার পরে, চন্দ্র আবির্ভূত হৈল। এহ ত আশ্চর্য, মন্থনের পূর্বে, চন্দ্র এথা জনমিল॥

নেয়ং দুগ্ধবিকীর্ণিপালিরপিতু দ্রাগম্বরিধারাগতিং
নেয়ং স্ত্যান্নবনীতপিণ্ডবিস্থতির্মুক্তাস্ত মুক্তাম্বুদাঃ।
নেয়ং দীর্ণহরিদ্রনীরবিকৃতিঃ কিন্তু প্রভা বিদ্যুতাং
পর্বৈবেদমতীব হর্ষমহসা বর্ষাবপুর্নির্মমে ॥৪১

এ নহে বিকীর্ণ, দুগ্ধ ধারারাশি, নিক্ষিপ্ত ভূতল প্রতি। এ হয় গগন, হইতে গলিত ললিত সলিল গতি॥ নবনীত পিণ্ড বিস্তার এহ ত, ভূতলে বিস্তৃত নয়। জলদ বিমুক্ত, মুক্তা ফলরাশি, এ সব নিশ্চিত হয়॥ হরিদ্রার চূর্ণ, প্রভৃত মিশ্রিত, এ নহে বিকৃত নীর। বিজুরীপুঞ্জের, পুঞ্জিত এ হয়, প্রদীপ্ত সুষমা স্থির। জন্মোৎসব পর্ব, মহাহর্ষ ভরে, যেন নিরমিল এহ। বর্ষণ মুখর, করকাবিসারী, বিদ্যোতিত বর্ষাদেহ॥

বালস্য মাতামহমেত্য মাতুলাস্তদা গৃহীতাঃ কররচোরকা ইব।
দধ্যাদিপঙ্কেষু মুহুর্বিকর্ষণাৎ পিতৃব্যবর্গেণ বিহস্য দণ্ডিতাঃ ॥৪২

উৎসব দর্শনে, করিল শিশুর, মাতামহ আগমন। তাহার পশ্চাতে, আসি দাণ্ডাইল, শিশুর মাতুলগণ॥ কর্দম ক্রীড়াতে, প্রমত্ত শিশুর, পিতৃব্যের গণ তবে। রাজস্বাপহারী, তস্করের মত, ধরিল মাতুল সবে॥ দধ্যাদি পঙ্কের, মাঝারে শায়িত, করিয়া মাতুলগণে। সহাস্যে পিতৃব্যগণ দণ্ড দিল মুহুর্মুহু আকর্ষণে॥

মহোদারচিত্তশ্চিত্তানেকবিত্তঃ সমাহূয় সর্বং গুণ জীবিবর্বম্।
বিনা তদ্বিচারং বপুঃশক্তিসারং সমুৎক্ষিপ্য রক্তং দদে সাতিযত্নম্ ॥৪৩

মহোদার চিত্ত নন্দ মহারাজ, প্রচুর প্রচুর ধন। সংগ্রহ করিয়া, কৈল খর্ব

সংখ্য, গুণজীবী আমন্ত্রণ ॥ পাত্রাপাত্র মাত্র, না করি বিচার, দেখিয়া দেহের শক্তি। সেই মণি রত্ন, ছড়াইয়া ছিল, সযত্নে করিয়া ভক্তি ॥

গ্রহীতা যাচিতান্তত্র প্রদাতাঙ্গীক্রিয়াযুতঃ।
শ্রীমন্নন্দেন দানে তু তত্র জাতো বিপর্যয়ঃ ॥

গ্রহীতা প্রথমে, করয়ে প্রার্থনা, তবে দাতা করে দান। এইত নিয়ম, দাতা গ্রহীতার, মধ্যে নিত্য বিদ্যমান ॥ শ্রীনন্দের দানে, এই নিয়মের, কিন্তু বিপর্যয় হৈল। গ্রহীতা না চাহে, সাধিয়া যাচিয়া, নন্দ সবে দান কৈল ॥৪৪

বিনা যাচ্ঞাং দদানে তু সর্বংব্রজপতৌ তদা,
কল্পক্র-চিন্তামণ্যাত্মাস্তেঽপ্যাসন্ কৃপণা ইব ॥৪৫

প্রার্থনা ব্যতীত, নন্দের এহেন, সর্বস্ব দানের ফলে। কল্পবৃক্ষ চিন্তামণি কৃপণের, তুল্য হৈল মহীতলে ॥

অনেন প্রীয়তাং বিষ্ণুস্তেন স্তান্মংসুতে শিবম্।
এবং প্রসভমুদ্ভূতা দানে নন্দস্য ভাবনা ॥৪৬

এইসব দান, কার্য পরিণামে, শ্রীবিষ্ণু হউন প্রীত। তার ফলে মোর, পুত্রের হউক, শুভোদয় যথোচিত ॥ নন্দের অন্তরে, এইত ভাবনা, সহসা উদিত হৈল। তার লাগি রাজা অধিক করিয়া, ধনরত্ন বিতরিল ॥ সূতিকা মন্দির প্রাঙ্গনেতে গোপগণ। হেন মতে করি দধিকর্দম ক্রীড়ন ॥ স্নান করিবার তরে একত্র হইয়া। চলিল যমুনা তীরে স্নান দ্রব্য লৈঞা ॥ তবে ত নন্দের সঙ্গে মহানন্দ ভরে। জল কেলি কৈল সবে লজ্জা রাখি দূরে ॥ তবে তীরে উঠে গাত্র মার্জন করিল। সুগন্ধিত তৈল সর্ব শরীরে মাখিল ॥ পুনর্বার স্নান করি বিশুষ্ক বসনে। গাত্র সম্মার্জিত কৈল পরিহৃষ্ট মনে ॥ দিব্য বস্ত্র পরিধান করি সর্বজন। কর্পূর চন্দনে কৈল দেহ বিলেপন ॥ তত্র পর্ণশালা মধ্যে মহানন্দবাসি। রহিয়া আছিল সুখে দেবী পৌর্ণমাসী ॥ পূর্ব সঙ্কল্পিত তার চেষ্টা সিদ্ধ হৈল। তেই দেবী মহানন্দে বসিয়া আছিল ॥ যশস্বী আভীরগণ প্রণমিল তারে। বন্দিগণ যশোগান করে উচ্চৈস্বরে ॥ সেই গানে পূর্ণ করি যুগল শ্রবণ। রাজার ভবনে চলি আইলা সর্বজন ॥ তবেত ব্রজের রাজা চন্দ্রের মতন। রুচিমত দান করি সবারে অর্পণ ॥ বন্ধুবৃন্দ রূপ সিন্ধু পরিপূর্ণ কৈল। দান কার্য মহানন্দে সম্পূর্ণ হইল ॥ শ্রীরোহিণী দেবী বলরামের জননী। সে সবারে নিমন্ত্রিল নিজজন জানি ॥ তারা সবে ঘৃত পক্ব দ্রব্য অগণন। ভোজনান্তে পর্বোৎসব করি সম্পাদন ॥ স্ফীতোদর হৈঞা পূর্ণচন্দ্রের মতন। নিজ নিজ গৃহ প্রতি করিল গমন ॥ তৎকালে সবাই মহানন্দ লাভ করি। জাগরণ কৈল নৃত্য গীতে বিভাবরী ॥৪৭-৫১

শ্রীরোহিণ্যা হরিজনিসুখং শক্যতে কেন বক্তুং
যস্মাদেবং বিবিধমদধাত্তত্র তঃ প্রোষিতাপি ॥
চিত্রং চিত্রং সুকৃতবরিমা দৃশ্যতাং বিশ্ববন্দ্যঃ-
শ্রীমান্নন্দোঽপ্যমুত নিজং ভাগ্যমায়াতিমন্ত্যাঃ ॥৫২

কৃষ্ণের জনমে, কত যে আনন্দ, রোহিণী দেবীর মনে। উদয় হইল, কে কহিতে পারে, সে কথা ভুবন জনে ॥ প্রোষিত ভর্তৃকা, তথাপিহ দেবী, বিবিধ মনোজ্ঞ বেশে। সজ্জিত হইয়া, শোভা বৃদ্ধি কৈল, মহোৎসবে সবিশেষে ॥ মহাশ্চর্য্য দেখ, এইত দেবীর, সুকৃতি মহিমা রূপ। আগমন যার ভাগ্যে গণ্য কৈল বিশ্ব বন্দ্য নন্দ ভূপ ॥ শ্রীহরির আবির্ভাব দিবস হইতে। রত্নাকর ব্রজভূমি সর্ব সম্পত্তিতে ॥ প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বশতঃ। চমৎকার ভাব এক করিল বিস্তৃত ॥ তবে গোপগণের ঔরসে মনোহর। জন্ম নিল যেই সব রমণী নিকর ॥ কি আর কহিব সেই রমণী রূপিণী। লক্ষ্মীগণ ধাম ব্রজ হইল অমনি ॥ অতঃপর মধুকণ্ঠ চিন্তিতে লাগিল। ভাগবত শ্লোক তার স্মরণ হইল ॥

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্। হরের্নিবাসাত্ম গুণৈরমাক্রীড়মভূন্নৃপঃ ॥

সেই দিন হৈতে, ভূপতি নন্দের, সাতিশয় অভিরাম। ব্রজপুরী হৈল, নিখিল সমৃদ্ধি, সম্পন্ন সুখের ধাম ॥ হরির নিবাস হেতু তদুচিত, গুণে হৈঞা সুশোভিত। মহালক্ষ্মী রমা, দেবীর হইল, ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে পুনঃ করিয়া চিন্তন। অহো নন্দ মহারাজ দেখহ কেমন ॥ মহোৎসাহ প্রভৃতি স্বভাব গুণ দ্বারে। মণ্ডিত হইয়া রাজে ব্রজের মাঝারে ॥৫৪

তাবন্মানং বিতরণমহো সম্পদস্তাকিয়ত্য
স্তাবৎসজ্যাং মহসিরচনং ভৃত্যবর্গাঃ কিয়ন্তঃ।
তাবৎপ্রাপ্তং জনসমবনং কত্যমুষ্মাবধানা-
ন্যেবংসর্বং ব্রজনরপতেঃ কো নু শক্তো বিবেক্তুম্ ॥৫৫

পরিমাণ হীন, ধন বিতরণ, সম্পদও সীমাহীন। উৎসবে অসীম, রচনা অসংখ্য, ভৃত্যবর্গ নিজাধীন ॥ তাবৎ সংখ্যক, লোকের তরণ, পোষণাদি ক্রিয়া যত। অসংখ্য বিষয়ে, চিত্তের সংযোগ, নানাকালে নানা মত ॥ এইসব নানা গুণে বিমণ্ডিত, নন্দ ভূপ অনুক্ষণ। তার গুণরাশি, গণিবারে পারে, হেন আছে কোন জন ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ করি তবে বাক্য সমাধান। কহিতে লাগিল শ্রীনন্দের সন্নিধান ॥

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোষ্ঠেক্ষিতীশ যঃ।
লক্ষ্মীলক্ষ্মান্বিতং কুর্বন্ গোষ্ঠং নিন্যে বিলক্ষতাম্ ॥

ওহে ব্রজাধীশ, এহেন তনয়, জন্মিল তোমার ঘরে। লক্ষ্মীলক্ষান্বিত, করি ব্রজ তব, স্বকীয় প্রভাব ভরে ॥ ব্রজবাসী নর-নারী গণ সবে, করিলে বিস্ময়াপন্ন। অতএব এই, ত্রিভুবন মাঝে, তুমি হে ধন্যাতি ধন্য ॥ এতেক ঘটনা যদি বর্ণিত হইল। পূর্বদিন মতে সবে স্বগৃহে চলিল ॥ শ্রীগোকুল যুবরাজ লৈঞা সঙ্গীগণ। গোচারণ তরে গোষ্ঠে করিল গমন ॥৫৭

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু শ্রীমন্নন্দনন্দনপর্ব নাম চতুর্থং পূরণম্ ॥৪

শ্রীমাধ্বগৌড়িয়, বৈষ্ণবাচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ

বিরচিল, আমে সুধা গর্ব হয়। হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

পঞ্চমং পূরণম্ * পুতনাবধঃ॥

পরদিন সেই শোভাশালিনী সভায়। বিস্তারিয়া নিজ কণ্ঠ ধ্বনি পুনরায়॥ সবাকার উৎকণ্ঠা বিদূর করিয়া। মঙ্গল নিলয় মধুকণ্ঠ হৃষ্ট হৈঞা॥ কহিতে লাগিল ওহে স্নিগ্ধকণ্ঠ আর। সভাসদগণ সবে শুন এইবার। অতঃপর সেইত নির্দোষ প্রদোষেতে। সর্ব দেব রূপী বসুদেব ঠাঞি হৈতে॥ কোন এক বার্ত্তাবহ অতি সংগোপনে। আইল নন্দ পাদপদ্ম পীঠ সন্নিধানে। শ্রীবসুদেবের পুরাতন ভৃত্য গণে। তাহারে প্রধান জানি আনন্দিত মনে॥ নন্দরাজ তারে কুশলাদি প্রশ্ন কৈল॥ নমস্করি দূত তবে কহিতে লাগিল॥ রক্ষোমুখে করাইতে সবারে ভক্ষণ। আছয়ে নৃশংস কংস জীবিত যখন॥ কিরূপে ঘটিবে তবে নির্বাধ মঙ্গল। ঘোর দৈত্য বেশ হেরি বুঝহ সকল॥ নৌকা যোগে কিংবা দিবা ভাগে মো সবার। নাহিক উপায় কুত্রাপিহ যাইবার॥ এই বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সন্তরণে। যমুনা উত্তীর্ণ হৈঞা আসিনু এক্ষণে॥ পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র স্বিন্ন কলেবরে। সন্ধ্যাবেলা আইনু আমি তোমার গোচরে॥ ব্রজরাজ রুক্ষভাবে হাস্য করি কয়। কহ যদি আছে কিছু বিশেষ বিষয়॥ দূত কহে বেশী বাক্যে নাহি প্রয়োজন। মো সবার প্রাণবল্লভের নিকট মরণ॥ হেন প্রাণ নাশ এবে হৈল উপনীত। নিজ প্রভু সেহ হৈল সহায় রহিত॥ তাহার অধীনে যেই সর্বজন ছিল॥ তাহারাও কংসের অধীন এবে হৈল॥ ব্রজরাজ কহে তুমি বোলহ সম্প্রতি। ঘটিল কি বিশেষ ঘটনা তায় প্রতি॥ দূত কহে সবিশেষ ঘটনা ঘটিল। তার লাগি মোরে তব পাশে পাঠাইল॥ ব্রজরাজ কহে কহ তাহা কি প্রকার। দূত কহে শুন তবে কহি সারোদ্ধার॥ অনন্তর গত রাত্রে নিশীথ সময়। কারাগারে আছে বসুদেব মহাশয়॥ শ্রীদেবকী দেবী এক কন্যা প্রসবিল। ব্রজরাজ পুছে অতঃপর কি হৈল॥ দূত কহে যদিলেও কন্যা সঙ্গোপনে। কান্দিতে লাগিল উচ্চকণ্ঠে সেই ক্ষণে॥ স্বচক্ষে না দেখিলেও প্রহরীর গণ। শিশু এক জন্মিল বুঝিল তখন॥ অন্তঃপুরে স্থিত ঘোষান্বিত দুরাশয়। নিজ প্রভু দুষ্ট কংসে শিশুর বিষয়॥ ত্বরিতে যাইয়া সবে নিবেদন কৈল। শুনিয়া কংসের চিত্তে চিন্তা উপজিল॥ দেবকীর শুভ বিবাহের পরদিন। দৈববাণী গগনে শুনিয়া দেবাধীন॥ তদবধি প্রাণ বিনাশের মহাভয়ে। সর্বদা জাগ্রত রহে ব্যাকুল হৃদয়ে॥ প্রহরীগণের বাক্য শুনি কর্ণে মাত্র। অতীব ব্যাকুল চিত্ত কণ্টকিত গাত্র॥ ইতস্তত ক্ষিপ্ত কেশ ভীষণ মুরতি। শঙ্কা হেতু ক্রুদ্ধমতি কংস ভোজপতি॥ স্খলিত চরণে আর স্খলিত বসনে। উপনীত হৈল সূতীগৃহের সদনে॥ এত শুনি ব্রজরাজ শঙ্কিত অন্তর। সভয়ে কহয়ে দূত কহ অতঃপর॥ দূত কহে প্রতিবন্ধ হীন ব্যক্তিসম। অনুগ্রহ শূন্য সেই অতীব নির্মম॥ নির্দ্দয় নির্দ্দয় কংসাসুর ক্রোধভরে। সবেগে

সহসা যাঞা শয্যার গোচরে॥ বিলাপকারিণী দেবকীর ক্রোড় হৈতে॥ বালিকারে কাড়িয়া লইল দুই হাতে। ক্ষিপ্ত চিত্ত হৈঞা তবে মাতার গোচরে। কন্যারে নিক্ষেপ কৈল প্রস্তর উপরে। সাতিশয় নৃশংস এইত কার্য দ্বারে। নিন্দিত হৈল কংস নিখিল সংসারে॥ ব্রজরাজ কহে তবে সজল নয়নে। অবাচ্য বিষয় হেন এ মোর সদনে॥ দুরক্ষরময় হেতু দুঃখদ অপার। কি লাগিয়া ব্যক্ত কৈলা করিয়া বিস্তার॥ এ মোরে কহিয়া কিন্তু হও সাবধান। না কহিও ইহা অন্য লোক সন্নিধান॥ মোর পরিজন ঠাঞি অথবা ভবনে॥ এই কথা তুমি নাহি আনহ বদনে॥ দেবকী দেবীর সখী যশোদা আছয়। শুনিলে সে মর্মাহত হইবে নিশ্চয়॥ একথা শুনিলে তার বিরহে রোহিণী। দুঃখ ভরে মোহ প্রাপ্ত হইবে অমনি॥ দূত কহে মহারাজ হৈঞা স্থির মন॥ অগ্রিম আশ্চর্য এক করহ শ্রবণ॥ ব্রজরাজ এত শুনি কহে আয়ুষ্মন্। তথ্য যাহা হয় তাহা করহ বর্ণন॥ দূত কহে দুরাত্মা অন্যায়কারী কংস। যদ্যপিহ কৈল কার্য অতীব নৃশংস॥ তথাপিহ কন্যা নাহি পড়িল প্রস্তরে॥ চরণ রাখিয়া কংস মস্তক উপরে। উর্দ্ধগতি দ্বারা সমুৎপতনানন্তর। হসিত বদনে যাঞা উঠিল অম্বর। অলৌকিক রূপ তবে প্রকাশ করিল। ব্রজরাজ কহে তাহা কি প্রকার হৈল। দূত কহে মহারাজ করহ শ্রবণ। দেবীর সে দিব্য রূপ করিয়ে বর্ণন॥১-৫

শ্যামাষ্টপাণিপরিবেষ্টিতপার্শ্বযুগ্মা চক্রাদি শস্ত্রবলিতা খগসিংহবাহা।

দেবাদিভিঃ পরিণুতপ্রসরৎপ্রভাবা সর্বৈঃ সমুন্নতমুখৈঃ পরিতো ব্যলোকি।

শ্যামল বরণ, কন্যার বিগ্রহ, জ্যোতিপুঞ্জে প্রোদ্ভাষিত। অষ্টভুজ তাহে শোভে দুই পার্শ্বে, সুবলিত সুবেষ্টিত॥ চক্রশূল খড়্গ, বিবিধ আয়ুধ, শোভা করে অষ্ট করে। উপবিষ্ট ব্যোমচারী সহৃদাস্ত কেশরীর পৃষ্ঠোপরে॥ অবনত শিরে, প্রভাব কীর্ত্তন, করয়ে ত্রিদশগণ। ঊর্দ্ধমুখে হেন, দেবীরে হেরিল, চতুর্দিকে সর্বজন॥ দূত কহে যাহা পুছিলা আমারে। দেবীর সেইত রূপ কহিনু তোমারে॥ ব্রজরাজ পুছে তবে সুবিস্মিত মনে। কি কহিলা তুমি ওহে এমোর সদনে। দূত কহে ওহে দেব এইত বচন। অন্যথা নহে ত সত্য জানিহ রাজন॥ ইহা ভিন্ন অন্য এক শুভ বিবরণ॥ আছে তাহা মহারাজ করহ শ্রবণ॥ অষ্টভুজা সেই কন্যা সানন্দে তখন। কহিতে লাগিল অতি সগর্ব বচন॥৬

রে পাপ কংস কিমিতি ক্ষমহন্ম্যধা মাং ত্বৎপূর্বজন্মরজনি কচন প্রদেশে।

যস্মাদুপেত্য নিধনং তব জাতু কর্ত্তা তন্নান্তমপ্যতিশিশুং কচিদিচ্ছ হন্তুম্॥৭

রে পাপিষ্ঠ কংস, যাহহ কেনবা, এ মোরে বধিতে প্রাণে। পূর্ব শত্রু তব, জনম লভিল, অপর কোনও স্থানে॥ সে আসিয়া কোন, সময়ে তোমারে, বধিবে জানিহ সার। ক্ষুদ্র শিশুগণে, বধের বাসনা, তুমি না করিহ আর॥ ব্রজরাজ শুনি হৈল বিস্ময়ে মগন। হাস্য মুখে কহিতে লাগিল সেইক্ষণ॥ শ্রীবসুদেবের ভক্তি ভরে সুনিশ্চয়। ভদ্রকালী কন্যারূপে করিল উদয়॥ সে নিশ্চয় কংসে

শুভ বচন কহিল। অন্ত দেবতায় হেন সাধ্য নাহি ছিল॥ মস্তকে চরণ দিয়া অপমান করে। এ হেন স্বাধীন বিধি নাহি চরাচরে॥ দূত কহে শুন তবে বৈশ্য ভূমিপতি। অপর আশ্চর্য এক কহিব সম্প্রতি॥ ভগ্নীর অষ্টম গর্ভ সঞ্জাত সন্তান। তারে নিজ শত্রু বলি কৈল কংস জ্ঞান॥ দৈববাণী হৈতে হেন জ্ঞান সিদ্ধ হৈল। শত্রুপক্ষ দেবগণ শত্রুতা করিল॥ মিথ্যা ভয় দেখাইয়া ভ্রান্ত কৈল মোরে। অযথা ভগ্নীরে রুদ্ধ কৈনু কারাগারে॥ এত চিন্তি কংস বসুদেব দেবকীরে। মুক্ত করি লৈঞা আইল আপন মন্দিরে॥ অতীব আগ্রহ ভরে তবে সেইক্ষণ। দুই হস্তে ধরি বসুদেবের চরণ॥ ছয়পুত্র বধ অপরাধ ক্ষমা তরে। প্রার্থনা করিল অতি অনুতাপ ভরে॥ নতশিরে সাতিশয় বিষাদিত মনে। করিল শৃঙ্খলমুক্ত তবে দুই জনে॥ বন্ধনমোচন কথা শুনি গোপেশ্বর। অতীব আনন্দে পুছে কহ অতঃপর॥ দূত কহে শ্রীদেবকী দেবী মদীশ্বরী। পুত্র হন্তা কংস প্রতি অনুগ্রহ করি॥ কৈল তবে যেই ত সরল ব্যবহার। হইলেও স্বভাবের উপযুক্ত তার॥ আধারের দোষে দোষ মধ্যে গণ্য হৈল। তে কারণে কংস প্রতি রোষ না করিল॥ বসুদেব বিচারিল আপনার মন। এই ব্যক্তি হয় অতি দুর্জনে গণন॥ পূর্বে শুষ্ক ভাবে আমা দোহে পিষ্ট কৈল। এবে ঘৃত সিঞ্চিয়া পেষণ আরম্ভিল॥ হেনমতে মোর প্রভু চিন্তন করিয়া। কংসের কৌটিল্য শেষ সীমা জ্ঞাত হৈঞা॥ আপন স্বভাবগত সারল্য বশতঃ। রহিল সরল হৈঞা পূর্বেকার মত॥ সেই ত নিন্দিত আর দুরাত্মা প্রধান। কংস যদি অনুমতি করিল প্রদান॥ সহধর্মিণীর সঙ্গে শূরের নন্দন। আপনার গৃহে তবে কৈল আগমন॥ কিন্তু দুরাত্মার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। করিতে নারিল মোর প্রভু কদাচন ॥৮

জাতন্যজনিতঃ কংসঃ সদা দুষ্বন সমাশ্রিতান্।
মাতরঞ্চ ধুনোত্যুচ্চৈঃ শিলাপুত্রঃ শিলামিব॥

ক্রমিল দৈত্যের, ঔরস হইতে, কংসাসুর জন্ম নিল। তেইত যাদব, নহে সেহ অন্য, জাতি মধ্যে গণ্য হৈল॥ অন্য জাতি হেতু, আশ্রিতের প্রতি, বিশেষতঃ যদুগণে। করিত প্রচুর, বেদনা প্রদান, কংসাসুর সর্বক্ষণে॥ শিলাপুত্র যথা, করয়ে শিলারে, সতত সন্তাপ দান। সন্তাপিত সদা করিত সে সদা, আপন মাতার প্রাণ॥ সহাস্তে ব্রজেশ কহে সেইত অনার্য। প্রাতঃ হৈতে সন্ধ্যাবধি কি করিত কার্য॥ দূত কহে কংস তার স্বভাব সম্মত। কার্যাদির অনুষ্ঠান করয়ে সতত॥ পরদিন প্রাতঃকালে সেইত দুর্জন। এক দুষ্ট প্রচেষ্টার কৈল আয়োজন॥ ব্রজরাজ ক্ষেদ করি পুছে পুনরায়। কি করিল সেই দুষ্ট বোলহ এথায়॥ দূত কহে নিজ কুল কলঙ্ক জনক। খলবৃন্দ অধিপতি সেই হন্তারক॥ নিজ প্রিয় দৈত্য বর্গে করি আনয়ন। রাত্রির বৃত্তান্ত সব করিল বর্ণন॥ মর্যাদা লঙ্ঘনকারী কেতুর মতন। উগ্রমূর্তি অসুরের গণ সেই ক্ষণ॥ রাহু তুল্য

কংস সঙ্গে হইয়া মিলিত। ব্যাঘ্রের গর্জনে সভা কৈল নিনাদিত॥ কি আর কহিব ইন্দ্রে করিবারে জয়। যেইত গর্জন অতি আবশ্যক হয়॥ তাদৃশ গর্জন করি অসুরের গণ। নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত এক করিল গ্রহণ॥ চিরশত্রু বিষ্ণু সর্বব্যাপ্ত হৈঞা রহে। যো সবার নেত্রে সেহ দৃশ্য কভু নহে॥ তার অনুচর হয় দেবতার গণ। দেবতা পূজক আর গোধন ব্রাহ্মণ॥ অতএব তা সবারে করিলে পীড়ন॥ নির্জিত হইবে বিষ্ণু হেন লয় মন॥ তেইত দশাহ কিংবা অধিক তাহার। জাত শিশুগণে করি সর্বত্র সংহার॥ যত্র কুত্রজাত শত্রু করহ নিধন। এইত কর্তব্য স্থির কৈল দৈত্যগণ॥ কংস সেহ বলশালী সেই দৈত্যগণে॥ আশ্রয় করিয়া সেই পীড়ন মন্ত্রণে॥ মিলিত হইয়া উক্ত কর্ম অনুসারে। বহুধন দান কৈল দৈত্য সবাকারে॥ এই অমঙ্গলকর বাক্য ব্রজেশ্বর। শুনিয়া দুষ্টের ভয়ে হইল কাতর॥ তবেত উৎকণ্ঠ হৈঞা দূত প্রতি কয়। মথুরাতে ভ্রাতা বসুদেব সুনিশ্চয়॥ কোনও অক্লেশকর উপদেশ দিয়া। তোমারে এ মোর ঠাঞি দিল পাঠাইয়া॥ দূত কহে ভাল কথা কহিলা রাজন। উপদেশ কৈল যাহা করহ শ্রবণ॥ ভ্রাতা নন্দ নৃপচ্ছলে কর দান তরে। রাক্ষসের সঙ্গে আসি মিলিবে সত্বরে॥ এত কহি অপরন্ত কহিল বচন। তব পুত্রোৎপত্তি বার্তা করিতে শ্রবণ॥ উৎকণ্ঠিত মোরা সবে তেই শীঘ্রতর। সেইশুভ বার্তা দানে তুষিবে অন্তর॥ তব পুত্র নির্বিশেষে সযত্নে পালিত। রোহিণী নন্দন আছে গৃহে অবস্থিত॥ সেইত বিশেষ ক্ষুদ্র বালকের প্রতি। দৃষ্টি আর বৃত্তি যেন রাখে ব্রজপতি॥ ব্রজরাজ হেন কথা করিয়া শ্রবণ। হইল সন্দেহ ভরে আকুলিত মন॥ করাইল দূতে তবে উত্তম ভোজন। জ্যেষ্ঠানুজ ভ্রাতাগণে কৈল আনয়ন॥ নির্জন ভবনে দূত মুখে পুনর্বার। সকল বৃত্তান্ত কৈল গোচর সবার॥ শুনিয়া শ্রীউপনন্দ সর্বাগ্রে কহয়। বসুদেব বাক্য অতি উপযুক্ত হয়॥ করার্পণ করি সর্পমুখ আচ্ছাদিত। উত্তম ব্যবস্থা এহো মোর মনোনীত॥ সম্প্রতি রাজসর্প কংস মহাসুর। কর পাঞা পরিতুষ্ট হইবে প্রচুর॥ ব্রজরাজ তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বচন। করিয়া হৃদয়ঙ্গম সানন্দে তখন॥ প্রাতঃকাল উপস্থিত করিয়া দর্শন। কহিতে লাগিল দূত প্রতি সেইক্ষণ॥ হে প্রিয় দর্শন তুমি ত্বরান্বিত হৈঞা। বসুদেব প্রতি কহ মথুরা যাইয়া॥ তদীয় পুত্রের হয় সম্পূর্ণ মঙ্গল। তার চিত্তে আছে শুভ বাসনা সকল॥ আনন্দদায়ক অন্য মঙ্গল বৃত্তান্ত। নিজমুখে কহিও সকল আদ্যোপান্ত॥ বসুদেব মোর ভ্রাতা তাহার আজ্ঞায়। রাজোদ্দেশে দেয় কর করিয়া আদায়॥ করিয়া বিবিধ উপঢৌকন সঞ্চয়। পাঁচদিন পরে সেথা যাইব নিশ্চয়॥ বার্তা লৈঞা দূত কৈল মথুরা গমন। নন্দ মহারাজ লৈঞা নিজ পরিজন॥ পরদিন মহোৎসব করি অনুষ্ঠান। শিশুর মাতার কৈল স্নানের বিধান॥ জাতকের স্নান সেহ বিধান করিল। মাতা-পুত্র দুইজন শুদ্ধদেহ হৈল॥ সম্পূর্ণ মঙ্গল পরিপূর্ণ দিনলাভে। মহোৎসব কৈল

মহোৎসবময় ভাবে ॥ পুরোহিত সঙ্গে সাতিশয় হিতকর। পূজার্হ পুরুষগণে বন্দ অতঃপর ॥ রাজার অন্তঃপুরে করি আনয়ন। করাইল নবজাত শিশুরে দর্শন ॥১০-১৪

তস্মিন্ পুণ্যাহবর্য্যে ব্রজপতিশিশোরাদিবীক্ষাসুধাভিঃ
সত্রং জজ্ঞে তথা তচ্ছ্রবণপরিমলাদেব শক্তা যথা তে।
আজন্মপ্রাপ্তসম্পদ্ধৃতবরতনবোঽপ্যাত্মান প্রীতিদানা-
ন্যূহুর্ভারায়মাণান্যত মধুরমিতান্ স্বেদরোমাঞ্চবাষ্পান্ ॥১৫

সেইত পুণ্যাহ প্রবর দিবসে, সূতিকা মন্দির দ্বারে। ব্রজেশ নন্দন, শিশুর প্রথম, দর্শন পীযুষ ধারে ॥ অমৃত যজ্ঞের, হৈল আবির্ভাব, তচ্ছ্রবণ পরিমলে। প্রমত্ত হইয়া, ধাইয়া আইল, গোপগণ দলে দলে ॥ ঠেলাঠেলি করি, প্রবেশ করিল, সমর্থ যে গোপগণ। সদ্যোজাত সেই, শিশুরে দেখিয়া, আনন্দে ভরিল মন ॥ প্রস্বেদ রোমাঞ্চ, গলদশ্রু ধারা, সাত্ত্বিক বিকার যত। উদ্গত হইল, সবার বিগ্রহে, দেখিতে সুষমা কত ॥ ইহা দেখি হেন, হয় অনুক্ষণ, জন্মসূত্রে গোপগণ। লভিল যেইত, অতি কোমলাঙ্গ, কৃষ্ণরূপ শ্রেষ্ঠধন ॥ হৈঞা কোমলাঙ্গ, আভীর নিকর, প্রীতি প্রতিদান ভরে। স্বদেহে ধরিল, অশ্রু কম্পনাদি, মহাভার অকাতরে ॥

শ্রীমদ্গোপনৃপেণ নূতনতনূজাতস্য বীক্ষাকৃতে,
প্রাগ্র্যা এব নিমন্ত্রিতা ব্রজজনাঃ সর্বে তু তত্রাযযুঃ।
যর্হ্যম্ভোজগণাকরঃ স্বকুসুম ব্রাতপ্রকাশপ্রথা,
ব্যাপ্তঃ স্যাৎ কিমু তর্হি ষট্পদগণান্নাকারয়ত্যাত্মনা ॥১৬

ধীমান্ শ্রীমান, ব্রজেশ্বর নব জাতকে দর্শন তরে। আহ্বান করিল, মুখ্য মুখ্য যত, ব্রজজনে নিজ ঘরে ॥ আহ্বান পাইয়া, মহানন্দে সবে, তত্র আগমন কৈল। রবাহূত আর, অনাহূত কত, শিশুর দর্শনে আইল ॥ অম্ভোজ নিকরে, ব্যাপ্ত সরোবর, স্বকুসুম গন্ধভরে। ভ্রমর নিকরে, মধুপান তরে, আহ্বান কি নাহি করে ॥ হইলেও অনাহূত কমলের পাইয়া সুগন্ধ রাশি। পরম প্রমোদে, ভ্রমর আপনি, উদিত হয়েত আসি ॥ তেমতি কৃষ্ণাঙ্গ, মাধুর্য বশতঃ, হইয়া আকৃষ্ট মতি ॥ আহূতানাহূত, সবাই দর্শনে, আইল ত্বরিত গতি ॥

পর্বগদ্বারিণি রাঙ্কবাস্তরচিতে বিস্তীর্ণগেহে যশো-
দাস্যগ্রে স্থবিরোপনন্দগৃহিণীক্রোড়ে বিচিত্রং শিশুম্।
দর্শং দর্শময়ী ন যদ্যপিগতাস্তৃপ্তিং তথাপ্যুচ্চকৈ-
র্নাস্থুঃ পৃষ্ঠ্যজনাবকাশবিধয়ে শীলং হি মর্য্যাদি তৎ ॥১৭

চতুর্দিকে বৃহৎ দ্বার সন্নিবিষ্ট আস্তীর্ণ কম্বলাসনে। বিস্তীর্ণ ভবনে যশোদা প্রভৃতি, গোপিকার সন্নিধানে ॥ জ্যেষ্ঠ উপানন্দ, গোপের স্থবির, পত্নীর কোমল ক্রোড়ে। সযত্নে শায়িত, বিচিত্র শিশুরে, হেরিয়াও বারে বারে ॥ তৃপ্তি না লভিয়া, পূর্বাগত সবে, অন্যের দর্শন তরে। তত্র না রহিল, স্বভাব কভু না, মর্যাদা লঙ্ঘন করে।

অক্রত্রাগ্রিশিশুপনন্দগৃহিণী মাত্রা যদীয়েদৃশী
যস্যা যাদৃশদৃষ্টিসম্ভ্রমবশাদুত্থাতু মুরং মুহুঃ।
ইত্যেবং বিনিগদ্য যাজকগুরুঃ সম্মোদসম্পন্মিলৎ
কম্পঃ সাক্ষতপাণি সাশ্রুনয়নং স্বস্তিশ্রুতীরূচিবান্ ॥১৮

সুষমামণ্ডিত, নবীন বালকে, সযত্নে ক্রোড়েতে ধরি। বসিয়া আস্তরে, উপনন্দ পত্নী, মন্দির উজ্জ্বল করি ॥ এহেন সময়ে, পুরোহিত গুরু, তথা উপনীত হৈল। তারে প্রণমিতে, নন্দ ভ্রাতৃজায়া, উত্থানের চেষ্টা কৈল ॥ ইহা দেখি কহে, পুরোহিত গুরু, এহেন সম্ভ্রম ভরে। চেষ্টা না করিহ, মাদৃশ জনের, দর্শনে উত্থান তরে ॥ এ মোর আদেশ, জানিবে অবশ্য, করিতে এতেক বাণী। মহানন্দ ভরে, যাজক গুরুর, নয়নে বহিল পানি ॥ পুলকে ভরিল, সর্ব কলেবর, অক্ষত বিকীর্ণ করি। স্বস্তি বাক্য গুরু, কৈল উচ্চারণ, কিঞ্চিত ধৈরয ধরি ॥

আগচ্ছন্তো জনা যর্হ্যভিমুখমিলিতা বালবৈশিষ্ট্যপৃচ্ছা-
বন্তস্তর্হ্যন্তরালাবকলিতশিশুভি প্রোচিরে কৈশ্চিদেতৎ।
দৃঙমাত্রেণানুভাব্যং নতু পরবচসাং বাসিভিশ্চেতি কৈর-
প্যানন্দাৎ কুণ্ঠভাবৈর্নতু কিমপি গিরা ব্যঞ্জনাশ্রাবি চান্যৈঃ ॥১৯

স্ব স্বগৃহ হৈতে, বালকের গণ, শিশুরে দর্শন তরে। তথায় আসিয়া, মিলিত হইল, পরম প্রমোদ ভরে ॥ গৃহের মাঝারে, নবীন শিশুরে, দর্শন করিল সবে। বালক স্বভাব, বশতঃ কতক, বালক কহিল তবে ॥ দেখিলেও তবে, শিশুর সুষমা, চিত্তে অনুভূত হয়। পরের বচনে, সে মাধুরী বোধ কদাপি নিশ্চিত নয় ॥ একথা শুনিয়া, তত্র অবস্থিত, অপর কোনও জন। হর্ষ ভরে কিছু, কহিবার তরে, চেষ্টা কৈল সেইক্ষণ ॥ কিন্তু ভাবাবেগে, কহিতে না পারে, কণ্ঠ তার রুদ্ধ হৈল। গদগদ বচনে, কিবা যে কহিল, অন্যে না শুনিতে পাইল ॥

আকৈশোরং যৎ পরিষ্কারবস্ত্রং, যাবদ্ধার্য্যং মাসমাসং স্বতেন।
তস্মৈতাবত্তদ্বিচারেণ সর্বৈঃ প্রত্তং পিত্রা কোঽপি কোষো হ্যনন্তঃ ॥২০

কৈশোর পর্যন্ত, এইত তনয়, প্রতি মাসেই ইচ্ছামত। ধারণ করিতে, পারিবে বসন, ভূষণাদি বস্তু যত ॥ বিচারিয়া তাহা, সবাই শিশুরে, নানা বস্ত্র আভরণ। হার কেয়ূরাদি, প্রচুর প্রচুর, দান কৈল সেইক্ষণ ॥ পিতা নন্দ ঘোষ, পুত্র মুখ হেরি, চিত্তে না সন্তোষ ধরে। অক্ষয় ভাণ্ডার এক সংস্থাপিল, বালক পুত্রের তরে ॥

শোভাং বিন্দন্নন্দজালোকলোকঃ সন্মায়াসীৎ কৃত্রিমাকৃত্রিমা যা।
বস্ত্রাদীনাং চিত্রতা যত্র পূর্বা নেত্রাদীনাং চিত্রতাসীদপূর্বা ॥২১

ব্রজবাসীগণ, নন্দের নন্দনে, সানন্দে দর্শন করি। ভবনে ফিরিল, শিশুর সুষমা, হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ সেইত সুষমা, মূলতঃ কৃত্রিম, অকৃত্রিম দ্বিধা হয় ॥ বস্ত্রাদি ধারণে, যেইত সুষমা, কৃত্রিম তাহারে কয় ॥ নেত্রাদি প্রত্যঙ্গে, বালকে যেইত, সর্ব চিত্ত মহোল্লাসী ॥ অকৃত্রিম আর, অপূর্ব যে হয়, সেইত সুষমারাশি ॥

আগত্য নিজগৃহং যদাপ্যমূর্নন্দবালমবলোচ্য লোচনম্।
হন্ত তর্হ্যপি দিনানি কানিচিৎ মেনিরে দৃশিগতং ব্রজপ্রজাঃ ॥২২

নয়ন লোভন, নন্দের নন্দনে, দর্শন করিয়া যবে। ভবনে ফিরিল, আনন্দিত মনে, ব্রজবাসি প্রজা সবে॥ কিছুদিন ধরি, সেইত বালকে, হৃদয়ের অনুরাগে। দেখিল সবাই, বিরাজিছে যেন, নয়নের পুরোভাগে॥ তবেত গোকুলরাজ নন্দ মহাশয়। মথুরাতে গমনের করিল নিশ্চয়॥ নিজ প্রতিনিধি রূপে কার্য করিবারে। শিশুর রক্ষণ আর গৃহকার্য তরে॥ জ্যেষ্ঠ উপনন্দ আর অনুজের গণে। নিযুক্ত করিয়া যাত্রা কৈল মধুবনে॥ নানাদ্রব্য লৈঞা নন্দ গরুর গাড়িতে। যাইতে যাইতে চিন্তা করে পথে পথে॥ হায়রে এ মোর চিত্ত শত্রু আর মিত্রে। সমান সম্বন্ধরূপে বদ্ধ প্রীতি সূত্রে॥ তথাপি সহসা জাত পুত্রের উপর। অত্যন্ত আসক্তিপূর্ণ হইল অন্তর॥ দীর্ঘ জীবনের আশা নাহি মোর চিত্তে। আসক্তি নাহিক আর ধন জন বিত্তে॥ তথাপি জন্মিল পুত্রে অপূর্ব আসক্তি। ইহার কারণ বুঝিবারে নাহি শক্তি॥ সম্প্রতি চলিনু আমি দুষ্টের গোচরে। কি যে ঘটিবে তাহা না বুঝি অন্তরে॥ অতএব চিত্তের উদ্বেগ নাশিবারে। শিশুরে চিন্তন এবে করি বারে বারে॥ এই ভাবে ব্রজরাজ মথুরা চলিল। মনে মনে শিশুপুত্রে চিন্তিতে লাগিল ॥২৩

উৎসঙ্গে নিহিতস্য তস্য তু শিশোর্বক্তং মুহুর্দৃষ্টবা-
নামোদং চিরমাদদে নিটিলকাদ্গণ্ডাবচুম্বী ভৃশম্।
আশিশ্লেষতরাং বপুর্নতু তদা তৃপ্তিং ব্রজেশোযযৌ
যাং পাথেয়তয়া বিবেদ মথুরাপ্রস্থানমাস্থায় সঃ ॥২৪

অঙ্কের মাঝারে, নিহিত শিশুর, মুখখানি নিরখিয়া। বহুক্ষণাবধি, মহানন্দে নন্দ, রহিল বিভোর হৈঞা॥ ললাট হইতে, গণ্ডস্থলাবধি, সঘনে চুম্বন করি। তৃপ্তি না লভিল, সুদৃঢ়ালিঙ্গনে, বপু খানি বক্ষে ধরি॥ চিন্তার প্রভাবে, স্বল্প তৃপ্তি যাহা, চিত্ত মাঝে উপজিল। মথুরা গমনে, ব্রজেশের তাহা, পাথেয় স্বরূপ হৈল॥

বৎস শ্যাম পিতা তবায়মধিতুং রাজ্ঞঃ পুরং তৎকৃতা-
নুজ্ঞাং প্রার্থয়তে ততো বিতরতাদিত্যেষ ধাত্রীরিতঃ।
আশ্চর্য্যাতুলবাল্যভাব বলনাদ্ধস্রেস্মিতং তেন চ
শ্রীমান্ গোপজনাধিপঃ প্রচিতধী প্রস্থানমাসেদিবান্ ॥২৫

ধাত্রী কহে বৎস, শ্যাম সুকুমার, রাজপুরে যাত্রা তরে। দেখহ দুয়ারে, জনক তোমার, অনুজ্ঞা প্রার্থনা করে॥ অতএব তারে, মথুরা যাইতে, অনুমতি তুমি দেহ। শুনিয়া আশ্চর্য্যাতুল্য বাল্য ভাব, স্বীকৃত মাধব সেহ॥ রাতুল বদনে, সুষমা বিথারি, মৃদু হাস্য প্রকটিল। গোপজনাধিপ, সুস্থির হৃদয়ে মথুরা প্রস্থান কৈল॥

স্মারং স্মারং তন্মুখং সুস্মিতাক্তং ব্যক্তং ব্যক্তং গোপয়ন্ প্রেমধাম।
আনন্দেনানল্পজল্পেষু গোপেষ্বাত্মারামপ্রায়তাং প্রাপ নন্দঃ ॥২৬

মুহুর্মুহু তারে, মৃদু হাস্যযুক্ত, পুত্রের বদন স্মরি। নিরন্তর ব্যক্ত, সপ্রেম স্বভাব, হৃদয়ে গোপন করি॥ জল্পনা মুখর, গোপবৃন্দ মধ্যে, সম্প্রাপ্ত পরমানন্দ। আত্মারাম তুল্য, নিষ্পন্দ বিগ্রহ, ধারণ করিল নন্দ॥ মথুরা নগরে তবে যাঞা ব্রজেশ্বর। করাধিকারীরে দিল প্রাপ্য রাজকর॥ করাধিকারীর গণে কর দান যারে। দূর হৈতে আজ্ঞা দানকারী নৃপতিরে॥ তুষ্ট করি যেথা মুক্ত শকট সকল। সেথায় আইল নন্দ লৈঞা দলবল॥ নানা দ্রব্য শকট সমূহ মধ্যে ছিল। তেই কেহ বসুদেব গৃহে নাহি গেল॥ বসুদেব প্রতি মোর নাহি অনুরাগ। হেন ভাব প্রকট করিল মহাভাগ॥ এতশুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ কহয়ে বচন। দুষ্ট কংস শিষ্টজন প্রতি সর্বক্ষণ॥ দ্বেষান্বিত ছিল আর নবশিশু প্রতি। দ্বেষরূপ পাতকে পাতকী ছিল অতি॥ পরধন তৃষ্ণাভরে ধনানুসন্ধানে। আগ্রহাভিসন্ধি দুই ছিল তার মনে। অতএব বেদানুশাসনে যেবা রত। বিচিত্র পুত্রের জন্মোৎসবে বিশেষতঃ॥ ক্ষণকাল মধ্যে বিশ্ব বিস্মিত করিল। যার ধন অখণ্ড বলিয়া খ্যাত ছিল॥ সেই মহাভাগ ব্রজভূপতির প্রতি। কেমনে হইবে তুষ্ট কংসখলমতি॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে করহ শ্রবণ। এইত সিদ্ধান্ত পূর্বে করিনু বর্ণন॥ যার কীর্ত্তি অত্যুৎকৃষ্ট গুণগণদ্বারে। সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হৈল নিখিল সংসারে॥ সেই ব্রজরাজ শশধরের উত্তম। মহত্বাদি গুণরূপ গুণে অনুপম॥ কোন্ ব্যক্তি আবদ্ধ না হইবে নিশ্চয়॥ এই সত্য দৃঢ়রূপে করিহ প্রত্যয়॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে তুমি কহ অতঃপর। কি করিল মথুরাতে ব্রজের ঈশ্বর॥ মধুকণ্ঠ কহে সেই ব্রজজন ভ্রাতা। জ্ঞাতি সূত্রে হয় যেবা আপনার ভ্রাতা॥ এ হেন নন্দের সঙ্গে নির্জনে মিলনে। মন্ত্রণা করিল বসুদেব নিজ মনে॥ তবে অবসর পাঞা শূরের নন্দন। ভক্ত এক সঙ্গে গেল নন্দের সদন॥ শকট মাঝারে নন্দ শায়িত আছিল। বসুদেব ভক্ত সঙ্গে তার ঠাঞি গেল॥ তেজস্বিতা পরিপূর্ণ নীতি পরায়ণ। শ্রীমান ব্রজরাজ সহসা তখন॥ গাত্রোত্থান করি বসুদেব ঠাঞি গেল। সানুরাগে আপন ভ্রাতারে আলিঙ্গিল॥ বসুদেব সেহ নন্দে কৈল আলিঙ্গন। প্রণাম না কৈল কাহারেও কোনজন॥ ইহার কারণ কহি শুন মন দিয়া। বসুদেব জ্যেষ্ঠ ছিল ক্ষত্রিয় বলিয়া॥ অন্যজন ব্রজরাজ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। তেই কাহারেও কেহ প্রণাম না কৈল॥ আর এক হেতু কহি শুন সারোদ্ধার। আছিল অসীম প্রীতি দোহার মাঝার॥ যাহে প্রণামাদি অন্য বিষয়ানুধ্যান। করিতে না পারে প্রীতি বিমুগ্ধ পরাণ॥ অত্যধিক প্রীতি স্থলে বাহ্য অনুষ্ঠান। প্রণামাদি লৌকিক ভাবের নাহি স্থান॥ দেহঃপ্রাণমিবাগতং ইত্যাদি বচনে। এই কথা সদৃষ্টান্তে আপন বদনে॥ ব্যক্ত কৈলা ভাগবতে শ্রীবাদরায়ণি। লৌকিকতা হৈতে প্রেম সর্বোৎকৃষ্ট গণি॥ মৃতদেহে সমাগত হয় যদি প্রাণ। তবে দেহ সেই মত করয়ে উত্থান॥ প্রিয় মিত্র বসুদেব হেরি সমাগত। সহসা উত্থিত নন্দ হৈল সেই মত॥ এই স্থলে গোষ্ঠাধিপতিরে মো

সবার। দেহ কহি ব্যক্ত হৈল আসক্তি অপার॥ বসুদেব প্রাণে লব্ধ দেহে গণ্য হৈল। অপার বিস্ময়ে দোহে চাহিয়া রইল॥ দেহপ্রাণ মধ্যে প্রাণ হয়েত প্রধান। অন্ত দেহে প্রাণ পারে করিতে প্রয়াণ॥ দেহ তাহা নাহি পারে প্রাণের অভাবে। দেহ মৃতে গণ্য হয় ধ্বংস হয় তবে॥ চতুরের শিরোমণি বসুদেব নিজে। নন্দের শিবিরে চলি আইল পদব্রজে॥ অতিথির ন্যায় তত্র পূজিত হইল। শ্রীনন্দের ব্যবহারে আনন্দ লভিল॥ সত্তঃ সমুৎপন্ন নিজ পুত্রদ্বয় প্রতি। আসক্তি হইয়া বসুদেব মহামতি॥ মহাস্নেহ পরিপূর্ণ মধুর বচনে। নন্দ প্রতি কহিতে লাগিল সেই ক্ষণে॥১৭-৩০

দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে। প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজাযৎ সমজায়ত॥

বহুত বয়স, পর্যন্ত তুমি ত, আছিলা সন্তানহীন। সন্তানের আশা, চিত্ত হৈতে প্রায়, তোমার হৈল লীন॥ এ বৃদ্ধ বয়সে, হে ভ্রাতা তোমার, সন্তান জনম নিল। মহাভাগ্য এহ, অদৃষ্টবশতঃ, এই শুভ উপজিল॥ উপাধিক ক্ষয় বৃদ্ধি হীন স্নেহরূপ। সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ বিগ্রহ স্বরূপ॥ সুগম্ভীর স্বরহেতু ক্ষীরার্ণব প্রায়। সেইত আভীর গণপতি ব্রজরায়॥ সর্বপূজ্য শ্রীবসুদেবের পুত্রগণ। দুষ্ট কংস যা সবারে করিল নিধন॥ তা সবার লাগি মহাশোক প্রকাশিল। বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যে শোক দূর কৈল॥ কর্মফলের মহামহিমা অপার। ধৈর্য রূপ কবচ তাহার প্রতিকার॥ সত্য অথচ প্রিয় বাক্যামৃত দ্বারে। নিজে তুষ্ট হৈঞা পরিতুষ্ট কৈল তারে॥ রাজার ভাণ্ডারে করি ধার্য কর দান। ব্রজরাজ করিয়াছে কার্য সমাধান॥ ইহা জানি বসুদেব গোকুল ভিতরে। ভাবী উৎপাত শঙ্কা করিয়া অন্তরে॥ নন্দ ভূপে নিজ গৃহে গমনের প্রতি। বিলম্ব না করি দান দিলা অনুমতি॥ ব্রজরাজ সেহ বাস্তবিক মনে মনে। মথুরা হইতে নিজ ভবনে গমনে॥ এক রূপ বহির্গত হইয়া আছিল। এবে দেহ লৈঞা ব্রজপুরে যাত্রা কৈল॥ এবেত ব্রজের কথা করি বর্ণন। সুস্থির হইয়া সবে করহ শ্রবণ॥ অসুরের গণ পূর্ব মন্ত্রণানুসারে। আহ্বান করিল বলিকন্যা পুতনারে॥ পুতনা রাক্ষস পক্ষপাতিনী আছিল। তার গর্ভে সন্তানাদি জন্ম নাহি নিল॥ অতএব স্নেহ শূন্য কঠোর হৃদয়। শিশুর নিধন সেহ উপযুক্ত হয়॥ এত জানি পূতনারে আহ্বান করিল। রাক্ষসীরে বালক নিধনে নিয়োজিল॥ শ্যেনপক্ষী যথা বক শাবক সংহরে। তেমতি কংসের আজ্ঞা ধরিয়া অন্তরে॥ সে রাক্ষসী দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া। অনির্দিশ নির্দশ বা শিশুরে ধরিয়া॥ বধিতে বধিতে তবে সেইত নিশিতে। উপনীত হৈল ব্রজ প্রদেশ ভূমিতে॥ জটাঘটা বিঘটিত বিকট বদন। শিশু মুণ্ড পিষ্টশীল নিষ্ঠুর দশন॥ দন্তস্পৃষ্ট ওষ্ঠভাগ অতীব ভীষণ। পূর্বে স্পৃষ্ট পরে দৃষ্ট হয় শিশুগণ॥ নেত্র গর্ত মধ্যে আছে যেইত সরণি। তাহে রোমাবলী যেন উর্দ্ধে তুণ্ড ফণী॥ নানা পথে ফণীগণ আসিয়া বাহিরে। করিত কম্পিত বিশ্ববাসীরে অচিরে॥ পার্শ্বদ্বয় মধ্যভাগে বক্ষের মাঝার। লম্বিত

আছিল স্তন যুগল তাহার॥ অপ্রসূতিতেই স্তনে দুগ্ধ নাহি ছিল। পরিবর্তে বিষধারা প্রচুর আছিল॥ সেই বিষে রাক্ষসী সবার প্রাণ হরে। তারে দেখি প্রাণীগণ মহাভয় করে॥ অধিক কি কথা আর এক অঙ্গ তার। স্পর্শমাত্র প্রাণ নাশ নিশ্চিন্ত সবার॥ চিপিটক তুল্য ক্ষুদ্র বালকের গণে। অক্লেশে ভোজনে পটু ছিল সর্বক্ষণে॥ সেই পূতনা নিশি যোগে ব্রজে আইল। চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল॥ ব্রজেশ রক্ষিত দেবোচিত নানাজনে। সজ্জিত দেখিয়া গোপগণে স্থানে স্থানে॥ ভয়ে পরিহরি নিজ রূপ ভয়ঙ্কর। মায়াতে ধরিল এক রূপ মনোহর॥ মল্লিকা কুসুমে খচিত বেণী। পৃষ্ঠেতে দুলিছে জিনিয়া ফণী॥ পীন পয়োধর নিতম্ব গুরু। স্ফীত কটিদেশ দেখিতে চারু॥ সুতনু শোভিত সুচিত্রপটে। দুলিছে কুন্তল শ্রবণতটে॥ কুণ্ডল শোভিত বদনচন্দ্র। রাতুল অধরে হসিত মন্দ॥ সাজিয়া অপূর্ব রমণী সাজে। পশিল পূতনা বরজ মাঝে। পদ্মপুষ্প এক লইয়া হাতে। ঠমকি ঠমকি চলয়ে পথে॥ হসিত কটাক্ষে চাহয়ে ঘন। দেখিয়া বিমুগ্ধ সবার মন॥ সবে ভাবে বুঝি কমলা নিজে। পতিরে দেখিতে আইল ব্রজে॥ অলৌকিক রূপ লাবণ্যের ছটা দ্বারে। হেন বোধ হৈল সর্ব চিত্তের মাঝারে॥ সম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী ভূলোকে আইল। আশ্রয় বিশেষ নিজ খুঁজিতে লাগিল॥ সদ্যোজাত আর সর্ব সুলক্ষণময়। ব্রজরাজ তনয়ে করিব সমাশ্রয়॥ হেন অভিপ্রায়ে নবশরীর ধারিণী। পূতনার অভিপ্রায় বিন্দু নাহি জানি॥ হাবভাবে মুগ্ধ হৈঞা রক্ষকের গণ। পুতনারে নাহিক করিল নিবারণ॥ বালকের রক্ষাকর্ত্রী ধাত্রী যত ছিল। ভাল মন্দ কেহ কিছু বুঝিতে নারিল॥ কংস পক্ষপাতিণী এইত পূতনার। পক্ষদ্বয় ছিল ব্যোম পথে উড়িবার॥ সাত্বতের প্রভু হরি-কীর্তন শ্রবণ। যেথা, সেথা পূতনার না হয় গমন॥ তেই হরি বহির্মুখ যেই সবজনা। তা সবার শিশুবধ করিল পূতনা॥ এইসব কার্যে কংসভূপ প্রতি তার। পক্ষ পাতিত্বের ভাব করয়ে প্রচার॥ ব্রজধামে হয় হরি শ্রবণ কীর্তন। আবির্ভূত তত্র স্বয়ং প্রভু জনার্দন॥ পূতনা রক্ষসী তথাপিহ সেথা আইল। যোগমায়া কৌতুকার্থে যোগ বিস্তারিল॥ যোগমায়া প্রভাবে সে অন্য কোন স্থলে। নেত্র পাত না করিয়া পশিয়া গোকুলে॥ সবাকারে অতিক্রম করি অনায়াসে। পশিল শ্রীমান নন্দভূপের আবাসে॥ গৃহস্থিত নবজাত বালকের প্রতি। দৃষ্টিপাত করিল রাক্ষসী ক্রূর মতি॥ অঙ্গারের মধ্যে রহে যদি অগ্নিকণ। বুঝিতে না পারে তাহা পতঙ্গী যেমন॥ সেই মত নিজ যোগমায়া শক্তি কৃত। প্রাকৃত বালক সম শিশুরূপ ধৃত॥ ভস্মে আচ্ছাদিত বহ্নি স্ফুলিঙ্গ মতন। বুঝিতে না পারিল সে রাক্ষসী তখন॥ জলন্ত অঙ্গার পিণ্ডে বালক অবোধ। দীপ্ত গুঞ্জা পুঞ্জরূপে করয়ে সদাবোধ॥ অনভিজ্ঞা পুতনা রাক্ষসী সেইরূপ। না বুঝিল বালকের প্রকৃত স্বরূপ॥ আত্মবিনাশের জন্য তেই ত রাক্ষসী। শিশুর সমীপে

উপনীত হৈল আসি ॥ নিজ পিতা শ্রীনন্দের শুভানুধ্যায়িনী। যোগমায়া সেবা করে শ্রীকৃষ্ণে আপনি ॥ জন্মাবধি সেই শিশু তাহার সহায়ে। নিখিল জ্ঞানাদি দিব্য সম্পত্তি বিষয়ে ॥ পরম নৈপুণ্য রাশি কৈল প্রদর্শন। যাহা শুনি স্তব্ধ হয় জগতের জন ॥ আত্মীয় বর্গের স্নেহ ভাব অনুসারে। বাল্যলীলা সুখাবেশে যোগমায়া দ্বারে। ঐশ্বর্য্যেতে অনাদর পোষণ বশতঃ। না কৈল প্রকাশ জ্ঞানাদিক শক্তি যত ॥ তথাপিহ যোগমায়া লভি অবকাশ। সেই সব মধ্যে মধ্যে করিল প্রকাশ ॥ এইমত যোগমায়া পাঞা অবসর। কৃষ্ণ সেবা লীলা কল্পে করে নিরন্তর। অন্তরে বিকৃতাকৃতি সেই রাক্ষসীরে। বুঝিতে পারিয়া শিশু আপন অন্তরে ॥ স্বভাব সুন্দর শুভ যুগল নয়ন। নিমিলিত কৈল তার শিশু সেইক্ষণ ॥ নিজ খাদ্য জ্ঞান করি মুষিক বুদ্ধিতে। ভুজঙ্গী নকুলে যথা ধরয়ে ক্রোড়েতে ॥ তেমতি সেইত ক্রুর পূতনা রাক্ষসী। নির্ভয়ে শিশুর সন্নিকটে তবে আসি ॥ পরাভব করিতে পারিব এ কুমারে। এতেক নিশ্চিত করি হৃদয় মাঝারে। প্রসারিত করি হস্ত শিশুরে ধরিল। অকাতরে আপনার ক্রোড়ে তুলি নিল ॥ এত শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিছে বচন। হে অগ্রজ বাক্য মোর করহ শ্রবণ ॥ যশোদা রোহিণী বালকের মাতৃদ্বয়। অবস্থিত ছিল তথা সেইত সময় ॥ অত্যন্ত অপরিচিতা সে নারীর কেন। বাধা নাহি দিল করিবারে কার্য হেন ॥ কোথা হৈতে এ আসিল কি নাম ইহার। কিছুই না কেন দোহে করিল বিচার ॥ মধুকণ্ঠ কহে যোগমায়া সে কারণ। পূর্বে তাহা করিয়াছি সভাতে বর্ণন ॥ যাহে লোক নিবারণ করিতে না পারে। পূতনা তেমতি ক্রিয়া কৈল মায়া দ্বারে ॥ পুরমধ্যে সবে আসি প্রবেশ করিল। অন্তরে গূঢ়াঙ্গ ভুজঙ্গীর মত ছিল ॥ কারুময় স্বর্ণকান্তি ভুজঙ্গের মত। ধরিল অপূর্ব রূপ নিজ ইচ্ছা মত ॥ অবিরত নির্গলিত নেত্র জলধারে। প্রবাহিত করি দুগ্ধ শ্রোত পয়োধরে ॥ স্নেহানুকারক দেহ করি প্রদর্শন। মোহিত করিল দুই জননীর মন ॥ পূতনা গদ্গদ বাক্যে কহে পুনর্বার। হে যশোদে শুন তুমি বচন আমার ॥ তুমিহ অধিক হঠোত্তর কার্যদ্বারে। হইয়াছ সুকঠোর পুত্রের উপরে ॥ নিজ পুত্র প্রতি স্থিরচিত্তা এ রোহিণী। হইয়াছে স্যাতিশয় হিংসা পরায়নী ॥ কোমলাঙ্গ এ শিশুরে কঠোর শয্যায়। শায়িত রাখিয়া দোহে বিস্মৃতের প্রায় ॥ সবিশেষ মনোযোগ না করি প্রদান। পুত্রে ভুলি কার্যান্তরে করিছ প্রস্থান ॥ প্রাণেও রাখিতে হয় হৃদয়ে নিশ্চয়। প্রাণাধিক পুত্রে তবে কি করিতে হয় ॥ কি আর কহিব চিত্তে দেখ বিচারিয়া ॥ রাক্ষসী অপেক্ষা তোমা সবাকার হিয়া ॥ কার্যদ্বারে দেখিতেছি কঠিন অধিক। মানবীর গণে তোমা সবে ধিক্‌ধিক্ ॥ সম্পদাধিষ্ঠাত্রী আমি প্রসূত তোমার। অলৌকিক লক্ষণ লক্ষিত এ কুমার ॥ নানাস্থানে লোকমুখে করিয়া শ্রবণ। আইনু এথার তারে করিতে দর্শন ॥ বসন্ত ঋতুর সমাগম যেই মত। হয়ে ত মাধবীলতা হৃষ্ট স্বভাবতঃ ॥ সেই মত এ শিশুরে করিয়া দর্শন। লভিল পরমানন্দ এমোর

নয়ন ॥ স্তনযুগ্ম দেখ মোর মঙ্গল বিস্তারি। করিছে অমৃতোদ্গার দিবস শর্বরী ॥ এ অমৃত পান যদি বালক করয়। সিদ্ধদেহ লাভ তার ঘটিবে নিশ্চয় ॥ অতএব ধাত্রী হৈঞা এইত শিশুর। সর্বসুখ বিধান করিব সুপ্রচুর ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ পুছে তবে শিশুরে লইয়া। কি করিল সে রাক্ষসী কহ বিস্তারিয়া ॥ মধুকণ্ঠ কহে হেন ছলনার দ্বারে। বিষদাত্রী পূতনা সে আপনার ক্রোড়ে ॥ শিশুরে গ্রহণ করি স্তনাগ্র তখন। মুখ পদ্মোপরি তবে করিল স্থাপন ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ শুনি হৈল কণ্টকিত দেহ। সভয়ে কহিল তার পরে কহ কহ ॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে সহাস্য বদনে। সেইত বালক নিজ জননী সদনে ॥ পূতনার তাদৃশ দুর্নীতি নিরখিয়া। প্রাণহারী কোপে তেজোরাশি প্রকাশিয়া ॥ স্তন্যদুগ্ধ সহ দেহস্থিত সর্ব দোষ। দূর করি পূতনারে করিল নির্দোষ ॥ কৃষ্ণ প্রতি মাতৃ ভাবাভাস যাহা হৈল। তার ফলে দেহেতে সৌরভ সঞ্চারিল ॥ স্তনে সঞ্চারিত করি অমৃত তখন। রোষ বিস্ফুরিত ভাবে করিল চুষণ ॥৩১-৪১

কৃষ্ণেন পূতনাস্তন্যপানমিত্থং বিরোচতে। যথা গঙ্গাপ্রবাহেণ কর্মনাশাজলাহ্বতিঃ ॥

গঙ্গার প্রবাহে, বিশুদ্ধ হয়েত, কর্মনাশা শ্রোত যথা। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক, স্তন্য পান শোভা, লভিল পূতনা তথা ॥ এহেন প্রকারে মধুকণ্ঠ সেই ক্ষণ। পূতনার বধবার্ত্তা করিয়া বর্ণন ॥ সেই কথা পরিশেষ কহিবার তরে। দেবর্ষির সম্মতি সূচনা অনুসারে ॥ আদ্যোপান্ত চিত্ত মধ্যে করিয়া চিন্তন। মধুকণ্ঠ কহিতে লাগিল সেই ক্ষণ ॥ রাক্ষসরূপিনী সেই বিহঙ্গী ভীষণ। ছাড়ি দেহ ছাড়ি দেহ করি মনে মন ॥ উচ্চৈঃস্বরে রোদন কবিয়া অতঃপর। প্রকাশ করিয়া দেহ বদন বিস্তর ॥ নিজ জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া। সংকারবশতঃ কৃষ্ণে বক্ষে নিক্ষেপিয়া ॥ পক্ষ সঞ্চালন করি ব্রজের বাহিরে। চলিয়া আইল এক প্রান্তরে অচিরে। হস্তপদ প্রসারিয়া ভূমিতে পড়িল। পূতনা রাক্ষসী প্রাণ পরিত্যাগ কৈল ॥ পতনের শব্দ শুনি তত্র লোকসব। মনে কৈল যেন বজ্র পতনের রব ॥ ব্রজের বাহির স্থানে করিয়া গমন। মৃত্যুপূর্বে কৈল বকী স্বরূপ ধারণ ॥

উড্ডিড্যে সপদি যদা তু পক্ষিণী সা তং বালং হৃদি পরিগৃহ্য লম্বমানম্।
উড্ডীনা দ্রুততরমেব মাতৃযুগ্মপ্রাণাশ্চ স্ফুটিতহৃদম্বুজাদিবাসন্ ॥৪২

যেইত সময়ে, লম্বমানভাবে, শিশুরে স্ববক্ষে ধরি। রাক্ষসী স্বরূপা, বিহঙ্গী রূপিনী, পূতনা সে গেল উড়ি ॥ সেইত সময়ে, জননী দোহার, হৃদয় কমল হৈতে। বাহির হৈয়া, দ্রুত বেগে প্রাণ, উড়িয়া চলিল সাথে ॥৪৩

তস্মিন্ হৃতে পূতনয়াতু বালে মাত্রোর্যদি প্রাণগণো ন মূর্চ্ছেৎ।
ভোক্তুং তদাভীল কৃশং তদা তে কিং শক্নুয়াতামপি কিন্তু নৈব ॥৪৪

পূতনারাক্ষসী, আসিয়া শিশুরে, হরণ করিল যবে ॥ প্রাণ বায়ু যদি, জননী দোহার, মূর্চ্ছিত না হৈত তবে ॥ কষ্টরাশি ভোগ, করিতে সমর্থ, হইত কি দুই জন। নিঃসন্দেহে মৃত্যু হইত দোহার, দুঃখ শোকে সেইক্ষণ ॥

আক্রন্দান্তিহৃন্নাণি পক্ষপবনাৎ কম্পং ভুবি ভ্রংশনাৎ,
ভূভ্রংশং শররূপতাশবলনাদ্‌গোত্রাঙ্গপঙ্‌ক্তীরপি।
আশঙ্ক্যাভিগতা দিবিষ্টপটলী তত্তদ্বিজাতীয়তাং,
নির্ণীয়াথ বিসিস্মিয়ে কতিপয়ং কালং বকীসংস্থিতৌ ॥৪৫

পূতনারাক্ষসী, ভূতলে পড়িয়া, মরণ বরণ কৈল। ত্রিদশের গণ, শঙ্কিত হৃদয়ে এহেন ভাবিত হৈল ॥ ক্রন্দনে তাহার, প্রত্যক্ষ হইল, অশনি নিপাত ধ্বনি। পক্ষ সমীরণে, প্রলয়ের কাল, উপস্থিত হেন গণি ॥ ভূতল পতনে, সহসা ভূকম্প হৈল যেন উপনীত। শরের অঙ্গাদি, পর্বতের যেন, শিলা শ্রেণী বিস্তারিত ॥ বিজাতীয় হেন, ভাব নিরখিয়া, নিকটে যাইয়া তবে। কতিপয় কাল, বিস্মিত হইয়া, রহিল ত্রিদশ সবে ॥

তস্যাঃ স্থিরা বক্ষসি লগ্নমেনং স্মেরং গৃহীতাক্লশচুচুকাগ্রম্।
অস্য প্রভাবাবলিবিজ্ঞচিত্তাঃ সর্বে সমন্তাজ্জহসুর্বিলোক্য ॥

মৃত কি জীবিত, পূতনা রাক্ষসী, এতেক নির্ণয় তরে। নিকটে আসিয়া, হেরে দেবগণ, প্রাণ নাহি কলেবরে ॥ বক্ষ স্থলে তার, সংলগ্ন আছয়ে, বালক পরম সুখে ॥ রাক্ষসীর স্থূল, স্তনাগ্র রিধৃত, সেইত শিশুর মুখে ॥ কৃষ্ণের প্রভাব, ত্রিদশ গণের, হৃদয়ে বিজ্ঞাত ছিল। তেই হেন হেরি, চৌদিকে সবাই, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য কৈল ॥

অভজদিহ যদেষা পর্বতাকারবর্ষ্মা ক্ষয়মতিতনুমূর্ত্তিং প্রাপ্য বালং তমেতম্।
ন হি তদতিবিচিত্রং প্রেক্ষ্যতামেব সাক্ষাদ্বিধুরয়মমৃতাঙ্গঃ পূতনেয়ং বিষাঙ্গী ॥

অবেত ত্রিদশ, গণের মাঝারে, কহিতে লাগিল কেহ। পর্বতের মত, দীর্ঘাকৃতি এই পূতনার মৃত দেহ ॥ অতি ক্ষুদ্র তনু, এইত শিশুরে, ধরি নিজ বক্ষস্থলে। লয় প্রাপ্ত হৈল, পূতনা রাক্ষসী, ব্রজোপান্তে পুণ্যফলে ॥ অতীব বিচিত্র, এ নহে সাক্ষাতে, দেখহ অনতি দূরে। বিষাঙ্গী যমুনা, লভিল সুধাঙ্গ, শশধর এ শিশুরে ॥৪৭

বিষং স্যাদ্বিষমন্যস্মিন্নমৃতস্য বিষে বিষম্। পূতনাকৃষ্ণসঙ্ঘর্ষে দৃশ্যতামেতদেব হি ॥

বিষ যদি মিশে, অন্য কোন দ্রব্যে, সে দ্রব্যও বিষ হয়। মিশ্রিত হইলে, সুধা আর বিষে, সুধা হয় বিষময় ॥ বিষাঙ্গী পূতনা, অমৃতাঙ্গ কৃষ্ণে, দেখ এবে গেল মিশে। অমৃতাঙ্গ কৃষ্ণ, অমৃত রহিল, বিষাঙ্গী রহিল বিষে ॥৪৮

নবনবরসপাকাহৃৎপলাভোগধাত্রী, স্থলজ-জলজ-পদ্মে সর্বদা দুঃখদাত্রী।
রজনিচরগণানাং শশ্বদামোদপাত্রী, প্রতিহরি লয়মাগাৎ পূতনাব্যাজরাত্রী ॥৪৯

রজনি যেমতি, নব নব বারি, পাকে পদ্মভোগ ধাত্রী। স্থলজ জলজ অম্বুজের পক্ষে, সতত বিষাদ দাত্রী ॥ নিশিচর জীবগণের নিয়ত, আনন্দ প্রদান পাত্রী। সূর্যোদয়ে লীন, হয় অচিরাতে, হেন ক্রিয়া করে রাত্রী ॥ পূতন নামিকা, কপট রজনী, দেখহ সেইক মত। নবনব রস, পরিপাকরূপ, শিশু নাশী অবিরত ॥

স্বদেহে উৎকৃষ্ট, মাংসের পূর্ণতা, সহজেই লাভ কৈল। স্থলচর জলচর জীব পক্ষে সদা দুঃখদাত্রী হৈল ॥ নিশাচর গণে, আনন্দ বর্দ্ধনকারিণী এ নিশাচরী। লয় প্রাপ্ত হৈল, হরিরে আপন, বক্ষের মাঝারে ধরি ॥ কিন্তু দেখ এই, শ্রীহরি স্বকীয়, চরিতচাতুরী দ্বারে। সূচনা করিল, লীলার কৈবল্য, মহানন্দ সহকারে ॥৫০

স্তনন্ধয়স্য স্তন এব জীবিকা, দত্তস্ত্বয়া স স্বয়মাননে মম।
ময়া চ পীতো ম্রিয়তে যদি ত্বরা, কিম্বা মমাগঃ স্বয়মেব কথ্যতাম্ ॥৫১

স্তন্যপায়ী ক্ষুদ্র, শিশুর জীবিকা, স্তনখ্যাত চরাচরে। তুমি নিজে মোর, মুখে স্তন দিয়া, ধরিয়া আপন করে। পান কৈনু আমি, মনের আনন্দে, তোমার পরাণ সহ। ইথে যদি তব, মরণ ঘটিল, কি দোষ এ মোর কহ ॥ এত শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে খেদ করি। সাতিশয় স্নেহময়ী দেবী ব্রজেশ্বরী ॥ মাতৃস্থানীয়া অন্য রমণীর গণ। ধৈর্য হারাইল করি সমস্ত দর্শন ॥ তা সবার ধৈর্য পুন করিতে স্থাপিত। যুক্তিযুক্ত কোন কার্য হইল গৃহীত ॥ রমণীগণের নিজ পরিজন[illegible]। কিবা সমাধান কৈল করহ বর্ণন ॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে করহ শ্রবণ। পূতনা যবেত কৃষ্ণে করিল হরণ ॥ মহা কোলাহল ব্রজে সমুৎপন্ন হৈল। বালবৃদ্ধ যুবতী রমণী যত ছিল ॥ ব্রজেশ্বরী রোহিণীরে দূরে পরিহরি। ধাইল উপর্যুপরি সবে অনুসারি। তন্মধ্যে কতেক নারী অগ্রসর হৈঞা। দৈবের নির্বন্ধে দিক নির্ণয় করিয়া ॥ সুবৃহৎ শৈলসেনা শ্রেণীর মতন। ভূপতিত পূতনারে কৈল দরশন ॥ দৈবের নির্বন্ধে রাক্ষসীর দুই কর। বিস্তারিত ছিল সেথা ভূমির উপর ॥ বাহুপথে আরোহণ করি নারীগণ। ঝটিতি করিল বাল গোপালে গ্রহণ ॥ পূতনার বৃহদ্বপু উন্নত আকার। লম্বমান দীর্ঘ বাহু যুগল তাহার ॥ পর্বতারোহণ পথে সোপানের প্রায়। বিস্তৃত আছিল সেথা দৈবের কৃপায় ॥ পূতনার বক্ষে সেই বালক তখন। আছিল অকুতোভয়ে ক্রীড়াতে মগন ॥ সেইভাবে শিশুরে সযত্নে বক্ষে ধরি। পূতনার মৃত দেহ দূরে পরিহরি ॥ অনুগামী কোন জনে লক্ষ্য না করিয়া। মনোবেগ অনুযায়ী দেহ বেগে ধাঞা ॥ নন্দের মন্দির মাঝে ঝটিতি তখন। উপনীত হৈল আসি নারী কথোজন ॥ এইত ঘটনা হেরি তত্র সমাগত। অসংখ্য অসংখ্য ব্রজধামবাসী যত ॥ পশ্চাতে পশ্চাতে দ্রুতবেগে অভিসরি। উচ্চনীচ ভূমি লম্ফে উল্লঙ্ঘন করি। নিকটে আসিয়া করি শিশুরে দর্শন। হইল পরমানন্দ সাগরে মগন ॥ এই লোকগণ সঙ্গে মহা সমারোহে। প্রবেশিয় অন্তঃপুরে নন্দরাজ গৃহে ॥ করিয়া জননীদ্বয়ে নিশ্চেষ্ট দর্শন। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইল নারীগণ ॥ হেনমতে কিছু কাল বিগত হইল। তথাপি দোহার মূর্ছা নাহিক ভাঙ্গিল ॥ মূর্ছা ভাঙ্গিবার তরে বিধান সকল। প্রয়োগে সর্বাংশে ক্রমে হইল নিষ্ফল ॥ ইহা দেখি কোন এক বুদ্ধিমতী নারী। বসাইল কৃষ্ণে দোহাকার অঙ্কোপরি ॥ বালক বসিল যদি ক্রোড়ের মাঝার। পুত্র লাভ রূপ হৈল সুধার সঞ্চার ॥ রক্ষিত হৈল তবে উভয়ের প্রাণ। দেখিতে পুত্রের মুখ মেলিল

নয়ান ॥ পুনরায় মহানন্দে দুই ত জননী। মূর্ছিত হইয়া নেত্র মুদিল অমনি ॥ বারম্বার হেন ভাব বহুত ঘটিল। কিছুকাল পরে দোহে প্রকৃতিস্থ হৈল ॥ যেমতি নিদাঘ দগ্ধ ভূমি বারম্বার। সলিল সিঞ্চনে স্নিগ্ধ হয়েত অপার ॥ পুনঃ পুনঃ তথা কৃষ্ণ মুখ দরশনে। স্নিগ্ধতা জন্মিল দুই জননীর মনে ॥ যশোদা রোহিণী দোহে কৃষ্ণের বদন। দেখিলেও ভেদ করি দোহার লোচন ॥ লম্বাস্থূল ক্ষুদ্র লৌহ সূচীর মতন। অশ্রু ধারা পড়িতে লাগিল অনুক্ষণ ॥ নেত্র বচনের অগোচর ব্যাকুলতা। প্রকট হইল অশ্রুধারা পাতে তথা ॥ তবে অন্য নারীগণ স্তন্যপান তরে ॥ আনিল শিশুরে তার মাতার গোচরে ॥ হেরিয়া উত্তম রূপে শিশুর বদন। স্থিরতা লভিল দুই জননীর মন ॥৫২-৫৬

আশ্লিষ্টঃ প্রতিদৃষ্টিচুম্বিতমুখঃ সুঘ্রাতমূর্দ্ধা দৃগ-
র্ণঃসিক্তঃ সুহৃদাং পুরো ভুবি ধৃতঃ স্বেনাপি নির্মঞ্ছিতঃ।
সত্যং সত্যমিদং নচান্যদিতি স ব্যক্তং বিবিক্তীকৃতো,
মাতৃভ্যাং ন তথাপি সংহৃতভয়ং দৃষ্টো বকীমর্দনঃ ॥৫৭

নন্দের মন্দিরে, মহানন্দ রোলে, উভয়জননী দ্বারে। সেইত বালক, হইল তখন আলিঙ্গিত বারে বারে ॥ চুম্বিত হইল, প্রতি দৃষ্টিপাতে, বদন চন্দ্রমা সেহ। সুঘ্রাত হইল, মস্তক অশ্রুতে, সিঞ্চিত হইল দেহ ॥ সুহৃদগণের, সর্ম্মুখে ভূতলে, হইল তবেত স্থিত। প্রজ্জ্বলিত পঞ্চ দীপাবলি দ্বারে, হৈল পুন নির্মঞ্ছিত ॥ পূতনা শিশুরে, হরণ করিল, এহো সত্য কথা হয়। পুনরায় শিশু, ভবনে আইল, এহো সত্য মিথ্যা নয় ॥ অন্য কেহ নহে, পূতনারে বধ, কৈল শিশু সুনিশ্চয়। হেন কথা ব্যক্ত, হৈল লোক মুখে, তথাপি জননীদ্বয় ॥ বাৎসল্য রসের, আধিক্য বশতঃ, নির্ভয়ে সেইত ক্ষণ। পূতনা নিহন্তা, স্বরূপে শিশুরে, নাহি কৈল দরশন ॥ অতঃপর ব্রজেশ্বরী বিস্মিত হইয়া। কহিতে লাগিল বলরামে না দেখিয়া ॥ অহো বলরামে সবে করহ দর্শন। এত বলি ধাবিত হইল সেইক্ষণ ॥ ইহা দেখি নারীগণ সহ শ্রীরোহিণী। পশ্চাতে পশ্চাতে তার চলিল অমনি ॥ যশোদারে নিবারণ করি গৃহমাঝে। পশিয়া দেখিল বলরামে দিব্য সাজে ॥ সজ্জিত আছয়ে সুমঙ্গল রূপ ধরি। দেখি তুষ্ট হৈল সবা সঙ্গে ব্রজেশ্বরী ॥ তবে নিজ পুত্র ঠাঞি আগমন তরে। অভিলাষবতী হেরি মাতা যশোদারে ॥ বলরামে দেখিবারে সখী কথোজনে ॥ নিযুক্ত করিয়া দেবী রোহিণী সে ক্ষণে ॥ যশোদারে সঙ্গে লৈঞা কৃষ্ণের সদন। সচ্ছন্দ হৃদয়ে পুনঃ কৈল আগমন ॥৫৮

গোমূত্রাদ্যৈঃ স্নানমার্চ্য তস্য, প্রেম্না চক্রুর্মন্ত্ররক্ষাং জনন্যঃ।
শ্রুত্বা যস্মিন্ শাস্ত্র বিজ্ঞত্বমাসাং সর্বেঽপ্যুচ্চৈঃ কোবিদা বিস্ময়ন্তে ॥৫৯

পঞ্চগব্য আর, পুণ্যতীর্থোদকে, কৃষ্ণে করাইয়া স্নান। মন্ত্র পাঠ করি, দ্বাদশাঙ্গে কৈল, চন্দনতিলক দান ॥ রক্ষামন্ত্র পড়ি, শিশুর সর্বাঙ্গ, রক্ষা কৈল মাতৃগণ। শাস্ত্রীয় বিজ্ঞতা, শুনি তা সবার, সুবিস্মিত বিজ্ঞজন ॥ যশোদা তাদৃশ মহোৎপাত দরশনে। প্রাচীনার গণে কহে গদগদ বচনে ॥৬০

পুত্রো ভবেদেবমতিস্পৃহা নৌ নাসীদভূদেষ তু বঃ স্পৃহাতঃ।
প্রত্যর্পি সোঽয়ং বত যুষ্মকাভি-রস্মাসু যুষ্মাসু তথাস্মকাভিঃ ॥৬১

দুজনার মোর, তনয় লাভের, মহাস্পৃহা নাহি ছিল। তোমা সবাকার, বাসনায় কিন্তু, পুত্র আসি জনমিল ॥ তোমরা করিলে, শিশুরে অর্পণ, অহো কত প্রেম ভরে। প্রত্যর্পণ মোরা করিনু শিশুরে, তোমা সবাকার করে ॥ এত কহি যশোমতী আপন শিশুরে। সেই বৃদ্ধাগণের চরণ পরিসরে ॥ শায়িত করিয়া ভাব ভরে সেইক্ষণ। করিতে লাগিল অশ্রুরাশি বিসর্জন ॥ সেই বৃদ্ধা নারীগণ ধৈর্য পরিহরি। সসম্ভ্রমে কহিল বালকে বক্ষে ধরি ॥৬২-৬৩

অস্মাকং যদখিলমস্তি পুণ্যজাতং, যদ্বাস্মৎপিতৃজননীকুলানুজাতম্।
তেনাসৌ বত ভবতাদহো যশোদে, পুত্রস্তে নিরবধিমঙ্গলপ্রমোদে ॥৬৪

সঞ্চিত আছয়ে, যত পুণ্যরাশি, এই মো সবার আর। যত্ত পুণ্য আছে সঞ্চিত হইয়া, পিতামাতা সবাকার। সেইসব পুণ্য, ফলে পুত্র তব, যশোদা শুনহ সত্য। পরম মঙ্গলে, মহানন্দে তথা, বিদ্যমান রহু নিত্য ॥ এত কহি সজল নয়নে বৃদ্ধাগণ। যত্ন ভরে করিল শিশুরে নির্মঞ্ছন ॥ যশোদার সন্তোষার্থে বৃদ্ধাগণ তবে। অবস্থান কৈল মহানন্দে তথা সবে। পূতনা রাক্ষসী যেই উৎপাত করিল। সেইসব কার্য যারা নয়নে হেরিল ॥ নিজ নিজ দর্শনানুসারে সেই সবে। কহিতে লাগিল বিস্তারিত ভাবে তবে ॥৬৫-৬৬

যথা গতা সা যদুবাচ যচ্চ বা, চকার তদগ্রেস্তমমূ সমূচতুঃ।
অমূঃ সমূচুশ্চ যথা স্বয়ং গতা, যথান্বপশ্যংশ্চ তথা সগদ্গদম্ ॥৬৭

পূতনা যেভাবে, কৈল আগমন, কহিল যেইত বাণী। সব বিস্তারিয়া, কহিল রোহিণী, আর ব্রজ মহারাণী ॥ কহিতে কহিতে, বাক্য রুদ্ধ হৈল, দুঃখে চিত্ত আবরিল। বাক্যের বর্ণাদি কিম্বা পদসম্যক্, উচ্চারিত নাহি হৈল ॥ অন্য নারীগণ, ব্রজের বাহিরে, পূতনারে অনুসরি। গমন করতঃ, যেসব দেখিয়া, আইল ভবনে ফিরি ॥ সব কিছু কথা, গদগদ বচনে, বিস্তারি প্রকাশ কৈল। শুনিয়া সবারে, বিষাদ বশতঃ, নয়ন সজল হৈল ॥ শ্রীব্রজরাজাদি যত আভীরের গণ। মথুরা হইতে ব্রজে কৈল আগমন ॥ দূর হৈতে পূতনার শব নিরখিয়া। মনোমধ্যে নানাবিধ সন্দেহ করিয়া ॥ পরস্পর নানাকথা করি আলোচন। করিল পূর্বোক্ত বাক্যজাল বিরচন ॥ গগনে উড্ডীয়মান বিস্তর বিস্তর। কাক আর চিল হেরি এই ভয়ঙ্কর ॥ দৃশ্যমান বস্তু অন্য কোন কিছু রূপে। বুঝিতে না পারা যায় না জানি স্বরূপে ॥ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রশ্মি জালে অনিবার। ভস্মীভূত হৈল যেই গাঢ় অন্ধকার ॥ তার অতি স্থূলরূপ অংশ অবশেষ। শব দেহ বেষ্টনে হৈল নিন্দিত বিশেষ ॥ সহসা নিবিড় আর অতি দীর্ঘবন। একদেশে আসি যেন করিল শোভন ॥ ভূতল সংলগ্ন গগনের মেঘরাশি। দেখা দিল ব্রজের উপান্তে যেন আসি ॥ বসুদেব মথুরাতে নন্দের নিকট। ভাবি উৎপাতের শঙ্কা করিল প্রকট ॥

সেই কথা আলোচনা বিষয় হইল। গোপগণ নানা চিন্তা করিতে লাগিল ॥ পুরন্দর হস্তে পক্ষ ছেদনের পরে। পুনর্বার পক্ষ লভি দেবতার বরে ॥ উঠিয়া গগনোপরি অতি উর্ধ্ব দেশ। অতীব বিশেষ এই পর্বত বিশেষ ॥ করিতে উৎপাত ভূমে পতিত হইল। হেন কথা কেহ কেহ কহিতে লাগিল ॥ রাক্ষসের দেহ কৈলে নয়ন গোচর। জল্পনা কল্পনা যথা উপজে বিস্তর ॥ সেই মত পূতনার দেহ নিরখিয়া। নানা ভাবে লোকগণ ভাবিত হইয়া ॥ ভয় হাস্য কৌতুকাদি নানা বিসম্বাদ। করিতে লাগিল বিস্তারিয়া উচ্চনাদ ॥ পূতনার দেহ সবে করে নিরীক্ষণ। ক্ষণকাল মধ্যে দেখে রাক্ষস লক্ষণ ॥ ব্রজবাসীবৃন্দের এ অনিষ্ট কারিণী। নিরীক্ষণ মাত্র সবে বুঝিল অমনি ॥ বন্ধন রজ্জুরে ভস্মীভূত অন্ধকার। দীর্ঘদেহ সুবৃহৎ বনের আকার ॥ পুনর্বার লব্ধপক্ষ বিশাল পর্বত। নিবিড় জলদ যেন ভূতলে পতিত ॥ ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে পূতনার দেহ। নন্দ মহারাজ যবে করিল সন্দেহ ॥ হেনকালে কতিপয় ব্রজবাসি জন। নন্দের সমীপে আসি দিল দরশন ॥ পূতনার সুবিশাল দেহের বৃত্তান্ত। তারা আসি বর্ণনা করিল আদ্যোপান্ত ॥ শুনিয়া নন্দের ভেদনিষ্ঠ যে সংশয়। দূর হৈল সত্য জ্ঞান করিল উদয় ॥ নিকটে বিকট মূর্ত্তি হৈল প্রকটিত। হেরি ব্রজবাসি সবে ভয়ে আতঙ্কিত ॥ রাক্ষসীর দেহ এহ সন্দেহ না রয়। ব্রজবাসী গণ হেন করিল নিশ্চয় ॥৬৮-৬৯

শ্রুত্বা পূতনয়া সুতস্য নয়নং তস্যাস্তু তস্মান্মৃতিং
মূর্চ্ছন্নেব তদা ব্রজক্ষিতিপতিঃ সম্যক্ প্রবোধং যযৌ।
লব্ধা দুর্দ্ধর কালনাগদশনত্রোটিং যথা তৎ ক্ষণা-
দ্দিব্যং মন্ত্রমপি শ্রয়েত মনুজঃ কশ্চিদ্দ্রুতং জীবিতুম্ ॥৭০

পূতনা রাক্ষসী, নিশিতে আসিয়া, তনয়ে হরণ কৈল। সেইত তনয়, হৈতে রাক্ষসীর, প্রাণান্ত সাধিত হৈল ॥ এইত অশুভ বার্ত্তা শ্রুত হৈঞা, তৎকালে শ্রীব্রজরাজ। ক্ষণেকের তরে, মূর্চ্ছিত হইয়া, পড়িল শকট মাঝ ॥ তথাপিহ নিজ, ভাবী কার্যক্রম, স্থির করিবার তরে। উঠিয়া বসিল নন্দ মহারাজ, ঝটিতি শকটোপরে ॥ হইয়া মানব, অতীব দুঃসহ, কাল সর্প দন্তাহত। দ্রুত বাঁচিবারে, দিব্য মন্ত্রাশ্রয়, করে শীঘ্র সেই মত ॥ নন্দ মহারাজ, তেমতি পুত্রের, বিপদ শ্রবণ করি। বিঘ্ননাশ তরে, শরণ লইয়া, কহিল শ্রীহরি হরি ॥ ব্রজরাজ কিছুদূর হৈঞা অগ্রসর। আশ্চর্যজনক কথা শুনিল বিস্তর ॥ দেখিল নয়নে যার কৈল অনুভব। তন্মধ্যে শ্রবণ কৈল হেন এই সব ॥ পূতনার দেহ দৈর্ঘে প্রায় ক্রোশ ছয়। পতিত হইয়া কৈল ভূমিতলাশ্রয় ॥ প্রস্থে প্রায় দুই ক্রোশ হয়েত বিস্তার। উর্দ্ধে একক্রোশ হয় দেহখানি তার ॥ ব্রজমধ্যে গৃহশ্রেণী যেইত আছয়। প্রহরেক লাগে পার হইতে নিশ্চয় ॥ প্রস্থ প্রহরেক গম্য কহে সুধীগণ। বিশাল নগরী মধ্যে ব্রজের গণন ॥ পূতনা রাক্ষসী যবে ভূতলে পড়িল। এই নগরীর কোন ক্ষতি না হইল ॥ প্রান্তরে পড়িল তাই না মরিল

প্রাণী। বৃক্ষলতা চূর্ণ হৈল শস্য হৈল হানি। এত শুনি ব্রজরাজ ব্রজের ভিতর। দেখিতে লাগিল দাণ্ডাইয়া অতঃপর ॥ ব্রজবাসি গোপ হৈতে অন্য বহু জাতি। শবরাদি করে ব্রজ বাহিরে বসতি। তারা সবে উপনন্দাদির আজ্ঞা পাঞা ॥ শাণিত কুঠার হস্তে আইল ধাইয়া ॥ পূতনার দেহ বজ্রতুল্য সুনিষ্ঠুর। বৃহত্তম অস্থিপুঞ্জে ব্যাপ্ত সুপ্রচুর ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সুনিবিড় ভাবে স্থিত। কার সাধ্য করে তাহা সহজে খণ্ডিত ॥ দারুণ কুঠারাঘাতে শবরের গণ। সর্বদেহ ছিন্ন ভিন্ন করিল তখন ॥ পর্বত প্রমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া। বিশাল প্রান্তরে দগ্ধ কৈল অগ্নি দিয়া ॥ ব্রজের বাহিরে পামরাদি নামে খ্যাত। আছিল যে চর্মকার নামে অসংখ্যাত ॥ কিঙ্কর স্বরূপে যারা ব্রজবাসীগণে। সেবন করিত নানা কার্যে সযতনে ॥ শবরাদি অন্য অন্য জাতি ছিল যত। সবাই আছিল ব্রজরাজ অনুগত ॥ তা সবার সংখ্যা আর দৈহিক সামর্থ্য। কহিবারে কোনজন নহেত সামর্থ ॥ ব্রজবাসি আভীরগণের সংখ্যা আর। শকতি বর্ণিতে সাধ্য আছয়ে কাহার ॥ ব্রজরাজ গৃহে তবে করি আগমন। অনুভব কৈল যাহা করিয়ে বর্ণন ॥৭১-৭৫

কংসারেঃ সুমধুরিমা প্রমাণচর্য্যাং, ন প্রাপ্যত্যব্দিযুগকোটিকোটিতোঽপি।
সা রাক্ষস্যপি রুধিরাশনাপি যস্য, স্পর্শাংশাদ্বরসুরভিত্বমাসসাদ ॥৭৬

পূতনা রাক্ষসী, রুধির সেবন, করয়ে তথাপি সেহ। যার স্পর্শলেশে লভিল অতীব, সুবাসিত বর দেহ ॥ সেইত হরির, লীলা সুমাধুরী, প্রমান বিষয় কৈলে। কোটি কোটি যুগ, চিন্তিলেও তার, ইয়ত্তা নাহিক মিলে ॥

তদা চ দূতা ইব পূতনাঙ্গতো, দগ্ধাদ্গতা ধূমগণাঃ সুগন্ধয়ঃ।
গ্রামান্তরং যাতবতাং দিনান্তরে, কেষাঞ্চিদাহ্বানকৃতিং বিনির্মমুঃ ॥৭৭

পূতনা রাক্ষসী, অগ্নিযোগে দগ্ধ, যৎকালে হইতেছিল। সেইত সময়ে অতীব সুগন্ধে, চতুর্দিক ব্যাপ্ত হৈল ॥ দেশ দেশান্তরে, গতায়াতকারী, দিনান্তে পথিক জনে। করিল আহ্বান, দগ্ধ দেহোত্থিত, ধূম্রশিখা দূতগণে ॥ সন্ধ্যাবেলা দেখি, বিজন প্রান্তরে, সমুত্থিত ধূম্ররাশি। পথচারী গণ, কৌতুহল বশে, উপনীত হৈল আসি ॥

অথাত্মজং কলয়িতুমাশু গোকুলক্ষিতীশিতা ব্রজপুরমধ্যমাযযৌ।
গতেঽন্তিকে পথি পতদশ্রুবিগ্রহঃ, ক্ষণং স্থিতঃ স্বজনগৃহীতদোর্যুগঃ ॥৭৮

ব্রজরাজ নন্দ পুত্রের বদন, তুরিতে দর্শন তরে। ব্রজপুর মধ্যে, প্রবেশ করিল, পরম উৎকণ্ঠা ভরে ॥ মন্দির সমীপে, গমনের কালে, পতিত নয়ন জলে। বিগ্রহ ভাসিল, দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন, চরণ নাহিক চলে ॥ বাহুযুগ তার, ধরিল আসিয়া, তুরিতে স্বজনগণ। পথমধ্যে নন্দ, নিস্তব্ধ হইয়া, দাণ্ডাইল কতক্ষণ ॥ তবে মহাধীর চেতা নন্দ মহারাজ। ধৈর্য ধারণ করিল নিজ চিত্ত মাঝ ॥ অন্তরঙ্গ দুই জন মিত্র সহকারে। আইল বৃহৎ ভবনের বহির্দ্বারে ॥ প্রকোষ্ঠ মাঝারে

সেথা বেদীর উপরে। বসিল কনকাসনে মহা ক্লান্তি ভরে॥ সেই কালে তদীয় অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপিণী। যশোদা শুনিয়া নন্দাগমন কাহিনী॥ নিজাত্মীয় গোকুলস্থ কুল নারীগণে। সঙ্গে করি সাতিশয় আনন্দিত মনে॥ নিজ পুত্রে উপনন্দ পত্নী হস্ত হৈতে। গ্রহণ করিয়া অতি যত্নের সহিতে॥ পতির নিকটে তবে হৈঞা উপনীত। তার ক্রোড়ে পুত্র রত্নে করিল স্থাপিত॥৭৯

কিংগ্রহার্দ্দিত তয়া স বালকো, দুনতামগমদেকরাত্রতঃ
ইত্যচিন্তয়দমুং তদেন্দুবৎ, স্ফীতমৈক্ষত পুনর্ব্রজাধিপঃ॥৮০

নন্দ মহারাজ, পত্র মুখ হেরি, মনোমাঝে চিন্তা কৈল। এক রাত্রি মধ্যে গ্রহার্দ্দিত হৈঞা, পুত্র কি মলিন হৈল॥ হেন মতে চিন্তা, করে ব্রজরাজ, তৎকালে ক্ষণেক পরে। হেরে পুত্র তার, ইন্দু সম স্ফীত, সুষমাতে চিত্ত হরে॥

লীঢ়ং রূপমধু প্রকৃষ্ট রসিতং বক্ত্রপ্রসাদামৃতং
সম্যক্ স্বাদিত এব তুল্যরহিতস্পর্শোৎসবঃ কোঽপ্যসৌ।
তস্য শ্যামলবালকোমলতনোর্মূর্দ্ধ্নস্তু তাতেন তাং
সৌরভ্যস্বদনানুভূতিমভিতো বিশ্বং মদাদ্বিস্মৃতম্॥৮১

নন্দনের পিতা, নন্দ মহারাজ, বালকের রূপ মধু। প্রসন্নতাময়, বালকের আর, মধুর বদন সিধু॥ সম্পূর্ণ স্বরূপে, বিস্ফারিত নেত্রে, ইচ্ছাভরি পান কৈল। তুলনা রহিত, কোন এক স্পর্শসুখ অনুভূত হৈল॥ শ্যামল কোমল, তনু বালকের, মস্তক সৌরভাঘ্রাণ। করিয়া পিতার আনন্দে বিলুপ্ত, হইল নিখিল জ্ঞান॥ পুনঃ পুনঃ পুত্র মুখ করি দরশন। মহানন্দে নন্দভূপ কহিছে বচন॥৮২

যদি নারায়ণেন ত্বং দত্তোঽসি কৃপণায় মে। তেনৈব সর্বং নির্বোঢ়া সোঢ়া চ মম দুর্নয়ঃ॥

বহুদিন মনোদুঃখে দিন গেল, হইয়াও নরহীন। নারায়ণ যদি, অর্পিল তোমারে, এ মোরে হেরিয়া দীন॥ এবে সর্ব কার্য, নির্বাহ করিবে, সেইত দয়াল প্রভু। সেহত ক্ষমিবে, এ মোর দুর্নীতি, যদ্যপি ঘটয়ে কভু॥ নির্বাহ করিবে প্রভু নির্বাহ করিবে। এতেক কহিয়া চমৎকৃত করি সবে॥ প্রহসিত মুখচন্দ্র জটিলিত কেশ। পৌর্ণমাসী দেবী আসি করিল প্রবেশ॥ অন্য চিন্তা নিবিষ্ট মানস গোপগণ। বুঝিতে না পারিল দেবীর আগমন। সম্মুখে উদিত হেরি সম্ভ্রমে উঠিয়া। প্রণমিল ভক্তিসহ স্থিরচিত্ত হৈঞা॥ সত্যবাদিনী সেই দেবীরে তখন। আসনাদি দিয়া কৈল সানন্দে পূজন॥ অতঃপর ব্রজ ভূপতির প্রশ্নমত। বিষনারী পুতনার চরিত্রাদি গত॥ নিখিল বিষয় পৌর্ণমাসী যাহা জানে। কহিতে লাগিল দেবী ব্রজরাজ স্থানে॥ অতঃপর কি কর্ত্তব্য নন্দ জিজ্ঞাসিল। কর্মজাত অপূর্বের ব্যাখ্যা দেবী কৈল॥ অপূর্ব দানাদি কার্য করিবার তরে। দেবী তারে উপদেশ দিল প্রীতিভরে॥ নন্দ তবে দান কার্য প্রধান করিয়া। আরম্ভিল দান কার্য আনন্দে মাতিয়া॥ করিতে পুতনা বধ সমাপ্তি বর্ণন। দেবর্ষির অভিমত করিয়া সূচন॥ ব্রজরাজে সম্বোধিয়া সেইত সভায়। মধুকণ্ঠ কহিতে লাগিল পুনরায়॥৮৩-৮৫

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোপময়তে যতঃ। সা বালরাক্ষসী জজ্ঞে নিজসংসাররাক্ষসী॥

হে আভীর পতি, এহেন অপূর্ব, তনয় তোমার ঘরে। জনম লভিল, যাহার মহিমা, খ্যাত হৈল চরাচরে॥ বালক ঘাতিনী, পুতনা রাক্ষসী, করিয়া মাতার ভাণ। তোমার তনয়ে, লইল নিজাঙ্গে, বধিতে তাহার প্রাণ॥ সেরূপ ধারণ, সার্থক হইল, লভিল জননী গতি। চিরমুক্ত হৈল, তোমার পুত্রের, প্রসাদে হে গোপ পতি॥ এতেক কহিয়া মধুকণ্ঠ পুনরায়। চিন্তন করিয়া স্থির করিল হিয়ায়॥৮৬

অর্ভাস্থগ্ভুগজনি যৎ পুরা যদ্বাগ্ধাত্রী চাভবদিয়মত্র নন্দসূনোঃ।
তৎকাধস্পদমথ তচ্ছিরস্পদং বা কেত্যন্ত হৃদি বিমৃশন্ ভৃশং ভ্রমামি॥৮৭

প্রথমে এইত, রাক্ষসী শিশুর, শোণিত পানেচ্ছা করে। তবেত আসিয়া, নন্দ কুমারের, ধাত্রীর স্বরূপ ধরে॥ পরিণামে সেহ, ধাত্রীর স্বরূপে, ত্রিদিবে লভিল স্থিতি। কোথাও বা অধোগতি, কোথাও বা সাতিশয় উচ্চগতি॥ হেনমতে পুতনা নিধন বিবরণ। সমাপ্ত হইল সেই দিবসে তখন॥ এইরূপে পূর্ব দিবসের মত। সমাপ্ত হইল লীলা বর্ণনাদি যত॥ যথোচিত বিধানে তবেত সর্বজন। আপন আপন গৃহে করিল গমন॥৮৮

ইতি গোপালচম্পূমনু পুতনাবধাবধারণং নাম পঞ্চমং পূরণম্॥৫

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধাগর্ব হর॥ হৃদয়াধিদেব. শ্রীরাধারমণ চরণস্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

ষষ্ঠং পূরণম্ * শকটভঞ্জনাদিঃ।

অতঃপর পরদিন প্রভাত সময়। বসিল সভাতে আসি শ্রোতা সমুদয়॥ শোভিত সভাতে স্নিগ্ধকণ্ঠ অতঃপর। কহিতে লাগিল মধুকণ্ঠের গোচর॥ শুন শ্রীমান মধুকণ্ঠ কণ্ঠ যে তোমার। মধু হইতেও মধু হয় মধুর অপার॥ সভা মধ্যে স্থির হৈঞা সভ্যগণ সহ। শ্রীকৃষ্ণ চরিতাবলি শ্রবণ করহ॥ নন্দের নন্দন কৃষ্ণ আপনার জনে। আনন্দিত করিতে লাগিল ক্ষণে ক্ষণে॥ চন্দ্র যথা শুক্ল পক্ষে দিনে দিনে বাড়ে। তেমতি বাড়িল কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে॥১-২

একা দ্বিত্রাশ্চতস্রো যুগবিযুততয়া পঞ্চষাঃ সপ্ত চাষ্টৌ
পঙ্ক্তির্বা পঙ্ক্তিবদ্ধাঃ শিশুযুবতিজরত্যর্দ্ধবৃদ্ধাঃ সমন্তাৎ।
আয়ান্তি প্রাবিশন্তি ব্রজনৃপতিগৃহং তত্র পশ্যন্তি বালং
কৃষ্ণা চুকারমিশ্রং বহুল বিলসিতং স্মারয়ন্ত্যো হসন্তি॥৩

এক দুই তিন, চারি পাঁচ ছয়, সাত আট নয় করি। যুগ্ম সংখ্যা আর, অযুগ্ম সংখ্যাতে, শিশু যুবা বৃদ্ধ নারী॥ অর্ধবৃদ্ধাগণ, সেহ তার সঙ্গে, ব্রজের চৌদিক হৈতে। শ্রেণীবদ্ধ তথা, শ্রেণীহীন ভাবে, নিজ নিজ গণ সাথে॥ ব্রজরাজ গৃহে, প্রবেশ করিয়া, শিশুর বদন হেরি। চুকার মিশ্রিত, শব্দ উচ্চারণে, বহুত

বিলাস করি ॥ সেইত শিশুরে, মৃদুমন্দ ভাবে, হাস্য করাইয়া তবে। হাসিতে লাগিল, নন্দের মন্দিরে, সমবেত নারী সবে ॥

মাত্রা পিত্রাথ মাতাপিতরকুলভবৈরাকুলৈশ্চিত্রমিত্রৈ-
র্নেত্রাণামঞ্জনাভং শিশুমনুর্ভবিতুং সন্ততং কঞ্জনাভম্।
আগম্যাগম্য রম্যাকৃতি পরিবৃতিমুদ্বাস্য হাস্যাদিপূর্বম্
স্পর্শং স্পর্শং তমুচ্চৈরহহ হরহহো দৃঙ্ মহো লভ্যতে স্ম ॥৪

মাতাপিতা তথা, মাতৃকুলজাত, পিতৃকুলজাত আর। বান্ধবের গণ, বিচিত্র রূপেতে, ব্যগ্রচিত্ত যা সবার ॥ তারা সবে আসি, নন্দের মন্দিরে, পরম আনন্দ ভরে। নেত্রাঞ্জন সম, অসিত বরণ, কঞ্জনাভ সে শিশুরে ॥ মনোহর গাত্র, বস্ত্র উঘারিয়া, তনু স্পর্শি বারম্বার। হাস্য করাইত, যাতায়াত করি, প্রতিদিন অনিবার ॥ হেন মতে নিত্য, বিবিধ বিচিত্র, বিলাস প্রকাশ করি। নেত্রের উৎসব, করিত সম্ভোগ, অহোরত নরনারী ॥

বিগলদলকজালালোলদৃক্খঞ্জরীটঃ প্রকটিততিলকশ্রী রোচনাকুঙ্কুমাভ্যাম্।
স্মিতবিগলিতবক্তৃঃ শ্যামধামাচলাঙ্ঘ্রিঃ শিশুরতিশুশুভে স প্রাপ্য মাসং তৃতীয়ম্ ॥

চূর্ণিত কুন্তল, হিল্লোলে চঞ্চল, নয়ন খঞ্জনদ্বয়। রোচনাকুঙ্কুম, রচিত তিলকে, শ্রীঅঙ্গ সুষমাময় ॥ সুমন্দমধুর, হাস্য সুধাভরে, শোভিত বদনচন্দ্র। শ্যামল বরণ ধাম মনোহর, অচল চরণ দ্বন্দ্ব ॥ মাসত্রয় বয়ো, লভিয়া সুন্দর, নন্দের নন্দন হরি। শোভিতে লাগিল, বৃন্দাবন ধামে, মন্দির উজ্জ্বল করি ॥৫

স্নিগ্ধং পশ্যতি সেষ্মমীতি ভুজয়োর্যুগ্মং মুহুশ্চালয়-
ন্নত্যল্পং মধুরঞ্চ কূজতি পরিষ্মঙ্গায় চাকাঙ্ক্ষতি।
লাভালাভবশাদমুষ্য লষতি ক্রন্দত্যপি কাপ্যসৌ
পীতস্তন্যতয়া স্বপিত্যপি পুনর্জাগ্রন্মুদং যচ্ছতি ॥৬

বালক লীলাতে, নন্দের নন্দন, প্রাকৃত বালকোচিত। বিবিধ বিলাসে, আনন্দ বিস্তর, করিছে সুপ্রকটিত ॥ সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, চাহে ইতস্ততঃ, হাস্য করে মৃদুমন্দ। অত্যল্প মধুর, শব্দ করে মুহুঃ, দোলাইয়া ভুজদ্বন্দ্ব ॥ অপরের ক্রোড়ে, উঠিবার তরে, বাসনা প্রকট করে। উঠিতে পারিলে, করে মৃদু হাস্য, পরম আনন্দ ভরে ॥ যদি নাহি পারে, তবে ত ক্রন্দন, করয়ে মনের দুঃখে। জননীর ক্রোড়ে, করি স্তন্য পান, নিদ্রা যায় হাস্যমুখে ॥ জাগ্রত হইয়া, পুনশ্চ সবারে, আনন্দ প্রদান করি। বিহরে সানন্দে, নন্দের মন্দিরে, বালক লীলাতে হরি ॥ কোন একদিন তবে সেইত সময়। অবসান হৈলে নাক্ষত্রিক মাসত্রয় ॥ চন্দ্র যার পতি সেই রোহিণী নক্ষত্রে। মহাশুভ তিথি তনয়ের জন্ম ক্ষেত্রে ॥ শ্রীমতী যশোদা লৈঞা সকল বান্ধব। প্রবর্তিত কৈল পুত্র জন্ম মহোৎসব ॥৭

ভবনমনু সুযত্নে রত্নপর্য্যঙ্কবর্যে সুরভিমৃদুলতূলীশুভ্রবস্ত্রপ্রশস্তে।
হরিমণিরুচিবালঃ শোভতে শায়িতাম্ভোরুহমিব সুরসিন্ধৌ ক্ষীরসিন্ধৌ হরির্বা ॥

নন্দের মন্দিরে, রতন খচিত, উত্তম পালঙ্ক মাঝে। শুভ্রবস্ত্রাবৃত, সুরভি কোমল, প্রশস্ত তোষক আছে। সযত্নে শায়িত, তাহে নীলমণি, রুচিশিশু ক্ষুদ্রতম। শোভিল গঙ্গাতে, নীলপদ্ম কিংবা, ক্ষীরার্ণবে বিষ্ণু সম ॥৮

অথোত্তানশায়ী স সর্বাতিশায়ী, নিজাম্বাযশোদঃ স্বতাতপ্রমোদঃ
স্বনক্ষত্রভাতে বভূব প্রভাতে, বলেনাতিসাঙ্গঃ পরাবর্ত্তিতাঙ্গঃ ॥৯

তবে স্বমাতার, যশো দানকারী, স্বপিতার সুখদায়ী। বল পরিপূর্ণ, সর্বোৎকর্ষশালী, সেইত উত্তানশায়ী ॥ রোহিণী নক্ষত্র, সংযুক্ত প্রভাতে, পার্শ্ব পরিবর্ত্ত করি। শয়ন করিল, সহাস্য বদনে, কপট বালক হরি ॥ সুকুমার শিরোমণি নন্দের কুমার। শয়ন করিরা সুখে শয্যার মাঝার ॥ পার্শ্বভাগ দ্বারা করি শয্যার পীড়ন। শয়ন করিল হাস্য মুখে সেইক্ষণ ॥ অকস্মাৎ এত হেরি তত্র ধাত্রীগণ ॥ জননীর ঠাঞি যাঞা কৈল নিবেদন ॥ অমনি শ্রীনন্দরাজ পত্নী যশোমতী। হইয়া পরমানন্দে প্রোৎসাহিত মতি ॥ স্ব পুত্রের সুমঙ্গল কামনা করতঃ। হইয়া পতির আজ্ঞা সুষ্ঠু অবগত ॥ পুরস্ত্রী নিকরে পুনঃ করিয়া আহ্বান। কৈল ইচ্ছাপূর্ণ মহোৎসবের বিধান ॥ গৃহরক্ষা করিবারে সেই মহোৎসবে। নিযুক্ত আছিল যেই নারীগণ সবে ॥ তা সবার লৈঞা কৈল উৎসবানুষ্ঠান। মহানন্দে ভরিল সবার মন প্রাণ ॥১০-১১

লাল্যস্যাদ্যতু জন্মভং বিজয়তে তত্রাপি চৌত্থানিকং
সর্বা এব গতাস্ত্বমেব কিল কিং সদ্মাবিতুং বর্ত্তসে।
আগৃহ্ণাতি মুহুর্ব্রজেশগৃহিণী কিং বা ব্রজে মোষকঃ
কোঽপ্যস্তি স্ফুটমস্তি বা সতু শিশু র্মুষ্ণাতি চেতঃ পরম্ ॥১২

আনন্দিত মতি, নন্দের গৃহিণী, সেই মহাসমারোহে। গৃহের রক্ষাতে, যুক্ত নারীগণে, আদেশ করিয়া কহে। অদ্য কিন্তু মোর, বালকের জন্ম, নক্ষত্র বিজয় কৈল। তৎসঙ্গে পুনশ্চ, ঔত্থানিক পর্ব, আসি উপনীত হৈল ॥ তুমি কি কেবল, বসিয়া বাহিরে, গৃহ রক্ষা করিবারে। ব্রজে কি তস্কর, আছে বিদ্যমান, পরধন হরিবারে ॥ যদি রহে তবে, তার মন মোর, এ শিশু লইবে হরি। না আসিয়া কেহ রহিতে নারিবে, গৃহে অভিমান করি ॥ তবে ত বিচিত্রবাদ্য শুভগীত ঐক্য। ব্রাহ্মণ গণের সুপ্রশস্ত স্বস্তিবাক্য ॥ জন কোলাহল সঙ্গে হইয়া মিলিত। শুভ কার্য সুষ্ঠুভাবে হৈল সম্পাদিত ॥ অভিষিক্ত করি অভিষেক বারিদ্বারে। পীতবস্ত্র পরাইল সানন্দে শিশুরে। নানাবিধ অলঙ্কার অঙ্গে পরাইল। মন্ত্র দ্বারা শিশুর সর্বাঙ্গ রক্ষা কৈল ॥ তবেত শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি হেরি। মনের আনন্দে কৃষ্ণ মাতা ব্রজেশ্বরী ॥ ইতস্ততঃ চারিদিকে করিয়া গমন। পরিজন গণে কার্যে কৈল নিয়োজন ॥ প্রয়োজন মত তারা কার্যে যুক্ত হৈল। নিজ নিজ কার্য সবে করিতে লাগিল ॥ দেহের গঠন যার গৃহের মতন। অতীব ভীষণ আর বৃহদায়তন ॥ এহেন শকট নিম্নে দৃষ্টির গোচর। বিপদ বিহীন এক পালঙ্ক

ভিতর ॥ অতি যত্নে শিশুরে শয়ন করাইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে শিশু নিদ্রিত হইল ॥ পঞ্চমবর্ষীয় ক্রীড়াশীল শিশুগণে। নিযুক্ত করিল নিজ পুত্রের রক্ষণে ॥ স্তম্ভ চতুষ্টয়ে বদ্ধ সে পালঙ্কখানি। দুলিতে লাগিল নিজে মহাসুখ মানি ॥১৩

প্রবালাঙ্ঘ্রির্গারুত্মতঘটিতপট্টীপ্রকটিতঃ, স্ফুটত্তেজঃ পট্টারুণচিপিটডোরীকটয়ুতঃ।
দুকূলান্তস্তূলস্ফুরিত-বরতুলী-বলয়িতো
দরান্দোলো দোলো যদুপরি বিরেজে শিশুহরিঃ ॥১৪

প্রবাল ঘটিত, পদ চতুষ্টয়ে, মরকত মণিময়। সুপ্রশস্ত পট্ট, পালঙ্কের পীঠে, শোভা করে সাতিশয় ॥ চারি কোণে তার, উজ্জ্বল বরণ, চাকচিক্যময় আর। অরুণ বরুণ, পট্ট বিনির্মিত, ডোরে বদ্ধ অনিবার ॥ পট্টবস্ত্র মধ্যে, স্থূলভাবে স্থিত, উৎকৃষ্ট তোষকোপরি। মৃদু আন্দোলিত, দোলাতে বিরাজ, করয়ে বালক হরি ॥

স্থবিষ্ঠপট্টস্তবকং বিচিত্রং, নিবদ্ধমূর্দ্ধাদভিলম্বমানম্।
স্পৃশন্ করাভ্যামসিতঃ স কূজন্নুত্তানশায়ী মুহুরুজ্জহাস ॥১৫

সেইত দোলার. মধ্যে ঊর্দ্ধ হৈতে, লম্বমান অতিস্থূল। নিবদ্ধ আছিল, পট্ট গুচ্ছ এক, যেন প্রস্ফূটিত ফুল ॥ করদ্বয়ে তাহা. পরশ করতঃ, সুমধুর শব্দ করি। হাসিতে লাগিল, উত্তানশায়ী সে, কৃষ্ণ বর্ণ শিশু হরি ॥ ব্রাহ্মণের গণ পূজা সমাপ্ত করিল। দর্শনার্থী লোক সব অগ্রসর হৈল ॥ শিশুরে যৌতুকদানে যেই সমুদয়। দ্রব্য লৈঞা আইল সবে সেইত সময় ॥ তাহা দান করিতে প্রহর সার্দ্ধ গেল। তথাপি যৌতুকদান সাঙ্গ নাহি হৈল ॥ সেইত উৎসব কালে পূতনার মত। কোন এক দৈত্য হৈঞা কংসের প্রেরিত ॥ বালক উদ্দেশে আসি গগন উপরে। অবস্থান করি চিন্তে আপন অন্তরে ॥ এই সেই শিশু যে হরিল বকী প্রাণ। বিশাল শকট নিম্নে আছে বিদ্যমান ॥ মনে লয় কোন জন্তু সাক্ষাতে ইহার। করিতে নারিবে বিঘ্ন কোনও প্রকার ॥ পূতনা মরিল ধরি কপট মূরতি। ধরিতে কপট দেহ নাহি মোর মতি ॥ অতএব আমি অত্র অপর প্রকারে। প্রচেষ্টা করিব নিজ কার্য সাধিবারে ॥ এতেক চিন্তিয়া দৈত্য বুদ্ধি স্থির কৈল। অপ্রকটভাবে সেই শকটে পশিল ॥ শকটে প্রবেশ দৈত্য কৈল যে সময়। ভূমিতে প্রোথিত হৈল তার চক্রদ্বয় ॥ অক্ষদণ্ড বক্রভাব ধারণ করিল। উল্টাইতে শকট সে চেষ্টিত হইল ॥ হেনকালে অসুরের অদৃষ্টানুসারে। স্তন্য পানে বাঞ্ছা হৈল শিশুর অন্তরে ॥ স্তন না পাইয়া নব কমল কোমল। আস্ফালিত কৈল চারু চরণ যুগল ॥ পদাঘাতে সে শকট সন্নিকট স্থিত। পক্ষহীন হৈলেও কৌতুক সহিত ॥ রাক্ষসী পক্ষিণী সম তুলিয়া গগনে। নিক্ষেপ করিল ভূমিতলে সেইক্ষণে ॥ বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে এইত বিষয়। কহিল অর্জুনমালি পরম বিস্ময় ॥

তালোচ্ছ্রিতাগ্রং গুরুভারসারমায়াম বিস্তারবদস্ত্যজাতঃ।
পাদাগ্রবিক্ষেপবিভিন্নভাণ্ডং চিক্ষেপ কোঽন্যঃ শকটঃ যথা ত্বম্ ॥১৬-১৯

যার অগ্রভাগ, তালতরুসম উন্নত সুদৃঢ় আর। সারাংশ অত্যন্ত, গুরু

ভারময় দৈর্ঘ্য প্রস্থে সুবিস্তার ॥ এহেন শকট, চরণাগ্রভাগে, হইল বিদীর্ণ ভাণ্ড। তুমি ভিন্ন অন্য, সদ্যোজাত পারে, কে করিতে হেন কাণ্ড ॥ সেইত অসুর স্বয়ং মূর্ত্তি না ধরিল। তেই তারে ব্যোম্ সম বিনাশ করিল ॥ কি আশ্চর্য বস্তুত সে মূর্ত্তিহীন জনে। কাকতালীয় হৈল ঈদৃশ ঘটনে ॥ শকটে আবেশ হৈঞা অসুর মরিল। তেইত শকটাসুর নাম তার হৈল ॥ অষ্টোত্তরশত নামে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। শকটাসুর ভঞ্জন নাম সবে জানে ॥ দেখিয়া শকটাসুর বধ দেবগণ। শ্রীগোপালভাবে করে উৎপ্রেক্ষা বর্ণন ॥২০-২১

শকটমিদমিহাস্তি মদগৃহস্থ, স্বরমবিশস্তদনেন চোৎপ্লুতোঽসি।
রুদিতমনুপদং ময়া বিকীর্ণং তদপি যদি ম্রিয়সে ন তন্মমাগঃ ॥২২

এ মোর গৃহের, এইত স্থানেতে, আছয়ে শকট খানি। তুমি নিজে আসি, পশিলে তাহাতে, আপন আশ্রয় মানি ॥ গগন উপর, উঠিলা তুমিত, এইত শকট দ্বারে। এতেক হেরিয়া. আমি ত ক্রন্দন, কৈনু তবে বারে বারে ॥ তথাপিহ যদি, মৃত্যু তব হৈল, তবেত জানিহ সার। এইত বিষয়ে, কোন অপরাধ, এ মোর নাহিক আর ॥

আবির্ভবৎকটকটে শকটেঽথ সর্বে কিং কিং কিমিত্যভিত এব ভিয়াভিযাতাঃ।
তস্যাতিপাতমবলোক্য বিলোক্য তোকং ক্রন্দদ্বিমূঢ়মতিতাততিমূঢ়বস্তুঃ।

শকটের যদি, কট্ কট্ কট্ শব্দ সমুত্থিত হৈল। কি কি কি কহিয়া, ভয়ে লোক সব, চতুর্দিকে পলাইল ॥ তবে শকটের অতিপাত আর, শিশুরে দর্শন করি। রহিল সবাই, ক্রন্দন বিপুল, মূঢ়মতি রূপ ধরি ॥২৩

মাতা চ তং বিবশিতাবয়বাপি দেবাবিষ্টেব পশ্যতি জনে জগৃহে দ্রবেণ।
পশ্চাত্তু কম্পমুখভাবনিপীড়িতাঙ্গী, তাং বিদ্রুতাঃ পরপরাঃ পরিতোপ্যগৃহ্নন্।

ভয়ে বিবশাঙ্গ, তথাপি জননী, যেন দেবাবিষ্ট জন। বেগে আসি পুত্রে, ক্রোড়ে তুলি নিল, নেহারে দর্শকগণ ॥ হইল পশ্চাৎ, নিপীড়িত দেহ, কম্পাদি ভাবের দ্বারে। অন্য নারীগণ, সবেগে আসিয়া, চৌদিকে ধরিল তারে ॥ শকট পতনকালে মেঘের মতন। উঠিয়া বিপুল শব্দ ভরিল গগন ॥ শুনিয়া সকল লোক আশ্চর্য মানিল। হেন মতে প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল ॥২৪

কিন্তৎ কিন্তৎ কিমেতচ্ছকট-শকটং তস্য কিং পর্যায়োঽভূৎ
কস্মাৎ কস্মাদকস্মাৎ কুশলকুশলকং বাসুদেব-প্রসাদাৎ।
ইত্থং প্রশ্নোত্তরাভ্যাং ব্রজকুলপতয়ঃ প্রাপুরন্তঃপুরান্ত
দৃষ্টানঃ পাতমাসন্ দশনততিশিখাদষ্ট-জিহ্বাঞ্চিরায় ॥২৫

এহো কি এহো কি, কহি একজন, প্রশ্ন কৈল সেইক্ষণ। শশকট এহো, শকট যে হয়, কহিল অপরজন ॥ কিবা হৈল তার, কহি পূর্বজন, জিজ্ঞাসা করিল তবে। বিপর্যয় হৈল, অন্যজন কহে, দর্শন করহ এবে ॥ কিবা হেতু তার, কিবা হেতু তার, পুছে তবে পূর্বজন। অকস্মাৎ অকস্মাৎ, কহে অন্য জন, বিপর্যয় অকারণ ॥

কুশল কুশল, কেমনে হইল, পুর্বজন তবে কহে। অন্য জন কহে, কুশল হইল, বাসুদেব অনুগ্রহে॥ হেন প্রশ্নোত্তর, শ্রবণ করত:, গোপকুল পতিগণ। অন্দরে পশিয়া, শকট পতন, হেরিয়া বিস্মিত মন॥ দশন পঙ্‌ক্তিতে, রসনাগ্র ভাগ, দংশন করিয়া তবে। বহুক্ষণাবিধি, বিস্মিত হৃদয়ে, অবস্থান কৈল সবে॥ তবে বহির্দেশ হৈতে সহসা শ্রীমান। ব্রজরাজে হেরি অন্তঃপুর সন্নিধান॥ গোপগণ ক্রমে ক্রমে সেথায় আসিয়া॥ পথের উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হৈঞা॥ দাণ্ডাইয়া ব্রজরাজে গমনের তরে। স্থান করি দিল অগ্রে সবে হর্ষভরে॥ পিতা নন্দ সমবেত জন কোলাহল। শুনিয়া শকট বার্ত্তা বুঝিল সকল॥ মাতৃকণ্ঠদেশালম্বী শিশুরে তখন। নিজ করতল মধ্যে করিয়া স্থাপন॥ প্রতি অঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করি সঞ্চালন। করিতে লাগিল সর্ব দেহ নিরীক্ষণ॥ শান্ত হৈঞা তবে সবে বালকের গণে। পুছিল শকট পার্শ্বস্থিত জনে জনে॥ কেন বা শকট হেন বিপর্যস্ত হৈল। তর্জনীর দ্বারে সবে শিশুরে দেখাইল॥ তন্মধ্যে জনৈক মহাস্পষ্ট ভাষী আর। মুখর বালক আসি সম্মুখে সবার॥ সচীৎকারে কোলাহল নিবারণ কৈল। প্রলাপের মত বাক্যে কহিতে লাগিল॥ মম মম পাপা পাপা পার্শ্বেতে আসিয়া। শ্রবণ করহ সবে কহি বিস্তারিয়া॥ যযযদা চচচচ চরণ তুলিল। তত তত তখন এ শকট ছুইল॥ শশ শশ শব্দ করি উঠিয়া গগনে। ডিডি ডিডি ডিম সম উড়িল তৎক্ষণে॥ এত শুনি তত্র স্থিত অন্য শিশুগণ। সেই বালকের করি বাক্যানুকরণ॥ মুখভঙ্গী করি সবে হাসিতে লাগিল। স্নেহশীল ব্যক্তিগণ নিবারণ কৈল॥ বালকের বাক্যে করি সংশয় পোষণ। আগ্রহ না কৈল তাহে ভব্য কোন জন॥ পূতনার বধে যেই অনুভব হৈল। তাঁহে রুদ্ধ বুদ্ধি শুষ্ক তর্ক না করিল॥ পিতা কিন্তু পুনঃ স্বস্তিবাচন করিয়া। অভিষেক কৈল পুত্রে পঞ্চ গব্য দিয়া॥ তীর্থজলে বেদমন্ত্রে করাইয়া স্নান। ব্রাহ্মণের প্রীতে কৈল ধন রত্ন দান॥ সবাকার আশীর্বাদ করিয়া গ্রহণ। করিয়া মঙ্গলাচার সর্ব সমাপন॥ জননী ক্রোড়ে পুত্রে করিয়া প্রদান। শান্ত হৈল শ্রীনন্দের সমুদ্বিগ্ন প্রাণ॥ মাতা তবে নিজ পুত্রে লালন পালনে। গৃহ হৈতে গৃহান্তরে কার্যাদি সাধনে॥ ব্যস্ত হৈঞা গৃহ মধ্যে পালঙ্ক মাঝারে। শিশুরে শায়িত কৈল মহাযত্ন ভরে॥ ব্রজরাজ নন্দ গোপগণের সহিত। শকটের পূজা তবে করি যথোচিত॥ পূর্বস্থানে শকট করি সংস্থাপন। পুত্র কোলে করি নন্দ পশিল ভবন॥ এত শুনি মধুকণ্ঠ কহিছে বচন। স্নিগ্ধকণ্ঠ বৎস তুমি করহ শ্রবণ॥ বালক করিল মহা শকটোচ্চাটন। অসম্ভব মনে হয় এইত ঘটন॥ বিস্তারিয়া তুমি ইহা করহ বর্ণন। ইচ্ছা হয় কৃষ্ণ কথা করিতে শ্রবণ॥ নতুবা সন্দেহ ইথে উৎপন্ন হইবে। বিজ্ঞগণ অন্যরূপ তাৎপর্য করিবে॥ প্রশ্ন শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ কহয়ে বচন। আর্য তুমি স্থির হৈঞা করহ শ্রবণ॥ এইত বিষয়ে পূর্বে দৃষ্টান্ত সহিত। অদ্ভুতের ভাব হৈল সুষ্ঠু নিবারিত॥ এইত শিশুর পক্ষে সম্ভাব্য বিষয়। যোগমায়া সম্ভাবিত করিল নিশ্চয়॥ যোগমায়া শক্ত্যে অসম্ভব কিছু নয়। পুনরায় না কহিও এমত বিষয়॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে সস্মিত বচনে। অতঃপর কি হইল কহ এই ক্ষণে॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে তবে হসিত বদনে॥ ব্রজরাজ লৈঞা নিজাত্মজ জ্যেষ্ঠ গণে॥ বিবেচনা কৈল এই শিশু পুত্রদ্বয়। এক গৃহে রহিবার উপযুক্ত হয়॥ দোহার লালন পালনেতে অনিবার। দোহার জননী হয় চেষ্টিত অপার॥ আসক্ত উভয় মাতা শিশুদ্বয় প্রতি। নানাবিধ গৃহকার্যে করে গতাগতি॥ কার্য সম্পাদনে হয় ব্যাকুল উভয়ে। পৃথক ভাবে শিশু রক্ষা অসম্ভব হয়ে॥ কবে সেই শুভোদয় হইবে উদয়। তেই তার তরে কৈনু বিলম্ব আশ্রয়। তোমা সবাকার ইচ্ছা যেইত প্রকার। সেইত কর্ত্তব্য মোর হয় অনিবার॥ নন্দ মহারাজ যদি এতেক কহিল। শুনিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ভ্রাতাগণ বিচারিল॥ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে করি নিবেদন। মুহূর্তে দৈবানুকূল্য কৈল নিরূপণ॥ এক কালে সমুন্নত নৃত্য বাদ্য গীত। স্বস্তিবাদনাদি করি প্রশস্তি বিহিত॥ শীঘ্র রামকৃষ্ণ দুই ভ্রাতারে লইয়া। এক সঙ্গে মিলাইল আনন্দ করিয়া॥২৭-৩৬

মিথোলগ্নাদৃষ্টিঃ সমজনি চিরং মূর্ত্তিরচলা, দ্রবচ্চিত্তং নেত্রোদকমিষতয়াগাদভিমুখম্।

ইতি ভ্রাত্রোর্বাল্যেঽপ্যসিতসিতয়োঃ সা প্রসিতত্তা,

নবে ব্যত্যালোকে কুতুকমিহ কিং বা ন তনুতে॥৩৭

উভয় বালক, পরস্পর প্রতি, নয়ন সংলগ্ন করি। বহুক্ষণাবধি, রহিল উভয়ে, অচল বিগ্রহ ধরি॥ ভাবে বিগলিত, হৃদয় দোহার, নয়নে বহিল পানি। পুলকে মণ্ডিত, দোহার বিগ্রহ, বদনে না সরে বাণী॥ সিতাসিত দুই, ভ্রাতার বাল্যেও, প্রসিদ্ধ আসক্তি হৈল। নব মিলনেতে, জগতে সেহ না, কি কৌতুক বিস্তারিল॥

বাল্যে প্রথমমন্যোঽন্যং মিলতো রামকৃষ্ণয়োঃ।

সিতাসিতাংশবঃ পৃক্তা জজ্ঞিরে মৃগলাঞ্ছনাঃ॥৩৮

বাল্যে যবে রাম, কৃষ্ণ পরস্পর, প্রথম মিলিত হৈল। সিতাসিত দ্যুতি, সংযুক্তি বশতঃ, বহু চন্দ্র জনমিল॥ হেনমতে উৎসব করিয়া সর্বজন। ঘটাইল রামকৃষ্ণ দোহার মিলন॥ বহুতর গুণ যুক্ত যেসব দিবস। শুভ বলি জ্যোতির্বিদগণ ঘোষে যশ॥ সেই সেই দিনে করি মঙ্গলাচরণ। পরমানন্দে ব্রজবাসি গোপগণ॥ রামকৃষ্ণ এই দুই ভ্রাতার সহিত। নিজ নিজ পুত্রে আনি করিল মিলিত॥ যুক্তি-যুক্ত সদুক্তি সম্মত ভাগবত। বৃহস্পতি ক্রমেতে এবে কহি সেই মত॥৩৯

সর্বৈঃ কবিভিরনুক্রমশালি প্রোচ্যেত কৃষ্ণলীলাম্বম্।

শুকমুখবচসি প্রেম-প্রেমদময়ে তদ্বিনা তু চিত্রায়॥৪০

প্রেমানন্দ ময়, শুকের বচন, শ্লাঘা যুক্ত কৃষ্ণলীলা। ক্রমানুসারেতে, পণ্ডিতের গণ, সবাই বর্ণন কৈলা॥ শুকবাক্য আর, ক্রমাদিবিহীন, হরিলীলা গুণ গানে। প্রেম নাহি হয়, কেবল চমক উৎপন্ন করয়ে প্রাণে॥ হেনমতে নানাবিধ কৌতুক

বশতঃ। কনিষ্ঠের শতদিন হইল বিগত। কনিষ্ঠ হইতে জ্যেষ্ঠ কিছু বড় হয়। বুধগণ কহে দোহে প্রায় সম বয়ঃ ॥৪১

সম্যঙ্ মাতুঃ পরিচিতিরভূৎ যত্র কিঞ্চিৎ পিতুশ্চ,
প্রাপ্তঃ সোঽয়ং স্বসদনজনঃ কিং ন বেত্থং মতিশ্চ।
তস্মিন্ বাল্যে বলয়তি তয়োঃ কাপি শোভা সুধাব্ধি
প্রথ্যা গোষ্ঠং ভুবনমপি সা বীচিভিঃ সিঞ্চতি স্ম ॥৪২

অতীব শৈশবে, মাতার সহিত, পরিচয় সাতিশয়। পিতার সহিত, হইল শিশুর, স্বল্পমাত্র পরিচয় ॥ পিতার সহিত, মিলন ঘটিলে, এহো কি আপন জন। অথবা অপর, কেহ হেনরূপ, হইত শিশুর মন ॥ সেই বাল্যভাব, প্রবল হইলে, রামকৃষ্ণ এ দোহার। সুধাব্ধি উদ্ভুত, তরঙ্গের মত, শ্রীঅঙ্গ সুষমা সার ॥ তরঙ্গ সমূহে, মাত্র ব্রজ নহে, ভাসাইল ত্রিভুবন। নিষিক্ত হইল, আনন্দ পীযূষে, জ্ঞাতাজ্ঞাত সর্বজন ॥ সেইত দিবস নামকরণের তরে। বসুদেব স্থির কৈল আপন অন্তরে ॥ তৎপূর্ব দিবসে তবে নিজ হিতকর। কুল পুরোহিত গর্গ তাপস প্রবর ॥ তারে মনোনীত করি অতীব নির্জনে। বসুদেব যাঞা দেখা কৈল তার সনে ॥ আপন পুত্রের নানাবিধ বিবরণ। গর্গাচার্য ঠাঞি তবে করিল বর্ণন ॥ শুনিয়া সহাস্যে তবে গর্গাচার্য কয়। ইহা হৈতে বহু বৃত্ত মোর জ্ঞাত হয় ॥ সম্প্রতি বোলহ তুমি এ মোর সদন। কিবা কার্য তব আমি করিব সাধন ॥ বসুদেব কহে দেব অতি ত্বরা করি। গমন করহ নন্দরাজ ব্রজপুরী ॥ সেথা নন্দালয়ে পরস্পর একত্রিত। নিজ যজমান পুত্রদ্বয় আছে স্থিত ॥ সেইত নবীন পুত্রদ্বয়ে সদাচারে। দ্বিজাতির উপযুক্ত শাস্ত্রীয় সংস্কারে ॥ সংস্কৃত করিতে প্রভু করহ গমন। আর এক কথা চিত্তে রাখিহ স্মরণ ॥ সেথা যেন উপনয়ন পরিণয়। নাহি হয় তার চেষ্টা করিবে নিশ্চয় ॥ মুনি কহে যথার্থ কহিলা মহাশয়। স্বপক্ষ অপেক্ষা এবে কর্ত্তব্য যে হয় ॥ এহেন নির্দিষ্ট করি গর্গ মুনিবর। গমন করিল গৃহে সানন্দ অন্তর ॥ অনুজের শততম দিনে অতঃপর। ব্রজযাত্রা কৈল গর্গাচার্য মুনিবর ॥ কোটি কোটি নব বৎস সুপরিপাটীতে। নৃত্য সহ লম্ফ দিয়া গোষ্ঠে চারিভিতে ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে নন্দালয় ব্রজধাম। করিল প্রভাত কালে অতি অভিরাম ॥ ধেনু লৈঞা বনে গেল আভীরের গণ। গোষ্ঠ ভূমি হৈল তবে অতীব নির্জন ॥ শ্রীমান্ ব্রজরাজ গোষ্ঠ হেন হেরি। জনৈক কিঙ্করে আপনার সঙ্গে করি ॥ গোষ্ঠ পরিষ্করণের শোভা হেরিবারে। হেরিল গোবৎসগণে স্নেহ সহকারে ॥ সর্বাপেক্ষা পবিত্র নির্জন সাতিশয়। সেথা কুলদেবতার মন্দির আছয় ॥ বাল্য হৈতে সেবা যার কৈল নন্দরাজ। মন্দিরের মধ্যে নিত্য করিয়া বিরাজ ॥ সুপ্রশস্ত চিহ্নদ্বারে ব্রজে সবাকার। পরমমঙ্গলানন্দ করয়ে বিস্তার ॥ নিজ কুল দেবতা শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ। নায়ক শ্রীশালগ্রাম শিলা সুশোভন ॥ অষ্টাক্ষর মন্ত্রে নন্দ করিয়া পূজন। বসিয়া রহিল সেই স্থানে বহুক্ষণ ॥ সর্বাপেক্ষা পূজার্হ সর্বজ্ঞ গুরু আর। মুনি গোষ্ঠী মধ্যে

যেবা প্রধান সবার ॥ বাক্যে সামবেদের নিবেশ কর্ত্তা আর্য। জ্যোতিষাগ্রগণ্য সেই শ্রীল গর্গাচার্য্য ॥ স্নানান্তে করিয়া নিত্য পূজা সমাপন। নন্দের মন্দির প্রতি কৈল আগমন ॥ ব্রজরাজ করি কুলদেবতা পূজন। বসিয়া গোবৎস নৃত্য করিছে দর্শন ॥ নির্গমন দ্বার মধ্যে বহির্গত হৈতে। বৎসগণ ঊর্দ্ধ কর্ণ হৈল আচম্বিতে ॥ ইহা দেখি ব্রজরাজ কৈল অনুমান। কোন এক ব্যক্তি যেন আইসে সেই স্থান ॥ এতেক চিন্তিয়া নন্দ অগ্রবর্ত্তী হৈল। দূর হৈতে গর্গ তারে দর্শন করিল ॥

উন্মীলদ্বিধুবর্ণমর্দ্ধপলিতং বক্ত্রাদিরূপান্বিতং,
কিঞ্চিৎ স্থূলমখর্বমায়তভুজং বিশ্বক্প্রসাদাকরম্।
শুভ্র শ্রীবসনদ্বয়ং শ্রুতিকরালঙ্কারদীব্যংপ্রভং
পুত্রপ্রেমবিলক্ষিতাখিলমৃষিঃ শ্রীনন্দমত্রেক্ষত ॥৪৩

উদয়কালীন, চন্দ্রমা সমান. কনক বরণ দেহ। অর্দ্ধ বৃদ্ধ বয়ঃ, নাসা নেত্র বক্ত্র, প্রভৃতি সুঠাম সেহ ॥ দেহ স্বল্প স্থূল, কিন্তু নহে খর্ব, বাহুদ্বয় দীর্ঘাকার। সর্ব্ব জীব প্রতি, সর্বদা প্রসন্ন, সর্ব স্নেহ গুণাধার ॥ ধবল বরণ, উত্তরীয় আর, কটি তটে পরিধান। কর্ণে আর হস্তে, রত্নালঙ্কারে, দিব্য দেহ দীপ্যমান ॥ অতুলিত পুত্র, প্রেমে অভিভূত, ত্রিভুবন জনমন। এ হেন শ্রীনন্দে, তত্র দেবস্থানে, কৈল ঋষি দরশন ॥ এইত মুনির ব্রজে আগমন হয়। এহেন বাসনা ছিল নন্দের হৃদয় ॥ যেহেতু এইত মুনি পূজ্য সর্বস্থানে। তেইত দর্শনযোগ্য হইবে না কেনে ॥ পরিচিত রূপে মুনি বিদিত হইল। নন্দ যেন প্রাণ ভরি সুধাপান কৈল ॥ শীঘ্র করি আচার্যে আসন স্থানে আনি। মহাভক্তি ভরে যুক্ত করি দুই পানি ॥ সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করিল। যত্ন করি কুশের আসনে বসাইল ॥ ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান মুনিরে তখন। দেবার্চ্চন শেষ দ্রব্যে করিল পূজন ॥ পরিশেষে ব্রজরাজ কৃতাঞ্জলি হৈঞা। কহিতে লাগিল মহাদৈন্য প্রকাশিয়া ॥

অলমিহ কুশলং পৃষ্ট্বা কুশলং কুশলং ভবেদস্মাৎ।
কিন্তু স্বক-কুশলার্থং কুশলং তত্র চ বিপৃচ্ছতে সদ্ভিঃ ॥৪৪

কুশলও লাভ, করয়ে কুশল, তোমার সমীপে জানি। অতএব তব, কুশল জিজ্ঞাসা, বাহুল্য করিয়া মানি ॥ কিন্তু বুধগণ, সতত আপন, কুশল লাভের তরে। তোমার চরণে, কুশল জিজ্ঞাসা, করয়ে আগ্রহ ভরে ॥

স্বাগত পৃচ্ছা ধার্ষ্ট্যং ভবতি মহিষ্ঠে সদেতি সূর্যুক্তা।
তদপি স্বয়ার্চামস্তু সা যথমিমীয়তে তদ্বৎ ॥

ধার্ষ্ট্য গণ্য হয়, স্বাগত জিজ্ঞাসা, তোমা হেন পুণ্যজনে। অতি সত্য হয়, এই ত বচন, বুধ গণ হেন ভণে ॥ তথাপি দেবতা, পূজনে যদ্রূপ, স্বাগত প্রযুক্ত হয়। তোমা প্রতি তথা, স্বাগত বচন, যুক্ত হৈল দয়াময় ॥৪৫

কেবল বচসাত্তোষো বৈভবসত্ত্বে ন যুজ্যতে নূনং।
কিন্তিদমপূর্ণবিষয়ং পূর্ণে কিঞ্চিন্ন মাত্যেব ॥

বৈভব সত্ত্বেও, সন্তোষ বিধান, মাত্র বাক্য করি ব্যয়। উপযুক্ত নহে, নিশ্চয় করিয়া, হেন কথা শ্রুত হয়॥ অনুগ্রহপ্রার্থী, বৈভব বিহীন, অপূর্ণ বিষয় জন। তার ঠাঞি এই, বাক্য সত্য হয়, পূর্ণে নহে কদাচন॥ কিন্তু সর্বৈশ্বর্যে, পূর্ণ যেই জন, আত্মানন্দে পূর্ণ স্বতঃ। বৈভব না পায়, তার ঠাঞি স্থান, সমুদ্রে পাত্তার্ঘ মত॥

ন সন্তঃ স্বার্থাপেক্ষা, কিন্তু সদা সা পরার্থৈব।

তস্মাদ্বিহরতি তস্মিন্ পর-পর-বিজ্ঞাপনং সুখদম্ ॥৫১

সজ্জন কদাপি, আপন স্বার্থের, অপেক্ষা নাহিক করে। কিন্তু যদি করে, সেহত নিশ্চয়, অন্যের কল্যাণ তরে॥ অতএব হেন, সজ্জন পুরুষ, ভ্রমিয়া পরের হিতে। উপনীত হৈলে, সুখপ্রসূ হয়, কার্য তারে জানাইতে॥

জ্যোতিঃশাস্ত্রং ভবতা কৃতমথ বেদেঽপি নিষ্ণাতম্।

তত্তৎ পরসুখমাত্রাপেক্ষং তদিদং নিবেদ্যং মে ॥৫২

জ্যোতিঃ শাস্ত্র প্রভু, জগতের তরে, তুমিত রচনা কৈলা। শাস্ত্র জ্ঞান তব অতীব গভীর, বেদেও নিষ্ণাত হৈলা॥ সেই বেদজ্ঞান, আর তব সেই, জ্যোতিঃ শাস্ত্র প্রণয়ণ। পরসুখাপেক্ষী, কেবল যে হয়, তেই মোর নিবেদন॥

বালো যো মমজাতস্তস্মাদধিকশ্চ (হি) বাসুদেবো যঃ।

নিজদৃক্সুধয়া তং তং শীকিতুমাস্তাং ভবান্ করুণঃ॥

আমা হৈতে যার, জনম হইল, সেইত বালক আর॥ তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ, অপর বালক, বসুদেব পিতা যার॥ এইত উভয়, বালকে অধুনা, নিজ জ্ঞানামৃত দ্বারে। করুণা করহ, হে বিজ্ঞ তাপস, অভিষেক করিবারে॥ শুনিয়া নন্দের হেন সদৈন্য বচন। গদগদ বচনে গর্গ কহিছে তখন॥

যন্মনা ভিক্ষুরায়াতস্তদ্দাতা দিৎসতি স্বয়ম্।

তদা ভাগ্যং কিয়দ্বর্ণ্যং ভিক্ষোর্দাতুশ্চ কৌশলম্ ॥৫৪

যাহা মনে করি, ভিক্ষুক আইল, দাতা যদি নিজে তাহা। না চাহিতে দান, করে তবে হয়, ভিক্ষুকের ভাগ্য মহা। এ হেন দয়াল, দাতার বুদ্ধির কৌশল যে কত হয়। সামান্য বুদ্ধিতে, চেষ্টা করিলেও, বুঝিবার তাহা নয়॥ মুনিবর হেন মতে আত্মশ্লাঘা কৈল। সেবকের কর্ণে কর্ণে শ্রীনন্দ কহিল॥ এই মত এই মত হইয়া তৎপর। কর্ম তুমি সমাধান করহ সত্বর॥ মুনির বদনে নন্দ ভূপতি তখন। দুষ্ট কংস কৃত বসুদেবের সদন॥ অন্যান্য চরিত্র আদ্যোপান্ত বিবরণ। একে একে সবকথা করিল শ্রবণ॥ হেন মতে দুই জনে বিবিধ প্রকার। প্রকাশ্য বিষয় নিজজ্ঞান অনুসার॥ কহিতে লাগিল আর শুনিতে লাগিল। হেনকালে পরম কিঙ্কর সেথা আইল॥ প্রয়োজন জ্ঞাত হৈঞা পশিল অন্দরে। উপনীত হৈল দুই মাতার গোচরে॥ নিজ নিজ ক্রোড়ে দুই তনয়ে লইয়া। যশোদা রোহিণী দোহে অগ্রেতে করিয়া॥ পুষ্প চন্দনাদি পূর্ণ স্বর্ণপাত্র হাতে। সহসা আইল ভৃত্য সুনির্জন পথে॥ দূর হৈতে জননীর বক্ষস্থল স্থিত। শিশুদ্বয়ে হেরি

মুনি হৈল পুলকিত॥ মুনি মন্ত্রমুগ্ধ সম সবেগে উঠিল। মনে মনে যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিল॥ প্রভুর প্রভাব হয় আদর কারণ। বয়সের আধিক্যাদি নহেত গণন॥

মাতৃযুগ্মললিতাঙ্গ-লালিতৌ বীক্ষ্য কৃষ্ণধবলৌ স বালকৌ।

নির্ণিমেষদশয়া দৃশোর্জলং রোদ্ধুমৈষ্ট নিতরাং ন তাপসঃ ॥৫৯

জননীর কোলে, সযত্নে লালিত, কোমলাঙ্গ কৃষ্ণশ্বেত। বালক যুগলে, নেহারি আনন্দে, সর্ব দেহ পুলকিত॥ নির্নিমেষ দশা, লভিয়া ত্বরিতে, নয়নাশ্রু প্রস্রবণ। রোধিতে নিতান্ত সমর্থ না হৈল, সেই গর্গ তপোধন॥ নিজ নিজ পুত্র কোলে মাতা দুই জন। সসঙ্কোচে ঋষি ঠাঞি কৈল আগমন। মৌনাবলম্বন করি সবে মুনিবরে। প্রণাম করিল দোহে মহা ভক্তি ভরে॥ মহামুনি সাতিশয় আনন্দিত হৈল। উচ্চ কণ্ঠে আশীর্বাদ করিতে লাগিল ॥৬০

পিত্রোঃ প্রতিস্বং কুলয়োস্তদীয়য়োঃ, সম্বন্ধিবন্ধুপ্রকরে জগত্যপি।

আনন্দদাতা ভব নন্দনন্দন! ত্বং তদ্বদপ্যানকদুন্দুভেঃ সুত ॥৬১-৬২

জনক জননী, আর তা সবার, পিতৃকুল মাতৃকুল। বন্ধু বান্ধবাদি, আর যত আছে, সে কুলের অনুকুল॥ তা সবার প্রতি, আর যত লোক, বৈসে এ বিশ্ব ভূমি। আনন্দ প্রদাতা, সবা প্রতি হও, হে নন্দনন্দন তুমি॥ বসুদেব সুত, তুমিহ তেমতি, কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত॥ বিহর জগতে, হইয়া সবার, আনন্দ প্রদানে রত॥ আশীর্বাদ পরতন্ত্র গর্গ সেই ক্ষণে। নন্দের প্রার্থনাক্রমে বসিল আসনে॥ কিয়দ্দূরে নিজ নিজ পুত্রে ক্রোড়ে করি। বসিল রোহিণী আর ব্রজ মহেশ্বরী ॥৬৩

সিতাসিতৈকৈকপুষ্প-বিষ্ণুক্রান্তাদ্বয়প্রভে।

তে রোহিণী-যশোদাখ্যে তনয়াভ্যাং বিরেজতুঃ॥

শ্বেত কৃষ্ণ দুই, কুসুমে শোভিত, অপরাজিতার লতা। তেমতি শোভিল, পুত্রদ্বয় ক্রোড়ে, রোহিণী যশোদা তথা॥ মুনির আদেশ ক্রমে তবে দুইজন। পুত্র কোলে আসনে বসিল সেইক্ষণ॥ জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গ নিজ রামকৃষ্ণ প্রতি। বিন্যস্ত করিল গর্গাচার্য মহামতি। ব্রজরাজ ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া। স্ববক্তব্য ব্যক্ত কৈল কৃতাঞ্জলি হৈঞা। ৬৪-৬৫

যোগ্য এব পরযোগ্যতাকরস্তাদৃশত্বমপি বেদবেদজম্।

ত্বন্তু বেদবিদুষাং বরস্ততঃ সংস্কুরু দ্বিজজন্মস্বনু অমু ॥৬৬

যোগ্যজন ভবে, অপর জনার, যোগ্যতা করিতে পারে। যোগ্যতাকারিণী যোগ্যতা সেহত জন্মে বেদজ্ঞান দ্বারে॥ বেদবিদগণ, মাঝারে সবার, তুমিত প্রধান ভবে। দ্বিজাতি সংস্কার, তনুজ দ্বয়ের, কৃপাতে করহ এবে॥ এত শুনি গর্গাচার্য কহিছে বচন। হইলেও যদুবংশজাত বৈশ্যগণ॥ তুমি সব মাতৃবংশ সম্বন্ধানুসারে। বৈশ্যজাতি মধ্যে খ্যাত হৈলা সংসারে॥ তেইত বৈশ্যের গুরুপদে অধিষ্ঠিত। বিপ্রগণে যথারীতি করি আমন্ত্রিত॥ পুত্রের সংস্কার কার্য করহ সাধন। আমা দ্বারা নহে এহো জানিহ রাজন॥ ব্রজরাজ কহে সত্য তোমার বচন।

কিন্তু মোর বাক্যে প্রভু করহ শ্রবণ॥ অধিকারী বিশেষের যদি কোন স্থানে। সংযোগ ঘটয়ে কভু দৈবের বিধানে॥ বিশেষ বিধিও তবে সামান্যের দ্বারে। হয়েত বাধিত এই বিদিত সংসারে॥ ইহার দৃষ্টান্ত কহি করহ শ্রবণ। অহিংসা নিবৃত্তি মার্গে শ্রদ্ধাবদ্ধজন॥ যজ্ঞ করিলে পশু বধিতে না পারে। অহিংসার বিধি বাধা দিল বেদাচারে॥ অতএব তব ব্রাহ্মণত্ব নিবন্ধন। করিল সামান্য বিধি গুরুত্ব প্রাপন॥ এইত গুরুত্ব শ্রদ্ধাবিশেষ বশতঃ। মোর বংশে কিরূপে হইবে অনাদৃত॥ তদুপরি সর্ববিধ প্রমাণ সহায়ে। তোমার প্রাধান্য বোধ হইলে হৃদয়ে॥ তেই কহি এইত বিষয়ে তুমি আর। না করিহ কোন ক্রমে অন্যথা বিচার॥ মোর তনয়ের নামকরণ বিষয়। তোমা দ্বারে যদি অদ্য অনুষ্ঠিত হয়॥ তবে মো সবার মহা হিত উপজিবে। পুরোধা গণেও হিত প্রচুর জন্মিবে। প্রচুর সম্পত্তি দানে পুরোহিত গণে। সন্তুষ্ট করিব মোরা এইত কারণে॥ গর্গাচার্য্য সাতিশয় গোপনের তরে। কহিতে লাগিল পুনরায় যুক্তি ভরে॥ তুমি যে কহিলা ভূপ যথার্থ সে হয়। কিন্তু দেখ আছে দুষ্ট খল কংস ভয়॥ দেবকীর পুত্র হন্তা নৃশংস দুর্মতি। পুনরায় হইবে সে ভীতিগ্রস্ত অতি॥ ইহার কারণ কহি করহ শ্রবণ। যদুবংশ গুরু নামে খ্যাত যেই জন॥ অন্যবর্ণ সমুদ্ভুত শিশুর সংস্কার। সে করিল এই কথা হইবে প্রচার॥ অতএব বসুদেব কৈল উপাসনা। তার ফলে বশ হৈঞা দেবী শবাসনা॥ নিজে আসি ঘটাইল হেন বিপর্যয়। ইহাতে সন্দেহ আর নাহিক নিশ্চয়॥ ইথে সুনিশ্চিত হয় দেবকীর পুত্র। নিগূঢ় বসতি করে নন্দ গৃহে তত্র॥ দৈববাণী কদাপি অসত্য নাহি হয়। তাহা হৈলে হয় অসাম্যাদি সাতিশয়॥ গর্গের এ হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ। কিঞ্চিত বিমনা হৈল ব্রজেশ তখন; স্বস্তি বাচনাদি যদি এ মুনি করয়। তবেত হইবে সর্ব মঙ্গল উদয়॥ এত চিন্তি কহে নন্দ সদৈন্য বচন। আপনার সঙ্গ করি মঙ্গলে গণন॥ সেইত মঙ্গল যদি করিল উদয়। তবেত উপায় এক করহ আশ্রয়॥৬৭-৬৯

অলক্ষিতোঽস্মিন রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্বকম্॥৭০

বৃন্দাবন ধামে, গোষ্ঠের মাঝারে, এইত নির্জন স্থানে। কংস দূত নাহি, মোর গণও যেন, বিন্দুমাত্র নাহি জানে॥ হেন ভাবে অত্র, অলক্ষিত হৈঞা, হে নমস্য তপোধন। স্বস্তি বচনান্তে, দ্বিজাতি সংস্কারে, করহ সুসমাপন॥ এত শুনি গর্গাচার্য সন্তুষ্ট হইল। তথাস্তু কহিয়া নন্দে অনুমতি দিল॥ তবে ঋষি কহে তব বাসনানুসারে। হইবে মঙ্গল এই দ্বিজাতি সংস্কারে॥ সময়ের উপযুক্ত হেতু আপাততঃ। নাম করণের কার্য করিব সঙ্গত॥ এত কহি স্বস্তি বাচনাদি কার্য কৈল। জ্যেষ্ঠে উদ্দেশিয়া গর্গ কহিতে লাগিল॥৭১-৭২

ঈর্ষ্যোত্ত প্রণয়াদিসদ্গুণগণৈরেতং তথা বন্ধুতা-
মুখ্যং লোকমশেষমেব রময়ন্ রামো বলিষ্ঠাত্মজঃ।

কিঞ্চায়ং ভবদাদিশূরতনয়াদীনাং যদূনাং গণং
সংক্রক্ষ্যত্যুভয়ত্র ভাবতুলয়া স্বং তেন সর্ষণঃ॥৭৩

প্রণয় প্রভৃতি, সদ্গুণ নিচয়ে, মণ্ডিত এইত জনে। বান্ধবের গণ, করিবে প্রশংসা, সতত আনন্দ মনে॥ অশেষ প্রধান, মানব নিকরে, রক্ষিত করিয়া এহ। রামনামে খ্যাত, হইবে স্বগুণে, ত্রিভুবনে নিঃসন্দেহ॥ বলশালী হেতু, বল নাম এবে, ইহার করিনু স্থির। রূপে গুণে শিত, হইবে উজ্জ্বল, মঙ্গল বিগ্রহ ধীর॥ তোমা সবাকারে, আর বসুদেব, প্রভৃতি যাদব গণে। ভাবরূপ তুলাদণ্ডে তুল করি, সমান চিন্তিয়া মনে॥ সবারে করিবে, আপনার প্রতি, আকর্ষণ সর্বক্ষণ। তেইত ইহার, লীলা গুণোচিত, নাম হৈল সঙ্কর্ষণ॥

শুক্লো রক্তঃ পীত ইত্যাদি বর্ণাস্তত্তদ্ভাবাদস্য তত্তদযুগেষু।
তত্তশ্মূলশ্যামতৈকাত্ম্য-যোগাজ্জন্মন্যস্মিন্ কৃষ্ণনামায়মস্তি॥৭৪

এইত বালক, সত্য ত্রেতা কলি, তিন যুগে জনমিল। তেই শুক্ল রক্ত পীত বর্ণত্রয়, যুগ অনুসারে হৈল॥ সেই বর্ণত্রয়, একত্র মিলিয়া, তন্মূল এ শ্যামরূপ। ধরিল দ্বাপরে, তেই কৃষ্ণ নামে, বিখ্যাত এ রসভূপ॥

যুষ্মত্তো জন্মতঃ পূর্বং বসুদেবাত্তবাত্মজঃ। জাতো যস্মাত্ততো বাসুদেব ইত্যপি গীয়তে॥

তোমা হৈতে জন্ম, গ্রহণের পূর্বে, বসুদেব গৃহে জাত। হৈল তবাত্মজ, তেই বাসুদেব, নামেও হইবে খ্যাত॥৭৫

নামানি যানি গুণ-কর্ম-নিবন্ধনানি, রূপানি চ প্রতিদিশং নিখিলস্তুতানি।
সাকল্যতো নহি বয়ং যদি তানি বিদ্মো, জানন্তি তর্হি ন পরে স্থিতি পৌনরুক্ত্যম্॥

গুণ কর্মোচিত, যে সকল নাম, জগতে প্রচার আছে। সর্ব পূজ্য তথা, শ্রীঅর্চা বিগ্রহ, সর্বত্র যে সব রাজে॥ সেই সব নাম, রূপ মোরা যদি, সাকল্যে নাহিক জানি। অপরে তখন, জানে না সেসব, এহো পুনরুক্তি মানি॥৭৬

সানন্দং নন্দরাজেন তদা মুনিরগদ্যত। লগ্নং হৃদি ন লগ্নং নঃ সর্বজ্ঞস্ত্বভবান্ গতিঃ॥

নন্দ মহারাজ, সানন্দে তবেত, গর্গমুনি প্রতি কয়। চিত্তে মো সবার, লগ্ন আছে পুত্র, অন্য লগ্ন নাহি হয়॥ সর্বজ্ঞ তুমিত, জ্যোতিষ প্রবর, গতি তুমি মো সবার। মঙ্গলের তরে, যে কর্তব্য হয়, ব্যবস্থা করহ তার॥৭৭

ঈক্ষতাং ভগবন্নস্মৈ ভবানিতি নিবেদিতঃ। গর্গস্তস্মৈ রাধ্যতি স্ম গ্রহসন্নহসান্নিতঃ॥

নন্দ কহে পুনঃ, ওহে ভগবান্, বালকের জন্মক্ষণে। শুভ যোগ কিবা, আছয়ে দেখহে, বিচারি এইত স্থানে॥ নন্দ বাক্য শুনি, মহাতেজোময়, গর্গাচার্য হাস্য কৈল। বালকের শুভাশুভ যোগ যত, মনোযোগে বিচারিল॥ খ-মাণিক্য নাম জ্যোতিঃ শাস্ত্রে বিষয়। নিরূপিত হৈল পূর্বে হেন শ্রুত হয়॥৭৮-৭৯

উচ্চস্থাঃ শশি-ভৌম-চান্দ্রি-শনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো,
জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনোরাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষ মত্র ক্ষণে।
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ॥৮০

গগন মণ্ডলে, শশিভৌম বুধ, শনি এই চতুষ্টয়। গ্রহ নিজ নিজ, ঘরে উচ্চ স্থানে, বিরাজিত যে সময়॥ বৃষলগ্ন দেব, গুরুলাভ স্থানে, একাদশে মীনে গত। রবি শুক্র রাহু, ক্রমান্বয়ে সিংহ, তুলা বিছা রাশিস্থিত॥ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, নিশার্দ্ধ সময়, সুপ্রশস্ত বুধবার। ব্রহ্মার জনম্, নক্ষত্র রোহিণী, অবস্থিত স্থানে তার॥ শুভ দিন শুভ গ্রহ সমাবেশ, শুভ ক্ষণোদয় হৈল। শ্রীকৃষ্ণ নামক, অম্বুজাক্ষ সেই, পরব্রহ্ম জন্ম নিল॥৮১

বৃষকন্যাতুলামীনরাজেষু স্ফুটমুচ্চগাঃ। সোম-সৌম্য-শনি-ক্ষৌণীসূতাস্তজ্জনি স্থিতাঃ॥

স্ফুটভাবে উচ্চ, স্থানে শশি বুধ চতুষ্টয়। ছিল যথাক্রমে, বৃষ কন্যা তুলা, মকরেতে সে সময়॥৮২

যস্মাদ্বিভাবসৌ বর্ষে জন্ম ত্বজ্জন্মনঃ শিশোঃ। বিশ্বমেব বসুশ্রীমদ্ভবিতামুষ্য তুষ্যতঃ॥

হে নন্দ তোমার, তনয়ের এবে, শুনহ জাতক ফল। কহিব সংক্ষেপে, গ্রহ সমূহের, বিচারিয়া ফলাফল॥ যেহেতু তোমার, পুত্রের জনম, হৈল বিভাবসু বর্ষে। বিশ্বও শ্রীমান, হইবে বসুতে, এইত শিশুর হর্ষে॥৮২

রোহিণ্যাং জন্মনা রোহিণ্যযুতানামসৌ পতিঃ।

বৃষলগ্নঞ্চ তত্রাসীদ্বৃষকোটীশিতা ততঃ॥

রোহিণী নক্ষত্রে, জন্ম নিল তব, পুত্র ওহে ব্রজপতি। তে কারণে শিশু, অবশ্য হইবে, অযুত ধেনুর পতি॥ বৃষলগ্নে জন্ম, নিল শিশু তেই, শুন ওহে ব্রজেশ্বর। তোমার তনয়, হইবে অবশ্য, কোটি সংখ্য বৃষেশ্বর॥৮৩

আয়তিশ্চাস্য ভবিতা সদৈবায়তিমত্যতঃ।

আয়ত্যাং মুনয়োঽপ্যস্মিন্ কুর্য্যুর্মনস আয়তিম্॥

সর্বদা ইহার, কোষ পরিপূর্ণ, রহিবে অমূল্য ধনে। প্রভাব বিস্তর, রহিবে বিস্তৃত, দুর্জন দুঃশীল গণে॥ উত্তর কালেতে, তাপসের গণ, সেহত ইহার প্রতি। মোক্ষের বাসনা, দূরে পরিহরি, সংযুক্ত করিবে মতি॥৮৪

এষ বক্ষ্যতি শাস্ত্রাণি শস্ত্রাণ্যপ্যাত্মতেজসা। অরিষ্ট কৃদমিত্রাণাং মিত্রাণাঞ্চ ব্রজাধিপ॥

অপূর্ব প্রতিভা, মণ্ডিত এ শিশু, সর্ব শাস্ত্র অনুক্ষণ। বর্ণন করিবে, যাহা শুনি মুগ্ধ, হইবে পণ্ডিতগণ॥ বিবিধ শস্ত্রও, ধরিবে এ শিশু, হইয়া বলিষ্ঠ দেহ। হইবে অমিত্রে, অরিষ্টদ মিত্রে, অনিষ্ট বিনাশী এহ॥৮৫

ভবিতোর্তকিতা ভব্যস্মাদিতি বৃথা কথা। তাবৎকালাঞ্চ তন্তব্যং ভবন্ত চ ভবন্ত চ॥

মাত্র পিতামাতা, তোমা সবাকার, এইত বালক হৈতে। মঙ্গল হইবে, এ হেন বচন, সত্য নহে কদাচিতে॥ ভবদীয় জনসমূহের তথা, সবাকার এ সংসারে। মঙ্গল প্রদাতা, শিবেরও হইবে, মঙ্গল ইহার দ্বারে॥৮৬

অত্যাশ্চর্য্যাচর্য্যা বহতি বহুণাং কুতুহলং বহুলম্।

সম্বরানম্বরান ভুবন্ ভবতি স্বরাণাং পুরাপ্যসাববিতা॥৮৭

এইত শিশুর, আশ্চর্যজনক, নানাবিধ আচরণ। বহন করিবে, বহুত জনার,

কুতূহল অনুক্ষণ॥ প্রভুত্ব সহিত, অসুরের গণে, পীড়ন করিয়া দান। পূর্বের মতন, এ শিশু করিবে, ত্রিদশ সমূহে ত্রাণ॥

সহজপ্রেমণাং ভবতামমুনা কিং তারণং চিত্রম্।

তানপি কৃত্রিমহার্দান্ সর্বান্নিস্তারয়েদেকঃ॥

তোমা সবাকার, স্বাভাবিক প্রেম, আছে এই শিশু প্রতি। তারিবে সবারে, বিপদে শিশু এ নহে বিচিত্র অতি॥ কপট প্রণয়, করয়ে প্রকট, হেন ভণ্ড জন আর। দুঃশীল সবেও, এইত বালক, বিপদে করিবে পার॥৮৮

তস্মান্নন্দাত্মজস্তে যদপি হরিসমঃ সর্বসাদ্গুণ্যবৃত্ত্যা,

সর্বত্রেমং তথাপি স্ব-মহিম-বিভব-খ্যাতিভিঃ পালয় ত্বম্।

বশ্যং কুর্বন্ স্বদেবং হরিমমুমপি তং সাঙ্কং নির্মিমীষে,

দ্বীরত! ত্বাং বিনা ন-স্বয়মরমরতে স্বৈরতাং স্বাত্মরক্ষাম্॥৮৯

অতএব নন্দ, যদ্যপি তোমার, লোকাতীত এত নয়। অলৌকিক সর্ব, সদ্গুণ বৃত্তিতে, নারায়ণ সম হয়॥ তথাপি তোমার, আপন বৈভব, মহিমা সুখ্যাতি দ্বারে। এইত বালকে, করহ রক্ষণ, মহাযত্ন সহকারে॥ ভূষিত যখন, নিজ ইষ্টদেব, নারায়ণে করি বশ। করিয়াছ নিজ, পুত্রে পরিণত, প্রচারিতে তার যশ॥ হে বীর তখন, এইত বালক, হইলেও সর্বপ্রভু। তোমা ভিন্ন নিজে, আত্মরক্ষা তরে, চেষ্টা না করিবে কভু॥ অতএব শুন নন্দ বচন আমার॥ সদ্গুণে মণ্ডিত হৈঞা এইত কুমার॥ তোমার অভীষ্ট দেব হরির সমান। রূপেগুণে মহিমাতে নিত্য দীপ্যমান॥ তেইত হরির মুকুন্দাদি সর্বনামে। এই শিশু বিখ্যাত হইবে সর্বধামে॥ জন্মলগ্ন নক্ষত্রাদি করিয়া বিচার। বর্ণনা করিনু এই সংক্ষেপার্থ সার॥ এত শুনি ব্রজরাজ প্রীতি প্রাপ্ত হৈল। গর্গাচার্য পুনরায় কহিতে লাগিল॥ এই দুই বালকের ইচ্ছায় তোমার। করিব আগত আমি দ্বিজাতি সংস্কার॥ কিন্ত কর্ণ বেধ চূড়াকরণাদি আর। কার্য সম্ভাবন নাহি দেখিত ইহার॥ বালকের কর্ণে ছিদ্র আছে সূক্ষ্মাকারে। ক্ষুদ্রকেশ ছেদনও হইতে না পারে॥ অতএব মাত্র অন্নপ্রাশন করিবে। ইথেই শাস্ত্রীয় কার্য সম্পূর্ণ হইবে॥ সাবিত্রী সমাবর্তন পরিণয় আর। এই তিন কার্যে আছে গুরুত্ব অপার॥ নিজের উদ্যমে তাহা কভু না করিবে। এতদ্বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত রহিবে॥ শুভ সময়জ্ঞ মহা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। এ যোরা করিব সেই কার্য সম্পাদন॥ এত কহি মৌন ধরি মুনি কিছুক্ষণ। শিশুদ্বয়ে হেরি হৈল বশীভূত মন॥৯০-৯২

যদ্যপি পিত্রোঃ স্নেহাম্বরম্বরবাল্যৈকতানৌ তৌ।

তদপি মুনিস্তজ্জানং শঙ্কিতবান্ সঙ্কুচন্নাসীৎ॥৯৩

যদ্যপিহ পিতা-মাতার স্নেহেতে, হইয়া একাগ্র মন। বিভোর আছিল, অতি বাল্যকালে, সেই শিশু দুইজন॥ তথাপিহ দোঁহে, এ যোর কপট, বচন হইল জাত। এতেক চিন্তিয়া, হৈল গর্গমুনি, শঙ্কা ভয়ে সঙ্কুচিত॥

সঙ্কোচাদিব গোপ-প্রভুমন্থ, স মুনির্বিধাপয়ন্নাজ্ঞাম্ ।

চলিতোঽপ্যলভত তস্মিন্ স্থিত, ইব তত্তৎ পরিস্ফূর্ত্তিম্ ॥৯৪

হেন মতে গোপ, মহারাজ প্রতি, করি উপদেশ দান। সঙ্কোচবশতঃ, গর্গাচার্য যেন, চলিল অপর স্থান। তথাপিহ রাম, কৃষ্ণগত ভাব, হেন স্ফূর্ত্তি হৈল মনে। অন্যস্থানে নহে, আছে যেন ঋষি, বিদ্যমান ব্রজবনে। গর্গাচার্য যবে অন্য স্থানে যাত্রা কৈল। তার পাছু পাছু নন্দ অগ্রসর হৈল। প্রণাম করিল তবে লৈঞা পুত্রদ্বয়। আশীর্বাদ করে মুনি প্রসন্ন হৃদয়। ধেনু আর পুত্রসহ ব্রজেশ তোমার। মঙ্গল হউক এই আশিষ আমার। এবেত চলিনু আমি আপনার স্থান। এত কহি গর্গাচার্য করিল প্রস্থান। লভিয়া সুন্দর পুত্র আভীর ভূপতি। হইল পরমানন্দে বিমোহিত মতি। আপনারে সম্বোধন করিয়া তখন। কহিতে লাগিল নন্দ এ হেন বচন ॥৯৫

পুত্রো লব্ধঃ সুচিরাদিষ্টঃ স মহদ্ভিরেবমাদিষ্টঃ। অস্মাৎ পূর্ণানন্দান্মনুষনন্নু নন্দপূর্ণোঽস্মি ॥

বহুকাল পরে, প্রিয় পুত্র লাভ, করিনু এইত আমি। নারায়ণ রূপে, যেমন ইহারে, বিবেচনা কর তুমি। মহাজনগণ, পুত্রের বিষয়ে এইত আদেশ কৈল। সুতরাং মোর, হৃদয় সম্পূর্ণ, মহানন্দে পূর্ণ হৈল ॥ আভীর ভূপতি তবে অতীব গোপনে। পাঠাইয়া আপনার নিজ প্রিয়গণে ॥ অযুত গোধন আর ইন্দ্র গোপ তুল্য। রক্তবর্ণ লক্ষ মুদ্রা সম্পদ অমূল্য ॥ সরল উদারচেতা মুনির সদন। পাঠাইয়া দিল কহি এহেন বচন। স্বকীয় বা পরকীয় যজ্ঞ কার্যতরে। এসব করহ ব্যবহার স্বেচ্ছাভরে। অতঃপর নিজ পুরোহিতবর্গ আর। বন্ধুবর্গ যত ছিল ব্রজের মাঝার। সবারে আহ্বান করি নন্দ পুনর্বার। বিশাল আকারে আর সমক্ষে সবার। করিল পুত্রের নামকরণ উৎসব। আনন্দিত হৈল বন্ধু-বান্ধবাদি সব। এত শুনি মধুকণ্ঠ বিস্মিত হইল। গদগদ কণ্ঠে তবে কহিতে লাগিল ।৯৬-৯৭

নাম্না প্রসিদ্ধিমন্যস্য প্রসাধয়তি নামকৃৎ। অহো কৃষ্ণস্য তৎকর্ত্তা গর্গস্তেন প্রসিধ্যতি ॥

অন্যের প্রসিদ্ধি করয়ে সাধন, নাম রাখে যেইজন। কৃষ্ণনাম কর্ত্তা, প্রসিদ্ধ হইল, অহো গর্গ তপোধন। এত শুনি মধুকণ্ঠ আপনার মন। স্মরণ করিল ভাগবতের বচন। অতএব নন্দ তবাত্মজ হরি সম। হেন কথা উক্ত আছে তাহা যোগ্যতম। ষষ্ঠী তৎপুরুষে হয় তাহার সমান। এই অর্থ মুখ্য নহে হয় অপ্রধান। বহুব্রীহি সমাসে হয় হরি যার সম। এই অর্থ হয় মুখ্য আর সর্বোত্তম। কৃষ্ণের আধিক্য ইথে সুলক্ষিত হয়। নারায়ণাপেক্ষা কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ সাতিশয়। সর্বশাস্ত্রে এই তত্ত্ব করয়ে কীর্ত্তন। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ নন্দের নন্দন ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ এত শুনি আনন্দিত হৈল। অতঃপর শুন বলি কহিতে লাগিল ॥১০০-১০১

যদবধি গর্গঃ প্রববৌ ব্রজসদনান্নাম নির্মায়।

ক্রমতস্তদবধি পৃথুকাবভিমান্যেতে স্ম তেন স্বৈঃ ॥

যদবধি ব্রজধাম হৈতে গর্গ, আচার্য সে গুণধাম। প্রস্থান করিল, আপনার স্থানে, রাখি শিশুদ্বয় নাম। তদবধি ক্রমে, সে বালক দ্বয়ে, রাম আর কৃষ্ণ নামে। ডাকিতে লাগিল, নিজে আর নিজ-পরিজনে ব্রজধামে ॥১০২

উৎকর্ণতা নিশমনং নয়নাভিমুখ্যং, স্বভ্রাতৃনাম্নি চ নিজাহ্বয়ভাণরীতিঃ।

তত্তদ্বিবিক্তিমভিব্যক্তিমাধুরী চ, স্বানেত্র কৃষ্ণবলয়োর্বলবৎ পুপোষ ॥১০৩

উৎকর্ণ হইয়া, বচন শ্রবণ, নয়নে নয়ন দান। কোনও ভ্রাতার নাম উচ্চারণে, নিজাহ্বান অনুমান। প্রাঙ্গনে অথবা, গৃহে সেই সেই, নির্জন প্রদেশে আর। অলঙ্কারাদির, ঝঙ্কার মাধুরী, ক্রীড়াছলে সুবিস্তার। কৃষ্ণ বলরাম, বিলাস মাধুরী, বিস্তারিয়া ক্ষণে ক্ষণে। মহানন্দে স্ফীত, করিল আপন, আত্মীয় স্বজন গণে।

উদীক্ষ্য মধুরং মুখং সুখচরিষ্ণু কৃষ্ণাহ্বয়া তদা জনকদিষ্টয়া তনয়মিষ্টমাহ্বয় তম্।

তদীয়-কল-হুঙ্কতীরপি নিশম্য রম্যাকৃতীঃ প্রস্নরমৃতভৃৎপ্রভা জগতি শর্ম সা নির্মমে।

সুখসঞ্চারিত, প্রিয় তনয়ের, মধুর বদন হেরি। নন্দের আদেশে, কৃষ্ণ নামে নিজ, তনয়ে আহ্বান করি। শুনিয়া পুত্রের, কর্ণ রসায়ণ, হুঙ্কৃত অব্যক্ত বাণী। ভুবনমঙ্গল, বিস্তার করিল, মেঘপ্রভা নন্দরাণী ॥১০৪

অথাব্রজক্রতমিব রিঙ্গ-রঙ্গতাং, তয়োর্ব্রজেশ্বরসদনাঙ্গণক্ষিতিঃ।

সমেত্য তৌ চরণচরার্ভকা মুহুর্বিলেভিরে সুখমভিলেভিরে ততঃ।

তবে অচিরাতে, ব্রজ ভূপতির, গৃহাঙ্গণ ভূমিতল। হৈল যেন রামকৃষ্ণের রিঙ্গণ লীলা খেলা রঙ্গস্থল। তা সবার সঙ্গে, চলনে সমর্থ, অপর বালকগণ। বারম্বার আসি, লভিতে লাগিল, মহানন্দ সেইক্ষণ। কৃষ্ণের রিঙ্গণ লীলা কর্ণরসায়ণ। অদ্যাপিহ কবিগণ করয়ে কীর্ত্তন ॥১০৫

রিঙ্গণকেলি-কুলে জননীসুখকারী, হসিতলসিত-শতজন-তাপহারী।

বলয়িতবাল্যবিলাস জয় বলবলিত হরে। ধ্রু।

রিঙ্গণ লীলাতে, জননীর সুখ, সতত বিধান করি। হসিত বিলাসে, শতশত জন, চিত্তের সন্তাপ হরি। বালক বিলাস, প্রকটিত তুমি, করিতেছ লীলাময়। হে হরি তোমার, বলদেব সঙ্গে, নিয়ত হউক জয়।

কিঙ্কিণিগণরণনে লুব্ধং সুখরভ্রম্। চরণযুগং ক্রময়ন্নতিবভ্রম্।

অঙ্গণসত্বরজঙ্গমবিশঙ্কম্। খেলিতকুতুকাদগণিত পঙ্কম্।

অকলিতজনমিলনেন হিতং পরিচিতবান্। অতি সত্বরগতি মাতরমিতবান্।

অম্বাস্তনবসনে নিজগোপনকারক। বদন-প্রসূত কুচযুগ-ধারক।

হরিবদবয়বৈর্বিরচিতরুচিকর্দমম্। অম্বা লঘু লঘু কৃতমলিনিমশম্।

একস্তনধয়নে কলয়ন্ স্তনমন্যম্। নিজমুখরুচিপ্রস্থমরস্তন্যম্ ॥১০৬

কিঙ্কিনী মালার, শবদে লভিতে, আপনি সুখাতিশয়। সযত্নে চালন, করিছে সতত, রাতুল চরণ দ্বয়। প্রাঙ্গণ হৈতে, অপর প্রাঙ্গণে, নির্ভয়ে গমন তরে। ক্রীড়ন কৌতুকে, পঙ্কেও তোমার, চিত্তে ঘৃণা নাহি ধরে। মিলন ঘটিলে, পরিচিত

নহে, এহেন জনার সঙ্গে। পরিচিত হও, উপযুক্ত ভাবে, বিবিধ ক্রীড়ন রঙ্গে ॥ মাতারে দেখিলে, অতিদ্রুত তবে, সমীপে গমন করি। মুখ সংগোপন, করহে মাতার, স্তনের বসন ধরি ॥ বদনে ধারণ, করিছ মাতার, দুগ্ধস্রাবি স্তনদ্বয়। বিলিপ্ত করিছ, বাঞ্ছিত কর্দমে, সিংহসম অঙ্গচয় ॥ অঙ্গের কর্দম, স্বল্প স্বল্প সুবাস, জননী বিদূর করে। তুমি নিজমুখ, স্থাপন করিয়া এক পয়োধরো পরে ॥ এক হস্ত ধরি, স্বভাববশতঃ, অন্য পয়োধরে দান। স্নেহ বিগলিত, মাতৃ স্তন্য ধারা, যথেষ্ট করিছ পান ॥ বালক বিলাস, প্রকটিত তুমি, করিতেছ লীলাময়। হে হরি তোমার বলদেব সঙ্গে, নিয়ত হউক জয় ॥

বর্ষপঞ্চকমনুস্খলেদ্বয়স্তত্তু তত্র যমনুদ্বয়োস্তয়োঃ।
কিন্তু ন স্খলতি তৎকিশোরতা, যা গতাগমিদশাতিরস্করী ॥১০৭

পঞ্চবর্ষ পরে, বালক মাত্রের, শৈশব বিরত হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ, দোহার শৈশব, বর্ষ ত্রয়ে হৈল ক্ষয় ॥ বিগত শৈশব, আর আগন্তুক যৌবন এ দশাদ্বয়ে। তিরস্তার করে, সুষমা সম্ভারে যে দশা শৈশবোদয়ে ॥ রামকৃষ্ণ দুই, জনার কৈশোর, দশা সুষমার সার। স্খলিত নাহিক, হয় কদাচন, রহে স্থির অনিবার ॥ এ সব সিদ্ধান্ত এবে করহ শ্রবণ। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা শুকের বচন ॥

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে। অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসা ॥

অল্পকাল মধ্যে রামকৃষ্ণ আর, জানুতে না দিয়া ভয়। ভ্রমিতে লাগিল, গোকুলে ত্বরিতে, চরণে হে নৃপবর ॥ প্রথম বয়সে শম্বরের গৃহ হৈতে। আসিল প্রদ্যুম্ন যবে আপন পুরীতে ॥ তারে হেরি কৃষ্ণভ্রম হৈল নারীগণে। হেন কথা ভাগবতে শুকদেব ভণে ॥ কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ ॥১০৮

প্রদ্যুম্নে হেরিয়া, কৃষ্ণ মনে করি, পুরনারীগণ লাজে। যেবা যে আছিল, লুকাইল সেই সেই স্থানে পুরী মাঝে ॥

ন নব্যাদ্‌যৌবনাদন্যাবস্থা তস্যেতি যন্মতম্। বর্জয়ত্যঙ্গবৃদ্ধিং তন্ন মাধুর্য্যসমর্জনম্ ॥

কৈশোর বয়স, নবীন যৌবন, নামেতে অখ্যাত হয়। এ দশা ব্যতীত, কৃষ্ণের অপর, দশা সুসম্মত নয় ॥ মধুর রসের, উপাসনাকারী, প্রেমিক ভক্তের গণ। কৈশোর ব্যতীত, কৃষ্ণের অপর বয়স না চিন্তে মন ॥ হইলেও নবযৌবন উদ্ভব, বাল্যের মাধুরীতার। কৈশোর সম্মত, শ্রীঅঙ্গের বৃদ্ধি, নাহি করে পরিহার ॥ এই ত সিদ্ধান্ত যদি স্বীকৃত না হয়। তবে অসিদ্ধ হয় বাল্যলীলাচয় ॥ প্রিয়জন ভাবে কৃষ্ণ ভাবিত হইয়া। আবির্ভূত হয় সেই স্বরূপ ধরিয়া ॥ এই ত সিদ্ধান্ত হয় সর্বশাস্ত্র সার। তদ্ভাব হয়েত যথা কহি এইবার ॥১০৯

উৎকণ্ঠা বষ্টি তৃপ্তিং স্ববয়িতুমভিতঃ সা তু শশ্বৎ কৃশন্তী,
তামেবোচ্চৈর্বকারেঃ স্বরয়তি ঝটিতি প্রেমভাজাং জনানাম্।
যদ্যপ্যেবং তথাপি প্রথমজ-বয়সস্তূর্দ্ধগাং তদ্বদীহাং।
লোঠয়েৎ স্বষ্ঠু কিন্তু প্রসমরমধুরিমণ্যেব তাং নিদ্বিমাতে ॥১১০

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিকজনার যেই ত, উৎকণ্ঠা মিলন তরে। সে উৎকণ্ঠা সদা তৃপ্তির লালসা বর্দ্ধিত করে ॥ তৃপ্তি পুন ক্ষীণ, হৈএল উৎকণ্ঠারে বৃদ্ধি করে ক্ষণে ক্ষণে। হেনমতে হ্রাস বৃদ্ধি উভয়ের, ঘটে সদা অমিলনে ॥ যদ্যপি এহেন, ঘটে অবিরাম, তথাপি এইত সত্য। প্রথম কৈশোর, বয়স হইতে, তদূর্দ্ধে উৎকণ্ঠা নিত্য ॥ তৃপ্তির সহিত, তত্তৎ প্রচেষ্টা, স্বষ্ঠু না বাসনা করে। সেইত প্রচেষ্টা, নির্মাণ করয়ে কোমল মাধুরী ভরে ॥ কৃষ্ণের কোমল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, অপূর্ব সৌন্দর্য যুক্ত। ভক্তের উৎকণ্ঠা, বর্দ্ধিত করিয়া, মিলনে করয়ে তৃপ্ত ॥ 'পূর্বোক্তকালেনাল্পেন' শ্লোক অনুসারে। লীলারসাস্বাদ্য হয় উত্তম প্রকারে ॥ তার মধ্যে বাল্যে হয় গতিশিক্ষা যথা। এবে অবধান কর কহি সেই কথা ॥

হস্তত্যাগময়ে নব্যে সংস্তব্যে গতিশিক্ষণে। যশোদাকৃষ্ণয়োর্জীয়াৎস্খলনারম্ভতত্বরা ॥

সযত্নে আপন হস্ত প্রসারিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধরি। প্রথম গমন, শিক্ষা সম্প্রদান করিল শ্রীব্রজেশ্বরী। দুই চারিপদ গমনের পরে, পুত্র হস্ত ছাড়ি দিল। ধরিল পুনশ্চ, যেইমাত্র পুত্র, পতনে উন্মুখ হৈল ॥ পতনের ভয়ে, ত্বরিতে মাতার, প্রসারিত কর ধরি। দাণ্ডাইল ভূমে, সুস্থির হইয়া, কপট বালক হরি ॥ যশোদা কৃষ্ণের, ত্বরান্বিত এই, প্রাণের আবেগময়। স্খলন প্রারম্ভে উদিত ভাবের, সতত হউক জয় ॥১১২

দ্বিত্রক্রমং গতঃ কৃষ্ণশ্চলিতঃ স্খলনে রুদন্। পুত্র পুত্রেতি চুম্বন্তীমম্বামালোনয়ন্মুহুঃ ॥

দুই তিন পদ, গমন করিয়া স্খলিত চরণে হরি। ক্রন্দন করয়ে অসহায়ভাবে, ভূমির উপরে পড়ি। পুত্র পুত্র কহি, শিশুরে তুলিয়া, জননী চুম্বন করে। শিশু মাতারে, করে ব্যতিব্যস্ত, মুখ রাখি পয়োধরে ॥১১৩

কিঞ্চিদ্দূরং যদানঙ্ক স্বকতেজঃপ্রপঙ্ককঃ। তদা পশ্যন্ প্রসূবক্ত্রং স্মিতস্মিতমমূমুদৎ ॥

নিজ ক্ষমতাতে, যাএগ কিছুদূর, যবে ত যশোদা সুত। হেরে জননীর বদন মণ্ডল, মৃদুমন্দ হাস্য যুত ॥ তবেত নিজেও মৃদু হাস্য করি, হসিত মাতার মনে। বিস্তার করয়ে, পরম প্রমোদ, পাদপদ্ম চংক্রমণে ॥১১৪

দূরং মাতুর্যদা যাতি তদাসৌ মন্থরায়তে। সমীপস্থ যদা তর্হি স্মরমানা দ্রুতায়তে ॥

যবে জননীর, সমীপ হইতে, কিছু দূরে যায় হরি। তবে ত জননী, করয়ে বিলম্ব, রহে স্থিরভাব ধরি ॥ কিন্তু কৃষ্ণ যবে, আইসে সন্নিধানে, জননীরে স্পর্শ তরে। জননী অমনি, অন্য স্থানে চলে, মৃদুমন্দ হাস্য ভরে ॥ দ্বিগুণ বিলাস এবে করিনু বর্ণন। বাক্য শিক্ষা যথা এবে শুন সর্বজন ॥ প্রথমে অগ্রজ রাম মুখপদ্ম হৈতে। মধু হৈতে সুমধুর মাধুর্য সহিতে ॥ অর্দ্ধস্ফুট কথামালা হৈল বিনির্গত। সেইরূপ কথা কৃষ্ণে পরম যতনে। শিখাইতে তাহা শুনি সেবাপর ধাত্রীগণ যত ॥ লাগিল তথা ব্রজবাসি জনে ॥১১৫-১১৬

মা মা তা তা ইতি বচঃ পঠন্মন্দতনূজনুঃ। আনন্দার্থমভূৎ পিত্রোর্ব্রজস্য নিখিলস্য চ ॥

আ মা তা তা হেন, বচন প্রথমে, করি শিশু উচ্চারণ। মাতা পিতা আর, ব্রজে সবাকার, প্রমোদিত কৈল মন ॥১১৭

অর্দ্ধোদিতানাং দন্তানামক্ষরাণাম্ তথা ততিঃ।
চিত্রীয়ামাস কৃষ্ণস্য যাত্রাচিত্রীয়ত প্রসূঃ॥

অর্দ্ধ পরিস্ফুট, দন্ত পঙ্‌ক্তি আর অর্দ্ধ পরিস্ফুট কথা। আশ্চর্য স্বরূপে প্রতিভাত হৈল, মাতারও ঠাক্রি তথা॥১১৮

ঈশীথাঃ কিং জগত্যামোম্বদ্ধ্ন্ পাস্যসি নঃ কিমোম্।
ইত্যাদি মাতৃসুতয়োঃ সম্বাদবদভূদিহ॥

মাতা পুছে বাপ, কৃষ্ণ তুমি কিবা, সমর্থ হইবে ভবে। ওম্ কহি পুত্র, নির্বাক হইল, কিছু না কহিল তবে॥ মাতা পুছে বাপ, তুমি কি পারিবে, রাখিতে আত্মীয় গণে। ওম্ কহি পুত্র, নির্বাক হইয়া, রহিল সেইত ক্ষণে॥ হেন মতে বাক্য, শিক্ষণ বিষয়ে, মাতা পুত্রে অনিবার। হইতে লাগিল প্রশ্নোত্তর রূপে, নানা বাক্য ব্যবহার॥১১৯

অজ্ঞাতবাচং শুকবৎ পঠন্তং, বিশেষপৃচ্ছাকৃতি তর্জনীকম্।
ধাত্রীজনাধ্যাপিতবাক্‌প্রচারং, ব্রজস্য ভাগ্যং পরিতঃ স্মরামি॥

অজ্ঞাত বচন, শুক পক্ষী সম, যে করিত উচ্চারণ। বিশেষ জিজ্ঞাসা, করিলে করিত, তর্জনী যে উত্তোলন॥ ধাত্রীগণ যারে, বাক্য অধ্যয়ন, করাইত যত্নভরে। ব্রজের সৌভাগ্য, সেই কৃষ্ণে করি, স্মরণ হর্ষিতান্তরে॥

নামগ্রাহং তদা প্রাহ রামঃকৃষ্ণং শনৈঃ শনৈঃ।
কৃষ্ণোরামমথার্য্যেতি মাতৃণাং পরিশিক্ষয়া॥

জননী গণের, শিক্ষাতে তখন, বলরাম ধীরে ধীরে। নামোল্লেখ করি, ডাকিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণে মধুর স্বরে॥ কৃষ্ণও তদ্রূপ, মৃদু স্বরে জ্যেষ্ঠে সম্বোধন করি। ডাকিতে লাগিল, শিক্ষণানুসারে, আর্য এই নাম ধরি॥১২১

পৃচ্ছন্ত্যা বৃদ্ধয়াঙ্গানি যদা কিমপি পৃচ্ছ্যতে।
তদাম্বাশিক্ষয়া বালঃ স তাং মুহুরতাড়য়ৎ॥

বদন তোমার, কহ কোন্ হয়, নয়ন বা কোন্ কহ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, জানি বার তরে, পুছে যদি বৃদ্ধা কেহ॥ সেই সেই অঙ্গে হস্তার্পণ করি, মাতার শিক্ষানুসারে। উত্যক্ত করয়ে, সেইত বৃদ্ধারে, দেখাইয়া বারে বারে॥ কিছু কাল গত হৈলে ভ্রাতা দুইজন। করিতে লাগিল পরস্পর আলাপন॥১২২

আগচ্ছ খেলাং গচ্ছাব মাতা কোপং করিষ্যতি।
নস্তিকুর্য্যাদিতি বালেতৌ কৃষ্ণ-রামৌ সমূচতুঃ॥১২৩

এক ভাই কহে, আইসহ খেলিব, অন্য কহে মোর মাতা। ক্রোধ প্রকাশিবে, অন্য কহে ক্রোধ, না করিবে শুন কথা॥ হেন মতে রাম, কৃষ্ণ দুই ভাই, করয়ে বাদানুবাদ। মাতা পিতা সহ, ব্রজবাসী সবে, করে সে মাধুর্যাস্বাদ॥১২৪

দংষ্ট্রা ধিৎসন্তি দংষ্ট্রিণঃ ফণিপতেরন্তং ফণাং শৃঙ্গিণঃ।
শৃঙ্গং প্রজ্বলদর্চিষং হুতভুজঃ কোটিঞ্চ খড়্গাদিনঃ।

ইত্থং ভ্রাতৃযুগং নিবর্ত্তিতমপি প্রাগল্‌ভ্যমেবাসদ-
ন্মাত্রোস্তেন সমস্তবিস্মৃতি রভূদ্‌গেহেপি দেহেঽপি চ॥১২৫

দন্তব প্রাণীর, ভয়াবহ দন্ত, ফণিফণা সমুন্নত। বিষাণ বিশিষ্ট, প্রাণীর বিষাণ, বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত॥ খড়্‌গাদি বিবিধ, অস্ত্রের তীক্ষাগ্র, এই মত ভয়াবহ। বস্তু ধরিবারে, দুই ভাই সদা, করয়ে পরমাগ্রহ॥ এতেক দর্শনে, মাতৃদ্বয় দ্বারে, হইয়াও নিবারিত। বিপদ সঙ্কুল, কার্যে দোহে করে, প্রগল্‌ভতা বিস্তারিত॥ সেইত প্রগল্‌ভে, জননী দোহার, বিভ্রান্ত হইয়া মতি। বিশ্ব কিবা কথা, গেহে ও দেহে ও, নাহিক রহয়ে স্মৃতি।

দূরমঞ্চ ন হি চঞ্চল! স্ফুটং তত্র কোঽপি রবিবর্ত্তি ভীষণঃ।
এবমেব জননীগিরা পুনস্তৎকৃতে কুতুকিতাং দধে শিশুঃ॥১২৬

ওরে রে চঞ্চল, এস্থান হইতে, নাহিক যাইও দূরে। দূরে কিন্তু বাপ, ভীষণ দর্শন, কোন জন্তু বাস করে॥ মাতার এহেন, বচন শ্রবণে, কাপট্য প্রকট করি। জননীরে গৃহে, পাঠাইয়া দূরে, চলিল বালক হরি॥

শিশুনা ভীমগ্রহণে স্থানে, মাতুর্ভয়ং যতো মাতা।
কবয়স্ত্বিদমনুমিমতে তেজস্বিত্বস্য বীজং তৎ॥১২৭

বালক যদ্যপি, ভয়ানক কোন, পদার্থ গ্রহণ করে। যেহেতু সে মাতা, এই হেতু তার, হৃদয় কাঁপয়ে ওরে॥ তাদৃশ ভয়দ, বস্তুর গ্রহণ তেজস্বিতা মূল হয়। হেন অনুমান, করে লীলা হেরি, তথ্যাভিজ্ঞ সমুদয়॥

দংষ্ট্রাদিকং স্পৃটতি যৎ খলু তীব্রভাবং ভ্রাতৃদ্বয়ং তদপি গচ্ছতি সৌম্যরীতিম্।
অত্রানুমানবিদুরা নিরনৈষুরেতদ্, যুগ্মং ভবিষ্যতি সদা কিল নাশনায়॥১২৮

দ্রংষ্ট্রীগণ যদি, দ্রংষ্ট্রা বিস্তারিয়া, ভীষণ আকৃতি ধরে। ভ্রাতৃদ্বয় তবে, সাতিশয় সৌম্য, স্বভাব ধারণ করে॥ অনুমানাভিজ্ঞ, বুধগণ কহে, নিশ্চয় এতেক হেরি। এই দুইজন, লইবে নিশ্চিত, বকাদির প্রাণ হরি॥ উভয় ভ্রাতার তবে প্রাকৃতের মত। জননী বঞ্চন বুদ্ধি হইল উদগত॥ যেই যেই স্থানে দোঁহে করিত সংস্থিতি। কহিত জননী সেথা সেথা দোহা প্রতি॥ রে রে রে চঞ্চল সেথা কভুনা যাইও। কভুনা যাইও সেথা কভুনা যাইও॥ শুনিয়া এহেন বাক্য কপটতা ভরে। সহাস্যে মাতারে পাঠাইয়া গৃহান্তরে॥ আপন অভীষ্ট স্থানে করিয়া গমন। স্বেচ্ছামত ভ্রাতৃদ্বয় করিত ক্রীড়ন॥ যদ্যপিহ উভয়ের বয়ো ছিল স্বল্প। বুঝিতে তথাপি নাহি দোঁহে ছিল অল্প॥ কোন স্থানে ক্রীড়নার্থে করিলে গমন। লুক্কায়িত হইয়া রহিত দুইজন॥ না হইত দেখিতে সক্ষম অন্য কেহ। দেখিলেও গোপন করিত নিজ দেহ॥ অতএব দুই ভাই কোথা লুকাইল। হেন তথ্য কেহ নাহি বুঝিতে পারিল॥ মাতা তবে উভয়ের ক্রীড়নে গমন। চতুর্দ্দিক হৈতে পথ করি আবরণ॥ নিযুক্ত করিয়া সতর্কিত ধাত্রীগণে। ধরিত পলায়মান শিশু দুইজনে॥ পুত্রদ্বয়ে কভু কভু হেরি রুদ্যমান। কভু কভু হেরি

অতি হসিত বয়ান॥ মাতৃদ্বয় গৃহমধ্যে আনিয়া দোহারে। তৈলাদি মর্দন করি যত্ন সহকারে॥ স্নানান্তে করিয়া বেশভূষণে সজ্জিত। করাইত স্তন্যপান দোহে ইচ্ছামত॥ তবেত শায়িত করি শয্যার উপর। করিত পরমানন্দ ভোগ নিরন্তর॥ সভাসদগণ শুনি এতেক বর্ণন। করিল পরমানন্দে হাস্য সেইক্ষণ॥ ব্রজরাজ কুলঙ্কর কিশোর প্রবর। কৃষ্ণচন্দ্র অগ্রজের সঙ্গে অতঃপর॥ মুখপদ্ম ফুল্ল করি মৃদু হাস্য ভরে। সবাকার নেত্রোৎসব রচিল অচিরে॥ এইবাক্য করিবারে সুষ্ঠু সমাপন। কহিতে লাগিল স্নিগ্ধকণ্ঠ সেইক্ষণ॥১২৯-১৩৩

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোপাধিনায়ক। বাল্যবলিত-চাপল্যাদপি যো মুনিমোহনঃ॥

ওহে গোপরাজ, এহেন তনয়, জন্মিল তোমার ঘরে। বাল্যলীলা যার, চাপল্য বশতঃ মুনিরেও মুগ্ধ করে॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ মুখে অতঃপর সেইক্ষণ। কৃষ্ণলীলা শুভকথা হৈল সমাপন॥ মঙ্গল চরিত্রময় ব্রজেশ তখন। মহানন্দে পূর্ব পূর্ব দিনের মতন॥ কথক দোহারে নানা উপহার দিয়া। নিজ নিজ বাস গৃহে দিল পাঠাইয়া॥১৩৫

ইতি গোপালচম্পূমনু বিশঙ্কটশকটবিঘট্টনাদিবিচিত্র বালচরিত্রং নাম ষষ্ঠং পূরণম্॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধাগর্ব হর॥ হৃদয়াধিদেব শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

সপ্তমং পূরণম্ * তৃণাবর্ত্তবধ মৃত্তক্ষণাদি কথা॥

অন্য দিবসের মত পরদিন প্রাতে। সাতিশয় সুসজ্জিত মনোজ্ঞ সভাতে॥ মধুকণ্ঠ কহে ওহে স্নিগ্ধকণ্ঠ ভাই। অন্য লীলা কহি তুমি শুনহ এখাই॥ আপন হৃদয় পরিবর্ত্তন করহ। এ মোর বর্ণনে এবে মনোযোগ দেহ॥ পুত্র যদি তবে এক বৎসরের হইল। ভাদ্রে সর্বগুণ যুক্ত জন্মতিথি আইল॥ শ্রীগর্গমুনির উপদেশ অনুসারে। জন্মতিথি পূজা হৈল মহোৎসব দ্বারে॥ করিয়া প্রশস্ত স্বস্তি বাচনাদি সব। ব্রজরাজ করিল অপূর্ব মহোৎসব॥১

বেদৈর্বাদ্যৈঃ প্রগীতৈর্নটনপটিমভিঃ শ্রীলকৃষ্ণাভিষেকৈঃ,
সপ্রীত্যাদানদানৈঃ সুখজ-কলকলৈর্ধন্যবিজ্ঞপ্রয়োগৈঃ।
ষট্তিল্যাদিপ্রকারৈর্দগুরু-রস-ধান্যাদিভব্যাভিমর্শৈ
সংখ্যাহীনাং প্রমোকৈরজনি জনিতিথিভোজ্যভোগ্য-প্রশস্তা॥২

যজ্ঞীয় মণ্ডপে, বিপ্রগণ করে, সমস্বরে বেদপাঠ। খঞ্জবাদ্য গীতে, নটন চতুর, নটগণ করে নাট॥ নন্দ ভূপতির, প্রীতিময় দান, উপঢৌকনের রাশি। বিপ্র আর গুণী, জনগণ সবে, গ্রহণ করয়ে আসি॥ অন্তঃপুরে আর, বাহির প্রাঙ্গণে, আপ্লুত জনতা সুখে। কলকল নাদ, উঠি অবিরত, সবারে ভাসায় সুখে॥ মন্ত্র বিজ্ঞগণ, মন্ত্রপূত করি, কৃষ্ণতিল শুদ্ধাচারে। ষটতিলের কার্য, করে সম্পাদন, বিধিশাস্ত্র অনুসারে॥ তিলে উদ্বর্তন, তিল জলে স্নান, তিল দ্বারে হোম আর।

তিল দান তিল ভোজন বপন, কার্য এই ষট্প্রকার॥ সমাপিয়া তিলকার্য বিপ্রগণ, মঙ্গল বচন পড়ি। ধান্য দূর্বাগুরু, মৃত্তিকাদিযুক্ত, প্রশস্তি ভাজন ধরি॥ কৃষ্ণের সর্বাঙ্গে স্পর্শ করাইল, শুভ অভিষেক দিনে। ভূরি ভোজ্যসহ, মৎস্যদান কৈল, মৎস্যভোজী বিপ্রগণে॥ দধি দুগ্ধ ছানা, লাড্ডুক মিষ্টান্ন, খাইল জনতা সব। সমাপ্ত হইল, ভোগ্যবস্তুপূর্ণ, জন্মতিথি মহোৎসব॥

ক্রমেণ বৃদ্ধির্বর্ষাণাং যথা নন্দাত্ম-জন্মনঃ।
তথা তৎপর্বণোঽপ্যাসীৎ স্ফুটং যদভিদা দ্বয়োঃ॥

নন্দ নন্দনের, বয়স ক্রমশ, বাড়িতে লাগিল যত। জন্ম মহোৎসব, বাড়িতে লাগিল, সেইমত ক্রমাগত॥ বয়োবৃদ্ধি সঙ্গে, জন্মোৎসব যেন, অভিন্ন স্বরূপ হৈল। হোড় করি দোহে চিরবৃদ্ধি তরে, যেন বা মনস্থ কৈল॥৩

কৃষ্ণ ভোজনমন্নং বৎ কৃষ্ণাচ্ছাদনমংশুকম্।
তন্নাম্না প্রচারোঽভূত্তস্য তস্য ব্রজে ততঃ॥

ব্রজে কৃষ্ণ ভোগ্য, অন্ন আর কৃষ্ণ বসনাদি পরিধেয়। সতত যাহার, করয়ে প্রদান, তা সবার নাম ধেয়॥ প্রচারিত হৈল, লোক মুখে মুখে, সমস্ত ব্রজের মাঝ। উপনন্দ জায়া, অন্ন আর বস্ত্র, দেয় বৃষভানুরাজ॥ হেন মহানন্দে এক বর্ষ হৈল গত। কোন একদিনে তবে গৃহস্থিত যত॥ স্ত্রী পুরুষের গণ স্ব স্ব কার্য করে। যশোদা বসিল আসি অলিন্দ চত্বরে॥ নিজ ক্রোড়ে লৈঞা বাল গোপালে তখন। করিতে লাগিল মহা সোহাগে লালন॥৪-৫

মুখে মুখং লগয়তি চুম্বতি স্ম তদ্বৃথা কথাঃ কথয়তি স্মেন দুর্গমাঃ।
হসত্যথো হসতি চ তত্র বালকে ব্রজেশ্বরী সুখশতাসিক্তামগাৎ॥৬

পুত্রমুখে নিজ, মুখ দান করি, চুম্বন করিছে ঘন। অলীক বচন, কত বা কহিছে, ভুলাইতে শিশুমন॥ নিজে হাস্য করি, সে হাস্য দর্শনে, শিশুর হসিত করি। সুধামৃত শতধারে সিক্ত হৈল, তত্র মাতা ব্রজেশ্বরী॥ ইতি পূর্বে বৃন্দাবনে পূতনার আর। শকটাসুরের বধ শুনি চমৎকার॥ মতিভ্রংশ হৈঞা কংস দেবতার বৈরী। তৃণাবর্ত্ত অসুরে পাঠাইল ব্রজপুরী॥ অসুর উঠিয়া তবে সুউচ্চ গগনে। কৃষ্ণে হেরি মাতৃ কোলে চিন্তে মনে মনে॥ পূতনা শকটাসুরে যে কৈল নিধন। এই সেই শিশু নব মেঘের বরণ॥ বিশাল গৃহের অলিন্দের মধ্যস্থিত। মাতৃক্রোড়ে আছে শিশু হয় অনুমিত॥ অতএব প্রকম্পিত করিয়া সবারে। জননীর সহ এই অদ্ভুত শিশুরে॥ লইয়া আকাশ মার্গে করিব গমন। কিন্তু এক কথা অগ্রে করি বিবেচন॥ পূতনা নবীন দেহ ধারণ করিয়া। শকটে শকটাসুর আবিষ্ট হইয়া॥ শিশুরে ছলিতে দোহে বাসনা করিল। অবশেষে শিশু হস্তে মৃত্যু প্রাপ্ত হৈল॥ সে কারণে না ধরিয়া সেই দুই রূপ। ধরিয়া কুণ্ডলাকৃতি বাতের স্বরূপ॥ শিশুরে অদৃশ্য ভাবে করিব হরণ। তৃণাবর্ত্তাসুর হেন চিন্তে মনে মন॥ লীলা অবসরে সদা করয়ে সেবন। হেন যোগমায়া মনে

করিয়া চিন্তন॥ মাতৃকোল হৈতে কৃষ্ণে পৃথক করিতে। বৈভব স্বকীয় ব্যক্ত করিল ত্বরিতে॥ সেইত বৈভবে মাতা হইয়া অস্থির। নীলপদ্ম সম লঘু শিশুর শরীর॥ হেন ভার হৈল অন্যে নারিবে সহিতে। এত চিন্তি তাড়াতাড়ি রাখিল ভূমিতে॥ চিন্তিতে লাগিল তবে সুবিস্মিত মনে। জগতের অন্তর্যামী পুরুষ রতনে॥ ভীত হৈঞা মাতা উপদ্রব নাশিবারে। ব্যগ্র চিত্ত হৈ'ল আরাধিতে সে ঈশ্বরে॥ ঘূর্ণিত বায়ুর রূপ করিয়া ধারণ। তৃণাবর্ত্ত উপস্থিত হৈল সেইক্ষণ॥ গলরজ্জু সম করি শিশুরে বেষ্টন। শিশু সহ কৈল উর্দ্ধ গগনে গমন॥ কষ্টপ্রদ কঙ্করাদি সহ বৃষ্টি ধারে। লোষ্ট্রেও করিল নষ্ট সমান অচিরে॥ তাহে ব্রজধাম স্থিত জঙ্গম স্থাবর। সকল পদার্থ হইল সন্ত্রাসে কাতর॥৭-১০

তমেভিরাবৃতং সর্বং বহিরেব ন কেবলম্। জনানামন্তরপ্যাসীত্তৃণাবর্ত্তপ্রবর্ত্তনে॥

বাহ্য বস্তু মাত্র, অন্ধকারাচ্ছন্ন, না হইল বৃন্দাবনে। সবার মানস, আচ্ছাদিত হৈল, তৃণাবর্ত্ত প্রবর্ত্তনে॥ হেন মতে সে দুর্জন দ্বারে সেইক্ষণ। হইল উৎপাত প্রপীড়িত প্রাণীগণ॥ ব্রজবাসীগণ ভয়ে কম্পিত হইল। এহেন জল্পনা তবে করিতে লাগিল॥১১-১২

উৎসর্পৎকর্পরাদিঃ স-ঝর-ঝর-ঝরৎ-কারঝাৎ-কারগর্জ-
দ্বজ্রারাবঃ কুঠেষু প্রকটকটকটো বায়ুরায়ুর্বিলুম্পন্।
গোষ্ঠং কোষ্ঠঞ্চ ভিন্দন্নটতি বত হহা হন্ত! কিং তত্র বৃত্তং
যত্রাস্তে নন্দপুত্রঃ স কুবলয়দলী কোমলো লোলবালঃ॥১৩

সেইত প্রবল, ঝঞ্ঝা পরিপূর্ণ, বায়ু ব্রজধামে আসি। উৎক্ষিপ্ত করিয়া, চতুর্দিকে ক্ষুদ্র, খর্পরের খণ্ডরাশি। ঝর ঝর ঝরৎকার শব্দে আর, ঝঙ্কৃত গর্জন ভরে। বজ্রের নিনাদে, বধির করিল, প্রাণী মাত্রে ব্রজান্তরে॥ কট্ কট্ শব্দে, ভগ্ন বৃক্ষ রাজি, ভূতলে শয়ন কৈল। তা সবার আয়ু হরণ করিয়া, বায়ু প্রবাহিত হৈল॥ গৃহের মাঝারে, প্রবেশিয়া বায়ু, করিতে লাগিল নৃত্য। হায় হায় রব, সবার বদনে, শঙ্কিত সবার চিত্ত॥ কুবলয় দল, কোমল বিগ্রহ, চঞ্চল সে নন্দ পুত্র! কিবা হইল তার, কে কহিতে পারে, এবে কি ঘটিল তত্র॥ শ্রীমান ব্রজরাজ মন্দিরে তখন। যাহা হইল অবধান কর সর্বজন॥ যেই স্থানে ব্রজেশ্বরী তনয়ে রাখিল। উপদ্রব কালে তারে দেখিতে না পাইল॥ বৎস প্রতি স্নেহশীলা ধেনু হৈতে যার। চিত্ত হয় সাতিশয় স্নেহের আধার॥ সেই ব্রজেশ্বরী সর্বজ্ঞানহারা হইল। মূর্চ্ছিতা হইয়া দেবী ভূতলে পড়িল॥

উপদ্রবেঽস্মিন্নধিবন্ধধে সুতং তং তত্র নাপশ্যদসৌ ব্রজেশ্বরী।
গবাধিকস্নিগ্ধতরাপি যা তদা, বিচারলোপাদ্বলতে স্ম গোতুলাম্॥১৪

তৃণাবর্ত্তাসুর, বায়ু রূপ ধরি, উপদ্রব আরম্ভিল। সেইত সময়ে, ব্রজেশ্বরী নিজ, পুত্র প্রতি দৃষ্টি কৈল॥ যেথায় জননী, তনয়ে আপন, ইতি পূর্বে সংস্থাপিলা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষেপ, করি সেথা আর পুত্রে না দেখিতে পাইলা॥ বৎস প্রতি

স্নেহশীলা ধেনু হৈতে, অধিক যাহার স্নেহ। জ্ঞান হারাইয়া, মহীতুল্য স্তব্ধ হৈল ব্রজেশ্বরী দেহ॥১৫

উপপ্লবমরুৎপ্রবেঽভজতি তত্র পুত্রাস্থিতা
মবীক্ষ্য পশুপেশ্বরী বত! জগাম যাং ব্যগ্রতাম্।
হহা! বিগততর্ণকাবুধিতলোকভাষাদিকা
যদি স্ফুরতি নৈচিকী ক্বচন কাচিদূহেত তাম্॥১৫

উৎপাত স্বরূপ, বায়ুর প্রবাহ, ক্ষণেকে নিবৃত্ত হৈল। গোপেশ্বরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করি, পুত্রে না দেখিতে পাইল। হায় হায় বেই, ব্যাকুলতা প্রাপ্ত, হৈল পুত্রহারা মাতা। জ্ঞানশূন্য হৈঞা, বুঝিতে না পারে, তাহে পরিজন কথা॥ বৎসহারা নবপ্রসূতা ধেনুর, যে অবস্থা উপজয়। সেইত অবস্থা কৃষ্ণ জননীর, দেখা দিল সে সময়॥ সেইত সময়ে যশোদার আর তথা। আত্মীয় স্বজন চিত্তে উপজিয়া ব্যথা॥ সবার ক্রন্দন রোলে গগন ভরিল। গোকুলের সর্বলোক আকুল হইল॥ তাদৃশ কর্কশ উপদ্রব উপেক্ষিয়া। নন্দের মন্দিরে সবে আইল ধাইয়া॥ বারম্বার লোকসব আসিতে লাগিল। দুঃখের সাগরে সবে নিমগ্ন হইল॥১৬-১৭

তৃণাবর্ত্তহৃতে কৃষ্ণে মাতুর্ভারায়িতা তনুঃ।
তদীয়ানাং যথাসাসীদুভয়োঃ কথা ক্রটিঃ॥

তৃণাবর্তাসুর, হরিলে শ্রীকৃষ্ণে, জননীর তনু আর। অপর সবার, সংশয় হইল, প্রাণ আর তনুভার॥ অতঃপর নারীগণ কান্দিতে লাগিল। ইতর বিশেষ তাহে দৃষ্ট নাহি হৈল॥ পুত্র শোকে কান্দিতে কান্দিতে যশোমতী। সাক্ষেপ বচনে কহে রোহিণীর প্রতি॥ তুমি কি সান্ত্বনা দিয়া এ মোর পরাণ। ছাড়িবার পথে করিতেছ বাধা দান॥ তুমি তবে হৈলা মোর অনিষ্ট কারিণী। কি আর করিব আমি বোলহ রোহিণী॥ পুত্রে না হেরিয়া প্রাণ কেমনে ছাড়িব। কেমনে বা ব্রজরাজে মুখ দেখাইব॥ এতেক বিলাপ বাক্যে মাতা ব্রজেশ্বরী। মরণ পর্যন্ত দশা তবে অনুসরি॥ করিল অশেষ রূপে যেই বিলাপন। স্মরণ করিলে চিত্ত মৃতের মতন॥ দ্রবীভূত হয় তবে কেমন প্রকারে। সেই কথা বর্ণনা করিব সবিস্তারে॥ তেই অতি বাহুল্যের নাহি প্রয়োজন। এত কহি দুঃখভরে বৈবশ্য আপন। অপরের বৈবশ্যতা তথা শঙ্কা করি। কহিতে লাগিল মধুকণ্ঠ ধৈর্য ধরি॥ সুজাত সেইত শ্রীমান নন্দের কুমার। গগনে হইলে নীত পিতা মাতা তার॥ আত্মীয় স্বজন দুঃখ সমুদ্রে ডুবিল। তবে শীঘ্র অনুকূল কূল দেখা দিল॥ বালক স্বভাব সেই বলরামানুজ। প্রসারিত করিয়া আপন দুইভুজ॥ গাঢ় ভাবে কণ্ঠদেশ নিপীড়ন কৈল। অসহ্য ব্যথাতে দৈত্য পীড়িত হইল॥ কৃষ্ণবাহু বরুণের নাগপাশ সম। ভাবিল দানব কষ্টদায়ক বিষম॥১৮-২১

ভুজাপীড়নবত্তস্য ভারশ্চ ববৃধে শিশোঃ। বোঢ়ুং ত্যক্তুঞ্চ রোদ্ধুঞ্চ নাশকদ্দানবাধমঃ॥

বাহুদ্বয়ে সেই, পীড়িত দৈত্যের, পীড়া বৃদ্ধি হৈল যথা। বালকের ভার,

বাড়িতে লাগিল, ক্রমশ ক্রমশ তথা ॥ বহিতে না পারে, না পারে ছাড়িতে, শিশু যেন যমোপম। নিরোধ করিতে, অসমর্থ হৈল, সেইত দানবাধম ॥২২

তদা চ মাল্যহরতানর্হাবস্থেন চামুনা। স ভারহরতাং প্রাপ্তঃ স্বপ্রাণহরতাং গতঃ ॥

পুষ্পমাল্য ভার, বহিতে না পারে, এহেন নিতান্ত শিশু। তার ভারে হৈঞা, প্রপীড়িত তনু, অসুর ছাড়িল তনু ॥২৩

মাল্যবুদ্ধ্যাহিকল্লোমপটভ্রান্ত্যা তমৃক্ষবৎ। কৃষ্ণোঽধবেষ্টদাত্মাঙ্গং বাতূলঃ কথমুজ্ঝতু ॥

সর্পে মাল্য ভ্রমকারীজনে যথা, সর্পেই বেষ্টন করে। ভল্লুকে কম্বল, ভ্রমকারী জনে ভল্লুকে বেড়িয়া ধরে॥ তেমতি নিতান্ত, শিশুভ্রমকারী, সেই তৃণাবর্ত্তাসুরে। বেষ্টন করিয়া, ধরিল শ্রীকৃষ্ণ আপনার অঙ্গ দ্বারে॥ প্রাকৃত ভাবিয়া, বালক শ্রীকৃষ্ণে নিধন রহুক দূর। কেমনে তাহারে করিবে বর্জন বাতুল সে বাত্যাসুর ॥২৪

তৃণাবৃর্ত্তে রুদ্ধকণ্ঠে তচ্ছ্বাসা রুদ্ধতাং গতাঃ।
তদৈব চ বহির্বাতাস্তৎ কিং তস্য ত এব তে ॥২৫

তৃণাবর্ত্তাসুর, রুদ্ধকণ্ঠ হৈলে, নিঃশ্বাস পবন আর। প্রাণ বায়ু সঙ্গে, নিরুদ্ধ হইয়া, মরণ ঘটিল তার॥ সেই কালে ব্রজে, যেই ঝঞ্ঝারূপ, বায়ু প্রবাহিত হৈল। অসুরের শ্বাস, বায়ু বাহিরিয়া, কিবা সে অনর্থ কৈল॥ অনাবৃত গগন হইতে প্রথমতঃ। হইয়া প্রস্তরখণ্ড ভূতলে পতিত॥ নন্দের বিশাল বহিঃপ্রাঙ্গন মাঝার। অসুরের মৃত্যুশয্যা করিল বিস্তার॥ মহা শব্দে ঘোষ পল্লী করিয়া বধির। পড়িল অসুর তাহে বিশাল শরীর॥ অমূর্ত্তক হইলেও অসুরের দেহ। তথাপি বিশীর্ণ রূপে দৃষ্ট হৈল সেহ॥ তৎপতন শব্দ শুনি গোপ বধূগণ। কহিতে লাগিল সমস্বরে সেইক্ষণ ॥২৫-২৬

কিমিদং কিমিদং পপাত কস্মাদিতি পরিবক্রুরুপেত্য গোপরামাঃ।
চকিতাঃ পুরতো নিরীক্ষ্য বক্ষস্তদুপরি বালহরিঞ্চ মৃগ্যমানম্ ॥২৭

এহোকি এহোকি, কোথা হৈতে এহো, ব্রজের মাঝারে আইল। এত কহি ব্রজবধূগণ মৃত শরীর বেষ্টিত কৈল। মৃগ্যমান সেই, বালক হরিরে, মৃত দৈত্য বক্ষোপরি। সম্মুখে হেরিয়া, ভয়ে চমৎকৃত, হৈল সব ব্রজনারী॥

দনুজহৃতমনর্ঘ্যবিবর্ত্তিতাঙ্কং শিশুমথ বীক্ষ্য নিরীক্ষমাণনেত্রম্।
তদুপরি সহসা নিধায় সত্তামযুগপজহ্রুরমূর্দ্ধা জলন্যাম্ ॥২৮

নন্দনন্দন, তৃণাবর্ত্তাসুর, অত্যন্ত উদ্ভ্রান্ত নেত্র। পড়িয়া আছয়, বহিঃ গোষ্ঠাঙ্গনে, বিচূর্ণ বিশাল গাত্র॥ সহসা নয়ন, যুগল চালনে, চৌদিকে সবারে হেরি। তদ্রূপে শিশু, আছে উপবিষ্ট, সে দানব বক্ষোপরি॥ গোপবধূগণ, এতেক হেরিয়া, পরম আনন্দ ভরে। শিশুরে লইয়া, ত্বরিতে অর্পণ, করিল মাতার ক্রোড়ে॥ অরবৎ কিছু ভবে কহি বধূগণ। পুনঃ কৈল মাতার চৈতন্য সম্পাদন॥ মৃত্যুতুল্য মাতা হৈঞা দেবী যদি নয়ন মেলিল। তার প্রতি বধূগণ কহিতে লাগিল॥

মৃত্যুর্মৃতো মৃত্যুহৃতস্য জীবিতস্তদেতমাদৎস্ব তনূজবৎসলে।
ইত্যুক্তিমন্ত্রান্বিতবালকৌষধং বিন্যস্ততাং প্রত্যুদজীজিবন্নমূঃ ॥২৯-৩০

হে পুত্র বৎসলে, মৃত্যুর স্বরূপ, অসুরের মৃত্যু হৈল। মৃত্যু আসি যারে, হরণ করিল, সে শিশু পরাণ পাইল॥ হেন বাক্য হৈল, মন্ত্রের স্বরূপ, ঔষধ স্বরূপ শিশু। পুত্রহারা মৃতকল্প ব্রজেশ্বরী, ফিরিয়া পাইল অসু॥

শিশুমুপসদ্য যশোদা, দনুজহৃতং দ্রাক্ চিচেত দীনাপি।
বর্ষাজলমুপলভ্য, প্রাণিতি জাতির্যথেন্দ্রগোপানাম্ ॥৩১

ইন্দ্রগোপনামে, কীটগণ গ্রীষ্মে, মৃতপ্রায় হৈঞা রয়। আষাঢ়ে যেমতি, বর্ষার সলিল, পাইয়া জীবিত হয়॥ দনুজাপহৃত, তনয়ে তেমতি, ক্রোড় মধ্যে লাভ করি। ত্বরিতে চৈতন্য লভিল তেমতি, মৃত কল্পা ব্রজেশ্বরী॥

অথাগমন্ ব্রজপতিসঙ্গতা জনাঃ, সবিস্ময়ং সভয়মদভ্রসম্ভ্রমম্।
গৃহান্তরব্রজনবিচারণাহন্যদা ন তর্হ্যভুদ্যদভবদেকভাবতা ॥৩২

নন্দ মহারাজ, সহ সমীপস্থ, জনগণ ত্বরা করি। সভয় বিস্ময়ে, ধাইয়া আইল, সেই স্থানে আগুসরি॥ সবাকার চিত্ত, সমভাব হেতু, বিমূঢ় হইয়া তথা। পাসরিল সবে, পুনঃ নিজ গৃহে, প্রত্যাবর্ত্তনের কথা॥

পশ্যন্নপি তৃণাবর্ত্তমপশ্যন্নিতি তং জনঃ। কৃষ্ণমেবাগমদ্দ্রষ্টুং তৎপ্রেমা হ্যদ্ভুতাদিজিৎ॥

সবার হৃদয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, সাতিশয় নিষ্ঠ ছিল। তেই তৃণাবর্ত্তে, দেখিয়াও কেহ, দেখিতে নাহিক পাইল॥ কৃষ্ণে দেখিবারে, উদ্বিগ্ন হইয়া, আইল লোক সমুদয়। কৃষ্ণ নিষ্ঠ প্রেম, অদ্ভুতাদি ভাবে করে সর্ব চিত্তজয় ॥৩৩

স্পৃষ্টঃ কম্প্রেণ হস্তেন দৃষ্টঃ সাস্রেণ চক্ষুষা। পিত্রাথ মাতুরুৎসঙ্গাদক্রিয়া শিশুরাদদে॥

রক্ষক সে পিতা, হেরিয়া শিশুরে, সাশ্রু নেত্রে দুঃখ ভরে। মাতৃক্রোড় হৈতে, তুলিয়া লইল শিশুরে কম্পিত করে॥ রাক্ষসের স্পর্শে শিশুদেহ ক্ষত হৈল। শঙ্কা করি মাতৃগণ দেখিতে লাগিল ॥৩৪

নিরীক্ষিতাবয়বগণোঽপি মাতৃভির্বিলোকিতঃ স তু জনকেন কৃৎস্নশঃ।
মমেতি ধীঃ পৃথুমমতাস্পদং দৃশা স্বয়াপরং ন তু পরয়া পরীক্ষ্যতে ॥৩৫

রাক্ষসের স্পর্শে, বালকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ক্ষত হৈল। এহেন শঙ্কাতে, জননীর গণ, সর্বাঙ্গে পরীক্ষা কৈল॥ তথাপি অস্থির, হৃদয়জনক, সুস্থির করিতে মন। করিতে লাগিল, পুনশ্চ শিশুর, সবদেহ নিরীক্ষণ॥ মম ইত্যাকার, বুদ্ধি যার নিজে, না হেরিলে পর নেত্রে। পরীক্ষা করিয়া, তৃপ্ত নাহি হয়, অতি মমতার ক্ষেত্রে॥ অতঃপর পরহিতকারী ব্যক্তিগণ। কৃষ্ণ তরে সদা ব্যগ্র যা সবার মন॥ তারা সবে বৃষভানুরাজ পুরঃসর। কহিতে লাগিল হেন কথা পরস্পর ॥৩৬

ক্বায়ং হতস্তীব্রবলঃ পলাশনঃ ক ভীর্ণবান্ সোঽয়মতীব বালকঃ।
কিম্বা স্বপাপেন বিহিংসতে খলঃ সাধুঃ সমত্বেন ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ॥৩৭

কোথা মাংসভোজী, নিহত দানব, তীব্র বলশালী দেহ। দৈত্য মুখার্ণবে,

উত্তীর্ণ কোথা বা, কোমল বালক এহ ॥ কিংবা খলজন, বিনিহত হয়, আপনার পাপ ভরে। সমতার গুণে, সাধুজন সদা, সর্ববিধ ভয়ে তরে ॥ কিংবা মো সবার এই যোগ্য ভাগ্য হয়। তার ফলে শিশু মুক্তি লভিল নিশ্চয় ॥৩৮

কিং নস্তপঃ পূর্ত্তমশেষসৌহৃদং দত্তং যথেষ্টং হরি-তৃপ্তয়েঽজনি।

রক্ষোগৃহীতঃ পুনরেষ বালকঃ স্বয়ং সবন্ধূন্ সুখয়ন্ যদাগতঃ ॥৩৯

পূর্ব জন্মে কোন, অশেষ সৌহার্দ্য, ইষ্টাপূর্ত্ত তপো দান। শ্রীহরির প্রীতি, উৎপন্নের তরে, কৈনু মোরা অনুষ্ঠান ॥ যার পুণ্যে এই, নিতান্ত বালক, রাক্ষসে হইয়া নীত। নিজ বন্ধুগণে, সুখ দিতে পুনঃ, হৈল আসি উপনীত ॥

সমস্তার্থকরী বিষ্ণুভক্তিঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজেশ্বরে। দৃশ্যতাং মৃশ্যতামন্যৎ কিং বা বালকমঙ্গলম্ ॥

নিখিল মঙ্গল বিধায়িনী বিষ্ণু, ভক্তি শোভে ব্রজেশ্বরে। দেখহ চিন্তহ, শিশুর মঙ্গল, করিতে অন্যে কি পারে ॥৪০

সর্বদা ক্রমতে যস্যবুদ্ধিঃ সদ্ভক্তয়ে হরেঃ। স সদা ক্রমতে তস্য লক্ষ্মীশ্চ ক্রমতেতরাম্ ॥

হরিপাদ পদ্মে, সদ্ভক্তি লভিতে, নিত্য যার ব্যগ্রমতি। হরি সদা তারে, প্রসন্ন লক্ষ্মীও, বৃদ্ধি পায় নিতি নিতি ॥ ত্রিদিবে রহিয়া সেইকালে দেবগণ। উৎপ্রেক্ষার সঙ্গে করে সে লীলা দর্শন ॥৪১

বালোঽয়ং ন পরিচিনোম্যভদ্র-ভদ্রং, যঃ ক্রোড়ে কলয়তি তদ্গলং দদামি।

তেন ত্বং যদি মরণং প্রয়াসি কঃ স্বিদ্দোষঃ স্যান্মম তমথ ত্বমেব জল্প ॥৪২

উৎপ্রেক্ষাবশতঃ, কৃষ্ণের বচন, কহিয়া আপনি তর্বে। করিতে লাগিল, কথোপকথন, ত্রিদিব নিবাসী সবে ॥ আমি ত বালক, ভদ্রাভদ্র মোর, কিছুই নাহিক জ্ঞান। যেবা মোরে ক্রোড়ে, করে তার গলে, করি আমি হস্ত দান ॥ তাহে যদি তুমি, হও মৃত্যু প্রাপ্ত, তবেত কি মোর দোষ। বিচার করিয়া, চিত্তে আপনার, মানহ সম্যক তোষ ॥ তবেত প্রাচীন আর অর্বাচীন যত। আভীরের গণ তত্র ছিল সমাগত ॥ তার মধ্যে বীরগণ মন্ত্রণা করিল। এই গোষ্ঠে দুই শিশু যেই না রইল ॥ তেই না হরিতে দুষ্ট অসুর আসিল। অসুরের ক্রীড়াভূমি এই গোষ্ঠ হৈল ॥ অতএব গৃহমধ্যে এই শিশু দ্বয়ে। রক্ষণ কর্তব্য মধ্যে পরিগণ্য হয়ে ॥ মাতৃসম গোপীগণ শঙ্কিত হইয়া। নানা ক্রীড়নক দানে ক্রীড়া করাইয়া ॥ শঙ্কাপূর্ণ তবেত দিবস কতিপয়। রাখিল আবদ্ধ করি দোহে সে সময় ॥ বালক বালিকা কুল পালিকার গণ। আসিয়া সে বাল্যকেলি করিত দর্শন ॥ গৃহমধ্যে দুইভাই সানন্দে বিহরে। হেরিয়া সবার চিত্তে আনন্দ না ধরে ॥

ক্রীড়নানি বিবিধানি তং সদা, দর্শয়ন্তি চ মুদা হসন্তি চ।

খেলয়ন্তি চ বলেন তা ইতি, স্বান্তরে পরমমূ অরক্ষিষুঃ ॥৪৫

ভ্রাতৃদ্বয়ে সদা, গৃহে সমাগত, নিজ পরিজন গণ। দেখাইত নানাবিধ-ক্রীড়নক, হাস্যভরে অনুক্ষণ ॥ বলরাম সঙ্গে, করাইল খেলা, সেইত স্বজন সবে। গৃহমধ্যে রক্ষা করিত সযত্নে সেই শিশুদ্বয়ে তবে ॥

বলেন সমমন্যোন্যং প্রাবল্যং দর্শয়ন্নিব। ঊর্দ্ধাধোভাবমাসাদ্য সর্বা হাসয়তি স্ম সঃ ॥

নিজ শক্তি কৃষ্ণ, দেখাইতে যেন, অন্যান্য বালক সঙ্গে। উপর্যধোভাবে, অবস্থান করি, হাসাইত সবে রঙ্গে ॥৪৬

মাতৄণামগ্রতো বাহূ বিক্ষিপন্ ধাবতি স্ম সঃ।

দর্শয়ন্নিব তেজঃ স্বং হসন্ পাতে রুরোদ চ ॥৪৭

মাতৃগণ ঠাঞি, বাহুক্ষেপ করে, যেন তেজ দেখাইতে। ধায় হাস্য করি, কান্দয়ে বালক, ভূমে পড়ি কদাচিতে ॥

বলংবা জ্ঞানংবা কিয়দভবদস্যেতি বিমৃশন্।

যদা গোপীসঙ্ঘঃ কিমপি মুহুরানেতুমদিশৎ ॥

তদা শক্তিং ব্যঞ্জন্ ক্বচ পুনরশক্তিং ক্বচ শিশুঃ।

স পশ্যংস্তদ্বক্ত্রং হসতি চ পুরো হাসয়তি চ ॥৪৮

শিশুর কত বা, শক্তি কিবা জ্ঞান, হৈল জানিবার তরে। গোপীগণ যবে, আদেশ করিত, কোন দ্রব্য আনিবারে ॥ কি নাম ইহার, কোথা বা আছয়, শীঘ্র কর আনয়ন। হেন আজ্ঞা যদি, করিত শিশুরে, বারম্বার গোপীগণ ॥ শিশু তবে কভু, শকতি প্রকাশ করিত দ্রব্যাদি আনি। কভু বা দ্রব্যাদি নাহিক আনিত, নিজেরে অবশ মানি ॥ সম্মুখে যাইয়া দেখাইয়া মুখ, তা সবারো মুখ হেরি। আপনি হাসিয়া, হাসাইত সবে, কপট বালক হরি ॥

নামাদেশং যদা মাতা দিশতে নয়নাদিকম্।

কৃষ্ণশ্চকুরুতে বাঢ়ংচক্রে তস্যা ন কিং তদা।

নাম লৈঞা মাতা, যশোমতি যদি, কোন দ্রব্য আনিবারে। আদেশ করিত আপন শিশুর, জ্ঞান শক্তি বুঝিবারে ॥ আচ্ছা কহিয়া, তুরিতে সেইত, দ্রব্য আনয়ন করি। কতনা আনন্দ, বিস্তর করিত মাতার অন্তরে হরি ॥৪৯

রুদন্তমিন্দবে মন্থ-গর্গর্য্যাং প্রতিরূপিণে। পিণ্ডেন নাবনীতেন বৃদ্ধাগর্দ্ধয়তার্ভকম্ ॥

মন্থন ভাণ্ডের, সুচিক্কণ গাত্রে, চন্দ্র প্রতিবিম্ব হেরি। চন্দ্র লইবারে, একদা ক্রন্দন, করিল বালক হরি ॥ নবনীত পিণ্ড, তবেত কোনও বৃদ্ধা গোপী দেখাইয়া। প্রলুব্ধ করিল, রুদ্যমান সেই, অবোধ শিশুর হিয়া ॥৫০

স্বস্যস্বল্পাপ হারেঽপি চক্রন্দ মণিহারবৎ। কৃত্বান্যমণিহানিঞ্চ প্রাহসীদ্বালকৃষ্ণকঃ ॥

স্বীয় ক্রীড়নক, দ্রব্য মাঝে যদি, কপর্দকো কেহ হরে। তবেত বালক, মণি হারাইল, বলিয়া ক্রন্দন করে ॥ তবেত হরিয়া, অপরের মণি, বাল্য লীলা খেলা তৃষ্ণ। মনের আনন্দে, উচ্চ হাস্য ধ্বনি, করয়ে বালক কৃষ্ণ ॥৫১

নির্মঞ্ছনং তব ভজাম কুলেশ-বাল্য! বল্যাত্তিমোহন! বলানুজ নৃত্য নৃত্য।

ইত্যঙ্গনাভিরুদিতস্থি থি থি থি থীতি, হস্তেন তাল-বলয়েন হরির্ননর্ত্ত ॥৫২

হে ব্রজেশসুত, কুলেশ ললিত, রামানুজ হে মোহন। নাচহ নাচহ, মোরা গোপীগণ, করিব নির্মঞ্ছন ॥ হেন অনুরোধ, বধূগণ যদি, কৈল তবে হাস্য করি। থিথি থিতি করি করতাল বাদ্যে নাচিতে লাগিল হরি ॥

মাং নর্ত্তয়ত ভো বৃদ্ধা ইতি তাসাং পুরো গতঃ।
ভদ্রং নৃত্যসি ভদ্রস্ত্বমিতি স্তোত্রাম্ননর্ত্ত সঃ ॥৫৩

অয়ি বৃদ্ধাগণ এ মোরে নর্ত্তন করাহ একটি বার। এতেক কহিয়া করিত নর্ত্তন পুরোভাগে তা সবার ॥ উত্তম বালক তুমি নন্দলাল উত্তম তোমার নৃত্য। প্রশংসা শুনিয়া নাচিতে লাগিল বালক প্রসন্ন চিত্ত ॥৫৩

বিহসন্তীষু সর্বাসু সৌষ্ঠবাৎ প্রচ্যবাদপি।
নৃত্যন্ ব্রীড়িতবৎ কৃষ্ণো মাতুরঙ্কেঽপলায়ত ॥

দেখিয়া কৃষ্ণের নর্তন সৌষ্ঠব অথবা ভূতলোপরে। পতন হেরিয়া নারীগণ যদি হাসিত কৌতুক ভরে ॥ তবেত বালক নাচিতে নাচিতে অতীব লজ্জিত হৈঞা। পলায়ন করি মুখ লুকাইত জননীর ক্রোড়ে যাঞা ॥ নৃত্যকার্যে ক্ষণকাল বিরত হইয়া। সুন্দর বদন মাতৃক্রোড়ে লুকাইয়া ॥ স্তন্যপান আরম্ভিল শ্রীকৃষ্ণ যখন। ঈর্ষান্বিত হৈল তবে শ্রীরামের মন ॥ সে তবে যাঞা নিজ জননীর ক্রোড়ে। স্তন্য পান আরম্ভিল মহা হর্ষভরে ॥ খেলিতে খেলিতে এক সঙ্গে যেইক্ষণ। তন্দ্রাপ্রাপ্ত হইল বালক দুইজন ॥ মাতৃদ্বয় সেই স্থানে হৈঞা উপনীত। ধীরে ধীরে দোঁহে কৈল শয্যাতে শায়িত ॥ রাম সঙ্গে কৃষ্ণ করে এহেন বিহার। বাহিরে যাইতে সদা অভিলাষ তার ॥ ইহা জানি যোগমায়া লীলা পূর্তি তরে। আনুকূল্য বিস্তারিল সেবা অবসরে ॥৫৪-৫৭

একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভাবিনী। প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥

স্নেহ পরিপ্লুতা জননী একদা তনয়ে লইয়া ক্রোড়ে। বিগলিত স্তন্য করাইছে পান অতীব ভাবনা ভরে ॥৫৮

পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরং স্মিতম্। লালয়ন্তী মুখং বিশ্বং জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্ ॥

পুত্রের সহাস্য চারুমুখ মাতা লালন করয়ে সুখে। জৃম্ভনে হেরিল নিখিল ভুবন পীতপ্রায় শিশু মুখে ॥ এত হেরি যশোদার হৃদয় মাঝার। উপজিল ভয় সঙ্গে বিস্ময় অপার ॥ চিন্তাযুক্ত হৈঞা দেবী রহে নিরন্তর। তাহা দেখি পুছে তারে গোপের ঈশ্বর ॥ আমি যে অনিষ্ট ভয়ে শিশু দুইজনে। উপদেশ কৈনু রুদ্ধ রাখিতে ভবনে ॥ তাহা কি যথার্থ প্রতিপালিত হইল। শুনি যশোমতী তারে কহিতে লাগিল ॥ যথাযথ হৈল প্রতিপালিত আদেশ। কিন্তু এবে ব্যর্থ তাহা দেখি সবিশেষ ॥ নন্দ কহে হায় কিবা কহ ব্রজরাণি। ব্রজরাণী কহে আমি সত্য কহি বাণী ॥ ভ্রমণ নিষিদ্ধ হৈল ব্রজের মাঝার। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রহে বদনে তাহার ॥ মৃদু হাস্যে শিশু যবে করয়ে জৃম্ভণ। বিশ্বও বদনে তার করি দরশন ॥ শুনিয়া ব্রজেশ অতি বিস্মিত হইল। আপনার মনে যবে চিন্তিতে লাগিল ॥ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ এ বালক হয়। যুক্তিসহ এত চিন্তি নন্দ মৌন রয় ॥ ক্ষণকাল পরে নন্দ কহে রাণী প্রতি। স্বজন পালক ভক্ত বৎসল শ্রীপতি ॥ যে কার্য করিতে ইচ্ছা হয়েত তাহার। সাধিত হইবে সেই কার্য অনিবার ॥ ইহা

ভিন্ন কার্য করে কাহার শকতি। নিশ্চয় হইবে ইহো তাহার বিভূতি ॥ এহেন বচন যদি ব্রজেশ কহিল। বালকের রক্ষা কার্যে শৈথিল্য জন্মিল ॥ কোন এক কালে তবে বলদেবে লৈঞা। মাতার নিকটে মনোভাব জানাইয়া ॥ শ্রীদাম সুদাম বসুদামাদির সঙ্গে। খেলিতে লাগিল কৃষ্ণ ব্রজমধ্যে রঙ্গে ॥ চক্রাঙ্কিত শ্রীচরণ শ্রীনন্দনন্দন। খেলিতে-খেলিতে কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ খেলাতে কলহ করি শিশু কতিপয়। গোপনে মাতারে জানাইল সে বিষয় ॥ এই শিশুগণ সব কথা জানাইতে। উপদিষ্ট দিল মাতৃদ্বারে পূর্ব হৈতে ॥ বার্তা শুনি হৈল মাতা অতীব শঙ্কিত। গোপনে ত্বরিতে আসি হৈল উপনীত ॥ হস্ত ধরি কহে ওহে চঞ্চল-নন্দন। এ জঘন্য কার্য কিবা কৈলা এইক্ষণ ॥ সহসা বদনপদ্ম নত করি হরি। সকাতরে কহে মাতা কিছুই না করি ॥ মাতা কহে কৈলা তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ। পুত্র কহে হেন কথা কহে কোন্‌জন ॥ মাতা কহে এইসব বয়স্য তোমার। পুত্র কহে বুঝিনু শুনহ সারোদ্ধার ॥ এই বন্ধুগণ নিজ নিজ গৃহ হৈতে। সুমধুর খাদ্য দ্রব্য আপনার মতে ॥ এ মোর সমীপে আনি চৌর্যবৃত্তি দ্বারে। খাইতে লাগিল পরস্পরে তুষ্ট ভরে ॥ চৌর্য্যবস্তু ভোজনে করিনু অস্বীকার। তবে সবে মেলি ধরি বদন আমার ॥ দন্তরুদ্ধ মুখে মোর করিলা অর্পণ। তোমারে কহিব এই কথা নিবেদন ॥ এতেক ভাবিয়া তুচ্ছ বিবাদের ছলে। দুষ্ট বাক্য কহিয়াছে তোমারে সকলে ॥ মাতা কহে ছলরাজ তুমি সুনিশ্চয়। তোমার অগ্রজ সেহ হেন কথা কয় ॥ অতএব তুমি পুত্র কি আর কহিবে। পুত্র কহে মিথ্যাবাদী দলে দলে সবে ॥ মাতা কহে ছলভাষী ওরে মোর বাপ। সবে কেন মিথ্যা কহি করিবেক পাপ ॥ বলভদ্র এইমত অভদ্র বচন। কি কারণে বোলহ করিবে উচ্চারণ ॥ পুত্র কহে এ মোর অগ্রজ মহাশয়। এই ত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণ্য হয় ॥ একদা মৃত্তিকা সেহ ভক্ষণ করিল। তোমারে কহিতে মোর বাসনা জন্মিল ॥ যবে ত তোমারে তাহা কৈনু নিবেদন। মিথ্যা প্রতিপন্ন কৈল এ মোর বচন ॥ এত শুনি মাতা তার বদন ধরিয়া। কহিতে লাগিল কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥ তুমিও কি কর ইহা সতত ভক্ষণ। মোর ঠাঞি সত্য নাহি করিহ গোপন ॥ পুত্র কহে পূর্বে আমি কহিনু তোমারে। মোর গালে প্রবেশ লাগিয়া বল দ্বারে ॥ কোন বস্তু করিয়াছে গোপনে অর্পণ। কহিতে না পারি আমি তার বিবরণ ॥ মাতা কহে ধূর্ত তুমি এসব বারতা। কেমনে জানিব আমি কহ মোর কথা ॥ পুত্র কহে মুখ মোর দেখহ সম্প্রতি। শুনিয়া জননী কহে তনয়ের প্রতি ॥ বদন ব্যাদান কর করিব দর্শন। ভয়ে কৃষ্ণ হৈল তবে সঙ্কুচিত মন ॥ মৃত্তিকার চিহ্ন অপহ্নব করিবারে। বদন ব্যাদান কৈল মাতার গোচরে ॥ জননীর ভাবে অনুভব করি শ্রীকৃষ্ণের ভয়। লীলা সমাধান করিবারে সে সময় ॥ সেই যোগমায়া রোষ তবে অপর প্রকার। রস প্রকাশিয়া শান্ত করিবার ॥ যোগ দিয়া কৃষ্ণান্তরে। দেখাইল বিশ্বরূপ-বদন বিবরে ॥ দেখিয়া নিখিল বিশ্ব পুত্রের বদনে। চিন্তিতে লাগিল ব্রজেশ্বরী নিজমনে ॥

অহো বহির্বিবেক্ষ্যতে জগদিদং মুখাভ্যন্তরে
শিশোস্তদনু ভূরিশং ভুবি চ মাথুরং মণ্ডলম্।
ইহ ব্রজকুলং যদপ্যপি ময়াধৃতো বালকঃ
স এব তদহো কথং কিমিব হন্ত কিং সিধ্যতি॥

বাহিরে যদ্রূপ হেরি এ ভুবন মুখেও তদ্রূপ হেরি। তাহে এই মহী, মথুরা মণ্ডল, গোকুল ব্রজের পুরী॥ সেই ব্রজপুরে, মোর হস্তে ধৃত, বালকও দৃষ্ট হৈল। হায় এহো কিবা, কি আশ্চর্য হেরি, কি অনিষ্ট এ ঘটিল॥ দেখিয়া বিভূতি হেন আতঙ্কিত মন। অনল্প কল্পনা স্বপ্ন ভ্রমের মতন॥ নির্দ্ধারণ করি মাতা আপন অন্তরে। শরণ লইল ইষ্ট পদে ভক্তিভরে॥৬৯-৭০

অহং যশোদাস্মি পতির্ব্রজাধিপঃ সুতঃ স এব স্বমিদঞ্চ গোকুলম্।
প্রতীয়তেঽথাপি শিশোর্মুখে জগদ্যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ॥৭১

যশোদা এ আমি, পতি ব্রজেশ্বর, এহ মোর সে তনয়। ঘোষ পল্লীসহ, এ মোর গোকুল, স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়॥ শিশুর বদনে, তথাপি ভুবন, হেরি মোর এ কুমতি। ঘটিল যাহার মায়াতে সে প্রভু, হউন এ মোর গতি॥ যশোমতী যদি হেন লইল শরণ। তবে অগতির-গতি প্রভু নারায়ণ॥ যশোদা বাৎসল্যভাবে পূর্ণ চিরন্তন। তাহা নষ্ট করি ঐশ্বর্যের প্রকটন॥ সমীচীন নহে হেন করিয়া বিচার। মহারুচিময় এই নিজ অবতার॥ তাহাতে বিভূতি হেরি জননীর মনে। যেইত বিস্ময় উপজিল সেইক্ষণে॥ তাহা নাশি জননীর যোগ্য স্নেহ দিয়া। পরিপূর্ণ কৈল মাতা যশোদার হিয়া॥ নেমং বিরিঞ্চি এই শ্লোকে ভাগবতে। অন্য অন্য শাস্ত্র যাহা বিখ্যাত জগতে॥ এই ত বাৎসল্য স্নেহ মাতা যশোদার। সর্বোত্তম বলি সবে প্রশংসে অপার॥ মৃত্তক্ষণ লীলা হেন করিয়া বর্ণন। মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহে সেইক্ষণ॥ কৌতুকে ভরিয়া এবে চিত্ত আপনার। শুনহ অপর কৃষ্ণলীলা এইবার॥ হেনমতে করি সর্বচিত্তে সুখদান। বিহরে গো-ব্রজে নন্দ নন্দন শ্রীমান॥ ক্রীনীহি ভোঃ ফলানীতি ভাগবতী গীতি। রীতি মনোহর বাক্য শুনহ সম্প্রতি॥ ফল ক্রয় কর অহে এহেন বচন। সঙ্গীতের মত রম্য করিয়া শ্রবণ॥ চঞ্চল লোচন কৃষ্ণ কিছু না হেরিয়া। নিজ ক্ষুদ্র করদ্বয় অঞ্জলি করিয়া॥ নিপতিত ধান্যপুঞ্জ হৈতে অকাতরে। অঞ্জলী পূর্ণ করিয়া চলিল বাহিরে॥ গমনের বেগে ক্ষুদ্র অঞ্জলি হইতে। বুঝিতে নারিল ধান্য পড়িল মহীতে॥ রিক্ত করপুট ফলপূর্ণ পাত্রোপরি। চালাইতে লাগিল উল্টাভাবে ধরি॥ শিশুর সেইত লীলা প্রীতিভরে হেরি। হাসিতে লাগিল ফল বিক্রয়িনী নারী॥ মন্দ হাস্যযুক্ত কৃষ্ণবদন মাধুরী। তাহে সমুৎকৃষ্ট নানা ভঙ্গিমা নেহারি॥ ফল বিক্রয়িনীর হৃদয় স্নিগ্ধ হৈল। অঞ্জলি ধারণ মুদ্রা শিশুরে শিখাইল॥ তবে দূর হৈতে সেই কাঙ্গালিনী নারী। গ্রহণে উদ্গ্রীব কৃষ্ণাঞ্জলি তাড়াতাড়ি॥ সর্বোত্তম ফল পাত্রে যেইত আছিল। তাহা দিয়া স্নেহভরে পরিপূর্ণ কৈল॥

ফলপাত্র শূন্য হৈল কিবা না হইল। মুগ্ধ চিত্ত নারী তাহা বুঝিতে নারিল॥ পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৈলে ভবনে প্রবেশ। রত্নপূর্ণ হৈল পাত্র অজ্ঞাত বিশেষ॥ না হেরিয়া না জানিয়া আপনার ভার। নিজ ভবনাভিমুখে হৈল আগুসার॥ কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে একাগ্র হইলা। স্বজন মঙ্গলে ফলাহরণে চলিলা॥ গৃহে যাঞা রত্ন হেরি সে ধন্যা রমণী। কৃষ্ণ বিরহে হৈঞা অতীব দুঃখিনী॥ প্রাপ্তরত্ন উপেখিল হেন হৈল মন। হারাইল যেন কৃষ্ণ মুখ শোভাধন॥ কৃষ্ণের বদন শোভা বারেক নেহারি। বিশ্বও বিস্মৃত হৈল সেই ধন্য নারী॥ বিবিধ দুঃস্থের হিত বিধানে তৎপর। সেই নন্দসুত তবে হৈঞা অগ্রসর॥ লব্ধ নিধিসম সেই ফল লৈঞা করে। নাচিতে নাচিতে গেল মাতার গোচরে॥ তবে ত মাধুর্য্যপূর্ণ লীলা দেখাইয়া। সাবধান হস্তে মাতৃ অঞ্চল ধরিয়া॥ সেই ফলরাশি কৈল সাগ্রহে বন্ধন। মাতা পুছে ফল কোথা পাইলে বাপধন॥ বাল্যভাব হেতু পুত্র অর্দ্ধস্ফুট স্বরে। কহিতে লাগিল তবে মাতার গোচরে॥ কোন এককালে এক ধন্য নারী আসি। সংগৃহীত এইত উত্তম ফলরাশি॥ মূল্যরূপে ধান্য কিছু করিয়া গ্রহণ। মোরে অনুকূল হৈঞা করিল অর্পণ॥ মাতা কহে বৎস তুমি স্বজন সমান। সর্বত্র সকল লোকে না করিহ ভান॥ পুত্র কহে সত্য তুমি কহিলা জননী। অপ্রত্যয় হেতু কিবা আমি নাহি জানি॥ ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণ বাহিরে আসিয়া। সেই রমণীরে গত দর্শন করিয়া॥ পুনঃ গৃহে আসি সেই ফল নিজগণে। নিয়োজিত কৈল জননীরে বিতরণে॥ জননীও প্রসারিত করি বাহুদ্বয়। বিতরিতে আরম্ভিল ফল সমুদয়॥ মহানন্দে করে মাতা ফল বিতরণ। তথাপি না ঘটিল ফলের অনটন॥ এত হেরি হাস্যভরে মাতা সে সময়। রহিল বিস্মিত হৈঞা দিন কতিপয়॥ সেইত ফলের স্বাদ যাহারা পাইল। চমৎকৃত হৈঞা কেহ ভুলিতে নারিল॥ অতঃপর লীলান্তর বর্ণিবার তরে। চিন্তা করি মধুকণ্ঠ কহে হর্ষভরে।

গোকুলেষু কিল শীলমীদৃশং যদ্দিবাবনময়ন্তি গোনরাঃ।
যোষিতঃ প্রচুরগব্যসংক্রিয়াং ক্রীড়নং রহসি বালতর্ণকাঃ॥৮০

গোকুলে এহেন, রীতিনীতি হয়, যে দিবস গোপগণ। গোচারণ তরে, গাভি-মহিষাদি, লইয়া চলয়ে বন॥ সে দিবস তবে, ব্রজবধূগণ, দধিক্ষীর ছানা আর। নানা গব্য দ্রব্য, প্রস্তুত করিতে, গৃহে রহে আপনার। শিশুগণ তবে, বৎসগণ লৈঞা, পরম প্রমোদ ভরে। গৃহের অদূরে, নির্জনে যাইয়া, নানা লীলা খেলা করে॥ গৃহে ব্যয় হয় হেন দুগ্ধের লাগিয়া। উত্তম বৎসগণে সবে রাখয়ে বান্ধিয়া॥ একদিন কৃষ্ণে লৈঞা শিশু বন্ধুগণে। আসিল বৎসরুদ্ধ দ্বারের সদনে॥

বৎসী র্যথা তদা ধেনু স্থাগতোকানি বৎসকান্।
আত্মানং গোদুহং বালা গোদোহমনু নির্মমুঃ॥৮২

কৃষ্ণ সহ সেথা, ব্রজ শিশুগণ, ছাগীগণে ধেনু করি। ছাগশিশুগণে, গোবৎসের মত, পরম যতনে ধরি॥ নিজে নিজে সবে, করিয়া বয়স্ক, গোপতুল্য অভিমান। দুগ্ধ দোহনেতে, তৎপর হইল, সুখে বিগলিত প্রাণ॥

বৎসীষু যর্হি গবাস্তে গোধুহন্তি স্ম তেঽর্ভকাঃ।
তেষাং প্রহাসজাভাসঃ পয়স্তস্তে স্ম তে তদা ॥৮৩

যে সময়ে শিশু-বৃন্দ ছাগীগণে, ধরিয়া ধেনুর মত। আপনারে করি, আভীর মনন, আছিল দোহনে রত॥ সেইত সময়ে, বালকগণের, উচ্ছলিত চারুহাস্য। দুগ্ধ সমশুভ্র জ্যোতি বিকিরণে, উজ্জ্বল করিল আস্য॥

ইয়েব চ যদা ধেনুচারণানুকৃতিং প্রতি। মন্ত্রয়িত্বা তদা কৃষ্ণঃ প্রামুঞ্চন্নববৎসকান্॥

কৃষ্ণ যবে বল-রামের সহিত, গোচারণানুকরণে। ইচ্ছা কৈল তবে মোচন করিল, নবনব বৎসগণে ॥৮৪

রক্ষামিচ্ছু বৎসপুচ্ছং গৃহ্লানৌ রামকেশবৌ। তদাকৃষ্টতয়া গোষ্ঠে বালৈর্বভ্রমতুস্তরাম্॥

কৃষ্ণ বলরাম, বৎসগণে রক্ষা, কামনায় পুচ্ছ ধরি। ভ্রমিতে লাগিল, গোষ্ঠে সেই কালে, শিশুগণে সঙ্গে করি॥ কৃষ্ণ বলরাম দোহে বৎসগণে লৈঞা। প্রথমে উদিত হৈল নিকটে আসিয়া॥ লোক মুখে হেন বার্তা করিয়া শ্রবণ। দর্শন লালসে বরবর্ণিনীর গণ॥ ক্ষণ পরে দোহে হেরি আনন্দিত হৈল। সুললিত বচনে তবে গাহিতে লাগিল ॥৮৫-৮৬

বলকৃষ্ণৌ বলবলিতবিলাসৌ, খেলত ইহ সখি! সখিকৃতহ্যাসৌ।
তর্ণকপুচ্ছধৃতিব্যাপৃতিনৌ, প্রণয়কলিত-কলিকলনে কৃতিনৌ॥
গৃহগৃহ-বীক্ষণসক্ষণনেত্রৌ, ধেনুপালতুলয়া ধৃতবেত্রৌ।
দ্রুততর্ণক-মনুবিদ্রুতবন্তৌ, শ্রেণীয়িতচলবেণীমন্তৌ॥
শারদবার্ষিক-বারিদবপুষৌ, চললোচনরুচিচপলাংশুজুষৌ।
খলদলকদ্যুতিবলয়িতলপনৌ, অলিললিতামলকমলগ্নপনৌ॥
নীলকনকরুচিশুচিলঘুবসনৌ চঞ্চলচরণস্ফুটরটরসনৌ ॥৮৭

দেখহ সজনি, রামকৃষ্ণ দোহে, কেলিবল অনুসারে। খেলিছে এবার, মাতিয়া মাতিয়া, সখাগণ হাস্য দ্বারে॥ বৎসপুচ্ছ দোহে, ধারণে ব্যাপৃত, গোষ্ঠে রহে অনুক্ষণ। প্রণয় কৌতুক, কলহ বচনে, সুনিপুণ দুইজন॥ প্রতি গৃহ ব্রজে, দর্শন উৎসবে, সতত উৎফুল্ল নেত্র। গোপালক সহ, উভয়ের করে, শোভিত ধারণ বেত্র॥ ধাবিত বৎসের, পশ্চাতে পশ্চাতে, দ্রুতগামী দুইজন। ধৃত শ্রেণীবদ্ধ, চঞ্চল বেণীতে, সুশোভিত অনুক্ষণ॥ একের বিগ্রহ, শরতে উদিত, মেঘসম শুভ্র হয়। অপরের তনু, শ্যামল সুন্দর, যেন ঘন বর্ষোদয়॥ চকিতে চপলা, গগণ উজোরি, যে প্রভা বিস্তার করে। সে প্রভা উভয়ে, অতীব সুন্দর, চঞ্চল লোচনে ধরে॥ ভ্রমর শোভিত, অমল কমল, সুষমা মলিনকারী। উভয়ে খলিত, অলক শোভাতে, মণ্ডিত বদনধারী॥ শুচি আর লঘু, দোহার বসন, একের সুনীলবর্ণ। অপরের বস্ত্র, কনকবরণ, জিনিয়া কষিত স্বর্ণ॥ দোহার কটিতে, কনক রচিত, মুখর মেখলা রাজে। চঞ্চল চরণে, দোলার নূপুর, ঝুমুর ঝুমুর বাজে॥ ব্রজাঙ্গনাগণ প্রতি অঙ্গন হইতে। বাহিরিয়া রামকৃষ্ণে দর্শন

করিতে॥ আমি অগ্রে আমি অগ্রে করিব গমন। এত কহি অগ্রসর হৈল সেইক্ষণ॥ দর্শনে আনন্দোৎসব করয়ে উদয়। সর্বচিত্ত মোহনে সমর্থ সাতিশয়॥ সংবাদ বিবাদ পরিবাদ ধুরন্ধর। বন্ধুবর্গাস্তিকে পরিদৃষ্ট নিরন্তর॥ বন্ধুবর্গ কথা পুনঃ করিয়া শ্রবণ। মহানন্দে কথা পশ্চাৎ করয়ে বর্ণন॥ সেই সব গীয়মানা বধূর মাঝার। জনা কথো করি রস সুন্দর বিস্তার॥ প্রতি চরণেতে সুষ্ঠু রস বিস্তারিয়া। অমৃতের গর্ব বিনাশক স্বাদ দিয়া॥ করাইল দুইজনে স্বচ্ছন্দ ভোজন। চলিতে লাগিল দোহে আনন্দিত মন॥ জনা কথো হেন মতে তাহার মাঝার। নিজ গৃহে উপপীব্য মঞ্জু মণিহার॥ উপহার দান করি তবে দুই জনে। আপ্যায়িত করিতে লাগিল হৃষ্ট মনে॥ জন কথো প্রেম অনুগত মনোহর। করিয়া বচনাবলী রচনা বিস্তর॥ করিতে লাগিল ভ্রাতৃ যুগলে সেবন। আনন্দে ভরিল তবে দোহাকার মন॥ অপিচ অন্যান্য রসবতী বধূগণ। কর্ণউত্তোলিত বৎস যেসব তখন॥ তা সবার আকর্ষণ দর্শনের তরে। করিতে লাগিল পরিহাস স্নেহভরে॥ অন্যান্য রমণীগণ তবেত দোহার। রমণীয় কেশপুঞ্জ কমনীয় আর॥ প্রচুর চাপল্য ভাব পরিচয় পাঞা। কহিতে লাগিল হেন কৌতুক করিয়া॥ তোমা দোহাকার এই চাতুরী বিস্তর। কহিব দোহার মাতৃচরণে গোচর॥ হেন ভাব সূচনা করিয়া নারীগণ। সেই স্থান হৈতে কৈল প্রস্থান তখন॥ সেই সব নারী পিতা মাতারম্ভ করি। যত পিতৃ মাতৃগণ আছে তদুপরি॥ সবাকার নাম লৈঞা স্বচ্ছন্দে তখন। করিতে লাগিল গালি বিস্তর বর্ষণ॥ প্রেমকৃত কলি কলহাদির মতন। মিথ্যা কপটতা তবে করি প্রকটন॥ কোলাহল করিয়া সেইত নারীগণ। করিতে লাগিল দোহে তর্জন গর্জন॥ হেন মত তর্জ্যমান কৃষ্ণ বলরাম। বাল্য বয়স সম সখ্য অভিরাম॥ সমবয়ো বন্ধুগণে হৈঞা পরিবৃত। ভ্রমিতে লাগিলা গোষ্ঠাঙ্গনে ইচ্ছামত॥ গৃহস্থিত যশোদারোহিণী দুই মাতা। শিশুদ্বয় গৃহ ছাড়ি গেল এবে কোথা॥ এত চিন্তি সাতিশয় ব্যাকুল হইল। গৃহ হৈতে দুইজনে বাহিরে আসিল॥ তবে ব্রজ মণ্ডলের সুনির্জন স্থানে। ভ্রমিতে উদ্যত হৈল কাতর নয়নে॥ যে সকল ধাত্রী ছিল নিন্দাতে মুখর। ক্রোধ পরায়ণ আর অতীব মন্থর॥ করিলেও আনন্দে বন্দনা তারা সবে। শিশু বার্তাশীলা ধাতৃগণ সঙ্গে তবে॥ গৃহ হৈতে বহির্গত হৈঞা আনমনে। অন্বেষিতে লাগিল বালক দুই জনে॥ যাহা যারা সংগোপনে শিশু দুইজন। করিল নির্জন স্থানে দূরে পলায়ন॥ শঙ্খ আর পদ্ম তুল্য সেইত চরণ। চিহ্নে কৈল সবিশেষ পথ নির্দ্ধারণ॥ এই পথে দুই ভাই করিল গমন। হেন বাক্যে করে সবে কথোপকথন॥ কৌতুক কোলাহল জানি মাতা দুইজন। সেই সব নারী ঠাঞি কৈল আগমন॥ তর্জনী অঙ্গুলি দোহে ওষ্ঠাধরে দিয়া। যেন অন্যে নাহি জানে এমতি করিয়া॥ অগ্রসর হৈঞা তবে অতীব গোপনে। গুপ্ত দৃষ্টিপাত করি আইল দূর বনে॥ পশ্চাত

হইতে তবে জননী উভয়। অকস্মাৎ ধরিল বালক বাহুদ্বয় ॥ অপর বালকগণ ভীতিগ্রস্ত হৈল। দ্রুত বেগে চতুর্দিকে পলায়ন কৈল ॥ মহিলাগণের মধ্যে কোন কোন জন। আনুকূল্য কৈল কেহ হইল বিমন ॥ চাঞ্চল্য বশতঃ সেই শিশু দুইজন। জননীর সঙ্গে গৃহে কৈল আগমন ॥ মহা স্নেহপাত্রী ধাত্রীগণ অতঃপর। বৎসগণে লৈঞা আইল দোহার গোচর ॥ তদবধি প্রতি গৃহে প্রাঙ্গনেতে আর। প্রতি পথে গমন করিয়া অনিবার ॥ রামানুজ কৃষ্ণ কৌতুকাদি কার্য দ্বারে। কোলাহল কৈল বদ্ধ বর্গ সহকারে ॥ ব্রজেশ গৃহিণী তবে আপন শিশুর। প্রগল্ভ দর্শন বাঞ্ছা করিল প্রচুর ॥ তবেত আনন্দ তার দর্শনের তরে। কতিপয় গোপী আসি তাহার গোচরে ॥ রাণীর সম্মান সব বজায় রাখিয়া। অথচ বিবাদ কিছু করিবে বলিয়া ॥ মহাকুল জাত তনয়ের বিগর্হিত। এই সব কার্য হয় অতি অনুচিত ॥ হেন তিরস্কার আর তার সমাধান। যাহে হয় সেই কথা কহি বিদ্যমান ॥ উক্তি আর প্রত্যুক্তি স্বরূপ চিহ্ন দ্বারে। চিহ্নিত বিষয় স্পষ্ট ভাষা সহকারে ॥ কহিতে লাগিল সমাগত নারীগণ। যশোমতী হাস্যমুখে করয়ে শ্রবণ ॥ সেই সব কথা শুনি শ্রুতিপুটভরি। শোভিতে লাগিল যথা মাতা ব্রজেশ্বরী ॥৮৮-৯০

আসীনাঃ কনকাসনে সুতযুতা শ্রীমদ্‌ব্রজাধীশ্বরী
পাঠশ্রেণিমুপাশ্রিতা ব্রজবধূর্নানাত্ম ভাবশ্রিয়ঃ।
কৃষ্ণপ্রেমসুধামহোময়গিরামাস্বাদনাদ্বিম্বতী
তাভিশ্চ প্রতিধিম্বিতাখিলসভা শোভাঙ্গযষ্টির্বভৌ ॥৯১

পুত্র কোলে স্বর্ণ আসনে বসিল, শ্রীমতী ব্রজাধিশ্বরী। নানাভাবময়ী, ব্রজ বধূগণ, বসিল আসনো পরি ॥ পীঠ শ্রেণী মাঝে, বসিয়া তবেত, সমাগত বধূগণ। কহিতে লাগিল, বিবিধ কাহিনী, উঘারিয়া নিজমন ॥ কৃষ্ণপ্রেম সুধা, উৎসব পূরিত, বাক্য রাশি আস্বাদনে। পরিতৃপ্ত মাতা, সন্তুষ্ট করিতে, লাগিল বধূটীগণে ॥ ব্রজবধূগণ, প্রতিদানে তার, যশোদারে তুষ্ট কৈল। শোভনাঙ্গ যষ্টি, মাতা ব্রজেশ্বরী, সভাতে শোভিত হৈল ॥ তাসবার বাক্যাবাক্য হৈল যেমতি। সেই কথা কহি সবে শুনহ সম্প্রতি ॥

তব সুতমুহরনয়ং কুরুতে। অকুরুত কিম্বা ব্যক্তিতকুরুতে ॥
মুঞ্চতি বৎসান্ ভ্রামং ভ্রামম্। সাচিব্যং বঃ কুরুতে কামম্ ॥
অসময়মোচনমসুখনিধানম্। কঃ কিং কুরুতে ন যদি নিদানম্ ॥
বিনা নিদানং কুরুতে স্বামিনি। ক্রোশং ন কিমিব কুরুষে ভামিনি ॥
ক্রোশে হসতি প্রত্যুত সোঽয়ম্। দম্বা বশয় স্ফুটমপি তোষম্ ॥
অত্তি স্তেয়ং পরমিহ রুচিতম্। অস্তে ভানং কথমিদমুচিতম্ ॥
স্তেয়োপায়ে গুরুরয়মখিলে। নার্হতি সর্বং মিথ্যানিখিলে ॥
রচয়তি পীঠাদিকমারোহম্। তদগম্যং কুরু সর্বং দোহম্ ॥

দূরাচ্ছিদ্রং কলয়তি পাত্রে। অস্ত কথং নীঃ সতি তন্মাত্রে ॥
অন্তর্ধিয়মস্তু স ইহ বিশালঃ। বক্তি যথা নো ন তথা বালঃ ॥
বেত্তি স কুৎস্নং গোপনরীতিম্। গেহগুহা নহি দধতি ভীতিম্ ॥
গেহগুহাত্র বৃথা তনুদীপে। তনুরত্নলিপ্তা কলয় সমীপে ॥
মুনিগণসহসা গণয়তি ন তমঃ। ভূষণ রহিতস্তিষ্ঠেৎ ক তমঃ ॥
অপি চাশয়তি বলাদপি কীশম্। মন্যে কিমদমুমত্র মনীশম্ ॥
তদশক্তৌ পাত্রং ভেদয়তে। তস্যাশৌচং কা বেদয়তে ॥
গমসময়ে রোদয়তি চ বালাম্। প্রক্ষ্যামো বরমহিলামালাম্ ॥
অপি বালাম্নেহয়তে গেহে। নহি নহি চূর্ণং পতিতং স্নেহে ॥
তব পুরতোঽস্বং স্থিরবন্মূর্ত্তিঃ। আশ্চর্যেয়ং তব বাকপূর্ত্তিঃ ॥৯২

গোপী কহে মাতা, তনয় তোমার, সতত অন্যায় করে। মাতা কহে তব, পুত্র কিবা করে, জানহ এ মোর ঘরে ॥ গোপী কহে বৎস, করয়ে মোচন, ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেহ। মাতা কহে তব সাহায্য করিতে, নিশ্চয় জানিহ এহ ॥ গোপী কহে হয়, অসুখের হেতু, অসময়ে বিমোচনে। মাতা কহে কেহ, করে কি অন্যের, কোন কার্য অকারণে ॥ গোপী কহে পুত্র, অকারণে করে, কার্য অয়ি ব্রজেশ্বরি। মাতা কহে তারে, তুমি কি কিছু ন, কহিলা হে ক্রুদ্ধা নারী ॥ গোপী কহে ক্রোধ, করিলে সেহত, সাতিশয় হাস্য করে। মাতা কহে কর, সবির দানেও, বশে রাখিবে তারে ॥ গোপী কহে মাতা, চৌর্য দ্রব্য তার, রুচিকর সাতিশয়। মাতা কহে মূর্খ, হেন ভাণ অত্র, করা কি উচিত হয় ॥ গোপী কহে সর্ব, চৌর্য্যকারে তব পুত্র গুরু শিরোমণি। মাতা কহে মিথ্যাবাদিনী তোমরা, বাক্য সব মিথ্যা গণি ॥ গোপী কহে পীঠোপরি পীঠ রাখি, শিকাস্থিত দ্রব্য ধরে। মাতা কহে তার, অগম্য করিয়া, দুগ্ধাদি রাখিবে দূরে ॥ গোপী কহে দূর, হৈতে ছিদ্র করে, দুগ্ধপূর্ণ পাত্র পাত্রে ॥ মাতা কহে কোন্ বুদ্ধিতে সে জানে, দুগ্ধ আছে এই পাত্রে ॥ গোপী কহে চিত্ত, স্থিত বুদ্ধি দ্বারে, সে সর্ব বিজ্ঞাত রহে। মাতা কহে তুমি, যে কথা কহিছ, পুত্র মোর তথা নহে ॥ গোপী কহে সেহ, সকল গোপন, রীতিতে সন্ধান রাখে। মাতা কহে চৌর, ভয় যায় নাকি, যদি গুপ্ত গৃহে থাকে ॥ গোপী কহে গৃহ-গুহা ব্যর্থ হয়, বালকের তনুদীপে। মাতা কহে তনু, প্রলিপ্ত কুঙ্কুমে, দেখ তুমি স্ব সমীপে ॥ গোপী কহে ধৃত, মণিগণ তেজে, তিমির নাহিক গণে। মাতা কহে আছে ভূষণ বিহীন, কোন শিশু ত্রিভুবনে ॥ গোপী কহে শিশু ক্ষুধায় দ্রব্যাদি বলেহ বানরগণে। মাতা কহে খায়, বানরে দুগ্ধাদি, এ হো কি করহ মনে ॥ গোপী কহে যদি, বানরে না খায়, তবেত ভাঙ্গয়ে পাত্র। মাতা কহে তাহা, জানিবে পাত্রের, অশুচি আপন মাত্র ॥ গোপী কহে শিশু, গমে কান্দাইয়া, গৃহের বাহির হয়। মাতা কহে ভাল, মহিলার গণে, শুধাইব এ বিষয় ॥ গোপী কহে শিশু, সমূহে ধরিয়া, মূত্রল করায় গেহে। মাতা কহে নহি,

নহি চূর্ণপাত, দেখিলা তৈলাদি স্নেহে ॥ গোপী কহে এহো, সমীপে তোমার, যেন ধীর স্থির মূর্ত্তি। মাতা কহে ধনি, আশ্চর্য এইত, তোমার বচন পূর্ত্তি ॥ বধূগণ মুখ্য সেই গোপীর বচনে। বিশ্বাস নাহিক হৈল যশোদার মনে ॥ এত হেরি সেই গোপী বিশ্বাসের তরে। পুনশ্চ যশোদা প্রতি কহে দৃঢ় স্বরে ॥ তোমার পুত্রের নানাবিধ কার্য এহ। আশ্চর্য বলিয়া তুমি মনে না করহ ॥৯৩

ইন্দ্রিয়কুলমতিগূঢ়ং নেত্রাত্যস্ত নিগূঢ়মেবাস্তি।
তন্মধ্যাদপি চিত্তং হরতো নৃহরের্ন হার্য্যং কিম্ ॥৯৪

ইন্দ্রিয়গণের, শক্তি অতি গূঢ়, নেত্রাদি গোলক মাঝে। সতত সবার, অদৃশ্য হইয়া, নিগূঢ় স্বরূপে আছে ॥ তার মধ্যে চিত্ত, নিগূঢ় অতীব, দেহ মধ্যে বাস করে। হেন চিত্ত সেবা, আপন ঐশ্বর্য, মাধুর্য সহায়ে হরে ॥ সেইত নৃহরি, তনয় তোমার, তার পক্ষে ব্রজেশ্বরী। হরণীয় বস্তু, কিবা নাহি আছে, দেখহ বিচার করি ॥ বরবর্ণিনীর গণ এইত প্রকারে। বাহ্যক্রোধে আক্রোশের ভঙ্গী সহকারে ॥ বিবিধ প্রকার কথা কহিতে লাগিল। স্তব্ধ হৈঞা যশোমতী সকলি শুনিল ॥ বর্ণনীয় বাক্য শুনি যশোদা তখন। চঞ্চল নয়নদ্বয় করিয়া চালন ॥ দেখয়ে সহসা কৃষ্ণ কমল বদন। করিয়াছে অন্য এক বরণ ধারণ ॥ ইহা দেখি মাতা হাস্য কৈল সেইক্ষণ। হাসিয়া উঠিল বরবর্ণিনীর গণ ॥ যেন অভিশাপ দানে লাগিল কহিতে। তোমার পুত্রের দেবি চরিত্র শোধিতে ॥ চেষ্টা করিয়াও নাহি হইনু কৃতার্থ। তথাপিহ শুন কথা কহিয়ে যথার্থ ॥ তোমার পুত্রের এই সাধু আচরণ। যেন ঘটে অচিরাতে তোমার ভবন ॥ যশোদা হাসিয়া কহে উত্তম বচন। সবার ভদ্রতাবোধ করিব তখন ॥ বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু মাতা যশোদার। যদ্যপি কোমল ভাব রহে অনিবার ॥ তবে যেন পুত্র তার মো সবার ঘরে। পুনঃপুনঃ আসি হেন কৌতুকে বিহরে ॥ অতঃপর সমাপিয়া চরিত কথন। কহিতে লাগিল মধুকণ্ঠ সেইক্ষণ ॥

অদ্ভুতং বাল্যচরিতং তব সূনো ব্রজেশ্বর। ক তৃণাবর্ত্তদলনং ক মাতুর্ভয়ভাবনম্ ॥

ব্রজেশ্বর তব, পুত্রের চরিত্র, অতীব অদ্ভুত হয়। কোথা তৃণাবর্ত্ত অসুর দলন, কোথা বা মাতার ভয় ॥ হেনমতে সেইদিন কৃষ্ণ লীলাময়। উৎসব সাক্ষাত যদি হৈল সে সময় ॥ লোকসব ব্রজরাজে অগ্রবর্ত্তী করি। তত্তৎ বিষয়ে একাগ্রতা ভাব ধরি ॥ মহানন্দে যাত্রা কৈল নিজ নিজ ঘরে। পুত্রসহ ব্রজরাজ পশিল অন্দরে ॥৯৭

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু বাল্যলীলাচৌর্য্যশৌর্য্যাং নাম সপ্তমং পূরণম্।

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা গর্বহর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভ্যাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥

অষ্টমং পূরণম্ * দামবন্ধননিবন্ধনং যমলার্জুনমোচনম্।

অতঃপর পরদিন প্রভাত সময়। সভাতে বসিল বৈশ্য গোপ সমুদয় ॥ দেখিয়া হৃদয়ে বড় আনন্দ জন্মিল। স্নিগ্ধকণ্ঠ মধুকণ্ঠে কহিতে লাগিল ॥ একদিন শেষভাগে দামোদর মাসে। আমোদিত যশোদা উঠিয়া রাত্রি শেষে। দেখয়ে প্রভাতে বালগোপাল তাহার। শায়িত আছয়ে রম্য পালঙ্ক মাঝার ॥ নেত্র নীলপদ্মদ্বয় প্রায় নিমীলিত। দেখি ধীরে ধীরে কর পল্লব চালিত ॥ করিয়া জননী পুত্রে লৈঞা সেইক্ষণ। লালন করিয়া কৈল পালঙ্কে স্থাপন ॥ শয্যা ছাড়ি অল্পে অল্পে নির্গত হইয়া। কক্ষ পরিহরি গৃহ অলিন্দে আসিয়া ॥ অতীব প্রত্যুষে নিজ দেহে দৃঢ় করি। বস্ত্র গ্রন্থি সত্বর বান্ধিল ব্রজেশ্বরী ॥ তবে নিজগৃহে ব্যয় সমাধান তরে। দধি মন্থনেতে যুক্ত হৈল হর্ষভরে ॥ সেইদিন রোহিনী পাইয়া নিমন্ত্রণ। পুত্রসহ দিব্য রথে করি আরোহণ ॥ শ্রীমান উপনন্দ গোপের মন্দিরে। গ্রামান্তরে উপনীত হইল অচিরে ॥ প্রীতিপূর্ণ মন্ত্ররূপ সেই নিমন্ত্রণ। মন্ত্র দ্বারা আকর্ষণে যেন আগমন ॥ এথা নন্দগৃহে প্রীতিময়ী দাসীগণ। ভৃত্যগণ সঙ্গে কৈল স্বকার্যে গমন ॥ গৃহকার্য নিত্য-নৈমিত্তিক যাহা হয়। তাহা ভিন্ন কার্য্যাধিক হয় সে সময় ॥ বৎসরের শীর্ষরূপ মার্গশীর্ষ মাসে। মহেন্দ্রের পূজা হয় উৎসব বিশেষে ॥ জনতা বন্দিত কুল পরম্পরা ক্রমে। এইত উৎসব হয় বৃন্দাবন ধামে ॥ সেই মহা মহোৎসব সন্নিহিত হৈল। দাসদাসীগণ তেই অতি ব্যস্ত ছিল ॥ দীর্ঘকাল এবে পুত্র রহিবে নিদ্রিত। এতেক ভাবিয়া তেঞি মহা আনন্দিত ॥ মনপ্রাণ সমর্পিয়া পুত্রের বদনে। ব্রজরাজ পত্নী নিজে পরম যতনে ॥ দধি লৈঞা মন্থন করিতে আরম্ভিল। পুত্রের চরিত লীলা গাহিতে লাগিল ॥ এই কথা ভাগবতে শ্রীবাদরায়ণি। পরীক্ষিত ঠাঞি ব্যক্ত করিলা আপনি ॥১-২

যানি যানীহ গীতানি তদ্বালশ্চরিতানি চ। দধি নির্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥

পুত্রের চরিত্র যাহা গীত হয় এই ভূমণ্ডলে। স্মরিয়া সে সব গাহিতে লাগিল দধি নির্মন্থন কালে ॥ ব্রজেশ্বরী নিজে দধি করয়ে মন্থন। মন্থনের ভঙ্গী তার করিয়ে বর্ণন ॥৩

শ্যামা লোলদুকূলরত্নবিলসৎকাঞ্চীচয়েনাঞ্চিতা
তজ্‌ঝঙ্কার-কররিতধ্বনিধরশ্রীকঙ্কণালঙ্কৃতা।

পশ্যন্তী তনয়াননং লঘুলঘুন্মীলদ্বিভাক্ষিদ্বয়ং
শ্রীমদ্‌গোপমহেশ্বরী চলভুজামথ্নাদভীক্ষ্ণং দধি ॥

শ্যামা শ্যামতনু সুগোল গঠন কটিতে বিলোল বাস। রত্নোজ্জ্বল কাঞ্চি দামে সুসজ্জিত বদনে বিমল হাস ॥ কাঞ্চির ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করের কঙ্কণ মিলিত ছন্দ। জাগ্রত শিশুর স্বল্পোন্মেষ উন্মীলিত নেত্রদ্বন্দ্ব ॥ হেন পুত্র মুখ হেরি ভুজদ্বয় সঘনে চালনা করি। মহানন্দে দধি করয়ে মন্থন শ্রীমদ্‌গোপ মহেশ্বরী ॥ দধি মন্থনের কালে পুত্র মুখ হেরি। গীত গাহে মহানন্দে গোপ মহেশ্বরী ॥

গোকুলপতিকুলতিলক ত্বমসীহ। কৃতসুকৃতব্রজজনরচিত-সুখব্রজ নয়নানন্দি সমীহ ॥
আনন্দোদ্ভব-পরমমহোৎসব-নন্দিতগোপসমাজ।
পূতনিকা-হৃতিনবমঙ্গলকৃতি-বলয়িত-গোকুলরাজ ॥
ধৈর্য্যনিবর্ত্তন-শকটবিবর্ত্তন-মনুভবোন পরীত।
সতৃণাবর্ত্তক-বায়ুনিবর্ত্তক-পরমেশেনানীত।
মধুরপ্রাঙ্গণ-বিরচিতরিঙ্গণ-জলজ-নয়ন সুপুণ্য।
নানাকেলিষু-নৃত্যকলাদিষু দর্শিতবরনৈপুণ্য ॥
তর্ণকবালধি-শবলিততত্বধি-বলয়িত-মঞ্জুলশোভ
জবতীনিবহে কৌতুককলহে প্রবলিত-মিথ্যালোভ ॥
মাং মাতরমনু-সুখমুদিততনু প্রততং সততং কৃষ্ণ
কুরুমুররীকুরু তনুবৃদ্ধিং পুরু-খেলাবলিকৃতদৃষ্ট।
ত্রিভুবনদর্শন-বিস্ময়মর্শন নিশ্চিতবৈষ্ণবমায়।
হরিবরিবস্যা-সুখদতমঃ স্যা বিগতজরামরকায় ॥৫

হে ব্রজ ভূপতি কুলের তিলক তুমি মহানন্দ মনে। বিহরিছ নিজ পরিজন সহ নিত্য এই বৃন্দাবনে ॥ ব্রজবাসিগণ কত শত পুণ্য কৈল তুমি যার ফলে। তা সবার সুখ বর্দ্ধন করিয়া বিহরিছ কুতুহলে ॥ তোমার প্রচেষ্টা হেরিলে আনন্দ উপজে নয়নে মনে। আনন্দ সম্ভূত মহামহোৎসবে সুখী কৈলা গোপগণে ॥ পূতনা মারণ স্বরূপাভিনব মঙ্গল বিধান করি। তুমি ব্রজরাজে আনন্দিত কৈলা চিত্তের দুশ্চিন্তা হরি ॥ ধৈর্য্য বিনাশক সদৈত্য শকট বিবর্তন করি সুখে। মঙ্গলে মণ্ডিত হইয়া উঠিলা মাতৃক্রোড়ে হাস্যমুখে ॥ তৃণাবর্ত সহ ঝঞ্ঝাবাত তুমি নাশি বীর্য সহকারে। আনীত হইলা অম্বর হইতে ব্রজে পরমেশ দ্বারে ॥ প্রাঙ্গণে বিহর মধুর রিঙ্গণে পদ্মনেত্র হে সুপুণ্য। নানা কেলি নৃত্য কলাদিতে তুমি দেখাইলা সুনৈপুণ্য ॥ বৎস পুচ্ছ সহ মিলিত তনুর বাড়িল মঞ্জুল শোভা। বৃদ্ধাগণ সঙ্গে কৌতুক কলহে কপট মানস লোভা ॥ মাতা মোর প্রতি সদা মহা সুখ বিস্তার করহ হে কৃষ্ণ। করহ স্বীকার শীঘ্র তনু বৃদ্ধি হও খেলা কলিতৃষ্ণ ॥ বদন বিবরে ত্রিভুবন তুমি দেখাইতে এ মাতারে। নিশ্চয় বৈষ্ণবী মায়া প্রকাশিলে বিস্ময় বিভূতি দ্বারে ॥ হে কৃষ্ণ তোমার বিগ্রহ হউক চির জরা-মৃত্যুহীন। শ্রীহরি পূজনে মহাসুখ দাতা হও তুমি চিরদিন ॥ নিত্যতা পূরিত মহালালিত্য সাগর। কৃষ্ণচন্দ্র জাগ্রত হইল অতঃপর ॥ কান্দিতে কান্দিতে যেন হইয়া উত্থিত। জননীর ঠাঞি যাঞা হৈল উপনীত ॥ তবে মাতা আর পরিজন গণ প্রতি। প্রকটিল নিজ মঞ্জু ভাব শীঘ্র গতি ॥

দীর্ঘশ্বাসং গাত্রমোটপ্রযুক্তং নেত্রে মার্জন্ জাগ্রদবেতি জল্পন্।
ক্রন্দনধ্বানমাকর্ণ্য বালঃ শ্রীগোপালঃ প্রশ্বলংস্তাং জগাম ॥৭

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তবেত গাত্র মোড়ামুড়ি করি। নয়ন যুগল মুছিতে

মুছিতে জাগ্রত হইল হরি ॥ তবে মা মা বলি কান্দিতে লাগিল মন্থন দণ্ডের শব্দ। শুনিয়া পালঙ্কে বসিয়া রহিল ক্ষণেক হইয়া স্তব্ধ ॥ তবেত স্খলিত চরণ চালনে অলিন্দে গমন করি। মাতার সমীপে হৈল উপনীত শ্রীবাল গোপাল হরি ॥ মাতা তবে বাল্য কালোচিত স্নেহ দ্বারে। লালন পালন করি খানিক শিশুরে ॥ কাকুক্তি বিশেষ পরিপূর্ণ বাক্যরাশি। নানা বাক্যভঙ্গী দ্বারে সন্তোষে প্রকাশি ॥ মন্থন দণ্ডের গতিরোধকারী সুতে। লইয়া ক্রোড়ের মাঝে আদর সহিতে ॥ দুগ্ধধারা স্রাবি স্তনদ্বয়ে পরিপ্লুত। দুগ্ধ পিয়াইল পুত্রধনে অতি দ্রুত ॥৮

পয়ো বর্ষতি ধারাভির্বর্ষাবন্মেদুরশ্রিয়ঃ। তস্যাঃ পয়োধরে সুষ্ঠু কৃষ্ণশ্চাতকতাং গতঃ ॥

বর্ণাসম স্নিগ্ধ শোভাময়ী মাতা পয়োধর ধারা যবে। বর্ষিতে লাগিল সুষ্ঠু চাতকত্ব প্রাপ্ত হৈল কৃষ্ণ তবে ॥ স্তন্যপানে কৃষ্ণ অতি আকাঙ্খিত ছিল। ধন্য স্তন্যদুগ্ধ অর্দ্ধমাত্র পান কৈল ॥ হেনকালে নেত্র ব্যবধানে গৃহস্থিত। চুল্লীতে সন্তপ্ত দুগ্ধ হৈল উচ্ছলিত ॥ পতনের ভয়ে পুত্রে ভূতলে রাখিয়া। দুগ্ধ স্থানে যশোমতী চলিল ধাইয়া ॥ এত শুনি মধুকণ্ঠ সবিস্ময়ে কয়। এহেন ঘটনা কহ কি প্রকারে হয় ॥ ক্ষুধাতুর কলেবর পুত্রে পরিহরি। দুগ্ধ রক্ষা লাগি চলি গেল ব্রজেশ্বরী ॥ তার পক্ষে হেন কার্য সুসঙ্গত নয়। স্নেহময়ীগণে সে উপমা শ্রেষ্ঠ হয় ॥ হাস্যভরে স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিছে তখন। ওহে গুরু তবে অগ্রে করহ শ্রবণ ॥ জননীগণের মধ্যে এহ একপ্রকার। বাৎসল্যের পরিপাটী খ্যাত অনিবার ॥ মধুকণ্ঠ কহে তাহা কি প্রকারে হয়। বিস্তারিয়া বর্ণিতে তবেত মনে লয় ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে তবে করহ শ্রবণ। কৃষ্ণে অনুরাগী সর্ব ব্রজবাসীগণ ॥ কৃষ্ণ ভিন্ন তারা অন্য কিছু নাহি জানে। দেহ-গেহাদি সর্ব্বস্ব অন্বিত মানে ॥ জন্মাবধি তা সবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। মোর পুত্র এহেন মমতাপূর্ণ মতি ॥ কৃষ্ণ পিতামাতা নন্দ যশোমতী আর। এইভাবে ভাবিত হৃদয় অনিবার ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা কৃষ্ণ প্রতি কয়। যা সবার গৃহধন প্রিয়াত্ম তনয় ॥ প্রাণাশয় সমুদয় তোমাতে অর্পিত। তা সবার তরে কিবা করিলা বিহিত ॥ ইত্যাদি বচনে ব্রজবাসি মাত্র জনে। শ্রুত হয় হেন ভাব শুকের বদনে ॥ অতএব কৃষ্ণ পিতা মাতার কি কথা। লোকাতীত হয় যে দোহার বৎসলতা ॥ মনোহর দুগ্ধ দধি দেহ গেহ আর। সর্বদ্রব্যে কৃষ্ণাপেক্ষা মমতা অপার ॥ স্নেহের চরমসীমা রূপে সদাখ্যাত। এইভাবে বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবত ॥ অতএব কৃষ্ণাপেক্ষা তৎপ্রিয় বিষয়ে। যশোদার অনুরাগ সমুদিত হয়ে ॥ পুত্রাপেক্ষা পুত্র প্রিয়-বিষয়েতে প্রীতি। স্নেহময়ী মাতার এ চিরন্তনী রীতি ॥ এইত সিদ্ধান্ত হৈতে জানি সারাৎসার। কৃষ্ণ সেবা দ্রব্যে প্রীত্যাধিক যশোদার ॥ তেই পুত্রে ভূমিতলে স্থাপনাদি ক্লেশ। সগৃহণীয় নানাগৃহ কার্যে সবিশেষ ॥ চিত্তস্থির না রাখিয়া এ মোর তনয়। অতএব মোর দয়া যোগ্যপাত্র হয় ॥ হেন জ্ঞানে দেহ

গেহ বিস্মৃত হইয়া। কৃষ্ণ সেবা মোর কার্য এতেক ভাবিয়া॥ করিত কৃষ্ণের সেবা পরম যতনে। এইভাব চিরস্থির যশোদার মনে॥ বাৎসল্যভাবের পরিপাটী বহু হয়। তর্জ্জন গর্জ্জন আদি তাহে উপজয়॥ লালন পালনে সেইসব অন্তর্গত। ইহার অধিক আর কহিব বা কত ॥৯-১২

স্নেহতঃ ক্বচন রুট্ প্রজায়তে, তস্য বন্ধনকরী চ দৃশ্যতে।
মেদুরেঽপি মুদিরে তথা তথা, বিদ্যুদগ্নিরসকৃচ্চ বর্ত্ততে ॥১৩

কোন ক্রমে কভু স্নেহের কারণে ব্রজবাসি জনগণে। ক্রোধোদয় হৈলে বন্ধনের দুঃখ হয় তবে কৃষ্ণ মনে॥ সুস্নিগ্ধ মেঘেও বিদ্যুৎ হইতে বহ্নির উদ্ভব হয়। তেমতি কৃষ্ণের সুস্নিগ্ধ চিত্তেতে দুঃখরাশি উপজয়॥ উভয়ের হিতকারী হয়েত উভয়ে। উভয়ের চরিত্র দর্শনে জ্ঞান হয়ে॥ গমন সময়ে মাতা দুগ্ধ রক্ষা তরে। কহিতে লাগিল পুত্র প্রতি স্নেহ ভরে॥ বৎস আমি করিয়ে তোমার নির্মঞ্ছন। মন্থন গাগরী কর ক্ষণেক রক্ষণ॥ তোমার সেবন তরে দুগ্ধ নিরখিয়া। যত শীঘ্র হয় আমি আসিব ফিরিয়া ॥১৪

যাবদ্বিহায় পৃথুকং বত মন্থনাত্তাদম্বা যযৌ দ্রুতমসৌ তত আযযৌ চ।
তাবৎ পয়োধরযুগং হৃদয়স্থবস্ত্রক্লোপং ববর্ষ পথিপিচ্ছিলতা যথাসীৎ ॥১৫

মাতা যবে ভূমে বালকে রাখিয়া মন্থনের স্থান হৈতে। অন্দরে যাইয়া ফিরিয়া আসিল দ্রুতপদে অচিরাতে॥ অমনি বক্ষের বাস সিক্ত করি দুগ্ধধারা সুবিস্তর। বর্ষিতে লাগিল পিচ্ছল করিয়া পথ যুগ্ম পয়োধর॥ কৃষ্ণের প্রার্থিত বস্তু মাতৃস্তন্য হয়। হেনভাবে সেই দ্রব্য হৈল যদি ক্ষয়॥ তবেত সেবনে বড় বাধা উপজিল। এই হেতু চিত্তে বড় উদ্বেগ জন্মিল॥

তে নাথ কোপস্ফুরিতারুণাধরং সন্দশ্য দৃগ্ভ্যামুদসর্জি রোদনম্।
দণ্ডাহতামত্রমখণ্ডি চাশ্মনা নালম্ভি তস্মিন্নবনীতমণ্বপি ॥১৬

প্রার্থিত বস্তুর অপচয় হেরি বালক কোপিত হৈল। ক্রোধে বিস্ফুরিত রক্তাধর তবে দশনে দংশন কৈল। দুই নেত্রে বহে দরদর ধারা সক্রোধে ক্রন্দন করি। ভাঙ্গিল দধির ভাণ্ডে অমনি শ্রীহস্তে প্রস্তর ধরি॥ বেগে দধি ধারা বহির্গত হৈল পাত্রে নবনীত কণ। নাহিক মিলিল করিয়াও তবে ভালভাবে নিরীক্ষণ॥

দন্তেন্দুলেখাবিশদাধরারুণং চক্ষুশ্চকোরদ্বয়মশ্রু দাদধে।
তদা শিশোরস্য করাম্বুজন্মনাপ্যরিষ্টমুদ্ব্য় বলাদ্বিজৃম্ভিতম্ ॥১৭

ক্রোধে বালকের দন্তপঙ্ক্তিরূপ ইন্দু লেখা সমুদয়। অধরের রাগে ধারণ করিল রক্তবর্ণ সে সময়॥ নয়ন স্বরূপ চকোর যুগল সিক্ত হৈল নেত্রজলে। করাম্বুজ সেহ ক্ষুব্ধ হৈল দধি নষ্ট করি নিজ বলে॥ কলসান্তর্গত তক্র যদি নষ্ট হৈল। অন্য এক উৎসব আসিয়া দেখা দিল॥

ততো গৃহাভ্যন্তরশিক্যলক্ষিতং হৈয়ঙ্গবীনং পরিগৃহ্য যত্নতঃ।
অঘাল তত্রোর্ধ্বরিতস্ত পঙ্কক-দ্বারেণ নিহ্নুত্য জহার কেশবঃ ॥১৯

তবে গৃহান্তরে শিক্যভাণ্ডস্থিত সদ্যোজাত নবনীত। ভক্ষণ করিতে লাগিল বালক হৈঞা মহা হরষিত। উর্দ্ধরিত যাহা ছিল ভাণ্ড মধ্যে গোপনে গ্রহণ করি। অন্দরের দ্বার দিয়া পলায়ন করিল তুরিতে হরি॥

কুঞ্চীক্ষেপাদর্গলামন্তরঙ্গামল্লাং মুক্তন্ সদ্ম গত্বা যুযোজ।
কৃত্বা খট্টাং তত্র নিঃশ্রেণিকাভাং কৃত্বা সর্পিগুপ্তমন্বনপাগাৎ ॥২০

নবনীত হরি হরণের কালে সেইত প্রচেষ্টা কৈল। সে কথা পুনশ্চ বিশদ করিয়া অত্র উল্লিখিত হৈল॥ দধি ভাণ্ড ভগ্ন করিয়া বালক পরম আক্রোশ ভরে। কুঞ্চী নামে এক অর্গল মোচক যন্ত্র ধরি দৃঢ় করে॥ অপর কক্ষের কপাটের ক্ষুদ্র অর্গল ভাঙ্গিয়া সুখে। ভিতরে পশিয়া দ্বার রুদ্ধ কৈল ঈষত হসিত মুখে॥ তুরিত গতিতে কাষ্ঠময় তত্র খট্টারে সোপান করি। নবনীত হরি গুপ্ত দ্বার পথে পলায়ন কৈল হরি॥

ততঃ ক্ষণাদ্দুগ্ধমিতং তু মৃগ্ধতামাধায় মাতা সুতমাগমদ্রুতম্।
অপ্রাপ্য তং তস্য তু কর্ম তদ্বিধং বুদ্ধা সকোপং সসুখং জহাস সা ॥২১

উদ্বর্ত্তিত দুগ্ধ চুল্লী হৈতে তবে ভূতলে স্থাপিত করি। অস্থির হৃদয়ে পুত্রের নিকটে আইল শীঘ্র ব্রজেশ্বরী॥ পুত্রে না পাইয়া পুত্রের তাদৃশ কর্ম হেরি স্বনয়নে। ক্রোধে তথা সুখে বিভাবিত হৈঞা হাস্য কৈল সেইক্ষণে॥ জননী যশোদা পুত্র কর্ম দরশনে। হইল অস্থির চিত্ত প্রথমে যে ক্ষণে॥ সেইকালে যোগমায়া কৃত দৈববাণী। শুনিয়া হসিত বক্ত্র হৈল নন্দরাণী ॥২২

শিশু মধুক্রুদতক্ষন্মধ্বসিদ্ধং পিপাসন্ সরসিজমুকুলাধশ্ছেদমাচর্য্য পশ্যন্।
দ্রববিগলনমাত্রং তত্র নির্বিশ্য মধ্যে কমলমপরমন্ প্রাপ তস্মিন্ মমূর্নি ॥২৩

মধুবিন্দু যাহে না হৈল সঞ্চিত এহেন অম্বুজকলি। খণ্ডিত করিল পিপাসার্ত হৈল এইত বালক অলি॥ না পাইয়া তার মধ্যে মধুবিন্দু তল দেশ ছিন্ন করি। অপর কমলে যাঞা মধুপান কৈল তবে ইচ্ছা ভরি॥

শময়াঞ্চকৃষে দুগ্ধং ক্ষুভিতং তত্তব সুদক্ষতা কলিতা।
শময়সি যদি শিশুকোপং তাদৃশমুচ্চৈস্তদা প্রশংস্যেথাঃ ॥২৪

তুমি যে ক্ষুভিত দুগ্ধ উপশান্ত কৈলা তাহে কুশলতা। ব্যক্ত হৈল তব গৃহস্থালী দ্রব্য রক্ষণে বিজ্ঞতা তথা॥ কিন্তু যদি তুমি শিশুর তাদৃশ ক্রোধ রাশি নিবারণে। সিদ্ধকাম হও তবে তুমি উচ্চস্তুতি পাত্র বৃন্দাবনে॥ দৈববাণী শুনি হাস্য কৈল ব্রজেশ্বরী। তবে দধি সিক্ত পদ চিহ্ন অনুসরি। চৌর্য্য পদক্ষেপ ক্রমে দেখিতে দেখিতে। কোন ক্রমে দ্বার করি মুক্ত নিজ হাতে॥ গৃহ মধ্যে নিরীক্ষণ করি সেইক্ষণ। পুনশ্চ করিল এক ঘটনা দর্শন ॥২৫

গত্বা গৃহাভ্যন্তরমন্যদপ্যসৌ দৃষ্টাস্য তস্যাতুলচাপলং প্রসূঃ।
তদীয়বর্ত্মানুগমেন চ ক্রমাদালোকয়ল্লোলবিলোচনঞ্চ তম্ ॥২৬

ক্রমশঃ পুত্রের পশ্চাদনুসরণে পশিয়া গৃহের মাঝে। দেখিল বিলোল লোচন অতীব চঞ্চল তনয় রাজে॥ যশোমতী করি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপণ। দেখিল পুত্রের যথা বিলোল লোচন॥

হরিরভিহৃতবানিহাস্মি দৃশ্যঃ কথমথ মাতরমীক্ষণং নয়ানি।
ইতি নয়নযুগং শ্রুতিদ্বয়ান্তর্ম্মুহুরিব বেশয়তি স্ম বালকৃষ্ণঃ ॥২৭

হরণ করিনু সংগোপনে আমি সদ্যোজাত নবনীত। এ মোর সন্ধানে হইবে জননী এইস্থানে উপনীত। কেমনে মাতারে দেখাইব মুখ এতেক চিন্তন করি। নেত্রযুগ মুহুঃ কর্ণান্তে চালন করিছে বালক হরি॥

অধোমুখীকৃত্য বলাদুদূখলং নিবিশ্য তস্যোপরি চঞ্চলেক্ষণম্।
কীশায় সর্পিদ্দদতং প্রসূঃ সুতং বীক্ষ্য স্মিতং প্রাপ তথা চ বিস্মিতম্॥২৮

অধোমুখ করি আপন শক্তিতে উদূখল তদুপরি। বসিয়া করিছে সর্পি বিতরণ কপিগণে যত্ন করি॥ চঞ্চল লোচন এ হেন তনয়ে নিরখিয়া স্বনয়নে। হাস্য আর মহা বিস্ময় জননী লভিল সেইত ক্ষণে॥

গূঢ়ং প্রতস্থে কৃতমোষমাত্মজং ধর্ত্তুং প্রসূরেষ নিরীক্ষ্য চাদ্রবৎ।
প্রসিদ্ধিরেষা খলু লোকতঃ শতং দৃশোর্মতং হর্ত্তরি ভর্ত্তরি দ্বয়ম্॥২৯

তনয়ে ধরিতে গোপনে প্রস্থান কৈল যদি ব্রজেশ্বরী। মাতারে হেরিয়া ভয়ে পলায়ন দ্রুতবেগে কৈল হরি॥ ভুবনে এহেন প্রসিদ্ধি আছয় তস্করের শত নেত্র। ধনরক্ষাকারী গৃহস্থ জনার নয়ন একটি মাত্র॥ বলদৃপ্ত কপিগণ প্রাপ্ত নবনীত। তৃপ্তিভরে সেবিয়া হইল হরষিত॥ যশোমতী বস্ত্রাবৃত যষ্টি লৈঞা আইল॥ দেখি সবে দ্রুত বৃক্ষ শাখে লুকাইল॥৩০

অথ দ্রবন্তং সুতমন্বগাৎ প্রসূঃ প্রসূনবৃষ্টি-প্রথ-কেশবন্ধনা।
ক যাসি রে চোরবরেতি জল্পিতানাতিস্ফুট-ক্রন্দনহাসসুন্দরম্॥৩১

ধাইল জননী ধাবিত তনয়ে ধরিতে আপন হাতে। কুসুম বর্ষণ হইতে লাগিল শিথিল কবরী হৈতে॥ কোথায় চলিলি ওরে চৌররাজ শুনি হেন মাতৃবাণী। সুমন্দ ক্রন্দন হাসিতে ভরিল শিশুর বদনখানি॥

স্তোকং ধর্ত্তুং সা সমীপেঽপি শীঘ্রং ধাবন্তী তৎ প্রাপ ধাবন্ন মাতা।
প্রাগঞ্চন্তং বায়ুবেগাৎ প্রতীচীস্তোকাম্ভোদং যদ্বদম্ভোদবীথী॥৩২

বায়ু বেগে পূর্ব দিশাতে চালিত, স্বল্প মেঘেও যেমতি। ধরিতে না পারে, পশ্চিম দিগস্থ বিপুল জলদ বীথি॥ তেমতি শিশুরে ধরিতে তুরিতে, সমীপেও মাতা আসি। ধরিতে নারিল, শিশু পলাইল বদনে উছলে হাসি॥ পুরদ্বারে করে লোক গমনাগমন্। সেই দ্বারে মাতা নাহি যায় কদাচন॥ এত জানি শিশু সেই দিকে পলাইল। জনতা নাহিক সেথা জননী দেখিল॥ তেইত অবাধে মাতা শিশুর পশ্চাতে। ধাবিত হইল বহির্দ্বারের দিশাতে॥৩৩

যদাদ্রবৎ পৃষ্ঠমনীক্ষমাণস্তদা ন লেভেপৃথুকো জনন্যা।
যদা ভয়াদ্বীক্ষিতবান্ সপশ্চাত্তদা তয়াসৌ জগৃহে করেণ॥৩৪

ধাইল বালক, যবে পৃষ্ঠদেশে, দৃষ্টিপাত নাহি করি। সেইত সময়ে, ধরিতে নারিল, পুত্রে গোপ মহেশ্বরী॥ কিন্তু ভয়ে যবে, পশ্চাতে ফিরিয়া শিশু দৃষ্টি নিক্ষেপিল। অমনি ধাইয়া, শিশুরে জননী, নিজ করে ধৃত কৈল॥

অক্ষিণী দ্রবগমায় সাক্ষিণী, রোদনং ক্রুহৃদয়প্রণোদনম্।
চালনং বপুষি ধার্ষ্ট্যপালনং সৃষ্টবান্ বপুষি ন মৃষ্টবান্॥৩৫

গতিবেগ শিশু, নিবারণ তরে, সাক্ষী কৈল অক্ষিদ্বন্দ্বে। মাতৃকোপ শান্ত, করিতে কান্দিতে, লাগিল বিবিধ ছন্দে॥ শরীরে কম্পন সৃজন করিল, মিথ্যা অভিনয় করি। কিন্তু দেহ হৈতে ধূলি মলিনতা, মার্জন না কৈল হরি॥

নির্মমে প্রসভমম্বয়া মুখং, সম্মুখং নিজশিশোর্যদা যদা।
সর্পিরর্পিত বিলেপনং তদা, রুক্ষণায় তদমুক্ষদেষ চ॥৩৬

মাতা যবে যবে, আপন শিশুর, বদন সম্মুখে করি। ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সবলে স্বকরে ধরি॥ নবনী লেপিত মসৃন বদন অমসৃণ করিবারে। প্রচেষ্টা করিতে লাগিল তখন, ধৃষ্ট শিশু বারে বারে॥

যষ্টি চেদ্বত ভবান্ গৃহমুষ্টিং, যষ্টিমাকলয় মৎকরমৃষ্টাম্।
ইত্থমুচ্চকিতিতে কমলাক্ষে, তাং জহৌ নিজ জহৌ ব্রজরাজ্ঞী॥৩৭

তবে মাতা ভয় দেখাইয়া পুত্রে, কহিল হায়রে কষ্ট। যদি গৃহ মধ্যে চুরি করিবারে বাঞ্ছা কর ওরে ধৃষ্ট॥ তবেত করহ, দৃষ্টিপাত মোর, হস্তস্থিত যষ্টি প্রতি। শুনিয়া কমল লোচন বালক, হৈল সন্ত্রাসিত মতি॥ আপন তনয়ে, যষ্টি দরশনে ব্যাকুল দর্শন করি। হস্ত যষ্টি দূরে নিক্ষেপিল, স্নেহাতুরা ব্রজেশ্বরী॥

মা মেতি বদতা তেন চোরচোরেতি গীঃকলিম্।
রহসা সহসা রাজ্ঞী সহসা সহসাতনোৎ॥৩৮

পুত্র কহে মাতা, না মারিহ মোরে, তোমারে বিনয় করি। মাতা কহে তুমি, চৌর শিরোমণি করিয়াছ গৃহে চুরি॥ পুত্র কহে মাতা, পর গৃহে চুরি, করিলে কি ভাল হয়। এইত ভবনে, যত দ্রব্য আছে, মোর হয় সমুদয়॥ নির্জন কলহে, পুত্রের বদনে, শুনিয়া এহেন বাণী। সহসা গোপন হাসিতে ভরিল, মাতার বদন খানি॥

অহো রাজাসি চোরাণাং চোরাস্তৎপিতৃগোত্রজাঃ।
ইত্যাত্থ চ কলন্মাতা শিশুনা গব্যচোরিণা॥৩৯

মাতা কহে পুত্র, তোমা কি কহিব, তুমি চোর নৃপমণি। পুত্র কহে মোর, মাতামহ বংশে, সবে চোর মধ্যে গণি॥ হেন মতে মাতা, আর গব্য চোর, শিশুর বচসা হৈল। আনন্দে ভরিল মাতার হৃদয়, শিশু ভয় পাসরিল॥

দধিমণ্ড কথং খণ্ডো দণ্ডোঽয়ং পরমেশিতুঃ।
ঘৃতং কীশায় কঃ প্রাদাদসৌ যেন বিনির্মিতঃ ॥৪০

মাতা কহে পুত্র, বোলহ কেন বা, ভাঙ্গিলে দধির ভাণ্ড। পুত্র কহে মাতা, জানিহ এ হোত, পরমেশ্বরের দণ্ড॥ মাতা কহে পুত্র, কহ কপিগণে, কোনজন ঘৃত দিল। পুত্র কহে মাতা সেই জন দিল, তা সবে যে সৃষ্টি কৈল॥

শক্তে ত্বাত্মকারমিথং সদা ত্বং যজ্ঞাঙ্গীয়ং লেক্ষি হৈয়ঙ্গবীনম্।
এবং চোরঙ্কারমদ্ধা শিশু ত্বং, প্রত্যাক্রোশন্ত্যার্দ্রচিত্তা বভূব ॥৪১

মাতা কহে সদ্যোজাত হৈল ঘৃত যজ্ঞাঙ্গ স্বরূপ হয়। তুমিই সে হবিঃ করহ ভক্ষণ, মোর হেন মনে লয়॥ এতেক বচনে, আক্রোশ করতঃ, চোর সম শিশু প্রতি। স্নেহার্দ্র হৃদয়, হৈল অবশেষে, কৃষ্ণ মাতা যশোমতী॥ হাস্য ভরে কহে মাতা ক্রোধ সহকারে। তোমার রহস্য কর ব্যক্ত এইবারে॥ স্থির হৈঞা রহ এবে দম্ভ পরিহরি। শুনিয়া রোদন নেত্র হৈল পুত্র হরি ॥৪২

ত্বয্যুত্তটং প্রদ্রবত্যামঙ্ঘ্র্যোঃ কটক ঘট্টনাৎ। অস্ফুটদ্দধিমণ্ডস্য ঘটঃ কা মম দুষ্টতা॥

তুমি যবে বেগে ধাবিত হইলা, মোরে ধরিবার তরে। দধি ঘটভঙ্গ, হৈল তব পদকটক সংঘট্ট ভরে॥ ইথে কিবা মোর, দুষ্টতা হেরিলা, বোলহ বিচার করি। নিজে করি দোষ, এবে দণ্ড দেহ, নির্দোষ এমোরে ধরি ॥৪৩

কীশোঽয়মীশনির্দিষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সদ্ম মুষ্টয়ে। কৃষ্টঃ সর্পিঃ পরামৃষ্টো ময়া কা মম দুষ্টতা॥

এইত বানর নবনীত হবিঃ চুরি করিবার তরে। ঈশ্বর কর্তৃক, নির্দিষ্ট হইয়া, প্রবেশ কৈল ঘরে॥ ঘৃত ভাণ্ড যবে, কৈল আকর্ষণ, আমিত ধরিনু তারে। এথে কিবা মোর, হইল দুষ্টতা, কহ মাতা এইবারে ॥৪৪

তথাপি ত্বামাত্তযষ্টিং দৃষ্ট্বা দুদ্রুব চোরবৎ। ত্বং পুনর্মাং বৃথা ভীতমপি দুদ্রোথ নির্দয়ম্॥

তথাপিহ তুমি, যষ্টি হাতে লৈঞা, আইলা মোরে মারিবারে। তেই চোর সম, কৈনু পলায়ন, আত্মরক্ষা করিবারে॥ দেখিয়াও মোরে ভয়ে অভিভূত, বিনাদোষে মাতা হৈঞা। আইলা নিজ পুত্রে, প্রহার করিতে, হস্তে বেত্রদণ্ড লৈঞা॥ মাতা যেন অনুতপ্ত হৈঞা অতঃপর। কহিতে লাগিল অরে বাক্ চাতুরেশ্বর॥ অরে চৌরোত্তম তুমি ব্রজে মহনীয়। হইয়া রাজার পুত্র হইলে কপি প্রিয়॥ হইল কপির সম তোমার প্রকৃতি। এবড় আশ্চর্য হৈতে মহাশ্চর্য অতি॥ শুনিয়া মাতার বাক্য হৈঞা নিজে ভীত। মাতারেও করিবারে ভীত কথঞ্চিত॥ পুত্র কহে মোর যদি কপির প্রকৃতি। তবে আমি বনে যাঞা করিব বসতি॥ বৃক্ষ হৈতে বৃক্ষে লম্ফ দিয়া অনিবার। ফল মূল যথালভ্য করিব আহার॥ শুনিয়া সভয়ে মাতা চিন্তিতে লাগিল। অভিমানী পুত্র এবে যে কথা কহিল॥ করিলেও তাহা সত্য করিবারে পারে। তেইত বন্ধন করি রাখিব ইহারে॥ গৃহে আমি একাকিনী তেই গৃহে আর। শিশুরে রক্ষণ হয় দুষ্কর আমার॥ এহেন সমস্যা বহুবিধ চিন্তা করি। কহিতে লাগিল স্পষ্টরূপে ব্রজেশ্বরী ॥৪৫-৪৭

রে চৌর! চঞ্চল বিলোল বিলোচনশ্রী.নিক্ষিপ্তমোহ! মনুষে ন নিবারণং নঃ।
বন্ধাভবন্তমহমাশু চলামি গেহং, শক্তির্যদি প্রথয়তাং কুরু চৌর্য্যমন্যৎ ॥৪৮

রে চঞ্চল বালক, হে চঞ্চল শিশু, তুমি মোহ সর্বজনে। চঞ্চল বিলোল, লোচন শোভাতে, বিস্তরিছ ক্ষণে ক্ষণে॥ না মান বারণ, এমোর বচনে, অতএব দৃঢ় করে। বান্ধিয়া তোমারে, অবিলম্বে আমি, প্রবেশ করিব ঘরে॥ শক্তি যদি থাকে, তবে বিস্তারিয়া, অন্য দ্রব্য লহ হরি। এতেক কহিয়া, তনয়ে বান্ধিতে, বাঞ্ছা কৈল ব্রজেশ্বরী॥ পুত্রে বান্ধিবারে মাতা উদ্যোগ করিল। ইহা দেখি রোষে পুত্র পরিপূর্ণ হৈল॥ চীৎকার করিয়া তবে সজল নয়নে। কহিতে লাগিল মাতৃদেবীর সদনে॥ রোহিণী জননী মোর ভ্রাতারে লইয়া। কোথায় আছহ তুমি দেখহ আসিয়া॥ তুমি এথা নাই তেই জননী আমারে। করিতেছে উদ্যোগ বান্ধিয়া রাখিবারে॥ অতএব তুমি শীঘ্র কর আগমন। মাতা যেন নাহি করে এমোরে বন্ধন॥ দূরে অবস্থান হেতু রোহিণী তখন। এইত বচন নাহি করিল শ্রবণ॥ কিন্তু প্রতিবেশিনী রমনী কাণোর্জন। বালকের এই বাক্য করিল শ্রবণ॥ এই নারীগণ পূর্বে শিশুরে ভর্ৎসিল। দ্রুতবেগে তারা তথা উপনীত হৈল॥ করাইতে আপনার বচন স্মরণ। কহিতে লাগিল হাস্যমুখে সেইক্ষণ॥ এই সেই চৌররাজ্ঞি তোমার ভবনে। করিয়াছে কিবা কোন কার্য সংগোপনে॥ এহেন বচনে করি যথেষ্ট ইঙ্গিত। হাসিতে লাগিল সবে হৈঞা একত্রিত॥ অবধান না করিয়া সেইত বচন। যশোদা আবদ্ধ বেনী করিয়া মোচন॥ পরিভ্রষ্ট এক পট্টডোরী হস্তে নিল। বহিঃস্থিত উদূখল প্রতি লক্ষ্য কৈল॥ দক্ষযজ্ঞে ক্রুদ্ধ রুদ্র সেবকের গণ। করিল দক্ষের কণ্ঠ যেমতি বন্ধন॥ সেইমত যশোমতী পুত্রের উদরে। বস্ত্র জড়াইল ডোরী বান্ধিবার তরে॥ পুত্রে শিক্ষাদানে মাতা উদ্যত হইয়া। জড়াইল সেই ডোরী নিজ হস্তে লৈঞা॥ কিন্তু তাহা হইল অঙ্গুলীদ্বয় ন্যূন। বুঝিতে নারিল মাতা পুত্রের কি গুণ॥ পুনশ্চ কবরী হৈতে অন্য ডোরী লৈঞা। বান্ধিল পূর্বের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া॥ সেহত অঙ্গুলীদ্বয় ন্যূন তবে হৈল। মন্থনের রজ্জুসবে আনয়ন কৈল॥ তাহাতেও বন্ধন না সমাপ্ত ঘটিল। দেখি যশোমতী বড় বিস্মিত হইল ॥৪৯-৫২

তদঙ্গে দ্ব্যঙ্গুলাভাসে সর্বে লব্ধাবকাশকাঃ। দৃশ্যন্তে স্ম বটাস্তত্র বিদ্যুদ্রাদ্রৌ ঘনা ইব॥

মেঘমালা যথা, সংলগ্ন হইয়া, দুরস্থিত অদ্রি গাত্রে। অলগ্ন স্বরূপে, পরিদৃষ্ট হয়, জগতে লোকের নেত্রে॥ তেমতি বেষ্টিত, ডোরী কৃষ্ণ গাত্রে, সুবেষ্টিত পূর্ণভাবে। হইলেও দুই, অঙ্গুলী প্রমাণ, ন্যূন দৃষ্ট হৈল তবে॥ এত হেরি পরিহাস করিয়া তখন। কহিতে লাগিল ব্রজ মহিলার গণ॥ অয়ি ব্রজেশ্বরি পূর্বে কহিনু তোমারে। তোমার এ তনয় মোহিনী শক্তি ধারে॥ কক্ষক নামক প্রসিদ্ধ চৌরবরে। কল্পিত করিল চুরি করি ঘরে ঘরে॥ চৌর্যদ্রব্য মাত্র করি সানন্দে ভোজন। সুখী হৈল দাতা নিজে আর ভোক্তাগণ॥ পরদ্রব্য অপহর্তা কর্তা

এই নামে। প্রসিদ্ধ হইল তব পুত্র ব্রজধামে॥ মাতা কহে এই শিশু জন্মিল কুক্ষণে। অজ্ঞ তেই ভালমন্দ কিছুই না জানে॥ হেন মোর জ্ঞান হয় তোমা সবাকার। এহ এক মায়া বিদ্যা কুবুদ্ধি বিস্তার॥ ইহার কারণ কহি করহ শ্রবণ। অন্তরে শিশুর পক্ষপাতী সর্বজন॥ বাহিরে করহ অন্যরূপ ব্যবহার॥ কুবুদ্ধি বা কুটবুদ্ধি নাম যে ইহার॥ শুনিয়া রাজ্ঞীর বাক্য সহাস্তে তখন। কহিতে লাগিল ব্রজ মহিলার গণ॥ বিস্ময়কারিণী হেন বিদ্যা মো সবার। নাহি সত্য-করি কহি চরণে তোমার॥ এত শুনি ব্রজেশ্বরী চিন্তে মনে মন। সত্য বটে মহামান্য গর্গের বচন॥ কোন ভাগবতী শক্তি ঈশ্বরের বরে। নিহিত আছয়ে এই শিশুর ভিতরে॥ দুগ্ধ পোষ্য শিশু এহো কিছু নাহি জানে। অলৌকিক কার্য হেন করিবে কেমনে॥ এতেক চিন্তিয়া মাতা যশোদার মনে। বাৎসল্য রসাব্ধি উথলিল সেই ক্ষণে॥ পুত্রে শিক্ষা দিতে মাতা পুনঃচেষ্টা কৈল। আন্নাইল মন্থনের রজ্জু যত ছিল॥ বন্ধন করিল কিন্তু না হইল শেষ। বুঝিতে নারিল কোন উপায় বিশেষ ॥৫৫-৫৬

বধ্নতী নতু সুতং ব্রজেশ্বরী পারমাপ তদপারকর্মণঃ।
ঘর্মবারিবরিমাণমাব্রজ-দ্বারবারমলকাবৃতীরপি ॥৫৭

ব্রজেশ্বরী তবে, আপন তনয়ে, বান্ধিতে উদ্যোগ কৈল। কিন্তু মাতা সেই, অশেষ কর্মের, শেষ না সম্প্রাপ্ত হৈল॥ অধিকন্তু শ্রমে স্বেদজলে সিক্ত, হৈল সর্ব কলেবর। অলকা কলাপে আবৃত করিল, শ্রীবদন শশধর॥ যদুকুল জাত সেই তনয়ের তবে। হঠেতে হটিল মাতৃ প্রচেষ্টাদি যবে॥ গ্রহ নিগ্রহের মত আগ্রহ মাতার। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হৈল বিকল অপার॥ ব্যাকুল হৈল মাতা যশোদা তখন। হেরি বশীভূত হৈল শ্রীকৃষ্ণের মন॥ সবাই জানিল সর্ব প্রথম ডোরীতে। হইল বন্ধন প্রাপ্ত শিশু ভালমতে॥ হইল অকার্যকর অন্যরজ্জু যত। বন্ধন স্বীকার হরি কৈল স্বেচ্ছামত॥ কৃষ্ণ কর্মকারিণী সে যোগমায়া নামে। দেবী নিত্য অনুগতা রহে ব্রজধামে॥ অত্যাশ্চর্য্যপ্রদ এই কার্য সমুদয়। ভ্রমরূপে করাইল সবারে প্রত্যয়॥ মাতার হৃদয়ে সেহ ভ্রম উপজিল। দৃঢ়রূপে মাতা তবে তনয়ে বান্ধিল॥ যশোমতী তবে সেই বন্ধনের ডোরী। অন্যদীর্ঘ রজ্জু যোগে অতিদীর্ঘ করি॥ অদূরস্থ উদূখল মধ্যে জড়াইয়া। বন্ধন করিল মাতা সুদৃঢ় করিয়া॥ হেনমতে বন্ধন করিয়া সমাপন। শিক্ষা দিয়া আপনার তনয়ে তখন॥ হঠকারী পুত্রে কঠিনতা ব্যক্ত করি। হাস্যমুখী ব্রজাঙ্গনাগণে অনুসরি। সকৌতুকে গৃহকর্ম করিবার তরে। প্রস্থানে উদ্যম দেহী কৈল ব্যগ্রভরে॥ রক্ষাতরে চৌদিকে বালক কথোজনে। রাখিয়া পশিল মাতা অন্দর ভবনে॥ মাতা আর ব্রজাঙ্গনাগণ গৃহে গেল। ক্ষণপরে শিশু তবে কান্দিতে লাগিল॥ করিয়া রোদন লীলা কিছুকাল পরে। আকর্ষণ কৈল উদূখল শক্তি ভরে॥ উদূখল লৈঞা হরি অগ্রসর হৈল। শিশুগণ হটুহটু করিতে লাগিল॥

আনন্দে ভরিল নন্দ তনয়ের মন। প্রফুল্ল হৈল চারু কমল বদন॥ বদ্ধ হইয়াও শিশুবৃন্দ সমন্বিত। চাপল্যে করিয়া সর্বশ্রদ্ধা বিবর্দ্ধিত॥ হাসিতে খেলিতে তবে শিশুগণ সঙ্গে। ধীরে ধীরে উদূখল টানি মহারঙ্গে॥ পুরদ্বার হৈতে দূরে অগ্রসর হৈল। লীলাদ্বারে শিশুগণে হাস্যান্বিত কৈল॥ যে সব রমণী নিজ অট্টালিকা হৈতে। যশোদার ঠাঞি আইল রজ্জু যোগাইতে। শ্রীকৃষ্ণ সুযোগ লাভ করি সেই ক্ষণ। রক্ষাকারী শিশুগণে করিয়া প্রেরণ॥ সেই সব ললনাগণের গৃহ হৈতে। শিক্যস্থ নবনী হরি লইল তুরিতে॥ কিন্তু উদূখলে আকর্ষণ লীলোৎসবে। নিজ হস্তে কিংবা অন্য হস্তে কোন দ্রব্যে॥ কিছুতেই আপনার বন্ধন মোচনে। অভিলাষ নাহি কৈল কৃষ্ণ সেইক্ষণে॥ সেথায় যমলার্জুন নামে বৃক্ষদ্বয়। পুরদ্বার পুরোভাগে সংস্থিত আছয়॥ বায়ু ভরে যেন দোহে নাচিতে আছিল। সেই বৃক্ষদ্বয়ে শিশু দৃষ্টিপাত কৈল॥ ক্রমে ক্রমে বিচরণ করিতে করিতে। বৃক্ষদ্বয় ঠাঞি শিশু আসিল তুরিতে॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ মধুকণ্ঠে কহি এতদূর। এ লীলাতে শ্রীহরির ঐশ্বর্য প্রচুর॥ জানাইয়া অন্য এক কারণ তখন। নির্দেশ করিল হৈঞা হসিত বদন॥ বৃক্ষদ্বয় মধ্যে শিশু যদি প্রবেশিল। বিচরণ করিতে তবেত বাঞ্ছা হৈল॥ তার লাগি বৃক্ষদ্বয় মধ্যদেশ দিয়া। ক্ষুদ্র পথ পাঞা শিশু পশিল আসিয়া॥ পার হৈল শিশু কিন্তু বৃহদায়তন। উদূখল সঙ্কুচিত পথে সেইক্ষণ। পার না হইয়া আড়াআড়ি ভাব ধরি। পড়িয়া রহিল অন্য পার্শ্ব স্থানোপরি॥ তবে কৃষ্ণ সুষ্ঠুরূপে রজ্জুচ্ছেদ তরে। উদূখল আকর্ষণ কৈল শক্তি ভরে ॥৫৮-৬৫

কুঠদ্বয়ং কটকটশব্দমুদ্ভটং বিঘট্টিতং স্ফুটমলুঠদ্বয়োর্দিশোঃ।
ন ধীধৃতিং বধিরবিমুগ্ধতামধিব্রজন্নধি ব্রজমদধাৎ প্রজাব্রজঃ ॥৬৬

সেই উদূখলে, সহসা যদ্যপি, আকর্ষণ কৈল হরি। বৃক্ষদ্বয় তবে, অতীব ভীষণ, কট কট শব্দ করি॥ দুই দিকে তবে, পড়িল ভূমিতে, প্রকাশ্যে লুণ্ঠিত হৈঞা। ব্রজ মণ্ডলের, প্রজাগণ শব্দে, হৈল চমকিত হিয়া॥ বধির হইল, কর্ণ তা সবার, কারণ না জানে কেহ। ধৈর্য গেল মতি, বিভ্রান্ত হইল, ভয়ে কণ্টকিত দেহ॥

চিত্রং তুত্রোট তত্তত্র বজ্রমজ্জার্জুনদ্বয়ম্। ন পুনর্মাতৃবাৎসল্য-নির্বন্ধময়বন্ধনম্ ॥৬৭

আশ্চর্য এহোত, বজ্রাপেক্ষা দৃঢ়, বৃক্ষদ্বয়ে ছিন্ন কৈল। মাতার বাৎসল্য-নিবদ্ধ, বন্ধন ছিন্দিতে না শক্তি হৈল॥ জগতের গুণী আর জ্ঞানী ব্যাক্তিগণ। এইত বিষয় শ্লোকে করয়ে বর্ণন॥

শ্যামাঙ্গদ্যুতি কিঙ্কিণি-ধ্বনিধরং রিঙ্গাতিরঙ্গপ্রদং,
কর্ষচ্ছশ্বদুদূখলং খরখরংকারপ্রকারপ্রথম্।
বিস্ফূর্জ-প্রতিমার্জুনদ্বয়-কটংকারার্জিতাং কৌতুকাৎ,
পর্য্যাবৃত্তনিরীক্ষণং ব্রজবধূলাল্যস্য বাল্যং স্তবে ॥৬৮

শ্যামল সুন্দর, অঙ্গের বরণ, কটিতে কিঙ্কিণি বাজে। রিঙ্গণ লীলাতে, পরম আনন্দ, বিথারি ব্রজের মাঝে॥ উদূখল যবে, কৌতুক বশতঃ, কৈল হরি

আকর্ষণ। থর থর শব্দ, অর্জুন যুগলে, উঠিল সেইত ক্ষণ॥ বজ্রধ্বনি সম, কট কট কট, বিকট নিনাদ করি। উৎপাটিত হৈঞা, পাদপ যুগল, পড়িল ভূতলোপরি॥ পশ্চাতে বদন, ফিরাইয়া তবে, নিরীক্ষণ করে হরি। ব্রজ বধূলাল্য, সে বাল্য ভাবের, অত্যুচ্চ প্রশংসা করি॥ তবে বৃক্ষদ্বয়ের পতন নিবন্ধন। অতীব বিকট ধ্বনি উঠিল তখন॥ তাহে প্রপীড়িত হৈঞা গোষ্ঠবাসিগণ। প্রায় একদণ্ড ছিল হৈঞা অচেতন॥ কৃষ্ণের সমীপেস্থিত শিশু সমুদয়। সেই শব্দে কেহ নাহি অচেতন হয়॥ হরিলীলা মাধুরীর ধুরী আস্বাদনে। চিত্রাকৃতি সম মিত্রাবলি সেই ক্ষণে॥ বিত্রাসে কেহ না হৈঞা সন্ত্রাসিত হিয়া। অনিমিষ নয়নে রহিল দাণ্ডাইয়া॥ দূর হৈতে ব্রজরাজ আদি গোপগণ। সেইত প্রচণ্ড শব্দ করিয়া শ্রবণ॥ ইহা কিবা ইহা কিবা কহিয়া বদনে। তর্ক করি উপনীত হৈল সেই স্থানে॥ এক সঙ্গে সেথা উপনীত হৈল সবে। কহিতে লাগিল ভয় শঙ্কাযুক্ত রবে॥৬৯-৭০

বিনা বাতং বিনা বর্ষং বিদ্যুৎ-প্রপতনং বিনা।
বিনা হস্তিকৃতং দোষং কেনেমৌ পাতিতৌ দ্রুমৌ॥৭১

বিনা বর্ষাবাত, বিদ্যুৎ প্রপাত, বিনা হস্তি কৃতোৎপাত। এইত অর্জুন, পাদপ যুগলে, কে করিল ভূমিসাৎ।

অন্যোহন্য-জন্যমেতাবজ্জাতা নির্জনতা কুতঃ।
তস্মাত্তস্মান্মহাগর্জান্মূর্চ্ছামার্চ্ছন ব্রজে জনাঃ॥৭২

অন্যান্য বহুত, লোক এথা আসি, বৃক্ষ ভূপাতিত কৈল॥ যদি কহ হেন, তবে এই স্থান, কেন বা নির্জন হৈল॥ বৃক্ষ পতনের, বিকট গর্জনে, ব্রজস্থ নিখিল জন। বজ্রাহত সম, ভুতলে পড়িল, কেন হৈঞা অচেতন॥ বৃক্ষ সন্নিকটে সবে করে অবধান। শ্রীবাল গোপাল হাস্য মুখে বিদ্যমান॥ মহানন্দে আকর্ষণ করি উদূখল। লীলানন্দ বিস্তারিছে বালক চঞ্চল॥ কিবা হৈল কিবা হৈল কহি উচ্চরবে। শিশুরে বেষ্টন করি দাণ্ডাইল সবে॥ পশ্চাতে আগত হেরি পিতারে আপন। কান্দিয়া উঠিল শিশু না মানে বারণ॥ পিতা হইয়াও সন্ত্রাসিত সেইক্ষণ। করিতে সান্ত্বনা দান তনয়ে আপন॥ কেবল হসিত মুখে বাহু প্রসারিল। বন্ধন হৈতে পুত্রে বিমুক্ত করিল॥ তবে সরোদন বাক্য সংযুক্ত বদন। তনয়ের কৈল পিতা সানন্দে চুম্বন॥ বন্ধের কারণ অনুমান করি মনে। পুনঃ পুনঃ পুছিতে লাগিল পুত্রধনে। বৎস তোমা যে করিল সাগ্রহে বন্ধন। সে নিশ্চয় খল বুদ্ধি কোথা সেইজন॥ পিতৃভক্ত শিশু তবে বহুক্ষণ পরে। পিতারে পাইয়া গদগদ কণ্ঠ স্বরে॥ জনকের কর্ণতটে সখেদে কহিল। মাতা নিজে উদূখলে এমোরে বান্ধিল॥ পূর্বেই হইলা জ্ঞানশূন্যা ব্রজেশ্বরী। তবে স্বতঃ অনুতপ্ত হৈল তদুপরি॥ নন্দ মহারাজ এই সংবাদ পাইয়া। কিছু না পুছিল তারে ভবনে পশিয়া॥ গোপনেও কোন কথা পুছিবার তরে। আগ্রহ নাহিক

হৈল নন্দের অন্তরে॥ বন্ধন ব্যাপারে কোন বিশেষ বিষয়। না জানিয়া নন্দভূপ সেইত সময়॥ কোন কথা যশোদারে অবজ্ঞার ভরে। না পুছিয়া প্রশ্ন কৈল বালক নিকরে॥ কি কারণে হৈল ভূমে বৃক্ষের পতন। যাহা সবে দেখিয়াছ কহ বিবরণ॥ বালকের গণ কিন্তু আপনা হইতে। বিস্তারিয়া আদ্যোপান্ত লাগিল কহিতে॥ প্রকাশ ভাবেতে কৃষ্ণ অগ্রসর হৈঞা। বৃক্ষদ্বয় মধ্য পথে গমন করিয়া॥ সম্মুখস্থ সুবিস্তীর্ণ ভূমির উপরে। ইচ্ছামত মহানন্দে ক্রীড়নের তরে॥ বক্র ভাবে স্থিত এ অচল উদূখলে। যেই মাত্র আকর্ষণ কৈল নিজবলে॥ বৃক্ষদ্বয় খট্ খট্ শব্দ তবে করি। পড়িল হইয়া ছিন্ন মূল ভূম্যোপরি॥ এই দুই ভগ্ন বৃক্ষ হৈতে অতঃপর। প্রদীপ্ত অনল সম দিব্য মূর্ত্তিধর॥ কটক কুণ্ডল মুকুটাদি বিভুষিত। সুপুরুষ দুইজন হৈঞা বহির্গত॥ চতুর্দিকে প্রণাম করিয়া নিবেদন। কৃষ্ণে সন্তোষিয়া কৈল উত্তরে গমন॥ বালকবৃন্দের মুখে এতেক শ্রবণে। শিশুর প্রলাপ মাত্র সবে এই জ্ঞানে॥ ব্রজরাজ সহ তবে কল্পনা করিল। অন্য সবাকার চিত্ত সংশয়ে ভরিল। এক দুই তিন চারি ক্রমে অতঃপর। ব্রজবাসীগণ আইল নন্দের গোচর॥ ব্রজরাজ সবা সঙ্গে হইয়া মিলিত। পুত্রদ্বারে নিজ ক্রোড় করি অলঙ্কৃত॥ নির্দ্ধারিত নিত্যকার্য্য করিবার তরে। উপনীত হৈল আসি যমুনার তীরে॥ পুত্র সহ যমুনার জলে করি স্নান। মাঙ্গলিক কার্য কিছু কৈল অনুষ্ঠান॥ স্বস্তিবাচনাদি করাইয়া বিপ্রদ্বারে। পুত্র হস্তে মহাদান দিল সবাকারে॥ অবশেষে গৃহে আসি মধ্যাহ্ন ভোজন। করিবারে প্রস্তুত হৈল দুইজন॥ নন্দ জায়া কিয়ৎকাল পুত্রে না দেখিয়া। উদূখল সঙ্গে পুত্রে বন্ধন করিয়া॥ দুঃখ আর লজ্জা ভরে ম্রিয়মাণ হৈঞা। বহুক্ষণাবধি নীরবে রহিল বসিয়া। গৃহ হৈতে সাগ্রহে বাহির নাহি হৈল। গৃহাগতা নারীগণে সম্ভাষ না কৈল॥ নারীগণ বালকের সম্বাদ লইয়া। নিজ নিজ গৃহে গেল বিস্মিত হইয়া॥ তবেত গৌরবের ইচ্ছুক সর্ব কার্য সমাধানে। আইল রোহিণী দেবী পাকশালা স্থানে॥ কৃষ্ণ বলরাম পাত্রী পাচিকার গণ দ্বারে। অন্ন বিতরিয়া ভুঞ্জাইল সবাকারে॥ স্নিগ্ধ আর অব্যক্ত দোহে করি আনয়ন। আসনে বসিল নন্দ করিতে ভোজন॥ তবেত পরমানন্দ পূরক মধুর কোলাহলে। গৃহ পূর্ণ করি অন্ন ভুঞ্জিল সকলে॥ কৃষ্ণ বলরাম দুই শিশুর সংহতি॥ ব্রজরাজ দণ্ড দুই বিশ্রাম করিয়া। শয়নোপবেশনের সুখে স্নিগ্ধ হৈঞা॥ গোগণের আগমন সময়ে তখন। গোশালাতে সবে মেলি কৈল আগমন॥ তবেত বলিষ্ঠ আভীরের গণদ্বারে। গো-দোহন করাইল উত্তম প্রকারে॥ গৃহ হৈতে সিতাখণ্ড আনিয়া তখন। হিতকর দুগ্ধ সঙ্গে করি আলোড়ন॥ স্তন পান প্রতিনিধি হেতু বন্ধুসনে। ধারোষ্ণ গোদুগ্ধ পিয়াইল দুইজনে॥ পত্রে পত্র লিখন প্রণালী অতঃপর। শিখাইল দুইজনে করিয়া আদর॥ পুনর্বার অট্টালিতে করি আগমন। পুত্রদ্বয় সহ তবে করিতে ভোজন॥ সুখ সমাজের নন্দ অনুষ্ঠান কৈল। আত্মীয়ের গণ সঙ্গে ভোজনে বসিল॥ কৃষ্ণের

সন্তত সুখ বাঞ্ছে যারা সবে। স্বকুলমাণিক্য লক্ষ্মী নারীগণ তবে॥ রোহিণী সহিত সেথা করি আগমন। ব্রজরাজ সদনে করিল নিবেদন॥ অদ্য কৃষ্ণমাতা নাহি করিল ভোজন। কাহারও সঙ্গে নাহি করে আলাপন॥ দেখিয়া এইত ভাব রাজ্ঞী যশোদার। কেহ নাহি কহে কথা না করে আহার॥ ব্রজরাজ দুঃখ আর হাস্যের সহিত। কহে কি করিতে পারি অত্র সমুচিত॥ হইল ক্রোধের অনুগত এইবার। করুক দর্শন রাজ্ঞী দোষ আপনার॥ সাশ্রুনেত্রে কহে তবে ললনা নিকর। অতীব কোমল যশোমতীর অন্তর॥ বাহ্য স্নেহসাতিশয় সুকোমল হয়। একথা শুনিলে দুঃখ লভিবে নিশ্চয়॥ হাস্য মুখে শ্রীনন্দ পুছিল পুত্র ধনে। বৎস তুমি যাইবে কি মাতার সদনে॥ কৃষ্ণ কহে শুন পিতা এমোর বচন। না করিব জননীর নিকটে গমন॥ তোমার সহিত তাত সর্বদা রহিব। মহানন্দে দিন আমি যাপন করিব॥ শুনিয়া নন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ পত্নীগণ। হাস্য ভরে কহে তুমি পিবে কার স্তন॥ কৃষ্ণ কহে সিতাখণ্ড করিয়া মিশ্রিত। করিব ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান ইচ্ছামত॥ এতশুনি সমস্বরে কহে নারীগণ। কার সঙ্গে খেলিবে তুমিত বাছাধন॥ কৃষ্ণ কহে মোর পিতার সঙ্গেই খেলিব। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারেও নিজ সঙ্গেতে লইব॥ ব্রজরাজ কহে তুমি কিসের কারণ। ভ্রাতার জননী সঙ্গে না কর গমন॥ সাশ্রুনেত্রে কহে কৃষ্ণ সরোষে তখন। এহো মোরে পরিহরি করিল গমন॥ এত শুনি সাশ্রু নেত্রে রোহিণী তখন। মৃদুস্বরে কহে বাপ কিসের কারণ॥ জননী প্রতি হৈলা এহেন কঠোর। মাতা তব দুঃখ ভোগ করিছে প্রচুর॥ কৃষ্ণ যেন হেন বাক্য না করি শ্রবণ। সাশ্রুনেত্রে পিতৃ মুখ কৈল নিরীক্ষণ॥ রোহিণী তবেত কৃষ্ণে আকর্ষণ তরে। সঙ্কেত করিল বলরামে ঠারে ঠোরে॥ তবেত কৃষ্ণের হস্ত ধরিল বলাই। হস্ত ছাড়াইয়া কৃষ্ণ গেল পিতৃ ঠাঁই॥ উঠিয়া পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল। বাহুদ্বয়ে পিতৃকণ্ঠ বেষ্টন করিল॥ বাষ্পপূর্ণ নেত্র দ্বয় জনকের হেরি। লইল তাহারে নিজ বশীভূত করি॥ ব্রজরাজ কিন্তু পুত্র কৃষ্ণের অন্তরে। যেই স্নেহ আছে গুপ্ত জননীর তরে॥ তাহা অনুভব করি মাতার সহিত। মিলিবার তরে হস্ত কৈল উত্তোলিত॥ নন্দ কহে বৎস যদি কহ তুমি মোরে। তবেত করিতে পারি প্রহার তাহারে॥ এত শুনি কৃষ্ণ হৈল পরম দুঃখিত। ধরিয়া পিতার হস্ত করিল স্তম্ভিত॥ ব্রজরাজ হাস্য তবে করি পুনর্বার। স্বতঃ সিদ্ধ বাৎসল্য ভাব আপনার॥ তথা যশোদার ভাব অনুভব করি। করুণা সহিত কহে পুত্র হস্ত ধরি॥ মাতা যদি তব এই রূপ প্রাপ্ত হয়। তবে কি করিবে তুমি সেইত সময়॥ অলধাতু বিরুদ্ধার্থ জীবন বিনাশ। জানাইয়া এহ পুত্রে কৈল পরিহাস॥ বাল্যভাব হেতু মাতা প্রতি অবিরত। আকৃষ্ট আছয়ে কৃষ্ণ প্রাকৃতের মত॥ তেই মাতা প্রতি অতি সতৃষ্ণ হইল। কোথা গো জননী কহি কান্দিয়া কহিল॥ সেইস্থানে আমি এবে করিব গমন॥ এত কহি সশঙ্কিত চিত্ত সেইক্ষণ॥ রোহিণী দেবীর ক্রোড়ে

উঠিয়া বসিল। যাইতে মাতার ঠাঞি উন্মত্ত হইল॥ তত্র সমবেত নিজ আত্মীয় সকল। করিতে লাগিল তবে মহা কোলাহল॥ মহা সুখদায়িনী রোহিণী অতঃপর। লইয়া আসিল কৃষ্ণে মাতার গোচর॥ কৃষ্ণ সেই গৃহে পশি কান্দিতে লাগিল। অগ্রসর হৈঞা মাতৃকণ্ঠ লগ্ন হৈল॥৭৩-৭৭

বৎসমুদ্ধ্নি চিবুকং দধতী সা ধেনুবন্মিলিত ঘর্ঘরশব্দা।

রোদন-প্রথনয়া দ্রবদাত্মারোদয়ৎ পরিকরানপি সর্বান্॥৭৮

ধেনুর মতন, ঘর্ঘর শবদ, করিয়া আভীরেশ্বরী, কান্দিতে লাগিল, পুত্রের মস্তকে, চিবুক বিন্যস্ত করি। স্নেহ ভরে মাতৃচিত্ত বিগলিত, গলিত নয়ন ধারে। আপনি কান্দিয়া কান্দাইল দেবী, পরিজন সবাকারে। ললনাগণের বহু সান্ত্বনা বচনে। ব্রজেশ্বরী শান্তিলাভ কৈল নিজ মনে॥ কিয়ৎ পরিমাণে মুখ প্রফুল্লতা লভিল। কল্যাণীর মুখশ্রী সৌষ্ঠব পূর্ণ হৈল॥ তবে স্তন্য দুগ্ধে পুত্রে করি আপ্যায়িত। সতনয় বলরাম আর সমবেত॥ হিতৈষিণী নারীগণে নিজ সঙ্গে করি। ভোজন করিল স্নেহময়ী ব্রজেশ্বরী॥ তদবধি তিন দিন শ্রীযশোদা মাই। সঙ্কুচিত হৈঞা নাহি গেল নন্দ ঠাঁই॥ চতুর্থ দিবসে পিতৃভক্তি পরায়ণ জননীর বস্ত্রাঞ্চল করিয়া ধারণ॥ মাতারে পিতার সন্নিকটে লৈঞা গেল। দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত হৈল॥ বন্ধনের দিন হৈতে ব্রজবধূ গণ। পরিহাসানন্দ রাশি করি প্রকটন॥ দামোদর নামে কৃষ্ণে আহ্বান করিত। কেহ শ্যাম মনোহর এহোত কহিত॥৭৯

ব্রজেশ্বরীং স্তোতুমপীহ কোবিদঃ, কো বা ভবেল্লোকপ-লোকসংগ্রহঃ।

ব্রহ্মাপি সর্বোঽপি রমাপি যৎকলা-কলাঙ্ক নাঙ্কীদিতি বাদরায়ণিঃ॥৮০

পুত্রের ঐশ্বর্য দর্শনেও নিজ, সন্নিকটে বহুবার। হ্রাস না হইল, বাৎসল্যের ভাব হিয়ার মাঝারে যার॥ হেন স্নেহময়ী, শ্রীব্রজেশ্বরীর, মাহাত্ম্য বর্ণিতে পারে। এহেন সামর্থ্যবিশিষ্ট পণ্ডিত, কেবা আছে এ সংসারে॥ যাহার কলার কলা গণ্য নহে, ব্রহ্ম শিব রমারাণী। তাহারাও নাহি পারয়ে বর্ণিতে, কহে শ্রীবাদরায়ণি॥ শ্রীব্রজেশ্বরীর এই যশো ঢক্কাধ্বনি। ভাগবতে কহিলা শ্রীবাদরায়ণি॥ শ্লোকরূপে ত্রিভুবন করি পর্যটন। বিরাজিত আছে ধন্য করি সর্বজন॥ নেমং বিরিঞ্চিঃ এই শ্লোকে ভাগবতে। সেইত মাহাত্ম্য উক্ত আছে ভাল মতে॥ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক প্রকাশ হেরিয়া। নিজানুজ প্রতি কহে আগ্রহ করিয়া॥ ওরে ভাই মোরা অতঃপর বৃহদ্বনে। যাইয়া করিব বাস পড়ে কিনা মনে॥ হাস্য ভরে আং আং করি কৃষ্ণ কহে। মনে আছে সেথা যাই খেলিব এ দোঁহে॥ এত কহি স্নিগ্ধ কণ্ঠ কথক তখন। কহিতে লাগিল কথা করি সমাপন॥৮১-৮৩

ঈদৃশস্তনয়োজাতস্তব গোপমহেশ্বর। যৌ বৃক্ষাবপি তৌ যস্য দিব্যভক্তৌ বিনির্মমে॥

এহেন তনয়, ওহে গোপেশ্বর, গৃহে তব জনমিল। পাদপদ্বয়েও, নিজ দিব্য ভক্তে, যেবা পরিণত কৈল॥ স্বয়ং কবি করিল প্রসঙ্গ সমাপন। কৃষ্ণ লীলা সেই

সব করিয়া স্মরণ॥ সভাসদগণ নিজ নিজ গৃহে গেল। কৃষ্ণ রাম সহ নন্দ অন্দরে পশিল ॥৮৪-৮৫

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু দামোদর-বিনোদান্তমোদনং নামাষ্টমং পূরণম্ ॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণবাচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা গর্ব হর। হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥

নবমং পূরণম্ * বৃন্দাবন-প্রবেশঃ ॥

পরদিন সভা তবে হইলে শোভিত। সভা মধ্যে ব্রজরাজ হৈঞা অধিষ্ঠিত ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ প্রতি কহে ওহে বাপধন। স্নিগ্ধকণ্ঠ শুন এবে এমোর বচন ॥ সেই অর্জুন বৃক্ষদ্বয় ব্রজধামে। দেবতুল্য বিখ্যাত অভীষ্টপ্রদ নামে॥ পূর্বজন্মে এই দোহে কিরূপ আছিল। এই স্থানে কিরূপে বা আগমন কৈল॥ কোথায় বা বর্তমানে করিল গমন। এইসব বিস্তারিয়া করহ বর্ণন॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে তবে করহ শ্রবণ। শিব মিত্র যক্ষ রাজ বিখ্যাত ভুবন॥ শ্রীঅলকাপুরী তার রাজধানী হয়। এই দুইজন ছিল তাহার তনয়॥ কদাচিৎ শ্রীদেবর্ষিবর্য্যের. সদনে। ধৃষ্টতা প্রকাশ কৈল এই দুইজনে॥ নিগ্রহ করিল দোহে শ্রীদেবর্ষিবর। অনুগ্রহ করি পরে দিল ঋষিবর॥ তার ফলে বৃক্ষ যৌনী সম্প্রাপ্ত হইয়া। মুক্ত হৈল ভগবৎ ভক্তিধন পাঞা॥ যেই যেই কালে বিশ্বে তোমা সরাকার। ভগবল্লীলাতে অত্র ঘটে অবতার॥ সেই সেই কালে মহাবনের মাঝারে। ভবদীয় ভবনের প্রাঙ্গনের ধারে॥ উভয়ে যমলার্জুন পাদপের বেশে। অবস্থান করি মুক্তিলাভে পরিশেষে॥ নিজ গতি পাইল দোহে এতদিন পরে। হইল পরমভক্ত দেবর্ষির বরে॥ ভগবদ্ভক্তি ফল করিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি করয়ে দোহে নিজধামে বাস॥ সকৌতুকে ব্রজরাজ তবে জিজ্ঞাসিল। বোলহ সম্প্রতি দোহে কোন ধামে গেল॥ একথা শ্রবণে স্নিগ্ধকণ্ঠ সেইক্ষণ। নমিত করিল নিজ কমল বদন॥ তুষ্ণী রহি ক্ষণকাল মধুকণ্ঠ প্রতি। ইঙ্গিত করিয়া পুনঃ কৈল মৌনে স্থিতি॥ এত হেরি ব্রজরাজ স্নিগ্ধকণ্ঠে কয়। কিসের লাগিয়া হেন সঙ্কোচ হৃদয়॥ সসম্ভ্রমে স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে অকপটে। কি কহিব দেব আমি তোমার নিকটে॥ পূজ্যপাদ তুমি সব এইত বিষয়। অবশ্য নিখিল তথ্য নিজ বোধ্য হয়॥ হাস্য মুখে ব্রজরাজ কহিছে তখন। সত্য পুনরুক্ত হয় তোমার বচন॥ তব মৌনে হৈল সর্ব বিষয় বিজ্ঞাত। জিজ্ঞাসা করিনু মাত্র নিয়ম যশতঃ॥ তথাপিহ ব্যক্ত করি আপন বদনে। সুখী কর মোরে আর সভাসদগণে। স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে সর্ব সুমঙ্গলবর্ষী। জগতের হিতকারী শ্রীপাদ দেবর্ষি॥ অধম দেখিয়া যেই দুই জন প্রতি। করুণার ভরে দান কৈল সদ্গতি॥ অপরন্তু যেই দোহে দিল দিব্য জ্ঞান। সেই এই দোহে মোরা তব বিদ্যমান॥ শুনিয়া এতেক বাক্য ব্রজেশ

তখন। স্নিগ্ধকণ্ঠ মুখ প্রতি কৈল নিরীক্ষণ॥ তবে ব্রজপতি আর সভাসদ্গণ। ভ্রাতৃদ্বয়ে সকৌতুকে করিল মিলন॥ সানন্দে তবেত পুরোভাগে বসাইয়া॥ হেরিতে লাগিল অতি শ্রদ্ধাযুক্ত হৈঞা॥ মধুকণ্ঠ পুনরায় ক্রম প্রাপ্ত কথা। কহিতে লাগিল তৎ প্রশ্নান্তরে তথা॥ যবেত যমলার্জুনভঙ্গ চিত্রময়। অপূর্ব চরিত্র ব্রজে প্রকটিত হয়॥ তার পঞ্চদিন পরে রহি নিজ ঘরে। শ্রীমান উপনন্দ পুছিল পত্নীরে॥ আপন দেবর ব্রজরাজের ভবনে। শুভযাত্রা অন্ত কি হইল বরাননে॥ পত্নী কহে নিশ্চয় হইল তাহা আর। বলিবার কথা নহে শুন সারাৎ সার॥ কোন্ জনতার গৃহে না করি গমন। সুস্থির রাখিতে পারে আপনার মন॥ বিশেষতঃ নিকট সম্বন্ধ মো সবার। তাহারা সবাই অত্র কি কহিব আর ॥১-৬

যস্মিন্ প্রেমপ্রচুরং, ভয়মপি তস্মিন্ বিভাব্যতে প্রচুরম্।
ঈক্ষণবন্তস্তমসা মুহুরিন্দ্বর্কাবৃতিত্ব বীক্ষ্যন্তে ॥৭

রাহুদ্বারে চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ, নেত্রবান হেরে যথা। ভুরি প্রেমযত্র, তত্র ভুরিভয়, অবশ্য আছয়ে তথা॥ পতি কহে যদি কিছু বিশেষ আছয়। তবে মোর ঠাঞি তাহা কহ সমুদয়॥ পত্নী কহে নিরবন্ত ভাবে যা সবার। সন্তান জন্মিল এই ব্রজের মাঝার॥ ভয়ের সহিত সেই জননীর গণ। করিত বালক দ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণ॥ তথাপি ক্রীড়ন কালে দুইত ভ্রাতারে। রক্ষণাবেক্ষণ কেহ করিতে না পারে॥ যত্রতত্র ক্রিয়াছলে যাঞা দুইজন। করিত সবারে অতি ব্যাকুলিত মন॥ তার মধ্যে অল্পকার বিলাস বর্ণন। করিব সদস্যগণ করহ শ্রবণ॥ আত্মীয় কুটুম্বগণে লইয়া সংহতি। ভোজনে বসিল তবে আভীর ভূপতি॥ মহাহর্ষে যশোদা রোহিণী দুইজন। ভোজ্যদ্রব্য করিতে লাগিল বিতরণ॥ যশোমতী দ্রব্য দেয় রোহিণী যোগায়। মহানন্দে সবে মেলি দ্রব্য সব খায়॥ সংকীর্ণ সরণী তেই গমনাগমনে। অসুবিধা উপজিবে হেন চিন্তি মনে॥ রক্ষাকর্ত্রী ধাত্রীগণ বসিয়া আছিল। রামকৃষ্ণ দুই ভাই সুযোগ লভিল॥ তা সবে বঞ্চনা করি কৌশল বিশেষে। তব ভ্রাতৃপুত্রদ্বয় গেল দূরদেশে॥

ধাত্রীণামপরত্র কর্মণি মনাগ্ দত্তাত্মনামগ্রতঃ,
সব্যালব্য দৃশোর্দৃশোরবিষয়ে, সান্তর্হিদেশে চ তৌ।
ক্রীড়াদম্ভবশাৎ ক্রমাদপগতৌ, বিক্রত্য দূরস্থিতৌ,
তত্রা য স্ব-সুহৃদ্ভিরুদ্ধতগণৈঃ, কোলাহলং চক্রতুঃ ॥১০

যবে ধাত্রীগণ, করিল ঈষত, মনোযোগ কর্মান্তরে। তা সবার অগ্রে, বামে ও দক্ষিণে, নয়নের অগোচরে॥ গোপনে রহিতে পারে হেন স্থানে, যাঞা তবে ভ্রাতৃদ্বয়। গমন করিল, ক্রমে ক্রীড়াছলে, দূর স্থানে সে সময়॥ স্বাধীন ভাবেতে, চিৎকার পূর্বক নিজ বন্ধুগণ সঙ্গে। করিতে লাগিল মহা কোলাহল, সেই স্থানে মহারঙ্গে॥ বালকদ্বয়ের রক্ষা কার্যে নিয়োজিত। যে সকল ধাত্রী সেথা ছিল অবস্থিত॥

প্রতারিত হৈল সবে শিশুদ্বয় দ্বারে। বুঝিতে পারিল সবে ক্ষণকাল পরে॥ শীঘ্র অনুসন্ধান লাগিয়া যুক্ত হৈল। রামকৃষ্ণ নাম ধরি ডাকিতে লাগিল॥ তাহাও হইল বৃথা নিশ্চয় জানিয়া। যশোদা রোহিণী দোঁহে কহিল যাইয়া॥ যশোদা শুনিল দুই ভাই বহু দূরে। ক্রীড়া করে সুগভীর তটিনীর তীরে॥ পুতনা হন্তার মাতা সভয়ে ত্বরিতে। রোহিণীরে পাঠাইল দোহারে আনিতে॥ হায় হায় করি তবে কহে ব্রজেশ্বরী। কি ঘটিবে কিছু আমি বুঝিতে না পারি॥ অর্জুনদ্বয়ের মত দুর্জন প্রেরিত। কোন বৃক্ষে নদীপথে হৈল বা স্খলিত॥ অন্নাদিপাকের কর্মাপদে রুদ্ধ আমি। ত্বরিতে সেথায় এবে যাহ নিজে তুমি॥ এত কহি রোহিণীরে বিদায় করিল। নদী তীর প্রতি তবে রোহিণী চলিল॥১১-১২

সা চ তত্র গতা শীঘ্রং ব্যগ্রীভুতাঙ্গ মানসা। সারিত্তীর গতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জুনমথাহ্বয়ৎ॥

ব্যাকুলিত দেহ, মনে রামমাতা, শীঘ্র নদী তটে যাঞা। ডাকিতে লাগিল, পূতনা নিহন্তে, শ্রীকৃষ্ণের নাম লৈঞা॥ ক্রীড়ারঙ্গে আকুল হইয়া সেইক্ষণ। বন্ধুজন নিয়ন্তা শ্রীনন্দের নন্দন॥ রোহিণীর আহ্বান শুনিতে নাহি পাইল। কৃষ্ণেচ্ছানুবর্ত্তী রাম গ্রাহ্য নাহি করিল॥ পরাবৃত্ত হৈঞা দেবী রোহিণী তখন। গৃহে আসি যশোদারে করিল প্রেরণ॥ কৃষ্ণের কিঞ্চিত ভয়স্থান যশোমতী। পাঠাইল তেই তারে ভয়স্থান প্রতি॥ যশোমতী দ্রুতপদে করিল গমন। নদী-তীরে উপনীত হৈল সেইক্ষণ॥১২-১৩

ক্রীড়ন্তং তনয়ং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্।
বীক্ষ্যংস্তনমিষাং স্নেহং বর্ষন্তী হূতি মাতনোৎ॥

রাম আর শিশুবৃন্দের সহিত, কেলিপর পুত্রে হেরি। আহ্বান করিল, স্তন্য ধারা ছলে স্নেহপ্লুতা ব্রজেশ্বরী॥ পলায়ন শঙ্কা করি যশোদা তখন। সহসা সমীপে নাহি করিল গমন॥ আহ্বান মাধুরী সুমধুর সাতিশয়। আস্বাদ্য হউক সভ্য জনে সমুদয়॥১৫-১৬

কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দক্ষে তাতত্রহিস্তনং পিব।
অলং বিহারৈঃক্ষুচ্ছ্রান্ত স্তুত্তবান্ ভোক্তু মর্হতি॥১৭

কৃষ্ণ কৃষ্ণনীল, কমল লোচন, বাপ ধন হে আমার। আইস স্তন্যপান করিবে খেলাতে প্রয়োজনে নাহি আর॥ ক্ষুধাতে কাতর হইয়াছ তুমি, কেলিরণ শ্রম ভরে। এবেত ভোজন করিতে যুয়ায় ত্বরিতে যাইয়া ঘরে॥ তথাপি ক্রীড়াতে মগন নন্দের নন্দন। অন্য জনে জয় করি বারে সেইক্ষণ॥ জননীর বাক্যে নাহি কৈল আগমন। দেখি যশোমতী চিন্তে আপনার মন॥ বিচ্ছেদ রহিত সজাতীয় স্নেহময়। তাহার দ্বিতীয় পাত্র বলভদ্র হয়॥ অবশ্য হইবে বশ্য এমোর আদরে। কৃষ্ণে ফিরাইব আমি বলভদ্র দ্বারে॥ হৃদয় মাঝারে হেন সুনিশ্চিত করি। বলভদ্রে আহ্বান করিল ব্রজেশ্বরী॥১৮

হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন।
প্রাতরেব কৃতাহারঃ ক্রীড়াশ্রান্তোঽসি পুত্রকঃ॥
প্রতীক্ষ্যতে ত্বাং দশার্হ ভক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহং যাত বালকাঃ॥১৯

হে রাম হে তাত, হে কুলনন্দন, শ্রান্ত হৈলা ক্রীড়া করি। ত্বরিতে চলহ ভবনে হে পুত্র, নিজানুজে হস্ত ধরি॥ প্রভাত সময়ে, ভোজন করিলা, এবেত মধ্যাহ্ন আইল। ক্রীড়াশ্রান্ত হৈলা, তুমি হে দাশার্হ, ভোজন সময় হৈল॥ ভোজনে বসিয়া, ব্রজাধিপ নন্দ, তোমা দোঁহাকার তরে। অপেক্ষা করিছে, দেখহ আসিয়া অতীব ব্যগ্রতা ভরে॥ ভবনে আসিয়া, মোসবার তুমি, উৎপন্ন করহ প্রীতি। হে বালকগণ, গমন করহ নিজ নিজ গৃহ প্রতি॥ শুনিয়া এতেক বাণী শ্রীরাম তখন। সন্তুষ্ট করিতে মাতা যশোদার মন॥ ক্রীড়া হৈতে কৃষ্ণে করিবারে নিবর্ত্তন। আকর্ষণ কৈল তারে তবে সঙ্কর্ষণ॥ তবেত করিয়া ছল মাতা যশোমতী। কহিল সোৎসাহ বাক্য তনয়ের প্রতি॥

ধূলীধূসরিতাঙ্গস্ত্বং তাত! মজ্জনমাবহ।
জন্মর্ক্ষং তেঽদ্য ভবতি বিপ্রেভ্যো দেহ গাঃ শুচি॥২০

ধূলিতে ধূসর, হৈল বাপধন, তোমার বিগ্রহ এহ। সিনান করিয়া, চলহ ত্বরিতে, বিমল করিবে দেহ॥ অদ্য তব জন্ম, নক্ষত্র উদয়, শুচি হৈঞা করি স্নান। প্রচুর সংখ্যক বৎসসহ গাভী, করিবে ব্রাহ্মণে দান॥ সেইকালে গৃহ হৈতে শিশু কথোজন। আসিল দেখিয়া মাতা যশোদা তখন॥ তা সবার মত পুত্রে স্নান করাইয়া। কহিতে লাগিল পূর্ণ মনস্কাম হৈঞা॥২১

পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টস্বলঙ্কৃতান্। ত্বঞ্চ স্নাতঃকৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ॥

দেখ দেখ পুত্র, সমীপে আগত, তোমার বয়স্য যত। মাতৃগণ দ্বারে, মার্জিত হইয়া, অলঙ্কারে শোভে কত॥ চলহ তুমিও, স্নানান্তে আহার, করিয়া ভূষিত অঙ্গে। পুনশ্চ আসিয়া, খেলিবে এথায়, বয়স্যবৃন্দের সঙ্গে॥ বাল্যকাল হৈতে হেনমতে বিপ্রগণে। লালন হইত কৃষ্ণ তুষ্ট নিজ মনে॥ তেই সেই কার্য বিপ্রগণে গাভীদান। শুনিয়া উৎফুল্ল হৈল শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ॥ বিপ্রে গোদানের কথা করিলে শ্রবণ। দুরন্ত পুত্রের তুষ্ট হইবেক মন॥ এতেক চিন্তিয়া পুত্রে ধরিবার তরে। কহিয়া সে কথা পুত্রে ডাকিল সাদরে। শুনিয়া বালক তুষ্ট হৈঞা দাণ্ডাইল। যশোমতী ধীরে ধীরে তার ঠাঞি গেল॥ তবে বলরামসহ পুত্র হস্ত ধরি। ভবনে আইল মাতা অতি ত্বরা করি। অদ্য হৈল তব জন্ম নক্ষত্র উদয়। কহিলেও হেন মিথ্যা কথা সে সময়॥ ধরিল সুদৃঢ়রূপে পুত্রে ব্রজেশ্বরী। মহোৎসবে পূর্ণ হৈল শ্রীনন্দপুরী। দুন্দুভি বাদ্য তবে যন্ত্র মন্ত্র সহ। যেন পুরী মুখরিত হয় অহরহ॥ জন্মোৎসব পর্ব তথা হইল প্রচার। মহানন্দে পূর্ণ হৈল মানস সবার॥ তবে সর্বদর্শী উপনন্দ মহাশয়। পত্নীবাক্যে পরিজ্ঞাত হৈঞা

সমুদয়। বয়োধিক্য যশোদা রোহিণী এ দোহার। পুত্রদ্বয় ভয়ে হৈল শঙ্কিত অপার। গোষ্ঠভূমি ব্যাপ্ত যেন হেরি দুষ্টজনে। বিচার করিব যাঞা নন্দের ভবনে। এতেক চিন্তিয়া উপনন্দ স্থির হৈল। পত্নী তবে তার প্রতি কহিতে লাগিল। অতীব উত্তম কথা সেইত সভায়। বিচারক রূপে তুমি বসিবে তথায়। অতঃপর একদিন অতীব প্রভাতে। গোবিন্দের মধ্যস্থিত গোষ্ঠের মধ্যেতে। সর্বার্থ সাধক ব্রজরাজের সভায়। ব্রজরাজ ভ্রাজমান হইলে তথায়। সভাসদ গোপগণ আসিয়া মিলিল। নানাবিধ আলাপন হইতে লাগিল। গোপালন কার্য মহানন্দে এই বনে। অনুষ্ঠিত নাহি হয় কিসের কারণে। চিরকাল বৃহদ্বনে কৈনু সবে বাস। তেই বৃক্ষরাজি প্রাপ্ত হইল বিনাশ। সেই সভামধ্যে এই সব আলাপন। হইতে লাগিল গোপগণে সেইক্ষণ। তার মধ্যে জ্ঞানে আর বয়সে প্রবৃদ্ধ। রামকৃষ্ণ উভয়ের প্রেমাতে সমৃদ্ধ। শ্রীমান উপানন্দ আসিয়া বসিল। কৃষ্ণে ক্রোড়ে লৈঞা বড় আনন্দিত হৈল। জ্যেষ্ঠতাত ক্রোড়রূপ পালঙ্কালঙ্কৃত। করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বড় হৈল আনন্দিত। তবেত চিবুক স্পর্শ করিয়া সাদরে। বচন মাধুরী বিস্তারিয়া প্রেমভরে। মিথ্যা প্রশ্ন নানারূপ করি উত্থাপন। ক্রীড়নক দ্রব্য নানা করিয়া প্রার্থন। চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠতাত ক্রোড়ে। ব্রজরাজ সভামধ্যে সানন্দে বিহরে। শ্রীনন্দের সঙ্কুচিত ভাব বৃহদ্বনে। করিয়া পর্য্যালোচনা আপনার মনে। লভিয়া পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারে। সর্বশিশুবৃন্দের মঙ্গল করিবারে। সবার আনন্দপ্রদ মধুর বচন। কহিতে লাগিল উপানন্দ সেইক্ষণ।

ইহ ন স্থেয়মিতীত্থং, ব্রজহিতমুক্তং ভবদ্ভির্যৎ।
তৎ পুনরতিবালানাং, হিতপ্রধানং মম স্ফুরতি ।২৩

এই স্থানে বাস, করিও না বলি, তোমরা সদস্যগণ। ব্রজহিতকর, সেইত প্রস্তাব, কৈল এবে উত্থাপন। মোর জ্ঞানে এই, উত্থিত প্রস্তাব, অতি সমীচীন হয়। অতীব বালক, পক্ষে পুনরায়, হিতকর সাতিশয়।

সহজনিজনিতে মন্মম, পরপরযত্নেন রক্ষিতেঽপাত্র।
জাতং বিপ্লবজাতং, তস্মাৎ কিং স্যাদিহোর্বরিতম্ ।২৪

মোর সহোদর, নন্দের তনয়, কৃষ্ণ এই ব্রজপুরে। হইলেও নিজগর্বে নিরন্তর সুরক্ষিত যত্ন ভরে। তথাপি বিবিধ, উপদ্রব ঘটে, এইত ব্রজের মাঝে। বাস্তু ত্যাগ পক্ষে, ইহার অধিক, আর কি যুকতি আছে।

তত্তদুপদ্রবজাতে, কেবল পরমেশিতুরক্ষা।
তস্মিন্ ভারং দত্তাদিতি চ সততং ন খলু তৎপরৈরিষ্টম্ ।২৫

সেই সেই উপদ্রব ব্রজমাঝে, যদি ঘটে কদাচন। তবে একমাত্র রক্ষাকর্তা আছে, পরব্রহ্ম নারায়ণ। ঈশ্বরের প্রতি, হেন ক্ষুদ্র কার্যে, ভারার্পণ সুনিশ্চয়। তার ঐকান্তিক, ভক্তগণ পক্ষে, কভু সমীচীন নয়।

চলতা স্বয়মনুচিন্ত্যং, ত্যাজ্যং গম্যঞ্চ যদ্ধাম।
ত্যাজ্যং দুঃখনিদানং, গম্যং সুখিতানিধানন্তু ।২৬

স্থান ত্যাগকারী, চলমান জনে, বিচার্য দুইত হয়। পরিহার্য এক, কাহ হয় অন্য, এইত বিচার্য দ্বয়। তন্মধ্যে দুঃখের কারণ যে স্থান, তাহারে রাখিবে দূরে। সুখের নিধান, স্থানগম্য হয়, নিশ্চয় আনন্দ ভরে।

স্থানং তদপাদেয়ং যদিহ পরত্র চ ঘটেত দুঃখায়।
বৃহদাখ্যং বনমনুপদমৈহিকদুঃখায় সাম্প্রতং জাতম্।

ইহলোক আর পরলোক দুঃখ, যেইত করয়ে দান। বিবেকীর গণ অবশ্য বর্জন করিবে সেইত স্থান। সাম্প্রতিক কালে, নানা উপদ্রব, সংঘটনে প্রতিক্ষণ। ঐহিক দুঃখের, কারণ হইল, এইত বৃহদ্বন।

স্থানং তদুপাদেয়ং, যদিহ পরত্র চ ঘটেত সৌখ্যায়।
বৃন্দারণ্যাখ্যাদঃ, সমস্তসুখতমমতীব পুণ্যঞ্চ ।২৮

ইহলোকে আর, পরলোকে যেথা, সুখরাশি উপজয়। উপাদেয় তথা আশ্রয়ের যোগ্য, সেইত ভূখণ্ড হয়। এই বৃন্দাবন, সমস্ত সুখের, শেষ সীমা প্রাপ্ত কৈল। অতীব পবিত্র, দিব্যধাম রূপে, জগতে প্রকট হৈল।

গোবর্দ্ধন ইতি নাম্না, যত্রারণ্যে গিরিঃ স্ফুরতি।
তৎ খলু গোজাতীনাং, গোপানাঞ্চাস্তি সর্বস্বম্ ।২৯

যত্র বৃন্দাবনে, গোবর্দ্ধন নামে, গিরিরাজ বিরাজয়। গোগণের, তথা গোপ সকলের, সেহত সর্বস্ব হয়।

গোপাঃ কাননকরদা গ্রামাদীনাং বিনিশ্চয়াভাবাৎ।
তদপরকাননগমনে, রাজাজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধা ।৩০

মথুরা মণ্ডলে, গ্রামাদির নাহি, সীমাবদ্ধ অবস্থান। গোপগণ করে, রাজার সমীপে, কাননের কর দান। অতএব এক, কানন হইতে, অপর কানন মাঝে। বসতি করিতে, ভূপতির স্বতঃসিদ্ধ অনুমতি আছে।

সুখতো ভয়তো বা যৎ কৃত্যং কর্তব্যতাং যাতি।
শীঘ্রং তৎ খলু কার্যং, বলয়তি শঙ্কামলং বিলম্বস্তু ।৩১

সুখে কিংবা ভয়ে, কর্তব্যের মধ্যে, যে কার্য হয়েত ধার্য। শীঘ্র সম্পাদন, কর্তব্য হয়েত, নিশ্চয় সেইত কার্য। নতুবা বিলম্ব, ঘটিলে সম্পূর্ণ, ভয়ের কারণ হয়। ভজন্ত শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণং সবাই কয়।

উত্থাতব্যং তস্মাদস্মাৎ সদ্যো ন কার্যমালস্যম্।
তুলিতা হ্যত্তমকলনা, কৃত্যং যদ্যদা ক্রিয়তে ।৩২

অতএব সদ্য, এ স্থান হৈতে, তুরিতে প্রস্থান তবে। উত্তম করহ, বিলম্ব নাহিক, করহ আলস্য ভবে। যেই কার্য যদা, হয়েত কর্তব্য, সে হয় উত্তমতুল্য। উত্তমানুসারে, ঘটে কার্যসিদ্ধি, তেই দোহে সমমূল্য।

ইয়মস্মাকমুদীক্ষা, যুষ্মভ্যং যদি তু রোচমানা স্যাৎ।
স্বপরীক্ষিতেঽপি বস্তুনি, বহুসম্মতিকৃৎসবং দ্রুঢ়ে ॥৩৩

মোসবায় এই, বিচার যদ্যপি, তোমা সবাকার চিত্তে। রুচিকর হয়, তবে ত অচিরে, বৃত্ত হও নিজ কৃত্যে॥ নিজ পরীক্ষিত, বিষয়ে যদ্যপি, বহুর সম্মতি হয়। তবে সে বিষয়, সাধনে নিশ্চিত, মহোৎসব উপজয়॥

ভবতি তু চেদিহ ভবতাং সমর্থনা তর্হি গাবঃ প্রাক্।
সম্যক্ পায়িতবৎসাশ্চরন্তু বৃন্দাটবীবর্ত্ম ॥ ৩৪

এইত বিষয়ে, তোমা সবাকার, যদি সমর্থন হয়। তবে এক কার্য, করহ সর্বাগ্রে, পরম মঙ্গলময়॥ পিঞাইয়া নিজ, নিজ বৎসগণে, দুগ্ধ পরিপূর্ণ করি। গাভীগণ অগ্রে, করুক গমন, বৃন্দাবন পথ ধরি।

পশ্চাৎ পটগৃহশকটাস্তটস্ত গৃহং সমস্তমাদায়।
বিধিবিধিসিদ্ধা সেয়ং ব্রজনা ব্রজতাহি গোদুহাং সদনে ॥৩৫

তবে গৃহস্থালী, দ্রব্যাদি সমস্ত, ধনরত্ন নারীগণে। লৈঞা বস্ত্রাবৃত, শকটসমূহ, চলুক পশ্চাতে বনে॥ কোন স্থানে যদি, কোন কার্যবশে, যাতায়াত উপজয়। গোপগণ মাঝে, তবে ত এহেন, কর্ত্তব্য বিহিত হয়॥

তদ্বাক্যং পশুপ-সমূহযুহশৃঙ্গং স্বার্থায় স্বয়মনুগম্য কল্পতে স্ম।
সাধর্ম্যস্পৃশি মৃদি পশ্য বীজভেদঃ, স্ফীত স্যাৎ ফলতি স তত্র নাপরত্র ॥৩৬

উপনন্দ যদি, এহেন কহিল, তবেত তাহার বাণী। বিনা তর্কে গোপগণ মানি নিল, স্ব-স্বার্থানুকুল জানি॥ সাধর্ম্যবিশিষ্ট, মৃত্তিকাতে বীজ স্ফীত হয় ফল যবে। ফল দূরে রহু, বীজ মরে যদি, উর্বর ভূমিতে পড়ে॥ শ্রীপৌর্ণমাসীর আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ। তাহাকেই পুরোভাগে করিয়া স্থাপন॥ এই স্থান পরিহরি ব্রজবাসীগণ। অন্যত্র যাইতে শীঘ্র কর আয়োজন॥ দুন্দুভি নিনাদে পুষ্ট এইত ঘোষণা। বিস্তারিল ব্রজে শুনিল সর্বজনা॥ তবেত উঠিল গাভী সমূহের আর। কলকল ধ্বনি ঘোষবাসী সবাকার॥ মহা কোলাহলান্বিত ঘোষ পল্লী হৈল। নামের পূর্বাংশ তাহে সার্থক্য লভিল ॥৩৭

তদা ব্রজে কলকল-কোটিকুত্থিতা, হিহি হিহি জিহি জিহি কারমিশ্রিতা।
ঘড়ড় ঘড়ড় ঘড়দিতি শাকটারবঃ, সবাস্তকঃ পুনরথিলজিলঃ স্থিতঃ ॥৩৮

ব্রজবাসীগণ, ধনরত্ন আর, গোধন লইয়া সঙ্গে। বৃন্দাবন ধামে, যাত্রা কৈল তবে, শকটে চড়িয়া রঙ্গে॥ তা সবার কণ্ঠে, হিহী হিহী জিহি শব্দ বিমিশ্রিত। কলকল ধ্বনি, কোটিগুণ হৈল, সে সময়ে সমুত্থিত॥ ঘড়ৎ ঘড়ৎ, ঘড়ৎ এইত, শকটের কটু শব্দ। বাদ্যধ্বনি সহ, গ্রাস করি অন্ত, সর্ব শব্দ কৈল স্তব্ধ ॥৩৯

আরোপ্যানসি বৃদ্ধাদীন্ বয়মূঢ়শরাসনাঃ। গৌরবেণ গবাংগোপা যযুর্বিক্রমাগতান্॥
আবাসবশিতা, বৃদ্ধবৃদ্ধাগণে, শকটে স্থাপন করি। আভীরের গণ, নিজ নিজ হস্তে, তীক্ষ্ণ শরাসন ধরি॥ গোপগণ গৌরবে, বিক্রম সহিত, নগপদ সঞ্চালনে।

মহানন্দভরে, শুভযাত্রা কৈল, পুণ্যধাম বৃন্দাবনে॥ সারি সারি চলে সংখ্যাতীত গোশকট। উঠিল অব্যক্তধ্বনি কট্ কট্ কট্॥ চতুর্দিকে লোক সব ধাইয়া আইল। অবাক হইয়া সবে দেখিতে লাগিল ॥৪০

শকটগৃহাটনচর্য্যাং, পর্যাকলয়ন্ বিদূরগো লোকঃ।
ব্যতিযজ্যাহবদদেতদ্ গ্রামঃ কশ্চিচ্চরিষ্ণুস্তীতি ॥৪১

বিস্তর বিস্তর, শকট গৃহের, যাত্রা পরিপাটী হেরি। কহিতে লাগিল, দূরস্থিত লোক, একত্র মিলন করি॥ হেন মনে লয়, কোনও প্রদেশে, আছিল কোনও গ্রাম। সেই গ্রাম এবে, ধীরজ গতিতে, চলিছে কোনও ধাম॥

একো ধাবতি কশ্চনাহ্বয়তি কোঽপ্যত্রোত্তরং ভাষতে,
কশ্চিত্তত্র নিবৃত্য গচ্ছতি নিজং সন্তালয়ত্যন্তকঃ।
সর্বো গায়তি কৃষ্ণবাল্যচরিতং বাষ্পায়তে স্তভ্যতে,
স্বিদ্যত্যেজতি রোমহর্ষময়তে বৈবর্ণ্যমাসীদিতি ॥৪২

যাইতে, যাইতে, পথে গোপগণ, কেহ ধায় বেগভরে। কেহ কাহারেও, করয়ে আহ্বান, কেহ বা উত্তর করে॥ কেহ বা পশ্চাতে, করয়ে গমন, গমনে নিবৃত্ত হৈঞা। কেহ পথ মাঝে, করে আলাপন, আত্মীয়ের দেখা পাঞা॥ কৃষ্ণের শৈশব, চরিত সবাই, মহানন্দে গান করে। বৈবর্ণপুলক, বাষ্প স্বেদ স্তম্ভ, সমুদিত কলেবরে॥

আরূঢ় শকটাগোপ্যো ব্যূঢ়নব্যপরিক্রিয়াঃ। অমন্দং জগুরানন্দাদানন্দাত্মজনন্দনম্॥
নববেশধরি, গোপনারীগণ, সানন্দে শকটোপরে। গাহিতে লাগিল, নন্দ-নন্দনের, গুণাবলী উচ্চৈস্বরে ॥৪৩

নন্দ মহীপতিজাত। নন্দ যশোদা মাত জন্মমহামহদিগ্ধ রমিতসমস্তদিগ্ধ।
স্পর্শাদিতবিষঘোষ, অপরিচিতাপরদোষ। শকটবিঘট্টনশেষ, গোকুলপুণ্যবিশেষ॥
কৃতনামভিরভিরাম, সন্ততরামারাম। রিঙ্গভূতাঙ্গনরঙ্গ, অঙ্গীকৃতসখী-সঙ্গ।
লঙ্ঘিতমারুতচক্র, নন্দিতগোকুলশক্র। বৎসবিমোচনমোদ, ব্রজজনশর্মবিনোদ॥
সর্বনন্দন চৌর্য্য, তস্মিন্ দর্শিতশৌর্য্য। অগ্নি দামোদরলীল, অখিলসুখপ্রদশীল॥

জয় জয় জয়, নন্দ মহীপতি, নন্দন আনন্দ ধাম। মাতা যশোদার, নয়নের মণি, সুখী হও অভিরাম॥ জন্মলগ্ন হৈতে, মহামহোৎসব, তুমিত বর্দ্ধন কৈলা। সমস্ত আত্মীয়বৃন্দের তুমিত আনন্দের হেতু হৈলা॥ নিজ স্পর্শে তুমি, হতবীর্য করি, গরল করিলে পান। অপরের দোষ, না কর গ্রহণ, করুণ তোমার প্রাণ॥ শকট ভঞ্জন, করিয়া তুমিত, প্রসন্নতা লাভ কৈলা। গোকুল মঙ্গল, তুমিত মাধব, পুণ্য সবিশেষ হৈলা॥ হে কৃষ্ণ তুমিত, কৃষ্ণ নন্দলাল, ইত্যাদি বিবিধ নামে। মহারমণীয়, হইয়া সতত, বিহর এ বিশ্ব ধামে॥ বলরাম সঙ্গে, সতত তোমার, কেলি কৌতুকাদি হয়। রিঙ্গন লীলাতে, বিহর তুমিত, গোষ্ঠের প্রাঙ্গনময়॥ শ্রীদামাদি সখাগণ-সঙ্গ তুমি, করিয়াছ অঙ্গীকার। বাতচক্রে তুমি, লঙ্ঘন করিয়া,

হরিলা জীবন তার। গোকুলেন্দ্র নন্দে, নন্দিত করহ, বাল্যলীলা কেলী ভরে। ব্রজজন সুখ, আর বৎস বিমোচন, লীলাতে আনন্দ, বিস্তারহ ঘরে ঘরে॥ যশোদান, করহ তুষিত হরি। সর্বানন্দ সদা, বর্দ্ধন করহ, ঘরে ঘরে চৌর্য করি॥ সেই চৌর্য্যে তুমি প্রকট করিলা, শৌর্য বীর্য আপনার। দামোদর লীলা, প্রকট করিয়া, বিশ্ববাসী সবাকার॥ পরম আনন্দ, উৎপন্ন করিলা, পাদপ ভঞ্জন করি। জয় জয় জয়, নিখিল ভুবন, সুখদানকারী হরি। হেন মতে কৃষ্ণলীলা গাহিয়া হরষে। গোপীগণ চলে কৃষ্ণ দর্শন লালসে॥

তদা যশোদা রোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে।
রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথা শ্রবণোৎসুকে॥৪৫

যশোদা রোহিণী, কৃষ্ণলীলা কথা, শ্রবণে আগ্রহ করি। রামকৃষ্ণ সহ, শোভে দোঁহে মেলি, একই শকটো পরি॥

মণিখচিতসুবর্ণচিত্রবর্ণে, শুচিমৃদুতুলিকয়াহুকূলমধ্যে।
গৃহ-নিভশকটে বিরেজতুস্তে, সুতরুচিরোচিষি রোহিণী যশোদে॥৪৬

মাণিক্য খচিত, সুবর্ণের বর্ণে, সজ্জিত বিচিত্র সাজে। অনুকূল পরিবেশে শুভ্রবর্ণ, কোমল তোষক মাঝে॥ বসিয়া পুত্রের, কান্তিদীপ্ত গৃহ, সদৃশ শকটো-পরি। শোভিত হইল, শ্রীরোহিণী আর, দেবী শ্রীআভীরেশ্বরী॥ তৎকথা দ্বিবিধ হয় তৎ সম্বন্ধে আর। তৎ কর্ত্তৃক কৃত কর্মে এ দুইপ্রকার॥

স্নিগ্ধা নার্যাঃ শকটমভিতো মাতরৌ পুত্রয়োস্তে,
র্জ্ঞাতাজ্ঞাতৈরখিলচরিতৈর্ধিন্বতে স্মাবিশেষাৎ।
প্রেম্ণঃ সেয়ং প্রকৃতিরখিলাশ্চর্য্যরূপা যদুচ্চৈঃ,
সর্বং স্বীয়ং বিষয়মমনঃস্পৃষ্টবল্যং করোতি॥৪৭

আভীরেশ্বরীর, শকটের পার্শ্বে, যেইত ললনাগণ। চলিতে আছিল, কৃষ্ণ স্নেহে স্নিগ্ধ, সদা যা সবার মন॥ তনয় দ্বয়ের, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত, চরিত্র বর্ণন দ্বারে। আনন্দিত কৈল, তাহারা সবাই, সে জননী দোঁহাকারে॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার, এইত অখিল, আশ্চর্য প্রকৃতি হয়। চিত্ত হৈতে যাহে, হয় বিদূরিত, স্ববিষয় সমুদয়॥ তৎ সম্বন্ধে কথা এই করিনু বর্ণন। তৎ কর্তৃক কৃত কথা কহি এইক্ষণ॥ কৃষ্ণ কহে কহ মাতা এমোর সদনে। চলিনু কোথায় মোরা এবেত স্বগণে॥ মাতা কহে বৃন্দাবন নামে আছে বন। সেই বনধামে মোরা চলিনু এক্ষণ॥ কৃষ্ণ কহে কবে মোরা ফিরিব ভবনে। শুনিয়া কহয়ে মাতা সস্মিত বদনে॥ মো সবার সঙ্গে বৎস সেইত ভবন। চলিয়াছে দেখহ শ্রীধাম বৃন্দাবন॥ কৃষ্ণ কহে কেমনে করিয়ে নিরূপণ। বলরাম হাস্য করি কহিছে তখন॥ দেখ কৃষ্ণ এসব শকট নিরন্দেশে। পাককার্য সমাধান হয় সবিশেষে॥ অতএব এই সব শকট নিশ্চয়। নিকটে গমনকারী গৃহতুল্য হয়। কৃষ্ণ যেন আশ্চর্যের সঙ্গে বলদেবে। নিরীক্ষণ সহকারে হাস্য কৈল তবে॥ সত্য বটে মোসবার এইত ভবন। এক

কহি পুনরায় কৃষ্ণ সেইক্ষণ। পুছিল পরিহাসে দূরবর্তী বৃক্ষগণ। চলমান হেরি এবে কিসের কারণ॥ এত শুনি রোহিণীর সঙ্গে যশোমতী। হাস্য করি কহে নিজ তনয়ের প্রতি॥ দেখ পুত্র বৃক্ষ নাহি চলে কোন স্থানে। এহেন প্রতীতি ঘটে চলমান যানে॥ সতৃষ্ণ ভাবেতে কৃষ্ণ কহে তবে বাণী। লইনু তোমার বাক্য সত্য রূপে মানি॥ বৃন্দাবন কোথা এবে বোলহ আমারে। রোহিণী কহয়ে পুত্র যমুনার পারে॥ রাম কহে হইনু যমুনা এক পার। সম্মুখে যমুনা অন্ত আছে কিবা আর॥ সহাস্যে জননী কহে বলরাম প্রতি। কুত্রাপি যমুনাও ছিন্ন নহে তার গতি॥ সুখ পরিপাটী সহ শ্রীরাম তখন। আশ্চর্য সহিত হেরে মাতার বদন॥ কৃষ্ণ কহে তুমি কিন্তু না কৈলা বিচার। এথা যথা দৃশ্য হয় গতি যমুনার। বৃন্দাবন সন্নিকটে তদ্রূপ নিশ্চয়। যমুনার গতি স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়॥ তবে দুই ভাই এক সঙ্গে হাস্য কৈল। সতৃষ্ণ হৈয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিল॥ কিবা সুখ সম্পত্তি আছয়ে বৃন্দাবনে। লভি মাতা তার তরে চলিনু সে স্থানে॥ রোহিণী কহয়ে পুত্র বৃন্দাবন মাঝে। ক্রীড়াস্থান আর ক্রীড়নক বহু আছে। এত শুনি সহর্ষে শ্রীনন্দের নন্দন। কলঙ্কবিহীন শশধরের মতন॥ শ্রীবলরামের শুচি শুভ্র ক্রোড়দেশ। নিজ শ্যাম কান্ত্যে করি ভূষিত বিশেষ॥ সম্পূর্ণ প্রণয়ে হৈঞা উত্তান শায়িত। মুখচন্দ্র নিরখিয়া হর্ষিত সহিত॥ জ্যেষ্ঠ সহোদরের সে ক্রোড়ের মাঝার। আরম্ভিল লুণ্ঠন করিতে বারম্বার॥ বলদেব সেহ অনুজের মুখখানি। কিঞ্চিত করিয়া ঊর্দ্ধ বিস্তারিয়া পাণি। সহাস্য কৌতুক লীলা করিয়া বিস্তার। হাসাইতে লাগিল তবেত বারম্বার॥ যমুনার তরঙ্গসঙ্গে হইয়া মিলিত। হইয়াছে মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত। সেই বায়ু স্পর্শে স্নিগ্ধ বনানি নিকর। নিকটবর্ত্তী হৈঞা হৈল নয়ন গোচর॥ মাতৃদ্বয় মুখে শুনি এহেন বচন। উঠিয়া বসিল তবে নন্দেশনন্দন॥ বলরাম সঙ্গে তবে গলিত দশন। বৃদ্ধাগণ কৈল, মহা কোলাহলারম্ভণ॥ তারা সবে কৃষ্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া। হাসিতে আছিল অতি নিকটে আসিয়া॥ জ্ঞাতাজ্ঞাত সর্ব বৃক্ষ পশুপক্ষীগণে। পূর্বে না হইল দৃষ্ট যেন কদাচনে॥ হেন ভাব লৈঞা কৃষ্ণ মাতারে আপন। পুছিয়া উত্তর তার করিল শ্রবণ॥ যমুনার তটস্থিত অনুকূল বনে। শকট হইল উপনীত সেইক্ষণে॥

কোঽসৌ বৃক্ষঃ সমন্তাদনিশচলদলঃ? পিপ্পলঃ কোঽণ্ডকোটিঃ,
সূতে! সোতৃষরাঙ্কঃ ক ইহ বনজটাব্যাপ্তমূর্ত্তির্বটঃ সঃ।
ইত্থং নব্যাং বনান্তর্গতিমনুজননীভির্ব-সম্বাদজাতং।
লোকং পীযুষবর্ষৈঃসুখয়দখিলং তত্র তত্রাদিচিত্রম্॥৫১

বোলহ জননী, তনয় পুছিল, এ বৃক্ষের কিবা নাম। চতুর্দিকে যার বিস্তৃত পত্রাদি কাঁপিতেছে অবিরাম। মাতা কহে বাপ, পিপ্পল পাদপ ইহারে সবাই কয়। পুত্র পুছে কোটি ডিম্ব প্রসবয়ে, কি নাম ইহার হয়। মাতা কহে বাপ, এইত

পাদপ নাম ধরে উডুম্বর। পুত্র পুছে জটজটে ব্যাপ্ত মূর্ত্তি, কেবা এই বৃক্ষ বর॥ মাতা কহে বাপ, বটবৃক্ষ নাম, ইহারে সবাই ভণে। হেন মতে মাতা পুত্র দুই জনে, আসিয়া নবীন বনে॥ সেইত অতীব, বিচিত্র সংবাদ, প্রশ্নোত্তরে জাত হইল। সে পীযুষ রাশি, বর্ষণ করিয়া, সর্বলোকে সুখী কৈল॥

গৌর্য্যঃ শ্যামেন মিশ্রাঃ শুভনয়নশুভাঃ কা প্লবন্তে হরিণ্যঃ,
কো বাম্রি সৈরিভাশ্ব-প্রতিমতনুধরা রোহিষাখ্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ।
কে শৃঙ্গানেকশাখাশবলিত বপুষঃ ? শম্বরাখ্যাস্তদেবং,
মাতুর্গীর্জ্ঞাতনামা স জয়তি সবলো নন্দগোপালবালঃ ॥৫২

পুত্র পুছে গৌর, আর কৃষ্ণ বর্ণে, বিরঞ্জিত সর্বদেহ। লম্ফ দিয়া চলে, সুন্দর নয়ন, কি নাম ধরয়ে এহ॥ মাতা কহে বাপ, এইত পশুরে, হরিণ সবাই কয়। পুত্র পুছে মাতা, বৃষাশ্ব প্রতিম, তনুধারী এ কে হয়॥ মাতা কহে বাপ, রোহিষ নামেতে, খ্যাত এহ সর্বধাম। পুত্র পুছে বহুশাখাযুক্ত শৃঙ্গ, এ পশুর কিবা নাম॥ মাতা কহে বাপ, শম্বর নামক, হরিণে এ গণ্য হয়। হেন মতে যেবা, মাতার বচনে, পশু নাম সমুদয়॥ বিজ্ঞাত হইল, বৃন্দাবনে পথে, যেইত গোলকপতি। বলরাম সহ, বিজয়ী হউক, শ্রীনন্দ গোপাল মতি॥

চিত্রঃ কোঽয়ং ? ময়ূরঃ ক ইহ মৃদুকুহূ গায়কঃ ? কোকিলাখ্যঃ,
কো বক্তুং বক্তি বাণীং নরবদপি ? শুকঃ পুষ্পপঃ কশ্চ ভৃঙ্গঃ॥
ইত্থং মাতৃদ্বয়েন প্রথম বনগমেন সংলপন্তৌ হসন্তৌ,
বালৌ গোপালরামৌ ব্রজকুল-মহিমাঃ শর্মভিঃ সিঞ্চতঃ স্ম ॥৫৩

পুত্র পুছে স্নেহ, বিচিত্র চিত্রিত, এ পক্ষীর কিবা নাম। মাতা কহে বাপ ময়ূর নামেতে, বিখ্যাত এ বিশ্ব ধাম। পুত্র পুছে কোন্ পক্ষী এই স্থানে, কুহু রবে গান করে। মাতা কহে বাপ, কোকিল ইহারে, কহে সবে চরাচরে॥ পুত্র পুছে কথা, মানসের মত, কহিতে কাহার আশ। মাতা কহে বাপ, শুক নামে পক্ষী, লোকালয়ে করে বাস। পুত্র পুছে পুষ্পরস করে পান, কি নাম ইহার হয়। মাতা কহে বাপ, ভৃঙ্গ নামে এই, পতঙ্গে সবাই কয়॥ হেন মতে কৃষ্ণ আর বলরাম, প্রথম শ্রীবৃন্দাবনে। গমনের কালে, মাতৃদ্বয় সঙ্গে নানা রম্য আলাপনে॥ হাসিতে হাসিতে, বালক যুগল ব্রজের ললনাগণে। সিঞ্চিত করিল প্রণয় মধুর, সুখধারা বরিষণে॥

অথাগতস্তরণিসুতা-লধং ব্রজপ্রজাব্রজাঃ সশকটধেনুসঙ্কটম্।
সসম্ভ্রং তরিতুমনন্তরা চ তে পরস্পরং কলকলকীর্ণমভ্রমন্ ॥৫৪

স-শকট ধেনুসমূহে বেষ্টিত ব্রজবাসী প্রজাগণ। তপনে তনয়া, যমুনার তীরে, কৈল তবে আগমন॥ তরিবারে নদী, সম্ভ্রম বশতঃ, ব্যাকুল হইল যবে। কলকল ধ্বনি, করিয়া প্রচুর, ভ্রমিতে লাগিল সবে॥ তবে মাতৃদ্বয়ে পরিহরি দুই ভাই। আইল উন্নতমনা ব্রজরাজ ঠাঁই। শকট মাঝারে নন্দ অবস্থান করে। উঠিল দুইত ভাই শকট উপরে॥ স্ফুটোন্মুখ ইন্দীবর সুষমাশালিনী। বহিতে

কালিন্দী নদী করি কলধ্বনি॥ প্রাণী-বৃন্দাবনদায়ী রমা বৃন্দাবন। দুই ভাই ফুল্ল নেত্রে কৈল দরশন॥ শ্রীমান ব্রজরাজ প্রভৃতি গোপগণ। পরস্পরে কহিতে লাগিল সেইক্ষণ॥ রবিসুতা যমুনার এই তটস্থিত। বনরাজি কি অপূর্ব শোভা সমন্বিত॥ বৃন্দাবনান্তরবর্ত্তী এই রম্য বন। প্রতিবিম্বরূপে করি অন্তরে ধারণ॥ বহুবিধ রম্য পট্টবস্ত্রের মতন। সুষমা করিল নদী কালিন্দী ধারণ॥ অহো কি মাধুরীময় এই বৃন্দাবন। সৌন্দর্যের ধূর্য সর্ব সুখনিকেতন॥ দেখিতে নীলাভ কিন্তু শ্বেত পীত রক্ত। মালাবর্ণ কুসুমে মধুতে পরিসিক্ত॥ বিদ্যুৎ জড়িতারুণ সুষমা নিধান। ইন্দ্রধনু সহ মেঘ সম শোভমান। দূর হৈতে অমৃত প্রবাহ বরিষণে। বৃন্দাবন করিতেছে তৃপ্ত সর্বজনে॥ স্বর্গস্থিত ভ্রমরীগণেও অনুক্ষণ। আকর্ষণ করে নিজ ঠাঞি বৃন্দাবন॥ যে বৃন্দাবনের চিত্তাকর্ষক সৌরভ। ব্যক্ত হৈঞা হৈল বিশ্বে বিশেষ দুর্লভ॥ সেইত সৌরভ নাসাপুটে প্রবেশিয়া॥ দূরস্থিত অভ্যাগত জনে আকর্ষিয়া॥ এথায় আনিয়া সেই অতিথির গণে। সভ্যগৃহী সম তৃপ্ত করে সর্বজনে॥ অন্যত্র দুর্লভ পুষ্প গন্ধ সুমধুর। বিস্তার করিয়া সুরলোকে সুপ্রচুর॥ স্বর্গস্থিত ভ্রমরগণেও অনুক্ষণ। আকর্ষণ করে নিজ ঠাঞি বৃন্দাবন॥ যে বৃন্দাবনের বনে বনে অবস্থিত। বিচিত্র বিহঙ্গ সমূহের কণ্ঠোত্থিত॥ কৃত্রিম মধুর ধ্বনি মিশ্রিত হলাহল। প্রচুর কাকলী ব্যাপ্ত মহাকোলাহল। আকর্ষণী মন্ত্রসম অর্চনা লইয়া। সকর্ণ শরীরধারী জীবে আকর্ষিয়া॥ নিজাশ্রয় কৃষ্ণ ঠাঞি করে আনয়ন। এই সেই সর্বাশ্রয় ধাম বৃন্দাবন॥ কৃষ্ণ বলরাম হৈঞা সতৃষ্ণ হৃদয়। দেখিতে শুনিতে ছিল যবে এ বিষয়॥ সেই কালে গোপগণ গোধন নিকরে। উদ্যোগ করিল নদী পার করিবারে ॥৫৫-৫৭

নীরং তরণি কন্যায়াস্তীরস্থ তরণে সদা। গোময়মসৃং কণাজ্জনি সর্বতঃ॥

অবিরত পার, হইবার কালে, গোপণের সন্তরণে। যমুনার বারি, গোব্যাপৃত হৈল, সর্বতঃ সেইক্ষণে॥ গোময় স্বরূপ, ধারণ করিল, যমুনার নীল নীর। গো-বিষ্ঠাতে পূর্ণ হৈল ক্ষণেকে, নদীর উভয় তীর॥ যমুনা উত্তীর্ণ তবে হৈল ধেনু-গণ। ক্রমে ক্রমে পার হৈল যত পরিজন॥ আচ্ছাদিত শকট হইতে অতঃপর। পরিচ্ছদ সহ ব্রজললনা নিকর॥ অতীব সতর্ক হৈঞা ভূমিতে নামিল। ধীরপদে যমুনার সমীপে চলিল॥ কুশ কাশ বংশ শর বৃক্ষ সমন্বিত। কর্ম কুশল লোক কৌশলে নির্মিত॥ পরস্পর ভেলা করি একত্র সংযুক্ত। রাজপথ সম কৈল পথ সুপ্রশস্ত॥ নদীর উভয় তীরে ভেলা সেতুকারে। সংযুক্ত হইল লোক পার করিবারে। উভয় তটের ভূমি সংযুক্ত হইল। দুই পারস্থিত লোকে ভেদ না রহিল॥ মধুপুরী কালীয় হ্রদের অন্তরালে। বিচ্ছিন্নতা আর না রহিল সেইকালে। নদীপার হৈঞা গোপ নরনারীগণ। শকট সহিত প্রবেশিল বৃন্দাবন॥ গাহিতে গাহিতে আর হাসিতে হাসিতে। খেলিতে খেলিতে চলে সবে বন পথে॥ আভীরগণের বৃন্দাবন ধামে বাস। শ্রীমদ্ভাগবতে হেন আছয়ে প্রকাশ ॥৫৮।৫৯

বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্বকাল সুখাবহম্। তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ॥

শকট সমূহে, পশি সর্বকাল, সুখাবহবৃন্দাবনে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, ব্রজবাস কৈল নির্মাণ আভীরগণে॥ রামকৃষ্ণ দোঁহে তবে সতৃষ্ণ হইয়া। নামিল শকট হৈতে ভীরে লম্ফ দিয়া॥ প্রভুদ্বয়ে আহ্বান করিয়া বন্ধুগণে। মহাসুখে তা সবারে লৈঞা বনে বনে॥ হইলেও নব সদা নির্দোষে গগন। পরম বৈচিত্র্যময় গহন কানন॥ তাহে প্রবেশিয়া সবে চরণ চালনে। ভ্রমিতে লাগিল মহানন্দে বনে বনে॥ বামে আর দক্ষিণে করিয়া দৃষ্টিপাত। অরণ্য মাধুরী সব করয়ে সাক্ষাত॥ বৃন্দাবন ভ্রমণের কথা কিবা আর। বর্ণিব সে শোভা হয় বচনের পার॥ সর্ব বৃন্দাবন যেন হস্তে স্পর্শ করি। করিল পরমানন্দে পরিপূর্ণ হরি ॥৬০

যদ্ গানং খগ কাকলীভিরথ যন্নৃত্যং লতাবিভ্রমে
যদ্রোমাঞ্চিতমঙ্কুরৈঃ কবিকৃপারোপাৎ পরং সম্মতম্।
সর্বং তদ্ব্রজরাজসূনুচরণামোদাদ্ধরীদৃশ্যতে
বৃন্দারণ্যভুবামিতস্তু ন তথা কিন্তু স্বতং বাস্তবম্ ॥৬১

বিহগ কূজনে, যেইত সঙ্গীত, লতিকা দোলন নৃত্য। অঙ্কুরে যেইত রোমাঞ্চের কথা বিমুগ্ধ করয়ে চিত্ত॥ এসব কেবল কবিগণ কৃত, আরোপিত কথা হয়। হইলেও গ্রন্থে বর্ণিত এসব পরমার্থে সত্য নয়॥ ব্রজরাজ পুত্র কৃষ্ণের চরণ পরশ প্রমোদ ভরে। বৃন্দাবন ধামে, নহে কিন্তু তথা, সবে সত্যরূপ ধরে॥ কৃষ্ণ বলরাম প্রবেশিয়া বৃন্দাবন। কোন স্থানে করয়ে বিক্রম প্রদর্শন॥ কোন স্থানে ভ্রাতৃদ্বয় মনের আনন্দে। আরোহণ করে নিজাত্মীয়গণ স্কন্ধে॥ অনিন্দ্য আনন্দ রূপ অমৃতাস্বাদন। করিয়া বয়স্যগণ সঙ্গে অনুক্ষণ॥ মঙ্গলসূচক পক্ষীগণ সঙ্গে মেলি। যমুনার ঘাট বৎস ক্রীড়নে করি কেলি॥ সটীকর নাম স্থানে কৈল আগমন। বাদ্য ভাণ্ড বাজিয়া উঠিল সেইক্ষণ॥ কালীয় হ্রদের প্রায় এক ক্রোশ দূরে। নৈঋতে সট্টিককর অবস্থান করে॥ শকটে নির্মিত পূর্বে হৈল এই স্থান। তেইত সট্টিককর হইল আখ্যান॥ নন্দের আজ্ঞাতে অবতরণের কালে। বাজিতে লাগিল নানা বাদ্য তালে তালে॥ সেই স্থান পশ্চাতে রাখিয়া অতঃপর। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হৈঞা অগ্রসর॥ বৃক্ষাদি বিহীন এক বিস্তীর্ণ ভূতলে। শকট হইতে তবে নামিল সকলে॥ চতুর্দিকে নানা বাদ্য বাজে ঘনে ঘন। আনন্দে করয়ে নৃত্য আভীরের গণ ॥৬৩

লোকহূতিব্যক্তচেষ্টৈঃ তদা নন্দাদিবেষ্টিতম্। বৃন্দাবনমিদং রেজে স্বপ্নজাগরিতপ্রভম্॥

লোকের আহ্বানে, কর্মশীল আর নন্দাদি বেষ্টিত হৈঞা। শোভিতে লাগিল এই বৃন্দাবন, যেন নিদ্রা পাসরিয়া ॥৬৪

তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ। যদন্তঃ পূরিতং গোভিঃ ক্রমেণ স্থনরীভিভিঃ॥

ব্রজবাসীগণ. সেইত ভূখণ্ডে. চন্দ্রের অর্দ্ধেকাকারে। গোপগণের বাসস্থান নিরমিল. শকট সমূহ দ্বারে॥ তার মধ্যে গাভী আর বৃষগণে, ক্রমে ক্রমে পালে পালে কি প্রবিষ্ট করিয়া, স্থাপন করিল, গোপগণ সেইকালে ॥৬৫

গোপুরস্য পুরং কৃত্বা গোবর্দ্ধনধরাধরম্। গোপবাসঃ স তত্রাসীদ্গোপবসতির্যতঃ॥

যেহেতু আভীরগণের বসতি, ইত্যগ্রে নাহিক ছিল। তেই গোপগণ, নিবাস নির্মাণে, এবেত উদ্যোগী হৈল॥ গিরি গোবর্দ্ধনে, করিয়া পুরীর, দ্বারদেশে অবস্থিত। রম্য গোপাবাস, গোপগণ দ্বারে, হৈল তবে বিনির্মিত ॥৬৬

পৌরস্ত্যবস্ত্যত্যাগেঽপি তত্তন্মর্যাদয়াচিতঃ।
ব্রজাকারস্তথৈবাসীৎ কৃষ্ণা-পারে যথাস্থিতঃ ॥৬৭

পূর্বের বসতি, হর্ম্য কুটিরাদি, যমুনার পূর্বপারে। পরিহরি গোপ-সমাজ আসিল, বৃন্দাবনে এই ধারে॥ তথাপি তত্তৎ, মর্যাদা সম্পন্ন, পূর্বের আবাস মত। নির্মিত হইল, ব্রজাকৃতি অত্র, হর্ম্য কুটিরাদি যত॥

অষ্টক্রোশীমায়তঃ স ব্রজঃ স্যাদগ্রে বিস্তীর্ণস্তু মধ্যে তদর্দ্ধম্।
এতন্মানং চাত্র লোকস্য দৃষ্ট্যা, শক্ত্যানন্তাচিন্ত্যধাম স্বমেব॥

অষ্টক্রোশব্যাপ্ত, করিয়া এইত, ব্রজ করে অবস্থান। তন্মধ্যে গোষ্ঠের বিস্তরে তদর্দ্ধ চারি ক্রোশ পরিমাণ॥ লোক নেত্রে হয়, এহেন প্রতীত, কিন্তু দিব্যশক্তি দ্বারে। অচিন্ত্য অনন্ত, বৃন্দাবন ধাম, রহে নিত্য মায়া পারে॥

মধ্যে রাজ্ঞঃ সদ্ম তৎপার্শতস্তদ্ভ্রাতৄণাং তদ্বাহ্যতস্তৎপরেষাম্।
যদ্বৎপ্রেমণ্যন্তরঙ্গাদিরীতির্বাসেঽপি স্যাদৌচিতী তদ্বদেব ॥৬৯

মধ্যে শোভে নন্দভূপের মন্দির, সুউচ্চ পার্শ্বে তার। অনুজগণের মন্দির বিরাজে, তদ্রূপ বিশালাকার॥ তার বহির্দেশে, চক্রাকারে শোভে, অন্যান্য আভীরাবাস। যথা প্রেম হৈল অন্তরঙ্গ রীতি, ভবনেও সুপ্রকাশ॥ শ্রীব্রজমণ্ডলে সবে কৈল আগমন। সুখময় কাল হৈল পূর্বের মতন॥ হইলেও ক্রীড়াসক্ত বালক যুগল। বন দর্শনেচ্ছা পুনঃ হইল প্রবল॥ অতঃপর দুই ভাই গোপালন তরে। প্রত্যহ পিতার সঙ্গে যাঞা বনান্তরে॥ চারি দিকে মহানন্দে করিয়া ভ্রমণ। করিতে লাগিল বন শোভা নিরীক্ষণ ॥৭০

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতী রামমাধবয়োস্তয়োঃ

বৃন্দাবন আর, গিরি গোবর্দ্ধন. যমুনাপুলিন তথি। হেরি বলরাম, রামানুজ চিত্তে. জন্মিল পরমা প্রীতি ॥৭১

প্রাধান্যাদতিদিব্যবৃক্ষবিততের্বৃন্দাবনং যত্নতু,
পল্যঙ্কাম্বিত পীঠজেতৃদৃশদাং বৃন্দস্য গোবর্দ্ধনঃ।
মৌচূর্ণোদ্ভবরত্নভূমিবিতরিস্বল্যাবলেরংশুমৎ,
কল্লায়াঃ পুলিনালিকৎসব-শতং হৃদ্যে স্ম বৃত্তং তয়োঃ ॥৭২

অতি মনোহর, বিবিধ পাদপ, শ্রেণীর প্রাধান্য ভরে। রত্নভূমি রূপে বৃন্দাবন ধাম, রামকৃষ্ণ মনো হরে॥ পালঙ্ক সদৃশ, বিজয় প্রস্তর, আসন বৃহদাকার। প্রাধান্য বশতঃ, রমণীয় স্থান গিরি গোবর্দ্ধন আর॥ চূর্ণিত কর্পূর, সদৃশ বিমল, ঝলমল শোভাহারী। অকৃত্রিম ভূমিখণ্ডের প্রাধান্যে, তীরবর্ত্তী সুপ্রসারী॥

যমুনা পুলিন, বন উপবন, শ্রীরামকৃষ্ণের মনে। উৎপন্ন করিল, শত শত মহা মহোৎসব সেইক্ষণে। এত কহি মধুকণ্ঠ কৃতাঞ্জলি হৈঞা। সমাপ্ত করিল কথা শ্লোক উচ্চারিয়া ॥৭৩

ঈদৃশস্তনয়োজাতস্তব গোপাধিনায়ক। পাল্যঙ্করোতি যো বিশ্বং বাল্যস্ত চরিতাদপি

ঈদৃশ তনয়, হে ব্রজ ভূপতি, জন্মিল তোমার ঘরে। করিয়াও বাল্য চরিত্র প্রকট, যে বিশ্ব প্রকট করে॥ হেন মতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা মনোহর। বর্ণিত হইল যদি সভার ভিতর॥ তবে পূর্বে পূর্বে অন্ত দিবসের মত॥ খর্ব সংখ্যাধিক পরানন্দ সংমিশ্রিত॥ হৈঞা সভ্যগণ গেল নিজ নিজ ঘরে। পুত্র সহ ব্রজরাজ পশিল অন্দরে॥ ৭৪-৭৫

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমত্থ বৃন্দাবনদেশে প্রবেশো নাম নবমং পূরণম্ ॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ. গ্রন্থ বিরচিল, যাদে সুধা গর্বহর॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

দশমং পূরণম্ * বৎসাসুরাদিবধঃ

অতঃপর প্রাতঃকালে পূর্বের মতন। কৃষ্ণ কথা বর্ণন হইল আরম্ভন॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে রামকৃষ্ণ দোহাকার। অতিবাল্য কথা হৈল বর্ণিত অপার॥ শৈশব সমাপ্তি রূপ কৌমার জীবন। সুকুমার লীলা এবে করিব বর্ণন॥১-২

মুক্তস্তন্যমুদঞ্চদঙ্গ-বলয়ং চাঞ্চল্যপর্যাকুলং, খেলাঞ্চনগর্বনেত্র যুগলং শশ্বৎ প্রহাসাননম্

নানাকৌতুক ভাবিতং সখিজনক্রীড়াবিলাসাস্পদং,
বৎসেক্ষাস্পৃহি রামকৃষ্ণকলিতং কৌমারমস্তভজে ॥৩

নিরন্তর মাতৃস্তন্য দুগ্ধপানে, আর না হইল রত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, গঠন মাধুরী, হইল ক্রমশোন্নত॥ দেখা দিল চিত্তে, চাঞ্চল্য বিস্তর, আকুল হইল মন। সুদীর্ঘ সুঠাম, নয়ন যুগল. খেলায়েত অনুক্ষণ॥ বিবিধ কৌতুক, বিলাসে নিমগ্ন সখিজনগণ মেলি। হয়ে ত মধুর, বিলাস আস্পদ, করিয়া বিধির কেলি॥ অদম্য বাসনা, দেখিতে সতত, বৎস আর বৎসতরী। শ্রীরামকৃষ্ণের, এহেন কৌমার, দশারে ভজনা করি॥

তন্বশ্যামৌ নীলপীতাভ-বস্ত্রৌ, ভৃঙ্গী-পারী-ধ্বানশিক্ষাসু দক্ষৌ।
ক্রীড়ালোলৌ মিত্রবর্গে বিচিত্রং, চিত্রীয়েতে রামকৃষ্ণৌ কুমারৌ ॥৪

তনু শ্যামতনু, ভাই দুইজন, নীল-পীত বস্ত্রধারী; গোছাদন, রজ্জু পাত্র ধ্বনিশিক্ষা, দক্ষতা প্রকটকারী। ক্রীড়াতে চঞ্চল, কুমার যুগল, রামকৃষ্ণ বৃন্দাবনে করিত বিচিত্র, ভাবের উদয়, বয়স্যগণের মনে॥ কৌমার বয়সে ক্রমে জ্ঞান উপজিল। বস্ত্র পরিধান তবে করিতে শিখিল॥

বস্ত্রং দধাতি জননী-নিহিতং প্রযত্নাৎ, ক্ষিপ্রং চ বন্ধন-ধিয়া স্বয়মুজ্জহাতি।
ভূয়স্তদর্দ্ধতি বিভর্ত্তি চ যস্ত চার্দ্ধং, ব্রীড়াং বিকল্প্য লঘু নিত্যয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ॥৫

জননী প্রদত্ত, বস্ত্র সযতনে, কটিতে ধারণ করে। ক্ষিপ্র তাহা নিজে করে পরিহার, বন্ধন আশঙ্কা ভরে॥ পুনঃ সেই বস্ত্র, প্রার্থনা করিয়া, অর্দ্ধেক ধারণ করি। লজ্জা ভরে লঘু, বস্ত্র যাজ্ঞা করি, নিত্য লীলা করে হরি॥ গোগণের অনুগামী পিতার সহিত। রামকৃষ্ণ সেই স্থানে হৈঞা উপনীত॥ দেখিয়া কানন শোভা আনন্দিত মন। চারিদিকে সাতিশয় করিত ভ্রমণ॥৬

আগচ্ছতাং তত্র বনে জনানাঃ, স্নেহার্থিনাং ক্রোড়গতৌ পিতুশ্চ।
অপৃচ্ছতাং তৎপ্রতিবস্ত বালাবযচ্ছাতাং শর্ম চ রামকৃষ্ণৌ ॥৭

স্নেহার্থী যেসব, মানব আসিত, সেই বনে সে সময়। তাসবার ক্রোড়ে, আর পিতৃক্রোড়ে বসিয়া বালকদ্বয়॥ বন জাত প্রতি, বস্তু দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া নাম। সদা সুখদান, করিত সবারে, সর্বানন্দ কৃষ্ণ রাম॥ নিবারিত হইলেও সেইত সময়। আমি পূর্বে, আমি পূর্বে কহি পুত্রদ্বয়॥ দুই চারি ছয় গাভী বশ করি বনে। বিহার করিত নিত্য মহানন্দে মনে॥ অতঃপর পরস্পর মিলিত হইয়া। ধেনু আর বৃষগণে চালিত করিয়া॥ পরিহাস সহ দ্রুত হৈঞা ধাবমান। করিত বিবিধ ক্রীড়া মল্লের সমান॥ উদ্ধত যে ধেনু বৃষ শৃঙ্গ তা সবার। ধরিয়া করিত দোহে জয় আনিবার॥ পঞ্চপশু এক কালে করিয়া গ্রহণ। করিত বিবিধ ক্রীড়া ভ্রাতা দুইজন॥ হেন মতে কতিপয় দিন গত হৈল। কাননে কুমারদ্বয় খেলিতে লাগিল॥ আহারের কাল প্রায় উত্তীর্ণ হেরিয়া। মাতা ব্রজেশ্বরী মহা উদ্বিগ্ন হইয়া॥ প্রেমপূর্ণ তিরস্কারে পতির সদনে। কহিতে লাগিল মহা ক্ষোভান্বিত মনে॥ বনে লৈঞা যাহ তুমি এই শিশুদ্বয়। তব পক্ষে এহো কি অভূতপূর্ব নয়॥ কি লাগিয়া হেন কার্য করহ প্রত্যহ। ইহার উত্তর রাজা মোরে তুমি দেহ॥ তবে কৃষ্ণ বলরামে লজ্জাযুক্ত আর। শঙ্কিত হেরিয়া নন্দ অজ্ঞাতে দোঁহার। যশোদা রোহিনী দুই জনার বচনে। একাকী চলিল বনে পরম গোপনে। কৃষ্ণমাতা রামমাতা পুত্র দুই বনে। নিবারিত কৈল বনভ্রমণ গমনে॥ নিবারিত হৈঞা বনগমনে তখন। কান্দিতে লাগিল উৎকণ্ঠিত দুইজন। একদিন তবে পিতৃ নিকটে যাইতে। গুপ্ত ভাবে বন পথে চলিতে চলিতে॥ সঙ্গীগণে সুখদান করি সেই ক্ষণ। করিল অজ্ঞাত পথে অন্যত্র গমন। ব্রজের বাহিরে তবে যাঞা গ্রামান্তরে। দেখে বৎসপাল শিশুগণ ক্রিড়া করে। মিলিত হইয়া দোহে তাসবার সঙ্গে। খেলিতে লাগিল বৎস যুথসম রঙ্গে। কৃষ্ণ বলরাম কৃত এইত প্রকার। গোপন বিহার বার্তা শুনি বারবার। করিলেও সুখবোধ ব্রজেশ দম্পতি। অনাগত ভয়ে হৈল আতঙ্কিত মতি। ধেনু ভিন্ন পুত্র যদি রহিতে না পারে। তবে বৎস চারণ করুক ধীরে ধীরে। হেন পরামর্শ করি ব্রজেশ তখন। মনজ্ঞ স্বভ্রাতৃগণে কৈল আনয়ন। মন্ত্রণা বিষয়ে করি বিশেষ

বিচার। করিল কর্ত্তব্য কর্ম ত্বরিতে নিস্তার॥ তবেত পণ্ডিতগণে আহ্বান করিয়া। পুণ্যদিন স্থির কৈল পঞ্জিকা দেখিয়া॥ বিপ্রগণ নির্দ্ধারিত সেইত দিবসে। স্বস্তি বচেনাদি কৈল পরম হরষে॥ তবে নন্দ মহারাজ পুত্র দুইজনে। নিযুক্ত করিল ব্রজে গোবৎস চারণে॥ বয়স্ক গোপেরগণ মহানন্দ মনে। উৎসব করিয়া নিজ নিজ পুত্র গণে॥ কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে ব্রজের অদূরে। পাঠাইয়া দিল বৎচারণের তরে॥ উৎসব প্রারম্ভে নিজ মাতা দুইজন। করিয়া পুত্রের দেহে বেশ বিরচন॥ ভুঞ্জাইয়া ক্ষীর লাড্ডুকাদি মিষ্টদ্রব্য। কটি তটে বান্ধিয়া বসন রম্য নব্য॥ হস্তে দিয়া বেত্র দড়ি মুরলী বিষাণ। বদন কমলে কৈল চুম্বন প্রদান॥ কৃষ্ণ বলরাম মহাশোভা প্রাপ্ত হৈল। বন গমনের তরে উদ্যোগ করিল॥ পাদুকা আনিল যদি কিঙ্করের গণ। নহি নহি কহি কৃষ্ণ কৈল বিসর্জ্জন॥ কুল পরম্পরগত ধন যে গোধন। তার আরাধনা গোপ ধর্ম্মেতে গণন॥ তার চর্ম্মে বিনির্মিত পাদুকা ধারণে। গোপ ধর্ম্মে মর্ম পীড়া জন্মে সেই ক্ষণে॥ এত জানি কৃষ্ণ কৈল পাদুকা বর্জ্জন। রাম সেহ নাহি কৈল পাদুকা গ্রহণ॥ পাদুকা বিহীন কৃষ্ণ চরণ চালনে। সুধাসেখ সম চিন্তিয়া নিজ মনে॥ বসুধাও সাতিশয় আনন্দিত হৈঞা। বৃন্দার সহিত তবে যুকতি করিয়া॥ সেই সেই স্থানে কৃষ্ণের সুচারু চরণ। চারণ করিত বনে করিয়া ভ্রমণ॥ কঙ্কর কণ্টক যত সব করিল দূর। সেই সেই স্থান কৈল সুগম প্রচুর॥ ধেনুর প্রখর ক্ষুরাঘাতে দীর্ণপথ। পুষ্পরেণু সম কৈল ধূলীতে আবৃত॥ অঝিল্লী কণ্টক শূন্য হয় বৃন্দাবন। হরিবংশে কহে হেন প্রশস্তি বচন॥ কৃষ্ণ পদ পল্লবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা। বৃন্দাবন ভূমিতে সর্বত্র দিয়া দেখা॥ সকল লোকের হর্ষ প্রকাশিত করে। বৃন্দাবনে বনপথে শ্রীকৃষ্ণ বিহরে॥ প্রকৃত বিষণ্ণ অনুসরণ করিয়া। এবে কৃষ্ণ লীলাবলি কহি সূত্র লৈঞা। হেনমতে মহা মাঙ্গলিক কার্য করি। বৎস চারণে বনে যাত্রা কৈল হরি॥ সুশোভিত তাম্বুল বিচিত্র ছত্র আর। চামর রেশম বস্ত্র দ্রব্যাদি অপার॥ সংগ্রহ করিয়া ব্যগ্র হস্তে কতিপয়। ভুবন মঙ্গলকারী দেখে করে জয়॥ এহেন কিঙ্কর যুত বালকের গণ। পশ্চাতে পশ্চাতে সুখে করিল গমন॥ যাত্রা কালে পিতামাতা প্রভৃতির গণ। প্রতিদ্বারে বাক্যাতীত মুখ্যনারীগণ॥ মহাধন দিয়া উক্ত যুগল বালকে। বরণ করিল তবে পরম পুলকে॥ নানারত্ন মাণিক্যাদি করিলা প্রদান। করিল দোঁহার আরত্রিক সমাধান॥ প্রফুল্ল সুরভিপূর্ণ পুষ্প রাজি লৈঞা। বর্ষণ করিল দুই দেহে হৃষ্ট হৈঞা॥ মঙ্গল সন্দেহ পূর্ণ সঙ্গীতে তখন। করিতে লাগিল গুণ দোঁহার কীর্ত্তন॥ যথাযোগ্য বাক্য দ্বারা দোঁহে তুষ্ট কৈল। বিস্তীর্ণ নয়নে দোঁহে দেখিতে লাগিল॥ তবেত উভয়ে প্রণমিয়া গুরুগণে। অনিন্দিত বাদ্য ধ্বনি শুনিয়া শ্রবণে॥ প্রভূত কৌতুকরাশি দেখিতে দেখিতে। প্রস্থান করিল বৎস লৈঞা বন পথে॥ সেইকালে বৃন্দাবনোপরি দেবগণ। করিয়া স্তোত্রাদি নির্মঞ্ছন নীরাজন॥ পুষ্পবৃষ্টি মঙ্গল গীতাদি সমূহের। আনন্দে প্রকাশ কৈল যাত্রার সময়॥১৮

বেণু-বেত্র-দল-শৃঙ্গ-বটীভিঃ, কন্দুক-ভ্রমর-দারু-বটীভিঃ।
ক্রীড়িনৌ সশিশুগোসুতজাতে, নীলপীতবসনৌ রুরুচ্যাতে॥ ১৯

বেণু বেত্র দল, শৃঙ্গ রজ্জু তথা, কন্দুক-ভ্রমর আর। কাঠের পুতুল, যারে শিশুগণ, সঙ্গে বনে অনিবার॥ ক্রীড়াপর নীল, পীতাম্বর ধারী, উভয়ে রাখাল সাজে। সুষমা বিথারি, শোভিতে লাগিল, গোবৎস সঙ্ঘের মাঝে॥ সুকৃতি বিশিষ্ট কৃতি বৃদ্ধ গোপগণ। দয়ালুত্ব হেতু করি পশ্চাতে গমন॥ দূরে রহি সম্মুখে করীয়া নিরীক্ষণ। আইল ফিরিয়া পুনঃ ভবনে আপন॥ রাম কৃষ্ণ দুই ভাই ক্রীড়নের কালে। চলিল ক্রমশঃ দূর দূর বনাঞ্চলে॥২০

বিসার্য বৎসানাবার্ষ্য পরিতঃ শাদ্বলে স্থলে॥২০
খেলাঃ চক্রতুর্মিথো মেলাদাবেলাং ভোজনাগতেঃ॥২১

বৎসগণে তবে, সংহত করিয়া, নবদূর্বাদল শ্যাম। প্রদেশে করিয়া, বিস্তৃত চৌদিকে, কৃষ্ণ আর বলরাম॥ সঙ্গীগণ সঙ্গে, মনের আনন্দে, প্রেম পুলকিত দেহে। ভোজন সময়, অবধি তবেত, খেলিতে লাগিল দোঁহে॥২১

বেণুং বাদয়তোঃ কলাদি কিরতোঃ শিক্কত্সাকেটিতাঃ-
গঞ্জিভ্রত্যাং ক্ষিপতো বৃষানুকরণৈঃ সংযুদ্ধতোরেজয়োঃ।
ভ্রাত্রোর্নির্জায়িনোন্মিথো দ্রববণাদুচ্চৈঃ সখায়স্ত তে,
পাক্ষিগ্রাহতয়া যুধং বিদধতঃ কোলাহলং চক্রিরে॥২২

দুই ভাই বেণু বাজাইয়া আর, কলাদি সখার মাঝে। বিকিরণ করি, নূপুর শিঞ্জনে, নাচিয়া নটের সাজে॥ চরণ চালনে, ইতস্ততভাবে, ভ্রমিতে লাগিল বনে। বৃষভ সাজিয়া, কভু বা উভয়ে, মাতিয়া উঠিল রণে॥ একেত অপরে, নির্জ্জয় করিতে, হইয়া আক্রোশময়। যুঝিতে লাগিল, পরম বিক্রমে, চতুর্দ্দিকে সে সময়॥ প্রণয়ভরে দোঁহার পাদুকা-বাহক বালক দল। করিতে লাগিল, নাচিতে নাচিতে উচ্চকণ্ঠে কোলাহল॥ অতঃপর দুই ভাই তৃণরাশি দ্বারে। আপ্যায়িত করিয়া গোবৎস সরোবরে॥ জলপান করাইয়া দেখিতে লাগিল। তার মধ্যে কৃষ্ণ এক গোবৎস ধরিল॥ গণ্ডদেশ তবে তার করি কণ্ডুয়ন। কহিতে লাগিল কণ্ঠ করিয়া বেষ্টন॥ তুমি যদি জননীরে চাহ মিলিবারে। লইয়া যাইব আমি তবেত তোমারে॥ কর্ণে কর্ণে আপনার গণ্ড মিলাইয়া। সুখলাভ কৈল বৎস সন্তুষ্ট করিয়া॥ তবে ত উভয়ে সহচরগণে মেলি। করিতে লাগিল কুণ্ডজলে জলকেলি॥ জলকেলি সমাপিয়া সুসজ্জিত বেশে। ভ্রমণ করিয়া সুখে কানন প্রদেশে॥ চৌদিকে অপূর্ব পশুপক্ষী দরশনে। হইল আশ্চর্যান্বিত ভাই দুইজনে॥২

কত মহু কৃকতত্তৌ লীলয়া যত তত্তোঃ, অনুহরতি তদীয়ং জাতিমাত্রং তদাত।
তণিতমথ বিধবস্তবিকত্ত তস্মিন্, যদি তয়হ্ তদাত্মীয়তে তজ্জবেন॥২৩

রামকৃষ্ণ দোঁহে, ভ্রমণ করিয়া, বন হৈতে বনান্তরে। যেইত জন্তর, শব্দানুকরণ, করিত বিলাস তরে॥ শব্দ শুনি তবে, তজ্জাতীয় পশু, নিঃশব্দে ইঙ্গিত

পাই। উদিত হইত, ত্বরিতে আসিয়া, উভয় ভ্রাতার ঠাঁই। তজ্জাতি বিরুদ্ধ, শব্দ যদি দোহে, করিত সেইত ক্ষণ। ভয় পাঞা তবে, হইত বিলীন, দ্রুতবেগে পশুগণ॥ এই সব লীলা শেষ মধ্যাহ্ন সময়। ভোজনের কাল যবে সমাগত হয়॥ তা নানা স্বাদু খাদ্য-দ্রব্য করিয়া গ্রহণ। গৃহ হৈতে আইসে যোগ্য বণিতার গণ॥ তা সবার দরশনে শ্রীনন্দ নন্দন। হইত পরমানন্দ সাগরে মগন॥ ভোজনের তরে শীঘ্র সহচরগণে। আহ্বান করিল বাণীসম বেণুস্বনে॥ মৃগনেত্রা বধুগণ শ্রেণীবদ্ধা কারে। বসাইয়া সুসজ্জিত রাখাল সবারে॥ ভোজনে ইচ্ছুক কৃষ্ণ আর বলরামে। বসাইয়া মধ্যস্থানে পরম আরামে॥ পাতে পাতে দ্রব্য সব ক্রমশঃ বিতরি। করাইল সবারে ভোজনে যত্ন করি॥ সেইত ভোজনকালে কৌতুক করিয়া। করিবারে আনন্দিত সবাকার হিয়া॥ সাতিশয় চতুর বালক একজন। করিল কোনও খাদ্য দ্রব্যের নিন্দন॥ শুনিয়া কথোক নারী অসন্তুষ্ট হৈল। তা সবার অঙ্গেতে বিবাদ আরম্ভিল॥ কতিপয় নারী তবে যথাযথ কথা। কহিতে লাগিল দুইপক্ষ হৈঞা তথা॥ সেই নারীগণ বাক্য আর প্রত্যুত্তর। কিয়ৎ কাল সকৌতুকে শ্রবণের পর॥ স্নেহ পাত্রী ধাত্রী আর দাসীপুত্র গণে। ভুক্ত-শেষ দানে সর্ব প্রীতি উৎপাদনে॥ ভোজেনে শ্রীকৃষ্ণ যদি বিরত হইল। তবে তার প্রতি ধাত্রী কহিতে লাগিল ॥২৬-২৭

ময়া যত্নাদেতদ্দং দ্রবমধুরমাহৃপহৃতং, জনন্যা রামস্য প্রযতনযুজা সাধিতমিদম্। ভবন্মাত্রা চাস্য স্বদনবিধয়ে দত্তশপথং, মুহুঃসন্দিষ্টং তন্নিখিলমুপযুঙ্ক্ষ ত্রয়মপি ॥২৮

রামের জননী, প্রস্তুত করিল, এই খাদ্য যত্ন ভরে। তরল মধুর, এ দ্রব্য সযত্নে, আনিনু তোমার তরে॥ তোমার জননী, ভোজনের তরে, দিব্য দানে বারম্বার। পাঠাইল মোরে, এ তিনের দ্রব্য, কর তুমি অঙ্গীকার॥ এহেন প্রকারে নানা কৌতুক প্রসঙ্গে॥ শ্রীরামদামাদি হিতকারী বন্ধু সঙ্গে॥ অনন্ত গুণের ধাম শ্রীকৃষ্ণ তখন। ভোজন সারিয়া রঙ্গে কৈল আচমন॥ তবে ধাত্রী পুনর্বার কর্পূর বাসিত। সচূর্ণ তাম্বুল বাটি স্বর্ণবর্ণান্বিত॥ কৃষ্ণ হস্তে দিয়া কহে সেইত সময়। জননীর আজ্ঞারূপ প্রতিপাল্য হয়॥ বাল্য খেলা পরিহরি তেই এইক্ষণ। ত্বরিতে করহ পূর্ণ ব্রজেশ ভবন॥ ধাত্রী আর দাসীগণ গৃহে ফিরিবারে। যাইয়া তবেত সেথা হৈতে কিছু দূরে॥ মিলিত সবার খেলা দর্শন করিয়া। কহিতে লাগিল পশ্চাৎ গ্রীবা ফিরাইয়া॥ নেত্র ভঙ্গী করি কহে অহে শিশুগণ। ব্রজ মহিষীর কৃষ্ণ হয় প্রাণধন॥ অতএব খেলা সাঙ্গ করিয়া ত্বরিতে। তাহারে লইয়া আইস রাজার পুরীতে॥ এত কহি নারীগণ করিল গমন। কৃষ্ণ তবে শ্রীরামের সঙ্গে সেইক্ষণ॥ বৎসগণে ধরি ধরি অতীব কোমল। পুষ্প রাশি সমন্বিত নব দূর্বাদল॥ মুখে মুখে অর্পিয়া ব্রজের অভিমুখে। আনিয়া লাগিল চরাইতে মহা সুখে॥ কৃষ্ণ তবে গীত নাট্য হাস্য সহকারে। করিতে লাগিল খেলা ব্রজের কিনারে॥ স্বর্গে রহি ব্রহ্মপুত্র মহর্ষির গণ। করিতে লাগিল বেদ বচনে স্তবন॥ দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি

করিতে লাগিল। স্ব-গৃহের পথ কৃষ্ণ আলঙ্গন কৈল॥ তবেত অগ্রজ আর মিত্র গণে লৈঞা। পরিপাটী রূপে বৎসগণে চালাইয়া॥ গোষ্ঠাভিমুখেতে করি চরণ চালন। বৎসগণে গৃহে আনি করিল স্থাপন॥ বন্ধুগণ পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ কৈল। সবার লাবণ্য হেরি কৃষ্ণ তুষ্ট হৈল॥ বৎস বন্ধনের পূর্বে ব্রজবাসীগণ। করিল সবাই আসি কৃষ্ণানুগমন॥ প্রভাত কালের মত মাঙ্গলিক সাজে। সজ্জিত হইয়া প্রবেশিল পুরী মাঝে॥ সানন্দে বন্দিল পিতামাতার চরণ। পুত্রোচিত স্নেহলাভে সুখে মগ্ন মন॥ নিজ গৃহে পশিয়া স্নানাদি কার্য কৈল। পিন্ধিয়া সুদিব্য বস্ত্র ভোজনে বসিল॥ ভোজনান্তে পিতার সহিত অতঃপর। গোদোহন স্থানে যাত্রা করিল সত্বর॥ সেথা যাঞা মহাসুখ পরিপ্রাপ্ত হৈল। মাতৃ নামে বৎসগণে ডাকিতে লাগিল॥ সবেগে তা সবাকার গতি ব্যতিক্রমে। হাস্য করাইল কৃষ্ণ সবারে বিভ্রমে॥ সুপ্রচুর দুগ্ধ যাহা সংগৃহীত হৈল। ভৃত্যগণ দ্বারে সব গৃহে পাঠাইল॥ গৃহে আসি কিছুক্ষণ সুখদান করি। মাতারে বন্দনা কৈল নত মাথে হরি॥ চন্দ্রশালি গৃহে তবে অট্টালি উপরে। সবারে আনন্দ দিয়া বিশ্রামের তরে॥ গমন করিয়া কৃষ্ণ কোমল শয্যায়। এলাইয়া দেহ মগ্ন হইল নিদ্রায়॥ সেই সেই মাতা নিজ নিজ পুত্রগণে। নিদ্রিত করিয়া তবে রক্ষার কারণে॥ দাসী পুত্রগণে দ্বারে করিয়া স্থাপন। বৃহৎ গৃহে কার্য তরে করিল গমন॥ হেন মতে সাতিশয় কৌতুক সহিত। দিন কথো হৈল ক্রমান্বয়াতি বাহিত॥ নৃশংস সে কংসাসুর চরের বর্ণনে। অবগত হৈল কৃষ্ণ আইল বৃন্দাবনে॥ গোপ-গোপীগণ সব চলিয়া আইল। শুনিয়া আপন মনে চিন্তিতে লাগিল॥ হায়রে দেবীর সত্য বচনানুসারে। বৃন্দাবনে নন্দ নামা গোপের আগারে॥ শিশুরূপ কোন এক কাপট্য বিশেষ। বসুদেব দ্বারে গুপ্ত হৈল সবিশেষ॥ চরের বচনে চিত্তে হেন বোধ হয়। কার্য হেরি হেন বাক্য জন্মিল প্রত্যয়॥ করিলেও শিশু নব শরীর ধারণ। কৈল মহাতেজপূর্ণ পূতনা নিধন॥ গাম্ভীর্য বেষ্টিত সমধিক শৌর্যদ্বারে। বধিল প্রেরিত অন্য অসুর দোহারে॥ সেইত শিশুর নাম প্রভাবে আমার। ভয়ে চিত্ত কম্পিত হয়েত অনিবার॥ অতএব সাতিশয় ছলনা সহিতে। বধিতে হইবে এই শিশুরে ত্বরিতে॥ মোর দৈত্যগণ বহু ছল প্রকাশিল। কদর্থিত হৈঞা সবে বিফল হইল॥ করিয়া এ হেন চিন্তা কংস অতঃপর। আনাইয়া দূতে কহে তাহার গোচর॥ হে দূত তুমি কি ইহা জান সুনিশ্চিতে। মহাস্নেহ আছে তার কোন বা জাতিতে॥ দূত কহে মহারাজ গোবৎসের প্রতি। দৃষ্ট হয় শিশুর আসক্তি বলবতী॥ কংস কহে যাহ তুমি নিজ অট্টালিতে। অন্যে কহে বৎসাসুরে আনহ এভিতে॥ বৎসাসুরের শৌর্য কহনে না যায়। শচীপতি ইন্দ্রের সে গ্লানি উপজায়॥ সেই ব্যক্তি কংস বাক্য শুনি সসম্ভ্রমে। বৎসাসুরে আনি সমর্পিল সবিক্রমে॥ নিকটে আসিয়া তবে সেই বৎসাসুর। স্থিত জলবিন্দু সম হইল সুস্থির॥ বারি স্পর্শে ধূলিরাশি দ্রব হয়

যথা। বৎসাসুরে হেরি কংস হৃষ্ট হৈল তথা॥ গোপনে বসিয়া তারে পুত্রের মতন। স্নেহ করি কহিতে লাগিল সেইক্ষণ॥ ওহে বৎস বৎসাসুর নন্দব্রজে যাহ। মোর এক কার্য তুমি ত্বরিতে করহ॥ বৎসগণে চারণ করিয়া বৃন্দাবনে। খেলিছে যেজন নিজ সখাগণ সনে॥ বৎসরূপ ধরি সেথা করিয়া গমন। ত্বরিতে করিবে তার অনিষ্টোৎপাদন॥ রাজার যে আজ্ঞা হয় আজ্ঞাবহ প্রতি। সেই কার্য আমি প্রভু করিব সম্প্রতি॥ এত কহি আতঙ্কিত রাজার শাসনে। উল্লিখিত পথে দৈত্য আইল বৃন্দাবনে॥ বৎস ক্রীড়ন নামে স্বচ্ছ মনোহর। স্থান আছে যমুনার তটের গোচর॥ তদ্বিধ দুর্দান্ত জল পক্ষে সুনিশ্চয়। সেই স্থান মারক স্বরূপে গণ্য হয়॥ সেথা যাঞা বৎসগণে করিছে আদর। হেন কৃষ্ণে দেখে দৈত্য যেন বিষধর॥ বৎসাসুর ইতস্ততঃ কপট গতিতে। ভ্রমিতে লাগিল তবে গর্বের সহিতে॥ অসুরের অঙ্গগন্ধ পাঞা বৎসগণ। চরিতে আছিল তৃণক্ষেত্রে সেইক্ষণ॥ সমুদ্বিগ্নচিত্তে তারা দেখিতে লাগিল। এত হেরি কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে কহিল॥৪০

জ্যেষ্ঠ ভ্রাত এবেহ প্রভাত আইসে নাই। তবে এবা কোন বৎস হেরিণীর ঠাঁই॥ বলরাম কহে ভাই বৎস নহে নহে। ভাল ভাবে নিরূপণ কর কৃষ্ণ কহে॥ রাম কহে ভীষণ প্রকৃতি মনে হয়। কৃষ্ণ কহে এহো বৎসাসুর সনিশ্চয়॥ রাম কহে সত্য বটে তোমার বচন। ইহার কারণ কহি করহ শ্রবণ॥ বৎস আর মো সবার প্রতি অকস্মাৎ। দেখহ করিছে ক্রূরভাবে দৃষ্টিপাত॥ কৃষ্ণ কহে যদি তব অনুমতি হয়। তবেত ইহার বধ করিব নিশ্চয়॥ রাম কহে গোপকুলে অপবাদ আর। কলঙ্কের ভয় আছে নিধনে ইহার॥ কৃষ্ণ কহে মরণান্তে দৈত্য হয় এহ। ইহা জানি অপবাদ নাহি দিবে কেহ॥ হর্ষে রাম কহে ওহে শত্রু সন্তাপন। সাতিশয় ছলযুক্ত অসুর এজন॥ অতএব তুমি এবে ইহার সকাশে। ধীরে ধীরে গমন করহ অনায়াসে॥ শ্রীবৎস লাঞ্ছন কৃষ্ণ হর্ষ সহকারে। চুচু কার রূপ সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারে বৎসগণে সন্নিকটে করি আনয়ন। কণ্ঠ গণ্ডোদর স্থলে কৈল কণ্ডূয়ন॥ তবে কৃষ্ণ চতুর্দিকে খেলিতে খেলিতে। সখাগণ সঙ্গে গীত গাহিতে॥ মহামহোৎসব এক করিয়া বিস্তার। শোভিতে লাগিল দিব্য ধামে আপনার॥ এত হেরি বৃষাসুর চিন্তে নিজ মনে। বিনাশের ছিদ্র লাভ কৈনু এতক্ষণে॥ এতেক চিন্তিয়া নিজ কণ্ঠনাশ তরে। দল মধ্যে পশি আইল কৃষ্ণের গোচরে॥ অকর্ষণ ভাবে তার পুচ্ছ পদে ধরি। ঘুরাইতে লাগিল সহসা তারে হরি॥

যাবচ্চঃ পরিবর্ত্তনং ভ্রমযুতা বৎসস্য চক্রেঽমুনা,

তাবচ্চঃ প্রতিপৎক্রমাদ্বিরগমদ্রূপান্তরং চাগমৎ।

ক্রীড়ায়াঃ ফলপাতনার্থমিব চ ক্ষিপ্তে কপিত্থোপরি,

জাতৃত্বং নটবৎ কলাঞ্চ পৃথুকাস্তে সস্য শশ্লাঘিরে॥৪১

পুচ্ছ আর পশ্চাৎ, পদদ্বয় দুই, হস্তে দৃঢ়ভাবে ধরি। আলাত চক্রের মত ঘূর্ণন, করিতে লাগিল হরি॥ যাবত যাবত, ঘূর্ণনের বেগ, শ্রীহরি বর্দ্ধিত কৈল। অসুরের চিত্তে, তাবত তাবত, বুদ্ধির উন্মেষ হৈল॥ হস্ত হৈতে তবে, আপনারে মুক্ত, করিবারে বৃষাসুর। রূপান্তর ধরি, আপন বিক্রম, প্রকটিল সুপ্রচুর॥ ক্রীড়া ভরে ফল, পড়িবার ছলে, শ্রীহরি সেইত কালে। নিহত অসুরে, নিক্ষেপ করিল, সুদূরে কপিত্থ ডালে॥ শ্রীহরির নৃত্য কলা নটবৎ, হেরিয়া সেইত ক্ষণ। প্রশংসা করিতে, লাগিল সগর্বে, আভীর বালকগণ॥

অথ দেবৈঃ প্রসূনানি বৃষ্টানি হসিতানি চ। ন নাসয়া ন চ দৃশা ভিন্নতাং নেতুমীশিরে॥

তবেত কুসুম, বর্ষণ করিতে, লাগিল ত্রিদশগণ। হাসিতে লাগিল, কৌতুক দর্শনে, হৈএগ্রা আনন্দিত মন॥ পুষ্প গন্ধ সুখ প্রদানে অভিন্ন, হসিতের মুখ সেহ। নাসাতে নয়নে, ভিন্নতা তৎকালে, বুঝিতে নারিল কেহ॥ পরিহাসে হাস্যের তরঙ্গ উঠাইয়া। কহিতে লাগিল দেবগণ তুষ্ট হৈএগ্রা॥ অসুরসূদন শ্রীকৃষ্ণের এই কার্য। অবশ্য ধারণ করে বিশেষ তাৎপর্য॥৪২-৪৩

বয়ং গাং গোপালাঃ পরিচিনুমহে তদ্বিষমপি,

প্রতিচ্ছন্নেরূপেঽপ্যনুমিতিনিদানব্যতিকরাৎ।

অতো রে রে বৎসাকৃতিসুররিপো! মদ্বিধ করাৎ,

কথং তে মোক্ষঃ স্যাদিহ লষসি চেৎ প্রেত্য ভবতু॥৪৪

ধেনুর বিষয়, এ মোরা গোপাল, বিজ্ঞাত বলিয়া মানি। ধরিলেও ধেনু বৈরী গুপ্তরূপ, কারণানুমানে জানি॥ অতএব অরে, বৎসাকৃতি দৈত্য, মুক্তি তব মোর করে। কেমনে হইবে, বাঞ্ছা যদি আছে, লভিবে মৃত্যুর পরে॥

তৌ বৎসাদপি রক্ষন্তৌ সর্বং লোকং ররক্ষতুঃ।

যদর্থং প্রাতরাশাদি যস্মিন্ দৈত্যবধাদি চ॥৪৫

যার তরে প্রাতঃরাশাদি বিলাস, দৈত্য বধ যার তরে। সেই বৎসগণে, কৃষ্ণ বলরাম, রক্ষা করি যত্নভরে॥ নিখিল ভুবনে, দেবমানবাদি, বাস করে লোক যত। করিল সবার, রক্ষার বিধান, করি বৈরী পক্ষ হত॥ সেইদিন কৃষ্ণ বলরাম দুইজন। পূর্বের মতন কৈল গৃহ আগমন॥ কিন্তু বৎসাসুর বধ বিশেষ ব্যাপার। কিংবদন্তী রূপে যদি হয়েত প্রচার॥ তবেত ঘটিতে পারে অনিষ্ট বিস্তর। তেই বার্ত্তা গুপ্ত কৈল বান্ধব নিকর॥ গোবৎস পালক কৃষ্ণ হস্তে বৎসাসুর। হত হৈল এই বার্ত্তা গেল মধুপুর॥ দূত মুখে হেন কথা করিয়া শ্রবণ। চিন্তামগ্ন কংস কৈল নেত্র নিমীলন॥ দশমী দশায় প্রায় মূর্ছাপ্রাপ্ত হৈল। মন্ত্রীগণ অতিকষ্টে সচেতন কৈল॥ তবে কংস মন্ত্রীগণ সঙ্গে সগোপনে। নিযুক্ত হইল অতি কুৎসিত মন্ত্রণে॥ হায় সম্ভাবিত বহু দম্ভান্বিত জনে। প্রেরণ করিনু আমি শত্রুর নিধনে॥ কিন্তু কেহ সামান্যও মঙ্গল সঙ্কর। করিতে নারিল এহ দুঃখের বিষয়॥ কপট প্রার্থনা তা সবার বারবার। করিতে নারিল আশ পূরণ আমার॥ বরঞ্চ তদ্বারে মৃত্যু

লাভ কৈল সবে। হায় হায় কি আর করিব আমি এবে ॥ এত শুনি মন্ত্রীগণ কহে, হে রাজন। এ বিষয়ে সহায় আছয়ে একজন ॥ কেবল সে বকাসুর জানিহ নিশ্চয়। মোসবার অবলম্বনের যোগ্য হয় ॥ তার ভ্রাতাগণ সবে দম্ভ মাত্র সার। কার্যোদ্ধার ক্ষমতা নাহিক তা সবার ॥ কংস কহে হয় হয় হইল স্মরণ। এ বিষয়ে বন্ধু মোর আছে একজন ॥ বকাসুর নাম তার মোর সুহৃত্তম। কার্য সাধনের পক্ষে সে হয় উত্তম ॥ অতএব আহ্বান করিয়া শীঘ্র তারে। পাঠাইয়া দেহ শত্রু বধ করিবারে ॥ সজ্জনের অনিষ্ট করিতে সদাতুষ্ট। কংসের পালিত সেই বকাসুর দুষ্ট ॥ আদিষ্ট হইয়া যাত্রা কৈল দ্রুতগতি। নন্দীশ্বর গিরিপ্রান্তে বকস্থল প্রতি ॥ সেথা সরোবর তট প্রদেশে প্রভাতে। প্রতিদিন আইসে কৃষ্ণ বৎস চরাইতে ॥ হেন বার্তা অচিরে শ্রবণ তবে করি। গিরিশৃঙ্গ সম তুঙ্গ দম্ভ চিত্তে ধরি ॥ করিয়া পর্বতশৃঙ্গ সাদৃশ্য ধারণ। সেই স্থানে অবস্থান কৈল সেইক্ষণ ॥ তবে শ্রীগোপাল কৃষ্ণে বেষ্টিত হইয়া। গোপাল বালকগণ বৎসগণে লৈঞা ॥ সেই সরোবর তটে উপনীত হইল। বৎসগণে তবে জলপান করাইল ॥ তাঁর সন্নিকটে বৎস সমূহে রাখিয়া। নামিল সলিলে স্নান পানের লাগিয়া ॥ পৃথক পৃথকভাবে পরস্পরে ধরি। সলিলে নিমগ্ন কৈল কৌতুকাদি করি ॥ তবে স্নান পান শেষে গাত্রোত্থান কৈল। ভূষণাদি অঙ্গে ধরি খেলিতে লাগিল ॥ পুষ্প আহরণ তরে চৌদিকে ভ্রমিতে। সেই বকাসুরে দূরে পাইল দেখিতে ॥ উৎপ্রেক্ষা করিয়া সবে কহে অতঃপর। কোথা হৈতে আইল দেখ এই গিরিবর ॥ সম্মুখে গিরির শৃঙ্গ করি দরশন। শচীপতি যেন ক্রোধে করিল ছেদন ॥ পুনরায় ভাল ভাবে করি নিরীক্ষণ। কহিতে লাগিল তবে গোপ পুত্রগণ ॥ এহো ত পর্বত হেন বোধ নাহি হয়। অন্য কোন জন্তু এহো হইবে নিশ্চয় ॥ মনে হয় অপরাধ বিশেষ করিয়া। আছয়ে এইত স্থানে নত শির হৈঞা ॥ দেখিতে অত্যুগ্র আর তীক্ষ্ণ চঞ্চু ধারে। খ্যাত এই জন্তু কিন্তু বক নাম ধরে ॥ অতএব গিরি নহে হেন বোধ হয়। এই জন্তু বক নামে খ্যাত বিশ্বময় ॥ কৃষ্ণ কহে ভাল ভাবে দেখহ ইহারে। আকারে পক্ষীর তুল্য হইবারে পারে ॥৪৬-৪৯

আকারাৎ পক্ষীতুল্যঃ স্যাদ্ব্যাপারায় চ পক্ষিবৎ।
বকঃ কিং নবকঃ সাক্ষাৎ কূটবৎ স্থিতিরীক্ষ্যতে ॥৫০

আকারে দেখিতে পক্ষীর মতন, চেষ্টাতে নহেক কিন্তু। অথবা নবীন, বক হেরি এহ, গিরিশৃঙ্গ সম জন্তু ॥ এত কহি কৃষ্ণ অন্য ঠাঞি যাইবারে।, গমন করিয়া কপটতা সহকারে ॥ প্রেম সংঘটিত ছল শব্দ উচ্চারণ। করিল ঈষত হাস্য মুখে সেইক্ষণ ॥ স্পর্শ বিনা বিষধর শাবক যেমন। সকৌতুকে করে ভেক সমীপে গমন ॥ তেমতি কমল নেত্র কুমার শ্রীহরি। সমুজ্জ্বল দণ্ড সখীগণে সঙ্গে করি ॥ জানিয়াও যেন তারে জানিতে না পারে। হেনভাবে গেল তার চঞ্চুর গোচরে ॥ পন্নগপদ শাবকের মস্তক যেমতি। গলাধঃকরণ করে ভেক মূঢ়মতি ॥ সেইমত

বকাসুর কৃষ্ণ মুখখানি। গলাধঃকরণ কৈল শিশু মাত্র মানি ॥ কিন্তু চঞ্চু কুঞ্চিত করিতে বকাসুর। সমর্থ না হৈল চেষ্টা করিয়া প্রচুর ॥ কিন্তু হায় সেইত নিষ্ঠুর কর্মদ্বারে। বলরাম দামাদির প্রাণের মাঝারে ॥ তমো যথা দৃষ্টি শক্তি করে সমাচ্ছন্ন। সেইরূপ দুঃখরাশি হইল উৎপন্ন ॥৫১-৫৩

স্ব-ভ্রাতৃবীর্যং জন্মবা বিদন্নপি, প্রলম্বকারির্বক চেষ্টিতেঽর্দিতঃ।
ভৈষ্মীকৃতে তস্য গতৌ যথৈব স, প্রেমা হি সর্বজ্ঞিলভাবমৃচ্ছতি ॥৫৪

প্রলম্বারিরাম, যদ্যপি আপন, ভ্রাতার বিক্রম যত। জন্মের প্রারম্ভে, সবিশেষ রূপে, আছে নিজে অবগত ॥ তথাপি রুক্মিণী, বিবাহে যাইয়া, যেমতি কাতর হৈল। বকের চেষ্টাতে, সর্বগ্রাসী প্রেমে, দুঃখ তথা উপজিল ॥ বকাসুর নিজ কণ্ঠ গর্তের ভিতর। প্রজ্বলিত হুতাশন শিখার সোসর ॥ কৃষ্ণে তবে অবিলম্বে উদ্গীরণ কৈল। কৃষ্ণ দ্বারে চিত্ত মোর যেন দগ্ধ হৈল ॥ এতেক চিন্তিয়া পুনঃ গ্রাস করিবারে। উদ্যোগ করিল মহা ধার্ষ্ট্য সহকারে ॥ না দেখিয়া গ্রাসের উপায় অতঃপর। দেবশত্রু সেই বক মূর্খের সোসর ॥ জানিলেও কৃষ্ণদেহ তেজস্বিতা পূর্ণ। চঞ্চুদ্বয় অগ্রভাগ প্রসারিয়া তূর্ণ ॥ অগ্রসর হৈঞা কৃষ্ণে করিতে পীড়ন। উদ্যোগ করিল দম্ভভরে সেইক্ষণ ॥ ভীম যথা জরাসন্ধে করিল নিধন। কিংবা শিশু যথা করে বীরণ ছেদন ॥ সেইমত অসীম বিক্রমশালী হরি। অসুরের চঞ্চুদ্বয় দুই হস্তে ধরি ॥ বিশেষ নৈপুণ্য তবে করিয়া প্রকাশ। বকাসুরে ক্ষণমধ্যে করিল বিনাশ ॥ দৈত্যবধে দেবলোকে দেবগণ আর। মর্তে শিশুগণ হৈল হর্ষিত অপার ॥৫৫-৫৬

বকাসুরে বৎসসুরারিঘাতিনা, হতে সুরা নর্তন-বাদ্যবর্দ্ধনাঃ।
তে নন্দনাদপ্যাতিসেতুত্তাং গতা মল্ল্যাস্তমুল্লয় মুদা ববৃষুঃ ॥৫৭

বৎসাসুরহন্তা, শ্রীকৃষ্ণের করে, বকাসুর হৈল হত। নৃত্যগীতবাদ্য, সহকারে তবে, স্বর্গবাসী দেব যত ॥ নন্দন হইতে, মল্লিকা কুসুম, তুলিয়া পরমাদরে। বর্ষিতে লাগিল, কৃষ্ণের উপরে, বারবার হর্ষভরে ॥ তবে বকাসুর মৃতদেহ নিরখিয়া। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় উৎপ্রেক্ষা করিয়া ॥ বকাসুরে পরিহাস করি দেবগণ। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ বাক্যে সেইক্ষণ ॥৫৮

প্রসারয়ংস্ত্বং গ্রসনায় চঞ্চুং, সাহায্যকং তত্র ময়াপ্যকারি।
বিদীর্ণমাসীদ্যদি সর্বমঙ্গং, মমাস্তি দোষঃ ক নু মূঢ়! কথ্য ॥৫৯

ওহে মূঢ় বক, চঞ্চু বিস্তারিলা, মোরে গ্রাস করিবারে। আমিহ তোমায়, সাহায্য করিনু, নিজ শক্তি অনুসারে ॥ তাহাতে যদ্যপি, বিদীর্ণ হইল, তোমার সকল দেহ। কিবা দোষ তাহে, হইল এ মোর, বিচার করিয়া কহ ॥

যত্রাথ কৃষ্ণে মিলিতে বকোদরাদ্বলাদয়ো জীবনমাপু তেজিরে।
তত্রাজ-কম্প-স্বরভঙ্গ-সদ্ভবং বৈবর্ণ্যমুচ্চৈঃ কিমু বর্ণনীয়তাম্ ॥৬০

কৃষ্ণ যবে বকাসুরের উদর হইতে নির্গত হৈঞা। মিলিত হইল, সবার

সহিত, মৃদু হাস্য প্রকটিয়া ॥ এবে বলরাম, শ্রীদাম সুদাম, দামাদি সখার গণ। মৃতদেহে যেন, ত্বরিতে জীবন, লভিল সেইত ক্ষণ ॥ সেইত সময়ে, সবার বিগ্রহে. কম্প স্বরভঙ্গ তথা। বৈবর্ণ্যাদি কত, হৈল ভাবোদয়, কি কহিব তার কথা ॥ তবে সবে পরিপূর্ণ ব্যাকুলতা ভরে। স্নান কৈল মিলিত হইয়া সরোবরে। কৃষ্ণে লৈঞা সেই ত প্রদেশ পরিহরি। বৎসগণ সঙ্গে গৃহে আইল ত্বরা করি ॥৬১

কৃতগৃহাগমনা ব্রজবালকাস্তদখিলং খলু বৃত্তমবর্ণয়ন্ ।
বকখগস্য তথাকৃতিতা তথা শিশুকৃতা মৃতিরেবমভূদিতি ॥৬২

তবেত ব্রজের, বালক নিকর, গৃহে আসি আপনার। বিশাল আকৃতি. বক বিহঙ্গের দারুণ প্রচেষ্টা আর ॥ শিশু কৃষ্ণ হস্তে, নিধন তাহার, কাননে ঘটিল যথা। সবার নিকটে, বিস্তার করিয়া, কহিল সমস্ত কথা ॥

তদ্বার্ত্তাযুগলেন গোকুলভুষাং দুগ্ধঞ্চ সিক্তঞ্চ যৎ-
প্রত্যঙ্গং তদিদং লয়ায় ভবিতেত্যেবং জনৈঃ শঙ্কিতম্ ॥
পশ্চাৎ প্রত্যুত রোমহর্ষমদধাদ্‌যত্তত্ত্বযুক্তং পরা
বার্ত্তা তত্র বরামৃতাদপি পরা তৈরেবমাস্বাদ্যত ॥৬৩

বকদনুজের, দারুণ প্রচেষ্টা, কৃষ্ণ হস্তে বধ তার। হেন বার্ত্তাদ্বয়, শ্রবণ করিয়া, ব্রজবাসি সবাকার ॥ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, বিদগ্ধ হইল, ঘর্মসিক্ত হৈল দেহ। আশঙ্কা করিল, জনতা তখন, প্রলয় ঘটিবে এহ। পশ্চাত সবার, বিগ্রহে হইল, প্রচুর রোমাঞ্চোদয়। প্রত্যুত এহোত, প্রিয়জন পক্ষে, নিতান্ত অযুক্ত নয় ॥ বকমুখ হইতে, নির্বিঘ্নে কৃষ্ণের, ব্রজে পুনরাগমন। মহামৃত হৈতে, মধুর এ বার্ত্তা, আস্বাদিল সর্বজন ॥ দূরস্থিত গোপগণ করিয়া শ্রবণ। ধাইয়া আসিল শীঘ্র নন্দের ভবন ॥ সব শুনি পূর্বে সবে উদ্বিগ্ন হইল। কৃষ্ণে হেরি অতঃপর আনন্দে ডুবিল ॥ সবাই আনন্দে আর ভয়ে স্তব্ধ হৈঞা। নন্দের ভবনে পরিজনেতে মিলিয়া ॥ গোবিন্দ মুখারবিন্দ সানন্দে তখন। সাশ্রুনেত্রে হেরিতে লাগিল ঘনেঘন ॥ আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে তবে পরস্পর। বকাসুরাবধি যত দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥ মরণ কারণ তা সবার. চিন্তি মনে। কহিতে লাগিল কত কথা জনে জনে ॥৬৪

অস্য বালস্য কিং পূর্বং কিমপূর্বং ব্রজেশিতুঃ ।
কিমর্থং বা পূর্বমাগস্তে চক্রুস্তে হতা যতঃ ॥৬৫

এই বালকের, আছিল কি কোন পূর্বজন্মগত। ব্রজ ভূপতির, অপূর্ব অপূর্ব, পুণ্য বা আছিল কত ॥ পুতনাদি রক্ষোগণের কি পূর্বকৃত অপরাধ ছিল। যার ফলে কৃষ্ণ হস্তে একে একে সবাই নিহত হৈল ॥ শ্রীনন্দ প্রমুখ আভীর যত ছিল। লীলার্থে প্রপঞ্চে সবে অবতীর্ণ হৈল ॥ কৃষ্ণলীলা বর্ণনে আনন্দে সর্বজন। না জানিল সংকীর্ণতা সংসার বন্ধন ॥ শ্রীপাদব্যাসপুত্র শ্রীমদ্ভাগবতে। এইত সিদ্ধান্ত সংস্থাপিল ভাগবতে ॥৬৬

ইতি নন্দাদয়োগোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা। কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্ ॥

হেনমতে নন্দ, প্রমুখ ব্রজের যতেক আভীরগণ। কৃষ্ণরাম কথা, কীর্ত্তন করিয়া পরস্পর অনুক্ষণ ॥ মহানন্দে হৈঞা, নিমগ্নমানস, দেহ গেহ এ সংসার। ভবের বেদনা, বুঝিতে নাহিক, পারিল কিঞ্চিত আর ॥ উগ্রসেনাত্মজ কংস অতি কুসন্তান। অসুরত্ব হেতু নাহি হিতাহিত জ্ঞান ॥ বকাসুর বধ বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তে আপনার মন ॥ অতিরিক্ত মায়ার প্রয়োগে সুনিপুণ। বৈরী-বিনাশনে সবে ধরে মহাগুণ ॥ কিন্তু তারা সবে ব্রজে বালকের করে। হত হৈঞা একে একে গেল যমঘরে ॥ ব্যোম নামে আছে অত্র দৈত্য একজন। যোগ্য পাত্র তারে আমি করিয়ে দর্শন ॥ সর্বমায়াময় ময়দানবের সুত। ব্যোমাসুর খ্যাতবীর্য পরাক্রমযুত ॥ পদ্মাবতী দেবীর কঠোর জঠরজ। কংস তারে আনাইয়া পাঠাইল ব্রজ ॥ ব্যোমাসুর তবেত আসিয়া বৃন্দাবনে। গগনে রহিয়া হেরে সুতীক্ষ্ণ নয়নে ॥ কাম্যক বনের ধারে পার্বত্য অঞ্চলে। বেষ্টিত হইয়া সমবয়স্কের দলে ॥ অতি শিশু নহে যেন যশোদানন্দন। করিছে স্বচ্ছন্দ লীলা বিলাস রচন ॥ রোহিণী নন্দন বিনা কৈল আগমন। এত হেরি ব্যোমাসুর চিন্তে মনে মন ॥ দাসীপুত্র সম ক্ষুদ্র হেরি শিশু সবে। হে চৌরের মূল হে পশুতো হয় রবে ॥ হে দেবতাপ্রিয় বলি বালকের গণ। করিতেছে খেলা করি নানা সম্বোধন ॥ মেষসম আর মেষপালকের মত। মেষ চৌর সম হেরি শিশু আছে যত ॥ করিলেও যেইস্থানে মেষাপহরণ। কহিতে না পারে কোন কথা কোনজন ॥ অসংখ্য মেষের সংখ্যাতেই নিরূপণ। করিতে সমর্থ নহে পালকের গণ ॥ চুরি করে মেষ যেই সব চৌরগণ। গোপনে তাহারা এথা করে আগমন ॥ এই যে শ্যামল কান্তি কোমল কুমার। মেষপালকের মত সব ব্যবহার ॥ সহস্র রবির প্রভা প্রতাপে মণ্ডিত। না হইতে পারে মোর দৃষ্টি উপনীত ॥ তথাপি এ মোর মুখ্য অবসর হয়। গোপন করিয়া রাখা সমুচিত নয় ॥ এইত বালক এবে নহে সাবধান। অন্যান্য বালক যেন বহিশ্চর প্রাণ ॥ তা সবারে অনায়াসে এই স্থান হৈতে। পারিব ত্বরিতে আমি হরণ করিতে। তবে ত ব্যাকুল হৈঞা তা সবার নাথ। বিনা যুদ্ধে মোর হস্তে আসিবে নির্ঘাত ॥ ইহার অধিক কার্য কৈলে সম্পাদন। সন্তুষ্ট নহিবে স্বামী কংস কদাচন ॥ এত চিন্তি ব্যোমাসুর চৌরের মতন। আভীর শিশুর করি ভাবাবলম্বন ॥ তা সবার সুনিবিড় ক্রীড়ায় মাঝার। প্রবেশ করিল ধরি শিশুর আকার ॥ গভীর অরণ্যে তবে করিয়া প্রবেশ। মেষ রক্ষণের কার্যে নাহিক নিবেশ ॥ মেষ সম হেন শিশুগণে সেইক্ষণ। চারি পাঁচ রাখি সবে করিল হরণ ॥ বন হৈতে শিশুগণ পলাইয়া যায়। এত হেরি সবে রুদ্ধ করিল গুহায় ॥ কাচপোকা যথা কীটে ধরি রুদ্ধ করে। সেইমত দ্বার রুদ্ধ করিল প্রস্তরে ॥ সিংহ যথা গ্রাম সিংহ কুকুরে ধরিয়া। নিগ্রহ করয়ে তারে অগ্রসর হৈঞা ॥ সেইমত অসুরারি শ্রীকৃষ্ণ তখন। শিষ্ট শিশুগণে কষ্ট দিয়া যেই জন ॥ হরণ করিল সেই অসুরের প্রতি।

ধাবিত হইল হৈঞা ব্যাকুলিত মতি॥ দুই হস্তে তবে তারে করিয়া গ্রহণ। কণ্ঠদেশ দৃঢ়ভাবে করিল পীড়ন ॥৬৭-৭০

স্বাঙ্কব্যঙ্গাং স্পষ্টভূমিষ্ঠমানং, কৃষ্টা ডিম্ভাংস্তং ততঃ ক্ষৌণিপৃষ্ঠে।
আপাত্যাথ প্রাণবর্ত্মানি রুন্ধন্, ব্যগ্রীকৃত্যালম্ভ্যকল্পং চকার ॥৭১

ভূলুন্ঠিত হৈল, স্পষ্ট যার মান বালক নিকরে হরি। সেই ব্যোমাসুরে, নিজাঙ্গ স্বল্পতাবশতঃ কণ্ঠেতে ধরি॥ ভূতলে ফেলিয়া, বধ্য পশুসম, প্রাণবর্ত্ম রোধ করি। ব্যাকুলিত তনু, দুর্দান্ত বৈরিরে, নিধন করিল হরি॥ হইলে দৃঢ় দৈত্য দেহের সংস্থান। বিচ্যুত করিল কৃষ্ণ সর্বসন্ধিস্থান॥ মৃতদেহ তবে করি দূরে পরিহার। পদচিহ্ন ধরি আইল গুপ্ত গুহাদ্বার ॥৭২

সদ্যো নির্ভিদ্যাপিধানং গুহায়াস্তত্রাবিশ্য দ্যোতমাবিশ্চকার।
তস্মাত্তেষাং চার্ভকাণাং সমস্তাদাত্মালাভাদ্যত্তমস্তজ্জহার ॥৭৩

তবেত ঝটিতি, গুহার সদৃঢ়, আবরণ দূর করি। প্রবেশ করতঃ, ভিতর প্রদেশ, প্রদীপ্ত করিল হরি॥ জ্ঞানলাভে তবে, বালকগণের, চিত্তের মূঢ়তা আর। গুহার তিমির, সব দূরে গেল, প্রবেশ মাত্রেতে তার॥

যেষাং দুঃখং তদ্‌গুহাগর্ত্তরোধে, তদ্বন্নাসীদ্‌যদ্বদেতদ্বিয়োগে।
দৃষ্ট্বা কস্মাদেনমেতে বকারিং, প্রাণান্ প্রাপ্তাকর্ষণেনেব জগ্মুঃ ॥৭৪

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে, যেই দুঃখভার, চিত্তমাঝে উপজিল। গুহারুদ্ধ হৈঞা, সেই দুঃখ নাহি, যা সবার চিত্তে হৈল॥ সেই ত রাখাল, বালক নিকর, অকস্মাৎ বকারিরে। হেরিয়া যেন বা, আকর্ষণে প্রাণ, পাইল পুনঃ সশরীরে॥

সর্বে তস্মাদুত্থিতা বেদনার্তাস্তদ্বদার্তং কৃষ্ণমহ্বায় চক্রুঃ।
সোঽপি স্মাভূত্তং প্রতিধ্বানদম্ভাৎ ক্রন্দন্নাসীদিত্যমীভির্ব্যভাবি ॥৭৫

তাব ত কান্দিতে কান্দিতে উঠিয়া, বেদনার্ত শিশুগণ। করিল ঝটিতি, কৃষ্ণেও তদ্রূপ, বেদনার্ত সেইক্ষণ॥ সেই ত পর্বত, প্রতিধ্বনিচ্ছলে, যেন বা রোদন কৈল। হেন অনুভব, বালকগণের, সেই ত সময় হৈল॥

তস্মাৎকৃষ্টাস্তেন তং বেষ্টয়ন্তঃ, শশ্বত্তস্য স্পৃষ্টিতো নষ্টদুঃখাঃ।
দৃষ্টাদৃষ্টপ্রাণমত্যন্তভীষ্মং ব্যোমং হৃষ্টা মিত্রগোষ্ঠীমুপেয়ুঃ ॥৭৬

গুহামধ্য হৈতে, আকর্ষণ তবে, কৈল কৃষ্ণশিশুগণে। শিশুগণ আসি বেষ্টন করিল, শ্রীকৃষ্ণে সানন্দ মনে॥ কৃষ্ণাঙ্গ পরশে, চিত্তের বেদন সকলি হইল দূর। হৃষ্ট হৈল মিত্রগোষ্ঠী হেরি হত দুর্দান্ত সে ব্যোমাসুর॥

অথ পরিমিলিতৈর্বিচিত্রমিত্রৈস্ত্রিদিবি দেবগণৈস্তদোপগীয়।
অপহৃতিচরিতং নিজক্রমাত্তৈঃ, কথিতমসৌ কলয়ন্ ব্রজে বিবেশ ॥৭৭

তবেত বিচিত্র, মিত্রগণ ভূমে, ত্রিদিবে ত্রিদশগণ। গাহিতে লাগিল, মিলিত হইয়া, কৃষ্ণগুণ অনুক্ষণ॥ অসুর কর্তৃক, হরণের কথা, আপনি প্রকাশ করি। সবার সঙ্গে, ব্রজে আসিয়া, প্রবেশ করিল হরি॥ অসুরাবিষ্টে যত ত্রিদশ

নিকর। ব্যোমাসুরে কালদষ্ট হেরি অতঃপর॥ কুসুম বর্ষণ করি কৃষ্ণাভিপ্রায়। ব্যক্ত করি কহিতে লাগিল পুনরায়॥

ক্রীড়ায়ামত্র চোরাণাং শ্বাসরোধো বিধীয়তে
ব্যোমস্তং ব্যোমতাং প্রাপ্তস্তস্মাচ্চেৎ করবাণি কিম্ ॥৭৯

এইত কাননে, আসিয়া যদ্যপি, ক্রীড়াকরে চোরগণ। তবে শ্বাসরোধ, হয়ত তাহার, বিধিবশে সেই ক্ষণ॥ কি কহিব তোমা, ওহে ব্যোমাসুর, শূন্যত্ব লভিলা তুমি। ঘটিল যদ্যপি, এহেন তবেত, কি করিতে পারি আমি॥ ব্যোমাসুরবধ করি বিস্তারি বর্ণন। কথক করিল তার কথা সমাপন ॥৮০

ঈদৃক্ কৌতুকবান্ পুত্রস্তব গোপ-নরাধিপ। বৎসাদিত্রয়মানিন্যে লীলয়া যস্ত পঞ্চতাম্॥

ঈদৃশ তনয়, ওহে গোপরাজ, গৃহে তব জনমিল। বৎসাদি অসুর, এবে লীলাক্রমে, সেজনা নিহত কৈল॥ হেনমতে ব্যোমাসুর বধ সভ্যগণ। প্রত্যক্ষানুভব যেন করি সেইক্ষণ॥ প্রভূত আনন্দ লাভে প্রফুল্লবদনে। ত্বরিতে করিল যাত্রা আপন ভবনে ॥৮১

ইতি গোপালচম্পূমনু বৎসাসুরাদ্যুৎসাদনং নাম দশমং পূরণম্॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়িয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা গর্ব হর॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

একাদশং পূরণম্ ব্রহ্মমোহনম্॥

পূর্ববৎ পরদিন প্রভাত সময়। সভাতে বসিল সভাসদ সমুদয়॥ উৎকণ্ঠা সহিত মধুকণ্ঠ সেইক্ষণ। করিতে লাগিল কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন॥ হেনমতে অবিকল পূর্বের মতন। ক্রীড়ন কৌতুক করি লৈঞা বন্ধুগণ॥ বলরাম কৃষ্ণের কৌমার দশাপ্রায়। অপগত হৈল মায়ামনুজ লীলায় ॥১-২

শুভ্র-শ্যাম-রুচী রুচীযকুকৃতাং পৌগণ্ড লক্ষীকৃতে
চাপল্যেন মুনেরপি স্ম কুরুতশ্চিত্তং মিলচ্চাপলম্।
নানাক্রীড়িত-মাধুরীবরকলাশিক্ষা-কলাপং গতৌ।
বেণুস্তান-সুধাং সুধাংশুবদনাবাততত্য চিক্রীড়তুঃ ॥৩

শুভ্র শ্যামকান্তি, সহোদরদ্বয়, পৌগণ্ড সৌন্দর্যোদয়ে। কালোচিত ভাবে, চাপল্যে চঞ্চল, করিল উভয়ে, মুনির ও ভাবিত হইল, বিবিধ ক্রীড়ন চয়ে॥ সুধাংশু বদন, স্থির মন। শিক্ষা কৈল নানা, বিলাস মাধুরী ধৃরীকলা দুইজন॥ কৃষ্ণ বলরাম, বেণুর সঙ্গীত সুধা। বিস্তার করিয়া, খেলিতে লাগিল, ধন্য করি এ বসুধা॥ তবে একদিন অতি প্রভাত সময়। স্ববিহারে ভুবন রক্ষক লীলাময়॥ রামানুজ কৃষ্ণ অগ্রে জাগ্রত হইল। যদৃচ্ছা ক্রমেতে এক বাঞ্ছা উপজিল॥ প্রাতরাশ অদ্য সুনির্জন বনে যাঞা। করিব সবার সঙ্গে আনন্দিত হৈঞা॥

প্রাতকৃত্য সমাপন করি অতঃপর। সেইত প্রার্থনা কৈল মাতার গোচর॥ জননীর প্রিয় কার্য করি অবশেষে। আজ্ঞা লভি গমন করিতে বনদেশে॥ শয়ন মন্দির হৈতে প্রাঙ্গনে আসিয়া। শৃঙ্গধ্বনি করি কৃষ্ণ সুউচ্চ করিয়া॥ বলরাম সহ নিজ সহচরগণে। সঙ্কেতে জাগ্রত তবে কৈল সেইক্ষণে॥ শীঘ্র চতুষ্পথে যাঞা তাসবার তরে। প্রতীক্ষা করিল পথ চাহি ব্যগ্রভরে॥ সমবয়ঃ সখাগণ শয্যাত্যাগ কৈল। দ্রুত বেগে আসি সেথা মিলিত হইল॥ বলরাম তরে তরে অপেক্ষা করিয়া। বসিয়া রহিল কৃষ্ণ সখাগণে লৈঞা॥ শ্রীরামের ভৃত্য তবে করি আগমন। কহিতে লাগিল তার প্রভুর বচন॥ অহো মোর ভ্রাতা কৃষ্ণ তোমার সহিত। ক্রীড়ন এমোর হয় যদ্যপি বাঞ্ছিত॥ তথাপি কোনও এক বিরুদ্ধ ব্যাপারে। আবদ্ধ বিশেষ রূপে করিল আমারে॥ এমোর মাতুল সেই পুরুবংশজাত। দেখিতে আসিয়া মোরে অতি অকস্মাৎ॥ অট্টালিকা মধ্যে যেই প্রবেশ করিল। বৃক্ষাদির মত স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হৈল॥ প্রত্যুষে জাগ্রত হৈলা যে কারণে। সেইত বিশেষ বাঞ্ছা বুঝিনু আপনে॥ অতএব যেই লীলা বাঞ্ছে তব মন। সেই লীলা অবশ্যই করিবে সাধন॥ নব্য কার্যারম্ভে যদি প্রতিবন্ধ ঘটে। সিদ্ধিলাভে বিলম্ব ঘটায় সত্য বটে। কিন্তু কার্য যদ্যাপি সাগ্রহে কৃত হয়। বিলম্বেও তবে তাতে সিদ্ধি উপজয়॥ শ্রীরামের ভৃত্য মুখে এইত রচন। শুনিয়া আকর্ণ দীর্ঘ কমল লোচন॥ চিত্তমধ্যে ক্রীড়নের অভিলাষ করি। কহিতে লাগিল বয়স্যের গণে হরি॥ ভাল কথা শুন এবে প্রিয় বন্ধুগণ। নিজ নিজ গৃহে এবে করহ গমন॥ বাঁকের উভয়পার্শ্বে শিক্য যুক্ত করি। রাখহ ভাজন তাহে খাদ্য দ্রব্য ভরি॥ সেইত অন্নাদি অনুরক্ত যোগ্য জনে। বাহিত করিয়া শীঘ্র চলহ কাননে। মোর মাতা সুমিষ্ট প্রশস্ত খাদ্যচয়। করিয়া পাত্রস্থ এই প্রভাত সময়॥ সজ্জন সমূহ দ্বারে বনের ভিতরে। পাঠাইয়া দিবে শীঘ্র এমোর গোচরে॥ হেনমতে হিতৈষী বালকগণ প্রতি। উৎপাদনতরে হিতকারী মহামতি॥ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্রে করি প্রিয় বৎসগণে। প্রবেশ করিল আসি নির্জন কাননে॥ সহস্র সহস্র বৎসপাল শিশুগণ। প্রতিদিন কৃষ্ণ সঙ্গে যাইত কানন॥ হেন জনশ্রুতি শ্রুত হয় অনুক্ষণ। অসংখ্য রাখালগণে কে করে গণন॥ বৎস সেই অযুত প্রযুত সংখ্যা আর। নিযুত বলিয়া সবে করয়ে প্রচার॥ কৃষ্ণ নিজে যেই সবে করিত চারণ। সেই বৎসগণ সংখ্যা অসংখ্যে গণন॥৪-৮

আপূর্ণশৃঙ্গমুরলীনিযুতং সবৎসযূথাযুতারবমুদীরিতহূতিমিশ্রম্।
কৃষ্ণশ্চলন্নথ বনায় বলস্য চিত্তং লোলং চকার জগতা সহ কৌতুকায়॥৯

বৎসগণে লৈঞা, শ্রীকৃষ্ণ যবেত, যাইতে লাগিল বনে। বাজিয়া উঠিল নিযুত বিষাণ, মুরলী সেইত ক্ষণে॥ অযুত সংখ্যক, গোবৎস গণের, উঠিল তুমুল রব। তার সঙ্গে ব্রজ, রাখালবৃন্দের, মিশিল আহ্বান সব। হেন মতে বনে, গমনের কালে, কৌতুক বিস্তার করি। জগতের সহ, রামের হৃদয়, চঞ্চল করিল হরি॥

বালকের গণ তবে প্রবেশিয়া বনে। কস প্রবালাদি বন্য দ্রব্য আহরণে॥ যদ্যপিহ দেহ স্বর্ণ মাণিক্য ভূষিত। বন্য দ্রব্যে তথাপিহ করিল সজ্জিত॥ দুর্লভ অথচ নিন্দনীয় গুঞ্জাফলে। অলঙ্কৃত কৈল সবে দেহ কুতুহলে॥ বিলাস বহুল হয় চিত্ত যা সবার। তারা নাহি করে দ্রব্য মূল্যাদি বিচার॥ এই দ্রব্য বহু মূল্য এই দ্রব্য নয়॥ এহেন বিচার তারা নাহিক করয়॥ সৌন্দর্যের প্রতি তা সবার দৃষ্টি রহে। তুচ্ছ হইলেও করে গ্রহণ সাগ্রহে॥ কৃপণের দৃষ্টি রহে পণ্য মূল্য প্রতি। বিলাসিতা তার ঠাঞি না পায় সম্মতি॥ বিলাসী দ্রব্যের মূল্য বিচার না করে। গুণ হেরি দৃশ্য বস্তু সযত্নে আহরে॥ পত্র পুষ্প গুঞ্জাফলে শোভিত হইয়া। রাখালের গণ সবে একত্র মিলিয়া॥ শিক্যস্থিত অন্ন পাত্র বৃক্ষের শাখায়। সজ্জিত করিয়া শীঘ্র বান্ধিল তথায়॥ শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ মিশ্রিত রঙ্গময়। ইঙ্গিতে চঞ্চল হৈল শিশু সমুদয়॥ পরস্পর খাদ্য দ্রব্য করিয়া হরণ। করিল নবীন এক ক্রীড়াবতরণ॥১০

মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ।
তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ॥১১

শিক্য স্থিত দ্রব্য, জানিয়া অন্যোন্য, রাখাল বালকগণ। হরণ করতঃ, করয়ে সুদূরে, হাস্যভরে নিক্ষেপণ। দূরস্থিত তবে, রাখাল নিকর, সেই দ্রব্য হাস্য ভরে। পুনশ্চ আনিয়া, যার দ্রব্য তারে, দান করে সমাদরে॥ সেই চৌর্যাদিক লীলা হয়েত যেমন। সেই লীলা কথা এবে করিয়ে বর্ণন॥

যষ্ট্যাদের্নর্মণাসন্নপহরণকরা যে হৃতাস্বাস্তথা যে
দূরে প্রক্ষেপকা যে প্রতিহরণকৃতস্তে চ তে চাশু সর্বে।
শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রূবিধৃতি প্রতিলবলযুতাশালিতত্তদ্বিলাসৈঃ
প্রত্যেকং স্বীয়যোগ্যং নিগমনমবিতুস্তত্র নৈবাদ্যদন্যং॥১২

যষ্টি শৃঙ্গ বেণু, বেত্র নেত্র শিক্য, ভোজন দ্রব্যাদি আর। হরণ করিত, বালক যাহারা, সকৌতুকে অনিবার॥ সেই হৃতবস্তু, আপন বলিয়া, মানিত যে শিশুগণ। সুদূরে প্রক্ষেপকারী আর যারা, করিত সে আনয়ন॥ বস্তু প্রত্যর্পণ, করিত যাহারা, তারা সবে প্রতিক্ষণে। চালিত হইয়া, কৌতুকে ত্বরিতে, শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূ-চালনে॥ আপন গুরুত্ব, পরিহরি দূরে, লঘুসম হৈঞা তবে। তত্তৎ বিলাসে, স্বকীয় যোগ্যতা, প্রমাণ করিত সবে॥ ইহা ভিন্ন অন্য, চৌর্যাদি বিষয়ে, কারণ নাহিক আর। পৌগণ্ড লীলার, এহ হয় এক, মধুর বিলাস সার॥ কৃষ্ণ সঙ্গে শিশুগণ যে সুখ ভুঞ্জিত। বিয়োগেও সেই সুখ তাহারা লভিত॥

যদি দূরং গতো কৃষ্ণো বন-শোভেক্ষণায় তম্।
অহংপূর্বমহংপূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥১৩

যদি কৃষ্ণ দূর, কাননে যাইত, বনশোভা হেরিবারে। আমি অগ্রে আমি, অগ্রে কহি সুখ ভুঞ্জিত স্পর্শিয়া তারে॥ কহিব শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার। তার মধ্যে স্পর্শ যথা শ্লোক পয়চার॥

গোপ্য প্রস্থাপ্য সর্বাং সখি-ততিমঘজিদ্বীক্ষিতুং বন্য-লক্ষ্মীং
দূরেঽগাৎ কৃষ্ণদৃষ্টিঃ ক্রমশ ইহ তদা সা নিবৃত্তা বিদূরাৎ।
সৌরভ্যাঘ্রাণনেত্রা মধুপ-কুলতুলা সন্ধশস্তং দ্রবন্তী
স্পৃষ্ট্বাহস্পূর্বিকায়ামহমহমিকয়া পৃচ্ছতী চাননন্দ ॥১৪

বৎস অন্বেষণে, বয়স্য নিকরে, অন্যত্র নিযুক্ত করি। কানন সুষমা, দেখিতে সুদূরে, চলিল অঘারি হরি ॥ সখাগণ শীঘ্র, ফিরিয়া আসিল, বৎসগণে সঙ্গে লৈঞা। কৃষ্ণের দর্শন, না মিলিল তথা, দূরে ক্রমে নিরখিয়া ॥ পুষ্প গন্ধে যথা, ধায় অলিকুল, শ্রীঅঙ্গ সৌরভাঘ্রাণে। দলে দলে তথা, ধাবিত হইল, সখাগণ কৃষ্ণ স্থানে ॥ আমি অগ্রে তারে, স্পর্শিব বলিয়া, ধাইল সখার গণ। কেহ অগ্রে কৃষ্ণে পরশ করিয়া, দম্ভ ভরে সেইক্ষণ ॥ আমি অগ্রে তারে, পরশ করিনু এই কহি বারে বারে। করিতে লাগিল, আনন্দ বিস্তার, হেন অহমিকা দ্বারে ॥ রাখাল বালক মধ্যে অবস্থান করি। বনে যথা ক্রীড়া করে নন্দসুত হরি ॥

মিথোঽপি স্নিগ্ধভাবানাং কৃষ্ণকৌতুক দত্তয়ে।
আহোপুরুষিকা তেষামালোকি স্পর্দ্ধিনামিব ॥১৫

অন্যোন্যে যদ্যপি, স্নিগ্ধ ভাবাপন্ন, আভীর বালকগণ। তথাপি কৃষ্ণের, হৃদয়ে কৌতুক, দান তরে কদাচন ॥ দাম্ভিকের মত, অহমিকা ভাব, প্রকাশ করিত মুখে। বয়স্যগণের, হেন ভাব কৃষ্ণ, প্রত্যক্ষ করিত সুখে ॥

জগুরেকে বেণুনা তৎপ্রচ্ছাদনপরাঃ পরে। বাদয়ন্তো বিষাণানি হাসয়ামাসুরচ্যুতম্ ॥

বেণু লুকাইয়া, কোন কোন সখা, গীত গাহি বেণু স্বরে। কোন কোন সখা, শিঙ্গা বাজাইয়া, শ্রীকৃষ্ণে হসিত করে ॥১৬

ব্যঞ্জয়ন্তস্তত্র কেচিৎ পূর্বেষাং গ্রাম্যরীতিতাম্।
তান্নিবার্য স্বয়ং ভৃঙ্গৈর্জগুস্তদ্বৎ পিকৈঃ পরে ॥১৭

বিষাণ বাদকগণ মধ্যে কেহ, গ্রাম্যরীতি অনুসরি। প্রকাশ করিত, অশালীন ভাব, নানা অঙ্গভঙ্গী করি ॥ অপর কেহ বা, তাহে নিবারিয়া, আপনি ভৃঙ্গের স্বরে। করিত সঙ্গীত, কোকিলের সঙ্গে, গাহিত কেহ বা পরে ॥

গোপালানাং জবঃ শ্লাঘ্যো গানাদ্যং ভিক্ষুতাপরম্।
ইত্থং কেচিদ্ব্যঞ্জয়ন্তঃ পক্ষিচ্ছায়েন দুদ্রুবুঃ ॥১৮

দ্রুত গমনাদি, আভীরগণের পক্ষে প্রশংসাই হয়। সঙ্গীতাদি কিন্তু, ভিখারীর পক্ষে, সুপ্রশস্ত সবে কয় ॥ কেহ কেহ হেন, ভাব প্রকটিয়া, গীতবাদ্য পরিহরি, ধাবিত হইত, ছায়ার সহিত, পক্ষীগণে অনুসরি ॥

কেঽপি সর্বানুকর্ত্তৃত্ব-স্বগুণাধিক্য-সূচকাঃ।
হংস-কহ্ব-ময়ূরাণাং গোষ্ঠী-মধ্যং প্রপেদিরে ॥১৯

কেহ কেহ কহে, সর্বানুকরণ, করিবারে আমি পারি। অতএব সবা হইতে আমি, গুণাধিক্যে অধিকারী ॥ এত কহি করি অঙ্গ ভঙ্গী আর, কণ্ঠস্বরানুকরণ। প্রবেশিল হংস, বককেলি গোষ্ঠী মধ্যে কোন কোন জন ॥

কেচিদ্বাংশনটীং বিস্তামাত্মনো ব্যঞ্জিতুং মুদা।
বিড়ম্বিতৈঃ কীশ-ডিম্বৈঃ সহ শাখাসু বভ্রমুঃ ॥২০

বিদ্যা আপনার প্রকাশের তরে, বংশ পুত্তলিকা দ্বারে। বিরক্ত করিয়া কপি শিশুগণে, উঠিয়া পাদপোপরে ॥ লম্ফ ঝম্ফ করি, কপির মতন, সেই শিশুগণ সঙ্গে। ভ্রমণ করিত, শাখাতে শাখাতে, কেহ কেহ মহারঙ্গে ॥

তত্র সর্ব-কনিষ্ঠাস্তু স্ব-নিষ্ঠামাত্রতৎপরা।
সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ ॥২১

কৃষ্ণের বান্ধবগণ মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ বালকগণ। স্বনিষ্ঠানুসারে, করিতে কৃষ্ণের সুখরাশি উৎপাদন ॥ ভেকের সহিত, লম্ফ দিতে দিতে, হৈঞা ক্রমে অগ্রসর। নদীর প্রবাহে, ভাসাইয়া দিত, নিজ নিজ কলেবর ॥

বিহসন্ত প্রতিচ্ছায়াং শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্। হসন্তঃ কৃষ্ণ-সন্তোষং লসন্তঃ সন্ততং দধুঃ।

ছায়া প্রতি করি, পরিহাস কেহ, কেহ প্রতিধ্বনি প্রতি। অভিশাপ দিয়া, সুদূর হইতে, সখাগণ মধ্যে তথি। হাসিতে হাসিতে, খেলিতে খেলিতে পরম আনন্দ মনে। কৃষ্ণের সন্তোষ, উৎপন্ন করিয়া, সতত বিহরে বনে ॥২২

কর্ত্তুং প্রতিধ্বনৌ শাপং প্রতিবিম্বে বিড়ম্বনম্।
নুদন্ বালান্ মুদং লেভে প্রতিশাপাদিতো হরিঃ ॥২৩

প্রতিধ্বনি প্রতি, অভিশাপ দানে, প্রতিবিম্ব বিড়ম্বনে। প্রেরণা প্রদান, করিয়া ইঙ্গিতে, বয়স্য বালকগণে ॥ তাসবার মুখে, উদ্গীত শপথ, প্রভৃতি শ্রবণ করি। মহামোদ লাভ, করিত কাননে, পৌগণ্ড লীলাতে হরি ॥

এষা গতির্মায়িক-দৃগ্বিমোহনী, জ্ঞাতাত্মনাং ভক্তিমতাঞ্চ দূরগা।
যাসাদিতা কৃষ্ণমনুব্রজার্ভকৈরিতিস্ফুটং শ্রীশুকদেব নিশ্চিতিঃ ॥২৪

কৃষ্ণ সুখহেতু, ব্রজবালকের, লব্ধবাল্য ক্রীড়ারীতি। মায়িক জনার, দৃষ্টি বিমোহিনী, জ্ঞানীর দুর্জ্ঞেয় অতি ॥ আত্মজ্ঞজনার, ভক্তেরও এহ, বোধের অতীত রহে। এইত সিদ্ধান্ত, সুস্পষ্ট করিয়া, শ্রীশুকদেব গোস্বামী কহে। মহাকৃষ্ণবর্ণ ঘোর মেঘ সেইমত। জ্যোতিষ্কপুঞ্জের মাঝে হয় সমাগত। সেইরূপ জ্যোতির্ময় ধামেতে উদয়। কংস যারে হিংসা করে সে নন্দতনয় ॥ অন্য এক দিব্য লীলা বিস্তারের তরে। বাসনা করিল তবে আপন অন্তরে ॥ যা সবার প্রতি কৃষ্ণ কুহকের জাল। বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করে নিত্য কাল ॥ সর্বকলা নিপুণ সে সখাগণ সঙ্গে। বিহার করয়ে কৃষ্ণ বনে মহারঙ্গে ॥ বকী আর বকের কনিষ্ঠ সহোদর। অঘাসুর নামে দৈত্য মহাভয়ঙ্কর ॥ দুর্দান্ত কংসের দ্বারে আদিষ্ট হইয়া। দেখা দিল সখাগণ সমীপে আসিয়া ॥ মথুরাতে কংস অতি উৎকণ্ঠিত মতি। কহিতে লাগিল অঘাসুর দৈত্য প্রতি ॥ ওহে মোর পরম সহায় সহচর। পরিহরি বিস্ময় শুনহ অতঃপর ॥ অজগর তুমি জাগরণ শূন্য হৈঞা। বারম্বার শয্যা পৃষ্ঠে আছহ শুইয়া ॥ তেইত অনিষ্ট যত সংঘটিত হৈল। সেই

বার্ত্তা তব কর্ণ স্পর্শনা করিল ॥ এই হেতু কৈনু আমি জাগ্রত তোমারে। অঘাসুর কহে প্রভু কহ সবিস্তারে ॥ এত শুনি দেবকীর বিবাহ হইতে। সর্ব বার্ত্তা কংস তারে কহিল তুরিতে ॥ তবে কংসাসুর পুনঃ কহিতে লাগিল। বিষময় পূতনাদি বন্ধু যত ছিল ॥ গোকুলে যাইয়া নবনব দুর্নিবার। কপটতা কৈল তার কৌশলে বিস্তার ॥ কিন্তু তাসবার সর্ব প্রয়াসের ফল। লক্ষ নাহি হৈল সর্ব হইল বিফল ॥ তোমার আছয়ে সর্বগ্রাসিনী শকতি। তুমি একমাত্র মোর অনিন্দিত গতি ॥ এত কহি কংস রাবণের কুম্ভকর্ণ। অমঙ্গল ভয়ে আচ্ছাদিয়া সর্ববর্ণ ॥ দৈত্যমধ্যে পূর্বে বৃত্র এহেন বচন। সেহ প্রত্যাখ্যান করি কহিল তখন ॥ তুমিত উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুব সম। সুদৃঢ় সঙ্কল্প আর মোর প্রিয়তম ॥ অতএব বকাসুর অগ্রজ তোমার। তাহার পরম শত্রু কৃষ্ণ নাম যার ॥ তার বধ সাধন জানিহ সুনিশ্চয়। অবশ্য কর্ত্তব্য তব বিবেচিত হয় ॥ সেই কার্য মনে করি তোমার আয়ত্ত। অতএব শীঘ্র হও স্বকার্যে প্রবৃত্ত ॥ সভ্য ভব্য বিরোধী এ কংসের বচন। জানিয়াও বক ভ্রাতা প্রকাশে তখন ॥ কৃষ্ণ ভ্রাতা সম শিশুগণের নিকটে। উপনীত হৈঞা খেলা স্থলে গিরিতটে ॥ দীর্ঘাকার সর্পমূর্ত্তি করিয়া ধারণ। পড়িয়া রহিল করি বদন ব্যাদান ॥ কিন্তু সেই সর্প নিজ স্বভাবানুসারে। রহিল নিশ্চল হৈঞা পথের কিনারে। সর্পজ্ঞান যেন করে হাস্য পরায়ণ। কৃষ্ণ সখা গোপালক বালকের গণ ॥ পথি পার্শ্বে অজগরে করি দরশন। ব্রজ বালকের গণ কহিছে তখন ।২৫-২৯

উত্তুঙ্গদসুরতয়া জাগ্রদ্বর্ত্মন্যজগরঃ পুরঃ। সমগ্রং গ্রসিতা তস্মাদস্মান্ যদি বকিষ্যতি ॥

পথের সম্মুখে, জাগরিত এক, অজগর বিষধর। উদ্গীর্ণ সতত, করিছে বিষম, বিষ বহ্নি ভয়ঙ্কর ॥ এহ যদি এবে, অগ্রসর হৈঞা, মো সবারে করে গ্রাস। তবেত অচিরে, বকাসুর সম, ঘটিবে ইহার নাশ ॥ এত কহি সখাগণ সানন্দে তখন। কৃষ্ণ মুখপদ্ম চিত্তে করিয়া চিন্তন ॥ খেলিতে খেলিতে তথা হাসিতে হাসিতে। হাত তালি দিয়া মহাকৌতুক সহিতে ॥ গিরিগুহা সমসর্প বদন বিবরে। প্রবেশ করিল সবে মহাহাস্য ভরে ॥ রবি যথা প্রবেশ করয়ে অস্তাচলে। সেই মত প্রবেশিল বালক সকলে ॥ রবির কিরণ সম গোবৎসের গণ। তৎপশ্চাত পথে প্রবেশিল সেইক্ষণ। শ্রীবৎস লাঞ্ছন কৃষ্ণ বালকের গণে। নিবারিতে অবসর না পাইল সেইক্ষণে ॥ কিন্তু নিজ ভাবিলীলা নিশ্চিত করিয়া। বিস্ময়ে হইল পরিপূর্ণ তার হিয়া ॥ পশ্চাত হৃদয় মধ্যে তাপ উপজিল। তা সবার পথে সর্পমুখে প্রবেশিল ॥ কুজ্ঝটিকাময় তমশ্চক্রে ঝলমল। প্রবেশিল যেন চণ্ড মার্ত্তণ্ড মণ্ডল ॥ ইহা দেখি অদূরস্থ দেবগণ আর। দূরস্থ অসুরগণ হইল চমৎকার ॥ দেবগণ দুঃখে দুঃখে অসুরের গণ। করিয়া উঠিল হাহাকার সেই ক্ষণ ॥ দেবতার গণ আর অসুরের গণ। করিল বদনে হাহা শব্দ উচ্চারণ ॥ তাহে ব্যক্ত হৈল দেবমুখে কৃষ্ণভয়। অসুরের মুখে ব্যক্ত হৈল মহাভয় ॥ পাপিষ্ঠ

সে অঘাসুর জ্যেষ্ঠ বকসম। করিতে লাগিল তবে প্রচেষ্টা বিষম ॥ শ্রীব্রজ রাজের মহাতপস্যার ফলে। শ্রীযোগমায়ার পূর্ণ সহায়তা বলে ॥ কেশী দৈত্য শরীরে প্রবিষ্ট বাহু যথা। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হৈল অঘাসুর মুখে তথা ॥ অকুণ্ঠ প্রতাপী কৃষ্ণ দৈত্য কণ্ঠ দেশে। বর্দ্ধিত করিল নিজ দেহ সবিশেষে ॥ কিয়ৎক্ষণ পরে শ্বাস রুদ্ধ হৈল তার। জ্ঞান লুপ্ত হৈল দৈত্য হইল অসাড় ॥ তবে ছিন্ন হৈঞা মুণ্ড প্রাণ বাহিরিল। পূতনারি দেহে আত্মা প্রবেশ করিল। করিয়া পবিত্র ভাব তবেত ধারণ। পাইবারে নিত্য নব সদ্গতি তখন ॥ পূতনানুজের আত্মা রহিল বসিয়া। কৃষ্ণ বহির্গমনের অপেক্ষা করিয়া ॥ শ্রীবৎস লাঞ্ছন কৃষ্ণ বধি অঘাসুরে। নিজের অমৃতময় দৃষ্টি বৃষ্টি দ্বারে ॥ মূর্চ্ছিত গোবৎস আর বৎসপালগণে। করিল চৈতন্যযুক্ত তবে সযতনে ॥ রাহুর বদন হৈতে চন্দ্র যেইমত। গ্রহণ নিঃশেষ হৈলে হয় বহির্গত ॥ সেই মত যেই পথে মুখে প্রবেশিল। সেই পথ ধরি সবে বাহিরে আসিল ॥ হিমালয় হৈতে গঙ্গা ধারার মতন। উদর হইতে বাহিরিল শিশুগণ ॥ অসুরের আত্মজ্যোতি সেইত সময়। কৃষ্ণাঙ্গ জ্যোতির সঙ্গে লভি সমন্বয় ॥ মিলিত হইল সূর্যতেজ সঙ্গে যথা। মিলিয়া বহ্নির কণা লভয়ে একতা ॥ ত্রিভুবনবাসি সুরাসুর নরগণ। প্রত্যক্ষ করিল এই তেজের মিলন ॥ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আকাশে রহিয়া। শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে সংস্থিত হইয়া ॥ কল্পতরু কুসুম স্তবক বৃষ্টি করি। নৃত্যগীত বাদ্যাদির সঙ্গে কর জুড়ি ॥ স্তবনীয় নন্দসুতে করিল স্তবন। দৈত্য প্রতি উপহাস কৈল সর্বজন ।৩০-৪১

মম স্পর্শমাত্রাদ্ভবজ্জাতি মাত্রং, ধ্বিনষ্টত্যকস্মাত্তমস্তেজসো বা।
ইদং জ্ঞাতবানপ্যঘাখ্যাসুর! ত্বং কথং মাময়াসীরিতীবাহ কৃষ্ণঃ ।৪২

জ্যোতির পরশে, ধ্বংস হয় যথা, সহসা তিমির রাশি। ধ্বংস হৈল তথা, এমোর পরশে, তব জ্ঞাতিবর্গ আসি ॥ তথাপি এতেক জানি মোর ঠাঞি, আসিলা কিসের তরে। এহেন বচন, কহিতে লাগিল, কৃষ্ণ যেন অঘাসুরে ॥

সর্বাম্বং খর্বকোটীঃ পশু-পশুপ-শিশূন্ গ্রস্তবাস্মাং তথাপি
গ্রস্তুং নির্মাতুমৈষীরিতি সুখদতয়া প্রাপমন্তস্ত্বদীয়ম্।
সঙ্কোচাদগস্তমিচ্ছন্ বহিরথ ভুজগ! প্রাণবর্গাস্তবাগা-
ন্নির্বন্ধোঽপি মূর্দ্ধ্নঃ স্ফুটনকৃতিতয়া ধিগ্ গতঃ কিং বিদধ্যাম্ ।৪৩

সংখ্যাতীত বৎস, আর বৎসপাল, শিশুগণে গ্রাস করি। তথাপি এ মোরে, করিবারে গ্রাস, আইলা তুমি আশুসরি ॥ আমিহ তোমার অন্তরে পশিনু, সুখদান করিবারে। সঙ্কোচবশতঃ, বাসনা করিনু, বহির্দেশে আসিবারে ॥ কি কহিব হায়, প্রাণবর্গ তব, মস্তক বিদীর্ণ করি। সনির্বন্ধ মোর, সঙ্গে বাহিরিল, আমি কি করিতে পারি ॥ অঘাসুরে বধ করি কৃষ্ণ অতঃপর। বয়স্যগণের সঙ্গে হৈল অগ্রসর ॥ বৃক্ষরাজি হৈতে শিক্য সমূহ লইয়া। চলিল চঞ্চল পদে অগ্রসর হৈঞা ॥ আয়ত বনানী মধ্যে অতি মনোহর। আছে সুবাসিত বারিপূর্ণ

সরোবর ॥ বনমধ্যে স্থিতি হেতু সেই জলাশয়। বৃহৎ হইলেও অবৃহৎ মনে হয় ॥ সেই সরোবর প্রাপ্ত হৈঞা তৎক্ষণ। ফুল্ল হইল কমলাক্ষ কৃষ্ণ পদ্মানন ॥ তবে নিজ অভিপ্রেত প্রকাশিত করি। কহিতে লাগিল সখাগণ প্রতি হরি ॥৪৪

ভাস্বন্মহো যোগবিকাসহৃদ্গত প্রভাম্বুজাতং মধুসূদনপ্রভম্।
পশ্যন্তু মিত্রাণি সুজীবনালয়ং, মহন্মনস্তুল্যতরং সরোবরম্ ॥৪৫

হে বান্ধবগণ, দেখহ কেমন, সুন্দর এ জলাশয়। মহত জনার, চিত্তের সমান, পবিত্র সলিলালয় ॥ রবির কিরণ, স্পর্শে যা সবার, চিত্ত প্রভা বিকশিত। এহেন কমল, রাজিতে এইত, সরোবর সুশোভিত ॥ পুঞ্জে পুঞ্জে অলি, গুঞ্জন করিয়া, কমলে কমলে ফিরে। তাহে দেখ এই, সরোবর কত, সুষমা বিস্তার করে ॥

এষা বনালী সরসী তথা মিথো, গুণেন পুষ্টা গুণিতেন সর্বদা।
আদ্যা রসেন দ্বয়পূরণী যতঃ, প্রসূনসৌরভ্যশতেন পুষ্যতে ॥৪৬

বনশ্রেণী আর, এইত সরসী, পরস্পর মহাগুণে। পরিপুষ্ট হৈঞা, সদা বিরাজিত, আছয়ে এইত স্থানে ॥ তন্মধ্যে প্রথম, বনানী নিকর, কুসুম সুবাসে হৃষ্ট। দ্বিতীয়া সরসী, বারিমধুরাদি, নানারসে পরিপুষ্ট ॥

স্ফুরতি পুলিনমঞ্জুং কোমলং বালুকাভিঃ, কুসুমফলবন-ক্ষ্মাপ্রাবৃতং সূক্ষ্মদূর্বম্।
যদিহ মৃগজনানাং বৃক্ষলক্ষালয়ানামুপবিমলজলান্তং ভাতি শয্যায়মানম্ ॥৪৭

ধবল বালুকাস্তরে আচ্ছাদিত, কোমল তুলির মত। নির্মল পুলিন, দেখহ এথায়, সুষমা বিহারে কত ॥ ফলপুষ্প আর, জলসিক্ত ভূমি, সহযোগে মনোহর। সূক্ষ্ম দূর্বাদলে, এইত পুলিন, সমাবৃত নিরন্তর ॥ লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ, সমীপে সীমান্ত, স্বরূপে নির্মল জল। উছলে সতত, পশুশয্যারূপে, বিরাজে এইত স্থল ॥

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥৪৮

ক্ষুধাতে পীড়িত, হইনু সবাই, গগনে বাড়িল বেলা। এই ত পুলিনে, ভোজন করিব, এবে পরিহরি খেলা ॥ বৎসগণ সেহ, ক্ষুধার্ত হইল, সলিল করিয়া পান। ধীরে ধীরে তৃণ, করুক ভোজন, মোসবার সন্নিধান ॥ তবে সখাগণ সবে করিতে ভোজন। ভোজ্য পাত্র সব কৈল ভূমিতে স্থাপন ॥ জলমগ্ন হৈঞা মহানন্দে স্নান কৈল। পুনর্বার আসি সবে একত্র মিলিল ॥ চৌদিকে বসিল তবে বালকের গণ। প্রথমে এহেন শোভা ঘটিল তখন ॥৪৮-৪৯

কৃষ্ণং মধ্যে লব্ধবন্তঃ সখায়ঃ, সর্বং তত্তদ্বিস্মরন্তঃ স্ব-দুঃখম্।
তৎকান্তীনাং সন্ততং পাতুকামাস্তস্থুর্বদ্বৎ পূর্ণচন্দ্রং চকোরাঃ ॥৫০

মণ্ডলী মাঝারে, শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া, সেইত সখার গণ। ভুলিল নিজের, যতেক বেদন, প্রফুল্ল হইল মন ॥ চকোর নিকর, পূর্ণচন্দ্রে যথা, চাহে করিবারে পান। কৃষ্ণরূপ তথা, সদাপান তরে, কৈল সবে অবস্থান ॥ কৃষ্ণ নিজে বৎসগণে করিবে পালন। এত চিন্তি ভোজনে বসিল সখাগণ ॥ তবেত সতৃষ্ণভাবে বয়স্যের গণে ।

ভোজ বিতরণ কৃষ্ণ কৈল জনে জনে। অত্র এক মহা শোভা করিয়া বিস্তার। বনভূমি সুশোভিত করিল অপার ॥ ৫১

অন্তরান্তরমিলদ্বলয়ানাং, বন্ধুবাস্যবয়সামধিমধ্যম্।
সর্বতোঽভিমুখতাং হরিরাগল্লীলয়া ভ্রমদ পূর্বনটাভঃ ॥ ৫২

সুমধুর বাল্য সুষমা মণ্ডিত, সজ্জিত কুসুম সাজে। পৃথক পৃথক, ভাবে উপবিষ্ট বয়স্য মণ্ডলী মাঝে। অপূর্ব নটের, মতন সবার, অভিমুখে মুখ করি। ভ্রমণ করিয়া, শোভিতে লাগিল, পৌগণ্ড লীলাতে হরি ॥

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গ-বেত্রে চ কক্ষেবামে পাণৌ মসৃণকবলং ব্যঞ্জনাঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে প্রিয়সবয়সাং হাসয়ন্ হাসিতৈঃস্বৈর্দিব্যে লোকে কলয়তি মুদাভুক্তবান্ বালকৃষ্ণঃ॥

জঠর পটের, সন্ধিস্থানে বেণু, শৃঙ্গবেত্র কক্ষদ্বয়ে, বাম হস্তে দধিমিশ্রিত কবল, ব্যঞ্জন অঙ্গুলী চয়ে ॥ প্রিয় বন্ধুবৃন্দ, মাঝারে বসিয়া হাসাইয়া হাস্য করি। দেখে দেবগণ, ভোজন করয়ে, সানন্দে বালক হরি ॥ হেনমতে পরম উৎসবে শিশুগণ। পুলিনে বসিয়া করে অন্নাদি ভোজন ॥ বৎসগণ তৃণযুক্ত আবিল প্রদেশে। তথা হৈতে যাঞা লুকাইল সবিশেষে ॥ বৎসগণ তৃণযুক্ত লুকাইলে বয়স্য সবার। হইল ভোজনানন্দ বিচ্ছিন্ন অপার ॥ কৃষ্ণ তবে আশ্বস্ত করিয়া বন্ধুগণে। শৃঙ্গ বেত্র হস্তে বাহিরিল সেইক্ষণে ॥ নিবিড় কাননব্যাপ্ত গিরি মধ্যে তত্র। অন্বেষিয়া জলদুর্গ সমূহ সর্বত্র ॥ আপন কর্তব্য স্থির করি মনো মন। ফিরিয়া আইল বন্ধুবর্গের সদন ॥ বৎস না মিলিল শুনি বয়স্যের গণ। কৃষ্ণসম হৈল অতি ভয়াকুল মন ॥ সংশয় বশতঃ কৃষ্ণ পুনঃ অন্বেষণে। ইচ্ছা করি চিন্তিতে লাগিল নিজ মনে ॥ ৫৩-৫৪

অহো মাতৃণাং যচ্ছিশুকুলমসুভ্যোঽপি দয়িতং
স্থিতিং বৎসত্বেন প্রসজতি তথা বৎসপতয়া।
তদেতস্মৎ প্রাণপ্রতিকৃতি শরীরং ক নু গতং, যদর্থং দুষ্টাহের্জঠরমবিশং হা বিষময়ম্ ॥

বৎস আর বৎসপাল রূপে স্থিত, এই শিশু সমুদয়। জননীগণের, প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় হয় সাতিশয় ॥ মোর প্রাণ হৈতে, হয় প্রিয়তম, এ সবার কলেবর। যার রক্ষা তরে, দুষ্ট ভুজঙ্গের, মুখে হৈঞা অগ্রসর ॥ বিষময় তার, জঠর মাঝারে, প্রবেশিনু অনায়াসে। হায় হায় সেই প্রিয় শিশুগণ, গেল এবে কোন দেশে ॥ হইলেও গুণাতীত গুণের নিধান। নহে কি আশ্চর্যগণ্য এ অনবধান ॥ প্রেমময় লীলাবেশ বশ্যতা বশতঃ। কদাচিৎ দেখিয়াও না দেখার মত ॥ এই রূপ লীলা খেলা করে লীলাময়। তৎকালে বুঝিল কৃষ্ণ এইত বিষয় ॥ ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে নিজমনে কয়। বুঝিনু এ কার্য হয় ব্রহ্মার নিশ্চয় ॥ এতাবৎ কাল আমি বয়স্য সবার। প্রেম বশে অচেতন আছিনু অপার ॥ তেইত একার্য মোর অজ্ঞাত রহিল ॥ ব্রহ্মাও বিরুদ্ধ ভাবে এ কার্য না কৈল ॥ ব্রজের হিতৈষী ব্রহ্মা সদা মোর প্রতি। আছয়ে তাহার চিত্তে সপ্রেম ভকতি। সেই মোর বৈভব বিশেষ দেখিবারে। করিয়াছে হেন কার্য মায়াশক্তি দ্বারে ॥ যে মায়া বৈভবে

আমি আছি অন্য স্থানে। হেন কথা চিন্তন নাহিক কৈনু মনে ॥ সেই মায়াদ্বারে মোরে কাননে আনিয়া। পুনশ্চ পুলিনে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া ॥ সময় বুঝিয়া ব্রহ্মা চৌরের মতন। বৎস আর শিশুগণে করিল গোপন ॥ ব্রহ্মার এবুদ্ধি কভু বিরুদ্ধ না হয়। নিদ্রাতেও মোর বুদ্ধি জাগরুক রয় ॥ এই তথ্য হয়েত ব্রহ্মার অধিগত। অতএব আমি সে ভক্তের ইচ্ছামত ॥ বাল্যলীলা নৈপুণ্য বিশেষ ঘটাইব। সেই দ্বারে ব্রহ্মারে বৈভব দেখাইব ॥ প্রায় মোর পিতৃচরণের অভিমত। যোগমায়া আছে মোর সহায় সতত ॥ সেই যোগমায়া শক্তি করি প্রকটন। সেই সেই রূপ নিজে করিব ধারণ ॥ বৎস বৎসপালাদির রূপ ধরিবার। মোর ভিন্ন শক্তি অন্য নাহিক কাহার ॥ মোর হেন কার্যে চতুরাননের আর। আনন্দের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিবে অপার ॥ এইরূপ চিন্তা করি ব্রজেন্দ্রনন্দন। বন্ধুবর্গ শোক কথা করিল চিন্তন ॥ মোরে না পাইয়া হায় সেই বন্ধুগণ। কেমনে করিবে এবে সময় যাপন ॥ আমিহ সে প্রিয় বন্ধুবর্গের বিহনে। করিব সময় পার হায়রে কেমনে ॥ ৫৫-৫৬

যস্য যস্য চ যচ্চ গুণরূপং চিন্তযন্নভজত স্বতয়াথ ন।
তস্য সুষ্ঠু ধৃতভেদতয়াঽসৌ, জজ্ঞিবান্ প্রযতনং ব্যতিরিচ্য ॥ ৫৭

তবেত বিষাদে, হৃদয় মাঝারে, ক্ষণেক চিন্তন করি। বৎস বৎসপের, মুরতি ধারণ, করিল আপনি হরি ॥ যার যার সেই, রূপগুণ হয়, ঠিক সেই সেই মূর্তি। অভিন্ন স্বরূপে, যোগমায়া দ্বারে, তুরিতে হইল স্ফূর্তি ॥ প্রযত্ন ব্যতীত, এইত দুরূহ, কার্য সম্পাদন করি। বিবিধ ভক্তের, মনের বাসনা, পূরণ করিল হরি ॥ বৎস আর বৎস পালকের রূপ ধরি। অন্য দিবসের মত সবে সঙ্গে করি ॥ করিবারে সর্বভাবে সুষ্ঠু সমাধান। ব্রজের ভবন প্রতি করিয়া প্রয়াণ ॥ প্রতিগৃহে কৃষ্ণ তবে প্রবেশ করিল। সেই সেই জননীর চরণ বন্দিল ॥ তাসবার মাতৃগণ অন্যদিন হৈতে। অধিক আনন্দলাভ কৈল সবে ইথে ॥ ৫৮-৫৯

সুতে গোপেশ্বর্যা নিজ নিজ সুত-প্রত্যয়মুদা তথা তস্মিংস্তত্ত্বস্ফুরণসুখলক্ষ্ম্যা দ্বিগুণিতম্।
পুরাবদ্বাৎসল্যং ব্রজপুরপুরন্ধ্রীবিদধতীস্তদীয়া সংসিদ্ধির্বদধিতুত তত্তাতি তদিব ॥ ৬০

যশোদা তনয়ে, নিজ নিজ পুত্রে, প্রত্যয় করিয়া মনে। কৃষ্ণের বয়স্য এ মোর তনয়, হেন চিন্তি শিশুগণে ॥ স্নেহ আর প্রেম, পূর্বের মতন, চিত্ত করি অধিকার। দ্বিগুণ আনন্দ, বর্দ্ধিত করিল, ব্রজপুর গোপিকার ॥ সবার হৃদয়ে, বাৎসল্যের ভাব, শ্রীব্রজেশ্বরী যত। সংসিদ্ধি লভিয়া, শোভিতে লাগিল, চিত্ত করি উনমত ॥

যদ্যপ্যেকস্বরূপা ব্রজনৃপতিসুতস্যাপরে বালবৎসা,
জাতাস্তৎপ্রতিমপদমধুস্তত্র নেত্যেব যুক্তম্।
তদ্রূপং তদ্গুণালিস্তদমিতবিধৃতিচশ্চয় থবমীষাম্
তস্যাপি স্বস্য চিত্রস্থিতিকৃদিতি যতস্তত্র তত্রাভ্যধায়ি ॥ ৬১

যোগমায়াশক্তি, সহায়ে প্রকট, বৎস আর শিশুচয়। প্রতিবিম্ব সম, যদ্যপি কৃষ্ণের, একই স্বরূপ হয় ॥ তথাপি কৃষ্ণের, নিজস্ব স্বরূপ, ধারণে সমর্থ নহে। এইত সিদ্ধান্ত,

শ্রীমদ্ভাগবত, প্রভৃতি সাগ্রহে কহে ॥ অসমোর্দ্ধ কৃষ্ণ, রূপগুণ লীলা, বৈভবাদি সমুদয়। বিচিত্র মর্যাদা সম্পন্ন হইয়া, নিজস্ব স্বরূপে রয় ॥ হেন প্রায় সম্বৎসর গত হৈল। মাত্র পাঁচ ছয়দিন অবশিষ্ট ছিল। তবে কৃষ্ণ বিষয়ক স্নেহের সমান। স্নেহ সেই শিশুগণে হেরি বিদ্যমান ॥ আত্মীয়গণ তথা বলরাম আর। সম্যক বুঝিয়া হৈল বিস্মিত অপার ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে করি প্রশ্নোত্তর বিনিময়। বলরাম হৈল তবে নিশ্চিত হৃদয় ॥ সহচরগণের বিয়োগে অতঃপর। বলরাম হৈল অতি কাতর অন্তর ॥ মনের বেদনে প্রায় দিন পাঁচ ছয়। বনে নাহি গেল আর রোহিনী তনয় ॥ ব্রহ্মা কিন্তু গুপ্তভাবে তথায় আসিল। অনুমানে কৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিল ॥ বুঝিয়া আপন মনে করিয়া বিচার। কহিতে লাগিল যুক্তিতর্ক অনুসার ॥ ৬২-৬৩

আগচ্ছেত্যুপযাতি পশ্যতি পুরঃ পশ্চাত্তথা পার্শ্বতঃ
স্বাত্মানং পরিতঃ স্থগোত্যনুপদং সম্ভ্রাম্যতি ভ্রাম্যতি।
লোপ্ত্রা লোপ্ত্র-সবৎসবৎসপ গণং সন্দিগ্ধমালোকয়-
ত্যেষ প্রত্যভাতি স প্রতিদিশং বক্ত্রং দধৎ স্তেনকঃ। ৬৪

চারিদিকে চারি, বদন ধরিয়া, এইত চতুর জন। তস্করের মত, আসিতেছে আর, যাইতেছে ঘনে ঘন ॥ নয়ন বিস্তারি, হেরিছে সমুখে, পশ্চাতে পার্শ্বেতে আর। আপনার দেহ, করিয়া গোপন, রাখিতেছে অনিবার। প্রতিক্ষণে ভয়ে, আকুল হৃদয়, ভ্রমিছে সতত বনে। লোভান্বিত হৈয়া, চৌর্যবৃত্তি লব্ধ, বৎস বৎসপালগণে ॥ সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ, নিক্ষেপ করিয়া, করিতেছে নিরীক্ষণ। বৎস বৎসপাল, অপহারী এই, তস্কর চতুরানন ॥ পূর্বতন বৎস বালকাদি সঙ্গে আর। পরে কৃষ্ণ সৃষ্ট বৎস বালকাদি সবার। রূপগুণাদিতে করি ভেদ দরশন। হইল আশ্চর্য চতুর্বদনের মন। স্বর বাক্য উচ্চারিয়া দেখিল তৎপরে। সর্বাপেক্ষা মহাগুণী বয়স্য নিকরে। ব্রহ্মা যদি শ্রীদামাদি বয়স্যে দেখিল। আনিতে সবারে তবে কৃষ্ণেচ্ছা জন্মিল ॥ তেঁইত যদৃচ্ছাক্রমে কৃষ্ণের অন্তরে। বাঞ্ছা উপজিল অন্বেষিতে তা সবারে। স্বরূপ শক্তির তেঁহত বিলাসাদি যত। কৃষ্ণেচ্ছায় সেই কালে হৈল প্রাদুর্ভূত। এই মত নানাবিধ বৈভব দর্শনে। জন্মিল পরম লজ্জা বিধাতার মনে ॥ তার লাগি চিত্তে হৈল নম্রতা উদয়। নম্রতা প্রণামোদ্দেশে পরিণত হয় ॥ ৬৫-৬৬

একমেকমধঃ কৃত্বা মুখং তত্র চতুর্মুখঃ। নমন্নন্ত্য মুখস্যোর্দ্ধ্বভাবাৎ পূর্তিং জগাম ন ॥৬৭

একেক বদন, নমিত করিয়া, লজ্জাভয়ে সেইক্ষণ। প্রণাম করিতে লাগিল কৃষ্ণের, চরণে চতুরানন ॥ প্রণামের কালে, অন্যান্য বদন, ঊর্দ্ধভাবে স্থিত ছিল। তেঁইত ব্রহ্মার মনের বাসনা, পরিপূর্ত্তি না লভিল ॥ ৬৮

যদ্যপি ন নমন্মুখে বিধিরেকাস্যানবাপ্তাবাৎ।
তদপি হয়েয়ুর্খচন্দ্রালোকালোলাম্মুখং লেভে ॥ ৬৯

যদ্যপিহ ব্রহ্মা, এক সঙ্গে সর্ব, আনন করিয়া নত। না পারিল কৃষ্ণ, পাদপদ্মে নতি করিতে বাসনা মত ॥ কিন্তু ঊর্দ্ধমুখে, রহিয়া কৃষ্ণের, সুন্দর বদনচন্দ্র। দর্শনে

বিচ্ছেদ না ঘটাইতে বিধি, লভিল পরমানন্দ ॥ সুমেধা বিধাতা তবে আপনারে হীন। জানিয়া হইল দীন হৈতে অতি দীন ॥ কুসুম স্তবক সম স্তব রাশি দ্বারে। করিল কৃষ্ণের পূজা ভক্তি সহকারে ॥ যে পূজাতে স্তবকারী ব্যক্তির মতন, হইলেও সর্বাপেক্ষা প্রধানে গণন। চারিমুখে অনর্গল ভাবে স্তব করি। হৃদয়ের অভিমান সব পরিহরি ॥ ব্রজবাসি সবাকার আনুগত্য প্রতি। বিস্তার করিল ব্রহ্মা নিজ অনুমতি ॥ ৭০

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহজন্ম কিমপ্যটব্যাং, যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।

যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ৭১

এইত গোকুলে, কাননেও কোন, জন্ম যদি উপজয়। তবেত তাহাও, বহুত ভাগ্যের, কথা সুনিশ্চিত হয় ॥ যার পদব্রজঃ অদ্যাপিও করে, শ্রুতিগণ অন্বেষণ। সেইত মুকুন্দ, ভগবান নিজে; যা সবার প্রাণধন ॥ হেন ব্রজবাসি, কোনও জনার, পাদ-পদ্মরজঃ পূত। বৃন্দাবন ধামে, জন্মলাভ হয়। মহাভাগ্য ফলোদ্ভূত ॥ ব্রহ্মা যে করিল স্তুতি শ্রীকৃষ্ণের ঠাঁই। মধুকণ্ঠ কথঞ্চিৎ কহিল বুঝাই ॥ সম্পূর্ণ বর্ণিতে তার শক্তি নাহি হৈল। তেঁই দৈন্য ভয়ে পুনঃ কহিতে লাগিল ॥ ব্রজের মাহাত্ম্য রূপ চন্দ্রের কিরণ। স্পর্শে জড়ীভূত হৈল মো সবার মন ॥ তেঁইত সিদ্ধান্ত নাহি করিনু বর্ণন। বাহুল্য বিস্তারে আর নাহি প্রয়োজন ॥ এত শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠ সাগ্রহে পুছিল। ব্রজেন্দ্রনন্দন তবে কি কথা কহিল ॥ মধুকণ্ঠ তবে মহানন্দে হাস্য মুখে। বর্ণিতে লাগিল কৃষ্ণকথা মহাসুখে। কমলযোনিরে কৃষ্ণ কিছু না কহিল। স্তব পরায়ণ দেখি মৃদুহাস্য কৈল ॥ ৭২-৭৩

গোবিন্দঃ স্মিতমতনোৎ স্তবানমেনং, দৃষ্ট্বা যৎ কিমপি দদর্শ তত্র চিত্রম্।

একস্মিন্ বদতি চতুর্মুখে হি তস্মিংশ্চত্বারো দধতি রুতীরিতিভ্রমঃ স্যাৎ ॥ ৭৪

হেরিয়া ব্রহ্মারে, স্তুতি পরায়ণ, উজ্জ্বল হইল আস্য। বিস্তার করিল, গোবিন্দ সুন্দর, ঈষত মধুর হাস্য ॥ একমুখে যবে, অনর্গলভাবে, স্তুতি করে পদ্মযোনি। অন্য চারিমুখে, উঠে সেই কালে, করুণ ক্রন্দন ধ্বনি ॥ স্তুতি কালে হেন, কোনও বিচিত্র, দৃশ্য করি দরশন। সম্ভ্রম বশতঃ, বিভ্রান্ত হইল, নন্দনন্দনের মন। স্তব শেষে হাস্য মুখে গোবিন্দ তখন। কহিল ব্রহ্মার প্রতি সশ্লেষ বচন ॥ ৭৫

বয়ং গোপাশ্চার্থবন্তো ব্রহ্মা চ ত্বমনর্থবান্। ক্রমস্ত্বাং কিমিতীবায়মবদন্ স্মিতমাতনোৎ।

গোপজাতি মোরা, কার্য কারণের, তাৎপর্য সকলি জানি। দেবতা তুমিত, অভিপ্রায় নাহি জানহ নিগম পানি ॥ ওহে প্রজাপতি, কি আর কহিব, তোমারে বিস্তার করি। এত কহি মন্দ হাস্য বিস্তারিল; বিশ্বের পালক হরি ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে ব্রহ্মা করিলে গমন। অন্য কিছু কহিল কি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ মধুকণ্ঠ কহে স্তুতি হলে সমাপন। নিজ অনুরূপ রূপ ধারণ করন ॥ যথেষ্টতা লভিলেও সকল প্রকারে। পশ্চাৎ আবির্ভূত বৎস বালক নিকরে ॥ পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্তি নাহি হৈল। আত্মীয় জনপ্রতি ধন্যবাদ কৈল ॥ প্রশংসাই নিজ জন প্রেমে বশীভূত। অজের শ্রীকৃষ্ণ পূর্বসখা যত ॥ তা সবারে আনিবারে ইচ্ছা যদি কৈল। বিধি তবে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডাইল ॥

অধীনতা স্বীকার করিয়া সেইক্ষণে। অনুমতি মাগিল সবার আনয়নে ॥ আজ্ঞা হৈলে বৎস আর বৎসপালগণে। অবশ্য আনিব এবে তোমার সদনে ॥ ব্রহ্মার এইত স্তুতি বচন শুনিয়া। আজ্ঞাদান কৈল কৃষ্ণ কৌতুকে হাসিয়া ॥ ব্রহ্মা তবে কথঞ্চিৎ নম্রতা লভিয়া। চিন্তিতে লাগিল কিছুক্ষণ মৌন হৈঞা ॥ নিজের দুর্নীতি করি সম্যক স্মরণ। অনুজ্ঞা সম্বন্ধে করি কর্তব্যজ্ঞাপন। আপনার ঐকান্তিক ভাব ভক্তি ভরে। প্রকাশ করিল তবে কৃষ্ণের গোচরে ॥ রোমাঞ্চিত দেহে আপনার অপরাধ। ক্ষমা করিবার তরে মাগিয়ে প্রসাদ ॥ সুস্থ ভাবে তিনবার প্রদক্ষিণ কৈল। বহুবার প্রণমিয়া স্বধামে চলিল ॥ স্বল্প মাত্র দোষ তার কৃষ্ণ নিজ মনে। না চিন্তিয়া ক্ষমা তারে কৈল সেই ক্ষণে। পূর্ব সুনির্দিষ্ট কালোচিত বেশাদিতে। সজ্জিত গোবৎসগণে তবেত ত্বরিতে ॥ তদ্রূপ বিশিষ্ট বেশ ভূষাতে সজ্জিত। বৎসপালগণ সঙ্গে করিল মিলিত ॥ এইভাবে তাসবার দেশ কালোচিত। বৈপরীত্য না করিতে চিত্তে আলোচিত ॥ এইরূপ আনন্দিত স্নেহ বিবর্দ্ধিনী। বিদ্যা উদ্ভাবন কৈল নিজ পদ্মযোনি ॥ শুক মুখে হেন কথা শ্রীমদ্ভাগবতে। ব্যক্ত হৈঞা প্রচারিত আছয়ে জগতে ॥ ৭৬-৮০

ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্।

বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথা পূর্বসখং স্বকম্ ॥

অনুমতি দিয়া, ধাতারে শ্রীকৃষ্ণ, পূর্বস্থিত বৎসগণে। লইয়া আসিল নিজ সখাগণ, ছিল যেথা সে পুলিনে ॥

উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা।

নৈকোপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্ ॥

অতীব ত্বরিতে, কৃষ্ণে সমাগত, হেরি তবে সখাগণ। কহিতে লাগিল, স্বাগত বচন, জানাইয়া সেই ক্ষণ ॥ কেহ একগ্রাস, না কৈল ভোজন, তব অপেক্ষাতে আছে। আইস এই স্থানে, আনন্দে ভোজন, করহ বসিয়া মাঝে ॥ ৮১

ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ। দর্শয়ংশ্চর্মাজগরং ন্যবর্তত বনাদ্ ব্রজম্ ॥

হৃষীকেশ তরে, হসিয়া ভোজন, কৈল শিশুগণ সঙ্গে। অজগর চর্ম, দেখাইয়া ব্রজে আইল বনহৈতে রঙ্গে ॥ এতদিন গোপনে যে ছিল সর্পচর্ম। জানিবে নিশ্চিত এহ যোগমায়া কর্ম। অতীত হইল সম্বৎসর অতঃপর। বৎস বৎসপালগণ হসিত অন্তর ॥ বিরহ হইল দূর আনন্দ সহিত। পূজিত হইয়া কৃষ্ণ সবাকার হিত ॥ সাধনে ধরিয়া পূর্বমত বস্ত্র বেশ। সর্বসুখময় ব্রজে করিল প্রবেশ ॥ সুখভ্রষ্ট বৎসগণে আনিবার তরে। প্রেরণ করিয়া কথোজনে প্রেমভরে ॥ পূর্ব পূর্বাপেক্ষা মহানন্দ মহোৎসব, বিস্তারিল কৃষ্ণ লৈয়া সকল বান্ধব ॥ ৮২-৮৫

বর্হপ্রসূন বনধাতু বিচিত্রিতাঙ্গঃ, প্রোদ্দাম বেণুদল শৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ।

বৎসান্ গৃণন্নুগগীত পবিত্রকীর্তির্গোপী দৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্ ॥ ৮৬

শিখিপুচ্ছ বস্ত্র পুষ্প বস্ত্র ধাতুসমূহে সজ্জিত অঙ্গে। বাজাইয়া বেণু বিষাণ কর্ণশ্রী

মহারবোৎসব সঙ্গে ॥ অনুচর বৃন্দ বদনে উদ্গীত, পূতনা বধাদি যত। পবিত্র কীর্ত্তিতে হইয়া মহাপুরুষের মত ॥ ইতস্ততঃ ধায়, গোবৎস নিকর, তা সবারে সঙ্গে করি। গোপীনেত্রোৎসব, বর্দ্ধন করতঃ, গোষ্ঠে প্রবেশিল হরি ॥ ব্রজে তত্র পিতৃ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণ। হে নন্দকুমার নামে করি সম্বোধন ॥ মাতৃ সম্বন্ধীয়গণ যশোদানন্দন। এই নামে কৃষ্ণে সদ্য কৈল অভ্যর্থন ॥ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ চরিতাচিরন্তন। করিতে লাগিল সবে সানন্দে কীর্ত্তন ॥৮৭

নন্দতনুজস্তুরদ্য ব্যালম্। হতবান্ হতবানস্মৎ কালম্ ॥
অদ্য যশোদাসূনুর্ব্যালম্। হতবান্ হুতবানস্মৎ কালম্
ওষ্ঠাধরমিহ জলদতটালিঃ। দন্তাবলিরপি দন্তকপালিঃ ॥
শ্বাসভরঃ খরদাবজবাতঃ। জিহ্বাযুগমপি বর্ত্ম নিপাতঃ ॥
ইত্যুৎপ্রেক্ষিততম বিবিধাঙ্গান্। ব্যতিহাসানাচরতঃ সাঙ্গান্ ॥
অহিমন্বহিতাং কল্পয়মানান্। গিরিরিতি তং বিশতঃ কৃতমানান্ ॥
তদুদরমধ্যকৃতাভ্যন্তু বেশান্। নিজবিরহাদি বিমূর্চ্ছিতবেশান্ ॥
স্নেহভরেণ স্বেন সমেতান্। স্বক নেত্রামৃত বৃষ্টিসচেতান ॥
তস্মাদ্বহিরথ নিষ্কাসিতবান্। পুনরিহ নিখিলং বত দর্শিতবান্ ॥
প্রাণাদধিকঃ সোহয়ং প্রাণান্। রক্ষন্নস্মান্ কুরুতে ত্রাণান্ ॥ ৮৮

নন্দের নন্দন, অদ্য ভুজঙ্গের, বিনাশ করিল প্রাণ। মোসবার কালে, হনন করিয়া, করিল সবারে ত্রাণ ॥ যশোদাতনয়, অদ্য ভুজঙ্গের, বিনাশ সাধন কৈল। মোসবার মৃত্যু, সেহ অদ্য সদ্য, তৎকরে বিনষ্ট হৈল ॥ জলদের তটশ্রেণী যেন এই, ভুজঙ্গের ওষ্ঠাধর। দন্তরাজি যেন, উত্তুঙ্গ পর্বত, শৃঙ্গমালা পরিসর ॥ নিশ্বাস পবন, দাবানলোত্থিত, প্রবল বায়ুর মত। রসনা যুগল যেন বা প্রস্তুত, বিস্তৃত প্রশস্ত পথ ॥ হেনমতে অঘাসুর ভুজঙ্গের, প্রত্যঙ্গ উৎপ্রেক্ষাভরে। বর্ণন করিয়া, হাসিতে লাগিল, সখাগণ পরস্পরে ॥ সুদূরে রহিত, সেই অঘাসুরে, সর্পমাত্র করি জ্ঞান। প্রবেশ করিল, বদন বিবরে, করি গিরি অনুমান ॥ অজানীত ভাবে, প্রবেশ করিয়া, সর্পের জঠর দেশে। মূর্চ্ছাপন্ন তবে, হইল অচিরে, কৃষ্ণের বিরহাবেশে ॥ সমবেত তবে, বয়স্য সবারে মহাস্নেহ সহকারে। সচেতন কৈল, আপন নয়ন, অমৃত বর্ষণ দ্বারে ॥ সর্পোদর হৈতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া, পুনশ্চ আনিয়া বনে। নিখিল পদার্থ, দেখাইল তবে, সে জনা সানন্দ মনে ॥ এই সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম, সবারে করিয়া ত্রাণ। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হৈতে রক্ষা, কৈল মোসবার প্রাণ ॥ রাখালগণের হেন্ সঙ্গীত শ্রবণে। ব্রজবাসিগণ চিন্তা করে নিজ মনে ॥ সাধুবৃন্দে হত্যাকারী পাপিষ্ঠের গণে। বাঞ্ছাসিদ্ধি রূপ বৃত্তি ঘটিবে কেমনে ॥ হেন মতে বৃন্দাবন নিবাসী সবার। করিয়া পরমানন্দ বর্দ্ধিত অপার ॥ পরদিন প্রাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গোচরে। গমন করিয়া সপ্রণয় রোষ ভরে ॥ অহনর করি সখাগণে দেখাইয়া। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ কৈল অগ্রজের হিয়া ॥

রাম সঙ্গে মেলি তবে শ্রীবৎসলাঞ্ছন। আরম্ভিল পূর্ববৎ গোবৎস চারণ ॥ তবে মধুকণ্ঠ বাক্য সমাপন তরে। কহিতে লাগিল পুনঃ বিস্মিত অন্তরে ॥ ৮৯-৯১

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তবগোষ্ঠাধিনায়ক। ব্রহ্মাণ্ডগ্রামণীর্যস্য ব্রহ্মাপি গ্রামণীরিব ॥
ঈদৃশ তনয়, হে গোষ্ঠাধিপতি, গৃহে তব জনমিল। যার ঠাঁই বিশ্ব, কর্ত্তা ব্রহ্মা সেহ, নাপিতের মত হৈল ॥ হেনমতে কথক দ্বয়ের কৃষ্ণ কথা। সমবেত সভাসদগণ মধ্যে তথা ॥ কৃষ্ণ কেলি সাক্ষাদনুভব করাইয়া। অবস্থান কৈল দোহে কৃতাঞ্জলি হৈঞা ॥ সভাসদগণ পূর্ব দিবসের মত। আশ্রয় করিল গৃহ গমনের পথ ॥ করিলেও নিজ নিজ বাঞ্ছিত বিষয়। বিস্তারিত লীলা পূর্ণ রাখিল হৃদয় ॥ ৯২

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু অঘব্রহ্মাঘমোচনং নামৈকাদশং পূরণম্ ॥ ১১

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামী বর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধাগর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥ ১১

দ্বাদশং পূরণম্ (গোচারণম্)

অতঃপর পরদিন শ্রীকৃষ্ণ চরিত। হইতে লাগিল সভা মাঝারে বর্ণিত ॥ কালেনাল্পেন ইত্যাদি শ্লোকে ভাগবতে। কৃষ্ণ বলরামের বয়ঃক্রম গণনাতে ॥ মাত্র বর্ষত্রয় হৈল পর্যায় নির্ণীত। কৌমার আছিল এক বর্ষাধিক স্থিত ॥ গোপালক শিশুগণ বৎসগণ আর। রুদ্ধ যারা ছিল গিরিগুহার মাঝার ॥ সম্বৎসর শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ক্ষীণ হৈঞা। ক্ষণপ্রায় আইল যারা সময় যাপিয়া ॥ সেই শিশু আর বৎসাদির প্রতীক্ষায়। রহিল কৌমার কাল স্তব্ধ হৈঞা প্রায় ॥ শ্রীকৃষ্ণের আর তার ভাবে অনুগত। শ্রীরামের বৃত্তান্তাদি হয় একমত ॥ অখণ্ড পৌগণ্ডদশা প্রায় বর্ষদ্বয়। ব্যাপ্ত রহি অতঃপর পরিপূর্ণ হয় ॥ অবিলম্বে বন্ধুবৃন্দ সহিত মিলনে। যে হৈত আনন্দোল্লাস উপজিল মনে ॥ ত্বরিতে কৈশোর দশা তাহে উপজিল। তারুণ্যে কৃষ্ণের দেহ কলমল হৈল ॥ ধেনুক বধের পরে এইত নিয়ম। ধরি মোরা নির্দ্ধারিতে পারি বয়ঃক্রম ॥ এইমতে কালনাল্পেনেত্যাদি বচন। সুসঙ্গত হয় আর হয় সুশোভন ॥ ১

তাবদেবাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা। পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥
আত্মযোনি নিজ, ত্রুটি পরিমান, কালে সম্বৎসর শেষে। দেখিল পূর্বের মতন শ্রীহরিরে স্বগণে ক্রীড়নাবেশে ॥ এতচ্চ পৌগণ্ড বয়ঃশ্রিতা এই বাণী। অনুসারে পৌগণ্ড উদয় হৈল জানি ॥ অতএব পৌগণ্ড ঘটিত কৃষ্ণ কথা। মূলানুকরণ করি এবে কহি কথা ॥ হেন মতে কৃষ্ণ বলরাম দোহে মেলি। সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে করে বাল্য কেলি ॥ পঞ্চম বৎসরাবধি কৌমার সময়। অতীত হইয়া হৈল পৌগণ্ড উদয় ॥ এই দশাতে কৃষ্ণ বলাই দোহার। বৃদ্ধি বৃত্তি প্রাপ্ত হইল অপার ॥ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামলতা রামের শুভ্রতা। কৌমার জিনিয়া প্রাপ্ত হৈল আধিক্যতা ॥ ২-৩

ঐবয়োঽভবদসৌ পঙ্কপরার্দ্ধ্যেবমাদিনিখিলৈর্দ্দাগপি।
হন্ত! তর্হি সহসা বকান্তকঃ প্রাপ্তকান্তি বিবহো কুমারতং ॥ ৪

এইত শ্রীকৃষ্ণ; এইত বৎসরে, পূর্ব বৎসরের পূর্ব। তৎপূর্ব বৎসরে, তাহারও পূর্বে, হেন মতে লোক সর্বে॥ কৃষ্ণের বয়স, গণনা করিছে, সে কালে বকারি হরি। সুষমা লভিল, সহসা কৌমার, বয়ঃক্রম পরিহরি॥ ৪

উদ্গচ্ছ বুদ্ধিশক্তি প্রথম রুচিস্তরি শ্যামতা শুভ্রতাযুক্
কিঞ্চিদ্বিস্তীর্ণ বক্ষঃ প্রভৃতি বলয়িতায়াননেত্রাদিগাত্রম্।
কেশং বেশং চ পূর্বাদধি ক মতিষৎ কেলিশিক্ষা প্রধানং
পৌগণ্ডং প্রাগচণ্ডং স্ফুলদলমনযোর্মাং দিদৃক্ষুং করোতি॥ ৫

পৌগণ্ড উদয়ে, দুই ভাই ক্রমে, বুদ্ধি শক্তিশালী হৈল। তরুণ সুষমা, উদয়ে দোহার, তনু সুশোভিত কৈল॥ কৌমার কালের, সুষমা জিনিয়া, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে শ্যামলতা। বলদেব দেহে, আসিয়া মিলিত, হইল শুভ্রতা তথা॥ কিঞ্চিত বিস্তীর্ণ হৈল বক্ষ মূল, বলয়িত হৈল গাত্র। দীর্ঘাকৃতি হৈল, দেহের গঠন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নেত্র কেশ আর বেশ॥ পরিমানে দুই, ক্রমশ বৰ্দ্ধিত হৈল। বিলাস বিষয়ে, উভয়ে বিশেষ, নৈপুণ্য অর্জন কৈল॥ কৌমার হইতে পৌগণ্ডে অধিক, বেকত হইল স্নেহ। এ মোরে ব্যাকুল, করিল দেখিতে, দোহার সুঠাম দেহ॥ অতঃপর একদিন প্রভাত বেলায়। শ্রীমতী আভীরেশ্বরী আইল সভায়॥ অভিনন্দ পত্নী তারে যত্নভরে কয়। কোথা গেল পুত্র তব প্রভাত সময়॥ হাস্যভরে ব্রজেশ্বরী কহিছে তখন। ইতিপূর্বে পুত্র দেহে তৈলাদি মর্দন॥ স্নানানুলেপন বেশধারণাদি যত। নিজ হস্তে করিয়াছি নিজ ইচ্ছামত॥ সম্প্রতি তনয় কিছু বয়ঃ প্রাপ্ত হৈল। তেই মোর ঠাঞি সেই লজ্জা বোধ কৈল॥ অতএব সম বয়ঃ সেবকের গণে। হইল অতীব প্রিয় পুত্র এইক্ষণে॥ সেই সেই কার্য এবে পৃথক হইয়া। সমাধান করে প্রিয় ভৃত্যবর্গে লৈয়া॥ স্নানানুলেপন বেশ ধারণ কারণ। কদাচিৎ মোর ঠাঞি করে আগমন॥ প্রতিদিন মোরে আর জনকে তাহার। গুরুবর্গে সগৌরবে করে নমস্কার॥ অঘাসুর বধাবধি আমি ভীত হৈঞা। চিন্তা করি গৃহ মাঝে বিরলে বসিয়া॥ সন্ধ্যাকালে বৎস লৈঞা পুত্র আইসে ঘরে। আমি তবে যমুনার বারি লৈঞা করে॥ পুত্র শিরোপরি ঘুরাইয়া বার ত্রয়। সেই জল পানে করি সুস্থির হৃদয়॥ লুপ্ত প্রায় প্রাণ মোর পুত্র মুখ হেরি। অদ্যাপিহ জীবিত আছিয়ে ধরা পরি॥ সাম্প্রতিক কালে সশপক যত্ন আর। অসুরাদি বধ প্রতি নিষেধ আমার॥ শ্রবণ না করে পুত্র তেই মোর হস্ত। শক্তি শূন্য হৈঞা এবে হইল বিহস্ত॥ রোহিণীনন্দন রাম সেহ এই মত। ব্যবহার বর্তমানে করয়ে নিয়ত॥ যশোদার হেন মতে বর্ণনা নূতন। করিয়া অপূর্বভাবে সাগ্রহে শ্রবণ॥ বদন মণ্ডল করি তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণ। হাসিয়া উঠিল সমবেত নারীগণ॥ যশোদা পুনশ্চ কহে এইমত তার। আশৈশবোচিত প্রৌঢ় বয়ো ব্যবহার॥ মোর চিত্তে সুখ নাহি করয়ে প্রদান। বাল্য লীলা হেরি সুখ হয় মোর প্রাণ॥ এই মত ব্যবহারে নন্দন আমার। মোসবারে দুঃখ দান করয়ে অপার॥ এত শুনি নারীগণ শঙ্কিত রহিল। সে পুনশ্চ কি প্রকার যাত্রীরে পুছিল॥ যশোদা কহয়ে তবে করহ শ্রবণ।

অধুনা এ মোর পুত্র ছাড়িয়া শয়ন॥ গোগৃহে যাইয়া ধেনুগণের দোহন হৈল কি না হইল না করি দর্শন। বৎসগণে মুক্ত করি লৈঞা মিত্রগণ। গোচারণে বাহা করি যায় দূর বন॥ এত শুনি নারীগণ করে হাস্য করি। অন্যথা আশঙ্কা না করিহ ব্রজেশ্বরী। গোকুলে সঞ্জাত গোপ বালকের গণে। এইত স্বভাব হয়ে বিদিত ভুবনে॥ নিশ্চয় জানিহ রাজ্ঞি এইত স্বভাবে। গোচারণাভাব ব্রজে দৃষ্ট না হইবে॥ সর্বত্র এইত রীতি ব্রজে বিদ্যমান। পুত্র তব সর্ব গোপ শিশুর প্রধান। পরম বৈচিত্রীময় তাহার স্বভাব। তদ্বিষয়ে অধিকন্তু কি কহিব আর॥ অনন্তর শ্রীনন্দের সভামধ্যে তত্র। বর্ণিত হইল এই কৃষ্ণের চরিত্র॥ সভ্যজনানন্দ দাতা শ্রীনন্দ শ্রীমান। আপনার সন্নিকটে তত্র বিদ্যমান॥ সন্নন্দনন্দন পতি দুই অনুজের প্রতি। কহিতে লাগিল হাস্য মুখে মহামতি॥ ওহে দীর্ঘজীবি মোর প্রিয় ভ্রাতৃদ্বয়। অদ্যজাত বালকের যে স্বভাব হয়॥ সেই মত ব্যবহার তোমা সবা প্রতি। তব ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ করয়ে সম্প্রতি। মোর প্রতি কিন্তু সেইরূপ নাহি করে। হেন অনুভব আমি করিনু অন্তরে। ইহার কারণ কহি করহ শ্রবণ। সঙ্কুচিত নেত্রে করে সে মোরে দর্শন। তোমা দুইজনে সঙ্গে আনন্দিত মনে। করয়ে মধুরালাপ হেরিনু নয়নে। শুনিয়া নন্দের বাক্য সন্নন্দ তখন। কহে উপযুক্ত তার হেন আচরণ॥ পূজ্য ব্যক্তি তুমি তেই তোমার সদনে। চটুলতা শোভা নাহি পায় কদাচনে॥ বিশেষত এবে তার শিক্ষাদির প্রতি। বিদ্যমান আছে তব দৃষ্টি বলবতী॥ গাম্ভীর্য প্রকাশ তুমি করহ সেক্ষণে। পুত্র দূরে রহে এবে সেইত কারনে॥ মোরা দুই ভাই কিন্তু তব সম নহি। তাই নিরন্তর যুক্ত হৈঞা রহি॥ অতীব শালীন তার কৌমার বয়স। হইলেও বর্তমানে স্নেহ ভরে বশ। আজ্ঞাকারী আজ্ঞা দিতে নাহি পারি। দেখহ দেখহ নিজ অন্তরে বিচারি। ৬-১৪

প্রথমং নমমিহ মাতরমথ, পিতরং স্বাং তথৈবাস্মান্।
প্রত্যূষঃ প্রতিসুহৃদং সং কুরুতেহসাবতীব বাল্যেঽপি। ১৫

অতীব বাল্যেও, প্রত্যহ প্রত্যূষে, মাতার পদারবিন্দ প্রথমে বন্দিয়া, পিতৃ-বাচ্য তুমি তোমার চরণ বন্দে॥ তবে গুরুজন, যে সবার পদ, সানন্দ বন্দনা করি। বন্ধু বৃন্দে করে, সাদরালিঙ্গন, তোমার নন্দন হরি॥ সভাস্থলে ক্রমে ক্রমে আইল তৎপর। সমমতাশ্রয়ী অন্য অন্য সহোদর। শ্রীমান উপনন্দ অভিনন্দ আর। অন্য অন্য ব্রজবাসি নিজ পরিবার॥ সবাই এইত কথা শুনিবে বলিয়া। মৌন ধরি ব্রজরাজ রহিল বসিয়া॥ অন্য মুখ হৈতে সেই কাহিনী শ্রবণে। মৃদু হাস্য উপজিল সবার আননে॥ হৃদয় মাঝারে আর আনন্দ না ধরে। উঠিল আনন্দ রোল সভার ভিতরে॥ তবেত সন্নন্দ আর নন্দনের প্রতি। কহিতে লাগিল পুনরায় ব্রজপতি॥ রহস্যানুভব করি তুমি দুইজন। করহ দোহার এবে পশ্চাতে গমন॥ রম্য ভাতরাক্ষি প্রাপ্তধারী সে দোহার। প্রাতঃকাল হৈতে কিছু যেন বারম্বার॥ যাচিয়া করয়ে হেন ভ্রাতা দুইজনে। বিগত তৃতীয় দিনে বহু অন্বেষণে॥ দেখিতে পাইনা দোহে অতি দূরদেশে। কি ঘটিল তাহা এবে বোলহ বিশেষে॥ নন্দন কহেত

তবে তৎকালের কথা। কি কহিব এবে তব ঠাঞি এথা॥ চিরকাল হৈতে এক গুপ্ত অভিলাষ। দুইত ভ্রাতার চিত্তে করে সদা বাস॥ সেই বাসনার কথা সঙ্কোচ বশতঃ। তোমা সবাকারে নাহি করিনু বিজ্ঞাত॥ ব্রজরাজ কহে তবে ওহে সনন্দন। কিবা অভিলাষ তাহা করহ বর্ণন॥ এত শুনি সনন্দন হাস্য ভরে কয়। স্বয়ং গোচারণ সেই অভিলাষ হয়॥ উপনন্দ পুছে কি কহিল দুইজনে। সনন্দ কহয়ে তবে শুন একমনে॥ দোঁহে কহে উভয়ের প্রথম বয়স। অতীত হইল গাভীগণ হৈল বশ॥ প্রবৃদ্ধ বয়সে পিতৃ চরণের আর। স্বয়ং গোচারণ কার্য অযুক্ত অপার॥ সনন্দের মুখে শুনি এহেন বচন। উভয়ের মুখ তথা করি দরশন॥ পূর্ববৎ কৈল নন্দ মৌনাবলম্বন॥ কহিতে লাগিল তবে সভাসদগণ॥ যদ্যপিহ অদ্যজাত বালকের মত। এ দোঁহার ব্যবহার দেখিয়ে সতত॥ তথাপিহ বিনা ক্রমে বুদ্ধির স্ফুরণ। দেহে বয়োধিক সম বল সঞ্চয়ন॥ দেখিয়া মো সবাকার লাগয়ে বিস্ময়। অন্য কোন কারণ বিস্ময়াবহ নয়॥ তবে তপস্যার ফলে জানিয়ে নিশ্চয়। পুত্রদ্বয়ে হেন বুদ্ধি প্রস্ফুরিত হয়॥ তত্তৎ কালের যে দলন হইল। তাহে অন্য সহায়তা বিদিত নহিল। অতএব দুষ্ট বধে পরিনাম ফল। সঙ্গত হইবে ধ্রুব পরম মঙ্গল॥ অতঃ পর কোন এক দিবসে নির্জনে। বসিয়া ব্রজেশ নিজ গৃহিণীর সনে॥ সভা সদ্গণে সেই কাহিনী কহিল। সেইত কাহিনী গৃহিণীরে শুনাইল॥ পুত্রপ্রেমে যন্ত্রিত্ব পিতামাতা। মন্ত্রণা করিয়া তবে স্থির কৈল তথা॥ সময় বিশেষ এবে প্রতীক্ষা করিব। কি হয় না হয় পরে দেখিতে পাইব॥ কিছু কাল পরে এক দিবস প্রভাতে। সভাসদগণ পূর্ণ উজ্জ্বল সভাতে॥ ব্রজভূপতির করি বিস্ময় দর্শন। অন্যোন্যে নেহারি তবে বৃদ্ধগোপগণ॥ ইঙ্গিত করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। হেরি. নন্দ কেন কেন সহাস্যে কহিল॥ বৃদ্ধগণ কহে যাহা করি অনুভব। বিস্মিত হইনু অকস্মাৎ মোরা সব॥ সেই অনুভব এবে দেখি হে তোমাতে। নন্দ কহে কহ সবার সাক্ষাতে॥ সবে কহে গোপ পক্ষে গোধন সেবন। যদ্যপি চরিত্র হেন আছে চিরন্তন॥ তথাপি করিয়া তুমি ধেনুর সেবন। লক্ষ্য করিয়াছ ধেনুর স্বভাব কেমন॥ ইহার কারণ কহি করহ শ্রবণ। তব পুত্র ব্যতিরেকে এবে ধেনুগণ॥ একপদ অগ্রসর হইতে না চাহে। কেবল পুত্রের তব মুখ চাহে॥ অগ্র অবস্থান করি অদ্য ধেনুগণে। অতি কষ্টে তব পুত্র পাঠাইল বনে॥ এত শুনি ব্রজরাজ সাগ্রহে কহিল। হেন কার্য অকস্মাৎ কেন বা ঘটিল॥ সবে কহে পুত্র তব যেইত বিষয়ে। স্নেহ প্রকটিত করে তাহে হেনহয়ে॥ নন্দ কহে অগর্হিত গর্হিত কি হয়। এত শুনি সমবেত জনগণ কয়॥ যেই স্থানে নাহি রহে কোন গত্যন্তর। সেই স্থানে সেই কার্যবিধেয় সত্বর॥ তুমি সব ভয় যত্র মানহ যে স্থানে। বৎস চরাইতে সবে যায় সেই বনে॥ তোমার তপস্যা সেথা প্রতিকূল জনে। ক্লেশ দান করে হেন বোধ হয় মনে॥ অতএব সবাই করহ অনুমতি। যাহে উপজিবে সুমঙ্গলময় গতি॥ সুপ্রচুর অমঙ্গল করিয়া বিনাশ। অনুজ্ঞা ক্রমেতে শুভ হইবে প্রকাশ॥ শ্রীমান নন্দ এই বচন শ্রবণে। অনুমতি দান কৈল সভাসদগণে॥ শ্রীমান্ উপনন্দ লভি অনুমতি। হইল পরমানন্দ অত্যৎ ফুল্লমতি॥ বিখ্যাত দৈবজ্ঞগণে ডাকিয়া তুরিতে। অনুরোধ কৈল শুভ দিন নির্দ্ধারিতে॥ কার্ত্তিকের শুক্ল পক্ষে অষ্টমী যাঁহার। শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত শুভ বুধবার॥ গোচারণ যাত্রা পক্ষে উত্তম যে হয়। হেন কথা কহিল দৈবজ্ঞ সমুদয়॥ তবেত নন্দাদি গোপ মহানন্দ মনে। দুন্দুভি নিনাদ সহ সর্ব বৃন্দাবনে॥ প্রচার করিয়া তবে সবার গোচর। আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়া পরস্পর॥ বৎস চারণ রূপ বৃহৎ উৎসবে। অতিক্রম করিয়া আনন্দ ভরে সবে॥ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ যাত্রা মহোৎসব। লৈঞা নিজ কুটুম্ব বান্ধব॥ নন্দভূপ মহানন্দে অনুষ্ঠান কৈল। দেখিয়া সকল লোক চমৎকৃত হৈল॥ ২৩

একস্যৈকস্য চেদ্বক্তু বক্ত্রাণি স্যু সদাযুতম্। তদাতদ্বক্তু মিচ্ছন্তু যদ্যায়ুঃ সর্বদাযুতম্॥

একৈক বক্তার, বদন যদ্যপি, দ্বি পক্ষ সহস্র হয়। সে জনার যদি দ্বিপক্ষ সহস্রবর্ষ আয়ু উপজয়॥ তবেত কৃষ্ণের, গোচারন লীলা, একদিবসের মাত্র। কহিতে যে পারে সম্পূর্ণ কহিতে, ত্রিভুবনে নাই পাত্র॥ ১৭২৭

গোপালোচিত নব্য বেষবলনৈরক্ষাবিধানে দ্বিজা
দ্যাশীর্ভিঃ সুদিনাহলভ্যরচনৈ রজ্যাৰ্হনীরাজনৈঃ।
সঙ্গানান্বিত বাদ্য-নৃত্য-নিকরৈঃ শঙ্খুরাদ্যারবৈঃ
শ্রীমান্ গোপ মহেন্দ্রস্নুরগম দ্রামেণ ধেনূরনু॥ ২৫

গোপালের যোগ্য নব্য বিভূষণে. দেহ সুসজ্জিত করি। রক্ষা কবচাদি রাখি বিপ্রাদির, আশীর্বাদ শিরে ধরি॥ শুভ দিনে শুভবচন সমূহে, হৈঞা সুষ্ঠু নীরাজিত সুমধুর গীত, বাদ্য নৃত্যাদিতে, সাতিশয় হৈঞা প্রীত॥ জয় জয়ধ্বনি শুনিতে শুনিতে বলরামে সঙ্গে করি। ধেনুর পশ্চাতে, চলিল শ্রীমান. নন্দের নন্দন। হরি ধেনুর পশ্চাতে গমনের রীতি ধরি। গোচারণে যাত্রা কৈল নন্দসুত হরি॥ বস্ত গীতাদিতে করি মঙ্গলাচরণ। পুরোহিতগণ অগ্রে করিল গমন। ধেনুগণে মহাযত্নে পুরোভাগে ধরি। পাদ্য অর্ঘ দিয়া তাসবার পূজা করি॥ সুমধুর গ্রামে প্রীত করি ধেনুগণে। প্রদক্ষিণ প্রণামাদি করি সেইক্ষণে॥ ধেনুগণে শ্রদ্ধাভরে করিয়া সম্মান। বিপ্রগণে কৈল পুনঃ দক্ষিণা প্রদান॥ পুরোহিত পরিপূর্ণানন্দ করি। মনোহর ভাবে কৃতাঞ্জলি হৈল হরি॥ পূজ্যপাদ পিতৃদেবে সম্মুখে রাখিয়া। অবস্থান কৈল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে লইয়া॥ তবে এক মণিময় যষ্টিপুত্র করে। অর্পণ করিল পিতা মহা স্নেহ ভরে। জননী শ্রীব্রজেশ্বরী কুঙ্কুম মিশালে। বিরচিল চন্দন তিলক পুত্র ভালে॥ তবে অশ্রু সিক্ত কণ্ঠে গদগদ বচনে। কহিতে লাগিল রাজ্ঞী কৃষ্ণ সখাগণে॥ ২৬

রাম ! প্রাগস্য পশ্চাদ্ভবসুবল যুবাং শ্রীল দামন্ সুদামন্,
দোঃ পার্শ্বস্থৌ ভবেতং দিশি বিদিশি পরে সন্তু চান্ত্রীয়বন্তোঃ।
ইত্থং হস্তে বিধৃত্য প্রতিশিশু দিশতী তত্র কৃষ্ণস্য মাতা
তত্তৎ কর্মাধিকারশ্রিয়মপি দদতী-নেত্র নীরৈরাসক্তা॥ ২৭

আত্মীয়বর্গের বান্ধব স্বরূপ, এই মোর কৃষ্ণধনে। পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রে

রাম তুমি, গমন করহ বনে ॥ সুবল তুমিত, পশ্চাতে রহিবে, শ্রীদাম সুদাম ওহে। দুইত হস্তের পার্শ্বস্থ হইয়া সতত রহিবে দোহে ॥ চৌদিকে বেড়িয়া রহিবে সতত, অপর বালকগণ। হেন মতে প্রতি, শিশুরে করিয়া, কর্মভার সমর্পণ ॥ মহোৎকণ্ঠা আর, স্নেহ ভরে প্রতি, বালকের হস্তে ধরি। নিষিক্ত করত, কৈল শোভান্বিত, প্রতিজনে ব্রজেশ্বরী ॥ তবে পূজ্য আর সম্মানিত নারীগণ, রোহিণী বন্দিত উপনন্দ স্ত্রী তখন ॥ মিলিত হইল আসি নন্দের ভবনে। আরম্ভিল নানা শুভকার্য নারীগণে ॥ উলুধ্বনি গীত ধ্বনি মঙ্গল আচার। স্বর্গে মর্ত্তে হৈল তবে বহুত প্রকার ॥ সমধিক প্রচুর উৎসব কার্য দ্বারে। কৌতুক মণ্ডিত কোলাহল সহকারে ॥ মাতা পিতা আর গুরু বর্গের চরণ। বন্দিয়া হইল কৃষ্ণ আনন্দে মগন ॥ তবে জিহিজিহি শব্দ করি উচ্চারণ ধেনুগণে চালাইতে চেষ্টা কৈল হরি ॥ ধেনু নাহি নড়ে দেখি গুরু-জন গণে। প্রেরণ করিল গৃহে মধুর বচনে ॥ তবে বলরাম সখা নীলবর্ণ হরি ॥ ধেনু গণে পশ্চাতে রাখিয়া আগুসরি ॥ বৎসগণে দেখিবারে যেন ধীরে ধীরে। চলিল আনন্দে সিক্ত হৈঞা নেত্র নীরে ॥ হাম্বারব করিয়া তবেত সেই ক্ষণ। ধীরে ধীরে পশ্চাতে চলিল ধেনুগণ ॥ রাম সঙ্গে কৃষ্ণ যাত্রা কৈল গোচারণে। পশ্চাতে চলিল মাতা পিতা ক্ষুণ্ন মনে। প্রধান প্রধান প্রতিবেশী গোপগণ। তাহারাও করিল সর্ব পশ্চাতে গমন ॥ তাসবে জানিয়া কৃত সংকল্প গমনে। করিয়া কোনও ক্রমে নিবৃত্ত সেক্ষণে ॥ তাসবার নেত্ররূপ লৌহ রজ্জু হৈতে। আপনারে মুক্তি করি হাসিতে হাসিতে ॥ নব গোপতেজ দৃপ্ত সুবিলাসকারী। সহচরবৃন্দে পরিব্যাপ্ত শোভাধারী। বিচরণ তরে মধ্যে মধ্যে ধেনুগণে। লব্ধ মনোরম কৃষ্ণ যাত্রা কৈল বনে ॥ সুবলিত চলিত চরণে অতঃপর। যাত্রা কৈল গোবর্দ্ধন পর্বত গোচর ॥ বিশেষ সংকেত স্বরে সেথা ধেনুগণ। মিলিত হইত পরস্পর কদাচন ॥ কভু কভু অন্য এক সাঙ্কেতিক স্বরে। বিযুক্ত হইয়া যাত্রা করিত সুদূরে ॥ কিন্তু দণ্ডাঘাতে সেথা হতে ধেনুগণে। বিযুক্ত না করিত শ্রীকৃষ্ণ কদাচনে ॥ এত হেরি স্বর্গ স্থিত দেবতার গণে। কৃষ্ণের গোধন প্রীতি করয়ে বর্ণন ॥ ২৮-৩০

প্রত্যেকং গাব এতা বহিরপি চ হরেঃ প্রাণরূপা যদাসাং
শশ্বত্ পুষ্টৌ চ তৃপ্তিং ক্ষুধি চাকলয়তি ক্ষুদ্বিকারং স এষঃ।
আনীয়ানীয় চৈতা নিজ-হৃদি বিদধদ্ঘ্রাণসৌখ্যং দধানঃ
স্নিগ্ধং চৈচ্চ বিচিত্রমশনমুপদদৎ পালয়ন্ স্বেন ভাতি ॥ ৩১

এই ধেনুগণ, প্রতিটি কৃষ্ণের, বহিঃস্থিত প্রাণ হয়। যেহেতু সবার, সতত তৃপ্তিতে কৃষ্ণ তৃপ্তি উপজয় ॥ ধেনুর ক্ষুধাতে, ক্ষুধার বিকার, কৃষ্ণ নিজে বোধ করে। আনিয়া আনিয়া ধেনুগণে নিজ বক্ষে বারম্বার ধরে ॥ ঘ্রাণ করি হয়, আনন্দে বিভোর, করে দৃঢ় আলিঙ্গন। সুখাদ্য আনিয়া, ভোজন করায়, করি সরে অন্বেষণ ॥ হেন মতে প্রাণ সম ধেনুগণে সোহাগে পালন করি। শোভিছে আপনি, ধেনু পাল মাঝে, ব্রজের গোপাল হরি ॥

উস্রানাং প্রাণসাম্যং বহতি হরিরমূস্তং বিনা রিক্তচিত্তা-
শ্চিত্রপ্রায়াঃ সমন্তাদ্ যদিহ বনততি শ্রীনিভা বিস্ফুরন্তি।
তল্লাভাদ্ ঘ্রাণ দৃষ্টিশ্রবণ সরসন স্পর্শযোগাদ্ বলন্তে
কিন্তু স্যাচ্চিত্রমেতদ্বহিরুপবলিতং তেষু তং স্বাদয়ন্তি ॥ ৩২

বৃন্দাবনে ধেনুগণের জীবন, সদৃশ হয়েত হরি। বিনা শূন্য-চিত্ত হয় সবে, জীয়ে হরি মুখ হেরি। বন সমূহের, সুষমার মত, শোভাতে সজ্জিত হৈঞা। চৌদিকে চিত্রিত আলেখ্যের প্রায়, রহে সবে দাণ্ডাইয়া ॥ হরিরে পাইলে, দর্শন শ্রবণ, আঘ্রাণ লেহন স্পর্শে। উল্লাসিত হয়, বনে ধেনুগণ, চিত্তের প্রতুল হর্ষে ॥ কিন্তু এহো হয়, আশ্চর্যের কথা বাহিরে রহয়ে হরি। তথাপি তাহারে, আস্বাদন করে, ধেনুগণ বাঞ্ছা ভরি ॥

আহূতং কুরুতে হরিঃ সখিজনং সোঽপ্যেনমেবং তথা
ব্যক্তি শ্লিষ্যতি জিঘ্রতি প্রহসতি স্কন্ধং স্পৃশন্ কর্ষতি।
আস্তং তচ্চমহাদ্ভুতং শৃনুত ভো যদ্যন্তরং তর্ক্যতে
নৈবাত্মা পৃথগস্য চ ভবেদিত্যেব বিজ্ঞায়তে ॥ ৩৩

গোষ্ঠে বন্ধুগণে, আপন সমীপে, আহ্বান করিত হরি। বন্ধুগণে তারে, আহ্বান করিত, তদনুকরণ করি ॥ বন্ধুগণে করে, দৃঢ় আলিঙ্গন, আঘ্রাণোপহাস আর। স্কন্ধ স্পর্শ করি, আকর্ষণ তথা, করে হরি অনিবার ॥ এসব কাহিনী, ওহে শ্রোতাগণ, এহোত রহুক দূরে। মহাশ্চর্য এক করহ শ্রবণ, কহি চিত্তে যাহা স্ফুরে ॥ ৩৪

বদন্তি সখিসমূহঃ কৃষ্ণরামাবিতীদং কচিদপি বিনির্মায় প্রাহ তত্তচ্চ যুক্তম্।
কলয়ত যদিমাবপ্যাত্মনঃ স্থান এব স্ফুটমিহ বিদধাতে যন্মিথস্তত্র তত্র ॥ ৩৫

কৃষ্ণ আর তার বয়স্যগণের, হেরি ভিন্ন ভিন্ন দেহ। তা সবার আত্মা, পৃথক বলিয়া, তর্ক করে যদি কেহ। তবে কহি হেন, বোধগম্য হয়, আত্মা তার ভিন্ন নয়। কৃষ্ণের বিলাস, বিগ্রহ স্বরূপ, ব্রজ সখা সমুদয় ॥ সহচরগণ, কভু কভু রাম, কৃষ্ণ এই দুই নাম। ওলটপালট, করিয়া কহিত, কৃষ্ণরাম কৃষ্ণরাম ॥ এইত উভয় প্রকার উল্লেখ, উপযুক্ত গণ্য হয়। জানিছ তোমরা, পরমাত্মা স্থানে, স্থিত এই ভ্রাতৃদ্বয় ॥ তেঁই পরমাত্মা স্থানীয় এদোহে, পরস্পরে অনুক্ষণ। মিলিত হইয়া, তত্র তত্র করে, কার্য সুষ্ঠু সম্পাদন ॥ হেন মতে বৃন্দাবনে নন্দের নন্দন। সখাগণে সঙ্গে লৈঞা করে গোচারণ ॥ তদীয় বিমল পরিমল মাধুরীর। প্রবাহে ভরিল সর্বস্থান পৃথিবীর ॥ অতি দূরবর্ত্তী স্থানে বৃন্দাবনে আর। স্থিরচর বৃক্ষলতা জীবাত্মা সবার ॥ জীবাতু স্বরূপ রামকৃষ্ণ দুইজন। উপজীব্য হইবা বিহরে বৃন্দাবন ॥ বৃক্ষলতা পশু পক্ষী নরনারী যত। কৃষ্ণ বলরামে করে সেবন নিয়ত ॥ রাম কৃষ্ণ দুই ভাই সঙ্গে সখাবৃন্দ। বিহরে শ্রীবৃন্দাবনে করিয়া আনন্দ ॥ মহাপূর্ব দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারে। প্রমোদিত কৈল দৈবাবধি সবাকারে ॥ বৃন্দাবনে তরুলতা জীবাত্মা নিকর। সর্বাপেক্ষা সুখাধিক্য দেয় নিরন্তর ॥ অপরের পুণ্য কিংবা পুণ্য ফল হৈতে। অধিক নৈপুণ্য সবে লভিলা মহীতে ॥ সর্বসুখ প্রদায়িনী বংশী বৃন্দাবনে। ধন্য কৈল আপনারে আর সর্বজনে ॥

ইহার কারণ কহি করহ শ্রবণ। কৃষ্ণাধরামৃত বংশী করে বিতরণ ॥ ৩৬-৩৭

ন স্তবনং যন্ন বিহারমঙ্গলং নায়ং বিহারঃ শুভগীত ভূন্ন যঃ।
গীতং ন তদ্যন্ন হি বংশিকাকৃতং, বংশী ন সা কৃষ্ণ মুখানুগা ন যা ॥ ৩৮

বনে সেহ নহে, বিহার মঙ্গল, নাহিক সেইত স্থানে। বিহার নহেত, পরিপুষ্ট যাহা, নহে সুমঙ্গল গানে ॥ গান সেহ-নহে, যাহা নহে বংশী-রন্ধ্র বিনির্গত। বংশী নহে সেহ, যাহা নহে কৃষ্ণ মুখারবিন্দানুগত ॥ সেহ দিবসের এই মধুর বৃত্তান্ত। করহ এক্ষণে সবে কর্ণ গোচরান্ত ॥

উদীর্ণমুরলীকলঃ স্বগুণগাতৃ গোপাবৃত্তি র্বলেন সহিতঃ স্ফুরদ্বিবিধ মাধুরী বিস্তৃতিঃ।
রসার্দ্র মনিশস্মিতং তদতিহালভাজাং গবাং হিতং স্বজন চিত্তবদ্বন মথাবিশন্মাধবঃ ॥

মুরলীর মৃদু, মধুর কাকলি, দিকে দিকে বিস্তারিয়া। নিজগুণ গাথা মুখর বয়স্য-গণে পরিবৃত হৈঞা ॥ উল্লাসে স্ফুরিত বিবিধ মাধুরী, বিস্তারি রামের সাথে। অতি প্রীতি ভাগী, গাভী সমূহের, হিত কর সর্বমতে ॥ আত্মীয়গণের, চিত্তের মতন, রসসিক্ত হেন বনে। পশিল মাধব, হাসিতে হাসিতে, পরম আনন্দ মনে ॥ সেইত মাধব অতি প্রিয়জন ভানে। প্রবেশ করিল আমি সুরম্য কাননে। কমল কুলের আস্বাদন উপযুক্ত। গন্ধবাহী সমীরণ বহে হৈঞা মুক্ত ॥ তাহে আন্দোলিত নব পল্লব হস্ত দ্বারে। স্ফুরিত মাধুর্য প্রিয় বয়স্য সবারে ॥ বলদেব সহ আলিঙ্গিয়া ক্রোড়ে লৈঞা। ভৃঙ্গ খগ মৃগাদিকে স্বায়ত্ত করিয়া ॥ বিস্তারিয়া গুঞ্জন মিশ্রিত মঞ্জুহর খেলাতে প্রোৎফুল্ল সবে করিল মাধব ॥ কৌতুক বিশেষ সৃষ্টি করিবার তরে। ব্রজরাজ সুত তরে মৃদুহাস্য ভরে ॥ নিরখিয়া সবিস্ময়ে উৎপ্রেক্ষা সহিত। নিজ জ্যেষ্ঠ প্রতি করি আদর বিহিত ॥ নর্ম গন্ধ প্রবন্ধ বিস্তারি সেইক্ষণ। করিতে লাগিল বন সুষমা বর্ণন ॥ ৩৯-৪০

নূনং ভবান্ বিশ্বপতির্নমস্তি যদ্বলিং গৃহীত্বা তরবঃ পদং তব।
পঞ্চ প্রসূনাদি শতেন তন্নত প্রবাল শাখাশিখয়া স্পৃশন্তি তে ॥ ৪১

নিশ্চয় তুমিত, হও বিশ্বেশ্বর, দেখহ পাদপগণ। বনপুষ্প নানা, উপহারে তব, পূজা করে শ্রীচরণ ॥ প্রসূন শতেক, শোভিত উন্নত, পল্লব শাখাগ্র ভাগে। পরশ করিছে, চরণ তোমার, শাখাগণ অনুরাগে ॥

ত্বং রাজসে দেব! বনেহত্র সাম্প্রতং বয়ং ন পশ্যাম তথাপি তামসাঃ।
ইতীব চক্ষুষ্মতি জন্মলম্ভনং বৃক্ষাবৃণাশ্চরণং তবাশ্রিতাঃ ॥ ৪২

হে দেব তুমিত বিহার করিছ, অধুনা এইত বনে। নয়ন বিহীন, তামস এমোর, না হেরিনু তোমা ধনে ॥ এতেক কহিয়া, পাদপ নিকর, চক্ষুষ্মান নরকুলে। জনম লভিতে, আশ্রয় লইল, তব পাদপদ্ম মূলে ॥

গায়ন্তি ত্বাংষট্পদাশ্চানুযান্তঃ, শ্রীরোহিণ্যাঃ পুত্রমন্তর্হিতঞ্চ।
ইত্থং মিত্রাণ্যাহুরদ্রেহহমেবং, সর্বেশস্ত্বং নস্বমীসন্মুনীশাঃ ॥৪৩

রোহিণী নন্দন, বলরাম তুমি, অন্তরে নিহিত ছিত। পশ্চাতে ভ্রমিয়া, অলিকুল

গাহে, তোমারি মহিমাগীত ॥ এহেন কাহিনী মিত্রগণ মুখে আমিহ মানিও শুনি। বিশ্বেশ তুমি কি, নহ অলিকুল, নহে কি উত্তম মুনি ॥

সুরম্যং নৃত্যন্তিপ্রমদশিখিনঃ স্নেহবলিতং হরিণ্যঃ পশ্যন্তি স্ফুটমৃদুকলং বিভ্রতি পিকাঃ।
নটারামাঃ সূক্ত প্রপটনবিদঃ কাননসদামমীধন্যাযস্মাদ্বিদধতি তবারাদতিথিতাম্ ॥৪৪

মনোহর ভাবে, করিছে নর্তন, প্রমত্ত ময়ূরগণ, হরিণীরগণ সস্নেহ নয়নে, নেহারিছে ঘনে ঘন। করিছে প্রস্ফুট মধুর কাকলি পিককুল অনুক্ষণ। বন্য প্রাণী মধ্যে, ধন্য এই সব, পশু পক্ষী ভৃঙ্গগণ ॥ তোমারি সমীপে আতিথ্য লভিয়া নট শিখিবৃন্দ আর। সূক্ত পাঠ বেত্থ, কোকিল নিকর ধন্যে গণ্য অনিবার ॥

অঙ্ঘ্রিস্পর্শৈর্ধরিত্রী-গিরি-তৃণসরিতস্তে নখশ্রেণিলেখ-
শ্রীমচ্চিত্রৈর্বিচিত্রঃ দ্রুমসমুদয়গদ্যোত বীরুদ্বিভেদাঃ।
স্নিগ্ধেক্ষাভিশ্চ ধন্যা মৃগ বিহগ-গণাস্ত্বন্মহোভিস্তু যাতা
দীপ্তিঃ কাপ্যত্র গোপী ব্রততিরিয়মহো যৎস্পৃহা সা রমাপি ॥ ৪৫

এই ত ধরণী, পর্বত নিকর, প্রবাহিত নদনদী। তোমারি চরণ পরশ করিয়া, ধন্য হইল তৃণাবধি ॥ তব নখ পঙ্ক্তি-চিত্রিত শোভন-চিত্রে বিচিত্রিত অতি। ধন্য বৃন্দাবনে, বৃক্ষশ্রেণীগত, পুষ্পিত বিজুরী ভতি ॥ স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারে, ধন্য এই বনে, মৃগ বিহগের গণ। গোপীলতা নামে, প্রসিদ্ধ সারিবা লতা আছে এই বন ॥ চিত্তের দীপ্তিতে দীপ্ত হৈঞা ধন্য, হৈল এই লতাচয়। অনুরাগে দীপ্ত, চিত্ত কোন গোপী যূথ এথা বিহরয় ॥ যে স্পৃহাতে অহো, সৌন্দর্য সম্ভারে, হরির চরণ সেবি। অদ্যাপি এধায়, করিছে তপস্যা আপনি ইন্দিরা দেবী ॥ সেই স্পৃহা যেই, গোপিকা নিকর, হিয়ার মাঝারে ধরি। বিহার এ বনে, ধন্য ধন্য বলি, তাসবারে মনে করি ॥ হেনমতে কৃষ্ণ সব সহচরগণে। হসিত সহিত কৌতুক বচনে ॥ মহানন্দ সুখে চিত্ত উদ্ভাসিত কৈল। বৃন্দাবন বনশোভা সব দেখাইল ॥ পশুগণে লৈঞা তবে সাতিশয় ধীরে। উপনীত হইল মানস গঙ্গাতীরে ॥ সেথা যাঞা বন্ধুবর্গ সঙ্গে সাতিশয়। বিহারে নিমগ্ন হৈল সানন্দ হৃদয় ॥ এবে প্রাত্যহিক প্রায় কৃষ্ণের চরিত্র। বর্ণিব বিস্তার করি সভামধ্যে অত্র ॥ ৪৬-৪৭

রমতে রামং পরিতঃ কৃষ্ণঃ। সখিগণ গীত গুণেষু সতৃষ্ণঃ ॥
অনুগায়তি পিক ষট্পদগানম্। পরিজল্পতি শুকহংস সমানম্ ॥
এবং চক্র চকোর বকাদি। অনুরৌতি স্ফুটহাস বিবাদি ॥
দ্বীপি মুখার্পিতভীতি পশূনাম্। কৃতিমিবি সৃজতি তন্নায় শিশূনাম্ ॥
পক্ষীমৃগাদিকমহরহরচনম্। বিরচিত নামভিরাহ চ সকলম্ ॥
ভ্রমতি সখা যদি তস্মিন্ কোঽপি। কথতি বিহসন্ প্রণয়মুতাপি ॥
দূরগ পশুমাহ্বয়তি চ নাম্না। কৃত গো গোপ মনোরমসাম্না ॥
গব্যাহূতৌ শিখিনাং হূতিঃ। জাতা যদসৌ ঘন কতিভূতিঃ ॥
ব্যতি যুঞ্জানো ভ্রাত্রা স্বকরম্। শংসতি হসতি সখীহিত নিকরম্ ॥

সখিভির্বিশ্রময়য়মার্যম্। প্রণয়তি তৎপদ লালন কার্য্যম্ ॥
সুললিত পল্লব তল্পবিধানঃ। সুহৃদুরুস্থির মূর্দ্ধনিধানঃ ॥
কেলিশ্রমমহদকৃতশয়নেহঃ। পুণ্যজমৈকপবীজিত দেহঃ ॥
অত্র চ কৈরপি লালিতচরণঃ। অপ্যর্তৃম্মাগ্রদ পরিচরণঃ ॥
যঃ স্নিগ্ধানাং গান বিনোদৈঃ। নিদ্রামিতবান্ স্বরকৃতমোদৈঃ ॥
স্মরতাং তন্মঃ কিমপি মনঃস্থম্। সময়ং সহতে নাত্যাবস্থম্ ॥
বয়মিহ কে বা লুব্ধমনাঃ। লুব্ধ যস্মিন্ শুকমুখ ধন্যাঃ ॥ ৪৮

বৃন্দাবনে বনে. বলরামে বেড়ি. বিহার করয়ে কৃষ্ণ। সখাগণমুখে গুণের বর্ণন,. শুনিতে হইয়া তৃষ্ণ। শুনিয়া কোকিল ভ্রমরের গান, পশ্চাত সেইত গীত। করয়ে আপনি, কণ্ঠস্বর করি ; সেইমত যথোচিত ॥ শুকসম কহে, জল্পিত বচন, হংসের সমান আর। করকর রবে করয়ে সহাস্যে, কোলাহল অনিবার। সরসী সমীপে, চক্রবাক আর চকোর বকাদি সঙ্গে। সহাস্যে বিবাদ করে অনুরূপ, কণ্ঠস্বর করি রঙ্গে ॥ শিশুগণে ভয়. দেখাইতে কৃষ্ণ, ভীতিগ্রস্ত ব্যাঘ্র মুখে। পশুর সমান, চীৎকার সৃজন, করয়ে পরম সুখে, পশুপক্ষীভৃঙ্গ। পর্বতনিকরে. বিরচিত নাম ধরি। সবারে আহ্বান, পরম প্রমোদে, অহরহ করে হরি ॥ যদি কোন সখা, ভ্রান্ত পথে করে, ভ্রমণ গভীর বনে। তবে আকর্ষণ করয়ে তাহারে, হাস্য করি প্রীত মনে ॥ দূরে গত শিশু, আর গোপশিশু গণের ধরিয়া নাম। আহ্বান করয়ে, সুমধুর কণ্ঠে, নিজ ঠাঞি অবিরাম ॥ জলদগর্জন, সম কণ্ঠস্বরে গভীর আহ্বানকালে। শিখিগণ মানি. আপন আহ্বান. নৃত্য করে তালে তালে ॥ কৃষ্ণ বলরাম, সহোদরদ্বয়। আপন আপন. করিয়া ধারণ, করে কভু পর পর ॥ বয়স্যবর্গের চেষ্টিত বিধয়সমূহ দর্শন করি। কভু হাস্য করে কভুবা প্রশংসা, মুক্তকণ্ঠে করে হরি ॥ আর্য বলদেব, সখাগণদ্বারে, তাহার বিশ্রাম সুখ। বিধবা করিয়া চরণ সেবনে, রহে নিজে সমুৎসুক ॥ শয়ন করয়ে, কোমল পল্লব বিরচিত অল্পোপরে। কভু বন্ধুজন, উরুতে মস্তক. রাখিয়া শয়ন করে ॥ কেলি শ্রান্ত হৈঞা, বিশ্রাম বাসন, করয়ে যবেত সেহ। কৃতপুণ্য পুঞ্জ, সখাগণ তবে. বীজন করয়ে দেহ ॥ সেইত সময়ে, চরণ সেবন, করে কোন কোন জন। তাহার চরণ, সেবনে উদগ্রীব. সদা যে সবার মন ॥ বন্ধুগণ কৃত সঙ্গীত বিনোদে, স্বরালাপ সুখ ভরে। যে জনা করয়ে, নিদ্রা সুখ ভোগ, বৃন্দাবনে বনান্তরে ॥ অতএব কৃষ্ণলীলা-ধ্যানকারী. যে সবার চিত্তগত। সময়ের নাহি. সহে অনাবস্থা, কোনভাব বিশেষতঃ ॥ অত্র লুব্ধচিত্ত, শ্রীশুকদেবাদি, মহাত্মার গণ ধন্য। সেথা লুব্ধমন, এ মোরা সবাই, অতীব সামান্য গণ্য ॥ এহেন নিয়মে কৃষ্ণলীলা মনোহর। অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল অতঃপর ॥ পূর্বেকার মত গৃহ হৈতে সংগৃহীত। ফলমূল মিষ্টান্নাদি মিষ্ট দ্রব্য যত ॥ ভোজ্যদ্রব্য বৃক্ষশাখে রজ্জুবদ্ধ করি। ধেনুগণে চালিত পালিত কৈল হরি ॥ তবে সমবয়ো বন্ধুগণ সঙ্গে আর। রাম সঙ্গে মিলিয়া সেথায় পুনর্বার ॥ করিতে লাগিল ধেনুগণের অপেক্ষা। ধেনুগণ ক্রমে ক্রমে আসি দিল দেখা ॥ তবে তা সবারে লৈঞা

ব্রজেন্দ্র নন্দন। ব্রজের সমীপ স্থানে কৈল আগমন ॥ সেথা যাঞা বৎস আর তর্ণকের গণে। বান্ধিয়া রাখিল পূর্ববৎ ভিন্ন স্থানে ॥ স্ত্রী জাতীয় ধেনুগণে মধ্যে অতঃপর। ঋতুমতী তথা বৃষাক্রান্ত গো নিকর। প্রথম গর্ভিনী নব প্রসূতা যে আর। চির প্রসূতা তথা প্রসূতা একবার ॥ বহু সূতা প্রতিবর্ষ প্রসূতা যে হয়। উত্তমা কপিলা বন্ধ্যা কামধেনু চয় ॥ পৃথক পৃথক ভাবে স্বস্থানে তখন। স্থাপিত করিল শীঘ্র ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ গঙ্গাকালিন্দ্যাদি নামে খ্যাত গাভীগণে। স্থাপন করিল পূর্ববৎ নিজ স্থানে ॥ পুরুষ ধেনুর মধ্যে মহাবৃষ আর। বৎসর স্বল্প ককুৎ পূর্ণ ককুৎ যার ॥ জরদ্গব আর যুগ বহনে নিযুক্ত। সিকতা বাহক শকট বহনোপযুক্ত ॥ লাঙ্গল বাহক তথা কৃত্রিম লাঙ্গলে। আবদ্ধ বৃষের গণে ক্রমশ সকলে ॥ হংস করণ্ডাদি নামে বিখ্যাত ভুবনে। কোটি সংখ্যাধিক বৃষে স্থাপিল স্ব স্থানে ॥ তন্মধ্যে নাসিকা বিদ্ধ সেই বৃষগণ। তাসবারে কৈল দৃঢ় কীলকে বন্ধন ॥ তবে পূর্ব পূর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের সাথে। ব্রজবাসিগণ মাঙ্গলিক দ্রব্য হাতে ॥ বিপ্রগণ আর ভূপগণ পুরঃসর। আসিল কৃষ্ণের ঠাঞি হৈঞা অগ্রসর ॥ নীরাজন করি পশুপালরাম সহ। গোপালে আনিল গৃহে করিয়া আগ্রহ ॥ সুখে পূর্ণ মাতা আর অন্য নারীগণ। পতি পুত্র সঙ্গে সেথা করি আগমন ॥ অতীব সুন্দর ভাবে লালন করিয়া। করিল প্রসন্ন সবে গোপালের হিয়া ॥ ক্ষণকাল সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া। নির্গত হইল গাভী দোহন লাগিয়া ॥ রমণীয় পাত্র দুগ্ধ করিতে দোহন। কিঙ্করের গণ দ্বারে কৈল আহরণ ॥ গোষ্ঠ মধ্যে পাত্র সব স্থাপন করিল। আজ্ঞা লভিবারে পিতৃ সমীপে আইল ॥ মহাযশোময় গোপবৃন্দে সবেষ্টিত। রম্যাসনে ব্রজরাজ আছে অধিষ্ঠিত ॥ তার আজ্ঞা লৈঞা বৎস মোচনের তরে। আদেশ করিল কৃষ্ণকিঙ্কর নিকরে ॥ ধেনুগণ মধ্যে কৃষ্ণ উপবেশন করিয়া। স্বস্তি বাসনাদি কর্মসব সমাপিয়া ॥ সর্বচিত্ত বিমোহন গোদোহন নাম। শুভকার্য আরম্ভ করিল গুণধাম ॥ তন্মধ্যে ভবন হৈতে গোদোহন তরে। নির্গত হইল যথা কৃষ্ণ হর্ষ ভরে ॥ ৫১

হাটকলকুটীপাণি র্মণিচিতনির্যোগ রাজদুষ্ণীষঃ।
জিতগজরাজবিলাসঃ সবলঃ কৃষ্ণ যযৌ গোষ্ঠম্ ॥ ৫২

হস্তে স্বর্ণ যষ্টিভ উষ্ণীষে জড়িত, গোবন্ধন রত্ন ডোরি। রাম সঙ্গে জিত গজরাজ গতি, গোষ্ঠে যাত্রা কৈল হরি ॥ অতঃপর কৃষ্ণ বলরাম দুইজন। আরম্ভ করিল যথা গোষ্ঠে গোদোহন ॥

শ্রীমৎ পট্টবটাগ্রমৌক্তি-কলসন্নির্যোগরাজৎকচৌ
গাঢ়ানদ্ধ বরাম্বরীয় রুচিভিশ্চিত্রাধরাঙ্গশ্রিয়ৌ।
ঊর্দ্ধস্ফিক্ষিতি সংহিতাগ্র চরণৌ জানুদ্বয়াক্ত স্থিত-
স্বর্ণামত্রধরৌ সিতাসিতত্তদ্গ্ধযেন্দুর্জ হাতে স্ব তৌ ॥ ৫৩

সুষমা বিশিষ্ট, পট্টডোরি তাহে, শোভে মুক্তা অবিরাম। সেই গো বন্ধন, ডোরিতে শোভিত, উভয়ের কেশদাম ॥ দৃঢ়বদ্ধ মহামূল্য পরিধেয়, বস্ত্রের সুষমা ভরে। উভয় ভ্রাতার, নাভির নিম্নার্দ্ধে অঙ্গ ঝলমল করে, চরণাগ্রভাগ, ভূতলে প্রোথিত ॥

ঊর্দ্ধোন্নত জানু মাঝে। সুবর্ণ নির্ম্মিত, অতীব সুন্দর, গোদোহন পাত্ররাজে ॥ গোপের নিবাসে, গোপালের বেশে, সিতাসিত দুই তনু। রামকৃষ্ণ ব্রজে, পরম প্রমোদে দোহন করয়ে ধেনু ॥ যাহার ওলান হয় ঘটের মতন। ঘটোরী তাহারে কহে পণ্ডিতের গণ ॥ এহেন ঘটোরী ধেনুগণে সেইক্ষণ। না করিলেও কৃষ্ণ অতীব দোহন ॥ প্রতি ধেনু সাতিশয় দুগ্ধ দান কৈল। বৎসগণে রাখিবারে ভৃত্য হস্তে দিল ॥ ভাঁড়ে ভাঁড়ে দুগ্ধ রাখি পিতৃ সন্নিধানে। কৃতাঞ্জলি পুটে দাণ্ডাইল দুইজনে ॥ দূরেস্থিত তবে দুই ভ্রাতারে সাদরে। নন্দ মহারাজ সাতিশয় স্নেহভরে ॥ তদীয় তুরীয় কক্ষা পূরিত চাতুরী। নিরীক্ষণ সুখে ক্ষণকাল স্তব করি ॥ ভূয়োভূয় আহ্বান করিয়া হৃষ্ট মনে। বসাইল দক্ষিণে বামেতে দুইজনে ॥৫৪

অক্ষ্ণা তস্যাপসব্যেন সব্যং তচ্চক্ষুষে বলাৎ।
অপি সব্যেনাপসব্যং রামং কৃষ্ণং দিদৃক্ষুণা ॥৫৫

নন্দের নয়ন, রামকৃষ্ণ দুই ভ্রাতারে দর্শন তরে। দক্ষিণে বামেতে, যুগপৎ দুই, দিকেতে ভ্রমণ করে ॥ দক্ষিণ নয়ন, হেরে বামভাগে, বলরাম মুখচন্দ্র। বাম নেত্র হেরে, দক্ষিণ দিশাতে, কৃষ্ণের মুখারবিন্দ ॥

একহেতুময়মেব লোচনে দ্বে চ বাষ্পমপরত্র বিন্দতঃ।
রামকৃষ্ণ যুগপৎ বিলোচনে তে তু গোপনৃপতের্যথাযথম্ ॥ ৫৬

রামকৃষ্ণ দুই, জনে যথাযথ, একই সময়ে দেখি। একই কারণে, সজল হইল, নন্দের যুগল আঁখি ॥

সব্যমক্ষিতনুজাদ্ব্রজেশিতু র্ভ্রাতৃজাৎ পুনরসব্যমস্রবৎ।
যত্র মানসমপি স্বয়ং দ্বিধাভিদ্যতাশ্রুমিষমিত্য বুধ্যত ॥ ৫৭

নিজ পুত্রে হেরি, ব্রজভূপতির, বামনেত্র হৈতে আর। দক্ষিণ নয়নে, ভ্রাতুষ্পাত্রে হেরি, বহিল অশ্রুর ধার ॥ দুই নেত্রে অশ্রু বর্ষণের ছলে, হেন অনুভব হৈল। চিত্ত সেহ স্বয়ং দুইত বিভক্ত, স্বরূপ ধারণ কৈল ॥

অয়িমানয়িমান কুর্বন্নস্ত্যানস্ত্যান্ সমৈঃ সমম্।
সোঽভিতো রামকৃষ্ণাভ্যাং শোভিতো গৃহমাযযৌ ॥ ৫৮

তদ্দেশীয় ভাষা, অয়িমানয়িমান এইত সঙ্কেত রবে। আইস আইস বলি, ব্রজেশ তখন, আহ্বান করিল সবে ॥ প্রধান প্রধান, গোপগণে অগ্রে পশ্চাতে অবরগণে। সমভাবে সর্ব জনারে লইয়া, রামকৃষ্ণ দুইজনে ॥ নিজ দুই পার্শ্বে, গ্রহণ করত, পরম হর্ষিত মতি। গোদোহান্তে গৃহে, আগমন কৈল, আভীর কুলের পতি ॥ গৃহে আসিল ব্রজরাজ আত্মীয়ের গণে। আপ্যায়িত কৈল মিষ্ট দ্রব্য বিতরণে ॥ শিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যদি আনন্দিত হৈল। রামকৃষ্ণ তবে নিজ ভবনে পশিল ॥ সুরম্য শয্যায় কৈল উভয়ে শয়ন। জননী যুগলে করে সস্নেহে লালন ॥ কিঙ্করের গণ করে পাদ সম্বাহন। নিদ্রিত হইল রামকৃষ্ণ দুইজন ॥ অতঃপর স্নিগ্ধ কণ্ঠ কৃতাঞ্জলি হৈঞা। কহিতে লাগিল কথা সমাপ্তি লাগিয়া ॥

ঈদৃশ স্তনয়োজাত স্তব গোপ ধরাপতে।
শুকোঽপি যাতি যৎকীর্ত্তিং গায়ন্নে বা স্ববিস্মৃতিম্ ॥

নির্গুণে নিষ্ঠিত মতি শুকদেব, সেই কীর্ত্তিরাশি যার। কীর্ত্তন করিয়া, হয়েত বিস্মৃত, আত্মজ্ঞান আপনার ॥ ঈদৃশ তনয়, জন্মিল তোমার, ওহে গোপ ভূমি পতি। যার কীর্ত্তিরাশি কীর্তনে শ্রবণে, বিমুগ্ধ করয়ে মতি ॥ শ্রীদামাদি ব্রজে কৃষ্ণ বয়স্ত সবায়। এহেন আশ্চর্য সুখপ্রদ কথাসার ॥ বিস্তারিত ভাবে সবে শ্রবণ করিল। লীলা সঙ্গে নন্দ বাহ্য বৃত্তি পাশরিল ॥ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সবে কৈল অবস্থান। অতঃপর সেই দুই সূতের সন্তান ॥ যথাবিধি কৃতাঞ্জলি হৈঞা দাণ্ডাইল। বহুক্ষণ পরে নন্দ প্রকৃতিস্থ হৈল ॥ তবে পূর্ব নিয়মে সম্প্রীতি সহকারে। বহুবিধ বস্ত্র দান করিয়া দোহারে ॥ স্বস্থানে প্রস্থানে দোহে কৈল ব্রজরাজ। নিজ নিজ গৃহে গেল সদস্য সমাজ ॥ ৬২-৬৩

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু গোচারণ প্রচারণং নাম দ্বাদশং পূরণম্ ॥ ১২

শ্রীমাধ্ব গোড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামী বর। শ্রীগোপাল চম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধাগর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ শ্রীগোপাল চম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥

ত্রয়োদশং পূরণম্ ॥ (কালীয় দমন)

তবে পূর্বমত অতি প্রভাত সময়। শ্রীমান ব্রজরাজ সানন্দ হৃদয় ॥ হইল বিরাজমান সজ্জিত সভাতে। উৎকর্ণ সবাই কৃষ্ণ চরিত্র শুনিতে ॥ কৃষ্ণ কথা বর্ণিবার তরে সমুৎকণ্ঠ। নিজ মনে মনে চিন্তা কৈল মধুকণ্ঠ ॥ ব্যাসের নন্দন শুকদেব সুনিশ্চয়। গোধন চারণ অবসরের সময় ॥ লীলাসাম্যে তৃণাবর্ত্ত বধের মতন। পূর্বেই ধেনুক বধ করিল বর্ণন ॥ বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু পৌগণ্ড দশায়। আবেশে বর্ণিল বেদ বুদ্ধিতে অপার ॥ ভবনে প্রবেশ সেই দিবসাবসানে। কহিল কৈশোরদশা আংশিক বর্ণনে ॥ হরিবংশতে এইত তাপস পরাশর। কালিয়দমন লীলা বর্ণনের পর ॥ দমিতে সর্পরাজেতু ইত্যাদি বচনে। ধেনুক বধের কথা করিল বর্ণনে ॥ সুস্পষ্ট ভাবেও এই তথ্য ব্যক্ত হয়। বিচারিলে হেন কথা জানিয়ে নিশ্চয় ॥ কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে। গোচারণারম্ভ হৈল সেই দিন হৈতে ॥ এহেন বচন পদ্ম পুরাণের মাঝে। সুস্পষ্টস্বরূপে উপযুক্ত উক্ত আছে ॥ যেই কালে তাল ফল পরিপক্ক হয়। সেই মাসে জনগণ ভাদ্র মাস কয় ॥ হইল সেইত মাসে ধেনুক নিধন। তৎপূর্বে কহিব এবে কালিয় দমন ॥ এতেক চিন্তিয়া মধুকণ্ঠ অতঃপর বর্ণিতে আরম্ভ কৈল লীলা মনোহর ॥ ১-২

কবয়ো যে ভুবি খ্যাতাস্ত এবাকবয়ো মতাঃ। সুখমায়াস্যতীত্যেবং সুদুঃখং বর্ণয়ন্ত্যমী ॥

কবি নামে এই, ভুবন মাঝারে বিখ্যাত সে সবজন। নিশ্চয় অকবি, হয়েত তাহারা, কবি নহে কদাচন ॥ সুখের আশাতে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্ণিল সবে। রস সৃষ্টি দ্বারে চিত্ত করে তৃপ্ত, সে যথার্থ কবি ভবে ॥৩

সুখং বা বীর্যং বা তদিহ পরমং যৎপ্রতিসুখং প্রতীপং নির্জিত্যানবরতমতুল্যং বিজয়তে। কবিশ্চ শ্রেয়ান্ স স্ফুরতি খলু যত্তৎপরতয়া সদাতত্তদ্গায়ন্নপি ন পরিতস্তৃপ্যাতিতরাম্ ॥ ৪

এইত বিষয়ে, সাতিশয় সুখ, কিংবা বীর্য সাতিশয়। যাহাই হউক, সম্মুখস্থ বিঘ্ন, যে জনা করিয়া জয়॥ উৎকর্ষ স্বরূপে, বিদ্যমান রহে, তদগত হৃদয়ে নিত্য। তত্তদা বিষয়ে কীর্ত্তনেও পরিতৃপ্ত নাহি হয় চিত্ত॥ শ্রেয়স্কররূপে, সেই কবি সদা স্ফুর্ত্তি পায় ধরা পরে। যথার্থ সে কবি তারগুণ সবে, নিরন্তর গান করে॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণের কালিয় দমন। হইলেও আপাততঃ দুঃসহে গণন॥ ভবিষ্যতে বর্ণিতব্য যে সব বিষয়ে। উপজিবে বহু সুখ বর্ণন সময়ে॥ কালিয়দমন হয় সহচর তার। তেই এই চরিত্র বর্ণিব এইবার॥ শ্রবণ করহ সবে এতেক কহিয়া। মধুকণ্ঠ কহে লীলা কম্পান্বিত হৈঞা॥ কালিয়নাগের গৃহরূপ জলাশয়। পরিহরি দূরে দূরে ধেনু সমুদয়॥ চারিদিকে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বলরাম নিশ্চিত এহেন আদেশিল॥ শ্রীব্রজেশ্বরীর শিক্ষাপ্রথা অনুসারে। কালিয়নাগের বাস হ্রদ দেখিবারে॥ কৃষ্ণের হৃদয়ে যেই আশা বহু দিন। গুপ্ত ছিল তাহা কভু না হইল ক্ষীণ॥ জন্মাবধি বহুতর কৌতুহল ভরে। দুর্জনের তেজ সহ না করি অন্তরে॥ তেজস্বিতা বল ছিল এইত কারণ। দেখিতে কালিয় হ্রদ লুব্ধ হৈল মন॥ হেনমতে দিন যায় একদিন তত্র। শ্রবণানামক রামজনম নক্ষত্র॥ একাদিন অনাহূত অতিথির প্রায়। উপনীত হৈল আসি ব্রজের সভায়॥ সেইদিন বলরাম হর্ষপদ যত। মাঙ্গলিক স্নানাদি সৎকার্যে হৈঞা রত॥ অন্য অন্য শুভ কার্য সম্পাদন তরে। বাধ্য হৈঞা অবস্থান কৈল গিয়া ঘরে॥ সেইকালে অভিনব ধেনু কতিপয়। আসন্ন প্রসবা যারা হয় সাতিশয়॥ তাসবার রক্ষা হয় কর্ত্তব্য আপন। শ্রীদামের বন্ধু কৃষ্ণ চিন্তিয়া ঐ ক্ষণ॥ বিনা বলরামে অন্য সহচরগণে। বেষ্টিত হৈয়া প্রবেশিল ক্ষুদ্র বনে॥ কিন্তু ভোজনের কাল হৈল উপনীত। প্রতিজ্ঞা করিয়া লব্ধ বঞ্চনা সহিত॥ অপরের প্রতি যাহা যমতুল্য হয়। যাহাতে গরল পুঞ্জ সঞ্চিত আছয়॥ কালকূট পূর্ণ কালিন্দীর হ্রদ প্রতি। কৃষ্ণ সুধা সিন্ধুযাত্রা কৈল শীঘ্রগতি॥ তন্মধ্যে প্রধান গোপকুমারের গণ। ধেনু গণে লৈঞা অগ্রে করিল গমন॥ যেইস্থানে পূর্বে কদাপিহ ধেনুগণ। যাইয়া নাহিক কৈল তৃণাদি ভক্ষণ॥ গোলকার বিরহিত নব বন ভাগ। দেখিয়া জন্মিল মহা কৌতুকানুরাগ॥ সখাগণ সেথা কিছু বিলম্ব করিল। ধেনুগণ আগুসরি চলীতে লাগিল॥ গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ তৃষ্ণা না যায় সহন। ব্যাকুল হইল অগ্রগামী ধেনুগণ॥ কালিয়ের বিষাকুল বারিপান কৈল। পান মাত্রে অচেতন ভূমিতে পড়িল॥ ক্ষণপরে সখাগণ হৈঞা অগ্রসর। সেই দৃশ্য দেখি শোকে হৈঞা কাতর॥ দেহত্যাগ করিবার বাঞ্ছা করি তবে। সেই বারি পানে মূর্ছা প্রাপ্ত হৈল সবে॥ শ্রীযোগমায়ার এহো বিঘ্ন বিরহিত। উপায় কেবল লীলা করে সুনিশ্চিত॥ সে উপায় দুষ্টবর্গে নিধনের তরে। অসম্ভব বিষয়েও সুসম্ভব করে॥ তবেত মুহূর্তকাল বিগত না হৈতে। সব খবর জায় কৃষ্ণ আইল সে পথে॥ সখা আর গাভীগণে মূর্ছিত হেরিয়া। সাতিশয় ব্যথান্বিত হৈল তার হিয়া॥ দেহ অঙ্গ কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হৈল। বিলাপ করিয়া তবে কহিতে লাগিল॥ ৫-১২

যা গাবঃ খলু দেবতাস্তত্র সদাস্মাকমুচ্চৈস্তরাং
যে বালাশ্চ সদৈব জীবতুলিতস্তেহমী বিপন্নাঃ পুরঃ।
হা হন্ত! স্বয়মস্মি তৎসহচরঃ কিং ভ্রাতরং মাতরং
তাতং সর্বজনঞ্চ বচ্মি মম ধিক্ চাপল্যতঃ সাহসম্ ॥ ১৩

মোসবার মত বৃন্দাবন বাসি সবাকার সুনিশ্চয়। দেবতার তুল্য, হয় সাতিশয়, সেই ধেনু সমুদয়॥ এইত বালকবৃন্দ প্রাণতুল্য, মোর সদা মনে করি। বিপন্ন হইয়া পুরোভাগে সবে, আছয়ে ভূতলে পড়ি॥ হায় হায় আমি, নিজে তাসবার চির লীলা সহচর। ব্রজে আছে এই, বালক বৃন্দের, পিতামাতা সহোদর॥ গৃহে যাঞা আমি, তাসবার ঠাঞি কি কহিব সমাচার। চাপল্য বশতঃ, মোর দুঃসাহসে, হায়ধিক্ শতবার॥ ব্রজকুল চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়। দুঃখে দ্রুত বিগলিত হৈল সাতিশয়॥ ক্রমশ সবার প্রতি দৃষ্টিপাত কৈল। দেখিয়া করুণ দৃশ্য চিত্ত দ্রব হৈল। অনুতাপ সারাংশ জনিত নেত্রবারি। করিতে লাগিল ওষ্ঠাধর আর্দ্র করি॥ তাহে সিক্ত হৈঞা মহী অঙ্কুরিত হৈল। গো গোপ সবারে সুধা হৈঞা জীয়াইল॥ কিন্তু দৈত্য বৈরি কৃষ্ণ নিজ সন্নিহিত। স্থানে যাইবার অভিলাষে দূরস্থিত॥ ধেনু আর বালকগণের চৈতন্যতা। বহুক্ষণ জানিতে না পারিল সে কথা॥ বিলম্বে জানিয়া সবে কৈল সচেতন। উঠিয়া বসিল গাভী আর সখাগণ॥ বহুক্ষণাবধি সবে মোহাচ্ছন্ন ছিল। সকরণ শক্তি কেহ নাহিক লভিল॥ অঘনামা নাগের বিষম বিষ হৈতে। মোহাচ্ছন্ন সবারে জীয়াইল দৃষ্টিপাতে॥ সেইত অঘারি কৃষ্ণে সন্নিহিত স্থলে। ভ্রমণ করিতে তবে দেখিল সকলে॥ চৈতন্যের মূল তিঁহো এইত নিশ্চয়। কহিল বালকগণ আপন হৃদয়॥ বিলপিত বেশভূষা সখা সর্বজনে। এক স্থানে অবস্থিত হেরি সেইক্ষণে॥ যুগপৎ সবারে করিয়া আকর্ষণ। একে একে কৃষ্ণ সবে কৈল আলিঙ্গন॥ কার্যত একই কালে সবে আলিঙ্গিল। মহৈশ্বর্য এই কার্যে প্রকট হইল॥ উক্ত আছে এই দিব্য গুণ গণ তার। উৎপত্তিক নামে খ্যাত হয় অনিবার॥ কার্যবশে যথা কালে সমুৎপন্ন হয়। যুক্তি কিংবা তর্কে অনুভব যোগ্য নয়॥ কার্যবশে তত্র এককালীনের মত। আকস্মিক ভাবে ইহা হয়েত বেকত॥ অতঃপর কৃষ্ণসহ বালকের গণে। মিলন হইল যথা কহি এই ক্ষণে॥ ১৪-১৭

দৃষ্টির্বাষ্পমিতা তনুস্তিমিততানন্তমতির্লীনতা
মিথঃ সঙ্গতিসাধনে তু নিখিলেহপ্যভীষ্টং গতে ব্যর্থতাম্।
কিং সৌখ্যং কিমসৌখ্যমেতদিতি চ স্ফূর্তিং বিনাবস্থিতৌ
কঞ্চিৎ কোহপি ন কিঞ্চিদুক্তিযুগ্মং তিপ্রবৃক্তশ্চিরম্ ॥ ১৮

দৃষ্টি বাষ্পাকুল, শরীর নিস্তব্ধ আন্তরিক বৃত্তিলীন। এহেন নিখিল, মিলন সাধনে, বৃথাশা অতীব ক্ষীণ॥ স্ফূর্তি ব্যতিরেকে, বুঝিতে না পারি সুখ কিংবা দুঃখ এহ॥ বহুক্ষণাবধি, ছাড়িতে নারিল কাহাকেও তবে কেহ॥ কৃষ্ণের সহিত গাভীগণের মিলন। যেমতি হইল তাহা করিয়ে বর্ণন॥

গাবো হুংকৃতিঘোষণ বলম্বিতাঃ কৃষ্ণং লিহন্ত্যশ্চিরা-
স্তদ্বাহুদ্বয় বেষ্টনেন বিলসৎ কণ্ঠ্যঃ সমুৎকণ্ঠিতাঃ
যত্নাত্ত্যাজিত তদ্গ্রহাশ্চ পশুপৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ তস্মুশ্চিরং
তাস্তদ্বক্ত্র সুধাকরদ্যুতিসুধাপীতাবতৃপ্তেক্ষণাঃ ॥ ১৯

কৃষ্ণে নিরখিয়া ধাইয়া আসিল, সহুঙ্কারে গাভীগণ। শ্রী অঙ্গলেহন, করিতে লাগিল, মহানন্দে সেইক্ষণ॥ কৃষ্ণবাহুদ্বয়-বেষ্টনে শোভিত কণ্ঠ সেই গাভীগণে। রাখালেরগণ, যুক্ত করি চেষ্টা, কৈল চালাইতে বনে॥ কৃষ্ণমুখ বিধু, কান্তি সুধা পিঞা, অতৃপ্ত লোচনে তবে। বহুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল, সমুদ্বিগ্ন গাভী সবে॥ এহেন ঘটিলে একভাব বিশেষ। কৃষ্ণের হৃদয়ে উপজিল সবিশেষ॥ যমুনা নদীর দুই তীরে অবস্থিত স্থাবর জঙ্গমে দুঃখ দেয় অবিরত॥ এহেন কলিয়নাগে দূর করিবারে। যদ্যপিহ বাঞ্ছা কৃষ্ণ কৈল বারে বারে॥ তথাপিহ তৎপত্নীগণের নিকট। লজ্জাভরে কার্যে নাহি করিল প্রকট॥ বহুকাল মৌন ধরি অবস্থান কৈল। ইদানীং কিন্তু মহা বিপদ ঘটিল॥ বিষবারি পিঞা গাভী আর সখাগণ। মৃত্যুমুখে পতিত হইল সর্বজন॥ অসহিষ্ণু হৈঞা ইথে কৃষ্ণের অন্তরে। বাড়িল বর্দ্ধিষ্ণু ক্রোধ উত্তম প্রকারে॥ অভিলাষ গুপ্ত করি শ্রীকৃষ্ণ তখন। সখাগণে কহে শুন বয়স্যের গণ॥ জলকুম্ভ স্তম্ভ বিদ্যা প্রয়োগ কারণে। যমুনাতে হ্রদ দেখা দিল এই স্থানে॥ আপন ভবনে এথা বৈসে ভয়ঙ্কর। দেখহ কালিয় নামে এক বিষধর॥ সেই সর্প দুষ্টভাবে নিষ্ঠীবন করে। তাহে বিষজ্বালা জলে অধিক সঞ্চরে॥ সেইত জ্বালাতে চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী যত। দেশ গ্রাম দগ্ধপ্রায় হয় অবিরত॥ পক্ষী যদি হ্রদের উপর উড়ি যায়। দগ্ধ হৈঞা পড়ে তবে বিষের জ্বালায়॥ দেখহ আপন নেত্রে বয়স্যের গণ। কালিয়ের ভয়ে ভীত বিহঙ্গের গণ॥ তা সবার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া। পড়িতেছে যেন হ্রদ মাঝারে যাইয়া॥ কোন দিন আর নাহি হইবে বাহির। এহেন বিষাক্ত হয় এ হ্রদের নীর॥ এই যে কদম্ব বৃক্ষ করিছ দর্শন। করিলেও বিষজ্বালা ভোগ অনুক্ষণ॥ গরুড় অমৃত সেক করিল ইহাতে। তেইত অদ্যাপি শোভে রম্য পত্রাদিকে॥ একাকী শোভয়ে এই বৃক্ষ এইস্থানে॥ অন্যবৃক্ষ ধ্বংস হৈল বিষের জ্বলনে॥ অতএব এইত কদম্ব বৃক্ষ সাথে। আছয়ে কোটর গৃহ সুধা আছে তাথে॥ এবেত সহসা আমি এইত কারণ। করিব কদম্ব বৃক্ষ মাথে আরোহণ॥ তুমি সব যাঞা এবে থানিক অন্তরে। ধেনুগণ চারণ করহ স্নেহভরে॥ এতেক কহিতে কৃষ্ণ বদন কমল। গ্লানি দূরে গেল হৈল হাস্যে সমুজ্জ্বল॥ তবে ত কদম্ব বৃক্ষে করি আরোহণ। বসন ভূষণ কৈল সুদৃঢ় বন্ধন॥ শ্রীঅঙ্গের কান্তি দাম বারির মতন। তাহে চর চর দেহ যেন নবঘন॥ অটালী প্রবেশধর্মী জলদের মত। সন্নিধানমাত্র জাত সাধর্ম্য বশতঃ॥ সুনির্মল জলক্রীড়া কৌতুকের তরে। লম্ফ দিয়া পড়িল কালিয় হর্ম্যোপরে॥ তীরে সর্পহ্রদ স্থিত জল কৃষ্ণের পতনে। শতধনু ব্যাপ্ত তীরে হইল সেইক্ষণে॥ শ্রীব্রজরাজের পূর্ব তপস্যার ফল। স্বরূপ যে পুত্র যার সংখ্যাতীত বল॥ সেই ত কৃষ্ণের পক্ষে বিচিত্র এ নয়। বিচারিলে হেন তথ্য স্বীকৃত হয়॥ সেইকালে শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড সময়।

শরীর প্রচণ্ড তথা নহে সাতিশয়॥ কিন্তু তার দেহ সর্পগণের গোচর। হইল যেমতি চণ্ডরশ্মি দিবাকর॥ ঐরাবত হস্তীসম বিক্রমে তখন। ঘূর্ণমান ভুজে করি বারি আলোড়ন॥ শব্দ উৎপাদন করি যেন রোষভরে। তিরস্কার কৈল সেই দুষ্ট বিষধরে॥ তবে ভুজঙ্গের স্বজাতীয় যতজন। আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবের গণ। কৃষ্ণের উৎকর্ষ কেহ সহিতে নারিল। কালিয় ভুজঙ্গ মহা কোপিত হইল॥ বিজুরী বরণ পীতবস্ত্র পরিহণ। করপদ অধরাদি লোহিত বরণ॥ গলে বনমালা ইন্দ্রধনুর সোসর। সুললিত নীল নবঘন কলেবর॥ সুমধুর হাস্যকারী ক্রীড়াপরায়ণ। হেন কৃষ্ণ নিজ দ্বীপে করিয়া দর্শন॥ সহসা সেইত ভয়ঙ্কর বিষধর। দ্রুতবেগে ধাইয়া আইল কৃষ্ণের গোচর॥ যবক্ষার সার সন্ধি গন্ধকে জ্বলিত। দীপ্ত ইন্ধনের মত কৃষ্ণে প্রোস্তাবিত॥ সর্পরাজ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিল। সশব্দে গর্জন তবে করিতে লাগিল॥ আপনারে শক্তিশালী মানিত কেবল॥ সহিতে নারিত অন্য বলিষ্ঠের বল॥ তার হইয়াও পীড়িত আপনে। নিবৃত্ত না হইল কৃষ্ণ দেহ নিপীড়নে॥ বরুণ পাশের মত সুদৃঢ় অপার। অতিদীর্ঘ সুসংহত কলেবর আর॥ তীক্ষ্ণ দন্তপাতি বুভুক্ষিতের সমান। এসবে সর্পের অহঙ্কার মূর্তিমান॥ বিচূর্ণিত করিবারে যোগমায়াময়। কবচ কৃষ্ণের দেহে বিধৃত আছয়॥ তৃণাবর্তনাশী কৃষ্ণ মুহূর্ত ভিতরে। উঠি দাণ্ডাইল সেই সর্প শিরোপরে॥ সতের অহিতকারী সেইত ফণীর। নমিত হইল একাধিক শতশির। মাকড়শা জলে যথা শক্তিহীন হয়। তেমতি হইল ফণীশির সমুদয়॥ বিষে পরিপূর্ণ দৃঢ় দশন সকল। হইল তুণির মত অতীব কোমল॥ কিন্তু যবে তীরস্থ কদম্ব বৃক্ষ হৈতে। কদম্বের মাল্যধারী কৃষ্ণ আচম্বিতে॥ ভুজঙ্গের গৃহরূপ যমুনার জলে। পতিত হইল লম্ফ দিয়া নিজ বলে। তৎকালে অতীব তপ্ত সহচরগণ। হাহাকার সহ করি দারুণ ক্রন্দন॥ পরস্পর নাম ধরি আহ্বান করিয়া। চলিল স্খলিত পদে ধাবিত হইয়া॥ সহসা তবে ত সবে অইল সেইস্থানে। বৎস সহ মেলি আইল তবে ধেনুগণে॥ তবে ত আত্মীয়-গণ আবেগ পীড়াতে। পীড়িত হইয়া আসি পশিল বারিতে॥ চতুর্দিক হৈতে বৎস সহ ধেনুগণ। পশিতে লাগিল বারিমধ্যে সেইক্ষণ॥ নিরুপায় হৈঞা গোপালকগণ তবে। পড়িল মূর্ছিত হৈঞা মহীতলে সবে॥ বকাসুর জঠর হইতে যেইমত। বাহির হইয়া কৃষ্ণ হইল মিলিত॥ যমুনার নিম্ন হ্রদ হইতে তেমতি। বাহির হইবে কৃষ্ণ অতি দ্রুতগতি॥ এইত আশাতে ব্রজ বালকের গণ। রহিল করিয়া কষ্টে জীবন ধারণ॥ ২৭

কিং জ্ঞপ্তিঃ স্বপনং সুষুপ্তিরথবা মূর্ছা মৃতির্জীবনং
ভাত্যেবং নহি নিশ্চিকায় নিখিলঃ সোঽয়ং সখীনাং গণঃ
উস্রাণাং ততিরস্রবৃষ্টিকলিতৈঃ সা চ প্রবাহৈঃ পুন-
স্তদ্বেষাং হৃদয়ং হ্রদশ্চ তমথ ক্ষেড়ৈ রিবাপূরং ॥ ২৮

এহো কিবা জ্ঞান, অথবা স্বপন, সুষুপ্তি কি ইথে কয়। এহো কি মূর্ছন, অথবা মরণ, অথবা জীবন হয়॥ নিশ্চয় করিতে না পারিল সেই মূর্ছাপন্ন সখাগণ। ধেনুগণ নেত্রজলে বৃষ্টিধারা, সৃষ্টি করি সেইক্ষণ॥ সেইত বয়স্যগণের হৃদয়, যমুনার হ্রদ আর।

বিষধারা সম, অশ্রুর প্রবাহে, পূর্ণ কৈল আঁখিদ্বার ॥ বাহিরে যদ্যপি হেন অবস্থা ঘটিল। অথচ অন্তরে কোন দশা না জন্মিল ॥ অতএব ব্রজবাসিগণের সদন। কোন কথা প্রকাশ না কৈল কোন জন ॥ দেবগণ হেন কথা বিচারিয়া মনে। উৎপাত প্রত্যয় করাইল ব্রজ জনে ॥ উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রজে তবে প্রজাগণ। কহিতে লাগিল হেন সখেদবচন ॥

দিবি ভুবি খে চোৎপাতাঃ, কথমিব তৎকালমুদ্ভূতাঃ।
আং নঃ সর্বেষাং যঃ প্রাণেষপি তৎকৃতে ত ইমে ॥ ২৯

উপরে ত্রিদিবে, অন্তরীক্ষে আর, নিম্নস্থিত এইভাবে। কিসের কারণে, উৎপন্ন হইল, এহেন উৎপাত এবে ॥ স্মরণ হইল, মো সবার হয়, সেইজন প্রাণেশ্বর। তদর্থে এইত, উৎপাতসমূহ, ঘটিতেছে নিরন্তর ॥ হেন ব্যগ্রচিত্ত হৈঞা প্রজাগণ। গ্রাম্যাধিপ গণ সঙ্গে মিলিয়া তখন ॥ রাম জন্মোৎসবে তবে করিতে ভোজন। নন্দের মন্দিরে সবে করিল গমন ॥ যথাযোগ্যভাবে এবে ভোজনের তরে। বসিল উদগ্রীব হৈঞা বাহির চত্বরে ॥ বর্ণনা বাহুল্যমাত্র ব্রজাঙ্গনা গণে। পরিবৃত হৈঞা নন্দজায়া সেইক্ষণে ॥ লজ্জা পরিহরি তথা আগমন কৈল। দূরে রহি উপদেশ করিতে লাগিল ॥ ৩০-৩১

দুর্নিমিত্তমুদভূদ্বলং বিনা হা! যযৌ বিষদিশং বলানুজঃ।
হন্ত! পূর্ণ সময়শ্চ নাযযৌ, গোষ্ঠরাট্ কথমিহাস্তি নির্বৃতঃ ॥ ৩২

বলরাম বিনা, হায় কৃষ্ণ অদ্য, বিষময় দেশে গেল। সেইত কারণ, দুর্লক্ষণ এই, ত্রিভুবনে দেখা দিল ॥ ক্ষিপ্রবার কাল, হইল সম্পূর্ণ, তথাপি না আইল যবে। গোষ্ঠপতি হায়, কেমন করিয়া, আছয়ে হর্ষিতান্তরে ॥

দেহং গেহং তত্তদর্থঞ্চ সর্বং ধিক্-কুর্বন্তস্ত্যক্ততৎপর্বভোগাঃ।
তে গচ্ছন্তঃ কালিয়ানচ্ছকচ্ছং, বাতব্রাতক্ষিপ্তচিত্তা ইবাসুঃ ॥ ৩৩

তবেত সবাই, দেহ গেহ আর, কৃষ্ণার্থে বিষয় সব। কৃষ্ণের অভাবে, ধিক জ্ঞান করি, পরিহরি মহোৎসব ॥ সুপ্রচুর খাদ্য, সামগ্রী ফেলিয়া, কালিয় দূষিত হ্রদে। আসিয়া বসিল প্রাণশূন্য সম, নদীতটে সে বিপদে ॥ নিজানুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বিষয়ে। বলরাম সবিশেষ অভিজ্ঞ আছয়ে ॥ এই হেতু তার চিত্তে আনন্দ আছিল। তাসবার শঙ্কাহেরি কিছু না কহিল ॥ যদ্যপিহ না করিল কারণ সন্ধান। তথাপি কহিতে কিছু হৈল তার জ্ঞান ॥ ইহার অন্যথা হৈলে অজ্ঞতা নিশ্চয়। ঘটিবারে পারে এই হৈল তার ভয় ॥ সমুচিত এইভাবে যোগমায়া নিজে। প্রেরণ করয়ে যথাযোগ্য জনে ব্রজে ॥ অতঃপর বলরাম চিত্তে আপনার। বিচারিয়া এইত সিদ্ধান্ত কৈল সার ॥ বারম্বার মোরা হেন করিয়া সন্ধান। লভিনু হৃদয়ে মাঝে এইত দিব্য জ্ঞান ॥ খনবংশ দাবানল তুল্য কৃষ্ণ হয়। কেহ তারে লঙ্ঘিতে না পারয়ে নিশ্চয় ॥ তথাপিহ স্নেহশীল জনগণ মনে। বজ্রপাত প্রভৃতি দুর্লক্ষণ দরশনে ॥ জীবন সংশয় প্রাপ্ত হইল সবার। কৃষ্ণ বিনা ত্রিভুবন হেরে অন্ধকার ॥ নিজ জীবনের মূল পীতাম্বর প্রতি। যাইবে এহেন বাঞ্ছা জন্মিল সম্প্রতি ॥ বনজাত কাষ্ঠাদি হইতে প্রজ্বলিত। দাবানল যদি বন করে দগ্ধীভূত ॥ যেই হস্তী সেই তাপ সহিত না পারে। হিম দ্রবোদ্দিষ্ট হৈঞা দ্রব

ভাব ধরে ॥ মত্ততা বশতঃ গণ্ড বিগলিত হয়। এ হেন হস্তীর দুষ্ট জাতি সমুদয় ॥ সেই মত এইত ব্রজের প্রজাগণ। আপাততঃ না মানিবে এ মোর বারণ ॥ এ সবার যেই কৃষ্ণবিরহ জনিত। আশঙ্কা হইল চিত্ত মাঝে সমুদিত ॥ সেই দুঃখে মোর চিত্ত দুঃখান্বিত হৈল। এ দুঃখের মূলোচ্ছেদ আশা দূরে গেল ॥ ব্যক্ত করি এহো যদি কহিয়ে সবারে তবেত কিঞ্চিত হ্রাস হইবারে পারে ॥ বনে যদি দাবানল প্রজ্বলিত হয়। জ্যোতির্ময় বস্তু হয় নিষ্প্রভ নিশ্চয় ॥ সেইমত দুঃখরাশি করিলে প্রকাশ। হইবারে পারে মোর চিত্ত দুঃখ হ্রাস ॥ অতএব কেবল মঙ্গল সহকারে। পরিহাস মিশাইয়া মন্তব্য আকারে ॥ সবিশেষ যোগপ্রাপ্ত প্রশস্তাভিপ্রায়। নিত্য বিরাজিত যা সবার চিত্ত কায় ॥ কৃষ্ণের মঙ্গল অভিপ্রেত যা সবার। সেই এই ব্রজের বালক পরিবার ॥ এ সবে নিবৃত্ত চেষ্টা সমুচিত নয়। আমি আর কৃষ্ণ প্রায় সমবয়ঃ ॥ এক প্রাণ আর একমন চিরন্তন। অনুভব করুক এ বালকের গণ ॥ নিজমনে বলরাম এতেক চিন্তিয়া। আচম্বিতে উচ্চ রবে উঠিল হাসিয়া ॥ কিঞ্চিত আশ্বাস পাঞা ব্রজবাসিগণ। বলরাম সঙ্গে যাত্রা করিল তখন ॥ ৩৪-৩৫

দুঃখাম্রাত প্রাদ্বতামন্দনেত্রাঃ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি শ্রীলক্ষ্ম লক্ষানলোকাঃ।
বত্ম‍্যাস্মিন্ পিচ্ছিলেহপ্যশ্রুভিস্তে রামপ্রাপ্তন্যস্তহস্তা বিচেলুঃ ॥ ৩৬

দুঃখপ্রাপ্ত দূর-পথ নিরখিয়া, বিস্ফারিত হৈল নেত্র। কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দরশনে, পথি মধ্যে যত্র তত্র ॥ নয়ন সলিলে, পিচ্ছিল সেপথে, রামে লভি কোন মতে। ধরি তার হাত, ব্রজবাসিগণ, চলিতে লাগিল পথে ॥

যথা যথা বিদধুরতীব শীঘ্রতাং, তথা তথাপ্যদধুরলং বিলম্বিতাম্।
কথং কথঞ্চন বত তং হ্রদং গতা, দশাং তু কাং সমধুরমী ন বেদ্মি তাম্ ॥ ৩৭

যথা যথা ব্রজবাসিজনগণ, চিত্তের উৎকণ্ঠাভরে। প্রয়াস করিল, কালিন্দীর হ্রদে, ত্বরিতে গমন তরে ॥ তথা তথা মহা বিলম্ব ঘটিল, অতীব দুঃখের ভারে ॥ খিন্ন তনুমন, কৃষ্ণের বিরহে, কেহ না চলিতে পারে ॥ তবে কোন ক্রমে, হ্রদের নিকটে, চলিয়া আসিল সবে। বুঝিতে না পারি, কিদশা যে হায়, হইল সবার তবে ॥

দৃষ্টা কালিয় ভোগসম্ববলিতং গোপালকং গোপিকা
নন্দাদ্যা বত গোপিকাশ্চ বিদলচ্চিত্তা যশোদামুখাঃ।
হা শুষ্কাদ্দশাং সহামলিশ্চতামপ্যুহুরিত্থং যথা
তেষামান্তর বহ্নিনৈষি বহিরপ্যদ্ যাতুমিত্যুহতে ॥ ৩৮

কালিয় নাগের, ফণাতে ফণাতে, চরণ চালন করি। ত্রিভঙ্গ হইয়া, রঙ্গভরে নৃত্য, করে শ্রীগোপাল হরি ॥ দেখিয়া হইল, বিদীর্ণ হৃদয়, নন্দাদি আত্মীয় আর, যশোদা প্রমুখ, গোপিকারগণ, যত ব্রজপরিবার ॥ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, অতীবমলিন। শুষ্ক দশাপ্রাপ্ত হৈল। তাসবার চিত্ত বহ্নি যেন প্রায়, বাহিরিতে বাঞ্ছা কৈল ॥

মানুষান্ বুদ্ধিরাহিত্যাৎ পশূনিব নিরীক্ষ্য তে। পশূংশ্চ ক্রন্দনান্মানুষানিব ক্লেশমৈয়রুঃ ॥

বুদ্ধি ভ্রংশ হেতু, মানুষ সেথায়, হইল পশুর মত। পশুগণ হৈল, মানুষের মত,

ক্রন্দনে হইয়া রত ॥ এতেক নেহারি, ব্রজবাসিগণ, প্রাপ্ত হৈল মহাক্লেশ। ক্রন্দনের রোলে, ভরিল তবেত, অচিরে সেইত দেশ ॥ ৩৯

তেষাং সদা স্নেহময়াত্মনাং তদা, ত্রাসাত্তু শুষ্কীভবতাং হিমাদিব।
মিথঃ সমীক্ষাভবতাপসঙ্গমাদ্ভূয়ো বভূব দ্রবতা রবেরিব ॥৪০

হিমের সংযোগে ঘৃতাদি পদার্থ, যেমতি বিশুষ্ক হয়। তেমতি বিশুষ্ক, হৈল তাসবার ত্রাসে চিত্ত স্নেহময় ॥ শুষ্ক স্নেহ দ্রব্য, রবি তাপে পুনঃ, তরুলতা যথা লভে। পরস্পর তাপ দর্শনে তেমতি, দ্রবীভূত হৈল সবে ॥

স্নেহাৎ প্রবাহাবলিতুল্যতাং শ্রতাং, ব্রজৌকসাং দ্রাগ্ বিশতাং বিষহ্রদম্।
বালোঽপ্যথাবেশ বলদ্বলো বলো, দ্রুতং মহাসেতুদশাং সসাদ সঃ ॥ ৪১

স্নেহের প্রাবল্যে, ব্রজবাসিগণ, প্রবাহ রাশির সম। বিষ হ্রদ মাঝে, প্রবেশিতে দ্রুত কৈল যবে মহোত্তম ॥ বালক তথাপি, আবেশ বিশেষে, হৈঞা মহাশক্তিধাম। মহা-সেতু সম, স্তব্ধদশা প্রাপ্ত হৈল তবে বলরাম ॥ ব্রজবাসিগণ সবে করি সম্বোধন। কহিতে লাগিল বলরাম সেইক্ষণ ॥

প্রীতিঃ কিং ত্বনুজে ন মে ব্রজপতে! তাত! ব্রজাধিশ্বরি
শ্রীরোহিণ্যপি মাতরস্য তু সদা তত্ত্বং পরং বেদ্ম্যহম্।
সত্যং বঃ পদপঙ্কজাশ্রয়রুচাং কুর্যামমুষ্য কচি
নৈকস্মিন্নপি মূর্দ্ধজে ক্ষিতিলবো ভাবী যথা গর্গগীঃ ॥ ৪২

হে তাত ব্রজেশ, মাতা ব্রজেশ্বরি, কনিষ্ঠ অনুজ প্রতি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমি, এ মোর হৃদয়ে, বাস করে নাকি প্রীতি ॥ হে মাতা রোহিণী, তোমারেও কহি কৃষ্ণের, পরম তত্ত্ব। সতত এ মোর, আছয়ে হৃদয়ে, গুণ গরিমাদি তথ্য ॥ তোমা সবাকার, পাদপদ্মাশ্রিত, কান্তি দাম স্পর্শ করি। শপথ পূর্বক, এহেন বচন, এবে কহিবারে পারি ॥ এইত কৃষ্ণের মাত্র একগাছি, কেশের হানির লেশ। সম্ভাবনা নাহি, গর্গের বচনে, হেন খ্যাত সবিশেষ ॥ সুপ্রশস্ত হস্ত তবে করিয়া বিস্তার। সর্বজনে বলরাম করিল নিস্তার ॥

বিষহ্রদাত্তদ্বিনিবর্ত্তিতাশ্চ তে, প্রতীয়ুরেবাধি তদাত্মনঃ স্থিতিম্।
যৎকালকূটজ্বলনান্তরন্তরং; স্বং মেনিরে বীক্ষ্য তদন্তরে হরিম্ ॥ ৪৪

বিষ হ্রদ হৈতে, প্রত্যাগত হৈঞা, ব্রজ নাগরিকগণ। নিজ জীবনের স্থিতি সমধিক বুঝিল সেইত ক্ষণ ॥ কালিয়নাগের, হ্রদের মাঝারে, কৃষ্ণে যদি নিরখিল। তবে আপনারে, কালকূট জ্বালা, মধ্যে স্থিত বোধ কৈল ॥

কালিয়হ্রদমিতে বকশত্রৌ, গোকুলস্য রুদতঃ প্রতিশব্দাৎ।
রোদসী চ রুদতী স্বনিরুক্তিং, বাঢ়মজ্ঞপয়তাং রুদসিজ্ ভ্যাম্ ॥ ৪৫

কালিয় হ্রদে, পশিল বকারি, গোকুল নিবাসিগণ। হাহাকার করি কান্দিতে লাগিল, উচ্চৈ স্বরে সেইক্ষণ ॥ স্বর্গমর্ত্ত দুই, নিনাদিত হৈঞা, সেইত ক্রন্দন রবে। রোদসী স্বনাম, যথেষ্ট জ্ঞাপন, করিল উভয়ে তবে ॥

গোপ্যোমিথঃ কণ্ঠবিলগ্নকণ্ঠাস্তা রোরুদামাসুরলং বিলপ্য।
স্মৃতিং নয়ৎ পূতনিকাদিনাশং, যন্মাতৃ সান্ত্বায়মুহুর্বভূব ॥ ৪৬

পূতনাদি বৈরী, নিধনের কালে, মাতারে সান্ত্বনা তরে। যেইত প্রণয়, মহুঃ প্রকটিল, কৃষ্ণ স্নিগ্ধ ভঙ্গী ভরে ॥ সেইত বিষয়, স্মরণ করিয়া, সবিলাপে সেইক্ষণ। কান্দিতে লাগিল, পরস্পর কণ্ঠে, কণ্ঠলগ্ন গোপীগণ ॥

এবং স্ব গোষ্ঠমহিবেষ্টা বিবিক্ষু বীক্ষ্যসস্ত্রীকুমারমতি দুঃখিতমাত্ম হেতোঃ।
কৃষ্ণঃ সরোষবিততাঙ্গতয়া তদঙ্গং ছিন্দন্ শ্লথং বিদধদাশু বলদ্ধুদস্থাৎ ॥ ৪৭

হেনমতে নিজ, গোষ্ঠবাসিগণে, অতীব দুঃখিত মনে। নিজ হেতু পুত্র পত্নীসহ হ্রদে, প্রবেশেচ্ছু দরশনে ॥ সক্রোধে নিজাঙ্গ, বিস্তারি সর্পাঙ্গ, ছিন্দনে শিথিল করি। সলিল হইতে তবেত তুরিতে, উত্থিত হইল হরি ॥ কৃষ্ণের উত্থান আর কালিয়দমন, হেরি আনন্দিত হইল সবাকার মন ॥ ৪৮

তদা মুদা কলকল গর্জিতৈর্জিতং ব্রজৌকসাং শিশুসবয়োজরাজুষাম্ ॥
দিবৌকসাং কুসুমজবৃষ্টিসৃষ্টিযুগ্, জয়ধ্বনি ধ্বনিযুত তূর্য্যলজ্জিভিঃ ॥ ৪৯

কালিয় দমন করিয়া গোবিন্দ, উঠিল যেইত ক্ষণ, করিতে লাগিল, ত্রিদিব হইতে, পুষ্প বৃষ্টি দেবগণ ॥ উঠিতে লাগিল, পুষ্প বৃষ্টি সঙ্গে, জয় ধ্বনি নিরন্তর। তার সঙ্গে হঠ, করি ধ্বনিযুক্ত, বাজে তূর্য মনোহর ॥ কিন্তু ব্রজবাসি, শিশু বৃদ্ধযুবা নরনারী সবাকার হর্ষোত্থ সর্জ্জিত, কোলাহলে জিত, হৈল ধ্বনি তাসবার ॥ কৃষ্ণের প্রদীপ্ত তেজঃ পুঞ্জ অতঃ পর। উদ্বিগ্ন হইল দুষ্ট সর্পের অন্তর ॥ সঙ্কুচিত ভাব সহ দর্প নিবারণে। উদগ্রীব হইয়া সর্প চিন্তে মনে মনে ॥ দূর হৈতে তবে ইষ্ট লাভের লাগিয়া। রহিল একান্ত ভাবে উৎসুক হইয়া ॥ তবে চিত্তে সাতিশয় ক্রোধ উপজিল। স্বভাব বর্দ্ধিত ক্রোধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হৈল। কৃষ্ণে হিংসা করিবারে উদ্যত হইল ॥ মধ্যে মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ফুৎকার। করিয়া প্রখর দৃষ্টিপাত অনিবার ॥ মহাকালকূট বিষ সৃজন করিল। গিরি শৃঙ্গসম দেহ বাড়িতে লাগিল ॥ কর্ত্তব্য বিমূঢ় হৈঞা সেইত সময়। প্রচালিত করিয়া দ্বিজিহ্বা সমুদয় ॥ বিষানলে পরিপক্ক মহাভয়ঙ্কর। দুই দুই ওষ্ঠ প্রান্ত সমূহে নিরন্তর ॥ লেহন করতঃ হেন করিয়া প্রমাণ। আমিত দ্বিজিহ্ব মোর নাম লেলিহান। দংশন করিতে যবে বাসনা করিল। সম্পূর্ণ শরীর তার পরিদৃষ্ট হৈল ॥ সর্পবিদ্যা বিশারদ সিদ্ধের মতন। গরুড় বাহন সেই শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥ কণ্ঠসহ সর্পতুণ্ড মুদ্রণের তরে। চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া দর্পভরে ॥ কভু দূরে কভু করি নিকটে গমন। ভ্রমিতে লাগিল ক্রুদ্ধ সর্পের মতন ॥ সর্পের মতন করি কুটিল গমন। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল সেইক্ষণ ॥ বলরামানুজ কৃষ্ণ হৈঞা ক্রুদ্ধ মতি। অতি দীর্ঘ কলেবর সর্পরাজ প্রতি ॥ যুদ্ধ নৈপুণ্যের ঘটা প্রদর্শন তরে। সমাসক্ত রহিলেও বহুক্ষণ পরে ॥ ছিদ্র পাঞা সর্পকণ্ঠ ধরি সেইক্ষণ। মূল নাল শ্বাসপথ কৈল নিপীড়ন ॥ নিঃশ্বাস না চলে সর্প ফাঁপরে পড়িল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সব অবশ হইল ॥ ৫০-৫২

উদ্যত্তরত্নচিতেষু স্ফুটনিটিল প্রদেশেষু রঙ্গশ্রিয়া
মণ্ডেষু স্ফুটনৃত্য কৃত্য কলনা লোভেন শোভেক্ষণঃ।
ব্যোবিদ্যোতন বাদ্যগীতকলয়া সংহায় সাহায়কং
শ্রীকৃষ্ণস্তদশব্দ্রুদপ্লুতমুদামুচ্চৈরুদারচ্ছবিঃ ॥ ৫৩

উজ্জ্বল রতনে, খচিত ফণীর, সুপুষ্ট ললাট পট। সুপ্রশস্ত আর, রঙ্গভূমি সম, শোভা তত্র সুপ্রকট ॥ বৈদগ্ধী স্ফুরিত, নৃত্য কার্য্য তথা, রচিতে প্রলুব্ধ হিয়া। স্বর্গানন্দদায়ী, গীত বাদ্যাদির, নিপুণতা প্রকাশিয়া ॥ অশ্রুপ্লুতনেত্র, সহায় ব্যতীত, শোভেক্ষণ যেন রবি। নাচিতে লাগিল, ফণীর মস্তকে, শ্রীকৃষ্ণ উদার ছবি ॥

পুনর্ব্রজঃ স্ফুটমুখ বিস্ময়ারবঃ, প্লবশ্রিয়া স্পৃশদমরব্রজং দিবি।
অসৌ চ তং ভুবি বতযত্র চোভয়োঃ, প্রতিধ্বনি ধ্বনিবিভিদা ন তর্কিতা ॥৫৪

পরিস্ফুট মুখ, বিস্ময়ধ্বনিত, ব্রজধাম সেইক্ষণে। প্লাবিত শোভাতে, পরশ করিল, ত্রিদিবে দেবতাগণে ॥ সেই ধ্বনি পুনঃ, ভূতলে আসিয়া, ব্রজধামে স্পর্শ কৈল। উভয়ের মধ্যে, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, প্রভেদ না বোধ হৈল ॥

শশ্বদ্ গর্বদ্ পর্বশর্বডমরু স্বর্বাদ্য সর্বাদ্যতাং বিন্দন্ কুণ্ডলি-দণ্ডনায় রভসাদুদ্দণ্ড সত্তাণ্ডবঃ।
আরাদূর্দ্ধিতমূর্দ্ধিতং ভুজগরাড্ মুর্দ্ধানমুন্মর্দয়ন্
ক্রোধাদ্রোধ কুতুহলাদ্ধরিরিহানর্ত্তে ননর্ত্ত স্ফুটম্ ॥ ৫৫

নিরন্তর গর্ব, করয়ে প্রদান, এহেন প্রশস্ত পর্ব। শিবের ডমরু; স্বর্গবাদ্য সঙ্গে, মিলিত হইয়া সর্ব ॥ বাজিতে লাগিল, সেই বাদ্য সঙ্গে, সঙ্গতি করিয়া রক্ষা। দুষ্ট কুণ্ডলীর, দণ্ড দান করি, নাশিতে অশুভ কক্ষা ॥ ভুজঙ্গ রাজের, মস্তকসমূহ, সমুন্নত স্পর্দ্ধা ভরে। মর্দন করিতে, ক্রোধরোধ হেতু, কৌতুহলোদ্দীপ্তান্তরে ॥ সবেগে তখন, ঊর্দ্ধ দণ্ডসম, তাণ্ডব রচনা করি। সর্পের মস্তক, মর্দন করতঃ, নাচিতে লাগিল হরি ॥

জয়জয়জয়ারবাঃ কুসুমবৃষ্টিসৃষ্টিপ্রথাঃ স্ফুরৎপুলকপালয়ঃ প্রথিত শর্মঘর্মাশ্রবঃ।
ভুজঙ্গশিরসীশিতু স্তদনুকৃত্য নৃত্যং সুরা ভবাম্বুজভবাদয়ঃ প্রমদগর্জমার্জন্মুহু ॥ ৫৬

তবে পদ্মযোনি, আর মহেশ্বর, প্রভৃতি দেবের মুখে। জয় জয় ধ্বনি, উঠি নিরন্তর, চৌদিক ভরিল সুখে। পুষ্প বৃষ্টি সৃষ্টি, বিস্তার করিল, ত্রিদিবে দেবতাগণ। সবার শরীর, রোমাঞ্চে অঙ্কিত, প্রোৎফুল্ল সবার মন ॥ ঘর্মজলে সিক্ত, হইল সর্বাঙ্গ, বিপুল সুখের ভরে। নাচে পরমেশ, পদ প্রসারিয়া, ভুজঙ্গ রাজের শিরে ॥ সে নৃত্য দেখিয়া, তদনুকরণে, নৃত্য করি দেবগণ। করিতে লাগিল, হুঙ্কার গর্জন, উচ্চকণ্ঠে ঘনে ঘন ॥

সর্পস্যাননজালকূটঘটনাদুত্থানমান্দ্যায়ুষা,
নির্বন্ধ্যপ্রনখশ্য তস্য নটনং তন্মূর্দ্ধি চাত্যদ্ভুতম্।
দৃষ্ট্বা শ্রীব্রজরাজ তৎপ্রণয়িনীমুখ্যা ব্রজপ্রাণিনো,
নেত্রং গাত্রমপি প্রফুল্লমভজন্মত্তেরজগদ্ব্যাপ্ত ॥ ৫৭

কালিয় নাগের, বদন বিবর, সমূহ মাঝারে পশি। আপন জীবন, নির্গমন করি, বাহিরিল ব্রজশশী ॥ ফণীর মস্তকে, চরণাগ্রভাগ, অঙ্গুলি স্থাপন করি। নাচিতে লাগিল,

অদ্ভুত বিক্রমে, নাটুয়া মুরতি হরি ॥ নৃত্য হেরি নন্দ, যশোদা প্রমুখ, ব্রজজন প্রাণী-গণ। বিশ্বব্যাপ্তি তরে, ফুল্ল নেত্র গাত্র, হৈল হেন লয় মন ॥

মূর্দ্ধশ্রেণ্যাং তস্য শৃঙ্গে চ শশ্বৎ, কৃষ্ণ নৃত্যাত্যোতদাসীদ্বিচিত্রম্।
তেন ক্রোধাদুন্নতং যদ্যদস্য, তত্তানেন প্রাপিতা তালদণ্ড ॥

কালিয় নাগের, মস্তক সমূহে, তদুপরি শৃঙ্গে আর। কৃষ্ণের নর্তন, হেরিয়া সবার, চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ যেই যেই শির, উন্নত করিল, সর্পরাজ ক্রোধ করি। সেই সেই শিরে পদাঘাত করি, তাল রক্ষা কৈল হরি ॥

মুখৈ রুধিরমুদ্বমন্ গরলমুদ্গিরন্নক্ষিভিঃ, স্খলন্মণিকমস্তকশ্চিত তদঙ্ঘ্রি চিহ্ন ব্রণঃ।
শ্লথাঙ্গকতয়া অহদদহূজনস্খ ভিক্ততাং, ব্যলোক্যত নিজাঙ্গনা প্রণিবভিরেষ কালীয়কঃ ॥

রুধির বমন, বমন নিকরে, নেত্রে বিষ উদগীরণ। করিতে লাগিল, চরণ প্রহারে, জনপতি সেইক্ষণ ॥ কৃষ্ণপদ চিহ্নে, ব্রণ উপজিল মণিভ্রষ্ট ফণি শিরে। শিথিল হইলা, ফণীর সর্বাঙ্গ, তবে অতি ধীরে ধীরে। দনুজ নিকর, মর্দন মাধব, কৈল নৃত্যরঙ্গ ত্যাগ। নিজাঙ্গনাগণে, হেনমতে দৃষ্ট, হৈল কালীয়ক নাগ। কালিয় নাগের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হৈল। আপন পৌরুষ তারে রক্ষা নাহি কৈল। অনন্য হইয়া তৎকারণ কারণ। দারুণ চরণাঘাত করিতে বারণ। নারায়ণ জ্ঞানে তবে কৃষ্ণের শরণ। গ্রহণ করিল প্রাণপতি সেইক্ষণ ॥ ৫৮-৫৯

ন তা বদার্দ্রত্বমভূদমূষাং, বহির্মুখস্থং যদবোধ্যবৃত্ত্যা।
দৃষ্টে তু ভক্ত্যঙ্কুরজন্মনি স্ফুটং, কৃষ্ণং গতিং জগন্মুরমুস্তদর্থম্ ॥ ৬০

হরি বহির্মুখ, হেরিয়া ভুজঙ্গে, তদীয় বনিতাগণ। স্নেহার্দ্র হৃদয়, নাহিক আছিল, তার প্রতি কদাচন ॥ ভক্ত্যঙ্কুর স্পষ্ট, উৎপন্ন নিরখি, পতির হৃদয়ান্তরে। পত্নীগণ নিল কৃষ্ণের শরণ, নাগের মোচন তরে।

হসতি চ ভক্তশাক্তনতৃকে কৃষ্ণে তাস্ত বহুধা মৃদাকুলাঃ।
পৃদাকু পত্ন্যঃ সকাকু বিজ্ঞাপয়াবাস্যুঃ ॥

কাশ্চিৎ কুমারা ত্যর্থবালান, কাশ্চন তাণ্ডদা, কাশ্চিদণ্ডানি পুরতস্ত তস্য ন্যনং সিষু ॥

সেইত সময়ে, কালিয় নাগের, পত্নী কোন কোনজন। আপন কুমারে আনিয়া করিল, কৃষ্ণপদে সমর্পণ ॥ কেহ কেহ অতি, শিশু পুত্রে আনি, ফেলিল চরণ তলে। কেহ কেহ অণ্ড, রাখি পদতলে, ভাসয়ে নয়নজলে ॥ হেন মতে কৃষ্ণ চরণারবিন্দে, করি আত্মসমর্পণ। প্রণাম করিল, ক্লিন্ন হৃদয়ে, কালিয়ের পত্নীগণ ॥ কৃষ্ণ তবে ভক্তবৃন্দে সান্ত্বনার তরে। সতৃষ্ণ হইয়া হাস্য কৈল স্নেহ ভরে। নাগপত্নীগণ ভূয়ো ভূয়ঃ মহীতলে। লুটাইয়া সিক্ত হইয়া নেত্রজলে ॥ কাকুক্তির বহু কৈল প্রার্থনা অপার। তন্মধ্যে হয়েত এই সংক্ষেপার্থ সার ॥ ৬২

অয়োগ্য ক্রূরকর্মাতিঃ সদসর্পকং বিকাক্ বিকলি তথা কৃপাম্বুরাশিঃ।
অনামুম্বদঙ্গতাবদ্যূষ্য পত্নীভাবশ্চনজনি ব্যাবৎ বিধেহি ॥ ৬৩

স্ফুরিত কুমতি, এইত ভুজঙ্গ, দর্পান্বিত সাতিশয়। দয়ার সাগর, তুমিত জানহ,

বিষতত্ত্ব সমুদয়॥ মোরা সবে তব, চরণানুগত, এ নাগের পত্নীসব। হেন ভাব যদি মোসবার প্রতি, জন্মে ওহে দয়ার্ণব॥ তবেত আপন, ইচ্ছা অনুসারে, যাহা সমুচিত হয়। বিধান করিতে, পারহ এক্ষণে, তুমি প্রভু দয়াময়॥

দণ্ডং তে বিদধতু যে স্বসঙ্গমাত্রাদ, দুষ্টত্বং প্রশময়িতুং ন শক্নুবন্তি।
ত্বৎস্পর্শাজ্ঝটিতি হ্রদোঽপি সোঽয়মৌজৎ, ক্ষ্বেড়ত্বং বনবদিতীহ নঃ সমক্ষম্॥

নিজ সঙ্গদান মাত্রে অপরের দুষ্টত্ব নাশিতে নারে। হেন জনগণ, দণ্ডের বিধান, অবশ্য করিতে পারে॥ দেখহ সমক্ষে, তোমার পরশে, অসীম বিপদাস্পদ। ঝটিতি বিষত্ব কৈল পরিহার, বিষময় এই হ্রদ॥৬৪

মূর্খত্বং ন ইদমনুগ্রহেহপি যস্মাত্ত্বৎস্পৃষ্টে স্ফুটমিহ ভাতি দণ্ডবুদ্ধিঃ।
দণ্ডশ্চেদমুমপরৈ রদণ্ডয়িষ্য স্তং কর্ত্তুং কথমদধাঃ পদারবিন্দম॥ ৬৫

অনুগ্রহ এহো, বিধান করিলা, তুমিত দুষ্টের প্রতি। মুখত্ব বশত, মোসবার তাহে, হৈল দণ্ড বুদ্ধিমতি॥ এই নাগ যদি, তোমার বিচারে দণ্ডদান যোগ্য হয়। অন্য ভাবে যদি ইহারে দণ্ডিতে, চাহ তুমি দয়াময়॥ তবেত গোবিন্দ, বিচার করিয়া, বোলহ কিসের তরে। স্ব পদারবিন্দ, স্থাপন করিলা, ইহার মস্তকোপরে॥

সংপুণ্যৈরিহ খলু কৈস্ত্বদঙ্ঘ্রিপদ্ম স্পর্শোঽয়ং পরিবলতে ভুজঙ্গরাজে।
দুষ্পাপৈরপি বত কৈরমুষ্য দেহস্তদ্ভাবং দ্রুতমৃতিলম্ভনায় বেত্তি॥ ৬৬

এইত ভুজঙ্গরাজ সুনিশ্চয়' কেনও উৎকৃষ্ট পুণ্য। পুঞ্জ পুঞ্জ ভাবে, সঞ্চয় করিয়া, হইল পরম ধন্য॥ সেই পুণ্য ফলে, তোমার চরণ, পরশ ঘটিল তার। তুমিত দয়াল, পাপ স্পর্শাতীত, জনগণ কণ্ঠ হার॥ তাসবার পূত, স্বভাব প্রভাবে, এই কালিয়ের দেহ। কল্যাণ লাভার্থে, তদ্ভাব ঝটিতি, জানিতে পারিবে এহ॥

শীর্ষচ্ছেদ্যস্য যঃ কৃষ্ণঃ শীর্ষ্ণি কালীয়ভোগিনঃ। অন্বগৃহ্নাৎ পদন্যাসাচ্চিহ্নশ্রেণ্যা গতিঃ স নঃ॥

মস্তকছেদন, যোগ্যজন প্রতি, সেই প্রভুদয়াময়। মস্তকে স্থাপন, করিলা আপন, অভয় চরণদ্বয়॥ পদচিহ্নে শির, শোভিত করিয়া কালিয় নাগের প্রতি। অনুগ্রহ কৈল, যেবা সেই কৃষ্ণ, হয় মোসবার গতি॥ হীনভাবে সেই সর্পরাজ অতঃ পর। কৃষ্ণ পাদ-পদ্মে যুক্ত করিল অন্তর॥ কৃষ্ণ সেই ভাব অনুমোদন করিল। সদয় হইল ক্রোধ তবে দূরে গেল॥ যশোদার যশোদানকারী ভগবান। ভক্তভক্তিবশ ভক্ত হয় তার প্রাণ॥ নিজ পদাঘাতপিষ্ট ফণিশির হৈতে। শান্ত ভাবে কৈল আবতরণ ত্বরিতে॥ কোটি গরুড়ের বীর্য প্রকটন কারী। স্থির হৈঞা অগ্রে অবস্থান কৈল হরি॥ ক্ষণ কতিপয় তবে হেন ভাব রহি। করুণাতে পদ্মনেত্রে ফণী প্রতি চাহি॥ কালিন্দীর হ্রদ সম কালিয় হৃদয়। শোধন করিল বনমালী দয়াময়॥ সেইত ভুজঙ্গ চিত্তদোষ যদি গেল। রোষ শান্ত হৈল চিত্তে ভক্তি উপজিল॥ কৃতাঞ্জলিপুটে তবে দর্বী হস্ত হৈঞা। কহিতে লাগিল দৈন্য ভাব বিস্তারিয়া॥ যদ্যপি কুটিলগাম হই আমি প্রভু। কুটিল স্বভাব মোর ব্যক্ত হৈল তভু॥ ৬৭-৬৯

গুণোবা দোষোবা ভবতি ময়ি যঃ কৃষ্ণ: স ভবদ্বশস্থায়ীনিত্যং মম তু কৃতিসাধ্যং কিমপরম্।
যদাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বস্যাশ্রয়ণমিতি চেত্তচ্চশিরসি, ত্বয়া মেবিন্যস্তং মম তু কৃতিসাধ্যং কিমপরম্॥

গুণ কিংবা দোষ, যাহা আছে মোর, সেসব তোমার নিত্য। করায়ত্ত হয়, তুমিত গোবিন্দ, জানহ সবার চিত্ত॥ তোমার চরণ, সমাশ্রয় যদি। কৃতি সাধ্য গণ্য হয়, দিলাতো চরণ, অন্যকৃতি সাধ্য, কহ মোর কি আছয়॥ অতএব কৃপা করি বোলহ আমারে। কোন দিকে যাইব আমিত এইবারে॥ কৃষ্ণ তবে সমীপস্থ অহিরাজ প্রতি। কহি লাগিল শুন ওহে অহিপতি॥ যদ্যপি দুষ্টতা তুমি কৈলা পরিহার। সমুদ্রে চলহ লৈঞা নিজ পরিবার॥ ৭০-৭১

নাত্রস্থেয়ং ত্বয়া সর্প কমলসমুদ্রং যাহি মাচিরম্।
ত্বং জ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভি ভুজ্যতে নদী॥

ওহে বিষধর, এই স্থানে তুমি, বাসনা করিহ আর। সমুদ্রে চলহ, অবিলম্বে লৈঞা। জ্ঞাতি পুত্র পরিবার॥ নির্বিষ হউক, কালিন্দীর বারি, নরনারী ধেনুগণ। স্বচ্ছন্দে করুক, এইত সলিলে, স্নান পান অনুক্ষণ॥ ৭৩

দ্বীপং রমণকং হিত্বাহ্রদমেতদুপাশ্রিতঃ। যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্॥

যার ভয়ে তুমি, এথায় আইলা, রমনক দ্বীপ ছাড়ি। সে সুপর্ন তোমা নাহিক যাইবে, মোর পদচিহ্ন হেরি॥ ৭৪

রেফংবিসৃষ্টং নির্মায়াদবসানে পদান্তকম্। ইতি শাসনবিজ্ঞানাং মতমেব মতং মম॥

পরবর্ণভাবে, সুবঞ্চ ভিভন্ত, পদান্তে যে বিদ্যমান। সেইত রেফকে, বিসর্গ করিবে, শব্দ শাস্ত্র পরমাণ॥ ফলিতার্থ এই, মূর্খ নীচ ব্যক্তি, যেবা নিজ স্থানে রহে। সুদূরে তাহারে. করিবে বর্জন, দণ্ড শাস্ত্রে হেন কহে॥ এমোর ও হেন, হয় অভিমত, শুনহ ভুজঙ্গ পতি। তেই এই স্থান, ছাড়িয়া সমুদ্রে, যাহ তুমি শীঘ্র গতি॥ ৭৫

অধুনা কালিয় যস্মান্মৎ পদকৃত লক্ষণ স্তমসি।
তদমুত্র চ সম্ভবিতা মৎপদকৃত লক্ষণঃ স ভবান্॥ ৭৬

শুনহ কালিয়, সম্প্রতি এমোর, পদচিহ্নে তব দেহ। চিহ্নিত হইল, পরত্রও লাভ করিবে চরণ এহ॥ গুণগণে তুমি, মণ্ডিত হইয়া, মোর পদ দিব্য ধামে। বসতি করিবে, নিজগণ সহ বিখ্যাত হইয়া নামে॥ তবে সর্পরাজ দণ্ডবৎ মহীতলে। পড়িয়া প্রণাম কৈল চরণ কমলে॥ নখসুধাকরাকর কর পদ্ম হরি। ন্যস্ত করি ভুজঙ্গ রাজের শিরো পরি॥ সুধাসিক্ত করি দেহ মহাস্নেহ ভরে। নিরাময় কৈল তারে চিরকাল তরে॥ তং পূজয়ামাসেত্যাদি শুকের বচন। মহৎকং চেত্যাদি বাক্য করিয়া গ্রহণ॥ কালিয় দমন লীলাঙ্ক শেষ অতঃপর। বর্ণিত হইবে সবিশেষ মনোহর॥ ৭৭-৭৮

তং পূজয়ামাস মুদা নাগঃ পত্ন্যশ্চসাদরম্। দিব্যাম্বরস্রঙ্মণিভিঃ পরার্দ্ধৈরপি ভূষণৈঃ॥
দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া। পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্॥
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্য তম্। সকলত্র-সুহৃৎ-পুত্রোদ্বীপমধ্যের্জগামহ॥

তদৈব সাম্বতজলা যমুনা নির্বিষাভবৎ । কৃষ্ণং হ্রদাদ্বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ গন্ধ বাসসম্ ॥
মহামণিগণকীর্ণং জাম্বুনদ পরিষ্কৃতম্ । উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্ব্বে লব্ধ প্রাণা ইবাসবঃ ॥ ৮৩

দিব্যবস্ত্র দিব্যগন্ধাহ্নলেপন, মহোৎপলমাল্য আর । রজত কাঞ্চন, মণি মুক্তাময়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার ॥ বিবিধোপচারে, কৃষ্ণের চরণ, মহানন্দে সেইক্ষণ । সমাদরে পূজা, করিল কালিয়, আর তার পত্নীগণ ॥ পূজান্তে গরুড়ধ্বজ জগন্নাথে, প্রসন্ন করিয়া তবে । কালিয় ভুজঙ্গ, পুত্রকলত্রাদি, লৈঞা বন্ধুবর্গ সবে ॥ পরিক্রমাসহ, বন্দনা করতঃ, লইয়া কৃষ্ণানুমতি । সমুদ্র মধ্যস্থ রমণক দ্বীপে, প্রীতমনে কৈল গতি ॥ বিষম বিষের, প্রবাহ হইতে, মুক্ত হৈঞা তদবধি । অমৃত সমান, জলে পরিপূর্ণ, হইল যমুনা নদী ॥ জাম্বুনদোজ্জ্বল, স্বনে ঝলমল, মহামণিগণে ব্যাপ্ত । দিব্য মাল্য গন্ধ, বসনে ভূষিত, সর্ব্বমুখ পরিপ্রাপ্ত । হ্রদোত্থিত হেন, শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া, ব্রজবাসিগণ তবে । মৃতদেহে প্রাণ, সঞ্চারের মত, উঠিয়া বসিল তবে ॥ ৮১-৮৩

মহত্ত্বঞ্চ পরার্দ্ধত্বঞ্চাত্রদিব্যত্বমুচ্যতে । দিব্যত্বং তেষু কৃষ্ণস্যাপ্যঙ্গে দেদীপ্যমানতা ॥
অতোহস্যানি ত্যানি স্থিতান্তরুণজাহ্রদে । তেষু কৌস্তভনামা মণিঃ কৃষ্ণে বিরাজতে ॥
নক্ষত্রেষু সদাপূর্ণচন্দ্রবৎ পূর্ব পর্বতে ॥ ৮৪-৮৬

জগন্নাথঞ্চ যৎ প্রাহ তথ তং গরুড়ধ্বজম্ । তত্রাশ্চর্যং ন চাশ্চর্যং দ্বারকায়াং হি বিশ্রুতম্ ॥
কাদ্রবেয়স্য দেবাভ নানাশক্তিবিধারিণঃ । বত্মাস্য স্বরবত্মস্যাদিযুক্ত্যাব গম্যতে ॥
অন্যাতু জীবপীড়ায় তং কথং কৃষ্ণসম্মতম্ । কৃষ্ণস্য ক্লিন্ন বেশস্য কালীয়েনোপহারতঃ ॥
অকস্মাদ্দর্শনং যত্তন্নাগালি পরিবারতঃ । তস্মাৎ কৃষ্ণং হ্রদাদিত্যাহ্যক্তং যুক্তং প্রকাশতে ॥

মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব, আছয়ে যাহার, তাহারেই দিব্য কহে । দিব্য বস্তু নিত্য, দীপ্যমান হৈঞা, শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে রহে ॥ এই সব দিব্য বস্তু সদাস্থিত, আছয়ে যমুনা জলে । কৌস্তভ নামক, মনিকিন্তু তাহে, রহে সদা কৃষ্ণ গলে ॥ নক্ষত্র বেষ্টিত, পূর্ণ চন্দ্র যথা, উদয় গিরিতে রাজে । কৃষ্ণাঙ্গে কৌস্তুভ, মণি সেইমত, শোভে ভুষাগণ মাঝে ॥ শ্রীকৃষ্ণে গরুড়ধ্বজ নামে আর, জগন্নাথ নামে যথা । শ্রীশুক কহিল, আশ্চর্য নহেত, দ্বারকাতে খ্যাত তথা ॥ কদ্রুর নন্দন; সে কালিয় নাগ, দেবতুল্য সাতিশয় ॥ নানা শক্তি ধরে, আকাশ তাহার, গমনের পথ হয় ॥ যুক্তি বলে সিদ্ধ, হয়েত একথা যাইলে অপর পথে । জীব পীড়া ঘটে, কেমনে সেপথ, যোগ্য হয় কৃষ্ণ মতে ॥ কালিয় প্রদত্ত বসন ভূষণে অমলিন বেশধরি । নাগ পরিবারে পরিবৃত হৈঞা, দরশন দিন হরি ॥ হ্রদ হৈতে কৃষ্ণ, নির্গত হইল, সবে দরশন দিল । এহেন বচন, শুকদেব প্রোক্ত, যুক্তি যুক্ত রূপ হৈল ॥ কৃষ্ণে নিরখিয়া তবে সবাকার মনে । যে ভাব হইল তাহা বর্ণিব এক্ষণে ॥ ৮৭-৯০

কোলাহলস্থরিততা বিরলাজচর্যা, কম্প স্খলদ্বচনতা স্রবদশ্রুতা চ ।
বীক্ষ্যাদি তৃপ্তি পরিহানিরিতি ব্রজস্থাঃ, সৌখ্যেহপি দুঃখমগমন্ প্রতিলভ্য কৃষ্ণম্ ॥
কোলাহলঃত্বরা, জতপদে গতি, অঙ্গের শৈথিল্য আর । বচন স্খলন, দর্শনে অতৃপ্তি

কম্প নেত্রে অশ্রুধার ॥ ইত্যাদি বিবিধ, সাত্ত্বিক বিকার, দেখা দিল ব্রজ জনে । পাইয়া শ্রীকৃষ্ণে সুখে ও দুঃখের, উৎপত্তি হইল মনে ॥ ৯১

আগতোহয়মিতি কেবলং মুদা স্ফূর্ত্তিপূর্ত্তিরভবদ্ ব্রজৌকসাম্ ।
হন্ত ! যেন ন বপু ন বা মনঃ কিঞ্চিদঞ্চিতুমবাপ শক্ততাম্ ॥ ৯২

আগত হইল, এইত শ্রীকৃষ্ণ, হ্রদ করি পরিহার । এতেক দর্শনে, আনন্দের বৃদ্ধি, হৈল ব্রজে সবাকার ॥ কিন্তু ভাবোদয়ে, তাসবার মন, কিংবা তাসবার দেহ । ধরিয়া রাখিতে, সমর্থ না হৈল কিঞ্চিত আনন্দ সেহ ॥

স্তম্ভঃ সন্ধিষু বন্ধনং পুলকিতা সান্দ্রব্রণাভস্থিতি-
র্বাষ্পঃ স্রস্তবিলোকনঃ স্বরভিদা কণ্ঠাম্বরস্তম্ভিনী ।
কম্পঃ পাতবদন্তদন্তবলয়ঃ স্বেদস্তনুদ্রাবণঃ
স্যাদেবং কৃতবীক্ষণঃ স্বসুহৃদাং ব্যগ্রীবভূব প্রভুঃ ॥ ৯৩

সর্বাঙ্গে অথবা, জাড্য একঅঙ্গে বন্ধ সর্বসন্ধিস্থলে, ঘন ব্রণ তুল্য, পুলক সঞ্চার স্রস্ত নেত্র বাষ্প জলে ॥ স্বর ভঙ্গে কণ্ঠনলী রুদ্ধ প্রায়, কম্পান্বিত কলেবর । পতনের মত দশনের শ্রেণী, নড়ে করে কড়মড় ॥ দেহ ভেদী ঘর্ম, ইত্যাদি বিকার, নিজ বন্ধু বর্গে হেরি । প্রকৃতিস্থ সবে করিবার তরে, ব্যগ্র হৈল প্রভু হরি ॥ তবেত প্রথমে প্রথমেতে অবস্থিত । সমান বয়স সখাগণ দিল যত ॥ শ্রীকৃষ্ণে উত্তীর্ণ হেরি বিস্তীর্ণ অপার । শ্যামল নয়ন জলে ভরিল সবার ॥ রঙ্গভূমি সম তবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে । মাতিল সবাই আলিঙ্গন নৃত্য রঙ্গে ॥ আলিঙ্গনে সেই সুখ তরঙ্গ বহিল । তাহে ডুব দিয়া সবে আত্ম পাসরিল ॥ তেই এই আমি হই এহেন বচন । কহিবারে না পারিল সখা কোন জন ॥ নন্দসুত যেই প্রেম কৈল সখাগণে । করিল সেইত প্রেম তত্র সর্বজনে ॥ জনক জননী সহচরগণে আর । করিল সবার চিত্তে আনন্দ সঞ্চার ॥ সেইত কারণে সবে স্তব্ধ কলেবর । প্রাপ্ত হৈল আর মুখরাশি সুবিস্তর ॥ শুকদেব প্রমুখ সত্যবাদী ঋষিগণ । যদি করিত অহো এসব বর্ণন ॥ তবে তাহা বিশ্বাস করিত কোন্ জন । ঋষি বাক্য তর্কাতীত সত্য চিরন্তন ॥ কৃষ্ণের বিরহে ধেনু আর মৃগগণ । আকাঙ্ক্ষা করিয়া তার পুনরাগমন ॥ দুঃখ ভরে ব্রজবাসিগণের সহিত । হইল অভিন্ন ভাব প্রাপ্ত সমুচিত ॥ অধিকন্তু বৃক্ষরাজি বিরহে তাহার । হইয়া আছিল পূর্বে বিশুষ্ক অপার ॥ সম্প্রতি প্রচুর সুখলাভ করি সবে । প্রফুল্লিত হৈল পত্র কুসুম পল্লবে ॥ ৯৪-৯৬

সুহৃল্লোকা যে যে সুররিপুজিতা যর্হি মিলিতাস্তদাসত্যং সর্ব্বে সমমুরভিতঃ প্রীতিমতুলাম্ । যদাতু শ্রীমাতা সপদি মিলিতা প্রেমবিবশা, তদাস্তাং তদ্বার্ত্তা সকলজনতা গাদ্ধ্ৰবদশাম্ ॥ ৯৭

দৈত্যারি কৃষ্ণের, সঙ্গে যেই যেই, বান্ধব মিলিত হৈলা । সত্য সত্য সবে, অতুলিত প্রীতি, সেই কালে লাভ কৈল ॥ কিন্তু যবে মাতা, শ্রীমতী যশোদা, সহসা মিলিল আসি । প্রেমাতে বিহ্বল, হৈঞা প্রকাশিল, তবে সেই ভাবরাশি ॥ সে কথা রহুক, জনতার কথা, সংক্ষেপে কহিব এবে । কৃষ্ণ মুখ হেরি, ভাবে দ্রব দশা,

লভিল জনতা সবে ॥ আপন প্রভাব অনুভবি বলরাম। আছিল আনন্দে নিত্য পূর্ণ মনস্কাম ॥ তথাপি হৃদয় মধ্যে ব্রজ জন দুঃখ। যেহেতু আছিন তেই শুষ্ক হৈল মুখ ॥ অন্তরে বেদনা কিন্তু গাম্ভীর্য বাহিরে। শোক তিরস্কৃত হৈল গাম্ভীর্যের দ্বারে ॥ তবেত বদনে তার হাস্য উপজিল। শ্রীকৃষ্ণ তিঁহোত রামে হেরি হাস্য কৈল ॥ তবে ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে বন্দন। আলিঙ্গন লভি ক্রোড়ে রহিল বহুক্ষণ ॥ সর্বজন প্রতি কৃষ্ণ প্রীতি দরশনে। কহিতে লাগিল জনগণ সেইক্ষণে ॥ ৯৮

হরেরেষা প্রাপ্তির্যদি ভবতি নিদ্রাবকলিতা, তদাশোকোঽপ্যেষ স্বয়ময়তি তত্রৈব তুলনাম্। অসৌ জাগ্রদ্ভূতা স্ফুরতি যদি বা তর্হি নিতরামভীষ্টং সম্পন্নং কথমপি ন শর্ম্ম-প্রতিহতিঃ ॥ ৯৯

মো সবার এই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি যদি, নিদ্রাজাত স্বপ্ন হয়। তবে এই শোক সেহ স্বপ্নতুল্য, আপনি হইবে ক্ষয় ॥ লভিয়া জাগ্রত, অবস্থা যদ্যপি, এই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হৈল। তবেত নিতান্ত, বাসনা পুরিল, সুখ ক্ষয় না ঘটিল ॥ তবে চতুর্দিক হৈতে লোক আগমন। আসিতে লাগিল কৃষ্ণে করিতে দর্শন ॥ লব্ধ হারানিধি সম তাহারে পাইয়া। সূর্য মণ্ডলের মত চক্রাকার হৈঞা ॥ শ্রীকৃষ্ণে রাখিয়া মধ্য বিন্দুতে তখন, চৌদিকে বসিল সমাগত জনগণ ॥ নরনারী এক ঠাঞি একত্র বসিল। লজ্জা দূরে গেল মহাসুখ উপজিল ॥ স্বর্গচারী দেবগণ আনন্দিত। মনে দেখিতে লাগিল খেলা নিমগ্ন নয়নে ॥ খর্ব সংখ্যাধিক নারী পুরুষ তথায়। বসিয়া আছয়ে চিত্র পুত্তলীকার প্রায় ॥ প্রথমেই বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের গণ। বিস্তার করিয়া ভাগবতী মঙ্গল শোভন ॥ কৃষ্ণ প্রতি ভূয়োভূয়ঃ আশীর্বাদ কৈল। প্রত্যয় উৎপন্ন করি নন্দে প্রশংসিল ॥ ১০০

শ্রীনন্দরাজ তনয়স্তব সর্বশত্রুমর্দ্দীত্যভাষি মুহুরপ্যলমস্মকাভিঃ।
প্রেষ্যণা তথাপি নিখিলং বত হস্তমৈচ্ছঃ পুণ্যেন কেবলমসৌ দ্রুতমাজগাম ॥

শ্রীনন্দ ভূপতি, তনয় তোমার, সর্ব বৈরী বিনাশন ॥ কহিনু একথা, তোমার সদনে, মোরা সবে অনুক্ষণ ॥ তোমার পুত্রের বিপদ ঘটিলে, নিখিল নিহিত হয়। হেন কার্যে তারে, প্রেরণা প্রদান, তোমার উচিত নয় ॥ হায় তুমি এই ব্রজবাসকারী নিখিল জনারে হত। করিতে তথাপি, পাঠাইলা হ্রদে, প্রেমে হৈঞা অন্ধমত ॥ কেবল তোমার, পুণ্যের প্রভাবে, সর্প হ্রদ হৈতে দ্রুত। নেউটি আইল, তনয় তোমার, সবে হৈল সুখাপ্লুত ॥ হেন মতে শোকে হর্ষে ব্রজবাসিগণ। বুঝিতে নারিল গত হৈল কতক্ষণ ॥ অবশেষে রাত্রি আসি উপনীত হৈল। সন্ধ্যাকালে হ্রদ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ উঠিল ॥ ক্ষুধাতৃষ্ণাজয়ী শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি দেখি। খেদে কৃশত্ব লভিল সর্ব প্রাণী ॥ বন মধ্যে কৃশতনু ব্রজবাসীগণ। প্রভাত অবধি কৈল তত্র জাগরণ ॥ ব্রজ-রাজ পত্নী শত্রু আশঙ্কা করিয়া। সর্বরাত্রি কৃষ্ণ ক্রোড়ে রহিল বসিয়া ॥ পুত্র মুখ নিরখিয়া সুখ ভয়ে আর। চিন্তিয়া বিস্ময়ে পুত্র চরিত্র অপার ॥ রজনী প্রভাত কৈল তত্র ব্রজেশ্বরী। তবে চিত্তে মনোমধ্যে হায় হায় করি ॥ ক্ষুধার্ত হইল পুত্র তথাপি তাহারে। সেবন না করাইনু গোদোহন ঘারে ॥ সত্য তত্র সর্ব বস্তু বিষ কলঙ্কিত।

সেই আশঙ্কাতে রাজ্ঞী আছিল শঙ্কিত ॥ সেই নিশিতে তত্র পুনরায় অন্য। উপজাত হৈল এক কৃষ্ণ লীলা ধন্য ॥ কালিয় ভুজঙ্গ কালিন্দীর বারি হৈতে। নির্বাসিত হৈল পুত্র কলত্র সহিতে ॥ তৎকালে সেইত কথা দূতের বদনে। শুনিয়া মথুরা ধামে আপন ভবনে ॥ দুর্জনের শিরোমণি সেইত কংসাসুর। নিশ্চেষ্ট হইল চিন্তা করি প্রচুর ॥ মোসবার বীরগণ হায়রে সমস্তে। মৃত্যু প্রাপ্ত হৈল সেই বালকের হস্তে ॥ অনলবদনা পিশাচীর মূর্ত্তি সম। এইত দুষ্কীর্ত্তি যেন কালান্তক যম ॥ হাস্যভরে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ। করিতেছে বারম্বার সানন্দে নর্ত্তন ॥ কালিয় ভুজঙ্গ অহো বলশালী ছিল। সেহত সহসা বল ক্ষয়প্রাপ্ত হৈল ॥ হ্রদ হৈতে তাহার এইত নিষ্কাসন। পুনরাগমন হীন করি বিবেচন ॥ মোরাও সবাই কালিয়ের নির্বাসনে। নির্বাসিত বলি অনুভব করি মনে ॥ অতএব হেন কার্য কর্ত্তব্য নিশ্চয়া যাহে মোসবার কোন অনিষ্ট না হয় ॥ অথচ অনিষ্ট হয় তাহার প্রচুর। এতেক চিন্তিয়া শান্ত হৈল কংসাসুর ॥ হেন কালে অন্য এক দূতের বদনে। শ্রবণ করিল কংস নির্জন ভবনে ॥ সূর্যপুত্রী যমুনার তীর সন্নিধানে। ব্রজজন সহ কৃষ্ণ আছে বিদ্যমান ॥ ইহা শুনি নিকটস্থ ব্যক্তিগণ প্রতি ॥ আদেশ করিল তবে মথুরাধিপতি ॥ তুমি সব সেই স্থানে করিয়া গমন। চৌদিকে করিবে তীক্ষ্ণ বহ্নি প্রজ্জ্বলন ॥ ব্রজজন সহ কৃষ্ণ পুড়িয়া মরিবে। অন্তর্হিত হৈঞা সবে চলিয়া আসিবে ॥ তবেত কংসের সেই আদেশানুসারে। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কৈল নদী ধারে ॥ দহনোপক্রম কৈল সবে দাবানল। অতর্কিতে পলাইল দুর্বৃত্ত সকল ॥ অগ্নি হেরি ব্রজবাসিগন ভয়ে মরে। দুর্বৃত্তেরগণ আসি সবাকারে ধরে ॥ হেন ভয়ে অস্থির হইয়া সর্বজন। লইল শ্রীরাম সহ কৃষ্ণের শরণ ॥ ১০১-৮

শঙ্কামহে ন মৃত্যোশ্চ ন চ কৃচ্ছ্রপ্রবাহতঃ। কিন্তু ত্বন্মুখচন্দ্রাংশু দর্শনাভাববৈশসাৎ ॥

শঙ্কা নাহি করি, মৃত্যু হৈতে কিংবা, কষ্ট স্রোত মাঝে পড়ি। কিন্তু তব মুখ, চন্দ্র অদর্শন, ঘাতকে আশঙ্কা করি ॥ প্রবল হইল অগ্নি যদি চারিভিতে। নামিল কৃষ্ণ তবে মাতৃ ক্রোড় হৈতে ॥ দাবানল প্রতি দ্রুত অগ্রসর হৈল। অগ্নি মুখে হস্ত দ্বয় প্রসারিত কৈল ॥ ১০৯

হরেঃ ফুৎকারমাত্রেণ নির্ব্ববৌ দবদীপকঃ। উৎপ্রেক্ষন্তে তু মুনয়স্তস্য তৎপানকর্ত্তৃতাম্ ॥

বহ্নির সমীপে ধাবিত তবেত, হরির ফুৎকার মাত্রে। নির্বাপিত হৈল, দীপ্ত দাবানল, স্পর্শ না করি গাত্রে ॥ শুকাদি প্রসিদ্ধ, মুনিগণ কহে, উৎপ্রেক্ষা প্রকাশ করি। দীপ্ত দাবানল, অতীব স্বচ্ছন্দে, পান কৈল নিজে হরি ॥ অহিত কারক কংসকৃত অগ্ন্যুৎপাত। কৃষ্ণ যদি সমূলে করিল উৎখাত ॥ উপদ্রব যত ছিল সব দূরে গেল। ব্রজবাসিগণ সবে পরানে বাঁচিল ॥ প্রভাত হইলে নিশি ব্রজবাসিগণ। কৃষ্ণের পশ্চাতে কৈল ব্রজে আগমন ॥ ব্রজে যাত্রা কালে কালিন্দীর বিষ হ্রদে। সুমধুর বারি মধ্যে মহানিরাপদে ॥ কৃষ্ণসহ সখা গণে করি আকর্ষণ।

জল কেলি কৈল সুখে রোহিনী নন্দন ॥ তবে সঙ্গে লৈঞা সখা আর ধেনু গণে। প্রবেশিল ব্রজে কৃষ্ণ মহানন্দ মনে ॥ ১১০-১১

বাদ্যৈঃ নৃত্যৈঃ প্রগীতৈঃ শ্রুতিশিরপঠনৈর্দ্দিব্য ভৌমপ্রসূন-
প্রাবৃট্ কল্পাভিবর্ষৈঃ জয়জয় নিনদৈঃ শর্ম্মকোলাহলৈশ্চ ।
কৃষ্ণং মধ্যে বিধায় প্রকটতর-মহানন্দ-নিব্রীড়ভাবা
নৃত্যন্তস্তে ব্রজস্থা ব্রজমভিবিবিশুঃ খং যথা জ্যোতিরোঘাঃ ॥ ১১২

বাদ্য নৃত্যগীত, বেদান্ত পঠন, বর্ষা বৃষ্টি ধার-সম। দিব্য আর ভৌম, কুসুমবর্ষন, জয়ধ্বনি অনুপম ॥ প্রকটিত মহা-সুখ কোলাহলে, শ্রীকৃষ্ণে লইয়া মাঝে। মহানন্দ ভরে নাচিতে নাচিতে, সাজিয়া নির্লজ্জ সাজে ॥ সূর্যাদি জ্যোতিষ্ক, মণ্ডলী যেমতি, গগনে প্রবেশ করে। সেই মত ব্রজাবাসিগণ সবে, প্রবেশিল ব্রজান্তরে ॥ চারিদিকে ধেনু গণে সঞ্চালিত করি। ব্রজে লৈঞা আইল গোপগণ তড়িঘড়ি ॥ পূর্বদিন আছিল রামের জন্মোৎসব। তাহে সংগৃহীত হৈল ভোজ্য ধেই সব ॥ ভোজন না কৈল কেহ পড়িয়া রহিল। সর্বদ্রব্য পূর্ববৎ পড়িয়া আছিল ॥ পুজ্য পাদ তোমা সবাকার সুপ্রভাবে। জল পাত্র সেহ স্থির ছিল পূর্বভাবে ॥ এই হেতু স্বল্প পরিভবেও সমস্ত। ব্রজবাসিগণ যদি হৈল ব্যাতিব্যস্ত। তথাপিহ ঘৃতপক্ক ভোজ্য সমুদয়। পর্য্যুসিত হইলেও ছিল রসময় ॥ বিরসত্ব প্রাপ্ত নাহি কোন দ্রব্য হৈল। যেমতি আছিল পূর্বে তেমতি রহিল। বলরাম জন্মোৎসবে দ্রব্য সুপ্রচুর ॥ প্রস্তুত হইল যাহা করিয়া মধুর ॥ সদ্য পক্ক সম সব স্বাদে গন্ধে হৈল। মহানন্দে লোকসব ভোজনে বসিল ॥ কৃষ্ণ বলরামে অগ্রে লৈঞা সর্বজন। অব্যাকুল ভাবে কৈল সামগ্রী ভোজন ॥ মধুকণ্ঠ হেন ভাবে নিজ কণ্ঠ হৈতে। বাক্য সাঙ্গ করি তবে লাগিল কহিতে ॥ ১১৩-১৪

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব ব্রজনরাধিপ। কংসাদীন্ দময়ামাস কালীয় দমনেন যঃ ॥

এহেন তনয়, ওহে ব্রজরাজ; জনমিল তব ঘরে। কালিয় দমনে, যেবা নির্যাতিত, কৈল কংসাদি অসুরে ॥ হেন মতে ব্রজস্থিত যাবতীয় জন। পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় তরীর মতন ॥ মহাবিঘ্নরূপ নদী দ্বয়পার হৈল। হেন অপরূপ সুখ তত্র উপজিল ॥ চরিত্র বর্ণন তবে সমাপ্ত করিয়া। সুত পুত্রদ্বয় তবে কৃতাঞ্জলি হৈঞা ॥ সবাকার পুরো ভাগে কৈল অবস্থান। নিজ নিজ গৃহে সবে করিতে প্রস্থান ॥ কিয়ৎকাল পরে ব্রজরাজ্যের সহিত। করিয়া দোহার লালনাদি যথোচিত ॥ পূর্ববৎ স্বস্ব গৃহে করিয়া গমন। নিযুক্ত হইল কার্যে ব্রজবাসিগণ ॥ ১১৫-১৬

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু কালীয়দবচণ্ডতাদণ্ডনং নাম ত্রয়োদশং পূরণম্ ॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়িয়, বৈষ্ণবআচার্য, শ্রীজীব গোস্বামি বর। শ্রীগোপাল চম্পূ, গ্রন্থবিরচিল, স্বাদেসুধাগর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ; শ্রীগোপালচম্পু, শ্রীরামদাসের দাসে ॥ ১৩

চতুর্দশং পূরণম্ (গর্দভাসুরবধ)

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতন রূপক। গোপাল রঘুনাথ ব্রজবল্লভ পাহিমাম্ ॥

হেকৃষ্ণ হেকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি, হে রূপ হে সনাতন। হে গোপাল রঘুনাথ হে বল্লভ রক্ষ মোরে আপ্তগণ ॥ গোলোক লীলায় শ্রীল গোপাল পালিত। গোপালগণের নিত্য ধাম অভিহিত ॥ কথিত হইল পূর্বে গোলোকের কথা। শ্রীব্রজরাজের সভা বিরাজিত সেথা ॥ কবিভূপ রত্নচূড়ের কুমার। যুগল হইল দৃষ্ট সে সভা মাঝার ॥ সেইত কুমারদ্বয় কৃষ্ণের চরিত্র। বাল্য বিলাসেতে নাগদমন বিচিত্র ॥ বর্ণনা করিয়া বাল্য বিলাসাবসান। করিল ঘোষণা তত্র সভ্যগণ স্থান ॥ সম্প্রতি বিখ্যাত কৃষ্ণ কৈশোর চরিত্র। হইতেছে বর্ণিত সভার মাঝে অত্র ॥ অতঃপর অন্য দিনে পূর্ব দিন মত। ব্রজরাজ সমাজে আগত সমাদৃত ॥ সেইত কুমারদ্বয় মধ্যে একজন। উৎকণ্ঠিত মধুকণ্ঠ কহে মনে মন ॥ এবেত কৈশোর লীলা বর্ণিতব্য হয়। রসবেত্তা এ সভাতে বহুত আছয়। লজ্জা নাহি জন্মে যাহে সভার মাঝার। করিতে হইবে কার্য সেই অনুসার ॥ যদি কৃষ্ণ স্বমাধুরী আস্বাদন তরে। জিজ্ঞাসা করায় কিছু লালসার ভরে ॥ নিজ সুখাবহ বোধ করি দুইজনে। রহস্যের কথা পুছে কভু হৃষ্ট মনে ॥ তবে কৃষ্ণ সুখ যাহে সুবর্দ্ধিত হয়। সেই কার্য মোসবার কর্ত্তব্য নিশ্চয় ॥ অতঃপর স্নিগ্ধ কণ্ঠ আশ্চর্য হইয়া। কহিতে লাগিল মহাআনন্দিত হৈঞা ॥ স্পষ্ট রূপে হৈল ষষ্ঠ বর্ষ আগত। উল্লসিত হৈল কৃষ্ণগুরু বর্গ যত ॥ সেই গুরু বর্গের সম্মতি অনুসারে। জন্ম তিথি মহোৎসবে আনন্দ বিস্তারে ॥ বর্ষ বৃদ্ধি পর্বে সর্বজনার মঙ্গল। প্রদানে হইল সুখী ব্রজস্থ সকল ॥ সর্বত্রাণকারী নন্দসুতের তৎপর। কৈশোর উদিত হৈল বিশ্ব মনোহর ॥ ১-৬

রাজ্যং সম্যগুপেত্য কৃষ্ণ-বপুষি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীময়ে
ক্রীড়াভির্লঘু নির্গমষ্য সময়ানৌদার্য্য পর্য্যাকুলম্।
পাত্রায় স্বয়মাগতায় গুণিতাবাসায় সদ্বেদিনে
কৈশোরায় নিজং প্রদায় বিষয়ং পৌগণ্ডমন্তর্দ্দধে ॥ ৭

ত্রৈলোক্য সুষমা ময় কৃষ্ণ দেহে, সম্যক রাজত্ব পাঞা। ক্রীড়াতে ঝটিতি, সময়ে লঙ্ঘিয়া ঔদার্যে আকুল হৈঞা ॥ নিজে সমাগত, সর্বগুণাশ্রয়, সৎপাত্র সদ্‌গুণ বান্। কৈশোরে অর্পিয়া, সর্বস্ব পৌগণ্ড, দশা কৈল অন্তর্দ্ধান ॥

দৃষ্টিপ্রসাদকৃতসামভিরংশুদানৈঃ, শশ্বন্মনোহরণনির্ম্মিত বুদ্ধিভেদৈঃ।
অর্থান্তরাভিবিনিবেশজভাবদণ্ডৈঃ, কৈশোরকং বশয়তি স্ম হরেঃ সমস্তম্ ॥ ৮

নীতিশাস্ত্র প্রোক্ত, সামদান দণ্ড, ভেদ এই চতুষ্টয়। নীতির সহায়ে, প্রজার পালন করে নৃপ সমুদয় ॥ দৃষ্টির প্রসাদে, কৃত সাম চয়ে, কান্তি ধারা বিতরণে। নিরন্তর মনোহরণ জনিত, বুদ্ধি ভেদ উৎপাদনে ॥ অর্থান্তরে অভিনিবেশজ ভাব, দণ্ড সমূহের দ্বারে। হরির কৈশোর, দশারূপ ভূপ, বশ কৈল সবাকারে ॥

মুখে পূর্ত্তিঃ কান্তির্নয়নযুগলে দৈর্ঘ্যমরুণপ্রভা হৃত্যচ্ছায়ঃ প্রভতিরপি মধ্যে তু কৃশতা।
ইতীদং সৌন্দর্য্যং যদবধি মনাগপ্যধিজগে জগন্নেত্র-শ্রেণী তদবধি হরৌ তেন চকৃষে ॥ ৯

মুখ মণ্ডলের, পূর্ণতা সম্প্রাপ্তি, শোভা তাহে মনোহর। নয়ন যুগলে, দীর্ঘতা

অরুণ, বর্ণ প্রভা উত্তাধর ॥ বক্ষে প্রসারতা. উন্নততা তথা, মধ্যাঙ্গে ক্ষীণতা মাত্র। ইত্যাদি সৌন্দর্যে স্বপ্নেও যবেত, শোভিল হরির গাত্র ॥ তদবধি নিজ, কৈশোর সুষমা, বিশেষ প্রকট করি। ভুবনবাসীর নয়ন নিকর, আকর্ষণ কৈল হরি ॥ কৃষ্ণের মতন তদগ্রজ বলরাম। হইল কৈশোর শোভা সুশোভিত ধাম ॥ তবে বৃন্দাবনে বর্ষা কাল দেখা দিল। বনে বনে তাল ফল পরিপক্ক হৈল। সর্বসুখ বর্দ্ধন শ্রীগিরি গোবর্দ্ধন। তার অগ্নিকোণে আছে মহা তালবন ॥ একদিন কৃষ্ণ আর বলরাম সঙ্গে। সখাগণ করে ধেনুচারণাদি রঙ্গে ॥ পূর্ব অনুভবাতীত পূর্ববাতানীত। উপনীত সজাতীয় সৌরভ বিশেষ সমন্বিত ॥ অতি পক্ক তাল ফল গন্ধরাশি রাশি। বিবর্ত্তিত হৈল হৈল দৈব ক্রমে তথা আসি ॥ পূর্ব হৈতে শুনি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তি অপার। সর্বত্র অপ্রতিহত গতি চিত্ত বৃত্তি যাসবার ॥ ব্রজবাসি জনগণ মাঝারে বিখ্যাত। এক বাসনা পোষণ সমন্বিত ॥ এহেন কৃষ্ণের আর রাম সখাগণ। হৃদয়ে করিলা এক বাসনা পোষণ ॥ কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে সমবেত হৈঞা। এই স্থান হৈতে সবে গমন করিয়া ॥ যাইব রাসভাসুর গৃহ তালবনে। দেখিব তাহার সর্ব পালকের গণে ॥ নূতন কৌতুক এই জন্মিল সবার। ক্ষুধাও সবার এবে বাড়িল অপার ॥ এহেন কৌতুকছল করি এইক্ষণে। উদ্বিগ্ন করিব কৃষ্ণ রাম দুইজনে ॥ মহাশক্তিমান কৃষ্ণরামের মতন। শ্রীদাম সুদাম স্তোক কৃষ্ণ সখাগণ ॥ সমানধর্মাবলম্বী সবাই আছিল। সকলেই মর্ম তবে বুঝিতে পারিল ॥ এই হেতু সম্পূর্ণ স্বরূপে বারম্বার। একসঙ্গে বন্ধুভাবে করয়ে বিহার ॥ তেই কৃষ্ণ বলরাম বীরত্ব বিষয়ে। বুদ্ধি পরিপাটী স্ফীত আছয়ে হৃদয়ে। তে কারণে শঙ্কালেশ চিত্তে না ধরিয়া। বিশিষ্ট প্রণয়ে সবে প্রণোদিত হৈঞা ॥ তালফল ভক্ষণের ছলে সখাগণ। ভ্রাতৃবল বলরামে কৈল নিবেদন ॥ ১০-১২

তালানাং বনমত্র পংক্তি মফলং নির্হারি পূরং যতঃ।
সৌরভ্যং বত দূরমেতি তদিদং ভোগং বিনা নিষ্ফলং।
শ্রূয়ন্তে হি খরা নরাশনকরা স্তম্ভাধিপা ইত্যদঃ,
শ্রীরামায়ত দোর্যুগার্পয় তথা শ্রীকৃষ্ণ! দুষ্টাপহ!॥ ১৩

এই স্থানে আছে, তালবন এক, সেথা পক্ক তাল হৈতে। চিত্তাকর্ষী গন্ধ, সুদূর হইতে, আসিছে এইত ভিতে ॥ ভোগ বিনা অহো, এইত মধুর, পরিপক্ক তালফল। নিষ্ফলের মধ্যে, করিয়ে গণন, এমোরা রাখালদল ॥ শ্রুত হয় এথা, নরমাংসভোজী, রাক্ষস গর্দভগণ। অধিপ হইয়া রক্ষা করে সদা, এই মহা তালবন ॥ ওহে দীর্ঘভুজ, বলরাম তথা, হেশ্রীকৃষ্ণ দুষ্টাপহ। পক্ক তালফল, ভক্ষণের তরে। আনিয়া মোসবে দেহ ॥

আয়ত দোর্যুগেত্যাদি বাক্যে হেন কয়। বলরাম মহাশক্তিশালী সুনিশ্চয় ॥১৪
মহাবাহুস্তয়া রাম তর্ক্যসেত্তঞ্চ বিক্রমী। ন তথা লক্ষ্যয়াঃ কাপি লক্ষণীয়স্ত সম্প্রতি ॥

মহাভুজ হেতু, হে রাম তোমারে; পরাক্রমী মনে করি। বাক্যে মাত্র তাহা, সম্প্রতি কুত্রাপি, তদ্রূপ নাহিক হেরি। হাস্যভরে রাম তবে কহয়ে বচন। হইলা তোমরা লোভী ওহে বন্ধুগণ ॥ তোমা সবে মোসবার সম করি জ্ঞান। ইহার কারণ

কহি কর অবধান ॥ তোমরা সামান্ত যুদ্ধে অগ্রসর হৈঞা। ক্রতভঙ্গিতে সুখে মাত্র শক্তি দেখাইয়া ॥ প্রাবল্য সভিয়া এই ভ্রাতা দুইজনে। পরাভব করিতে পারিবে এই রণে ॥ অতএব কি কারণে ওহে মুগ্ধগণ; করিছ উভয় ভ্রাতৃ সমীপে প্রার্থন ॥ সবে কহে মোসবার রাজপুত্র দ্বয়। সর্বাপেক্ষা গুণশালী হয় সুনিশ্চয় ॥ রাজনীতি প্রণালীও এইত প্রকার। রাজবংশে বরণ করয়ে আনিবার ॥ পুরস্কৃত রাজবংশ জাতগণে। এহেন সৌভাগ্য না পায় অন্যজনে ॥ মৃগয়াতে মৃগতাড়নের মত বনে। স্বয়ং ভিন্ন গণ্য নাহি হয় অন্যজনে ॥ যদি এই রাজকুল শক্তিশালী হয়। তবে আর কিবা আছে বক্তব্য বিষয় ॥ তন্মধ্যে অগ্রজ তুমি হ্যনতা তোমার। করিতে না পারি মোরা প্রাধান্য স্বীকার ॥ অতএব মোসবার বাসনা পূরণে। সঙ্গত বাসনা জন্মে উভয়ের মনে ॥ তবে আর অন্য অনুমতি না করিহ। ভক্ষণের তরে তালফল আনি দেহ ॥ চন্দ্রতুল্য শ্বেতবন কৃষ্ণাগ্রজ রাম। এত শুনি হাস্য কৈল মহাগুণধাম ॥ নিজে অগ্রবর্ত্তী হৈঞ চলিল তখন। তবে কৃষ্ণা সহ গোপবালকের গণ ॥ উচ্চ সিংহনাদ করি প্রমোদিত মনে। লম্ফ দিয়া তৎপশ্চাতে চলিল সে বনে ॥ ধেনুগণে নিজস্থানে করিয়া রক্ষণ। নিশ্চিন্তে ধাইল ব্রজ বালকের গণ ॥ ১৫-১৮

সোপালম্ভমিবাবদংস্তমনু তদ্বাহু চ মিত্রেণ যং-
স্তেন দ্রাক্ স চ সের্ষ্য চিত্তমিব তাং গত্বাশু তালাবলিম্।
সর্ব্বামেব ভুজাযুগেন যুগপদ্বিক্ষিপ্য সজ্ঘট্টয়ন্
বিভ্রষ্টানি মিথঃ ফলানি বিদধে ঘৃষ্টানি দিগ্দন্তিবৎ ॥ ১৯

প্রস্থানের কালে, বলরাম আর; বাহু যুগলের প্রতি। তিরস্কার সম, যেইত বচন, কহিল বয়স্য ততি ॥ মিত্রের বদনে, শুনিয়া সে বাক্য, রাম ঈর্ষান্বিত হৈল। ত্বরিত গমনে; তালবৃক্ষ শ্রেণী, সমীপে গমন কৈল ॥ বাহু প্রসারিয়া; দুই দুই বৃক্ষ, ধরিয়া একই কালে। সংঘট্ট করিল, ভরিল কানন, ইতস্তত তালফলে ॥ দিগনাগের মত, বৃক্ষ পরস্পর, সহর্ষে ঘর্ষণ করি। ঘৃষ্ট তালফল, বিভ্রষ্ট করিয়া ফেলিল শ্রীবলহরি ॥

তজ্জ্ঞাত্বাগ্রপ-রাসভাশ্চ পরিতঃ সাক্রন্দমভ্যাযযু-
র্যান্ দৃষ্ট্বা পশুপাঃ সমাধববলাঃ শশ্বদ্ধসন্তঃ স্থিতাঃ।
হাসাবেশাবশাৎ কৃতানবহিতিং প্রত্যক্পদাভ্যাং বলং
বজ্রাভ্যামিব ধেনুকস্তমহৃদত্তচ্চৈব নাবুধ্যত ॥২০

তালবন কথা, বিজ্ঞাত হইয়া, গর্দভ রাক্ষসগণ। চতুর্দিক হৈতে, চিৎকার করিয়া, কৈল তত্র আগমন ॥ দেখি তাসবার, আকৃতি প্রকৃতি, শুনিয়া চিৎকার ধ্বনি। হাসিতে লাগিল, কৃষ্ণ বলরাম, সহ গোপালক শ্রেণী ॥ হাস্যের আবেশে, কিছুই বুঝিতে, না পারিল বলরাম। সুযোগ পাইয়া, সে ধেনুকাসুর, আইল তাহার ধাম ॥ বজ্রের সমান, পশ্চাত চারণে, শ্রীরামে মারিল লাথি। কিছুই বুঝিতে, নারিল সে ঘাত, শ্রীশূরসেনের নাতি ॥ ২১

ন জ্ঞাতবানপি যতঃ সতু তং প্রহারং তেনাতিরোষভরনাস্তিবিবেকচর্য্যঃ।
ভূয়ঃ পরাকৃস্থিতি বিনর্দ্দ্য বিকীর্ণলগুস্তেনাথ বৎসক ইবারচি ধেনুকাখ্যঃ॥ ২২

বলরাম যদি, সেই পদাঘাত, আভাসও না বুঝিল। মহাক্রোধে তবে, দৈত্যের বিবেক, বিজ্ঞান বিনষ্ট হইল॥ সেইত গর্দভ, পুনর্বার তবে, রামের সমুখে আসি। শ্রীবিগ্রহে তার কৈল পদাঘাত, প্রকাশিয়া বলরাশি॥ তবেত বৎসকাসুরের মতন; পশ্চাত চরণে ধরি। ধেনুকাসুরের, অবস্থা করিল, বলী বলরাম হরি॥ তবেত ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডনেতে সমুদ্যত। প্রচণ্ড চণ্ডীর পতি অন্ধকারাবৃত॥ শ্রীমহাদেবের শূলাপেক্ষা সাতিশয়। ভীষণ রামের দীর্ঘ বাহু দণ্ডদ্বয়॥ সেই বাহুদণ্ড তালবনাধিপ শিরে। চক্রবৎ মহাঘাত করিল অচিরে॥ প্রাণত্যাগ কৈল সেই ধেনুকাধিপতি। নিক্ষিপ্ত হইল দেহ তালবন প্রতি॥ তাহে দীর্ঘ আর ক্ষুদ্র তালবৃক্ষ শ্রেণী। বিদীর্ণ হইয়া ভূমে পড়িল অমনি॥ প্রলয় কালীন বায়ু সমদুর্নিবার। উৎপন্ন হইয়া তাহে বায়ু ঘূর্ণাকার। অলাত চক্রের মত ভ্রমণ করিয়া। অর্দ্ধ অর্দ্ধ সব বৃক্ষ সব উৎপাটিয়া॥ সংখ্যাতীত তালবৃক্ষ নিমেষ মাঝারে। ছিন্ন ভিন্ন কৈল বিনিক্ষিপ্ত দেহ দ্বারে॥ তালবৃক্ষে বলরাম তৃণ সমজ্ঞান। করিয়া আপন বল করিল প্রমাণ॥ মরিল ধেনুকাসুর তার অনুচর। দেবারি গর্দভ নামা রাক্ষস নিকর॥ গর্দভ জাতির মত শব্দ জঘন্য! উচ্চারিয়া ক্রোধ ভরে প্রহারের জন্য॥ পথ রুদ্ধ করি একসঙ্গে যুঝিবারে। ধাইয়া আইল বলরামে বধিবারে॥ তৎকালে পরমানন্দ কৃষ্ণচন্দ্র আর। বলরাম করি হাস্য প্রকট অপার॥ মূষিকের মত প্রাণধারী সবাকারে। ধরিল চরণ পুচ্ছে ঘৃণা সহকারে॥ তালফল ভক্ষণের নৈপুণ্যের তরে। মধ্য স্থিত তালবৃক্ষ দূর করিবারে॥ কৃষ্ণ বলরাম দোহে তৃণের মতন। তালবৃক্ষোপরি সবে কৈল নিক্ষেপণ॥ নিটোল তালের দলে হইয়া মিলিত। মৃতদেহ তাসবার হইল ভূপতিত॥ কেতুগণ রাহুদেখি ভয় পায় যথা। সেই সব মৃত দেহ নেহারিয়া তথা॥ কংসের নিজস্ব যত অনুচরগণ। কিছুদিন ভয়ে কৈল জীবন ধারণ॥২৩

রাসভান্ শময়িতুঃ কিয়দ্ভবেৎ পৌরুষং তদিতি নাবমন্যতাম্।
যদ্বিবিষ্ঠ-পটলী তদাপি তৌ. বাদ্য-গীত-কুসুমৈরসেবত॥ ২৪

সেইত সময়ে, মণ্ডলী বান্ধিয়া; ত্রিদিবে ত্রিদশ গণ। রাম কৃষ্ণে পূজা, কৈল গীত বাদ্যে, পুষ্প করি বরিষণ॥ অতএব কিছু গর্দভ নাশিয়া, কি হৈল পৌরুষ তাহে। এহেন ভাবিয়া, কেহ যেন কভু, অবজ্ঞা না করে দোহে॥ অঘারির অভিপ্রায় জানিয়া তখন। বান্ধব প্রমুখ যত দেবতার গণ॥ সহাস বচনে ব্যক্ত তীব্র উপহাস। ধেনুক সুরের প্রতি করিল প্রকাশ॥ ২৫

অঘাসুরঃ কালিয়কদ্রুজন্মাপ্যসোঢ়বীর্য্যং যদি নাস্মদীয়ম্।
পুত্রীপ্রমর্দ্দিন্! বত গর্দ্দভ! ত্বং মর্ত্তুং কথং ধাষ্ট্যমিয়জ্জগম্থ॥ ২৬

অঘাসুর তথা, কালিয় ভূজঙ্গ, যদি বীর্য মো সবার। সহিতে নারিল, পুত্রী নাশি তুমি, সামান্য গর্দভ আর॥ হায় হায় তবে কিসের লাগিয়া, কেবল মরণ তরে। এহেন ধৃষ্টতা, প্রকাশ করিল বিফল পৌরুষ ভরে॥ শ্মশান বিলাসী সেই তালবন

বাসী। গর্দভ শবের স্পৃষ্ট তালফল রাশি॥ গোপালকগণ তেই না কৈল ভক্ষণ। তৃণ রাশি তত্র না লৈল ধেনুগণ॥ কিন্তু অসুরের পরিত্যক্ত তালফল। বহুকালাবধি অন্য মানুষ সকল॥ সেই পথে যাতায়াত কারী গোপগণ। নির্ভয়ে উত্তম রূপে কৈল আস্বাদন॥ হেন মতে জ্যেষ্ঠ বলদেব সঙ্গে করি। অনুচর বৃন্দ সঙ্গে কীর্ত্তিমান হরি॥ ক্রুর রাক্ষসের লিঙ্গ শরীর পর্যন্ত। ক্রোধে দগ্ধ করি তবে হৈঞা ধীর শান্ত॥ ধেনু সহ বেণু বাজাইয়া মনোহর। প্রবেশ করিল আসি ব্রজের ভিতর॥ ২৭-২৮

কমলদলবিশাল লোলনেত্রঃ, সখিজন গীত পবিত্র চিত্র কীর্ত্তিঃ।
সহবলসবিশদ্রজং সবেণুঃ কণিতকলং কলয়ন্ ব্রজেশ-সূনুঃ॥২৯

বিমল কমল দল সুবিশাল বিলোল নয়নধারী। সখিজন গীত, পবিত্র চরিত্র, কীর্ত্তিরাশি মনোহারী॥ কাতি ক্বনিত, কলমনোহর পুরিত ললিত বেণু। সবল প্রবল; হরষে বরজ পশিল ব্রজেশ সূনু॥

তং গোরজশ্ছুরিত কুন্তলবদ্ধবর্হ বন্যপ্রসূন-রুচিরেক্ষণ-চারুহাসং।
বেণুংক্বণন্তমনুগৈরনুগীতকীর্ত্তিং গোপ্যোদিদৃক্ষিতদৃশঃ পরিতোহভিজগ্মুঃ॥ ৩০

গোধূলীচ্ছুরিত কুন্তলকলাপ, নিবদ্ধ ময়ূর পুচ্ছ। তাহে সুশোভিত; ভ্রমরগুঞ্জিত, বনজ কুসুম গুচ্ছ॥ দীঘল নয়নে, মধুর চাহনি, বদনে সুচারু হাস। বেনু বাদ্যপর, অনুগামি জন, গীতকীর্তি সুবিলাস॥ ব্রজে সমাগত, এ হেন গোবিন্দে, দেখিতে তৃষ্ণার্ত নেত্র। গোপবধূগণ, চৌদিক হইতে, আগমন কৈল তত্র॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ এতাবৎ বর্ণনা করিয়া। রহিল ক্ষণেক তবে নির্বাক হইয়া॥ কৃষ্ণ যা সবার মন করয়ে হরণ। সেইত ব্রজের নব কিশোরীর গণ॥ প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ মুখচন্দ্র দরশনে। যে আনন্দ উপজিল সবাকার মনে॥ সে মুখ ভ্রূভঙ্গী রূপ তরঙ্গের ছলে। সঙ্গত হইল অনুরাগ সিন্ধু জলে॥ সেইত সিন্ধুর করি গুরুত্ব স্মরণ। সমগ্র ইন্দ্রিয় কার্য হৈল বিস্মরণ॥ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠ সে সভায়। রহিল মুহূর্ত্তদ্বয় মূর্চ্ছিতের প্রায়॥ শ্রীমান্ ব্রজরাজ সভ্যগণ আর। অবগত না হইয়া বাসনা তাহার॥ সদয় হৃদয়ে তারে সান্ত্বনার তরে। নানা অনুষ্ঠান কৈল সযত্নে সাদরে॥ তথাপি না হেরিয়া জ্ঞানের উন্মেষ। চিন্তিত হইল তবে সবে সবিশেষ॥ তত্তৎ বিধান যদি বিফল হইল। মধুকণ্ঠ চিত্তে উৎকণ্ঠতা উপজিল॥ তা সবা সান্ত্বনা দিয়া ভ্রাতার ইন্দ্রিয়ে। সঙ্কুচিতভাব দূরীকরণ বিষয়ে॥ যশোদার লালন কার্যের মনোহর। সদাগীত এক গান গাহিল সত্বর॥ ৩১-৩৩

হরিণা হলিনা সহরিপুদলিনা। রজনী মুখমত্র জননী লালনমিতি কলিতং জিতকলিনা।
নির্ম্মঞ্ছন-নীরাজন-মার্জ্জন-বদনালোকনরচনম্।
মর্দ্দন-মজ্জন-সম্বস্ত্রণতঃ পশ্চাৎ পুণ্ড্রক-সচলম্॥
রসচয়-যোজন-ভোজনপূরণ-সুরভিত-নীরাস্বদনম্।
অগুরুদ্রবমুতিরথ তাম্বূলদম্বনং সুখসম্বদনম্
স্বকৃতিগুনং প্রতি-শয্যাসংস্কৃতিসমনুজ্ঞাযনুশয়নম্।
প্রিয়সখসঙ্গতিমনুসেব্যানুগতিমনু চ মুদামতিচয়নম্॥ ৩৪

হরি মূর্ত্তিধারী. কৃষ্ণ আর হলধারি রাম রাত্রিমুখে। ভবনে আসিয়া, নানাবিধ সেবা, গ্রহণ করয়ে সুখে॥ মাঙ্গলিক নানা, দ্রব্যাদি স্পর্শন, শ্রমনাশ তালবৃন্তে। আরতি দর্পণে; বদন দর্শন, মর্দ্দন মার্জন অন্তে॥ বস্ত্র পরিধান, তিলক রচন, ভালতটে শোভমান। নানারসময়, দ্রব্যাদি ভোজন, সুগন্ধ সলিল পান॥ অগুরু চন্দন. জলে আচমন, তাম্বুল সেবন আর। সুকৃতি সম্পন্ন, ভৃত্যে আজ্ঞাদানে, সুখশয্যা সুবিস্তার॥ সুখালাপ তথা, শয্যাতে শয়ন, লৈঞা প্রিয়বন্ধুগণ। হাস পরিহাস, রসের বিলাসে, মহানন্দ সঞ্চয়ন॥ ইত্যাদি বিবিধ, নৈশিক সেবনে. বলরামে সঙ্গে করি। মাতার লালন, গ্রহণ করিল, বৃন্দাবন ধামে হরি॥ হেনরূপে শ্রীহরির চরিত্র যেইক্ষণ। কীর্ত্তিত হইল সভা মাঝারে তখন॥ সেইত মধুর রাগ-রাগিণী মিশ্রিত। হরির পবিত্র লীলা হইয়া কীর্ত্তিত॥ কর্ণরন্ধ্রে যেই মাত্রে প্রবিষ্ট হইল। মূর্চ্ছাপন্ন স্নিগ্ধকণ্ঠ উঠিয়া বসিল॥ যে জনা নিদ্রাতে রহে হৈঞা অচেতন। নাম ধরি ডাকিলে জাগয়ে যেমন॥ সেই হরিলীলা কীর্ত্তন শ্রবণে। জাগিয়া বসিল স্নিগ্ধকণ্ঠ সেইক্ষণে॥ সুস্থাবস্থা লাভে সঙ্কুচিত ভাব গেল। স্নিগ্ধকণ্ঠ রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিল॥ ৩৫-৩৬

সোঽয়ং গোপালভূপাল-তনয়স্তব নির্দ্দয়ঃ। মুগ্ধঞ্চ মদ্বিধং মুগ্ধং করোতি স্বৈরলীলয়া॥৩৭

এই ত তনয়, তব গোপরাজ, অতীব নির্দয় হয়। আমা হেন মুগ্ধজনে মুগ্ধ করে, তার লীলা সমুদয়॥ এইরূপ ঘটনা ঘটিলে অতঃপর। নিবৃত্ত হইয়া ব্রজনিবাসী নিকর॥ গৃহপথ করি অনুগমন তখন। নিজ নিজ গৃহে সবে করিল গমন॥ প্রত্যহ শ্রীব্রজপুত্র সূতপুত্রদ্বয়ে। সঙ্গে করি লইয়া আসে আপন আলয়ে॥ এই সূত পুত্রদ্বয়ে আনয়ন করি। হইয়া তৃতীয় জন সেই দোঁহে হরি॥ প্রসঙ্গক্রমেতে গুপ্তভাবে জিজ্ঞাসিল। ক্লেশকর মূর্চ্ছা কেন সহসা জন্মিল॥ গদগদ কণ্ঠে দোঁহে কহে অতঃপর। কি আর কহিব সব তোমার গোচর॥ সতৃষ্ণ ভাবেতে কৃষ্ণ কহিছে তখন। আমি মাত্র নহি ইহা জানে সর্বজন। তৎকালে স্বয়ং তাহা করি অনুষ্ঠান। তথাপি শুনিতে উৎকণ্ঠিত হয় প্রাণ॥ ৩৭-৪০

স্বয়মপি যৎ পুরু রচিতং তদ্‌যদি হৃদ্যং তদা সদা শ্রাব্যম্।
কাব্যনিজসবিতং যত্তদিদং যুবকাংপরস্পরং শৃণুথঃ॥ ৪১

বহুল প্রমাণে, নিজ কার্য যদি হৃদ্য মধ্যে গণ্য হয়। তবে সেই কার্য, শ্রবণ কর্ত্তব্য, নিত্য কাল সুনিশ্চয়॥ অতএব এই, নিজ কৃত কাব্য, শ্রোত্র মন মনোহর। তোমরা উভয়ে, শ্রবণ করহ, গান করি পরস্পর॥ সখিগণ মধ্যে যেবা প্রধানা নায়িকা। বিশ্বশ্রুত নাম যার হয়ত রাধিকা॥ পক্ববিম্ব সম যার ওষ্ঠ মনোহর। উপবিষ্ট যেবা সখী গোষ্ঠির ভিতর॥ পটীয়সী এই রস পরিপাটী তার। প্রথমেই সভা মাঝে করহ বিস্তার॥ শুনিয়া উভয়ে পরস্পর নিরূপণে। কহিতে লাগিল দোঁহে সজল নয়নে॥ ৪২-৪৩

যদন্তর্বস্য সর্ব্বং তত্তদ্য জানাত্যভীপ্সিতঃ। স এব চেদসত্যস্তস্ত জানীত কঃ পরঃ॥

যার প্রতি যার, চিত্ত সমর্পিত, তার সর্ব সেই জানে। প্রিয়তম যদি, চিত্তে বাস করে,

কেমনে জানিবে আনে॥ এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত হৈল। সহর্ষে উভয় প্রতি কহিতে লাগিল॥ অতএব রজনী উদয়ে দোঁহে অদ্য। প্রয়োগ করিহ সেই বিদ্যা অনবদ্য। এত কহি বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া। সহচর গোষ্ঠী মধ্যে উভয়ে লইয়া॥ কৌতুকাঢ্য প্রচেষ্টা করিয়া প্রকটন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত কৈল দিবস যাপন॥ ৪৪-৪৫

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু গর্দ্দভাসুর-মর্দ্দনং নাম চতুর্দ্দশং পূরণম্॥ ১৪

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল স্বাদে সুধা গর্ব হর। হৃদয়াধিদেব শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপাল চম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

পঞ্চদশং পূরণম্ ☐ পূর্বানুরাগঃ

অতঃপর গোলোক ধামের যুবরাজ। সহচরগণ সঙ্গে করিয়া বিরাজ॥ সায়াহ্ন সময় হেরি ভোজন করিয়া। নত মাথে জননীর অনুমতি লৈঞা॥ সুসজ্জিত গোপরাজ সভার মাঝার। প্রতি রাত্রি কৃত দীর্ঘ আনন্দ বিহার॥ করিবার অভিপ্রায়ে প্রহরেক গতে। গুরু বর্গে জ্ঞাপন করিয়া কোন মতে॥ অন্তসবে বিদায় করিয়া গৃহ প্রতি। মহদন্তঃপুরে তবে নিজে কৈল গতি॥ সেথা করি জননীর আদেশ গ্রহণ। বাহিরিল হর্ষভরে নন্দের নন্দন॥ শ্রীসুবল মধুমঙ্গলাদি অন্তরঙ্গ। বন্ধু সঙ্গে করি সূত পুত্রদ্বয় সঙ্গ॥ ইতিপূর্বে বর্ণিত গোকুলপদ্ম স্থিত। মহাসুখাস্পদ রূপে সদা উপস্থিত॥ শ্রীমতী রাধার কুসুমোদ্যান ভবনে। গমন করিল হরি আনন্দিত মনে॥ অকস্মাৎ হরি তথা কৈল আগমন। তারে হেরি মৃদু হাস্য করি প্রকটন॥ পরিহাস পরায়ণা যতেক রমণী। ভাবাবেশময় চিত্ত হইয়া অমনি॥ সম্ভ্রম বিস্ময় ভ্রম গর্ব লজ্জা ভয়। অপত্রপাদর হর্ষ ইচ্ছা সমুদয়॥ এককালে নানা ভাবোদয়ে সেইক্ষণ। অপরূপ স্তব্ধ ভাব করিল ধারণ॥ ১-২

অকস্মাদায়াস্তং হরিমনুভবন্তী কিল হ্রিয়া দশামক্ষ্ণোর্নানাক্রতমণিদধে সা নতমুখী।
মুদা স্মেরা ভুগ্না বিকসিতবতী কুঞ্চিতবতী সবাষ্পা স্তব্ধাভাভবদিতি সমঃ যা ন ঘটতে॥

কুসুম কাননে, বিলাস ভবনে, অকস্মাৎ আইল হরি। নিরখি সরমে, আনত বদনা, হৈল বৃন্দাবনেশ্বরী॥ ধনির তনুতে এই কোন দশা হৈল। চটুল নয়নে, যুগলে ঝটিতি, কত ভাব উপজিল॥ বন্ধুর বদন চন্দ্রমা নিরখি, আনন্দে ভরিল হিয়া। কুটিল হইল, স্বভাবে সুন্দরী, প্রেমেতে প্রমত্ত হৈঞা॥ বন্ধুর অঙ্গের, পরশ লালসে, বিকশিত চিত্তখানি। নবীন প্রেমার; আবেশে কুঞ্চিতা; নয়নে উছলে পানি॥ চিত্র পুত্তলিকা, সম স্তব্ধ ভাব. ধরিল রাধিকা ধনি। যার সম আর. অপর রমণী, ভুবনে নাহিক গণি॥ বন্ধুর মধুর, মুরতি ধেয়ানে. হৈল ধনি সমাহিত। জাহ্নবা প্রসাদে, রামের কিঙ্কর, রচিল এ মঞ্জু গীত॥ শ্রেষ্ঠ গুণে বিভূষিতা কিঙ্করীর গণ। সমাগত কৃষ্ণচন্দ্রে করি দরশন॥ নানারত্নে পরিব্যাপ্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। অর্দ্ধ হস্ত পুরু মৃগরোম জাতাসনে॥ আসন রচিল মঞ্জুলিকা উপর। পূর্বমুখ হৈঞা হরি বসিল সত্বর॥ শুভ্র চামরাদি হস্তে কিঙ্করীর গণ। করিতে লাগিল সেবা সানন্দে তখন। শ্রীরাধার

বহিস্থিত প্রাণের মতন। শোভিতে লাগিল যেন নন্দের নন্দন ॥ নিজসুখে মিলিত তদ্রসের প্রবাহে। যাসবার চিত্ত সদা ভাসমান রহে ॥ শ্রেণীবদ্ধ সেইসব মৃগলোচনার। সম্মুখে ধরিয়া হস্ত তবেত রাধার ॥ আপনার বামভাগে দিব্যাসনোপরি। সাতিশয় যত্নে তবে বসাইল হরি। কৃষ্ণের নবীন যৌবনের সুপ্রকাশ। তদুচিত যাসবার সেবনাভিলাষ ॥ সেই সব নবঃ বয় সহচরগণ। বসিয়া দক্ষিণে কৈল সুষমা বর্দ্ধন ॥ উভয় শ্রেণীর শেষ সীমা মধ্যগত। কৃষ্ণ তবে রাধিকার অগ্রে হৈঞা রত ॥ তৎপ্রেমার নব্যাবস্থা করিয়া ধারণ। অবস্থান কৈল সুতপুত্র দুইজন ॥ কতিপয় সখা সেই কথক দোহার। রাগ তালাদির কৈল সাহায্য অপার ॥ রাধামাধবের সমবয়ঃ শ্রেণীদ্বয়। শোভে যেন হার লতাদ্বয় মণিময়। তদুভয় শ্রেণী অগ্র সীমার মাঝার। নিশ্চয় সে সুতদ্বয় কৈল অধিকার ॥ পরস্পর শোভা স্বভাবতঃ সেইক্ষণ। পরিবর্তনের ভাব করিল ধারণ ॥ নায়কের শিরোমণি কৃষ্ণের শ্যামত্ব। রাধার পীতত্ব তথা হৈঞা পরিবর্ত্ত ॥ কেবা নীল কেবা পীত বুঝিতে নারিল। পরস্পর অভিন্নতা অনুভূত হৈল ॥ হারস্থিত মধ্যমণি নায়ক সমান ॥ সর্বত্র দৃষ্টির প্রসন্নতা বিদ্যমান ॥ রহিলেও খ্যাত দোহাকার পরস্পর। হইল নয়ন রাগে রঞ্জিত অন্তর ॥ এইত মিথুনে তবে করি দরশন। চিত্র সম স্তব্ধ হৈঞা দুই তিন ক্ষণ ॥ সুত পুত্রদ্বয় সেথা দাণ্ডাইয়াছিল। হাস্যভরে ঘনশ্যাম সাবধান কৈল ॥ তবেত উভয়ে কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হৈঞা। নান্দী পাঠ কৈল বস্তু নির্দেশ করিয়া ॥ ৩-৮

ইমৌ গৌরিশ্যামৌ মনসিবিপরীতৌ বহিরপি স্ফুরত্তদ্বদ্বস্ত্রাবিতি বুধজনৈর্নিশ্চিতমিদম্।
স কোহপ্যচ্ছপ্রেমা বিলসদুভয়স্ফূর্ত্তিকতয়া দধন্মূর্ত্তিভাবং পৃথগপৃথগপ্যাবিরুদভূৎ ॥ ৯

এ দোহার মাঝে, গৌরবর্ণ এক, শ্যামবর্ণ অন্যজন। বিপরীত ভাবে, পরিব্যাপ্ত কিন্তু সতত দোহার মন ॥ রাধিকার পীতবরণে রঞ্জিত, সতত কৃষ্ণের চিত্ত। কৃষ্ণের সুনীল বরণে রঞ্জিত শ্রীরাধার চিত্ত নিত্য। বাহিরেও তথা, নীল পীত বস্ত্র, শোভা পায় দুই অঙ্গে ॥ পণ্ডিতেরগণ নির্ণয় করিল, এইত সিদ্ধান্ত রঙ্গে ॥ অনির্বচনীয়, কোনও বিমল, প্রেমা এই দুই জনে। পৃথক পৃথক, স্বরূপে প্রকট, হইলেও প্রতিক্ষণে ॥ ভাব মূর্ত্তি ধরি, অভিন্ন তথাপি, এই প্রেমা অদভূত। ভিন্ন ভিন্ন রূপে; প্রতীত হইয়া হয় বিশ্বে আবির্ভূত ॥ বস্তু নির্দেশ রূপ মঙ্গলাচরণ। হৈল এবে নমস্ক্রিয়া করিব বর্ণন ॥ ১০

শ্রীরাসাং ন তুলাং বিভর্ত্তি নিতরামিত্যুদ্ধবঃ কীর্ত্তয়ন্
যাসামঙ্ঘ্রি-রজো ননাম হরিণা যঃ স্বেন তুল্যো মতঃ।
তাসাং তৎপ্রিয়তা-সুধাকরতনুং বিষক্ চকোরায়িতে
নানেনানুগতাং সমস্তমহিতাং বন্দাবহে রাধিকাম্ ॥ ১১

হরি যারে মানে, আপন সমান, সে উদ্ধব মহাশয়। এইত সবার, সঙ্গে ইন্দিরার, তুলনাও নাহি হয় ॥ এতেক কীর্ত্তন করিয়া বন্দিল। যাসবার পদরজে, সেইত আভীর, সুন্দরীগণের, মাঝারে যে রাজে ব্রজে ॥ গোপী প্রেম সুধা কর কলেবর; হরি চকোরের মত। চতুর্দিকে সদা, করয়ে ভ্রমণ, হৈঞা যার অনুগত ॥ নিখিল বিশ্বের

বন্দিত চরণ, সেই বৃন্দাবনেশ্বরী। শ্রীমতী রাধারে, মোরা নত মাথে, সতত বন্দনা করি ॥ নমস্কার রূপ হৈল মঙ্গলাচরণ। এবে আশীর্বাদ যথা করহ শ্রবণ ॥

প্রেমা যোহসৌ রাধিকা-কৃষ্ণযুগ্মং স্বানন্দেন প্লাবয়িত্বা সখীশ্চ।
শশ্বদ্বিশ্বং প্লাবয়ন্ সুপ্রসিদ্ধঃ সোহয়ং বুদ্ধিং নঃ সমিদ্ধাং করোতু ॥ ১২

যেই প্রেম রাধা মাধব যুগলে' সহচরীগণে আর। প্লাবিত করয়ে, আনন্দ ধারাতে, বিশ্বসহ বারম্বার ॥ সেইত অপূর্ব, লোকাতীত প্রেম, সুপ্রসিদ্ধ দিব্য কীর্ত্তি, বিমল প্রভাতে, প্রদীপ্ত করুক মোসবার বুদ্ধি বৃত্তি ॥ হেনমতে বিলক্ষণ হাস্য দরশনে, তত্র স্থিত সেই সূত পুত্র দুই জনে ॥ তার মধ্যে স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠা সহিত। বর্ণিতে লাগিল তবে কৃষ্ণের চরিত ॥ কৃষ্ণ জন্ম মাধুরীর মত শ্রীরাধার। জন্মের মাধুরী হয় বর্ণনীয় আর ॥ বিনয়েও অতি বিস্তীর্ণতা পরিহরি। কহিব এবে তা কিছু সঙ্কোচন করি ॥ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শুক তপোধিন। সূত্র রূপে কৈল কিছু সংক্ষেপ বর্ণন ॥ ১৩-১৪

ততঃ আরভ্য নন্দস্য ব্রজসর্বসমৃদ্ধিমান। হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ তদবধি নন্দ ব্রজ ওহে ভূপ; হৈল সর্ব সমৃদ্ধিমান্। হরির নিবাসোচিত গুণে হৈল, রমার ক্রীড়ন স্থান। তাহাও বিশদ ভাবে পণ্ডিতের গণ। এহেন প্রকারে কৈল বিশদ বর্ণন ॥

জন্মারভ্য হরের্ব্রজস্থলমভূদ্বিশর্দ্ধিযুক্তং পুন-
র্লক্ষ্মীণাং রমণাস্পদঞ্চ তদধিষ্ঠানাদ্বিশিষ্যাজনি।
রাধা যাসু ললাম পূর্ণশশভৃন্মূর্ত্তিব তারাসু সা
কান্তিঃ কিন্তিহ চিত্রভাববলিতা যা কৃষ্ণপক্ষাধিকা ॥ ১৫

কৃষ্ণ জন্ম হেতু, হৈল ব্রজ ভূমি, নিখিল সমৃদ্ধিমান। বিশেষতঃ তার' বাস হেতু হৈল, লক্ষ্মীগণ ক্রীড়া স্থান ॥ তারকা মাঝারে, যেমতি প্রধান, পূর্ণ চন্দ্রমার মূর্ত্তি। লক্ষ্মীগণ মাঝে, তথা শ্রীরাধার, প্রধান স্বরূপে স্ফূর্ত্তি ॥ কৃষ্ণ পক্ষ হৈতে, অধিক বলিয়া, যেই কান্তি খ্যাত হয়। সেই কান্তি কিন্তু, বিচিত্র ভাবেতে, শ্রীরাধাঙ্গে বিলসয় ॥ দাক্ষিণ্য বশতঃ, কৃষ্ণ পক্ষ ভুক্ত, চন্দ্রাবলী আদি করি। যূথেশ্বরী হৈতে; সর্ব কান্তিময়ী শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ বৃহদ্ গৌতমীয়তন্ত্রে প্রধানা রাধার। করয়ে বিশেষ ভাবে জগতে প্রচার ॥

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

পরমদেবতা, কৃষ্ণময়ী প্রোক্ত, দেবী শ্রীরাধিকা হয়। কৃষ্ণ সম্মোহিনী, পরাৎ পরা সর্বকান্তি সর্ব রমাশ্রয়। লক্ষ্মী হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় শ্রীমতী রাধিকা। ললিতাদি সখী আর হৈঞা প্রেমাধিক ॥ তাসবার জন্মব্রজ সেহ হয়েত প্রধান। হেন কথা সর্বশাস্ত্র করয়ে প্রমাণ। নন্দের জনক শ্রীপর্জন্য গোপ হৈতে। বিখ্যাত পুরুষ এহ হয়েত মহীতে ॥ তাসবার শ্রেষ্ঠ আর খ্যাতি সাতিশয়। মাতুল বংশের মধ্যে যারা পুত্র হয় ॥ তাসবার বংশের দৃঢ় আত্মীয় হইতে। ঘটক গণের মান আভীর জাতিতে ॥ অতএব যত্ন সহ যজ্ঞপত্নীগণে। ত্যাগ কৈলে লীলা খেলা ছলে অকারণে ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ মর্যাদা কদাচন। না করিত পূর্ণরূপে প্রদীপ্ত ভুবন ॥ তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য কুলীন।

বৃষভানু নামে খ্যাত মহাত্মা প্রবীন ॥ সেই মহা গোপরূপ রত্নাকর হৈতে। শ্রীরাধার জন্ম হৈল বিদিত মহীতে ॥ সবার সম্মত হয় এইত আখ্যান। এতৎ বিষয়ে সর্বলোক করে গান ॥ ১৬-১৮

সত্যং বহুসুতরত্নাকরতাং স প্রাপ গোপদুগ্ধাব্ধিঃ।
কিন্ত্বমৃতদ্যুতি-রাধা, লক্ষ্মীজননাদগাৎ পূর্ত্তিম্ ॥১৯

সত্য সেই বৃষভানু গোপরূপ; ক্ষীর সিন্ধু বহু পুত্র। রত্ন রাজিলাভ, করি রত্নাকর; নামে খ্যাত হৈল সত্য ॥ কিন্তু সে অমৃত, প্রভাতে মণ্ডিত, সতত যাহার মূর্ত্তি। রাধারূপা লক্ষ্মীর জনমে, গোপাব্ধি লভিল পূর্ত্তি ॥ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৎসরের পর বর্ষে। সেই কন্যা জন্ম নিল জগতে সহর্ষে ॥ সর্ব সুখাধার রাধা নামক নক্ষত্রে। জনমিল কন্যাশুভক্ষণে পুণ্য ক্ষেত্রে ॥ তেই রাধা নাম হৈল সেইত কন্যার। এই নামে ধন্য কৈল নিখিল সংসার ॥ রাধার জন্মান্তে তার মাধুরী কেমন। জিজ্ঞাসা করিত যবে জন সাধারণ ॥ উৎকৃষ্ট মাধুরী তার করিয়া দর্শন। করিত এহেন রূপে সবে নিরূপণ ॥ ২০

নবেন্দুমূর্ত্তির্বা কনককমলং বক্ত্রমথ বা; চকোরৌ নেত্রে বা বিসরদমৃতং দৃষ্টিরথবা।
অপীত্থং রাধায়াং যদি জিততুলায়াংনবলতে, বিকল্পকিংতর্হি প্রসজতিতরাং তত্তদুপমা॥

নবীন চন্দ্রমা, অথবা মূরতি, কিংবা স্বর্ণ পদ্ম হয়। বদন মণ্ডল, চকোর যুগল, অথবা লোচন দ্বয় ॥ অমৃত প্রবাহ, অথবা চাহনি; এসব উপমা রাশি। যদি মিলিত, তুলনা জন্মিনি; শ্রীমতী রাধাতে আসি ॥ তবেত নবেন্দু, প্রভৃতি তুলনা; তুলিত হইত কিসে। পরামৃত বিনা, অমৃত কি হয়, কদাপি তুলিত বিষে ॥ ব্রজ লক্ষ্মী মধ্যে সেবা প্রধান গণন। সেইত রাধার কথা রহুক এখন ॥ চন্দ্রাবলী প্রমুখ যতেক নারীগণ। হেনরূপে বর্ণিত হয়েত অনুক্ষণ ॥ ২১-২৩

হরিমনু বিন্দতি শশ্বল্লক্ষ্মীরিতি যা তু সর্ব্বতঃ খ্যাতা।
তামপি কিল গোপয়িতুং গোপীসংজ্ঞা জয়ন্তি তা লক্ষ্ম্যঃ ॥ ২৪

লক্ষ্মীদেবী সদা, যাহার পশ্চাতে, পশ্চাতে গমন করে। এহেন খেয়াতি, জগত ভরিয়া; যেজন সতত ধরে ॥ হরি অনুগতা, সেইত লক্ষ্মীরে, রূপে গুণে সাতিশয়। গোপন করিতে, ধরে গোপীনাম হউক তাসবার জয় ॥

কৃষ্ণানুরূপমপ্যাসাং বয়োবৃদ্ধিঃ সমৃদ্ধ্যতি। যথা চন্দ্রমসঃ পুষ্টিস্তথা তস্য রুচামপি ॥ ২৫

রাধাদি গোপীর, বয়োবৃদ্ধি ঘটে, শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে। চন্দ্রের পুষ্টিতে, যেমতি তাহার, কান্তির সুষম বাড়ে ॥ মধ্যম কৌমারে শ্রীরাধার অঙ্গে যথা। সুষমা উদয় হয় কহি সেই কথা ॥ ২৬

অকল্পিত লঘুশাটীখণ্ডবস্ত্রাধরাঙ্গী, শ্রবণগন-বরন্ধ্র প্রোতসুস্পর্শসূত্রা।
রজসি নিজসখীভিঃ খেলিতেহপ্যানুরূপ্যাদজিতকর গৃহীতেবাব রাধা বিরেজে ॥

অরূপ বরূপ, লঘুবস্ত্র খণ্ড, নাভি নিম্নে পরিধান। শ্রোত্রদ্বয় তটে, নবরন্ধ্রে প্রোত, সুক্ষ্ম সূত্রে বিদ্যমান। নিজ সখীগণ সঙ্গে ব্রজরজে, খেলা মগ্ন নিরন্তর। আপনানুরূপ, বয়ো গুণ হেতু, অজিত গৃহীত কর ॥ মধ্যম কৈশোরে, বিবিধ খেলাতে, সতত হইয়া

রত। পিতার ভবনে, বিরাজে রাধিকা, ঈশ্বরী উমার মত ॥ রাধিকাদি গোপিকার বয়ো বৃদ্ধি হৈল। সৌন্দর্য সারের খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপিল ॥ রোধিতে নারিল তাহা পিতামাতাগণ। তেইত হইল সবে চিন্তাতে মগন ॥ সম্প্রতি দুর্দান্ত কংস কি কার্য করিবে। মোরা নাহি জানি তাহা হেন চিন্তে সবে ॥ প্রত্যহ তাহারা সবে একত্র হইয়া। পরস্পর কথা কহে চিত্ত উথারিয়া ॥ অবশেষে বিচারিয়া এই কৈল সার। অবিলম্বে কন্যাদান কর্ত্তব্য সবার ॥ শ্রীমান্ নন্দপুত্র বিনা অন্য আর। যোগ্য পাত্র নাহি হেরি এসব কন্যার ॥ রূপেগুণে অন্য সব অবর যে হয়। নন্দপুত্র তেই যোগ্যপাত্র সুনিশ্চয় ॥ ২৭-২৯

কন্যা ধন্যতমা রমামপি জিতাং কুর্ব্বন্ত্যমূর্নন্দজঃ
স্বস্মাদূনদশাং রমারমণমপ্যাসদয়ন্ দৃশ্যতে।
তস্মাত্তুল্যতয়া স এব বরতা মর্হত্যমূষাং তদ্
প্যাস্তাং ধাম সুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়াস্তৎ কৃতে ॥৩০

ধন্য তমা এই, কন্যাগণ জিনে, রমারেও শোভাভরে। দৃষ্ট হয় রমা রমণেও এই, নন্দপুত্র হীন করে ॥ অতএব রূপ গুণে তুল্য হেতু, এই সব বালিকার। নন্দপুত্র হয়, যথা যোগ্য বর; অন্য কেহ নাহি আর ॥ সে কথা রাহুক, কি আর কহি, মো সবার দেহ গেহ। সুহৃৎ প্রিয় বস্তু, আত্মা পুত্রাশয়, তৎসুখার্থে সব এহ ॥ যদ্যপি এবেহ কৃষ্ণ সূত্র না ধরিল। অতএব বিবাহের কাল না হইল ॥ তেই এবে আহ্বান করিয়া সভ্যগণে। করিব সম্বন্ধ স্থির কন্যা বাগদানে ॥ হেনমতে বিচারিয়া আপনার মন। রাখিল গোপনে বালিকার পিতাগণ ॥ তাসবার এইত সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত। সর্বদর্শী গর্গমুনি হইল বিদিত ॥ তবে সে সিদ্ধান্ত মণি নিবারণ তরে। পূর্বমত বিচারিয়া কহে যুক্তি ভরে ॥ লীলা পরিপাটী তার এইত প্রকার। দুর্লক্ষ্য বলিয়া মোর অগম্য অপার ॥ সেই লীলা শক্তিদ্বারে হইয়া চালিত। মোসবারও আচরণ বিরোধী মত ॥ করিলেও প্রত্যবায় নাহিক কিঞ্চন। কংস প্রতি নারদোপদেশের মতন ॥ তথাপি প্রার্থনা হেন কর্ত্তব্য যে হয়। যাহে তা সবার প্রত্যবায় না ঘটয় ॥ ইষ্টাপত্তি ঘটিতে পারয়ে ভবিষ্যতে। দণ্ড বক্র বধান্তে প্রবাস বাস হৈতে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ চন্দ্র কৈল আগমন। ঘটিবে সবার সঙ্গে পূর্ণ সম্মিলন ॥ নিজ মনে হেন রূপ করিয়া চিন্তন। অবিলম্বে আইল মুনি শ্রীবৃন্দাবন ॥ নিজ পর্ণশালা মাঝে ধ্যান মগ্ন হৈঞা। পৌর্ণমাসী মহাদেবী আছয়ে বসিয়া ॥ তার ঠাঞি গর্গমুনি করি আগমন। সব কথা পুনঃ পুনঃ কৈল নিবেদন ॥ মুনি তবে কহে দেবি করহ শ্রবণ ॥ আপন কর্ত্তব্য আমি করিব সাধন। তুমি মাত্র গোপকন্যাগণের নিশ্চয়। সত্য সত্য অন্য বরে বিবাহ না হয় ॥ পত্যাদি সম্বন্ধ নাহি ঘটে তা সবার। অথচ নিখিল লোক চিত্তের মাঝার ॥ প্রত্যয়িত মাত্র তথা বিবাহ সংস্কার। উপজে যাহাতে সেইরূপ ব্যবহার ॥ এবেত কর্ত্তব্য হয় উচিত তোমার। অনুরোধ এই দেবি হয়ত আমার ॥ হেনমতে দেবীর করিয়া সম্ভাষণ। ব্রজরাজ সঙ্গে করি নানা আলাপন ॥ বাহিরে নিবাসী গোপগণের ভবনে। ভ্রমিতে

লাগিল গর্গমুনি হৃষ্ট মনে ॥ অকস্মাৎ মুনিবরে আগত হেরিয়া। চিন্তাতমো দূরে গেল সুস্থ হৈল হিয়া ॥ বাহির প্রদেশ স্থিত আভীরের গণ। স্বাভীষ্ট লভিতে কৈল মুনিরে বন্দন ॥ তবেত করিয়া পূজা বিবিধোপচারে। পুছিল কুশল বার্ত্তা শ্রদ্ধাসহকারে ॥ কন্যার বিবাহরূপ নিগূঢ়ার্থ তবে। নিবেদন কৈল মুনিবরে গোপসবে ॥ কংস হৈতে আশঙ্কা আছয়ে সবাকার। অতএব কি কর্ত্তব্য হয় মোসবার ।। গর্গমুনি কহে মোর এইত বিষয়। অপূর্ব তথাপি জ্ঞাত আছি সমুদয় ।। ব্রজরাজ পুত্রে সব আভীরের গণ। মনে মনে যোগ্য বর কৈলা নিরূপণ ।। কিন্তু ইথে এক শঙ্কা শঙ্কুর মতন। বিদ্যমান হইয়া আছয়ে অনুক্ষণ ।। তব কন্যাগণের বিবাহে সেইক্ষণ। ব্রজরাজোৎকৃষ্ট পুত্রে ঘটিবে মিলন ।। ব্রজবাসীগণ সঙ্গে অবিলম্বে তবে। কৃষ্ণের সহিত চির বিচ্ছেদ ঘটিবে ।। কি কহিব তেই তব কন্যাগণ কথা। চিরকাল দুঃখ সবে ভুঞ্জিবে সর্বথা ।। অপিচ সেসব কন্যা প্রৌঢ়ত্ব লভিল। কৃষ্ণপ্রীতি যা সবার চিত্তে দৃঢ় হৈল ।। ঘটিলেও নিয়ত কৃষ্ণের অদর্শন। অবশ্য হইবে কৃষ্ণ স্ফুর্ত্তি যুক্ত মন ॥ তাসবে সে স্ফুর্ত্তি হৈতে নিবারণ করে। হেন কেহ নাহি ব্রজের ভিতরে ।। এহো হয় কষ্টপ্রদ অপর ব্যাপার। অবশ্য কর্ত্তব্য এবেতার প্রতীকার ॥ তেই নন্দ কুল অবতংস কৃষ্ণ আর। কংস এই উভয়ে বঞ্চনা করিবার ॥ শীঘ্র অন্য পাত্র হস্তে শুভদিনক্ষণে। সম্প্রদান করহ নবীন কন্যা গণে ॥ গোপগণে করি হেন আদেশ প্রদান। যদুকুল পুরোহিত গেল নিজ স্থান ॥ করিয়া মুনির উপদেশে সমাদর। নিজ নিজ কন্যাগণে আভীর নিকর ॥ গোপনে রাখিয়া যোগ্য বর অন্বেষণে। চিন্তিতে লাগিল সুষ্ঠুরূপে মনে মনে ॥ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লালসা সবার। বাড়িতে লাগিল চিত্ত মধ্যে অনিবার ॥ সেই সব কন্যা সঙ্গে পুত্রের বিবাহ। সম্পাদনে চিত্ত মধ্যে প্রবল আগ্রহ ॥ ব্রজপতি ব্রজেশার পূর্ব হৈতে ছিল। রাধার মাধুরী বৈশিষ্ট্যতে দীপ্ত হৈল ।। কিন্তু গর্গ মুনি দোঁহে নিরস্ত করিল। তেই উভয়ের চেষ্টা অনুমিত হৈল ।। অনুতাপ কিন্তু নাহি হৈল নিবৃত্ত। চিন্তাতে আকুল হৈল উভয়ের চিত্ত ॥ নন্দ সহোদরগণ মুনির আদেশ। অনুসরনীয় জ্ঞান করি সবিশেষ ।। শ্রেয়স্কর বোধে বংশ মর্যাদা রক্ষণে। নিজ নিজ পুত্রে সেই কন্যাগণ সনে ।। বিবাহ অনুপযুক্ত চিন্তিয়া হৃদয়ে। পরাঙ্মুখ হৈল সবে সেইত বিষয়ে ।। কি আর অধিক সবে মাত্রস্নেহ ভরে। কৃষ্ণ যাহে অবিলম্বে বরবেশ ধরে ।। তার লাগি করি দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ। করিতে লাগিল চেষ্টা নন্দ ভ্রাতাগণ ।। ৩১-৩৮

যোগ্যেন যোগ্যস্য তু নিত্যসঙ্গমঃ কস্মৈ ন রোচেত ভৃশং সচেতসে।
রত্নেন হেম্নঃ শরদা সরোহস্তসঃ সিতাখ্যপক্ষেণ যথা সুধারুচঃ ।।৩৯

যোগ্যের সহিত, যোগ্যের নিয়ত, মিলন ভুবন তিনে। সাতিশয় রুচি-কর নাহি হয় কোন্‌বা নতুন জনে ।। রত্নের সহিত, সুবর্ণের আর, শরৎ কালের মাঝে। সরসী বারির শুক্ল পক্ষে যথা, চন্দ্রের মিলন সাজে ।। কৃষ্ণ হস্তে কন্যা সম্প্রদান অনুচিত। হেন কথা গোপগণ করিয়া নিশ্চিত ।। গর্গের বচন কর্ণে কর্ণে অনর্গল। শুনিয়া সেইত কন্যা জনক সকল ।। স্বাধীন বক্তার বাক্য করিয়া শ্রবণ। হইল খণ্ডিত চিত্ত

আভীরের গণ ॥ ত্রাসিত সেইত ব্রজ নিবাসি সবার। পুত্রাধিক স্নেহ ছিল কৃষ্ণে অনিবার ॥ কৃষ্ণই সুখের ধাম এত চিন্তি মনে। জানিয়া রহস্য গর্গ মুনির বচনে ॥ তথাপি নির্ণীত নীতি প্রণয়ন তরে। নির্জনে গমন কৈল নন্দের গোচরে ॥ কন্যার সম্বন্ধে তরে তবে পিতৃ গণ। শ্রীব্রজরাজে ঠাঞি করিল প্রার্থন ॥ গোপকুলে জন্ম হেতু কন্যা সমুদয়। ধন্য হইয়াছে ইথে সন্দেহ না হয় ॥ কৃষ্ণ হস্তে সম্প্রদান কৈলে সুনিশ্চয়। কন্যাগণ প্রতি ন্যায্য কর্ম কৃত হয় ॥ সেই কার্য যদি সবে করহ স্বীকার। ভঙ্গীতে নির্বাহ তবে করি মোরা তার। ব্রজরাজ সেই কথা শুনিতে শুনিতে। বিবর্ণবদনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহিতে ॥ কহিতে লাগিল সবে করহ শ্রবণ। পুত্র সঙ্গে সেইত সম্বন্ধ সংস্থাপন ॥ না করিব সর্বথা এ মোর স্পষ্টবাণী। জানিয়া রাখহ এই ধ্রুব সত্য মানি ॥ ব্রজে তোমা সবাকার অপত্যের গণ। মোসবার প্রিয় তোমা সবার মতন ॥ অতএব তাসবার বিবাহের তরে। অবশ্য করিব চেষ্টা মোরা যত্ন ভরে ॥ কন্যা সম্প্রদান এবে কর্ত্তব্য নিশ্চয়। স্থির হৈঞা গৃহে যাহ নাহি কোন ভয় ॥ স্থগিত উল্লাস ব্রজবাসি সর্বজন। নন্দের আদেশ অনুযায়ী মনে মন ॥ যদ্যপিহ কথঞ্চিত রুচিনা আছিল। বাহ্যে কিন্তু কন্যাদানে উদ্যোগ করিল ॥ বাল্য বিলাসেতে মত্ত হৈঞা কন্যাগণ। কিছুই বুঝিতে নাহি পারিল তখন ॥ যোগমায়া দলে বৃন্দাবনের ভিতরে। পৌর্ণমাসী তপস্বিনী বাস করে ॥ তার ঠাঞি কোন এক বিশিষ্টা রমণী। আনাগোনা করে প্রায় দিবস রজনী ॥ পরামর্শ তরে তত্র হইত উদিত। দেবী কি মানবী তিহ নহেত বিদিত ॥ কিন্তু বৃন্দাবন ধাম রক্ষার মানসে। কৃষ্ণ-লীলা আনুকূল্য সাধন উদ্দেশে ॥ বাসনা তাহার সদা পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণ-সহঃ কেলি তার প্রিয় সাতিশয় ॥ রাধাদি ধনির প্রতি তার স্নেহ লতা। আছয়ে প্রবল সখী ভাবাশ্রিত তথা ॥ বৃন্দাবিকা নামে সেই নারী নিজ নাম। প্রচার করয়ে সর্ব বৃন্দাবন ধাম ॥ জনগণ হ্রস্ব করি সেই নাম তার। বৃন্দা নামে আহ্বান করয়ে অনিবার ॥ সম্প্রতি সেইত নারী শোচ্য সাতিশয়। বার্ত্তা শুনি হৈঞা অতি কাতর হৃদয় ॥ দেবী পৌর্ণমাসী ঠাঞি কৈল আগমন। পৌর্ণমাসী জপে উপবিষ্ট সেইক্ষণ ॥ বৃন্দা সন্নিকটে যাঞা নমস্কার কৈল। শীঘ্র উঠি পৌর্ণমাসী তারে আলিঙ্গিল ॥ আশীর্বাদ করি তবে নির্মল মানসে। বৃন্দারে জিজ্ঞাসা কৈল পরম হরষে। বোলহ কিসের তরে হেন অসময়ে। আগমন কৈলা তুমি মোর পর্ণালয়ে। বৃন্দা কহে মহাদেবি করহ শ্রবণ। ঘটিল দারুন এক ভয়ের কারণ ॥ দেবী কহে চিন্তার কারণ কিবা হৈল। বৃন্দা কহে ব্রজে এক সম্বাদ রটিল ॥ কৃষ্ণ নিত্য প্রিয়া যেই গোপীগণ হয়। অন্য গোপ সঙ্গে তাসবার পরিনয় ॥ সম্বন্ধ নিবন্ধ হৈল এইত বচন। রটিল লোকের মুখে সর্ব বৃন্দাবন ॥ পৌর্ণমাসী কহে হেন সম্বন্ধ কেমনে। বিবেচনা যোগ্য এবে হৈল তব মনে ॥ বৃন্দা তবে কহে এই সম্বন্ধ কারণ। অধুনা আপন নেত্রে করিয়ে দর্শন ॥ পৌর্ণমাসী কহে নিত্য প্রেয়সী সবার। অন্য সঙ্গে পরিণয় না ঘটিবে আর ॥ অতএব সংযোগ সম্বন্ধ অন্য জনে। না ঘটিবে প্রেয়সীগণের বৃন্দাবনে ॥ সেইত বিষয়ে

মহামায়া বিস্তারিয়া। বিঘ্ন ঘটাইব আমি কৌশল করিয়া॥ বৃন্দা কহে তথাপিহ কলঙ্কের ভয়। লোকের সমাজ মাঝে নিশ্চিত আছয়॥ পৌর্ণমাসী কহে স্বপ্ন মাত্রও সেভয়। নাহিক যেহেতু মুনিগণ হেন কয়॥ ৪৫

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ৪৬

ব্রজবাসিগণ, আপন আপন, পত্নীর আপন পাশে। কৃষ্ণের মায়াতে, মোহিত হইয়া, অবস্থিত বোধে হর্ষে॥ বসতি করিত, বৃন্দাবন ধামে, সতত মোহিত মতি। অসূয়া পোষণ কদাপিহ কেহ না করিও কৃষ্ণপ্রতি। পতি সঙ্গে কাহারও সংযোগ নহিল। অতএব পুত্রোৎপত্তি নাহিক হইল॥ পায়য়ন্ত্য শিশূন্ পয়ঃ আছয়ে বচন। শিশু শব্দে পুত্র অত্র নহে কদাচন॥ পয়ঃ শব্দে স্তন্য নহে কহে বুধগণ॥ শ্রীশুকের যদি হেন অভিপ্রায় হৈত। পায়য়ন্ত্যা সুতান্ স্তন্যম্ তবেত কহিত॥ হেন অপেক্ষাতে পুত্রত্বের ব্যপদেশ। কৃষ্ণপ্রতি হয় পরিহাস বিনির্দেশ॥ বৃন্দা কহে তথ্য যদি এইরূপ হয়। অন্য সঙ্গে বিভা তবে দুঃখ সাতিশয়॥ এ বিষয়ে অন্য প্রায়শ্চিত কদাচন। চিন্তা নাহি করে তত্ত্ববেত্তা বুধগণ॥ অতএব এবে তুমি কেমন করিয়া। বসিয়া আছহ নিজ ব্রত উপেখিয়া॥ পৌর্ণমাসী মৃদুহাস্যে কহে সেইক্ষণ। শুনহ ভাবিনী তুমি এমোর বচন॥ উপেক্ষার সম্ভাবনা নাহি কথঞ্চন। প্রফুল্ল বদনে তুমি করহ গমন॥ সহর্ষে পড়িয়া বৃন্দা পদাম্বুজ প্রান্তে। কান্দিতে লাগিল বাক্য অনুমোদন শস্তে। পৌর্ণমাসী তবে তারে অকপট মনে, তুলিয়া সান্ত্বনা করি পাঠাইল বনে॥ সেইত কথায় বৃন্দা করিয়া বিশ্বাস। পরিত্যাগ কৈল তবে স্বস্তির নিশ্বাস। দুই তিন রাত্রি দিবা ভয়-হীন মনে। বসতি করিল নিজ বাস স্থান বনে॥ অন্যদিন তাসবার বিবাহ সংবাদ। শ্রবণে লভিল বৃন্দা পরম বিষাদ॥ মলিন বদনে পৌর্ণমাসী ঠাঞি যাঞা। মৃতসম পুনশ্চ রহিল দাণ্ডাইয়া॥ পৌর্ণমাসী কহে কি ঘটিল অতঃপর। তোমার যে হেরি বড়া ব্যাকুল অন্তর॥ বৃন্দা কহে মোর মুখ হৈতে এইক্ষণ। নাহি বাহিরিবে দেবি উচিত বচন॥ পৌর্ণমাসী কহে কমলাক্ষি নিজ মনে। কোন শঙ্কা না করিহ কোনও কারণে॥ বৃন্দা রুক্ষ হাস্য করি কহিছে বচন। ভগবতি কহ তুমি সেহ বা কেমন॥ পৌর্ণমাসী কহে অদ্যাপিহ তাসবার। বিবাহ না হৈল তবে শঙ্কা কিবা আর॥ বৃন্দা কহে দেবি তুমি হও বিচক্ষণ। চাক্ষুষের মত এহো কহে সর্বজন॥ পৌর্ণমাসী কহে সেই বালিকার গণ। এবেত কোথায় আছে বোলহ বচন॥ বৃন্দা কহে হেন কথা করিনু শ্রবণ। অতীব বালিকা হেরি সেই বরগণ॥ পিতৃগৃহে রাখিয়া সেইত কন্যাগণে। গমন করিল সবে আপন ভবনে॥ পৌর্ণমাসী সপ্রণয় রোষে তবে কহে। মোর বাক্যে তোমার বিশ্বাস কেন নহে॥ জনশ্রুতি মূলক বচন বারম্বার। কহিতেছ তুমি যদি সকাশে আমার॥ সহর্ষে কহয়ে বৃন্দা শুন ভগবতি॥ এই সত্য বাক্য অসত্য হউক অতি॥ কিন্তু এই অভিসন্ধি আমি কথঞ্চন। বুঝিতে নারিনু তেই ভীত হয় মন॥ পৌর্ণমাসী হাস্য স্বরে কহিছে তখন। মিথ্যা কথা নাহি কহে ব্রজ

বাসিগণ। বিবাহের বন্ধন ও বালিকা সবার। গ্রথিত না হইতেছে সত্য রূপে আর॥ বৃন্দা কহে আমি ইহা বুঝিতে না পারি। দেবী কহে উপযুক্ত হয় এহো তারি॥ ৪৭

ত্বয্যপি লীলাশক্ত্যামবসর নাম্নী ভবেদ্বিভোঃ শক্তিঃ।
তামপি যা ভ্রময়ন্তী তস্মিংতস্মিন্ প্রবর্ত্তয়তি॥

তুমিত বিভুর, হও লীলা শক্তি, তোমাতেও সুনিশ্চয়। সময়ে সময়ে, তার কাল নামে, শক্তি প্রকটিত হয়॥ করাইয়া সেই, শক্তি তোমারেও, ভ্রমণ নিয়তক্ষণ। সুপরি কল্পিত সেই সেই কার্যে, করে তবে প্রবর্তন॥ কাকুক্তি সহিত বৃন্দা কহে সেইক্ষণ। নিজে তবে সে রহস্য করহ বর্ণন॥ পৌর্ণমাসী ক্ষণকাল হাস্য প্রকাশিয়া। নিম্ন স্বরে কহে দেবি শুন মন দিয়া। এতাদৃশ দুঃস্বপ্নেই জাগ্রতের মত। সর্ব চিত্তে মোরদ্বারে হইল কল্পিত॥ বৃন্দা তবে বিশ্বাস করিয়া সেইক্ষণ। নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহে করহ শ্রবণ॥ তথাপিহ প্রত্যায়িত পতির সহিত। তাসবার নাম যুক্তি নহে সমুচিত॥ পৌর্ণমাসী কহে তাহা হইবার নহে। যেহেতু তাপসগণ পুনঃপুনঃ গাহে॥ তন্মধ্যে তাপনী গ্রন্থে জিজ্ঞাসাকারিণী। নারী প্রতি কহে শ্রীদুর্বাসা মহামুনি॥ তোমা সবাকার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়। হইবে এইত বাক্য অন্যথা না হয়॥ শ্রীরাম প্রসঙ্গে দেখ শুক তপোধন। কৃষ্ণবধূ নামে কৈল গোপীর বর্ণন॥ উদ্ধব সন্দেশে কৃষ্ণ স্বয়ং নিজ মুখে। বল্লব্যোমে মদাত্মিকা কহে মহাসুখে॥ হে সৌম্য উদ্ধব তুমি ব্রজে এবে যাহ। মোর পিতা মাতার প্রীতি উৎপন্ন করহ॥ এই সব বাক্যে দৃঢ় সিদ্ধান্তিত হয়। গোপ অভিমান কৃষ্ণ চিত্তে দৃঢ় রয়॥ ব্রাহ্মণ পত্নীরে যথা কহয়ে ব্রাহ্মণী। মোর গোপী গোপ কৃষ্ণ কহয়ে তেমনি॥ পরমাত্মা আমি তেই গোপগোপীগণ। পতিরূপে কৈল মনে মোরেই বরণ॥ এই সব শাস্ত্র বাক্যে প্রতিপন্ন হয়। গোপীর অন্তরে পতি বুদ্ধি গূঢ় রয়॥ ভাগবত শ্লোকার্দ্ধেও হেন কথা কয়॥ বাহ্য দৃষ্টিতে মাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। উপজিত হয় উপপতির প্রতীতি॥ অন্তর্দৃষ্টিদ্বারে কৃষ্ণ প্রতি বারম্বার। পতিভাব অনুভূত হইত সবার॥ ভ্রমরগীতাতে দেখ ভাগবতে কয়। আর্যপুত্র অদ্যাপিহ মধুপুরে রয়॥ আগমেও কহে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিসব। গোপী পদ পরে জন জনান্তে বল্লভ॥ আগম রহস্য এই ত্রিবিধ প্রকারে। ব্যুৎপাদিত হইলেও ক্রম অনুসারে॥ পূর্ব পূর্ব পদের পূর্ব পক্ষত্ব যে হয়। পরপর পদে কৈল সিদ্ধান্ত নির্ণয়॥ এইত উত্তর পক্ষ সিদ্ধান্তের সার। গৌতমীয় তন্ত্র যথা করয়ে প্রচার॥

গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ। অনয়োরাশ্রয়ো ব্যাপ্ত্যা কারণত্বেন চেশ্বরঃ॥
সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতির্বল্লভত্বেন কথ্যতে। অথ বা গোপী প্রকৃতির্জনস্তদংশ মণ্ডলম্॥
অনয়োর্বল্লভঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। কার্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে॥
অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দ বর্দ্ধনঃ॥ ৪৮

প্রকৃতি বলিয়া, জানিবে গোপীরে, জনে তত্ত্ব সমুদয়। দোঁহার আশ্রয়, সর্বব্যাপী সর্ব, কারণ ঈশ্বর হয়॥ বল্লভ শব্দার্থে, নিবিড় আনন্দ, অথবা পরমজ্যোতি।

গোপী প্রকৃতির অংশ সমূহের, জন নামে অবস্থিতি ॥ এ দোহার স্বামী, বল্লভ কথিত, কৃষ্ণাখ্য পরমেশ্বর। কার্য কারণের, নিয়ন্তা স্বরূপে, শ্রুতিগীত নিরন্তর ॥ বহুজন্ম সিদ্ধ, গোপিকাগণের পতি সেহ প্রোক্ত হয়। ত্রৈলোক্য আনন্দ, বর্দ্ধন শ্রীনন্দ-নন্দন যাহারে কয় ॥ প্রথমা প্রকৃতি শব্দে হয়েত প্রধান। দ্বিতীয়ে স্বরূপ শক্তি শ্লোকে বিদ্যমান ॥ তত্ত্ব শব্দে মহদাদি অংশ সমুদয়। শ্রীবিষ্ণু পুরাণাদি হেন প্রচার কয় ॥

জ্ঞান-শক্তিবলৈশ্বর্য বীর্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ র্গুণাদিভিঃ ॥

জ্ঞান শক্তি বল, ঐশ্বর্য ও বীর্য, তেজাংশাদি সমুদয়। হেয় ব্যতিরেকে, সর্বগুণাদিতে, ভগবৎ শব্দ হয় ॥ অনেক-জন্ম-সিদ্ধানাং এইত বচনে। শ্রুত হয় বহু জন্ম হয় গোপীগণে ॥ বহুজন্ম ব্যতীতানি গীতা শাস্ত্রে কয়। কৃষ্ণ সেহ বহুজন্ম ধারণ করয় ॥ অনাদিত্ব ভাব বোধ এই সবে হয়। কৃষ্ণ লীলা নিত্য কাল ঘটে সমুদয় ॥ পতিরেব বাক্যে এই হয় কদাচিত। উপপতি ব্যবহার মায়াতে রচিত ॥ বা শব্দ নিহিত যাহা শ্লোকের ভিতরে। এ হোত উত্তর পক্ষ বোধনের তরে ॥ অতএব অপ্রকট লীলার মাঝার। কৃষ্ণে নিত্য পতি ভাব হয় গোপিকার ॥ হেন কথা শ্রীব্রহ্ম সংহিতা গ্রন্থ মাঝে। প্রকট স্বরূপে ব্রহ্ম বচনেতে আছে ॥ ৪৯-৫০

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫১

আনন্দ চিন্ময় রসে পরিপ্লুত, নিজরূপে সুপ্রকাশ। কলা সমূহের, সহিত যে প্রভু, গোলোকেই করে বাস ॥ নিখিল বিশ্বের, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বর সকলোপরি। সর্বাদ্য পুরুষ, সেইত গোবিন্দে, সতত ভজনা করি ॥ এই শ্লোকে কলা শব্দে জানিয়ে নিশ্চিত। নিজ রূপ স্বতঃ সিদ্ধ হৈল প্রমাণিত ॥ নিজ রূপ তয়া বাক্য আছে পুনর্বার। অবশ্য স্বতন্ত্র অর্থ আছয়ে ইহার ॥ প্রকট লীলার মত পরকীয়াভাস। জনশ্রুতি অনুসারে যে হয় প্রকাশ ॥ অপ্রকটে তথা নহে হেন জানাইতে। নিজরূপ তয়া বাক্য আছয়ে শ্লোকেতে ॥ পরম পুরুষ তেই কান্তা লক্ষ্মীগণ। সেই ব্রহ্মসংহিতাতে আছে এ বচন ॥ শ্রীপরমপুরুষেতে নাহি উপপত্য। হেন যুক্তি প্রদর্শিত হৈল শ্লোকে সত্য ॥ কাশী খণ্ডে আছে ধর্ম রাজের বচন। গোপীপতি যদুপতি বসুদেব নন্দন ॥ সঙ্গীত শাস্ত্রেও কহে অনন্ত আপনি। গোপী পতি খ্যাতি ধরে করে বংশী ধ্বনি। শ্রীগীত গোবিন্দ পরবর্ত্তী কাব্য হয়। তাহাতেও গোপী পতি কৃষ্ণ হেন কয় ॥ পতির মানস ভবে শব্দ যুক্ত হৈল। হেন বাক্য জয়দেব গোস্বামী লিখিল ॥ লক্ষ্মীর অভিন্ন রাধা এইত সিদ্ধান্ত। স্থাপিবারে তত্র শ্লোকের চূড়ান্ত ॥ বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে প্রমোদিত মতি। রসরাজ কৃষ্ণ কহে শ্রীরাধার প্রতি ॥ সেই সূত্রে বিস্তারিয়া মাধুর্য বিস্তর। আশীর্বাদ কৈল সবে গোস্বামী প্রবর ॥

যামপ্রাপ্য মরি স্বয়ম্বরপরা ক্ষীরোদং-তীরোদরে

শঙ্কে সুন্দরি কালকূটমপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানী-পতিঃ।

ইত্থং পূর্ব কথাভিরন্যমনসো বিক্ষিপ্য বক্ষোহঞ্চলং

রাধায়াঃ স্তন কোরকোপরিমিলন্নেত্রো হরিঃ পাতু বঃ ॥

ক্ষীর সিন্ধু তীরে, সুন্দরি তোমারে, স্বয়ম্বরা মোর প্রতি। না পাইয়া শঙ্কা, হয় বিষপিল, বিমূঢ় মৃড়ানী পতি ॥ হেন মতে পূর্ব কথা বিস্তারিয়া, রাধারে বিমনা করি। বক্ষের অঞ্চল বিদূর করতঃ, বক্ষোজ কোরকোপরি ॥ অতৃপ্ত মানসে মিলিত লোচন, সেইত রসিক হরি। তোমা সবাকারে, রাখুন কুশলে, এইত প্রার্থনা করি ॥ অন্যত্র শ্রীভগবদ্বাক্যে এই কথা। দৃষ্ট হয় পদ্যাবলী গ্রন্থ মাঝে যথা ॥ গোপীভর্ত্তু পদকমলয়োর্দ্দাস-দাসনু দাসঃ ॥ নিখিল পরমানন্দামৃত পূর্ণ, সুধা সিন্ধু সুপ্রকাশ। গোপীভর্ত্ত কৃষ্ণ পদাব্জ দ্বয়ের দাসের দাসানুদাস ॥ ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিত। শ্রীযামলস্তোত্রে সেই সিদ্ধান্ত কথিত ॥ বিধেহি তস্য রাধিকাধবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে রতিং।

এইত প্রার্থনা, করিয়ে সতত, কৃপা করি মোর প্রতি। রাধিকার পতি, কৃষ্ণের চরণ, পঙ্কজে দেহত রতি ॥ রাধিকাদি গোপিকার ললিত মাধবে। পতিভাব বর্ণিত হইল স্পষ্টভাবে ॥ শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের মাঝারে। কুমারীগণের সাক্ষাৎ বর্ণনার দ্বারে ॥ অন্য সম্বন্ধ ভাব বর্ণনেতে তথা। পরবর্ত্তী নারীগণ বিষয়েতে যথা ॥ সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান গণিত মাধবে। বর্ণিত হইল স্পষ্টরূপে সর্বভাবে ॥ স্বরত চরিত্র সমুদয় গীত হৈল। ভাবার্থে দীপিকা গ্রন্থে এইত লিখিল ॥ স্বরত শব্দেতে পতি মাত্রে সবে কয়। কৃষ্ণ বধূ নামে কৈল গোপীরে নির্ণয় ॥ পরীক্ষিত প্রশ্নোত্তরে শুকতপোধন। বহিরঙ্গ জনগণ বোধের কারণ ॥ উপপত্য বাদে পূর্বে করিয়া বর্ণন। পরমাত্মা রূপে কৃষ্ণে করিল স্থাপন ॥

গোপীনাং তৎপতিনাঞ্চ সর্বেষামপি দেহিনাম্।

যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এব ক্রীড়নদেহভাক্ ॥ ৫২

গোপীগণ তথা, তৎপতিগণের, নিখিল জীবের আর। অন্তশ্চর যেবা, অধ্যক্ষ সে অত্রক্রীড়নার্থে অবতার ॥ অন্তরঙ্গগণ প্রতি এই শ্লোক হয়। ইথে করে সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত নির্ণয় ॥ গোপীগণ মধ্যে বিবাহিত কতিপয়। কথোক অবিবাহিত তন্মধ্যে আছয় ॥ ত্রিভুবন প্রসিদ্ধ এ দুইত প্রকার। গোপিকা আছয় বৃন্দাবনের মাঝার ॥ বাস্তবিক কিন্তু নিত্য সিদ্ধ গোপীগণ। সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্করী প্রেয়সী গণন ॥ কুমারী তরুণী বৃদ্ধা অন্য নারীগণ। নানাভাবে সুসমৃদ্ধ হয় অনুক্ষণ ॥ তদুপলক্ষিত পতি মাত্রে সবাকার। কুমার গণের কথা কি কহিব আর ॥ একমাত্র কৃষ্ণ যাসবার প্রাণধন। সেই ব্রজবাসী জনগণে অনুক্ষণ ॥ যেই ভাব আছে তাহা বিস্তারের তরে। যেই যেই ক্রীড়াময় দেহ সদাধরে ॥ সেই সব দেহে হৈঞা আনন্দ অপার। অন্তঃশব্দে কথিত করে অন্তরে বিহার ॥ জগতের নেত্র হৈতে হৈঞা অন্তর্হিত। বিচরণ অর্থে ক্রীড়া করে যথোচিত ॥ সেইত অধ্যক্ষ কভু আসিয়া প্রত্যক্ষে। ক্রীড়া করে সর্বজন নেত্রের সমক্ষে ॥ অতএব নিজ প্রিয়াগণের সহিতে। কৃষ্ণের মিথুন ভাব অনাদি হইতে। বিদ্যমান আছে হেন

সর্বশাস্ত্রে কয়। উপপত্য ভাব তেই কৃষ্ণে যোগ্য নয়॥ কিন্তু পরব্যোমে লক্ষ্মী নারায়ণ মত। দাম্পত্য প্রণয় হয় কৃষ্ণে সুসঙ্গত॥ জয়তি জননিবাসো এই শ্লোক মাঝে। ব্রজপুর বনিতানাং শেষ পদে আছে॥ ব্রজ আর পুরস্থিত বনিতার গণ। তাসবার কাম বৃদ্ধি করে অনুক্ষণ॥ এই শ্লোকে মথুরা দ্বারকা পত্নীসনে। পত্নীরূপে কথিত হইল গোপীগণে। তনুধারীগণ মধ্যে এইত ভুবনে। গোপবধূগণ শ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব ভণে॥ এইত বচনে তিঁহ কহে পুনর্বার। মুমুক্ষু মদ্বিধভক্ত মুক্তগণ আর॥ যাসবার অনুগতি করয়ে প্রার্থনা। ধন্যতমা ব্রজে সেই গোপ বধূগণ॥ এত কহি পুনশ্চ উদ্ধব মহাশয়। গোপবধূগণের মহিমা বিস্তারয়। বৃন্দাবন চারিনী নিত্য সিদ্ধা গোপীগণ। কোথায় বা তদ্ভাবহীন অন্যজন॥ গোপিকার শুদ্ধ প্রেমভাব বিবর্জিত। অন্য জন তার সঙ্গে না হয় তুলিত॥ এত কহি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। উপজিল তাসবার যে অপূর্ব রতি॥ সেকথা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্দেশ করিয়া। গোপীর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা কৈল বিস্তারিয়া॥ নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদি শ্লোকে পুনবার। গোপীর মাহাত্ম্য শুক করিল বিস্তার॥ লক্ষ্মী আদি দেবীগণ হৈতে গোপীগণ। শ্রেষ্ঠ হয় হেন কহে শুক তপোধন॥ এত শুনি বৃন্দা মহা আনান্দিত হৈল। শ্রী পৌর্ণমাসীরে তবে জিজ্ঞাসা করিল॥ ব্রজে হেনরূপ পাণি গ্রহণ প্রক্রিয়া। অতিপ্রিয় না হইল কিসের লাগিয়া॥ ভগবতী তুমি কেন অন্যথা না কৈল। নির্ভয়ে তুমিহ তর্ক করিতে নারিলা॥ পৌর্ণমাসী কহে তবে করহ শ্রবণ। করিব তোমার ঠাঞি রহস্য বর্ণন॥ রস বিশেষের আস্বাদনার্থ নিশ্চয়। লীলাতে বৈচিত্রী এই আবশ্যক হয়॥ ইহা কেহ করিতে না পারয়ে বারণ। সীতার রাবণ গৃহে গমন যেমন॥ নিখিল রসের এইরূপ লীলা দ্বারে। আস্বাদন ভক্তচিত্তে সাতিশয় বাড়ে॥ ভ্রম বিজরিত চিত্ত ব্রজ গোপিকার, অশ্লীলতা ভাব বিরহিত অনিবার॥ পর নিবারণ হেতু কুণ্ঠিত অন্তর। হৃদয়ে উদিত সমুৎকণ্ঠা সুবিস্তর॥ স্ফূর্তি মান পূর্ণ সুখ প্রাপ্তি যত্র হয়। কৃষ্ণের পুনশ্চ ব্রজাগমন সময়॥ ভ্রম যায় কান্ত প্রাপ্তি চির স্থির হয়। সেই রস দীপ্তি ইথে ঘটে সাতিশয়॥ সেই কথা ভবিষ্য কাব্যাদিতে আর। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের মাঝার॥ প্রাচীনগণের মত প্রমাণিত হৈল। তার মধ্যে মূল শ্লোক এমতি লিখিল॥ ৫৩

লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্যাস স্বাদার্থমবতারিণি॥ ৫৪

পরোঢ়া বিষয়ে, উপপত্য ভাব, কাব্যে যে গর্হিত কয়। প্রাকৃত নায়কে সেইত লঘুত্ব, অবশ্য স্বীকার্য হয়, কিন্তু রসসার, শৃঙ্গার রসের, নির্যাস আস্বাদ তরে। অবতীর্ণ কৃষ্ণে উপপত্য লঘু। কেহনা স্বীকার করে॥ প্রমাণ স্বরূপ যথা বচনা বসার। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে পরচার॥

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসের কবিভিঃ পরোঢ়া, তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং, কংসারিণা রসিকমণ্ডল-শেখরেণ॥

রসিকমণ্ডল, শেখর শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যরস আস্বাদনে। বাসনা করতঃ, অত্রাবতারিত, কৈল যেই প্রিয়াগণে॥ পরোঢ়া কি সেইত, ব্রজবধূবৃন্দ, ব্যতীত পণ্ডিতগণ। শৃঙ্গারাখ্য

মুখ্য-রসেতে পরোঢ়া, নাহি বাঞ্ছে কদাচন॥ রসোৎকর্ষ তুষ্ঠান্তরে নিত্য প্রিয়াগণে। করাইয়া অবতার অত্র বৃন্দাবনে॥ মায়া দ্বারে পরকীয়া রূপে ব্যবহার। প্রকটিয়া কৃষ্ণ করে মধুর বিহার॥ ইথে কোন দোষ নাহি সংঘটিত হয়। উপরন্তু মহাগুণ ইথে উপজয়॥ গোপীগণ পূর্বে দেবী কিংবা লক্ষ্মী ছিল। হেন ভাব প্রচারিত নাহিক হইল॥ দেবী আর লক্ষ্মী হৈতে ব্রজ গোপীগন। সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে স্থিত শাস্ত্রের বচন॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ, স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

ব্রজবধূগণ, হরির নিকটে, যে প্রসাদ লাভ কৈল। সেইত প্রসাদ, নিত্যানুগামিনী, লক্ষ্মী সেহ না লভিল॥ পদ্মগন্ধময়ী, দেবীগন মাঝে, কেহত সুযোগ্য নহে। সেইত প্রসাদ, লভিবার যোগ্য, অন্য কেবা বিশ্বে রহে॥ প্রাকৃত পরোঢ়া মনে কৈল গোপী-গণে। বিরোধ উপজে তবে এই বচনে। এইত কারণে পরোঢ়াত্ব তাসবার। প্রত্যয়িত মাত্র নহে সত্যের আকার॥ কৃষ্ণের পরম লক্ষ্মীস্বরূপ নিশ্চয়। বৃন্দাবনে লক্ষ্মি এ বধূগণ হয়॥ অবতীর্ণ লীলারস আস্বাদ কারণ। এইত সিদ্ধান্তে হয় বিরোধ খণ্ডন॥ করিয়া এহেন ভাবে তত্ত্বনিরূপণ। পৌর্ণমাসী পুনরায় কহিছে বচন। পরম রহস্য অতএব এহো হয়। আকাশেরও প্রতি প্রকাশ্য কভু নয়।

রাধাদীনাং কেবলানাং কেবলো নন্দনন্দনঃ।
বরঃ স্যাৎ কে বলং তস্মাৎ কে বলাৎ কুর্যুরণ্যথা॥ ৫৫

কেবল নন্দের, নন্দন রাধাদি, গোপিকার পতি হয়। বল প্রকাশিয়া, অন্যথা করিতে, কেবা পারে এ বিষয়॥ শ্রীরাধাদি গোপিকার কৃষ্ণের সহিত। নিত্য দাম্পত্য ভাব সিদ্ধ সুনিশ্চিত॥ পরোঢ়াত্ব ভাব কভু সঙ্গত না হয়। এইত সিদ্ধান্ত সার সর্বশাস্ত্রে কয়॥ ৫৫

ব্রজলক্ষ্মীজনতায়া, হরিরিহ রমণঃ পরং ন পরঃ।
কথমথ চকোরজাতের্বৃত্তিশ্চন্দ্রাদন্যতঃ॥ ৫৬

শ্রীকৃষ্ণ কেবল, এই ব্রজলক্ষ্মীগণের রমণ হয়। হেন পদবাচ্য, ত্রিভুবনে আর, অপর কেহত নয়॥ চন্দ্রমা ব্যতীত চকোর জাতির, অন্য কোন্ জন প্রতি। জীবাতু স্বরূপ, সুধা নিষেবণে, হিয়াতে উপজে রতি॥ তেমতি রাধাদি, গোপিকা গণের রমণ শ্রীকৃষ্ণ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র ভিন্ন, চকোরাক্ষি ব্রজ-ললনার রতি নয়॥ অতঃপর বৃন্দা কহে পৌর্ণমাসী ঠাঁই। অপর প্রসঙ্গে দেবি প্রয়োজন নাই॥ সঙ্কিত হইল যাহা গোপ্য তাহা হয়। ভবিষ্যতে তোমার প্রচেষ্টা সমুদয়॥ লীলা বিলাসেতে মহাসুখ সমুত্থান। করিবে অবশ্য মোর হেন হয় জ্ঞান॥ এত কহি বন্দিয়া শ্রীদেবীর চরণ। বৃন্দা নিজ স্থান প্রতি করিল গমন॥ পৌর্ণমাসী অতঃপর আপনার মনে। কহিতে লাগিল তত্র বসিয়া নির্জনে॥ ৫৭

অবচমবোচমুবাচ চ, বচসি হি বক্ষ্যামি বক্ষ্যামি।
উচ্যাসমিদং বচ্যাৎ বচানি নো চেদবক্ষ্যং ন॥ ৫৮

পৌর্ণমাসি দেবী, কহিতে লাগিল, প্রফুল্লিত মুখাম্বুজে। আমি কহিয়াছি, আমি

কহিয়াছি, আমি কহিয়াছি নিজে ॥ আমিত বলিব, আমিত বলিব, আমিত বলিতে পারি। বলাও উচিত, যেন বলা হয়, অসত্য বলিতে নারি ॥ তবে উক্ত গোপীগণ আত্মীয় ভবনে। বিহরিনে লাগিল খেলিয়া সখীসনে ॥ তাসবার পিতামাতা আত্মীয়ের গণ। করিয়া অসূর্য্যম্পশ্য সবারে তখন ॥ কৃষ্ণ কথা বর্ণন শ্রবণ নিবারিয়া। চতুর্দ্দিক হৈতে যেন বেষ্টন করিয়া ॥ অন্তপুর মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। তথাপি হৃদয়ে দিব্য ভাব উপজিল ॥ প্রদীপ্ত কৈশোর ভাব সান্নিধ্য বশতঃ। স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণ ভাব দীপ্ত হৈল স্বতঃ ॥ বর্ষাগমে কোন কোন বল্লীজাতি যথা। পল্লবিতময় ভাব উপজিল তথা ॥

হৃদয়মনঙ্গস্তাসামবিশদ্বয়ঃ অংক্রমাদেব। শ্যামাঙ্গঃ স তু সাঙ্গং বিবেশ সহসা ততঃ, পূর্বম্ ॥

ক্রমশ বয়স, বাড়িল সবার। তবেত হৃদয় মাঝে, পশিল আসিয়া, নবীন মদন, সাজিয়া কুসুম সাজে ॥ তাহার পূর্বেত, শ্যামাঙ্গ সেইত, মদন মোহন আসি। সহসা পশিয়া হরিল মানস, বিথারি সুষমারাশি ॥ কৃষ্ণ প্রেমা স্বতঃস্ফূর্ত্ত চিত্ত মাঝে হয়। পণ্ডিতের গণ তার দৃষ্টান্ত কহয় ॥ ৫৯-৬০

আসীদাসু হরেঃস্ফূর্ত্তি চিত্ত দর্শনশ্রবণে বিনা। যথান্তঃ পুররুদ্ধাসু কন্যাসু মদনোদ্‌গমঃ ॥

দর্শন শ্রবণ, বিনা অন্তঃপুরে। রুদ্ধ এই কন্যাগণে, কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি রূপ, মদন উদগম, হৈল সবাকার মনে ॥ ৬১

নব্যযৌবনতঃ পূর্বং কৃষ্ণে তাসাং তু যা রতিঃ।

তস্যাং নাতিশয়োক্তিঃ সা স্বভাবোক্তিস্তু মন্যতাম্ ॥ ৬২

নবীন যৌবন, উদ্গমের পূর্বে, সেইত বালিকাগণে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, উপজিল যেই, স্বভবতঃ মনে ॥ সেইত বিষয়ে, কোনও অত্যুক্তি, নাহিক এইত সত্য। স্বভাবোক্তি রূপে, অবশ্য মন্তব্য, সেইত নিগূঢ়-তথ্য ॥ সেই কালে যবে কোন কথোপকথনে। কৃষ্ণ এই দুই দুই বর্ণ পশিত শ্রবণে ॥ কিংবা বংশী ধ্বনি কর্ণ সমীপে আসিত। কৃষ্ণে যেন তারা সবে দেখিতে পাইত ॥ দর্শনে জন্মিত চিত্তে পরম আহ্লাদ। অদর্শনে উপজিত পরম বিষাদ ॥ কাহারও প্রতি কেহ কিছু না কহিত। মনে মনে কৃষ্ণ সঙ্গ কামনা করিত ॥ ৬৩

যঃ কৃষ্ণ নামাক্ষর মাধুরী ঝরৈরাস্বাদ্যতে বেণুকলীরসৈরপি।

স এক এবাম্বুদরোচিরেষ মে কঃ স্বান্ত মুচ্চৈঃ কুরুতে পুরুব্যথম্ ॥ ৬৪

কৃষ্ণ নামাক্ষর মাধুরী ক্ষরণে, বেণু সুমধুর রবে। আস্বাদিত হয়, হৃদয় মাঝারে, মাতায় মদনোৎসবে। মেঘ কান্তি সেই, কোন একজন, এ মোর হৃদয়ে আসি। লোভাইয়া মন, বিস্তার করিছে বিপুল বেদনা রাশি ॥ ব্রজ বধূ মাত্রে চিত্তে পায় হেন ব্যথা। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবনাদি যথা ॥

যাতে কৃষ্ণেতি শব্দে শ্রুতি পথমমৃতা দপ্যতি স্বাদ যুক্তে,

বংশীবাদ্যে চ শশ্বন্মনসি সপদি যঃ স্ফূর্ত্তিমাপ্নোতি সোহয়ম্।

আজন্মাত্যাসহীনোঽপ্যতি সুপরিচিত প্রায় এবেতি ভাতি,

প্রাপ্তিব্যাবৃত্তিতস্ত প্রসক্তসচিবতো নেষ্যতি প্রাণবর্গম্ ॥ ৬৫

কৃষ্ণ এই শব্দ, অমৃত অপেক্ষা, অধিক আস্বাদময়। বংশী ধ্বনিক্রুত, হৈলে চিত্তে যেবা, নিরন্তর স্ফূর্ত্ত হয় ॥ আজন্ম এ মোর, না আইল সমীপে, তথাপিহ যেন কত। পরিচিত হয়, অতীব ঘনিষ্ঠ, পরাণ বন্ধুর মত ॥ কিন্তু যদি তার, প্রাপ্তি নাহি ঘটে; তবে প্রাণবর্গ এহ। অচিরে সহসা, বাহির হইবে, পরিহরি এই দেহ ॥ পুনশ্চ সম্প্রতি নিজে পরস্পর। কহিতে লাগিল কথা হইয়া কাতর। অয়ি রাধে কি কারণে হৃদয় তোমার। হইল অধুনা হেন ব্যাকুল অপার ॥ হে রাধিকে যদি নাহি হও সাবধান। তবে কিছু কহি তুমি কর অবধান ॥ ৬৬

শ্রব্যাণাং স্বাদসারং শ্রুতিরনুমনুতে যত্ত্বদ্বা সুধাব্ধে-

র্মন্থালব্ধং রসজ্ঞা সুখয়দিজস্রং চিত্তবৃত্তি র্যদেব।

কিন্তৎ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়মথবা কৃষ্ণবর্ণদ্যুতীনাং

মাজীব্যঃ কোঽপি শশ্বৎস্ফুরতি নবযুবে ত্ব্যহম্মোহিতাস্মি ॥ ৬৭

শ্রবণীয় স্বাদ সারে অনুমতি, শ্রবণ যাহাতে করে। অথব সুধাব্ধি, মন্থলব্ধ যাহে রসনা লালসা ধরে ॥ কিংবা চিত্তবৃত্তি হৃদয়জ সুখ, যাহা বাঞ্ছে সাতিশয়। সুধাসার স্বাদ, হয় সেহ কিবা, কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় ॥ কিংবা কৃষ্ণ বর্ণ-দ্যুতিসমূহের, উপজীব্য মনোহর। কোন এক নব, যুবা চিত্তে মোর, দেখা দেয় নিরন্তর। কি হইল মোর, বুঝিতে না পারি, মুগ্ধ হৈনু তারে দেখি। বিচার করিয়া, চিত্তে আপনার, দেখহ পরাণ সখি ॥ যেই ভাব বৃষভানু তনয়ার মনে। উপজিল নিরন্তর কৃষ্ণের চিন্তনে ॥ প্রসরণ শীল সেই ভাব নিরন্তর। নানাগুণে বিভূষিত হৈঞা অতঃপর ॥ কৃষ্ণসত্রে তৃষ্ণাতুর কৈল বিলক্ষণ। সেই রম্যভাব এবে করহ শ্রবণ ॥ ৬৮

নাম্নি শ্রোত্রং সদনসরণৌ নেত্রমামোদপূরে,

ঘ্রাণং পৃষ্ঠে বপুরপি গুণে স্বক্তামাসাং মদীয়ম্।

নাং প্রোক্ষ্যাসীদ্‌ক্রতমিতি হরিঃ স্বীয়দোষং বিচারাৎ

প্রত্যাখ্যায় স্ফুটমহ্নবং তত্র চিত্রায়তে স্ম ॥ ৬৯

রাধা নামে মোর, শ্রোত্র আর নেত্র, রাধা গৃহপথ দৃষ্টে। রাধার সৌরভ, গ্রহণে নাসিকা দেহ মোর রাধা স্পৃষ্টে ॥ রাধ গুণে মোর, বাগিন্দ্রিয় রত, হেন মোরে পরিহরি। ত্বরিত গতিতে, গেল অন্ত ঠাঞি, ভানু সুতা সুকুমারী ॥ এতেক বিচারি চিত্ত মধ্যে হরি, নিজ দোষ নেহারিয়া। চিত্রের মতন, রহিল সে স্থানে, ক্ষণ তরে দাণ্ডাইয়া ॥ ৭০

রাধাখ্যক্ষ কচন গণকে নাস্তিকার্দ্ধ মানে, দৃষ্ট্বা রাধাং ঘটয়াতি জনে সঞ্জনং স্বস্ত দূরাৎ।

রাধাগেহান্ মৃদুলপবনেবাতি নয়ারি তত্ত্বং কৃষ্ণেনাস্মিন পুনরলমসৌ সম্মস্মে সৈব রাধা ॥

কোনও গণক, রাধা নক্ষত্রের, বর্ণনা কৃষ্ণের ঠাই। যদ্যপি বেরিত, না হেরিত তবে, কৃষ্ণ তার প্রতি চাই ॥ নিজ দূরে যদি, রাধারে দেখিয়া, গুঞ্জন করিত কেহ। তবে তার প্রতি, দোষারোপ নাহি, করিত শ্রীকৃষ্ণ সেহ ॥ মৃদুল পবন, রাধার ভবন, সমূহে করিলে গতি। লক্ষ্য না করিত, কৃষ্ণ কদাচিৎ, সে সব বিষয় প্রতি ॥ তত্ত্বৎ

বিষয়, না করি স্মরণ, হইয়া অবিষ্ট মন। স্মরণ করিত, সুন্দরী রাধারে, কৃষ্ণ কিন্তু অনুক্ষণ॥ কৃষ্ণ দর্শনের হেন অপূর্ব উৎসব॥ নাহি ঘটিলেও পূর্বে রাধিকাদি সব॥ ব্রজ ললনার কৃষ্ণ দর্শনে বারণ। নাহি ছিল তেই যত ললনার গণ॥ কালিয় দমন দিনে লইয়া রাধারে। কালিন্দীর তীরে আইল কৃষ্ণ দেখিবারে॥ রাধিকার তরে কৃষ্ণ কালিয় দমনে। বিলম্বে আরম্ভ কৈল লীলা সেই দিনে॥ করিলেও তথায় গমন গোপীগণ। বাল্যাবস্থা সেই হেতু না হৈল মোচন॥ কৃষ্ণ তরে চিত্তে ছিল শোক অতুলন। এই দুই হেতু তত্র রাধাদি সবার॥ চিত্ত মধ্যে ভাবোদয় না হইল আর॥ কিন্তু কৃষ্ণ রূপ হেরি তাসবার মনে। সাতিশয় প্রেমোদয় হৈল সেই দিনে॥ ৭১-৭২

যদা দূরে নৃত্যং ফণিশিরসি চক্রে মররিপুস্তদা তাভিঃ সাক্ষাদরচি স ইতীদং নহি মৃষা।
তথাপ্যাসাং বাল্যাদ্বহু জন সমাজাদপি শুচাবৃতের্ভাবো নৈব সরসময়তামথপি যযৌ॥

মুরারি যখন, ফণি শিরে নৃত্য, করে দূরে কালী দহে। সেই গোপীগণ, দেখিল তাহারে, একথা অসত্য নহে॥ তথাপিহ সেই, গোপিকা গণের, বাল্যভাব শোক তথা। বহুলোক সঙ্গে, না লভিল ভাব, অনুমাত্র সরসতা॥ ৭৩-৭৪

যদা কালীয়স্য হ্রদবলয়তঃ সোহয়মুদিতস্তদাবাধা মুখ্যাঃ প্রথমকলনাদেব পতিতাঃ।
বহির্জ্ঞানং নাসীদ্যদপি তদপি স্ফূর্তিখলিতা ন মূর্চ্ছাং নামূর্চ্ছাং যযুরহহ রাত্রিন্দিবমহু॥

কালিয় হ্রদের, পি তদপি আবর্ত হইতে, উঠিল যখন হরি। রাধিকাদি ধনি, ঢলিয়া পড়িল, তখনি দর্শন করি॥ ফুর্ত্তি যুক্ত ছিল, তথাপি না ছিল, হায় বহির্জ্ঞান লেশ। মূর্চ্ছা কি তবু লভিল সবাই, দিবা রাত্রে সবিশেষ॥ ৭৫

যদ্যপি কৃষ্ণ স্তাসাং কলনাদন্তর্বিকারমাসন্নঃ।
তদপি চ সময়ান্তরজাং, চকার গম্ভীরতাং শরণম্॥

যদ্যপি হরি, সুদূর হইতে, সেইত সুন্দরীগণে। নিরখিয়া গুপ্ত, ভাবের প্রভাবে, বিকৃতি লভিল মনে॥ তথাপিহ অন্য-সময় সঞ্জাত, গাম্ভীর্যে সুদৃঢ় করি। শরণ স্বরূপে ধরিয়া রাখিল, হিয়ার মাঝারে হরি॥ কালীয়দমন লীলা হৈল অতঃপর। প্রভাতে রাধাদি ব্রজ গোপিকা নিকর॥ শকটে চড়িয়া ব্রজে আগমন কৈল, সাতিশয় কষ্টে তবে সুস্থতা লভিল॥ ৭৬

মুহুর্বন্ধু স্তোমে তদুপচরণাদুত্থিতমতো জনদ্বারাতাসাং হরিরপি বিমূর্চ্ছাং কলিতবান্।
অথব্যাগ্রী ভূয়ামৃতমিব মুরল্যা মৃদুকলং জগৌ তাশ্চ প্রাপুর্বহির্বর্তিতিং সত্বরতয়া॥ ৭৭

সুবলাদি বন্ধুবর্গে চুম্বনাদি, উৎকোচ প্রদান করি। তাসবার মুখে, আর লোক দ্বারে, ব্যাকুল মানস হরি॥ সম্বাদ লভিল, ভবনে আসিয়া, রাধাদি সুন্দরীগণ। পড়িয়া আধারে মৃতের মতন, হৈঞা সবে অচেতন॥ তবেত মাধব, মহা ব্যগ্র চিত্তে, কদম্ব তলাতে যাঞা। অমৃত মধুর, মুরলী নিনাদ, করিল ত্রিভঙ্গ হৈঞা॥ যেমন পশিল শ্রবণ বিবরে, সেইত মুরলী ধ্বনি। উঠিয়া বসিল, বাহ্য জ্ঞান লভি, যতেক রমণী মণি॥ কৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি মাধুরী অপার। ঔষধের মত ক্রিয়া করিল প্রচার॥ ইহা দেখি সুবলাদি কৃষ্ণ বন্ধুগণ। গোপিকা গণের প্রতিবন্ধের কারণ॥ বিশেষ

আগ্রহ নাহি প্রকাশ করিল। দীর্ঘ দিনে কভু কৃষ্ণ দেখা তারা পাইল॥ হইল কৃষ্ণের তবে ষষ্ঠ বর্ষ গত। গোপিকার গণও কিঞ্চিত ন্যূন মত॥ সৌন্দর্য মাধুর্য দেহ সুষমা সম্ভার। উভয়েই বাড়িতে লাগিল অনিবার॥ তেই নব কৈশোর লক্ষ্মীর সঞ্চয়নে। কৃষ্ণ অরে গোপিকার দেহ আর মনে॥ আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করি যেন পরস্পর। শোভা বৃদ্ধি হইতে লাগিল নিরন্তর॥ তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শোভা বৃদ্ধি যথা। এবে কহি অবধান কর সেই কথা॥ ৭৮-৮০

বক্ত্রং পূর্ণকপোলকান্তিবলিতং কেশা ভৃশশ্যামলা
নেত্রে লোলবিশালপাটলতটে বক্ষঃ স্ফুরদ্বিস্তৃতি।
বাহুদ্বন্দমখর্বপুষ্ট ঘটনং মধ্যঃকৃশস্তৎপরঃ
স্ফীত স্তবহূরু পৃথুভবিতুমুদযতৌ স্ম তস্মিন্ হরেঃ॥ ৮১

নিটোল কপোল, সুষমা মণ্ডিত, হইল বদন চন্দ্র। অতীব শ্যামল, হইল কুন্তল, চঞ্চল নয়ন দ্বন্দ্ব॥ বিশাল হইল, নয়ন যুগল, লোচনের প্রান্তভাগে। পাটল বরণ, রসে ঝলমল, নবজাত অনুরাগে॥ বিস্তৃতি লভিল, বক্ষ পরিসর, প্রশস্ত কবাটাকার। সুদীর্ঘ হইল চারু ভুজদ্বয়, সপুষ্ট সুগোল আর। কৃশতা লভিল, দেহ মধ্যে ভাগ। স্ফীত হৈল উরু দ্বয়॥ হরির বিগ্রহ, কৈল শোভান্বিত, তরুণ কৈশোরোদয়॥ তথায় কোনও এক হাস্য পরায়ণ। বয়স্যের কৃষ্ণ প্রতি কৌতুক বচন॥

তনৌ শ্যামা লক্ষ্মীরভজদমস্ত হৃদি পুনঃ সদা গৌরী রিখং কপটময়ি ভিপশ্যন্মুররিপোঃ।
স্ফুরন্নেত্রদ্বন্দং ভজদরুণতামীষদভিতো মুহুঃ কর্ণাভ্যণং ব্রজতি কিল কিঞ্চিৎ কথয়িতুম্॥

এইত মাধব, ধরিয়াছে দেহে, শ্যামল বরণ শোভা। চিত্ত মধ্যে কিন্তু, সদা ধরিয়াছে, গৌণবর্ণ মনলোভা॥ মাধবের হেন, কপটতাহের যেন কিছু বলিবারে। ঈষৎ অরুণাভ, নয়ন যুগল, চলিয়াছে কর্ণধারে॥ রাধিকাদি তত্র যত ব্রজ ললনার। তরুণ কৈশোরে শোভা হৈল যে প্রকার॥ ৮২

কটাক্ষে কৃষ্ণাভা স্ফুটমধরয়ো রাগ গরিমা কপোলবল্গান্তঃ শুচিরুরসি চারুন্নতিরুচিঃ।
অমী চেতোধর্মা বহিরহহ যদ্যোবমুদিতা, ভবেৎ কিম্বা তহি ব্রজমৃগদৃশাং গোপনপদম্॥

কটাক্ষে প্রকট, শ্যামল সুষমা, অধরে অরুণ রাগ। কপোল বল্গান্তে, শুচিস্তনোদয়ে স্বল্পোন্নত বক্ষোভাগ॥ চিত্ত ধর্মে যদি, অহো এই সব, বাহিরে উদয় কৈল। ব্রজ ললনার, গুপ্তস্থানে চিত্তে, কে জানে কিভাব হৈল॥ শ্রীমতী রাধার প্রতি সখী কোন জন। কৃষ্ণানুরাগের কথা করিছে বর্ণন॥ ৮৩

ভদ্রা পদ্মাধনিষ্ঠা শিবিপত্রপালতঃ পালিকা শ্যামলা সা
চন্দ্রাবল্যপ্যভীক্ষ্ণং বয়সি নিজ নিজ শ্রীসমুৎকর্ষি দৃষ্টা।
শ্রীরাধে ত্বং পুনঃ স্বং জিত কণকগুণ দ্যোতমুদ্যোতয়ন্তী
তদ্বিবাং শ্যামধাম প্রথয়সি পরিতঃ কেন বা তন্ন বেদ্মি॥ ৮৫

ভদ্রা পদ্মাশৈব্যা বনিষ্ঠা শ্যামলা, পালিকা সে চন্দ্রাবলী। দৃষ্ট হয় সদা, লক্ষ্মী হইতেও, অধিক উৎকৃষ্ট বলি॥ কিন্তু রাধে নিজ, স্বর্ণাধিক দ্যুতি, উদ্দীপিত করি

তুমি। চৌদিকে শ্যামল, শোভা বিস্তারিছ, কেন না বুঝিনু আমি ॥ আপনার সখী প্রতি তবে অন্য একজন। ললনা কহয়ে ধ্বনি করহ শ্রবণ ॥

বিলসতি কৃষ্ণনবাম্বুদঃ স্ফুটমধিহৃদয়ং প্রবিশ্য রাধায়াঃ।

ন ভবতি তদ্‌যদিকথমিব পুলকৈঃ সহ লোচনে স্রবতঃ ॥ ৮৫

রাধার হৃদয়ে, কৃষ্ণ নবাম্বুদ, নিশ্চয় প্রবেশ করি। বিহার করিছে, সুষমা বিথারি; কিবা দিবা বিভাবরি ॥ নতুবা কেন বা, পুলকে ভরিল, রাধার নিখিল দেহ। কিসের কারণে, ঝরিছে সতত, লোচন যুগল সেহ ॥ কালিয় দমন দিনে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে। যেই চিন্তা উপজিল প্রেয়সীর গণে ॥ মনে মনে তাহা নিজে করি আলোচন। কহিতে লাগিল সবে স্বগত বচন ॥ ৮৬

তদেব যমুনারণ্যং ত এব চ তমালকাঃ। তদেব চিত্তমস্মাকং সাম্প্রতং কিমিবান্যথা ॥

সেইত যমুনা, তটবর্ত্তীবন, সেইত তমাল বীথি। তবে মোসবার চিত্ত কেল এবে, অন্যরূপ পরিস্থিতি ॥ ৮৭

শারদ প্রথম শুভ্রপঞ্চমী ভা বিরাত্রি নিকরাজ্ঞ সপ্রভম্।

সুভ্রুবাং মুখমুরোজ যুগ্মং মপ্যায়ত প্রতিদিনং মহোদরম্ ॥ ৮৮

শরতে প্রথম, শুক্লা পঞ্চমীর, নিশিতে উদিত আর। মুদিত চন্দ্রমা অম্বুজ প্রতীম, মুখস্তন গোপিকার ॥ নব কৈশোরের, উদয় বশতঃ, বিথারি তরুণ জ্যোতি। সজ্জিত হইয়া, সুষমা সম্ভারে, বাড়িতে লাগিল নিতি ॥

যদারাধা তাসু প্রথম বয়সাকীর্ণ কিরণা, তদা তা সর্বাশ্চ প্রতিহত-সমজ্ঞাঃ সমভবন্।

পরং নানা পুষ্পাবলি ত লতিকাসু প্রথমতঃ প্রফুল্লস্তী খ্যাতি সদসি সুরবল্লীবলয়তে ॥

প্রথম বয়সে, যৎ কালে রাধিকা, সাজিয়া কিশোরী সাজে। বিস্তৃত করিল, নিজস্ব সুষমা, সুন্দরী গণের মাঝে ॥ মলিন হইল, তাসবার আর, সবার সঙ্গের জ্যোতি। বিলুপ্ত হইল, তৎকালে সবার, অর্জিত সুন্দরী খ্যাতি ॥ পরন্তু বিবিধ, কুসুমে শোভিত, লতিকা নিকর মাঝে। কল্পলতা সম, প্রথম খেয়াতি, লভিয়া শ্রীরাধা রাজে হেরিয়া রাধার অঙ্গের সুষমা সম্ভার। কিম্বদন্তী ব্রজে হেন হইল প্রচার ॥ ৮৯

ইন্দুর্নন্দতি খঞ্জরীটতরুণঃ, খঞ্জন্নিবালোক্যতে,

দূনং ভাতিতিল প্রসূনমরুণাম্বিম্বং গুণাল্পয়তে।

স্বর্ণ শ্রীজায়িবর্ণজালবিলসদ্বল্লী ন লীলায়তে,

রাধায়া মধুরিম্নি মদ্বিধুরতামপ্নোতি তন্মাধুরী ॥ ৯০

বদন শোভাতে, মলিন হইল গগনে নিটোল চন্দ্র। তরুণ খঞ্জন খঞ্জ সমভায়, হেরিয়া নয়ন দ্বন্দ্ব ॥ নাসিকা নেহারি, তিল প্রসূনের, হৃদয় সন্তপ্ত হৈল। ওষ্ঠ দরশনে, অরুনিম গুণ, পকবিম্ব পাসরিল। স্বর্ণ শোভাজয়ি, বর্ণজালে দীপ্ত, স্বর্ণলতা কিবা সেহ। বিলীন না হৈল, নিরখি রাধার, বিজুরী জরি শ্রী দেহ ॥ রাধার মাধুরী, বচনের পার, যার ঠাঞি সাতিশয়। বিধুরতা প্রাপ্ত, হৈল বিধু আর অঙ্গের মাধুরী চয় ॥ সামান্য কৈশোরোদয়ে চিত্ত তাসবার। কৃষ্ণপ্রেম তৃষ্ণা কৈল বিশেষাধিকার ॥ বল্লীরাজি

বিস্তারিত হইলে যেমন। আপন আশ্রয় প্রতি সম্বন্ধ অপার, লালসাতে পূর্ণ হৈল চিত্ত সবাকার ॥ সেই ব্রজকিশোরী গণের তবে মনে। উদিত হইল হেন ভাবনা সেক্ষণে ॥ ৯১

জন্মন্যেতদহো কিমত্র ভবিতা যত্তস্য বক্ষস্থলং,

বিস্তীর্ণাতুলনীল রত্নমসৃণং স্পৃশ্যেত মদ্বক্ষসা।

তাম্বূলং যত চর্বিতং চ মুখতঃ ক্রন্তেত কিঃ মন্মুখে-

নৈবং কেয়মহো মমাদ্য বিমতি র্দ্ধর্মধ্রুগভ্যাগতা ॥ ৯২

শ্যামের মসৃণ, নীলরত্নোপম, বিস্তীর্ণ পরমোজ্জ্বল। বক্ষঃস্থল কিবা, স্পর্শিবে এজন্মে, এই মোর বক্ষস্থল। এমোর বদন, সংলগ্ন হইয়া, সেইত বদনোপরি। চরিত তাম্বুল, করিবে সেবন, সহর্ষে গ্রহণ করি ॥ শ্যামের সহিত মধুর বিলাসে, মানস লালসা কৈল। হায় অদ্য মোর, ধর্ম বিনাশিনী, এহো কি কুমতি হৈল ॥ ব্রজ গোপী গণের চিত্তেও সে সময়। প্রেমা ও মহত্ব প্রাপ্ত হৈল সাতিশয় ॥ ৯৩

পূর্বং যৎপরিতো হরেরনুভবাৎ কৈশোরমভ্যুদ্‌গতং

তত্তাসু স্ফুরিতং তমেব বিদধল্লীলাভিরুচ্চৈঃ স্থিতম্।

অপ্যাকর্ণনদর্শনাদিরহিতাস্তা দেবতাবিষ্টব-

চ্চেষ্টন্তেস্মা যতঃ শশাক নহি যদ্বোদ্ধুং জনশ্চাপ্যপি ॥ ৯৪

পূর্বেই হরির, মাধুর্যানুভবে, রূপগুণে বিশেষতঃ। হইল যেইত, ব্রজে তাসবার, কৈশোর সমুপাগত ॥ তাসবার দেহে, স্ফুরিত সেইত, কৈশোর লীলাদি দ্বারে। উচ্চাবস্থালাভ, উন্মত্তের প্রায়, কৈল সর্ব গোপিকারে ॥ দর্শন শ্রবণ, ব্যতীত ও সবে, দেবাবিষ্ট জন সম। হেন চেষ্টা কৈল, কেহ নাহি বুঝে, সে চেষ্টার অনুত্তম ॥ রাধাকে কৈশোরোদয়ে অতি চমৎকার। অষ্ট সাত্বিকের ভাব করিল বিস্তার ॥

শূন্যং পশ্যতি বাষ্পপূরমনিশং মোমুচ্যতে কম্পতে,

স্বিদ্যত্যুদ্‌গত কণ্ঠকত্বময়তে স্তম্ভং পুনঃ প্রাচ্ছ্ তি।

ম্লানিং গচ্ছতি বাচিঅপি বচনং নাভাষতে সেতি তাং

পশ্যন্তি সুহৃদাং ততির্মুহুরহো রাধামশোচন্মুহুঃ ॥ ৯৫

শূন্য পানে চাহি, কিশোরী রাধিকা, অশ্রু ধারা ঘনে ঘনে। মোচন করয়ে, দিবস রজনী, তনু কাঁপে অনুক্ষণ ॥ স্বেদে স্বিন্ন আর, কণ্ঠকিত হয়, সুকোমল কলেবর। স্তম্ভ প্রাপ্ত হৈঞা, রহে ভূমে পড়ি, না চলে চরণ কর ॥ মলিন হইল, অঙ্গের বরণ, শুধাইলে কোন কথা ॥ না কহে সুন্দরী, মৃতের মতন, পড়ি রহে যথা তথা ॥ সাত্বিক বিকারে পীড়িতা রাধারে, দেখিয়া সুহৃদ্‌যত। ধরিতে না পারে, চিত্ত মুহুর্মুহুঃ শোক প্রকাশিল কত ॥ কৃষ্ণপ্রেমে প্রমোদিতা শ্রীরাধার মনে। সেইত ভাবনা উপজিল সেই ক্ষণে ॥

রূপেণামৃত সিন্ধুঃ কীর্ত্তিভিরমৃতদ্যুতির্যদপি।

অপি হরির্মমহৃদয়ং বিদহতি হা ধিগ্‌ধিগ্‌বামঃ ॥

কীর্ত্তিতে মাধব, সুধাদ্যুতি চন্দ্ররূপে অমৃত বারিধি ॥ তথাপি এ মোর, দহিছে হৃদয়, হায় ধিক্ বাম বিধি ॥ ৯৬

তস্য চ পূর্বং হৃদয়মলিপ্তং, তাবঃ কঃ পুনরলিপ্ত মে সহসা।
যদপি যস্তু বিদ্যান্ যথাবথ চিত্তং যতোঽপি জিহ্বেতি ॥ ৯৭

পূর্বেতার চিত্ত, আছিল সতত, অলিপ্ত এমোর প্রতি। এবে কোন্ ভাব, সহসা লিপ্ত কৈল মোর মতি ॥ যাহার বিষয়, চিন্তিয়াও মোর, ভাবেতে বিহ্বল চিত্ত। আপনা আপনি, মহালজ্জাবোধ, এবেত করিছে নিত্য ॥ কালিয় দমন কালে ব্রজ গোপিকার। তার হেরি কহে কিছু ব্রজেন্দ্র কুমার ॥ ৯৮

পিতামে সাধূনাং কুলতিলকতা বিশ্রুতগতি তথা মাতা সাধ্বী সমুদয় বিবেকাগ্রিমজিপিঃ।
কথং রাধাদীনাং পরযুগদৃশাং ভাবমভিতো ভজন্ত্যস্তঃ কিম্বা মমমুহুলতামাং ক্লময়তি ॥

পিতা মোর কুল-তিলক সজ্জন গণের মাঝারে হয়। যাহার পবিত্র, কীর্ত্তি সুবিশ্রুত, বিখ্যাত ভুবন ময় ॥ জননীর মোর, নাম পতিব্রতা, রমণী গণের মাঝে। অগ্রিম বলিয়া, সবিবেক চিত্তে, লিখিত হইয়া রাজে ॥ তবে কি কারণে রাধিকা পরস্ত্রী সমূহের ভাব নিত্য। ভজনা করিছে, একান্ত হইয়া, এমোর অবোধ চিত্ত ॥ অথবা এমোর, চিত্তের দৌর্বল্য, অশক্য লাভের তরে। উঠিয়া করতঃ সতত বিষাদে, নিমগ্ন করিছে মোরে ॥ ৯৯

হন্ত ! জ্ঞানং সম বিলুলিতং তাপি ন স্যাৎ পরস্ত
প্রেমাস্ত্রং তত্তদপি সুতরাং তাসু তু প্রেয়সীষু।
তস্মাত্তাসু স্ফুরতি ন বিনা প্রেমসম্যাপরাখ্যং
নাপি খ্যাতিং বহিরনুগমাত্তাং পরাকর্ত্তুমীশে ॥ ১০০

তথাপি বিলুপ্ত, নাহি হয় মোর, সেই জ্ঞান কদাচন। বিচারিয়া হায়, দেখিয়ে এবেত, সেই জ্ঞান বিলক্ষণ ॥ প্রেয়সী বৃন্দের, প্রেমে সিক্ত হৈঞা, এবে করে অবস্থান। তেই তাসবার প্রতি নাহি হয়, মোর পর নারী জ্ঞান ॥ তাস বাম পর-নারী পরিবাদ, খ্যাত যাহা ব্রজ-মাঝে। বাহ্য বুদ্ধে তাহা, খণ্ডিতে এমোর, সামর্থ নাহিক আছে ॥ গোপী প্রেমে পরিষিক্ত কৃষ্ণ তনু মন। এবেত প্রচেষ্টা তার করিয়ে বর্ণন ॥

মৌনাহর্ষে প্রতিভাদতে ন বচমৌচিত্যে মুনিবৎ দধে
শোচ্যাত্বে হসন্তিম চাপলথলে লজ্জাবমেবাদদে।
প্রস্তাবে ব্রজসুভ্রুবাং সখিজনৈ বিস্তীর্যমাণে হৃদে
বক্তস্যোদসবাদি বর্ণবিকৃতেবত্যন্তিদ্যোপকাৎ ॥ ১০১

মৌন যোগ্য স্থল, সেইত বিষয়, তাহে করে বাচালতা। বচন ঔচিত্যে রহে মৌন ধরি, নাহি কহে কোন কথা ॥ শোচ্য বিষয়েতে, বদনে প্রকট, করয়ে সতত হাস্য। হাস্য যোগ্য বাক্যে, কষ্টতা প্রকাশে, গম্ভীর করিয়া আস্য ॥ সখীজন যদি, ব্রজললনার, প্রস্তাবোত্থাপন করে। তবেত এমতি, বর্ণ বিকৃতিতে, বিপরীত ভাব ধরে ॥ ১০২
বহিরম্বরসতার ব্যক্তাপি তদি মলচ্ছয়ঃ। আত্তন্ত বিরস্য ঐক্যি মধৈত্যঃ পরুপীলুবৎ ॥

বলাহজ কৃষ্ণ, কিশোরীগণের, শুনিয়া বিবাহ কথা। বাহিরে সরস বিরস অন্তরে, হৈল পরুপিলু যথা ॥ পরুপীলু ফল, বাহিরে দেখিতে, সুরক্ত বরণ হয়। অভ্যন্তরে কিন্তু মসীসম প্রায় বরণ কালিমাময় ॥ তেমতি মাধব, বাহিরে যদ্যপি, রসোজ্জ্বল দৃষ্ট হৈল। মর্মজ্ঞের গণ অভ্যন্তরে কিন্তু, মলিনতা নিরখিল ॥ তবে জামাতার পিতা পরিজনগণ। করিতে বধূরে নিজ গৃহে আনয়ন ॥ তাসবার পিতৃকুল প্রার্থনা করিল। পিতৃদল কিন্তু অনুমতি নাহি দিল ॥ কর্ণে কর্ণে হেন কথা সবে পরস্পর। কহিতে লাগিল ঘরে ঘরে নিরন্তর ॥ গর্গাদি বিবিধ হিতকারী বর্গ হৈতে, শ্রবণ করিয়া নানাকথা নানামতে ॥ কৃষ্ণগত প্রাণ কন্যা সমূহেনেহারি। বিবাহ ব্যাপার সাক্ষাৎ দর্শন না করি ॥ সহসা কন্যকাগণে পতির ভবনে, প্রেরণ করিবে গোপ সমূহ কেমন। বাল্যের প্রথম হৈতে বিবাহের কথা। দুর্বহ বলিয়া ক্লান্ত হইল সর্বথা ॥ ক্রমে ক্রমে কন্যাগণ বয়ঃ প্রাপ্ত হৈল। ক্লেশ পূর্ব পূর্ব ক্রমে বিস্তার লভিল। প্রত্যহ কিঞ্চিৎ বিস করিলে ভক্ষণ। ক্রমে যথা সহ্য সীমা না করে লঙ্ঘন ॥ অভ্যাস বশতঃ কন্যা বিবাহের কথা। শুনিতে শুনিতে ক্লেশ সহ্য হৈল তথা ॥ হেন কথা কন্যা পক্ষীয়ের পিতৃগণ। করাইল কর্ণে কর্ণে অন্যান্যের শ্রবণ ॥ সেই কথা শ্রবণ মাত্রেই কন্যাগণ। সাতিশয় বিষাদে হইল নিমগন ॥ নিষ্ঠীবন ত্যাগসম আপন জীবন। ছাড়িতে সংকল্প তবে কৈল কন্যাগণ ॥ হায় কি কষ্টের কথা কি কহিব আর। বিবাহের কথা দূরে কৈল পরিহার ॥ কন্যাগণ মধ্যে প্রথমেই প্রতিজনে। পূর্বাহ্নের পূর্বে ত্যাগ করিয়া ভবনে ॥ দেহগুপ্ত করি উচ্ছলিত সুগম্ভীর। মলিন তরঙ্গে কর্ণ করয়ে বধির ॥ হেন কৃষ্ণবর্ণ কালীয়ের হ্রদ তীরে ॥ উপনীত হৈঞা প্রাণ ত্যাজিবার তরে। নির্বিবেক চিত্তে তার তরে কিছুক্ষণ। কামনা করিল সবে আপন মরণ ॥ সেইত অবলাগণ একাকী আইল। তথাপিহ ক্রমে সবে মিলিত হইল ॥ কেহ কাহারেও সেথা চিনিতে না পারে। কেবা তুমি হও হেন পুছে পরস্পরে ॥ পরিচয় ক্রমে যদি প্রগাঢ় হইল। আসিবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল ॥ যেহেতু সবার মনোবাসনা সমান। দম্ভ বসনাদি করে পরিচয় দান ॥ তাহা দেখি কন্যাগণ অন্তর বুঝিল। পরস্পর প্রতি স্নেহে বিগলিত হৈল। উৎকণ্ঠার সঙ্গে মুক্ত কণ্ঠে অতঃপর। কান্দিতে লাগিল কণ্ঠ ধরি পরস্পর ॥ কুলত্যাগ করিবারে দৃঢ় করি মন। সঙ্কল্প করিল সেই ললনার গণ ॥ তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট গুণেতে অধিকা। সর্বজনা কহিলী শ্রীমতী রাধিকা ॥ অতিকষ্টে নিজে মধ্যস্থতা প্রাপ্ত হৈঞা। কহিতে লাগিল মনোবাঞ্ছা প্রকাশিয়া। ১০৩-০৯

যদ্যোতদনুরন্যাসাৎ কৃতমভূৎ পিত্রাদিভিস্তর্হি কঃ
শোত্তপ্রাণমিবাপি জীবদধিকং ধিক্কারযোগ্যং ভবেৎ।
ধিক্ চাস্মানমহো যদেষ সহতেহপোত্তষ্ঠ সত্যাপদং
তত্তীর্থায় বলবলাহজকৃতে কর্ত্তব্যমত্যার্পণম্ ॥ ১১০

যদ্যপি পিতাদি, আত্মীয়ের গণ, অন্য হস্তে মোর দেহ। অর্পণ করয়ে, তবে

প্রেতগ্রস্ত, হইবে নিশ্চিত এহ ॥ অধিকন্তু এই জীবন হইবে, অতীব ধিক্কার যোগ্য। আত্মারেও ধিক্, যেহেতু সহিবে, হৈলে সেহ অন্য ভোগ্য ॥ অতএব আমি, সঙ্কল্প করিয়া, নিজ শক্ত্যে নিঃসন্দেহ। উৎসর্গ করিব, কৃষ্ণ প্রাপ্তি তরে, পুণ্য তীর্থে এই দেহ ॥ এবিষয়ে বিস্তারের নাহি প্রয়োজন। শুভ কর্ম মাত্রে আছে বিঘ্ন অগণন ॥ আছে হেন নীতি শাস্ত্রে অতএব আর। না করিব বিলম্ব আমিত এইবার ॥ এত কহি রাধারাণী গাত্রোত্থান কৈল ॥ পরস্পর হস্ত ধরি অগ্রসর হৈল ॥ যমুনা সমীপে আসি কৃতাঞ্জলি হৈঞা। দাণ্ডাইল নয়নের সলিলে ভাসিয়া ॥ তবে অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে গদ গদ স্বরে। কহিতে লাগিল ধনি মহা আর্ত্তি ভরে ॥ ১১১

গোষ্ঠস্থাপতি দম্পতী শ্বশুরতাং রামানুজং স্বামিতাং
বৃন্দারণ্যমিদং সদাপি ভজতামারামতাং নঃ পরি।
যাঃ স্নেহাদ্যুতিবদ্ধহস্তমভিতঃ কালিন্দি! মগ্না ভবৎ
পানীয়ান্তরমূর্ত্তজন্তু সখিতাং ত্বামাশ্রিতাস্তদ্বয়ম্ ॥ ১১২

ব্রজেশ্বর আর, ব্রজেশ্বরী যেন শ্বশুর ও শ্বশ্রূ হয়। রামানুজ যেন, পতি হয় মোর, আর এই সুখময় ॥ বৃন্দাবন যেন, হয় মোসবার, সতত ক্রীড়ন বন। স্নেহে কর ধরি, তবে নীরে মগ্ন, হইবে যে গোপীগণ ॥ হে কালিন্দী দেবি, তারা যেন মোর, সখী ভাব প্রাপ্ত হয়। এইত কারণে তোমারেই মোরা, কৈনু এবে সমাশ্রয় ॥ অতঃপর সেইত কিশোরী গোপীগণ। অপর সহায় প্রাপ্ত হৈল সেইক্ষণ ॥ রাধারে করিয়া অনুসরণ তখন। বহুবাধা ভুঞ্জিলেও কিশোরীর গণ ॥ প্রাণ ধারণের নাহি কোনও কারণ। প্রতিপাদনের তরে দৃঢ় করি মন ॥ সেইত অতল স্পর্শীবারি যুক্তহ্রদে। দলবদ্ধ হইয়া নামিল দ্রুত পদে ॥ হেন কালে দৈববাণী আকাশে উঠিয়া। প্রত্যাবর্ত্তনের আশারন্ধ্র কৈল হিয়া ॥ ১১৩-১৪

অহহ গোপসুতাঃ সহসাহসং, ন সহসা কুরুতা পুরুযুদ্ধয়ঃ।
শৃণুত বঃ প্রতিকুল কুসঙ্গতি-র্ন ভবিতা ন ভবেন্ন ভবিষ্যতি ॥ ১১৫

আশস্ত করিয়া, দৈববাণী কহে, অহো গোপ কন্যাগণ। না করিহ হেন, সাহস সহসা, স্থির হও সর্বজন ॥ তোমা সবাকার বুদ্ধি স্বল্প হয়, তেই করি সাবধান। এবে মোর কথা কহ সবাই, স্থির চিত্তে অবধান ॥ নন্দসুত ভিন্ন, তোমা সবাকার, প্রতিকুল কুসঙ্গতি। ঘটে নাই কভু, ঘটিবেনা কভু সুস্থির করহ মতি ॥

বিরহাবগ্রহ ক্লিষ্টা গোপীহৃমিসরোজিনীঃ। কৃত্বা গীঃ সুধয়াসিক্তা দেবাম্বাস্ত্রিদিবং যযুঃ ॥

কৃষ্ণ সঙ্গরূপ-রসাভাবে গোপী-স্থল কমলিনীগণ ॥ বিশুষ্ক হইয়া, ছিল এতদিন, ব্যথাতে বিদীর্ণ মন। বচন সুধাতে, নিষিক্ত করিয়া, তাসবারে অতঃপর। ত্রিদিবে গমন, করিল ত্বরিতে, দেবতনু জলধর ॥ বিস্ময়ে প্রোৎফুল্লনেত্র সেই গোপীগণ। পরস্পর করে যবে মুখ নিরীক্ষণ ॥ যমুনা স্রোতের নাতি দূরতট হৈতে। এক নারী উপনীত হৈঞা আচম্বিতে ॥ শ্রীরাধার সন্নিকটে আগমন কৈল। সবায় আপন ঠাঞি আহ্বান করিল ॥ মিলিত হইয়া তবে সবার সহিত। সবাকার গাত্র করি স্বহস্তে

গৃহীত ॥ তীর মধ্যবর্ত্তী স্রোত মুক্ত করিবারে। তীরে সবে পাঠাইল যত্ন সহকারে ॥ ফুল্ল নীলোৎপল সম কালিন্দী সুন্দরী। গোপীগণে তারে লৈঞা আইল রূপ ধরি ॥ নিখিল বৃত্তান্ত যেবা আছয়ে বিদিত। সেইত বৃন্দার সঙ্গে হইয়া মিলিত, তত্তৎ বিষয়ে যেবা বাঞ্ছয়ে মঙ্গল। কৃষ্ণের প্রসিদ্ধ সখা শ্রীমধু মঙ্গল ॥ এই দোহে সঙ্গে লৈঞা দেখা দিল আসি। সবার পরম হিতৈষিণী পৌর্ণমাসী ॥ এথা কালিন্দীর তীরে কিশোরীর গণ। প্রতিজন বৃক্ষমাত্রে করি আলম্বন ॥ অচেতন দেহ যেন জড়ের মতন ॥ দাণ্ডাইয়া আছিল সবাই বহুক্ষণ ॥ পৌর্ণমাসী আসি তাসবারে আলিঙ্গিল। দৈব বাণী সম তবে কহিতে লাগিল ॥ তবে বৃন্দা আর সে কালিন্দী অতঃপর। সবারে প্রবোধ দান করিল বিস্তর ॥ প্রবোধিত করি দেবী কহে পুনর্বার। পরমকোমল হয় চিত্ত এ সবার ॥ তবে কেন হেন রূপ কঠিন হইল। এত কহি পৌর্ণমাসী কহিতে লাগিল ॥ ১১৯

চন্দ্রো ন হতকলঙ্কঃ, ক্বচিদপি ন কলঙ্কি বক্ত্রং বঃ।
চন্দ্রো মুহুরপি নশ্যতি, নশ্যতি নহি বর্ষ্ম যুষ্মদীয়ন্তু ॥ ১২০

কলঙ্ক বিহীন, কভু নাহি হয়, গগনে উদিত শশী। তোমা সবাকার, বদন চন্দ্রমা, অকলঙ্ক নিশিদিশি ॥ মুহু মুহু দেখ, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, গগনের শশী সেহ। কদাপিহ ক্ষয়, প্রাপ্ত নাহি হয়, তোমা সবাকার দেহ ॥ একমাত্র কৃষ্ণপতি ভিন্ন অন্য আর। কেহ যাহে নহে গতি তোমা সবাকার ॥ অবাঞ্ছিত জন সঙ্গে একই শয্যাতে। শয়ন নাহিক হয় সবার যাহাতে ॥ সেই কার্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে। সাধিব এতিনে মোরা আপন প্রভাবে ॥ কিংবা কৃষ্ণ বিষয়ক যেই ভাব হয়। এইত প্রভাব তায় বুধগণ কয় ॥ মহাভাব স্বরূপা এ তোমা সবাকার। প্রভাবের কথা আমি কি কহিব আর ॥ গর্গমুনি গোপরাজ শ্রীনন্দের প্রতি। এই কথা কহিল করিয়া প্রতিশ্রুতি ॥

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥ ১২১-২২

বিষ্ণুপক্ষগণে, নাশিতে না পারে, যথা অসুরের গণ। এই মহাভাগে প্রীতি মানে তথা, নাহি জিনে বৈরীজন ॥ অতএব তুমি সব হৈঞা শুভবতী। এবিষয়ে না হইও চিন্তিত সম্প্রতি ॥ কিন্তু রহি সদা গুরুজনের অধীনে। সুখে বাস কর গিয়া ধীরস্থির মনে ॥

এবং তস্যাং সান্ত্বয়ন্ত্যাং তমালস্যাধঃ স্থাত্রী হেমগাত্রী-ততিঃ সা।
তুষ্ণদ্বক্ত্রা বাষ্পনেত্রা তদীয়াং পত্রশ্রেণীং মার্জয়ন্ত্যেব তস্থৌ ॥ ১২৩-২৪

পৌর্ণমাসী যদি, সান্ত্বনাপ্রদান, করিয়া এহেন কথা। কহিল সেইত, স্বর্ণোজ্জলদেহা, কিশোরী নিকরে তথা ॥ তব নত মাথে, বসিয়া রহিল, তমাল তরুর তলে। বালাগণ সবে, মার্জিত করিয়া' পত্রশ্রেণী নেত্রজলে ॥ তবে বালাগণে করি আলিঙ্গন দান। পৌর্ণমাসী দেবী কৈল স্বস্থানে প্রস্থান ॥ প্রস্থানে উদ্যত দেখি তবে বালাগণ। কিছু দূর কৈল তার পশ্চাতে গমন ॥ তার উপদেশে করি বিশ্বাস স্থাপন। কৃষ্ণ দর্শনেতে

যত্তপিহ লুব্ধ মন। তথাপিহ ব্যগ্র হস্ত গ্রহণের তরে। সহচরী হৈঞা হেন রমণী নিকরে। অতীব গোপন পথে গুপ্ত করি দেহ। ক্রমে ক্রমে পার হৈঞা দীর্ঘপথ সেহ ॥ শ্রীরাধা প্রভৃতি যত কিশোরীর গণ। আইল প্রাঙ্গণের সন্নিহিত উপবন ॥

বিশাখা ললিতা মুখ্যাঃ শ্রীরাধাসখ্যমৈয়রুঃ। পদ্মা শৈব্যাদয়শ্চন্দ্রাবলেরিত্যাদি গম্যতাম্ ॥

সেইদিন হৈতে, ললিতা বিশাখা, প্রভৃতি সুন্দরীগণ। শ্রীরাধার সহ-সঙ্গিনী হইয়া, সঙ্গে রহে অনুক্ষণ ॥ পদ্মা শৈব্যা আদি, প্রমিলার গণ, চন্দ্রাবলী সখী হৈল। জ্ঞাতব্য যে হয়, সেই সেইদিন হৈতে, যূথভাগ আরম্ভিল ॥ তদবধি সমধিক সহায়ের দ্বারে। নিরন্তর সেই সব গোপীর অন্তরে ॥ কৃষ্ণ বিষয়ক তৃষ্ণা সংগুপ্ত আছিল। আশ্চর্য স্বরূপে নিত্য বাড়িতে লাগিল ॥ ১২৫-২৭

সাহায়কং সুবিধিরিচ্ছতি যস্তকর্ত্তুং, তস্যানুকূলনিচতং যুগপচ্চিনোতি।
নানাগ্রহর্ক্ষশকুনামরমানবাস্তদ্রাজ্যাদি লব্ধি সময়ে হ্যদয়ন্তি ভব্যাঃ ॥ ১২৮

সুপ্রসন্ন বিধি, সাহায্য করিতে, ইচ্ছা করে যেইজনে। যুগপৎ তার, অনুকূল হয়, সবকিছু সেইক্ষণে ॥ শুভপ্রদ নানা, গ্রহ তারা পক্ষী, দেব বিপ্র সমুদয় ॥ সেই জনার, রাজত্বাদি প্রাপ্তি, সময়ে উদিত হয় ॥ সাধারণজন পক্ষে এই বিধি হয়। শুনহ এবেত প্রস্তাবিত যে বিষয় ॥ পৌর্ণমাসী অতঃপর সন্তুষ্ট হিয়াতে। বৃন্দা আর শ্রীমধুমঙ্গল লৈঞা সাথে ॥ সহাস্য বদনে আর অনুরাগ ভরে। সহসা চলিল তবে কৃষ্ণের গোচরে ॥ ভাবী ভাব বিষয়ে সংযোগ চিন্তা করি। সূর্যকন্যা যমুনা নারীর মূর্ত্তি ধরি ॥ পথিমধ্যে নিজ দেহ করি সংগোপন। বৃন্দা প্রতি কহিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥ কহ বৃন্দে ব্রজ সুন্দরীর প্রতি। করে কি প্রণয় কৃষ্ণ হৃদয়ে বসতি ॥ বৃন্দা কহে আছে কিন্তু অতীব গোপন। যমুনা হয়ে স্পষ্ট করিনু দর্শন ॥ বৃন্দা কহে ব্যক্ত হৈল দশমী দশাতে। যমুনা কহয়ে সত্য ভ্রম নাহি ইথে ॥ পরস্পরে জাত এই প্রণয়ের কথা। তবে কি নাহিক জানে পরস্পরে তথা ॥ বৃন্দা কহে গুপ্ত বটে এইত প্রণয়। বিকার ব্যতীত প্রেম কিরূপে থাকয় ॥ বিকার যত্তপি দেহে উপস্থিত হয়। নব নব অনুরাগ চিত্তে উপজয় ॥ তবে সেই অনুরাগ বোলহ কেমনে। চিত্ত মাঝে পরস্পরে রাখিবে গোপনে ॥ ১২৯-৩১

তমালা বক্ষোজপ্রভঘুসৃণমুদ্রানিবলিতা নখাঙ্কশ্রেণীভিঃ শবলিতদলাশ্চম্পকলতাঃ।
সরোজানি শ্যামাহৃত কনকবর্ণাশ্চধরজ দ্রবাক্তেবং বস্থাপ্যভয়রতিমত্র প্রথয়তি ॥ ১৩২

হরিত বরণ, পঙ্কপত্রময়, তমাল পাদপ রাজি। সুন্দরীগণের কুচ কুঙ্কুমের; প্রভাতে আছয়ে সাজি ॥ চম্পক লতিকা-শ্রেণী নখচিহ্ন, সমূহের শোভাঙ্কিত ॥ মিশ্রিত বরণ, পত্র ধরি দেহে, আছে বৃক্ষে অবস্থিত ॥ সরোজসমূহ, শ্যামলবরণ, কণক বরণ আর। রমণীগণের যেন অধরজ, দ্রবের সুষমা সার। সজ্জিত হইয়া, বনানী নিকর; এ হেন মোহন সাজে। শ্যাম আর রামা-গণের প্রণয়, বিস্তারিয়া যেন রাজে ॥ কহিয়া বৃন্দার ঠাঞি এতেক বচন। অন্তর্হিত হইল যমুনা সেইক্ষণ। বৃন্দা আর শ্রীমধুমঙ্গলে সঙ্গে লৈঞা ॥ পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ ঠাঞি আসিল চলিয়া ॥ কৃষ্ণের চিত্তের তাপ নাশিবার

তরে। চলিয়া আসিল দেবী কৃষ্ণের গোচরে ॥ কোনও নির্জন এব রম্য উপবনে। চন্দ্রকান্ত মণি বিরচিত দিব্যাসনে ॥ মুখে উপবিষ্ট মহাধ্যান পরায়ণ। বিমনা শ্রীকৃষ্ণে দেবী কৈল দরশন ॥ ১৩৩

দোষাকর স দোষাকর এব ন চাত্র সন্দেহঃ।
কমলং খল্বপি কমলং, রাধাবদনং তু শর্মণাং সদনম্ ॥ ১৩৪

দোষ শব্দে সবে, কলঙ্ক কহয়, অতএব দোষাকর। চন্দ্র সেহ হয়, দোষের আকর, সবিদিত চরাচর ॥ ক শব্দে সলিল, তার মলরূপ, কমল তাহারে কয়। কমল কেবল, সলিলের মল, ইথে না সন্দেহ রয় ॥ দোষ দুষ্ট এই, শশাঙ্ক কমল, দোহার সুষমা ছার। রাধার বদন, সুখের সদন, ঔপমানাহিক তার ॥ মুহুর্মুহুঃ মোহপ্রাপ্ত হৈঞা পৌর্ণমাসী। কৃষ্ণের সমীপে তবে দাণ্ডাইল আসি ॥ সমাদর প্রাপ্ত হৈঞা কৃষ্ণের সদনে। সাশ্রু নেত্রে কহে সহস্রাশিষ বচনে ॥ ১৩৫

বিন্দতে দুর্লভং কিং তে বিন্তেতদ্যদ্ভবানপি। অবশ্যবশ্যতাং যস্ত পশ্যলব্ধাস্তমদ্বিধাঃ ॥

যাহাবে লভিতে বিচার করিছ, বসিয়া নির্জন বনে। সেহ কিবা হয়, দুর্লভ তোমার, ভাবিয়া দেখহ মনে ॥ সবাই তোমার, হয় বশীভূত, ইহাতে অন্যথা নাহি। এই মোসবারে, লাভ কৈলা তুমি, দেখহ বারেক চাহি ॥ প্রেম পরিপুষ্ট সেই শব্দে বিঘোষিত। বাক্য শুনি কৃষ্ণ হৈল আনন্দে পূর্ণিত ॥ স্পষ্টরূপে ইষ্ট হইলেও সেইক্ষণ। বসিয়া রহিল ভাব করিয়া গোপন ॥ সজ্জনগণের লজ্জা যাহা দৃষ্ট হয়। তাহা হৈতে মাত্র স্বীয় বৃদ্ধি উপজয় ॥ কমল লোচন কৃষ্ণ তবে সমাদরে। ঈষত কুঞ্চিত নয়নের ভঙ্গীভরে ॥ আপনার অভিলাষ বিজ্ঞাপিত কৈল। দেখিয়া সানন্দে দেবী কহিতে লাগিল ॥ এ মধুমঙ্গলে স্বয়ং মঙ্গলের দ্বারে। সঙ্গত করিবে সুমঙ্গল সভিবারে ॥ এত কহি মধুমঙ্গলের দুই কর। স্থাপিয়া কৃষ্ণের দুই হস্তের উপর ॥ সমর্পণ কৈল দেবী তারে চিরতরে ॥ গ্রহণ করিল কৃষ্ণ বন্ধুরে সাদরে ॥ এইজন এমোর বিহার সুখসার। প্রদান করিবে হেন করিয়া বিচার ॥ সপ্রেমে করিয়া অনুসন্ধান তখন। বন্ধুত্ব প্রকট করি কৈল আলিঙ্গন ॥ শ্রীমধুমঙ্গল সেহ প্রীতি সহকারে। বিলক্ষণ রূপে আলিঙ্গন কৈল তারে ॥ হেনমতে উভয়ের মৈত্রী করিবার। একনিষ্ঠ প্রণয় ঘটিলে পুনর্বার ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ বৃন্দারে দেখিয়া। পৌর্ণমাসী প্রতি কহে ঈষত হাসিয়া ॥ সঙ্গে অনুগামিনী এ ধনি কেবা হয়। পৌর্ণমাসী মৃদু হাস্যভরে কয় ॥ তব সঙ্গে ইহার কি নাহি পরিচয়। কৃষ্ণ কহে পরিচয় আছে মনে হয় ॥ যার নামে আর ধামে এই মহাবন। বৃন্দাবন নামে কহে বিশ্বে সর্বজন ॥ অনুমান করি এহ সেই ধনি হয়। হাসিমুখে পৌর্ণমাসী বৃন্দা প্রতি কয় ॥ অদ্যাবধি তুমি কি এ কৃষ্ণের সদনে। উপস্থিত নাহি হৈলা কহ বরাননে ॥ মৃদু হাস্যে কহে কৃষ্ণ পরিচিতা নয়। হেন নারী নিজে আইলে দৃষ্টিকটু হয় ॥ পৌর্ণমাসী বৃন্দা প্রতি কহে অতঃপর। তাহাই হউক বৃন্দা তুমি নিরন্তর ॥ মনোযোগে করি কৃষ্ণদাস্য আচরণ। করিবে সর্বত্র বৃন্দাবনে বিচরণ ॥ শুনিয়া বৃন্দার পূর্ণ হৈল মনস্কাম। সাশ্রুনেত্রে বৃন্দা তারে করিল প্রণাম ॥ তবে কৃষ্ণ

বনমালা দিয়া উপহার। বৃন্দারে প্রেরণ কৈল বনালয়ে তার॥ তবেত ব্যঞ্জিত নিজ স্বধাসক্তিভরে। পৌর্ণমাসী বৃন্দাসহ কথার অন্তরে॥ বিরাজ করিল কৃষ্ণ তত্র বহুক্ষণ। পৌর্ণমাসী বৃন্দা দোহে গেল স্বভবন॥ তবে কৃষ্ণ সঙ্গে মধুমঙ্গল চলিল॥ পথি মধ্যে নানা কথা হইতে লাগিল॥ পরম সাহায্য লাভে তেজযুক্ত মন। মহামনা নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তখন॥ মধু মঙ্গলের মুখে কালিয়-দমন। তথায় প্রেয়সীবৃন্দ সহিত মিলন॥ প্রভৃতি প্রসঙ্গ বহু শুনিতে শুনিতে। মিলিত হইল আসি সখাগণ সাথে। সেইত প্রসঙ্গ এবে করিয়া বিস্তার। বর্ণিত হইবে এবে লীলা অনুসার॥ ১৩৬-৪৫

কস্মাদাগান্মুনীশা ফণীন্দ্রহ্রদবলয়াৎ তত্র কিং রাধিকাদ্যা,
হেতো কস্মিংস্তদেতন্নমতু কথয়তো রুধ্যতে হন্ত কণ্ঠঃ।
হা ধিক্কিং কিং বিধাতা কুশলিতমকরোদেব কিং যাবদেবং
সিধ্যেদিত্থং স তেন ব্যতি কথিত তয়া ব্যশ্বসীন্নশ্বসীচ্চ॥ ১৪৬

কালিয় হ্রদের, বলয় হইতে, পৌর্ণমাসী মোর ঠাঁই। কিসের লাগিয়া, আগমন কৈল, বোলহ এ মোরে ভাই॥ রাধিকাদি ধনি, সেথায় তখন, ছিল কি দেখিলা সবে। কৃষ্ণের এতেক বচন শুনিয়া, শ্রীমধুমঙ্গল তবে॥ কহিতে লাগিল, হে ভাই কানাই, সেইত দুঃখের কথা। কহিতে এ মোর, কণ্ঠ রুদ্ধ হৈল; হায় চিত্তে জাগে ব্যথা॥ শুনিয়া বটুর এতেক বচন, ধিক্কার প্রদান করি। বিধাতার কার্য, আক্ষেপ করতঃ কহিতে লাগিল হরি॥ হায়রে বিধাতা, এহেন কিছু কি, শুভপ্রদ কার্য কৈল। সেইত মঙ্গলময় কার্য কিবা, হেন ভাবে সিদ্ধ হৈল॥ বটুর সহিত, এহেন ভাবেতে, কালিয় দমন লীলা। কহিতে কহিতে, এহেন মাধব, বিষাদে স্তম্ভিত হৈলা॥ নিরুদ্ধ হইল, নাসাতে নিশ্বাস, মুখে না নিঃসরে বাণী। নেত্র ছল ছল, দীর্ঘশ্বাস ভরে, ত্যাগ কৈল, বেণুপাণি॥ কৃষ্ণ পুনঃ পুছে সেই সুন্দরী নিকর। কিছু কি কহিল ভগবতীর গোচর॥ বটু কহে নহি নহি কিছু নাহি কয়। তবু জিজ্ঞাসিল সেই সুন্দরী সমুদয়॥ পরম বিষাদ ভরে অধোমুখ হৈল। নেত্রনীর মহাবেগে পড়িতে লাগিল॥ স্তনতট বিধৌত করিয়া সেই ক্ষণ। তমাল বৃক্ষেও কৈল মলিন্ন বরণ॥ কৃষ্ণ পুছে সেই ব্রজ কিশোরী সবার। মনোরথ কিবা জ্ঞাত হইল তোমার॥ বটু কহে জ্ঞাত বটে হৈল মনোরথ। কৃষ্ণ পুছে কি প্রকার সেই অভিমত॥ বটু কহে বালাগণ সবর্ণ তোমার। নেহারে তমাল বৃক্ষ প্রতি বারম্বার। কৃষ্ণ পুছে যদি কিছু বিশেষ আছয়। তবে মোর ঠাঞি তাহা কহ সমুদয়॥ বটু কহে যমুনার বচনেও জানি। শোকেতে বিহ্বল সবে চক্ষে বহে পানি॥ যমুনার জল মধ্যে প্রবেশ করিল। যমুনা সে কথা পশ্চাৎ মো সবে কহিল॥ গোষ্ঠ স্বাপতিরিত্যাদি বচনে সে কথা। কহিল যমুনা নিজে ব্যক্ত করি তথা॥ এত শুনি কৃষ্ণ কহে গদগদ স্বরে। চলহ যাইব বন্ধুগণের নিকরে॥ মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসল। কিশোরীগণের কিবা মতি উপজিল॥ স্নিগ্ধ কণ্ঠ কহে ব্রজ সুন্দরীর গণ। ধর্ম ভয়ে হৈল মহা ব্যাকুল তখন। মহতী মনের কথা ব্যক্ত করি তবে। কহিতে লাগিল ভাবগ্রস্ত হৈঞা সবে॥ যদ্যাপি মনের রোগে আক্রান্ত হইয়া। রাখিতে

না পার ধর্ম অক্ষম বলিয়া॥ তবে ধর্ম ত্যাগ এবে আসন্নের প্রায়। নিষ্ঠীত না হৈলে ধর্মের ক্ষণ না যায়॥ এইত বিষয়ে তবে প্রশ্নোত্তর ছলে। নিজ মনে মনে কহে কিশোরী সকলে॥ ১৪৭

ধর্মস্ত্যাজ্যঃ কথমতিতরাং লোকযুগ্মাভিনন্দী তর্হি লোক এব ত্যাজ্যস্তত্রাহ--
লোকস্ত্যাজ্যঃ কথমতিতুল প্রার্থিতার্থস্যধারী নম্ন তর্হি তেন চার্থেন কিং তত্রাহ।
অর্থস্ত্যাজ্যঃ কথময়মথপ্রাণরক্ষাধিকারী নম্বেতাবতিসঙ্কটে প্রাণত্যাগ এব ত্রাণদস্তত্রাহ
প্রাণস্ত্যাজ্যঃ কথমিব ন সা লালসাতং জহাতি॥ ১২৮

ইহ পরলোক, ব্যাপ্ত এই ধর্ম, কিরূপে বা সাতিশয়। ত্যাজ্য হয় তবে, এইত সংসার, অবশ্যই ত্যাজ্য হয়॥ অতুল্য প্রার্থিত, বিষয় বৈভব, সদা যে ধারণ করে। তাহারে বা সবে, কেমনে ছাড়িবে, কহ এই চরাচরে॥ যদি বা ছাড়ায়ে, তবেত বোলহ, অর্থে কিবা প্রয়োজন। অর্থত্যাগ কৈলে, কেমনে বা প্রাণ, ধরিবে মানবগণ॥ হেন যদি হয়, সঙ্কট উদয়, তবে প্রাণ পরিহার। ভিন্ন অন্ত কোন, এইত সঙ্কটে, সমাধান নাহি আর॥ কেমনে ছাড়িব, এইত পরাণে, কৃষ্ণ সঙ্গে মিলিবারে। এ চিত্ত হইতে, লালসা এ মোরে, ক্ষণেক নাহিক ছাড়ে॥ মূর্ছিতের মত কিছুকাল নারীগণ। রহিয়া কহিল তবে স্বগত বচন॥ ১৪৯

হন্ত তাত জননীকুলং কুলং চান্তদাক্ষিপতু মাং যথা তথা।
কৃষ্ণরাগ রুচিরা মতিঃ কথং জাতু যাতু রুচিমন্তভাবিতাম্॥ ১৫০

পিতৃকুল আর, মাতৃকুল মোর, আর অন্ত কুল যত। ভৎর্সনা করুক, মোরে অবিরত হায় নিজ ইচ্ছামত॥ কৃষ্ণ অনুরাগে, শোভিত এমতি, অন্ত চিন্তা রুচি দ্বারে। কভু কি কোনও, প্রকারে মতিরে, অন্যথা করিতে পারে॥ পুনরায় চিন্তা করি সুন্দরীর গণ। উদ্বেগের সঙ্গে তবে কহিল বচন॥

নিদ্রা মম সুখদালি র্যা, তস্য স্ফূর্ত্তি বিস্মৃতিং দত্তে।
তামপি চিন্তা ক্রব্যাদ, বৃদ্ধা শশ্বদ্বলাদ গ্রসতে॥ ১৫১

নিদ্রামোর সদা, সুখ প্রদায়িনী, সখীর স্বরূপ হয়। কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি আর, বিস্মৃত হৃদয়ে যোগ্য ভাবে সে করয়॥ কিন্তু চিন্তারূপ, রাক্ষসী প্রবল, হইয়া বিধারি ত্রাস। মোর সেই প্রিয়, নিদ্রা বান্ধবীরে, সতত করিছে গ্রাস॥ কিশোরীর প্রেমে মুগ্ধ চিত্ত অনিবার। কৃষ্ণের বাক্য হয় সম সেই প্রকার॥

রে রে চিত্ত প্রণয়ময়তা পারতন্ত্র্যং কিমেষি ত্বং তত্রাপি ব্যসনি যদি বা ধর্মতস্তৎ প্রয়াহি।
হং হো কিম্বা পরগৃহজুষাং ভাবিনীনাং চ ভাবে
লগ্নং মগ্নং ভবসি বহুধা প্রোক্তা তত্ত্বিচারম্॥ ১৫২

ওরে ওরে মোর, পরপ্রেমাসক্ত অতীব নির্বোধ চিত্ত। কিসের লাগিয়া, প্রেম-পারতন্ত্র্য, বহন করিছ নিত্য॥ সেইত কারণে, যদ্যপি বিপদ, তোমার বাড়িল বড়। তবেত আসক্তি ছাড়িয়া ধর্মতঃ, নিজেরে করহ দড়॥ হায়রে কেন বা, পর গৃহস্থিতা, ভাবিনীগণের ভাবে। লগ্ন আর মগ্ন, হইলা বহুধা, বিচার ছাড়িয়া এবে॥ হেনমতে

পরস্ব বিষয় চিন্তা ভ্রমে। অতিকষ্টে দিন সব গত হৈলে ক্রমে॥ ব্রজবাসিগণের সম্ভ্রম জাত ক্রমে। দুর্দান্ত ধেনুকাসুর বধের বিক্রমে॥ পুজিত বাসরে প্রিয় কৃষ্ণের সহিত। সেইত এনাক্ষীগণ হইল মিলিত॥ তবে তাসবার পরস্পর সেইক্ষণ। হৈল অতি-রমণীয় সম্যক দর্শন॥ ১৫৩

তাসাং নিত্যপ্রেয়সীনাং মুরারে, র্জন্মন্যস্মিন্ বিস্মৃতাত্মস্থিতীনাম্।
শোভাতস্য স্মারয়ন্তী তত্ত্বং, ধর্মত্রাসং দ্রাগ্মুহু র্লুম্পাতি স্ম॥ ১৫৪

তন্মধ্যে কৃষ্ণের. আছিল যতেক, নিত্য প্রেয়সীর গণ। ঘটিল এইত, জন্মে যাসবার, আত্মস্মৃতি বিস্মরণ॥ কৃষ্ণের সুষমা, তাসবার চিত্তে, নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব স্মৃতি। করাইয়া যেন, চিত্ত হৈতে শীঘ্র লোপ কৈল ধর্ম ভীতি॥ এই তথ্য লীলা কথা প্রসঙ্গে আপনি। বর্ণিল শ্রীভাগবতে শ্রীবাদরায়নি॥

পীত্বা মুকুন্দ মুখ সারঘমক্ষি ভৃঙ্গৈস্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজ যোষিতোঽহ্নি।
তৎসংস্কৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং সব্রীড়হাস বিনয়ং যদপাঙ্গ মোক্ষম্॥

ব্রজে অবস্থিত, রাধিকা প্রভৃতি, আভীর যুবতীগণ। নেত্র ভৃঙ্গদ্বারে, মুকুন্দ বদন, মধুপিঞা সেইক্ষণ॥ দিবসের সর্ব, বিরহজ তাপ, দূরে পরিহার কৈল। তাসবার লজ্জা, হাস্য দৈন্যময়, যে কটাক্ষ মোক্ষ হৈল॥ সেইত সৎকৃতি, সম্যক প্রকারে, সম্প্রাপ্ত হইয়া হরি। গোষ্ঠে প্রবেশিল, সখাগণ আর, গাভীগণে সঙ্গে করি॥ ১৫৫

পীতং হরের্বদনমঞ্জুরসং প্রসহ্যাপ্যাসাং দৃশা রচিতভৃঙ্গ চকোরভঙ্গি!
তেনাপি সংকৃতিমমন্যত স প্রশস্তামাজীব্যতাং গতবতীষু তদাস্থ যুক্তম্।

ব্রজললনায়, নয়ন সমূহ, মধুপ চকোর ভাণ। রচিয়া গোবিন্দ, বদনাব্জ রস, সহসা করিল পান। নিজ মুখ সুধা, কিশোরীরগণ, পান কৈল এত হেরি। উত্তম সৎকৃতি, হইল বলিয়া, মনন করিল হরি॥ জীবাতু স্বরূপ, প্রণয় যাহারা, প্রিয়জনেরিত রয়। সেই বধূগণ, পক্ষে হেন কার্য্য, উপযুক্তে গণ্য হয়॥ ১৫৬

তস্মিন্নপাঙ্গ শরমোক্ষমমুর কুর্বন ব্রীড়াস্মিতাঞ্চি নয়নৈরনুনিন্থিরে চ।
তেনাপি সংকৃতিমমন্যত সপ্রশস্তামাজীবি লোকচরিতং কিল তাদৃগেব॥ ১৫৭

ব্রজস্থিতা সেই, সুন্দরীর গণ, বন্ধুরে দর্শন করি। নিক্ষেপ করিল, প্রচুর কটাক্ষ, শর কৃষ্ণ মুখোপরি॥ সলজ্জ মধুর, হসিত পুরিত, নয়নের ভঙ্গী দ্বারে। মনের আকুতি, বেকত করিয়া, অনুনয় কৈল তারে॥ প্রেয়সী বৃন্দের, কটাক্ষক্ষেপাদি, বিলাস দর্শন করি। প্রশস্ত সৎকৃতি, বলিয়া মানিল, রসিক নাগর হরি॥ প্রেমার আদান প্রদান ব্যতীত, জীবন যেথা না রয়। সেথায় জীবাতু, প্রদায়ী লোকের, চরিত্র ঈদৃশ হয়॥

কৃষ্ণং লক্ষ্যং বিধায়াহুরভ্যাস্যন্নেত্রপত্রিণঃ। তচ্চ ভক্তিরিতীবাহুঃ শরাভ্যাস উপাসনম্॥

কৃষ্ণে লক্ষ্য করি, যেই নেত্রবাণ, নিক্ষেপিল গোপীগণ। শরাভ্যাস রূপ, উপাসনা তারে, ভক্তি কহে বুধগণ॥ গোপী আনুগত্যে, একাগ্র মানসে, কৃষ্ণাভীষ্টে লক্ষ্য করি। যেইত সাধনা, ভক্তি তার নাম, উপাসনা সর্বোপরি॥ কৃষ্ণ মুখ সুধা পানে অতৃপ্ত হৃদয়।

সেই ব্রজ বধূগণে হইয়া নির্দয়॥ কুল পালিকার গণ গৃহে লৈঞা গেল। চকোরীর গণে যেন পিঞ্জরে ভরিল॥ ১৬০

আয়াতা প্রতিবিম্বতাং যদপি তাশ্চিত্ত হ্রদে শ্রীহরে-
শ্চিত্রং তত্র তথাপি বিম্বপদবীং স্থিত্যা বিকর্ষেঽপ্যয়ুঃ।
যত্র প্রস্ফুটতারকা ইব তদা সর্বা বভুঃ সর্বতঃ শ্রীরাধা পুনরন্তরিন্দুবলয়দ্যোতশ্রিয়া দিদ্যুতে॥

যদ্যপি হরির, চিত্ত হ্রদ মাঝে, ব্রজ সুন্দরীর গণ। সম্প্রাপ্ত হইল, প্রতিবিম্বরূপ, স্থির ভাবে অনুক্ষণ॥ আশ্চর্য তথাপি, বিম্বিত স্বরূপে, তথায় রহিয়া সবে। আকর্ষণ সদা, করিতে লাগিল, রসলিপ্সু সেমাধবে॥ তারকার মত, শোভা পায় যেথা ব্রজ যুবতীরগণ। সেথা অন্তরেন্দু-বলয় শোভাতে শোভে রাধা বিলক্ষণ॥ ১৬১

পূর্বং তাসাং ব্যবসিতিরভূদেবমীষৎ কদাচিৎ কৃষ্ণং পশ্যন্ত্যপশমমসৌ লপ্সতে চিত্তবৃত্তিঃ।
দৃষ্টে দৃষ্টে পুনরথমুহুস্তত্র চিন্তেয়মাসীৎ কিং ভূয়শ্চ ক্বচিদহং তদ্বক্ত্রলক্ষ্মীং পিবামঃ॥ ১৬২

বৃন্দাবনে গোপ, বধূটীগণের, পূর্বে ছিল এ নিয়ম। হইত ক্বচিৎ, কৃষ্ণের দর্শনে, চিত্ত বৃত্তি উপশম॥ পুনঃ পুনঃ এবে, দেখিয়াও চিত্তে, উপজয় চিন্তাসার। পুনশ্চ কি হায়, সেবিব ক্বচিৎ, বক্ত্র শোভা বন্ধুয়ার॥ সঙ্গিনীগণেও হেন প্রক্রিয়া তখন। গোপনে উৎপন্ন হৈঞা আচ্ছাদিল মন॥

নহি পরপুরুষে বাঞ্ছা, মম সখি কাচিৎ কথঞ্চিদপ্যস্তি।
প্রকৃতিঃ সেয়ং যদসিত বস্তুনি দৃষ্টে ভবেৎ কম্পঃ॥ ১৬৩

পর পুরুষেতে, কদাপি কিঞ্চিৎ, বাঞ্ছা নাহি মোর সখি। স্বভাব এমোর, ভয়ে কাঁপে দেহ, কৃষ্ণ বর্ণ বস্তু দেখি॥

রাধা বাধাপ্রতিহততনুঃ সর্বদা ধারণাভিচিত্তে শান্তীরপি নিদধতি ব্যাকুলাসীদতীব।
হাহা তস্যাঃ প্রিয়সবয়সোঽপ্যাশুতদ্ভাবভাবাত্তামেবাপুঃ কটুতরদশাং হন্ত কেঽমূমবন্তু॥

সংসারের নানা, প্রতিকূলতায়, রাধা বাধাপ্রাপ্ত দেহ। ধরিয়াও চিত্তে, শান্তি নিরন্তর, অতীব ব্যাকুল-সেহ॥ হায় তার প্রিয়, সখীগণ সেহ, শীঘ্র তদ্ভাবনা ভরে। সেই কটুতর দশা প্রাপ্ত হৈল, কে রাধারে রক্ষা করে॥ অপরের অধীনতা বশতঃ রাধার। ঘটিলেও মানসিক বিহ্বল অপার॥ ১৬৪

সঙ্কল্প রুচনাম্বজীগমদিতঃ সাক্ষাৎকৃতিং শ্রীহরেঃ
স্বপ্ন কুত্র চ লোচনং ক্ব চ বিয়োগার্ত্তৌ চ রাধাদিষু।
যৈ রেতৈ সুধয়া লতাস্বিব তয়া ভাস্বিন্দু বিম্বৈ র্জবা
তুল্লাসা বলিলস্তনাত্তরুণিমারম্ভোঽপি সম্ভাবিতঃ॥ ১৬৫

রাধাদি গোপীর, চিত্তের সঙ্কল্প, এহেন প্রকট হৈল। কদাপিহ পরে, হরির সাক্ষাৎকার স্বপ্ন উপজিল॥ কোথায় স্বপন, সাক্ষাত দর্শনে, কোথা বা লোচন আছে। ক্ষণে স্ফূর্তি প্রাপ্ত, হরির মুরতি, বিরহ পীড়ার মাঝে॥ সেই সেই ভাবে, উল্লসিত করি, রাধাদি গোপীর মন। চন্দ্রবিম্ব যুত-সুধাসিক্ত বল্লী, বাড়ে যথা অনুক্ষণ॥ তেমতি

সবার, যৌবন সুষমা, বাড়িতে লাগিল নিত্য ॥ লজ্জিত হইয়া হরির দর্শনে, সঙ্কল্প সহায়ে চিত্ত ॥ সমাপন স্নিগ্ধ চিত্ত স্নিগ্ধ তথা। কহিতে লাগিল সমাপিয়া হরিকথা ॥

সএষ রাধিকে সর্বদুর্লভস্তব বল্লভঃ। তদর্থং পীড়য়াপ্যার্ত্তো দিনানি ক্রীড়য়ানয়ৎ ॥

সবার দুর্লভ এই সেই হরি, তোমার বল্লভ হয়। বিরহার্ত্ততনু, তোমা তরে করে, ক্রীড়াতে দিবস ক্ষয় ॥ ১৬৬

তদেব সুতাঙ্গপ্রভবশিশু যুগ্মে কথয়তি স্ফুরৎপ্রেমাবেশাৎ প্রতিপদবিবিক্তেনির্ঘটনাৎ।

কথা কিং নাট্যং কিং কিমুত নিজলীলেতি বিবিধং
সমজ্যাসৌ সার্দ্ধং স্ফুরণমজিতেনাপ্যনু যযৌ ॥ ১৬৭

সুত পুত্রদয়, তবেত স্ফুরিত, প্রেমার আবেশ ভরে। কহিতে লাগিল, হরি লীলা কথা, মাধুর্য্য মণ্ডিত স্বরে ॥ বিবেচনা ভাবে, প্রতি পদে চ্যুতি, ঘটিত লাগিল তবে। কহিতে লাগিল এত হেরি হরি, আর সভাসদ সবে ॥ এহ কিবা কথা, অথবা নাটক কিম্বা নিজ লীলা হয়। বুঝন না যায়. এতেক বচন, কহে সবে সবিস্ময় ॥ সমাপ্ত হইল কথা বহুক্ষণ পর। ধারণ করিল ধৈর্য সদস্য নিকর ॥ সূতপুত্রদ্বয়ে প্রশংসিয়া সর্বজন। শয়নের তরে গৃহে করিল গমন ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমন্বপূর্বপূর্বানুরাগচর্য্যাজাগর্য্যা নাম পঞ্চদশং পূরণম্ ॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়িয়, বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী বর। শ্রীগোপালচম্পু, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা-গর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পু, শ্রীরামদাসের দাসে ॥

ষোড়শং পূরণম ● প্রলম্ব-দাবানল-সম্বর্ত্ত সংহারঃ।

তবেত পরের দিন সুরম্য প্রভাতে। গোপগণে পরিপূর্ণ প্রদীপ্ত সভাতে ॥ পরম প্রভাবশালী নন্দ-গোপরাজ। কৃষ্ণ সহ আসিয়া বসিল সভামাঝ। পূর্ববৎ মধুকণ্ঠ আসি তবে তথা। কহিবার উপক্রম কৈল কৃষ্ণ কথা ॥ ভাই স্নিগ্ধ কণ্ঠ মোর কণ্ঠে এইক্ষণ। রামের বিক্রম কিছু করহ শ্রবণ ॥

এবং গোচারণমিষময়ং ক্রীড়তি ভ্রাতৃ যুগ্মেবৃন্দারণ্যং তপঋতুরগাৎ প্রাণিনাং নাতিরুচ্যঃ ॥
ধত্তে-যদ্রাক্ সচ মধুগুণং তচ্চ নাশ্চর্যচর্যঃ তদ্ যুগ্মং যন্বসতি সততং তত্র নিত্যানুরাগি ॥

রামকৃষ্ণ দুই, ভাই ক্রীড়া করে, তবে গোচারণ ছলে। গ্রীষ্ম ঋতু আসি, উদয় হইল, বৃন্দাবনে হেন কালে ॥ এই ঋতু প্রাণী গণের তেমন, রুচিকর নাহি হয়। তথাপি ধরিল, বসন্তের গুণ, এ হোত আশ্চর্য নয় ॥ যেহেতু সতত, বৈসে দোহে সেথা, হইয়া নিত্যানুরাগী। তেই সর্ব ঋতু, হয়েত উদয়, দোহার সেবন লাগি ॥

নির্ঝরস্বনবশাম্বুদাগম ভ্রান্তিঝিল্লিকুলমাপ মূকতাম্।
অঙ্ঘ্রিপাশ্চ ঝরশীকরপ্লুতাঃ পুষ্পিতাঃ পুনরমী মধুং দধুঃ ॥

পার্বত্য নির্ঝর, নিনাদ বশ্যতঃ, মেঘাগম ভ্রান্তি হৈল। বর্ষাকালেচিত, ঝিল্লি সমুদয়, নিজ রব বন্ধ কৈল ॥ পাদপ নিকর, নির্ঝর বারিতে, হইয়া আপ্লুত দেহ। কুসুম শোভাতে প্রকট করিল, বসন্ত ঋতুরে সেহ ॥ ৪

বনস্থচ্ছায়াভিজড়িত জল বৃন্দে বিকসতঃ, শুচাবপ্যাজদেঃ পবন বিততির্মাধব ইব।
তদেবাদ্রং কৃত্বা কুসুমিতমকাষী দবিরতং মিথোর্জোগ্যানাংযদ্ব্যাতি বহতি মৈত্রীসুখশতম্ ॥

বনের নিবিড়, ছায়াতে জড়িত, বারি মধ্যে বিকশিত। গ্রীষ্ম ঋতুতেও পদ্ম সমূহের, গন্ধ করি প্রচালিত ॥ পবন সমুহ, সেইত কাননে, আর্দ্র করি অবিরত। কুসুম শোভাতে, সজ্জিত করিল, বসন্তকালের মত ॥ যোগ্য সঙ্গে যোগ্য, বন্ধুর স্বরূপে, যদি মিলে পরস্পর। তবেত নিশ্চয়, মৈত্রী সুখ শত, উপজয় নিরন্তর ॥

তত্রাসীন্নরজাতীনাং গ্রীষ্মেঽপি ঋতুরাণ্মতিঃ।
পিকভ্রমরমুখ্যানাংতিরশ্চাং তহিকা কথা ॥

মানব জাতির, গ্রীষ্মেও বসন্ত, বোধ হৈত বৃন্দাবনে। কিবা কথা আর, পিক ভৃঙ্গ মুখ্য, তির্বগ্ জাতির গণে ॥ ৫-৬

মাধবস্ত যদামিত্রৈঃ প্রবিশন্ বেনুনাজগৌ, তদা দ্বিগুণিতো রেজে মাধবস্তত্র সোঽপরঃ ॥

মাধব যবেত, বেনুগান করে পশি বন্ধুবর্গ সনে। অপর মাধব, তবেত দ্বিগুণ, শোভা পায় বৃন্দাবনে ॥ ৭

তে গৃহে মণিভিরপ্যলঙ্কৃতশ্চারুকান্তি বিধয়ে যদুদ্ভবৈঃ।
পুষ্প পল্লব মুখৈরলক্রিয়াং, শশ্বদাদিযত তস্য কিং ব্রুবে ॥ ৮

কৃষ্ণ বলরাম, প্রভৃতি সবাই, নানারত্ন আভরণে। হইয়াও নিজ গৃহে সুসজ্জিত, কিন্তু সবে যাঞা বনে ॥ স্বদেহ সৌন্দর্য, উত্তম প্রকারে, পুনশ্চ বর্দ্ধন তরে। সজ্জিত হইত যদুদ্ভুত পুষ্প. পল্লব ফলাদি দ্বারে ॥ কি আর বক্তব্য, বসন্ত মিলিত, সেইত গ্রীষ্মের, কথা। প্রদান করয়ে, সর্বমুখ সর্ব-ঋতু বৃন্দাবনে তথা ॥ তবেত শ্রীদামে করি প্রধানে গণন। বসুদাম সুদামাদি বয়স্যের গণ ॥ সভাসীন হৈঞা গাভীবৃন্দে দেখিবারে। বসিল পৃথকভাবে তত্র নাতি-দূরে ॥ শোভিত সেইত স্থানে কৃষ্ণ বলরাম। সুবল অর্জুন কিংশুকাদি-বহু নাম ॥ সখাগণ নর্ত্তকের ভঙ্গিমা প্রসারি। মিলিত হইল আশীর্বচন উচ্চারি ॥ উপবিষ্ট শ্রীদামাদি জিজ্ঞাসা করিল। কোথা হৈতে মহাশয় আগমন হৈল ॥ বিচিত্র নর্তক প্রায় হেরি তোমা সবে। কোথা বা যাইবে মোসবারে কহ এবে ॥ হেন জিজ্ঞাসিত হৈঞা মহানন্দ মন। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ সঙ্গে সখাগণ ॥ মহাদান শূর ওহে মহাশয় গণ। বহুদূর হৈতে মোরা কৈনু আগমন ॥ তোমা সবাকার কীর্ত্তি করিয়া শ্রবণ। প্রথমে করিল নৃত্য মোসবার মন ॥ তোমা সবাকারে হেরি দেহও সবার। নাচিতে ইচ্ছুক এবে হইল অপার ॥ বহুক্ষণ কুত্রাপি না করি অবস্থান। কর্ণ সম নেত্র সুখে আছি বিদ্যমান ॥ তথায় শ্রীকৃষ্ণ তবে নিজাত্মীয় গণে। কহিতে লাগিল সবে শুন একমনে ॥ যাহার প্রসাদে মহাশয় এসবার। গুণের হইল বোধ আমা সবাকার ॥ সেইত পণ্ডিত মোসবার কর্ণদ্বয়। হৈল মহাগুরু এবে জানিনু নিশ্চয় ॥ কত বা পূজিব মনে প্রশংসার দ্বারে। সেই মন প্রোৎসাহিত করিল সবারে ॥ কিবা কার্য না করিল এ দুই চরণ। মনোরথ পথ পাইনু যাহার কারণ ॥ সুষ্ঠু রূপে মো সবারে এই নেত্রদ্বয়। বুঝাইল শ্রীগুরুর আদিষ্ট বিষয়। তেই এই

নেত্রদ্বয়ে রুচি প্রদ আর। করিব কোন বা রম্য বস্তু এইবার॥ নাসাদ্বয় কৈল সবে গৌরবে উজ্জ্বল। কিবা বস্তু নাহি ছিল নাসিকা যুগল॥ দেহ ত্বক কথা কিবা করিব বর্ণন। বর্ণ গন্ধ বাহে যেবা করায় স্বপন॥ সৌভাগ্য ভাগ্যের নাম এ মোর আত্মাতে। কতদূর আছে তাহা না পারি কহিতে॥ যেই ভাগ্যে পূর্বপ্রোক্ত ফল রাশি দ্বারে। সমাবৃত আছি সদা ভিতরে বাহিরে॥ অহো এই শ্রীদাম নামক মহারাজ। নিজ নামে স্থিত হৈঞা করুক বিরাজ॥ শ্রীকে যেবা দান করে সে শ্রীদাম হয়। নামে গুণে সদা খ্যাত এই মহাশয়॥ ইহার পার্ষদ যত মহিমা অপার। উপনিষদেও নাহি পারে বর্ণিবার॥ সেইত মহিমা স্বাদ করিয়া গ্রহণ। আত্ম পাসরিয়া হৈনু নৃত্য পরায়ণ॥ এই মহামহিম চরণ কৃপাভরে। কোন্ বা না বহুদান মোসবে বিতরে॥ লভিয়া ইহার দুর্লভ দরশন। নির্নিমেষ হৈঞা হৈনু ত্রিদশে গণন॥ কতবার পোষণ না কৈল মোসবারে, কৈল প্রতিপালন সবারে সুখ দ্বারে॥ যেহেতু নিজের ছায়া সম করি জ্ঞান। মোসবারে কৈল এহ আশ্রয়-প্রদান। নিজ দৃষ্টিরূপ সুধা রাশি বরিষণে। মহাতৃপ্তি দান কৈল মোসবার মনে॥ দেখহ দেখহ এই জনার কেমন। নেত্র ভঙ্গী যাহে করে নৃত্যে নিয়োজন॥ তাহাতে এইত সব মহাত্মার গণ। কৈল মোসবারে অনুগ্রহের ভাজন॥ তেইত নৃত্যানুষ্ঠান পরিচর্য্যা তরে॥ যোগ্য অবসরাপেক্ষা করি ব্যগ্রান্তরে॥ শুনিয়া এতেক বাণী সভাসদগণ। সমস্বরে কহিতে লাগিল সেইক্ষণ॥ সুশীল বাসনাযুক্ত ওহে ব্যক্তিগণ। নটের সমান সবে করিয়া স্তবন॥ যাবতীয় উৎসব সম্যক নিবর্তক। তুমি সব যদি হও এহেন নর্তক॥ তবেত সম্পূর্ণরূপে অর্চিত যে হয়। কল্পনা করহ হেন কলা সমুদয়॥ বিশেষতঃ রমণীর শরীরের দ্বারে। কল্পনা করহ শ্যাম প্রভা সবিস্তারে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যার হয়েত নিশ্চয়। আলেখ্যের মত তেই চিত্রাঙ্গ যে হয়॥ অথচ চিত্রঙ্গ কিংবা আলেখ্য যে নয়। শিখিপুচ্ছ শিরে যেবা ধারণ করয়॥ চন্দ্রকী অথচ নহে চন্দ্র কী ময়ুর। পীতাংশুক কিন্তু নহে পীত বর্ণপুর॥ শ্যামঘন কিন্তু নহে শ্যামল জলদ। বংশ প্রবীণাধর শুভ নামাস্পদ॥ বংশ বাদনেতে যার প্রবীণ অধর। বংশ প্রবীণাধর খ্যাত চরাচর॥ বংশ প্রবীণাধর অথচ যে নয়॥ বংশস্থ প্রবীণগণে নীচ নাহি হয়। বংশ প্রবীনাধর তাহারেই কয়॥ মাধুর্যাদি অপ্রাকৃত গুণে গুণ ধর। অথচ প্রাকৃত গুণাতীত নিরন্তর॥ সর্ববিদ্যা বিশারদ যে বা বিদ্যাধর। কিন্তু নহে বিদ্যাধর জাতিতে কিন্নর॥ এ হেন বৈচিত্রীভরে সবার নয়ন। করয়ে আশ্চর্যান্বিত সদা যেইজন॥ ১১

অর্জুন সুবলাদিভিরুপগানে, পাণিশৃঙ্গদল-তালনিধানে।
নৃত্যমহং তং ব্রজশিশু সভ্যাঃ, প্রশশংসুর্যে শ্রুতিস্তুতিলভ্যাঃ॥

হস্তশৃঙ্গ বেণু প্রভৃতির তাল, বিধানে বিনোদ রবে। গাহিতে লাগিল, অর্জুন সুবল, প্রভৃতি বয়স্য সবে॥ আরম্ভ করিল, আপনে মাধব, অতীব মধুর নৃত্য। দেখিয়া পরম, প্রমোদে পূরিত, হইল সবার চিত্ত॥ বেদস্তব লভ্য, বলিয়া বিখ্যাত, হয়েত যে সব জন। প্রশংসা করিতে, লাগিল সেইত, ব্রজশিশু সভ্যগণ॥ ১২

শ্রীকান্তেহপ্যথনিষ্ক্রান্তে বিবেশাবেশতো বলঃ।
তদালোকঃ সভ্যলোকঃ শ্লোকয়ামাস তদ্বয়ম্॥

নৃত্য সমাপিয়া, শ্রীকান্ত যবেত, বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হৈল। নৃত্যাবেশে তবে, বলরাম আসি, সভামধ্যে প্রবেশিল॥ দেখিয়া তাহারে, সভাস্থ সবাই, পরম আনন্দ মনে। শ্লোক বিরচিয়া করিতে লাগিল, স্তব তবে দুইজনে॥ ১৩

যদ্যেতয়োর্বর্ণভেদঃ স্যান্নৈবশ্যামগৌরয়োঃ। তদান পরিচীয়েতামেতাবঙ্গগুণাদিভি॥ ১৪

যদ্যপি দোহার, শ্যামগৌর এই, বর্ণভেদ না থাকিত। তবে রূপেগুণে, রামশ্যাম এই পরিচয় না মিলিত॥

অঙ্গহারে তড়িল্লীলামঙ্গে মেঘেন্দুতাং ক্রমাৎ। ব্যঞ্জং ব্যঞ্জং বিক্ষিপতুঃ সঙ্গিগাত্রকুলাচলে॥

নাচে দুই ভাই, একত্র হইয়া, কণ্ঠে দোলে স্বর্ণহার। বিজুরীর মত, কিরণ ঝলকে, নিয়ত দোলনে, তার॥ অঙ্গে ক্রমান্বয়ে, মেঘ আর চন্দ্র, ভাবের সুষমা রাজে। পশিল উভয়ে, গায়ক স্বরূপ, ফুল পর্বতের মাঝে॥ অষ্ট কুলাচল, শাস্ত্রের বচনে, বিশাল পর্বত হয়। তাহে যেন হৈল, বিজুরী সহিত, মেঘযুক্ত চন্দ্রোদয়॥ সন্তুষ্ট হইয়া তবে শিশু সভ্যগণ। নিজ নিজ বক্ষোস্থিত অতীব শোভন॥ মণিহার উপহার দিতে ব্যগ্র হৈল। কৃষ্ণ বলরাম দোহে নিষেধ করিল॥ নর্ত্তকের শ্রেষ্ঠ মোরা দ্রব্যপ্রার্থী নহি। তোমা সবাকার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চাহি॥ মহাশুভ বস্তু সবে আর মল্লশ্রেষ্ঠ। এই কথা শুনি চিত্ত হইল অতিষ্ঠ॥ সর্বদিক বিরচিয়া তোমা সবাকার। উচ্চজ্ঞানে আইনু এই সভার মাঝার॥ তেই মোসবার তুষ্টি আর পুষ্টি তরে। অকৈতবে দেহ দান না শুনি অপরে॥ একথা শুনিয়া সভাসদগণ সবে॥ হাসিতে হাসিতে সন্নিকটে আসি তবে॥ সঙ্গিগণ সঙ্গে দুই ভ্রাতারে পূজিল। তবে দোহে মল্লক্রীড়া আরম্ভ করিল॥ ১৫-১৮

ভ্রামৈর্নৈর্লজ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ। উরঃ পেষমিবামীভিস্তযুদ্ধেতাং বলাজিতৌ॥

চক্রবৎ করি, ভূমিতে ভ্রমণ, লম্ফদান নিক্ষেপণ। বাহু আস্ফোটন, আর আকর্ষণ, বক্ষস্থলে সুপেষণ॥ মল্লযুদ্ধোচিত, সকল কৌশল, সদম্ভে প্রকট করি। যুঝিতে লাগিল, মল্লকেলি রঙ্গে, বলরাম আর হরি॥ সর্বগুণীজন গর্ব বিনাশ কারক। শ্রীকৃষ্ণ রামাদি যত ব্রজের নর্ত্তক। অনবদ্য বিদ্যাদ্বারে তোষিত অন্তর। সবার দুর্লভ শ্রীদামাদি পরিকর॥ স্ব স্ব সর্বকলা জ্ঞাতা নিবেদন তরে। নৃত্যবিদ্যা আরম্ভিল মহানন্দ ভরে॥ আনন্দ জন্মিবে এই কারণে যেথায়। স্বয়ং কৃষ্ণ তৃষ্ণারাশি লভিল হিয়ায়॥ নিজ শিক্ষা পরীক্ষা তবেত করিবারে। সুদুর্গম তাল ধরি হাস্য সহকারে॥ তাসবার পরিকর শ্রেণীভুক্ত হৈল। এই কথা ভাগবতে মহর্ষি বর্ণিল॥ ১৯-২০

ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্। শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতি বাদিনৌ॥

কোথাও বা অন্য লোকে নৃত্য করে গায়ক বাদক দোহে। সাধু সাধু কহি, করয়ে প্রশংসা, শুন মহারাজ, ওহে॥ তবে গাভীগণ অগোচরে গত হৈল, তাসবার অন্বেষণে সবে যাত্রা কৈল॥ ২১

বিল্বৈঃ কুস্তৈঃ করস্থামলকসমুদয়ৈস্তাড়য়ন্তো মিথস্তে।
হাসং ধৃত্বা মৃগেহা বিকিরভণিতিভির্দদ্দুরাদিপ্লুতাদ্যৈঃ ॥
অস্পর্শিস্পর্শনার্থং নয়নপরিবৃতের্মোচনৈঃ কৃষ্ণরাজ্য-
স্যান্দোলী সিংহপীঠাদ্যধিকৃতিজ সুখৈস্তিনিরে যামবর্গম্ ॥ ২২

গাভীর সন্ধানে, যাইতে যাইতে, ব্রজের রাখাল দল। সংগ্রহ করিয়া, বিল্ব আমলক কুম্ভরিয়া বৃক্ষফল ॥ পরস্পর প্রতি, নিশা না করিয়া, হানিতে লাগিল তবে। কভু বা বিপুল হাস্য প্রকটিয়া, ধাইতে লাগিল সবে ॥ মৃগের মতন, তুরিতে গমন, পক্ষী সমরব করি। চলিতে লাগিল, কভুবা দর্দুর সমপ্লুত গতি ধরি ॥ পৃষ্ঠ দেশে গুপ্ত, রহি সেই জন, পর নেত্র দুই করে ॥ রুদ্ধ-করি ধরে, অস্পৃশ্য তাহারে, কহে সবে চরাচরে ॥ অস্পৃশ্য স্পর্শন, নিরুদ্ধ নয়ন-মোচনাদি কেলি আর। কৃষ্ণে রাজা করি, বিপিন মাঝারে, রাজ্য সংস্থাপন তার ॥ আন্দোলিত করি, হিন্দোলাতে তথা, সিংহাসনে রাখি তারে। মন্ত্রীপদ আদি অধিকার রূপ, বিবিধ ক্রীড়ন দ্বারে ॥ সুখোল্লাস ভরে, বৃন্দাবনে বনে, দিবা যাম চতুষ্টয়যাপন করিল, কৃষ্ণরাম সহ, ব্রজশিশু সমুদয় ॥

নৃপতিরজনি কৃষ্ণঃ স্তোককৃষ্ণঃ প্রধানং সুবল সচিবরামস্ত্বাপি তদ্বন্নৃপত্বম্।
উভয়বলপতি শ্রীদাম ভদ্রাবিতীদস্থিধ বিবিধ তয়া তৌ রাষ্ট্র লক্ষ্মীমকার্ষ্টাম্ ॥ ২৩

ভূপতি হইল, শ্রীকৃষ্ণ তখন, স্তোক কৃষ্ণ মন্ত্রীবর। সুবল হইল, রামের সচিব, রাম হৈল রাজ্যেশ্বর ॥ দোহার শ্রীদাম, ভদ্র সেন আর, দোহে সেনাপতি হৈল। হেন মতে কৃষ্ণরাম রাজা হৈঞা, রাজ্য শ্রী ধারণ কৈল ॥

ক্বচিৎ স্থানং ক্বচিদ্‌যানং কাপ্যর্থে সন্ধি বিগ্রহৌ। পরাজয় জয়ৌকাপি ক্রীড়ায়া মনুচক্রতুঃ ॥

দুই ভাই তবে, বাল্য কেলি রঙ্গে, নৃপতি সাজিয়া বনে। কোন স্থানে রহে, রাজত্ব বিস্তারি, কোন স্থানে যায় রণে। সন্ধি বিগ্রহাদি, করে কভু কভু, কভু জয় পরাজয় হেন মতে ব্রজ বালক মিশালে, ক্রীড়া করে ভ্রাতৃদ্বয় ॥ ২৪

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনে। নদ্যাদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ ॥

হেন মতে দোহে, নদী গিরি গুহা, কুঞ্জবন সরোবরে। করিতে লাগিল, বিচরণ বনে, লোকখ্যাত ক্রীড়া দ্বারে ॥ হেন মতে দিন কথো হইল বিগত। একদিন প্রভাত সময়ে পূর্বমত ॥ অসুর গণের ধ্বংস সাধনের তরে-বুদ্ধি ভ্রংশ উপজিল কংসের অন্তরে ॥ প্রলম্ব নামক এক অসুর প্রধান। আপনি আসিল কংস ভূপ সন্নিধান ॥ তবেও অসুর কংসে করিয়া প্রণতি। জিজ্ঞাসা করিল অত্যাগ্রহে কংস প্রতি ॥ মহারাজ এই পরিবেদ না প্রবল। কিসের লাগিয়া হেরি তোমাতে কেবল। কংস কহে মোর প্রতি অনুকূল ছিল। তুমি নাহি জান তারা সবাই মরিল ॥ মোর আর অবশিষ্ট আছে কোন জন। এই হেতু সদা আমি দুঃশ্চিন্তা মগন ॥ প্রলম্ব কহয়ে এক প্রহরের তরে। নিযুক্ত করহ বৈরী নাশ করিবারে ॥ কংস তবে মৌন হৈঞা বিরস বদনে। ক্ষণ কাল বসিয়া রহিল নিজাসনে ॥ এহ কিবা মহারাজ প্রলম্ব পুছিল। বিরস বদনে কংস

হাসিতে লাগি ॥ পতঙ্গ সমান করি তত্র জ্ঞান। কংস কহে তুমিও কি হৈলা ধাবমান ॥ সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নি গর্গ প্রতি। শুনিয়া প্রলম্ব হৈল ক্রোধান্বিত মতি ॥ কহে তবে মহারাজ করহ শ্রবণ। বিষম কালেতে ধ্বংস হয় সর্বজন ॥ কালের মহিমা হেন বিখ্যাত সংসারে। হিমালয় পর্বতেও দাহিবারে পারে ॥ তদাশ্রিত তড়াগাদি সেহ শুষ্ক হয়। কালের প্রভাবে কেহ নাহিক বাঁচয় ॥ কংস কহে অত্যুত্তম তোমার বচন। ইচ্ছা তব যাহা হয় করহ সাধন ॥ হেন মতে হতমান হৈঞা কংস দ্বারে। প্রলম্ব তবেত করি প্রণাম তাহারে ॥ দৈবে কি ঘটে তাহা করিতে সন্ধান। বৃন্দাবন পথে দৈত্য করিল প্রস্থান ॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রধান ব্রজ বালকের গণ। যেথা ক্রীড়া করে সেথা কৈল আগমন ॥ রহিয়া সামান্য দূরে এইত কাননে। বিচার করয়ে দৈত্য আপনার মনে ॥ ২৭

তাবিমৌ সুকুমারৌ, সর্বমারে কুমারৌ যৌ, সহসা রহসা যেন, কংসাদশংসাতাম্ ॥

যে দোহার হস্তে, নিহত হইল, কংস পক্ষ বীরগণ। মনে হয় সেই, সুকুমার রূপ; কুমার এ দুই জন ॥ মথুরা হইতে, সহসা আসিয়া, এইত বিজন বনে। সৌভাগ্য বশতঃ সাক্ষাতে পাইনু, সর্বহন্তা দুইজনে ॥ সবার চালক কাল এই দুই জনে। গঠনে কঠিন কৈল হেন লয় মনে ॥ তে কারণে প্রকাশিয়া ক্ষমতা প্রচুর। এই দোহে কৈল সবাকার গর্ব চুর ॥ অতএব অদ্য সর্ব দিবস ব্যাপিয়া। সবা সঙ্গে নানাবিধ বিহার করিয়া ॥ বিশ্বাস যাহাতে জন্মে করি সেই ভাণ। সুবিশ্বস্ত শঠ বন্ধু জনের সমান ॥ দুই হস্তে দুই স্কন্ধে করিয়া বন্ধন। তুরিতে করিয়া মধুপুরীতে গমন ॥ ভোজ রাজ কংসের সুবিস্তৃত গৃহাঙ্গনে ॥ উপহার প্রদান করিব দুই জনে। অতঃপর দোষ যুক্ত সেইত অসুর। উচ্ছলিত কদর্যতা বিস্তারি প্রচুর ॥ আপনার চর বেশ প্রচ্ছন্ন করিল। গোষ্ঠে আসি চতুর্দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ কৈল ॥ তবে গৃহস্থিত গোপ বালকের বেশ। চিত্ত মধ্যে আলোচনা করিয়া বিশেষ ॥ ধারণ করিয়া সবা সঙ্গে মিলিবারে। সন্তুষ্ট করিতে গোপ শিশু সবাকারে ॥ হাসিতে হাসিতে যাঞা সেথা প্রবেশিল। এক দৃষ্ট্যে কৃষ্ণ তারে নিরীক্ষণ কৈল ॥ দেখা মাত্র কৃষ্ণ অনিন্দিত আপনার। ছল প্রকাশিয়া কহে কৌশল অপার ॥ ভদ্র তুমি কি কারণে কৈলা বিলম্বন। ভাল হৈলা ক্রীড়া কালে কৈলা আগমন ॥ এত কহি হাস্য মুখে সবার সহিত। ছদ্ম বেশী দুষ্টাসুরে করিয়া মিলিত ॥ নানা পরিহাসময় বাক্য ব্যক্ত করি। মহা উল্লসিত তারে কৈল তবে হরি ॥ শ্রীবলরামের বল নির্জিত করিতে। বন্ধুত্ব স্থাপন করাইল তার সাথে ॥ তবে কহে ওহে সভ্য তুমি অদ্য হৈতে। এমোর পরম বন্ধু জানিহ নিশ্চিতে ॥ অতএব তোমা আমি নয়নের পার। না করিব এই কথা জানিহ আমার ॥ শ্রীদাম রামের সঙ্গে হউক অন্বিত। দৈত্য চিত্তে স্পর্দ্ধারাশি যে আছে বর্দ্ধিত ॥ দমিত হইবে সেহ শ্রীরামের দ্বারে। তেই উপযুক্ত পাত্র গণিয়ে তাহারে ॥ দেব শত্রু সেইত অসুর তত্র বনে। রহিল বিস্ময় হীন হৈঞা হৃষ্ট মনে ॥ ৩২

বিশ্বচিকীরপি সবিধিঃ, পিপঠীর্যস্মাত্তবেত্তস্মিন্।
কো বা চতুরম্মন্যঃ, প্রথয়তু নিজ চাতুরীং কৃষ্ণে ॥

বিশ্ব স্রষ্টা, সেহ, বিম্বিবাছে যার, ভক্তি তত্ত্ব অধ্যয়নে। হেন কৃষ্ণে নিজ চাতুরী বিস্তারে, বিক্রমন্ত কোন জনে॥ অতঃপর কৃষ্ণ সমুদয় শিশুগণে। দুই ভাগে বিভক্ত করিল সেইক্ষণে॥ এক ভাগে বলরাম হৈল অধিপতি। রাখিল অপর ভাগ আপন সংহতি॥ তবেত সুদৃঢ় রূপে সে প্রলম্বাসুরে॥ কৈল মুখ্য সেনাপতি যুঝিবার তরে॥ রাম পক্ষে সেনাপতি শ্রীদাম হইল। দুই পক্ষ সহসা সমর আরম্ভিল॥ মৎসর জনার মত রাম সেই ক্ষণ। প্রলম্বের সনে আরম্ভিল বাহুরণ॥ শ্রীদামের সঙ্গে তবে কৃষ্ণ পরস্পর। আরম্ভ করিল বাহুযুদ্ধ ভয়ঙ্কর॥ সখাগণ উভয়ের সহকারী হৈল। এক সর্তে দুই পক্ষ রণ আরম্ভিল॥ শত মুদ্রা দ্বারে ক্রীত মানবে যেমন। বাহকের কার্যে যুক্ত করে লোকগণ॥ সেই মত এই রণে যেজন হারিবে। জয়ী জনে স্কন্ধে লৈঞা সে জনা বহিবে॥ এই দুই পক্ষ প্রতি শ্রুত করি। হইল বিবিধ ক্রীড়া মগ্নমনা হরি॥ ৩৩

অব্রীড়ক্রীড়তায়াং জয়বদিতরয়োর্বহিয়স্তো বহন্ত-
স্তস্মিন বাহাহুকর্তৃংস্তরগ তুলনয়া হাসয়ন্তো হসন্তঃ।
মর্যাদা নির্ণয়েতু প্রথিত কলিকুলং বাদয়ন্তো বদন্তঃ
প্রাপুর্ভাণ্ডীরমেতে বনবনভূবি গাশ্চালয়ন্তশ্চলন্তঃ॥ ৩৪

তবেত নির্লজ্জ, ভাবে বাহুযুদ্ধ, আরম্ভ করিল সবে। যে জিনিল সেহ, বিজিতের স্কন্ধে, উঠিয়া বসিল তবে॥ জয়ী করাইল, বিজিতে বহন, বিজিত বাহক হৈল। অশ্বসম ধাঞা, আপনি হাসিয়া, অন্য সবে হাসাইল॥ মর্যাদা নির্ণয়ে, অমীমাংসা হেতু, কলহ উত্থিত হৈল। কেহ করাইল, কলহ বিস্তার, কেহ বা কলহ কৈল॥ হেন মতে বন, আর উপবনে, ভূমি ভাগে চালাইয়া। চলিয়া অপর, ভাণ্ডীর বটের, তটে পৌছাইল যাঞা॥ হেন মতে কৌতুহল বাড়িতে লাগিল। রামের নিকট দৈত্য পরাজিত হৈল॥ প্রলম্বের স্কন্ধে তবে শ্রীরামে স্থাপিতে। হার না মানিয়া সর্পভুজয়ী ভূজ ইথে॥ দুর্বল সবল কৃষ্ণ না করি বিচার। পরাভূত কৈল কৃষ্ণ গণে আপনার॥ বাহকের গণে আপাততঃ মনোগ্লানি। হইবারে পারে কৃষ্ণ হেন অনুমানি। আপনি বাহক হৈঞা শ্রীদাম সখারে। স্কন্ধোপরি তুলিল বহন করিবারে॥ ৩৬

উহে কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং দৈত্যঃ স শ্রীরামাখ্যানম্।
অন্যোঽপ্যন্তং শূরম্মন্তঃ সর্ব প্রোচে ধন্যোধন্যঃ॥

শ্রীদামে বহিল, কৃষ্ণ আর রামে, বহিল অসুর তরে। বীরম্মন্যগণ, অন্যান্যে বহিল, ধন্য ধন্য কহে সবে॥

পূর্বং কৃষ্ণ কৌতুকে যেন দৃষ্টঃ সৌম্য পশ্চাদ্রামকর্ষেতু ভীমঃ।
ইত্যোবায়ং স প্রলম্বস্ত পর্যঙ্‌মর্যাদাতঃ পর্যগাত্তং প্রগৃহ্য॥ ৩৮

পূর্বে ক্রীড়া কালে, শ্রীকৃষ্ণে প্রলম্ব, সৌম্যরূপে নিরখিল॥ পরে বলরামে, বহনের কালে ভীষণ দর্শন কৈল॥ হেন মতে হৈঞা, সন্ত্রস্ত হৃদয়; প্রলম্ব সেইত ক্ষণে। বহন সীমানা, পার হৈঞা রামে লৈয়া গেল দূর বনে॥

রাম ক্রীড়াবিষ্টতাশ্লিষ্টবোধস্তং নাজ্ঞাসীদ্দৃষ্ট মাত্রং ন কৃষ্ণঃ।
পূর্বং প্রায়েনার্জুতাভিত্তচিত্তঃ পশ্চাদ্ভাবী চাতুরী সন্ধুরীণঃ॥ ৩৯

ক্রীড়াতে আসক্ত, বলরাম তেই, বোধশক্তি সমাচ্ছন্ন। বুঝিতে নারিল, বাহক তাহার, দৈত্য ভিন্ন নহে অন্য॥ চাতুরী বিষয়ে, অতীব নিপুণ, কৃষ্ণতেই দৃষ্টি মাত্র॥ বুঝিল এ হোত, নর নহে কিন্তু, অসুর প্রচ্ছন্ন গাত্র॥ রামের হৃদয়, সারল্যে পুরিত, ছিল তেই নির্বিকার। বুঝিতে নারিল, অসুর বিশেষ, হয়েত বাহন তার॥ তথাপি পর্বত-শ্রেণী তুল্য গুরুতর। দুর্বহ স্বভাব যুত রাম কলেবর॥ বহনে অক্ষম হৈঞা দৈত্যের শরীরে। হিংসার উদ্রেকে প্রপীড়িত কৈল তারে॥ লজ্জিত হৃদয়ে তবে সেইত অসুর। নিজেরে মানিয়া প্রশংসনীয় প্রচুর॥ নিজ পূর্বতন অতি বৃহৎ অদ্ভুত। প্রসিদ্ধ অসুর দেহ কৈল আবির্ভূত॥

যর্হি রামমবহদ্দনোঃ সুতঃ, শুভ্র ধাম বপুষং তমঃপ্রভঃ।
ইন্দুহারি তম ইত্যমুং তদা, দিব্যলোক নিকরস্তমমন্যত॥ ৪১

তিমির বরণ, দনুজ নন্দন, প্রলম্ব যেইত ক্ষণ। চন্দ্র শুভ্র কান্তি, বলরামে স্কন্ধে, লৈঞা করে পলায়ন॥ রাহুযেন চন্দ্রে, হরণ করিয়া, দূরে পলায়ন করে। এহেন দেখিল, ত্রিদশের গণ, রহিয়া অম্বরোপরে॥

তস্মিন্ কিঞ্চিত্ত্রাসমাপন্নবান্ স জ্যেষ্ঠঃ পশ্যন্ দ্রাক্ কনিষ্ঠস্য বক্ত্রম্।
তদভ্রাম্যদ্‌ভ্রূলীলয়া লব্ধ দৃষ্টির্দুষ্টং মুষ্ট্যাতাড়য়ং সুষ্ঠু মূর্দ্ধি॥ ৪২

সেই কালে জ্যেষ্ঠ, ভ্রাতা বলরাম, কনিষ্ঠের মুখ হেরি। ভ্রূভঙ্গীতে তার, লব্ধ দৃষ্টি হৈঞা, কিঞ্চিত বিভ্রমে পড়ি॥ আবদ্ধ করিয়া, মুষ্টি দৃঢ় ভাবে, বলরাম বাম করে। ত্বরিতে প্রচণ্ড, আঘাত হানিল, দৈত্যের মস্তকোপরে॥

ততঃ প্রহিত মস্তকংরুধির রুষিতং তদ্বপুঃ, পতত্তুলিত মুঞ্জহৎ প্রতি হরি দ্রুতং পুপ্লুবে।
যথাঞ্জনমহীধরং দলিতমস্তরক্তদ্রবং, ত্যজন্ দ্রবতি বজ্রকঃ সপদি বজ্রপাণিং প্রতি॥

তবে বজ্র যথা, রক্ত দ্রব্যে লিপ্ত, অঞ্জন পর্বত বরে। পরিহরি বজ্রপানি ইন্দ্র হস্তে, সহসা গমন করে॥ আহত মস্তক, রুধির প্লাবিত, তথা ধ্বংসোন্মুখ দেহ। পরিহরি দ্রুত, প্রলম্বের আত্মা, মিলিল হরিতে সেহ॥ ৪২

প্রলম্বপতনং দূরে প্রলম্বার্য্যাপ্তি রন্তিকে। উভে তে যুগপদ্দৃষ্টে জজ্ঞাতে স্মিত বিস্মিতৌ॥

দূরে প্রলম্বের, পতন নিকটে, শ্রীরামের আগমন। দুই সম কালে, হেরি হাস্য কৈল, সবিস্ময়ে সখাগণ॥ ৪৪

বাষ্পশ্লিষ্টতয়া তস্মিন্নাশ্লিষ্টৌ ভ্রাতরৌমিথঃ। যা বাশ্লিষ্যাদ্রর্তাং যাতা বন্ধুতা বহিরন্তরম্॥

প্রেমার্দ্র লোচনে, দুই ভাই যদি, দোহে আলিঙ্গন কৈল। অন্তরে বাহিরে, সখাগণ তবে, আর্দ্র ভাব প্রাপ্ত হৈল॥ ৪৫

মহারবং কৃতবতি চ প্রলম্বকে তদাক্রুতং মৃতবতি চ স্ববিস্মিতাঃ।
সুনির্বৃতা ববৃষুরলং ; স্রজাং কুলং ব্যতর্কয়ন্নুপ হসিতিং হরেরপি॥৪৬

মহাশব্দ করি, সে প্রলম্বাসুর, পঞ্চত্ব লভিলে পরে। স্বর্গে দেবগণ, দ্রুত সুপ্রচুর,

পুষ্পমাল্য লৈঞা করে ॥ প্রলম্বের প্রতি পউহাস, আর, পুষ্পমাল্য কৃষ্ণ প্রতি। বর্ষণ করিতে, লাগিল তবেত, হৈঞা আনন্দিত মতি ॥

বাহক শিরসি প্রহরণ-মত্রাদিষ্টং সদাবিহৃতৌ

মর্য্যাদাতিক্রান্তা, প্রলম্ব ভবতাতথাতু নাম্মাভিঃ ॥

কৃষ্ণের হইয়া, দেবগণ কহে, দৈত্যে উপহাস করি। আদিষ্ট হইয়া, আঘাত হানিল, বাহকের শিরোপরি ॥ এ হেতু সতত বিহারের তরে প্রলম্ব তুমিত যথা। বহন সীমানা লংঘন করিলা মোরা নাহি কৈনু তথা ॥ প্রলম্বাসুরের মৃত্যু সম্ভ্রম দেখিয়া। ব্যাকুল না হৈল গোপ শিশুগণ হিয়া ॥ মৃত দেহস্থিত সেই শ্মশান সমান। পরিহরি অতীব বিকৃত সেই স্থান ॥ চারি ক্রোশ বিস্তারিত প্রশস্ত মণ্ডল। ভাণ্ডীর বনের ছায়া স্নিগ্ধ ভূমিতল ॥ আশ্রয় করিয়া তবে ব্রজ শিশুগণ। বাল্য ক্রীড়ারঙ্গে সবে হইল মগণ। ক্রীড়া পণে তন্মধ্যে যাহারা জয়ী হৈল। গৃহে ফিরিবারে তারা উদ্যোগ করিল ॥ বৃক্ষরাজি হৈতে দূর দেশে অবস্থিত। যমুনা নদীর বারি প্রবাহে বিধৌত ॥ কলুষিত গুঞ্জাবনে লোভাকৃষ্ট হৈঞা। গরু মহিষাদি তবে প্রবেশিল যাঞা ॥ অন্ধীভূত সেই গরু মহিষাদি গণে। ফিরাইয়া আনিবার বাঞ্ছা করি মনে ॥ বহু অন্বেষণ কৈল বালকের গণ। পড়িল বিচ্ছিন্ন হৈঞা তবে সর্বজন ॥ অবশেষে নষ্ট চিত্ত স্পষ্টভাবে সবে। সন্নিবিষ্ট হৈঞা ভীতি ভরে উচ্চ রবে ॥ নাম ধরি গাভিগণে ডাকিতে লাগিল। সেইরবে মুঞ্জাটবী মুখরিত হৈল ॥ তথাপিহ গাভীগণ নাহিক আসিল। শিশুগণ সাতিশয় চিন্তান্বিত হৈল ॥ দেশাধিপ কংসের আদেশে সুনিশ্চয়। নিকটে আসিয়া খল লোক কতিপ ॥ গাভীগণে দূরবর্ত্তী স্থানে লৈঞা গেল। হেন চিন্তা সবাকার চিত্তে উপজিল ॥ শীঘ্র তবে গোখরাদি চিহ্ন অনুসারে। পথ পাঞা কৃষ্ণ কৈল আহ্বান সবারে ॥ ৫০

কৃষ্ণে তটাগ্রমধিরুহ্য সুবর্ণ বর্ণ বল্গুত্তরীয় মহুর্ঘূর্ণ্য বিতীর্ণ হূতৌ।

গাবঃ প্রতি স্বমভিনে ত্বরুদীর্ণতাপা গর্জত্তড়িদ্ ঘনঘনা ঘনতৃষ্ণয়েব ॥ ৫১

যমুনার তটে, উচ্চভূমিখণ্ডে, তবে আরোহণ করি। স্বর্ণ বর্ণরম্য, উত্তরীয় বস্ত্র, কুর্ণক করিয়া হরি ॥ উচ্চস্বরে নাম, ধরি গাভীগণে সগনে আহ্বান কৈল। মুঞ্জবন স্থিত গাভীগণ সেই, শব্দশুনিবারে পাইল ॥ তবেত প্রত্যেক, সন্তপ্ত শরীর তুরস্থিত গাভী গণ। বিজুরী জড়িত, গর্জন মুখর, বারিবর্ষী ঘন ঘন ॥ নিরখি তৃষাতে, চাতকীর গণ, যেই মত শব্দ করে। সেই মত শব্দ, করিতে লাগিল, গাভীগণ উচ্চৈঃ স্বরে ॥ হেন ঘটিবার পরে কৃষ্ণ সেই কালে। ধেনুগণে পাঞা কৈল সংহত সকলে ॥ সেইকালে প্রলম্বাসুরের মৃত্যুগতি। হেরি কংসচরগণ আইল শীঘ্র তথি ॥ অবসর লাভ করি প্রবল চেষ্টাতে। বেষ্টন করিল মুঞ্জবন চারিভিতে ॥ তাদৃশ দুষ্ট ও বৌষট কারাস্পদ ভরে। বিলক্ষণ তেজ প্রকাশিয়া কৃষ্ণোপরে ॥ প্রতিপক্ষ জ্ঞান তারে করি সর্বজন। অনিবার্য বহ্নি বৃষ্টি করিল সৃজন ॥ সেই বহ্নি কর্ণ রোষ প্রকাশের ভরে। বিদগ্ধ করয়ে সর্বথা কত-অকাতরে ॥ সেইমত বহ্নি তবে প্রজ্বলিত হৈল। মুঞ্জবনে পটপট শব্দ উপজিল ॥ ভীত গোপ শিশুগণ কভু যুক্ত হৈঞা, কভু বা বিযুক্ত হৈঞা চলিল

ধাইয়া ॥ সর্ব সহচরের আশ্রয় কৃষ্ণরাম। নানা কেলি উভয়ে করয়ে অভিরাম ॥ হেন কালে বহুদূর হৈতে সখাগণ। বিপদে লইল দুই সখার শরণ ॥

দবাগ্নি দৃষ্ট্বা তে, যদপি হরিরক্ষাপরতয়া, সমীযুর্বৈয়গ্র্যং, তদপি নিজরক্ষামবৃণুত।

প্রসক্তিস্তস্ত্যেত্থং, কিল ভবতি সা চেত্নদয়তে, তদাশক্তিশ্চাস্য, প্রভবতি যথেচ্ছং মুহুরিতি ॥

দাবাগ্নি হেরিয়া, কৃষ্ণে রক্ষিবারে, ব্যগ্র হৈল শিশুগণ। এই ব্যগ্রতাতে, সিদ্ধ হৈল নিজ, রক্ষণ সেইত ক্ষণ ॥ ভক্তের হৃদয়ে, এহেন প্রসক্তি, যদ্যপি উদিত হয়। শ্রীহরির শক্তি, তবে তাহে মুহুঃ, বৃদ্ধি পায় সাতিশয় ॥ ব্রজ শিশুগণ তবে কাতর হইয়া। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ রামে সম্বোধিয়া ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য হে রামামিত বিক্রম। দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ ॥

হে মহাবলিষ্ঠ, হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ, হে অমিত-তেজা রাম। দাবাগ্নিতে দগ্ধ প্রপন্ন মো সবে, ত্রাণ কর গুণধাম ॥ দূর হৈতে তবে ভীত ব্রজ শিশুগণ। শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সবে কৈল আগমন ॥ তাসবার কাতরতা করিয়া দর্শন। স্তুতিপুর্ণ বাক্য রাশি করিয়া শ্রবণ। জানিয়া সমীপাগত তাসবার ভয়। চিন্তিতে লাগিল কৃষ্ণ সক্রোধ হৃদয় ॥

আত্মনোঽপ্যলমমী মম প্রিয়া, হা দবং প্রতিদবং সমিতিথ।

গীর্ণমেব করবাণ্যমুং ততঃ কো যমঃ ক ইহ বা ভবেদ্ধরঃ ॥ ৫৭

এই বন্ধুগণ, মোর আত্মা হৈতে, সদা প্রিয় গণ্য হয়। দাবাগ্নি দেখিয়া, হায়রে সবাই, ভীত হৈল সাতিশয় ॥ অতএব এই দাবাগ্নি আমি ত, ভক্ষণ করিব এবে। যম কিংবা শিব, সেহ আসি মোরে, নিবারিতে না পারিবে। কিন্তু যবে দাবানল করিব ভক্ষণ। সহিতে না পারিবে এ মোর বন্ধুগণ। এত চিন্তি কৃষ্ণ ব্রজ সখা গণে কয়। নেত্র বন্ধ কর সবে নাহি কোন ভয় ॥ সখাগণ কৈল যদি নেত্র নীমিলন। যোগমায়াবিষ্ট হৈল শ্রীকৃষ্ণ তখন। মহাজনধর তুল্য অপর বিগ্রহ। প্রকট করিল কৃষ্ণ করিয়া আগ্রহ। সেইত বিগ্রহে তত্র বৃহন্মুখ দ্বারে। সর্বভক্ষ্য বহ্নিরে ভক্ষিল অকাতরে ॥ কেহ কেহ কহে সেই অনল ভক্ষণ। অমৃত গণ্ডুষ তুল্য হইল সেইক্ষণ ॥ ইহাদ্বারে কৃষ্ণ অন্য কার্যও সাধিল। ভাগবতে এই লীলা বিবৃত হইল ॥

ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ।

নিশাম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ ॥ ৬০

তবেত করিয়া, সখাগণ সবে, নেত্র পুট উন্মীলন। গাভীগণে লৈঞা, চলিয়া পুনশ্চ আইল আভীর বন ॥ গাভীগণ আর, নিজ জন সবে দাবানল মুক্ত হৈল। এতেক হেরিয়া, পরম বিস্ময়, সর্ব চিত্তে উপজিল ॥

অথ ধেনুততিং বিনিবর্ত্ত্য হরির্বলযুক্তয়া মুরলীং কালয়ন্।

সহচারিগণ প্রথিতাত্মযশা ব্রজমাগতবানহনি গ্রপিতে ॥ ৬১

তবেত গোগণে, নিবৃত্ত করিয়া, গৃহাভিমুখীন করি। বলরামে লৈঞা, আপনার পার্শ্বে, প্রথিত যশাসে হরি ॥ চৌদিকে বেড়িয়া, করে কীর্ত্তিগান, প্রিয় সহচরগণ। দিবসাবসানে বেনু বাজাইয়া, কৈল ব্রজে আগমন ॥

গবাং ধূলির্নাদঃ খুরঘটিত ঘট্টধ্বনিঘটা। হরেস্তাসাং হুতিঃ শ্রবণগণভিদ্বেণুরণিতম্।
অমীভিস্তে কৃষ্টাস্তরতমতয়া গোকুলজনা ন পৃষ্ঠ্যং নাগ্রীয়ং ন সমমবিদুর্ন স্বমপি চ॥

উঠিতে লাগিল, ধেনু সমূহের, পদধূলি সুপ্রচুর। খুর ঘট্টনের, ঘটাতে নাদিত, হৈল সর্ব ব্রজপুর॥ শ্রীহরি কর্ত্তৃক, গোগণের প্রতি, আহ্বানও তদুত্তরে॥ হাম্বাহাম্বা রব, বেণুর রণিতে, কর্ণরাজি ভেদ করে॥ সেইত গোধূলি, আর নানা শব্দে, আকৃষ্ট হইয়া তবে। শ্রীকৃষ্ণে আসিয়া, বেষ্টন করিল, ব্রজবাসীগণ সবে॥ পৃষ্ঠে কিংবা অগ্রে, কিম্বা পার্শ্বদেশে, কিংবা সম ভাবে সেহ। আছে আত্মভ্রমে, বুঝিতে নারিল, তারতম্য ভাবে কেহ॥৬২

যদ্যপি বহুসংঘট্টনং, ধূলিধ্বান্তং চ সর্বত্র। তদপি হরের্মুখচন্দ্রঃ প্রতিজনমানন্দিতং চক্রে॥

যদ্যপি বিস্তরজনের সংঘট্টে, ধূলিতে আন্ধার হৈল। তথাপি হরির, মুখচন্দ্র প্রতিজনে আনন্দিত কৈল॥ পূর্ব পূর্ব দিবসের মত অতঃপর। পিতামাতা আর নিজ আত্মীয় নিকর॥ ভ্রাতৃদ্বয় প্রতি মহাসুখ বিস্তারিল। তুষ্ট হৈঞা দোহে তবে গৃহে প্রবেশিল॥ প্রলম্ব নিধন আর দাবানল কথা। কহি সখাগণ সবে মুগ্ধ কৈল তথা॥ সমাপন বাক্য কহি সখাগণ সবে। বিস্মিত করিল নন্দ আর অন্য সবে॥৬৩

ঈদৃশস্তব গোপেন্দ্র পুত্রঃ পূণ্যকৃত স্তবঃ। প্রেমার্দ্র সুহৃদাংযস্ত দাবাগ্নিমপি পীতবান্॥৬৪

পূণ্যশালী তুমি, হে গোপেশ তেই, হেন পুত্র জন্ম নিল। বন্ধু প্রেমে যেবা, আকুল হইয়া, দাবাগ্নিও পান কৈল॥

ইতি শ্রী গোপালচম্পূমনু প্রলম্ব-দব-সম্বর্ত্তনিবর্ত্তনং নাম ষোড়শং পূরণম্॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামি বর শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল স্বাদে সুধা গর্ব হর॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ-চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

সপ্তদশং পূরণম্ □ বেণুশিক্ষাচ্ছলেন প্রেয়সী ভিক্ষা

অতঃপর পূর্বমত রজনী প্রভাতে। উৎকণ্ঠিত মধুকণ্ঠ লাগিল কহিতে॥ পূর্বপূর্ব লীলার পর্যায় অনুসারে। ধেনুক বধের পরে ব্যবহার দ্বারে॥ কমল কলিকা সম প্রত্যহ বর্দ্ধিত। প্রেয়সীবর্গের চিত্তোৎকণ্ঠা অবিরত। মধুসূদনের বাহ্য লীলা বলি দ্বারে। দুরূহ লালসা বৃদ্ধি লভিল অচিরে॥ তার মধ্যে সর্বাধিকা শ্রীমতী রাধার। ভাবের তুলনা হয় বচনের পার॥ নিতান্ত বর্দ্ধিত সেই ভাবোপলক্ষণে। রাধা মাধবের প্রেম বর্ণিব এক্ষণে॥ ১-৩

প্রসঙ্গেচ্ছা বীক্ষাস্পৃহিতমনুষঙ্গাভিলষিতং পৃথগ্লোকদ্বেষঃ প্রতি সময়মুদ্বেগ কলনা।
ইমে ভাবাযুগ্মে যুগপদুদিতাস্তৎ ক্রমবশা-দহো! দূরস্থিত্যোরপি দয়িতয়োরেকরুচিতা॥

আলাপন আর, দর্শনে বাসনা, মিলন লালসা তথা। প্রতিকূল জনে, বিদ্বেষ পোষণ, প্রতিক্ষণ উদ্বেগতা॥ এই সবভাব, শ্রীরাধামাধবে, সমকালে উপজিল। দূরস্থিত অহো দয়িত দোহার, তবু এক রুচি হৈল॥ ৪

আদর্শাবিবত্তৌ স্বচ্ছৌ সদাভিমুখতাং গতৌ। রাধামাধবয়োর্ভাবৌ মিথো ভাবানুপেয়তুঃ॥

দর্পণের মত, অতীব নির্মল, রাধামাধবের ভাব। সতত ঘনিষ্ট, হৈঞা পরস্পর, মনোভাব কৈল লাভ॥ ৫

ভূয়ো ভূয়ো দৃশ্যতে যর্হি মূর্চ্ছা, রাধায়াং বা শ্রীহরৌ বা রহস্ত।
অন্যোহন্যস্য স্ফূর্ত্তি রেবাপ্তিতুল্যা, কল্যাণায় প্রায়শঃ কল্পতে স্ম॥৬

রাধিকাতে কিংবা, হরিতে একান্তে, যেই মূর্ছা বারম্বার। দেখা দিত তাহে, প্রাপ্তিতুল্য স্ফূর্ত্তি, হইত সে দোহাকার॥ কল্যাণ প্রায়শঃ সম্ভব হইত, এইত মূর্ছনাবেশে। দয়িত দয়িত মিলিত হইত, স্ফূর্ত্তিতে হৃদয়াকাশে॥ ব্রজ সুন্দরীর গণ এইত প্রকারে। অতীব দুর্লভ স্পৃহা কৃষ্ণের উপরে॥ বর্দ্ধিত করিয়া নাতিহিত সে শরত। পার কৈল পিতৃ গৃহে রহিয়া সতত॥ কাল্পনিক পতির ভবনে যাই বার। মার্গশীর্ষমাস স্থির হইল সবার॥ দুহিতাগণের যেথা পিতামাতাগণ। কন্যাদান বিষয়েতে করিয়া চিন্তন॥ স্বয়ং কৃষ্ণ বিনে অন্যে বাঞ্ছা নাহি কৈল। সেই কালে স্বপ্নে মহাভ্রম উপজিল। স্বপ্নে সবে দেখে অন্য পাত্রের সহিত। নিজ নিজ দুহিতা হইল বিবাহিত॥ জাগ্রতেও এই জ্ঞান দৃঢ় মূল হৈল। দুহিতা প্রেরণে সবে উদ্যোগ করিল॥ তে কারণে দুঃখে মগ্ন দুহিতা সবার। অনভিনন্দিত পিতামাতা পরিবার॥ দেখি নিজ কন্যাগণে অতি খেদান্বিত। মনে মনে হৈল সবে সাতিশয় ভীত॥ কন্যাগণে পতিগৃহে প্রেরণের তরে॥ তে কারণে স্তব্ধ সবে হইল অন্তরে॥ লোকতঃ ধর্মতঃ নিন্দা হইবার ভয়। আক্রান্ত করিল আসি সবার হৃদয়॥ হইয়া ব্যাকুল তবে পৌর্ণমাসী তবে। এহেন নির্দেশ দান কৈল আসি সবে॥ তুমি সব রহ উদাসীন ভাব ধরি। মোরা সবে কন্যাগণে অনুনয় করি॥ তত্তৎ পতির গৃহে করিয়া প্রেরণ। শিখাইব গার্হস্থ্য ধর্মের আচরণ॥ কন্যাপক্ষে পিত্রাদিগণের অনাদর। হেরিয়া কুপিত হৈল শ্বশুর নিকর॥ দেবেরও মাননীয় পৌর্ণমাসী তবে। সসম্মানে সান্ত্বনাদি বাক্য কহি সবে॥ যথারূপে আপনার বাঞ্ছিত বিষয়। অঙ্গীকার করাইল করিয়া বিনয়॥ ভাগ্যবতী কন্যাগণ তবেত আপন। বরমান্যগণ গৃহে করিয়া গমন॥ সেথা রহি পরস্পর অঞ্চল বন্ধনে। বদ্ধ-হৈঞা সাতিশয় বিষাদিত মনে॥ শ্বশ্রুপ্রভৃতির অতি অন্যায় বচন। সহিতে সমর্থ নাহি হৈল কোন জন॥ তবে পৌর্ণমাসী করি শপথ বিস্তার। শ্বশুর ভবনে কৃষ্ণ লাভ তাসবার॥ অসম্ভব হইলেও সেই ইষ্ট লাভে। পতিম্মন্যগণ সঙ্গে বিচ্ছেদের ভাবে॥ করিল বিশ্বাস যোগ্যভাবে সমাধান। অসহ্য বিবিধ বিঘ্ন হৈল অবসান॥ পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া সবাকারে। পথিমধ্যে আপনার মায়া শক্তি দ্বারে॥ সেই কন্যাগণে তবে করিয়া গোপন। তত্তুল্য অপর কন্যা করিয়া স্থাপন॥ দ্বিরাগমনের কার্য সমাধান কৈল। পশ্চাতে সবারে তত্র বাস করাইল॥ সেই মায়া কন্যাগণ শ্বশুর ভবনে। তাহারাও মহাদুঃখ লভিল জীবনে॥ ৭-১২

যাসাং দেহেহপ্যেষ বন্দী গৃহাভঃ, কৃষ্ণালাভাদ্গোপিকানাং বভূব।
তাসাং গেহং পৈতৃকং শর্মণে কিং, যদ্যোবং ধিক্ শ্বাশুরং বহ্নিরেব॥১৩

কৃষ্ণের অলাভে, এইত হেহেও, সেই গোপিকার গণে। কারা গৃহ তায়, পিতৃ গৃহে কিবা, সুখ তাসবার মনে॥ যদি দুঃখপ্রদ, হেন তায় তবে, কি কহিব সমধিক। সাক্ষাৎ অনল, ভিন্ন অন্ত নহে, শ্বশুর ভবনে ধিক॥

অপ্যহুকূলং যাসাং, প্রতিকূলং স্যাদ্বিদূরগে কৃষ্ণে।
তাসাং প্রতিকূলং তু, স্ফুটমেবাসীৎ কুকূলতল্লাভম্॥১৪

কৃষ্ণ দূরবর্ত্তী, হৈলে যাসবার, অনুকূল যে বিষয়। সেহ যদি প্রতি-কূলের স্বরূপ, ধরি প্রতিভাত হয়॥ তবেত সাক্ষাৎ, প্রতিকূলে গণ্য হয়েত বিষয় যত। সে সব নিশ্চয়, হয় তাসবার, তুষানল শয্যামত॥ তথাপিহ পৌর্ণমাসী সেই নারীগণে। স্থাপন করিয়া পতিগণের ভবনে॥ গমনে উদ্যত হৈলে চঞ্চলতা প্রাপ্ত। ললনাগণের স্থৈর্য প্রাপ্তির নিমিত্ত॥ সবারে আশ্বাস দিয়া অতীব আদরে। কহিতে লাগিল স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রেমভরে॥ তুমি সব যদ্যপিহ কোনও কারণে। মর্যাদার হানি অনুভব কর মনে॥ তবে রক্ষা করিবারে আপনসম্মান। পলাইয়া করিবে অন্যত্র অবস্থান॥ অনির্বচনীয় কোন বিদ্যাতে নিশ্চয়। সমাধান করিবে সে কার্য সমুদয়॥ কার্যবশে অকস্মাৎ পলায়ন স্থান। সেহত নিশ্চয় আমি করিব বিধান॥ রাজ কারাগার হৈতে বৈরী কারাগারে। বাসের মতন মহাদুঃখ সহকারে॥ কন্যাগণ নিজ পিতৃ ভবন ছাড়িয়া। শ্বশুর ভবনে তবে বাস কৈল যাঞা॥১৫

যাবানজনি নিরোধ স্তাবত্যুৎকাপি সম্বভূবে। কৃষ্ণপ্রেমবতীষু শ্বাসানিল লীনতাং যাতা॥

পিতৃগৃহে বাস কালে জন হৈতে, যে নিরোধ উপজিল। সেই পরিমাণে, অত্যুৎকণ্ঠা আসি, হৃদয়ে উদিত হৈল॥ কৃষ্ণ প্রেমবতী, সুন্দরীগণের, প্রাণ সমীরের সাথে। সেইত উৎকণ্ঠা একতা সম্প্রাপ্তি, লাভ কৈল অচিরাতে॥১৬

যদ্যপি মনসি সমিদ্ধা, হরিপরিরিপ্সা তথাপি তাভিঃ সা।
আব্রিয়তে স্ম বিচারৈ স্তৃতিরিব বহ্নেঃ সদিন্ধন প্রকরৈঃ॥ ১৭-১৮

হরি সঙ্গলিসা, যদ্যপি সবার, চিত্তে উদ্দীপিত ছিল। তবু আর্দ্র কাষ্ঠে, গুপ্ত বহ্নিসম, সে লিসা দমিত কৈল॥ তারমধ্যে শ্রীরাধার প্রণয়ের কথা। বর্ণিত হইল মুখ্য রূপে কিছু এথা॥ রাধাপ্রেম ভেদ করি সর্ব আবরণ। সর্বোত্তম রূপে শোভাপায় অনুক্ষণ॥

পীযূষচ্ছবিধারি হারিকিরণঃ, সর্বত্র শশ্বজ্জড়ী ভাবপ্রাপিগুণঃ সদার্দ্রহৃদয়ঃ, সদ্রূপচকোরী গতিঃ। সোঽয়ং হন্ত! ময়া কথং হরিরিহো তৎপ্রাণয়া ত্যজ্যতাং, ধর্মোগচ্ছতি কিন্তু ধর্ম পদবীং রুদ্ধা চ মান ক্ষয়াম্॥২০

সুধামূর্ত্তিধারী, চন্দ্রের সুষমা, হরি দেহ শোভা যার। যার গুণে লভে, সর্বত্র সবাই, নিয়ত জড়তাকার॥ সদার্দ্র হৃদয়, যেবা একমাত্র, সুভ্র চকোরীর গতি। হায়রে সে হরি, হয়েত এমোর, সর্বস্ব পরাণ পতি॥ "কেমনে ছাড়িব, সেইত হরিরে; ধর্ম মোরে রুদ্ধ করি।" যাইতে কি পারে, মান ক্ষয়কারী, অধর্মের পথ ধরি॥ কৃষ্ণের ভাবনা যথা করিয়ে বর্ণন। রাধার প্রণয়ে মগ্ন কৃষ্ণ অনুক্ষণ॥

মদেকচেতামৎ প্রাণা রাধাক্ত বশতাং গতা। যাং স্মরণ্যম্ হা চেতশ্চেতনামাবরিষ্যতি॥২১

বেণুশিক্ষামিব প্রেয়সীভিক্ষানাম সপ্তদশং পূরণম্॥

যাহার স্মরণে, মোর চিত্ত হয়, হায়রে চেতনা হীন। মোর একমাত্র, মনঃ প্রাণ সেই, রাধা হৈল পরাধীন॥

রাধাং তথা স্মরন্ কৃষ্ণঃ স্নিগ্ধং রাগি বিলোচনম্। কিয়ন্ত হানিমার্ষ্টি স্ম, হস্তহারিদ্রবাসসা॥

রাধারে স্মরণ, করিয়া মাধব, স্নিগ্ধারক্ত বিলোচন। হরিদ্রোত্তরীয়, বস্ত্রে কৈল হায় কিছুদিন সম্মার্জন॥ মিলনের তরে দুইজনার হৃদয়। যেমতি হয়েত সদাব্যগ্র সাতিশয়॥২২

ধর্মাতিক্রমি চিত্তং কথমধিমিত্রং চ তৎ প্রকাশ্যেত।
ইতি হরিরুপচিত যুক্তির্বিরোজ দূত্যায় কেবলং দৃষ্টিম্॥২৩

রাধার সহিত, মিলনের তরে, ধর্ম অতিক্রমকারী। চিত্তের লালসা, বন্ধুজন ঠাঞি, কেমনে কহিবে হরি॥ তেই যুক্তি জাল, চিত্তের মাঝারে, সহজে করিয়া সৃষ্টি। দৌত্য কার্যে তবে, নিযুক্ত করিল, কেবল আপন দৃষ্টি॥ এই কথা ভাগবতে শ্রীশুক চরণ। রাসপঞ্চাধ্যায়ী মধ্যে করিল বর্ণন॥

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ সরসিজোদর শ্রীমুষাদৃশা।
সুরতনাথ! তেহ শুল্কদাসিকা, বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥২৪

শরৎ ঋতুর, সমাগমে স্বচ্ছ বারি পূর্ণ সরোবরে। সাধুজাত ফুল্ল, সরসি জোদর শোভা যে হরণ করে॥ সেইত নয়নে, হে সুরত নাথ, অশুল্ক দাসিকা গণে। বধিছ বরদ, ইহারে কি লোকে, বধ নামে নাহি ভনে॥

কৃষ্ণ ত্যান্যত্র দৃক্প্রান্তঃ সদ্ভিঃ শাস্ত্রফলং স্মৃতম্।
হন্ত! তাসু পুনঃ সোঽয়মেতি শস্ত্রফলং মতম্॥২৫

কৃষ্ণের অন্যত্র, দৃষ্টিপাতে শাস্ত্র ফল কহে বুধগণে। নারীগণ প্রতি, সেই দৃষ্টিপাত, হায় শস্ত্রভণে॥

রাত্রিন্দিবং বসতি চেতসি হন্ত ভাব জ্বালা হরেরুত তদীয় রমাগণানাম্॥
সন্ধ্যাদ্বয়ে ব্যতিবিলোক সুধাজ্য সিক্তা, সাগ্নি দ্বিজালয় ইবাগ্নি-ততিঃ সমিদ্ধা॥২৬

হরি আর তার, প্রেয়সীগণের হৃদয় মাঝারে যেহ। বসতি করয়ে, হায়ভাব রূপ, জ্বালা দিবারাত্র সেহ॥ পরস্পর দৃষ্টিপাত সুখ ঘৃতে, সিক্ত হৈঞা সন্ধ্যাদ্বয়ে। প্রদীপ্ত হইত, যেন হোম বহ্নি সাগ্নিক ব্রাহ্মণালয়ে॥

গোষ্ঠাদ্বনং প্রবিশতো বনতশ্চ গোষ্ঠং, লোকেন লোকনকৃতে সহ মাধবেন্দোঃ।
সন্তস্থুরে সন্ততবতীষু চ্যাতৎপ্রিয়াসু, রাধা জয়তু ভুবু পৌর্ণিমরাধিকেব॥২৭

মাধবেন্দু যবে, গোষ্ঠ পরিহরি, গমন করিত বনে। বন হৈতে পুনঃ, গোষ্ঠে প্রবেশিত, লইয়া বান্ধবগণে॥ তবে এক সঙ্গে, নয়নে তাহারে, দেখিতে তৎ প্রিয়াগণ। তুঙ্গ সৌধোপরি, মিলিত হইত, একত্রে সেইত ক্ষণ॥ তন্মধ্যে রাধিকা, পূর্ণিমা রজনী-মাঝে নক্ষত্রের গণে। অনুরাধা সম শোভিত হইত, স্ব বৈশিষ্ট্যে রূপেগুণে॥ তার মধ্যে প্রাতঃকালে বন-যাত্রা যথা। সংক্ষেপে বর্ণিত এবে হইবে সে কথা॥

মিথ্যাহাসানকুরুত হরিঃ স্পৃষ্ট পার্শ্বস্থহস্তং, বীক্ষ্য বক্রপ্রণয় বলিতা মর্দ্দমর্দ্দং বিতেনে।
আম্রেযাদ্যং বিহরণগণং মিত্রবর্গেষু চক্রে দূরে গত্বা প্যহহ! মুরলী সদ্বিদঃ সংব্যধত্ত॥

দিবস জনিত, বিরহ বেদন, দমিত রাখিয়া মনে। মিথ্যা হাস্য হরি, প্রকট করিত, প্রভাতে যাইতে বনে॥ পার্শ্বস্থিত প্রিয়, বয়স্যের হস্ত, স্বহস্তে পরশ করি। প্রণয় মিশ্রিত, বক্র দৃষ্টিপাত, অর্দ্ধাঙ্গ করিত হরি॥ বয়স্য বর্গের, দৃঢ় আলিঙ্গন, আর নানা বিহরণ। করিত আনন্দে, গমনের কালে, প্রেম করি প্রকটন॥ যাইয়াও দূর, বনে প্রতিদিন, বদনে মুরলী ধরি। হাস পরিহাস, সঙ্কেত বচন, বিস্তার করিত হরি॥ এই কথা ভাগবতে শ্রীশুক চরণ। গোপিকাগণের মুখে করিল বর্ণন ॥২৮

প্রহসিতং প্রিয় ! প্রেম বীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সম্বিদো যা হৃদিস্পৃশঃ, কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তিহি॥

হে প্রিয় তোমার, চারু প্রহসিত, প্রেমময় নিরীক্ষণ। বৃন্দাবনে বনে, স্মরণ মঙ্গল, নানারম্য বিহরণ॥ নির্জনে তোমার, প্রণয় সংলাপ, চিত্তস্পর্শী আলাপন। অতীব বিমুগ্ধ করেছে মায়াবি, সদা মোসবার মন॥ সন্ধ্যাবেলা ধেনু লৈঞা আগমনে যথা। প্রত্যহ হয়েত এবে কহি সেই কথা॥

যদা ব্যগোষ্ঠং সম্প্রবিশতি তদাচ ভ্রমরকৈর্বৃতং বক্ত্রাম্ভোজং ধনখুরপরাগৈ বলয়িতম্।
অমূষ্যং নেত্রালিস্বভিমুখতয়া দর্শয়তি তন্মিলৎ পাশং যন্ত্রং মদনরচিতং বন্ধুমিব তান্॥

অপরাহ্নে যবে, প্রবেশ করিত, ব্রজের মাঝারে হরি। ধেনু খুরোত্থিত, পরাগ সঙ্কিত হইত বদনোপরি॥ কুন্তল কলাপ ভ্রমরে আবৃত, বক্ত্রাম্ভোজ মনোহর। কেশ পাশে শোভে, গোবর্দ্ধন রজ্জু, নানাবর্ণ দৃঢ়তর॥ দেখাইয়া বধূ, গণে হেন রূপ, নেত্র ভৃঙ্গে তাসবার॥ বান্ধিতে যেন বা, মদন রচিল, কৃষ্ণ কেশে যন্ত্র তার॥ হেন কথা কহে ব্রজসুন্দরীর গণ। ভাগবতে আছে শুকদেবের বচন॥

দিন-পরিক্ষয়ে নীল কুন্তলৈর্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ধন রজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥৩২

দিবসাবসানে, গোখুর রঞ্জিত, ধূলিতে শোভিত সদা। বিধৃত তোমার, সুনীল কুন্তলে, আবৃত বদন পদ্ম॥ দেখাইয়া এই, অবলা সরলা, আভীর যুবতীগণে। হে বীর স্মরের, উদ্রেক করিছ, মুহুঃ মোসবার মনে॥ হেন মতে প্রতিদিন দর্শন বশতঃ। বাড়িল দোহার প্রেম তবে অবিরত॥ স্পর্দ্ধা করি যেন প্রেম বাড়িতে লাগিল। রমণীগণের প্রেম প্রবল হইল॥ চৈত্র আর বৈশাখেতে হৈঞা কলাকুল। নারীগণে সাতিশয় করিল ব্যাকুল॥ প্রলম্ব বধের দিন সন্ধ্যা অবসরে। ভাগবতে বর্ণিলা শ্রীশুক প্রেমভরে॥

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দ দর্শনে। ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনা ভবৎ॥

গোপিকাগণের, গোবিন্দ দর্শনে, মহানন্দ হৈল মনে। শত যুগ সম, হয় ক্ষণে জ্ঞান, যাসবার অদর্শনে॥ এইত শ্লোকের প্রতিপাদ্য হেন হয়। মিলনে বিরহে ঘটে জ্ঞান বিপর্যয় ॥৩৫

তাসাং কৃষ্ণাবলোকে প্রমদ সমুদিতি নস্বরূপেণ বক্তুং
শক্যা কিন্তু স্বকার্য্য স্ফুরণ পদতয়া কিঞ্চিদুদ্দেশমাপ্তা।

তদ্বিশ্লেষে যথাসাং যুগশতক দশাং যাতি কালঃ কলাখ্য-
স্তদ্বত্তস্যাস্তু সঙ্গে যুগশতমপি তস্যাতি শশ্বৎ কলাভম্ ॥৩৭

গোবিন্দ দর্শনে, যেইত আনন্দ, জন্মিত গোপিকাগণে। স্বরূপ তাহার, বর্ণনা করিতে, নাহি পারে, কোন জনে॥ কিন্তু কার্য তার, স্ফুরণ বশতঃ, লীলা বিশ্লেষণ মাত্র। হইবারে পারে সেইত প্রেমার, সামান্য উদ্দেশ প্রাপ্ত॥ গোবিন্দ বিরহে, ক্ষণ মাত্র কাল, শতযুগ ব্যবধান। আভীর সুন্দরীগণের হিয়ায়, হয়েত সতত জ্ঞান॥ মিলনেতে শত, যুগ দীর্ঘকাল, ক্ষণমাত্র জ্ঞান হয়॥ অপূর্ব প্রেমার, প্রভাবে ঘটয়ে। হেন জ্ঞান বিপর্যয়॥

কলাপি যদি বিশ্লেষে যুগানাং শততাংগতা। রাত্রিন্দিবীয় সন্ধ্যায়াং তদাশঙ্কামহে বয়ম্॥

গোবিন্দ বিরহে, ক্ষণকাল যদি, শতযুগ দীর্ঘ হয়। তবে শঙ্কা হয়, দিবস রজনী, কেমনে হইবে ক্ষয়॥ হেন মতে প্রাতঃ আর সায়াহ্ন সময়॥ কৃষ্ণের দর্শন হেতু কষ্টে সাতিশয়॥ গ্রীষ্মকাল যদি অতিবাহিত হইল॥ গগন মণ্ডলে মেঘগর্জন উঠিল॥ ময়ুরগণের হর্ষ বিধানের তরে। বর্ষা ঋতু সমাগত হইল সত্বরে॥

অকুণ্ঠামুৎকণ্ঠাং নিরবধি বিতর্ক্যালি-বিততির্যদাতাসামগ্রে হরি পরিচিতং বৃত্তমরুণৎ।
তদা বর্ষাজাতাস্তড়িদনুগতাম্ভোদবলিতাঃ প্রতীপাভাঃ কৃষ্ণ স্ফুরণমধিকং হা বিদধিরে॥

গোপিকাগণের, নিয়ত অতীব, অকুণ্ঠ উৎকণ্ঠা হেরি। তানবার সেবাপরা ছিল যত, নিজ প্রিয় সহচরী॥ তাহারা সবাই, গোপীগণ ঠাঁঞি, কৃষ্ণের চরিত কথা। বর্ণনে নিরত, হৈল বিচারিয়া, ঘুচাইতে মনোব্যথা॥ কিন্তু হায় সৌদামিণী বিজড়িত, মেঘমালা লৈঞা সাথে। বর্ষা আসি কৈল, শত্রু মম বেশী কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি অচিরাতে॥ ৪০

নূনং নিদাঘেন বিভূয় জজ্ঞে সন্তপ্তি রাসাং হরিরাগিণীনাম্।
বর্ষাসু শাম্যেদিতি সঙ্গিনীনাং নির্ণীতি রামাদ্বিপরীত রীতিঃ ॥৪১

কৃষ্ণানুরাগিনী, সেইত আভীর সুন্দরীগণের মনে। নিশ্চয় সঞ্চিত, হইল সন্তাপ, নিদাঘের আগমনে॥ বর্ষাতে সে তাপ, নিবৃত্ত হইবে, সজনীগণের চিত্তে। এইত বিশ্বাস, ছিল বদ্ধমূল; কিন্তু হৈল বৈপরীত্যে॥

বর্ষা দ্বিতীয়াদধিরেহক্ষিণীষু রন্ত স্ফুরৎ কৃষ্ণঘনাভি বাভিঃ।
ইতিস্বপক্ষ স্থিত পূর্বাবর্ষাস্তে পর্য্যভাসন্ত কিল প্লবাস্থাঃ ॥৪২

কৃষ্ণ নবঘন, স্ফূর্ত্তি লাভ করি, ব্রজবধূগণ মনে। দ্বিতীয় বর্ষার, সৃষ্টি কৈল নেত্র, সলিলে সেইত ক্ষণে॥ ইহা দেখি নিজ, পক্ষ স্থিত পূর্ব বর্ষারে ভেকের গণ। নিন্দার সহিত, বচন রচিয়া, দিল সবে ওলাহন॥

কালায়ামাসুরেতাসু, কলাপাশ্চ কলাপিনাম্।
স্মরার্দ্ধচন্দ্রবাণাভা, যত্রৈকে ভান্তি চোন্মুখাঃ॥

কলাপীগণের, চন্দ্রক শোভিত, সুনীল কলাপতাতি। যমের সমান, আচরণ কৈল, সুন্দরীগণের প্রতি॥ কন্দর্পের অর্দ্ধ চন্দ্রশর তুল্য, হৈঞা পুচ্ছ কতিপয়। শোভিতে লাগিল, উর্দ্ধ মুখ হৈঞা, বর্ষাগমে সে সময়॥

বর্ষাঃশীতলতা করৈ র্নিজগুণৈ-রাসাং মনঃ শান্ততা-
মানেতুং কিল যদ্ যদত্র বিদধুঃ সর্বং চ তৎ প্রত্যুত।
দ্বেষং তা বত মেনিরে যদনু চ প্রাণালিভিঃ শঙ্কিতং
হন্ত দ্বিষ্ট সুহৃদ্দশেয়মুদিতা, হা হা বিধেঃ, কা গতিঃ ॥৪৪

বর্ষা আপনার, শীতলতা কর, বিবিধ গুণের দ্বারে। যাহা যাহা কৈল, সুন্দরী গণের, চিত্ত শান্তি আনিবারে॥ হায়রে বিদ্বেষ পোষণ করিল, সবে সেই সব প্রতি। দেখিয়া শঙ্কিত হৈল তাসবার, প্রিয় প্রাণ সখীততি॥ মিত্র সেহ দ্বেষ-জনক এ কোন. দশা পরিপ্রাপ্ত হৈল। হায় হায় বিধি, এ কোন, বিচিত্র, লীলা প্রকটিত কৈল॥ গৃহে নিগৃহীত বধূগণ মনঃ কথা। কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়া হয় যথা॥

খর্জ্জুরাদি ফলৈঃ সুকন্দ বলিতৈর্মিত্রৈ সমং প্রাবৃষি
প্রাক্ দৃষ্টিজ বারি বারিণি তরু ক্রোড়েঽশনক্রীড়নম্।
নীরপ্রান্ত শিলাসু তাসু দধিযুগ্-ভিপসাদি সম্ভোজনং
দূরাদ্ধেন্বনুহূতিরপ্যঘজিতা, নশ্চিত্ত মুল্লুঞ্চতি ॥৪৬

মিষ্ট কন্দ সঙ্গে, খর্জুরাদিফল, মিত্র বর্গে সঙ্গে করি। বর্ষা সমাগমে, বৃষ্টি রোধকারি, তরু ক্রোড়ে বসি হরি॥ ভোজন বিলাস, সমাপিয়া বৃষ্টি-বিরামাবসরে তবে। নীর তীরে বসি, শিলা খণ্ডোপরি, দধ্যোদান ভুঞ্জে সবে॥ দূর হৈতে তবে, করয়ে আহ্বান, গাভীগণে উচ্চস্বরে। এই কৃষ্ণলীলা স্মৃতি মোসবার. হৃদয় বিদীর্ণ করে॥

ঘনাগম ঘনাগমে বিরমিতাব্জিতোন্মীলনে, সমস্ত জন শর্মদাঃ সপদি খঞ্জরীটেক্ষণাঃ।
অমূঃশুচিরুচিশ্রিয়া স্বহৃদি কৃষ্ণভাবং গতা হরি ব্রজনবপ্রিয়াস্তমসি লীনতামাগতাঃ ॥৪৭

বর্ষাতে মেঘের, নিবিড়াগমনে, বিষ্ণুর শয়ন কালে। কৃষ্ণের দর্শন, বৃষ্টিপাত হেতু প্রায়শঃ নাহিক মিলে॥ নিখিল বিশ্বের, কল্যাণ দায়িনী, খঞ্জরীট বিলোচন। পরম রূপসী; হরির এইত, ব্রজনব প্রিয়াগণ॥ শৃঙ্গার শোভাতে আপন হৃদয়ে, কৃষ্ণময় ভাব ধরি। বিলীন হইল, কৃষ্ণে তৎক্ষণাৎ, চরণ চিন্তন করি॥ বর্ষাতে উদিত নব মেঘ দরশনে। সেই বধূগণ কহে সন্ত্রাস বচনে ॥৪৮

ইরম্মদবদান্তেঽমী নীরদা অপি সর্বদা, চর্বন্তি ক্ষৌণি পৃষ্ঠস্থান্ গর্জন্তি কিল গর্বতঃ ॥৪৯

বজ্রদন্ত এই, নীরদসমূহে; দন্তহীন সবে কয়। মহী পৃষ্ঠস্থিত, সবারে চর্বণ, করি গর্জে সাতিশয় ॥

অহোচিত্রীয়তে সেয়ং প্রেমগতি বৈচিত্রী।
যতস্তাদৃশি চ তদ্বত্তে কদাচিদানুকূল্য স্পৃহশীব ॥

অস্তি বৈচিত্রীময় হয় অহো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার গতি। বিচার করিয়া দেখিলে শুনিলে বিমুগ্ধ করয়ে মতি॥ যেহেতু তাদৃশ মেঘের চরিত্রে, হইলেও খেদোৎপত্তি। আনুকূল্য স্পর্শ, কভু কভু করে, এ প্রেমার এ বৈচিত্রী॥ শ্রীমতী রাধিকা যত সব স্তুতি কৈল। তাসবার পাত্র এক পরিদৃষ্ট হৈল॥ বিজুরি জড়িত মেঘ করি দরশন। শ্রীমতীর চিত্তে হয় ভাবনা যেমন ॥৫০-১

অয়ি তড়িত্ত্বমসৌ কথয় কিং তপঃ; কিয়দহো কৃতবত্যসি তদ্বদ।
যদিমমম্বুধরং হরি বক্ষসস্থলিতমালি গতা রমসে সদা ॥৫২

হে বিজুরী সখি, কহ মোর ঠাঞি, কোন্ পুণ্য ক্ষেত্র যাঞা। কিয়ৎ পরিমান, কোন বা তপস্যা, কৈলা তুমি স্থির হৈঞা॥ যার ফলে তুমি, হরি বক্ষ সম, এই জলধর ক্রোড়ে। আশ্লিষ্ট হইয়া বিরাজ করিছ, নিরন্তর প্রেমভরে॥ সেইত রাধিকা তবে প্রসাদ বশতঃ। সখীর নিকটে কিছু করিয়া বেকত॥ সঙ্কোচ উদয়ে চিত্ত অন্য রূপ হৈল। অপর প্রকারে তবে কহিতে লাগিল॥

অহহ পশ্যত কৃষ্ণঘনা ঘনং, প্রসজতী চপলা খলু খেলতি।
স্মরসি কিং নু হরেঃ স্মর কৌতুকং, নহি নহীদমৃতোর্গুণ বর্ণনম্ ॥৫৪

রাধা কহে সখি, দেখহ গগনে, কৃষ্ণ ঘন জলধরে। চপলা কেমন, বিহার করিছে; অহহ প্রমোদ ভরে॥ সখি পুছে তবে, তুমি কি হরির, মদন কৌতুক চাই। স্মরণ করিছ, বিজুরী হেরিয়া, বোলহ এমোর ঠাঁই॥ রাধা কহে নহি, নহি প্রিয় সখি, সত্য কহি শুন তুমি। এ হোত কেবল, বর্ষা ঋতুগুণ, বর্নন করিনু আমি॥

মেঘাগম সময়েঽস্মিন্নধিগত হরিতা দৃশাং সম্পৎ।
হরয়ে স্পৃহয়সি রাধে নহি নহীশাদ্বল বিভূতয়ে দ্বিষতি ॥৫৫

কদাচিৎ রাধা, কহে সখী প্রতি, মেঘাগমে এ সময়ে। হরিত্ব প্রাপ্তি, জানিহ সজনি দৃষ্টির সম্পত্তি হয়ে॥ সখী কহে রাধে, তুমি কি কামনা, করিছ মাধবায়েষ। রাধা কহে নহি নহি শ্যাম ধামে, তুমিত করিছ দ্বেষ॥ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে উপগত। ভাবের হয়েত দিক্ দর্শন যেমত॥

শিখণ্ডিনাং যাকলনৃত্য মাধুরী, শিখণ্ড চূড়স্য সদাতি শর্মদা।
ন সানু সন্ধানমিতা তদস্য যন্মূর্দ্ধ্ন: শিখণ্ডং চ জগাম বিস্মৃতিম্ ॥৫৬-৫৭

বর্ষা সমাগমে, শিখণ্ডচূড়ের, ময়ূরগণের মত। বংশী বাজাইয়া, কলধ্বনি সহ, নর্তন মাধুরী মত॥ সদাতি সুস্মদ, সেইত নর্ত্তন সময়ে হরির মনে। অনুসন্ধানের, লেশ না রহিত. অপর কোনও জনে॥ অন্য দূরে রহু, নিজ শির স্থিত, শিখণ্ডের কথা। বারেক ও মনে নাহিক পড়িত, নর্ত্তনের কালে তথা॥ প্রাতিকূল্য করিয়া ভাল ভাবে। বর্ষা ঋতু বিগত হইল ক্রমে তবে॥ বৃন্দাবনে হৈল শরৎ ঋতুর উদয়। তৎকালে প্রেয়সী গণে ভাব যথা হয়॥

আগমিষ্যতি শরদ্ভুবি দ্যাবি. স্বচ্ছতাং বিদধতীতি চিন্তিতম্।
হন্ত! তাভিরুদয়ে তদীয়কে স্বংদধে দ্বিগুণ ভাবনাবিলম্ ॥৫৯

ব্রজ বধূগণ, আপন হিয়ায়, চিন্তন করিয়া কয়। আকাশ নির্মল করিয়া জগতে, হইবে শরদুদয়॥ কিন্তু হায় সেই, দুঃখপ্রদ ঋতু কৈলে ব্রজে সুপ্রকাশ। দ্বিগুণ ভাবনা মালিন্য লভিবে ব্রজবধূ চিত্তাকাশ॥

সতড়ি দ্বারিদবৃন্দং, নিরীক্ষ্য পূর্বং যদেব যা তপ্তা।
তদপশ্যন্ত্যপি সেয়ং সম্প্রতি রাধাভৃশং দূনা ॥৬০

সতড়িত মেঘ-মালা হেরি যেবা, পূর্বে মহাখেদ কৈল। সেই রাধা এবে, সে মেঘে না হেরি অতীব ব্যথিত হৈল॥ তবে রাধামাধবের নখে বিলিখিত। শ্লোক দ্বয় কি মলয় পাত্রদ্বয়ে স্থিত॥ প্রেরিত হইয়া হরি লীলা শক্তিদ্বারে। শ্রীপবনদেব আনি অর্পিল দোহারে॥

তড়িত্তঃ পুণ্যশালিন্যঃ সদা যা ঘনজীবনাঃ। তেন সার্দ্ধমছশ্যন্ত নাছশ্যন্ত চ তং বিনা॥

শ্যামঘন যার জীবন সতত পুণ্যবতী সে বিজুরী। দৃষ্ট হয় ঘন, সঙ্গে অনিবার ঘন বিনা নাহি হেরি॥ মাধবের নখলিপি শোকের বর্ণন। কিশলয় পৃষ্ঠে দৃষ্ট হয়েত যেমন॥

আবৃত্তি মজহাদিন্দুর্বিলসতি হংসঞ্চ নীলকঞ্জঞ্চ।

বৃন্দাবনমহু হা ধিগ্ দৈবং তত্তন্ন দৃশ্যতে তস্যাঃ॥৬৩

গগনে চন্দ্রমা, জলদাবরণ, এবে পরিহার কৈল। সরোবর মাঝে, নীলপদ্ম আর; হংস সুশোভিত হৈল॥ বৃন্দাবন ধামে, শরৎ ঋতুর, ইহা ভিন্ন অন্য আর। কিছু নাহি দৃষ্ট হয়, হায় ধিক্, দৈবে ধিক্ শতবার॥

রাধা কৃষ্ণাবিশ্ব মন্তোহন্যমাপ্তং, দৈবাৎ পত্রং শশ্বদাশ্লিষ্য সাশ্রু।

অন্তঃশূন্য স্বর্ণবিম্বান্তরুপ্তং মধ্যে হারং নায়কং নির্মিমাতে॥৬৪

হেন মতে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর, দৈব যোগে প্রাপ্ত তত্র। উভয়ের নখাঙ্কিত শ্লোক যুক্ত; নব কিশলয় পত্র॥ সাশ্রুনেত্রে সেই লিপিরে করিয়া, বারম্বার আলিঙ্গন। শূন্য গর্ভ স্বর্ণ গোলোক মাঝারে, যত্নে করি সংস্থাপন॥ কণ্ঠস্থিত মণিহারের মাঝারে পদক নির্মাণ কৈল। প্রেমিক প্রেমিকা, দোহে যেন দোহে, আলিঙ্গিয়া ধন্য হৈল॥ শরদাগমনে সখীগণের ও মন। লভিল বিরহানলে পক্কতা যেমন॥

জলং কুমুদমম্বুজং বিধুরুচিশ্চ যস্যাংশরচ্ছহো বিকসদাত্মতামগমদাশু তস্যামপি।

মনো নয়নমাননং দশনকান্তিরাসাং পুনঃ, সদামলিনতামগাদিতি কিমালিভি সহ্যতাম্॥৬৬

যেইত শরতে, অহো বারি আর কুমুদ কুসুম পদ্ম। চন্দ্রের কৌমুদী, বিকশিত ভাব, প্রাপ্ত হৈল সদ্য সদ্য॥ সেইত শরতে, প্রেয়সীগণের, নয়ন বদন মন। দন্ত কান্তি হৈল, মলিন কেমনে, সহে তাহা সখীগণ॥ এইত বিষয়ে কৃষ্ণলীলা বিচক্ষণ। শ্রীশুক গোস্বামী সেই করিল বর্ণন॥

অস্নিগ্ধ সমশীতোষ্ণং প্রসূন বনমারুতম্। জনাস্তাপং জহু র্গোপ্যো ন কৃষ্ণ হৃত চেতসঃ॥

প্রসূন বনের, সমস্নিগ্ধ উষ্ণ, সমীরণ নিষেবনে। তাপ পরিহার, শরৎ ঋতুতে, কৈল সবে বৃন্দাবনে॥ কিন্তু কৃষ্ণ হৃত, চিত্ত যেই সব, আভীর সুন্দরীগণ। সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হইতে না পারিল কোন জন॥

সৌন্দর্যং তন্নীলিমাসৌত্যুতিঃ সা, লাবণ্যং তত্তে চ লীলাবিলামাঃ।

পীযুষ শ্রীণ্যাঙ্গ সঙ্গে প্রিয়াণাং বিশ্লেষে তান্যেব হাল হলানি॥৬৯

প্রেয়সীগণের, মিলনে শ্যামের, লোকোত্তর সেই শোভা। সেইত নীলিমা, সেই দীপ্তি আর, সে লাবণ্য মনোলোভা॥ বৃন্দাবনে বনে, গিরি গোবর্দ্ধনে, সেইত বিলাস যত। সুধা ধারা রূপে, হইত হৃদয়ে, অনুভূত সুনিয়ত॥ কিন্তু হায় প্রিয়াগণের

বিরহে, সে সব উলটা হৈল। হলাহল বিষ, তুল্যরূপ ধরি, কৃষ্ণ চিত্ত জীর্ণ হৈল॥ ৭০

হরের্গন্ধবহান্ সর্বে জগৎ প্রাণতয়া বিদুঃ। তদ্বিয়োগেন তু ক্ষামা রামা স্তানাশুগাখ্যয়া॥

শ্রীহরির অঙ্গ-গন্ধবাহী বায়ু, সর্বজগতের প্রাণ। হরি মিলনে, প্রেয়সীগণের, চিত্তে হৈল হেন জ্ঞান॥ তদ্বিরহে কিন্তু; হেন কলেবর, সুন্দরী রমণীগণ। সেইত অনিলে চিত্ত ভেদী বান, বলি কৈল বিবেচন॥ হেনমতে শরদাগমনের সময়ে। বাড়িল উৎকণ্ঠা যদি সবার হৃদয়ে॥ তথাপিহ কেহ নাহি প্রকাশ করিল। কৃষ্ণেরও চিত্তে হেন ভাব উপজিল। আমিত অধর্মে করি গোপীর ভজন। হেনচিন্তি খেদান্বিত হৈল তার মন॥ বিদ্যাহীন সেইত সুন্দরী বধূগণ। তাহারাও মহাখেদে হইল মগন॥ কৃষ্ণ কিন্তু না হেরিয়া উপায় অন্তর। নেত্র নিক্ষেপরূপ বেত্রে অতঃপর॥ প্রহার করিয়া ব্রজ ললনার গণে। ভীত হৈল বশে না আসিল কোন জনে॥ এত হেরি তাসবারে বশ করিবারে। বংশীবাদনে যুক্ত কৈল আপনারে॥ গোচারণ কালে বনে পাঞা অবকাশ। করিতে লাগিল বংশী বাদন অভ্যাস॥ বেণু বাদ্য তত্র তত্র করিয়া শ্রবণ। বেণু বাদ্য উক্তৈরিতি কহে গোপীগণ॥ প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ সঙ্গে মিলিত হইয়া। বংশী বাজাইত হৈঞা উৎকণ্ঠিত হিয়া॥ কিন্তু যবে ভাবান্তর উদ্দীপক বনে। গোচারণ কালে তত্র বসিয়া নির্জনে। সর্ব চিত্ত অগোচর সহচরগণে। করিয়া বিস্ময়ান্বিত নিজ আচরণে॥ মহা মনোহর গুণ গ্রামে বিভূষিত। হেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে হইয়া মিলিত॥ প্রত্যহ সহর্ষে নিজ উৎকর্ষ নৈপুণ্য। প্রকটিয়া গীত বাদ্য বিলাস অনন্ত॥ বংশীবাদন শিক্ষা করিতে লাগিল। বেণুর নিনাদে ব্রজ মুখরিত হৈল॥ তৎকালে গোপিকাগণ চিত্তের মাঝার। কৃষ্ণ রূপে স্ফূর্তি পূর্তি লভিল অপার॥ যথার্থ নিয়মে তাহা হৈল সংঘটিত। প্রেমার স্বভার এই জগতে বিদিত॥ দূর হৈতে নিজ প্রাপ্য বিষয় নিয়ত। নিজায়ত্ত হয় প্রেম বৈভব বশতঃ॥৭১-৭৪

অনুমান গতা তাসামর্থাপত্তিঃ প্রতীয়তে। যতঃ কৃষ্ণস্য দয়িতাস্তা:এব ন্যায় পণ্ডিতাঃ॥

অর্থাপত্তি নামে, প্রমাণ বিশেষে, যত নৈয়ায়িক গণ। করে অনুমান প্রমাণে গণন শাস্ত্রের এ নিদর্শন॥ এই অনুমানে; প্রতিপন্ন হয়, এহ ব্রজবধূ যত। কৃষ্ণের অভিন্ন; স্বরূপ বিশেষ; নিত্য প্রিয়া স্বরূপতঃ॥ কৃষ্ণের দয়িতা; এই বধূগণ, কেবল প্রেমাতে নহে। বিদ্যাহীন কিন্তু, ন্যায়ে বিচক্ষণ পণ্ডিত সবাই কহে॥ তার মধ্যে যেই সব বধূর হৃদয়। রাধাকৃষ্ণ প্রেমে লিপ্ত হয় সাতিশয়॥ যুগলের দুঃখে সবে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নিজ দুঃখে নাহি প্রচুর মানয়॥ এহেন গোপীর মধ্যে শ্রীমতী রাধার। ললিতা বিশাখা তথা পর্য্যায়ানুসার॥ অনুরাধা গোপীরে সঙ্গিনী মধ্যে গণি। চন্দ্রাবলী সখী শৈব্যা পদ্মা আদিধনি॥ এইত ললিতা বিশাখা সখী প্রতি। রাধিকাদি যূথেশ্বরীগণ করে প্রীতি॥ আপনার প্রীতি নিষ্ঠা উল্লেখ করিয়া। বিশাখাদি সখী প্রতি মিত্রতা স্থাপিয়া॥ যূথেশ্বরী রাধা আদি মুখ্য গোপীগণ। নিজ অভিপ্রায় সদা করয়ে জ্ঞাপন॥ বলরাম সহ হইলেও আচ্ছাদিত। অশক্তি অথবা সত্বরতাদি বশতঃ॥ প্রথমে করিয়া লুপ্ত বর্ণ পদ আর। গাহিতে লাগিল লীলা যুগল ভ্রাতার॥

রামো রামানুজ ইতি যুগলম্। কৃতনট-বেষতয়া, পটুরাজতি গায়তি, সখীগণ যুগলম্॥ সরস রসালজ পল্লবতল্লজ-পল্লবিতামল শীর্ষম্। নব যৌবন বন বীজাঙ্কুরমিব, ধারয়দ তনুচিকীর্ষম্॥ বাঞ্ছিত পিঞ্ছাবলি পরিলাঞ্ছিত-মণি নিচয়াঞ্চিত কেশম্। দধদিব হরিধনুরনুগত তারাবলিতাম্বুদ লেশম্॥ বলয়িত নবদলতুৎপল কর্ণিককর্ণযুগাদ্ভুত শোভম্। লতিকা কাসাবিতি বিস্ময় কৃতি মধুকৃতির্বিনিহিতলোভম্॥ হস্তকমলমভি কমল্ল বিঘূর্ণন-রমণ কলা রমণীয়ম্। মধুপগণং প্রতি মধুকর্ণ বর্ষণমকৃত যতঃ কমনীয়ম্॥ মালা মালাপরিমল বলি বলি বপুর্লি বলিত সদেশম্। অলিঝঙ্কৃতি নতিকোলাহল বহ বহুল কুতুহলবেশম্॥ সিতম সতং বপুরসিতং পীতং বসনং যস্য চ গীতম্। তদিদং যদি গোকুলমনুগোকুলময়তি তদাঘমতীতম্॥

সজনি দেখ দেখ, দূর কানন পরিসরে। রাম রামানুজ, অভিরাম তনুধর, মনোহর রূপে বিহরে॥ মিলিত হইয়া, কুসুম কাননে; বান্ধবগণের মাঝে। নটবর বেশ, ধারণ করতঃ, দক্ষতা সহিত॥ সখাগণে মেলি, কিশোরী যুগল, লভিয়া পরমপ্রীত। শৃঙ্গরব সহ বেণু বাজাইয়া, করয়ে মধুর গীত॥ সরস রসাল-পাদপ সঞ্জাত, পল্লব সুষমাময়। তাহে আচ্ছাদিত, ভ্রাতৃযুগলের, নির্মল মস্তকদ্বয়॥ নবীন যৌবন, বন বীজাঙ্কুর, সম মহাবাঞ্ছাধারী। বাঞ্ছিত ময়ূরপুচ্ছ রত্নোজ্জ্বল. কেশশোভা মনোহারী॥ ইন্দ্রধনু অনুগত তারাপুঞ্জ, বলিত অম্বুদ লেশ। ধৃত যেন চারু-কলেবরদ্বয়, এহেন মোহন বেশ॥ দোহার শ্রবণ, তটে বিলম্বিত, সুগোল বলয়াকারে। নব বিকশিত, নীলোৎপল দল, সুষমা বিস্তার করে॥ এ কোন লতিকা, এহেন বিস্ময়, ভ্রমর করয়ে যাহে। উভয় ভ্রাতার, অনুরাগ আর, লালসা প্রকট তাহে॥ শ্রীকরকমলে, ঘূর্ণিত কমলে, হেন অনুমিত হয়। রমণী লীলাতে, রমণীর ভাব, পরিশ্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয়॥ যেহেতু দোহার, কমনীয় তনু; যেন কান্তি মধু ঝরে। সেই কান্তি মধু, মধুপ নিকরে, সতত বর্ষণ করে॥ দোহার বিগ্রহ, বলশালী আর, বহুমাল্য গন্ধ পুর। পূজনোপহারে, দুই ভ্রাতা যেন, সুপূজিত সুপ্রচুর॥ সেই পরিমলে, আকৃষ্ট হইয়া, অলিগণ মধুলোভে। চৌদিকে বেড়িয়া, ভ্রমণ করত, ঝঙ্কার সহিত শোভে॥ কল কোলাহলে মণ্ডিত দোহার, কৌতূহলময় বেশ। একে শ্বেতদেহ. অন্যে কৃষ্ণদেহ, শোভার নাহিক শেষ॥ নীল পীত পট্টবাস মনোহর, দোহার কটিতে কাজে। দুঃখ যায় যদি গোধন লইয়া, আইসে দোহে ব্রজ মাঝে ॥৭৭ অস্মাকং ন হি বিস্ময়কমিহ সুকৃতং কৃতমনুবৃত্তম্। অভিনব চরিতং সখিকুলরচিতং বহতি সুখং যদকৃত্তম্ ॥৭৮

পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতির, অনুবৃত্তি মাত্র যেহ। মোসবার পক্ষে বিস্ময়কারক, কদাপি নহেত সেহ॥ অভিনব চারু, চরিত দোহার, সখিকুল বিরচিত। প্রেমিক জনার, বহন করয়ে, চিত্তে সুখ অপ্রমিত॥ গোকুল প্রদেশে কৃষ্ণ প্রবেশ করিল। সবাকার চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইল ॥৮০

চক্ষুষ্মতাং ফলমিদমহোযদ্ ব্রজস্য প্রবেশেগোভিঃ সাকংসখিবলয়িতং দৃশ্যতে ভ্রাতৃ যুগ্মম্। যুগ্মে তস্মিন্ যুরিহমুখাম্ভোজমস্মিন্মুরল্যা, দীপ্তিকিঞ্চিন্নিগমনকলা শালিনেত্রঞ্চ তত্র॥

দুই ভাই যবে, বান্ধব নিকরে, চৌদিকে বেষ্টিত হৈঞা। প্রবেশ করয়ে, ব্রজের মাঝারে, গাভীগণে সঙ্গে লৈঞা॥ এই দৃশ্য তবে, যেই চক্ষুষ্মান, নয়নে দর্শন করে। নেত্র ফল অহো, সেই মাত্র লাভ, কৈল এই চরাচরে॥ সেইত কিশোর, যুগল মাঝারে, যেজন কনিষ্ঠ হয়। মুরলী শোভিত, মুখাম্বুজ তার; অতীব সুষমাময়॥ সেইমুখাম্বুজে, সুচঞ্চল যেই, নয়ন বিরাজ করে। প্রেয়সী নিকরে, মোহিতে সেহত, অপূর্ব নৈপুণ্য ধরে ॥৮১

ধামাগতস্য সময়ে সখিধেনু সঙ্গি-সংগায়তো বিহরতোহরতশ্চ তস্য।
কিঞ্চিদ্বিমৃগ্যদিব চঞ্চলতাঞ্চিতারং, হারাণিনেত্রমনু বিধ্যতি মানসং নঃ ॥৮২

গৃহাগমকালে, সখাগণে আর, ধেনুগণে সঙ্গে করি। ত্রিভঙ্গ হইয়া, সঙ্গীত করতঃ, বদনে মুরলী ধরি॥ চঞ্চলতাময়, তারকা শোভিত, দীঘল নয়ন তার। হারশ্রেণী সম, হৈঞা আন্দোলিত, সেইকালে অনিবার॥ এদিকে ওদিকে কাম্যবস্তু কিছু, করি অন্বেষণ। প্রবিদ্ধ করিছে, শায়ক সমান, সদা মোসবার মন॥

সা কিল কুলজা কুলজা, নয়নে তস্যাঃ পরং নয়নে॥
বেণু বিনোদী মদনঃ, স ভবতি যস্যাঃ স্বয়ং মদনঃ ॥৮৩

মুরলী বিলাসী, ব্রজের মদন, যেইত বধূর মন। মোহিতে আপনি, হয়েত মদন, ধরি রূপ সুশোভন॥ মহাভাগবতী, সেই কুলবধূ, যথার্থ কুলজা হয়। সার্থকেতে গণ্য, হয়েত কেবল, তাহার নয়নদ্বয়॥ অঘাসুর বিনাশী শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর। প্রেয়সীর মধ্যে গণ্য গোপীর ভিতর॥ ক্রম পরম্পরাবশে নিজ অভিলাষ। আকারে ইঙ্গিতে তাহা করিল প্রকাশ॥ সেইত ক্রমের ব্যতিক্রম লজ্জাভরে। ঘটাইল নিজ লীলা বিস্তারের তরে॥ বিদ্যাবল তারতম্য হেতু সর্বজ্ঞতা। প্রভৃতি বিষয়ে দূরস্থানে রহি তথা॥ বলরামে নিরখিয়া চিত্তের মাঝার। নির্দ্ধারিত কৈল লীলাক্রম আপনার॥ তবেত উত্তরোত্তর ক্রমে শ্রেষ্ঠভাবে। নিজস্ব প্রকৃতিগত উত্তম স্বভাবে॥ পুনর্বেণু শিক্ষার উৎকর্ষ দেখাইয়া। কল্পনা করিল সঙ্কর্ষণে নিরখিয়া॥ বেণু শিক্ষা বিষয়ে পদার্থ যাহা ছিল। একসঙ্গে মুগ্ধভাবে পরিপূর্ণ হৈল॥ যেথা ব্রজদেবীগণ সেহত আপন। ভাবাভিব্যক্তির করি সঙ্কোচন॥ সঙ্কর্ষণে লক্ষ্য করি এইত বিষয়। বর্ণনা করিল হৈঞা শঙ্কিত হৃদয়॥

বেণোঃ শিক্ষামথ রচয়তোর্ধেনুরক্ষাদিলক্ষ্যান্নানারণ্যং প্রতিবিহরতোর্বিভ্রতো যষ্টিরজ্জু।
স্তম্ভংলোলেচলনমচলে কুর্বতোরত্যপূর্বং, ভ্রাত্রোরাসীদ্বত তনুভৃতাংধর্মতো বৈপরীত্যম্॥

কৃষ্ণ বলরাম, তবেত রচিয়া, মুরলী শিক্ষণ আর। করে লৈঞা যষ্টি. গোবর্দ্ধন, রজ্জু ধেনু রক্ষা করিবার॥ নানা বনে বনে, ভ্রমণ করিয়া, মঞ্জুলীলা আরম্ভিল। সচল অচল হইল তখন, অচল সচল হৈল॥ স্তম্ভিত হৈল, যমুনার বারি, দ্রব হৈল গোবর্দ্ধন। ধর্ম বৈপরীত্য, ঘটিল সবার, সে লীলাতে অনুক্ষণ॥ ধর্ম বৈপরীত্য ঘটে এ বড় বিস্ময়। অতএব অত্র হেন ধ্বনিত যে হয় ॥৮৬

ঘনমেবং বিদধতোঃ সর্বেষাং ধর্মপর্য্যয়ম্। কৃষ্ণোমূলমসৌচাস্মর্মমুন্মূলয়ত্যতি॥ ৮৭

সবাকার ধর্ম, লোপকারী এই, ভ্রাতৃদ্বয় সুনিশ্চয়। কৃষ্ণ হয় মূল, মোসবার ধর্ম,

যে করিল মূলে ক্ষয়॥ দুই ভ্রাতা একসঙ্গে করিলে সঙ্গীত। সমস্ত রমণীগণ হইবে মোহিত॥ ইথে কিন্তু রাধারাণী বশ নাহি হয়। চিন্তিতে লাগিল কৃষ্ণ আপন হৃদয়॥ অহো এই রমণীগণের আকর্ষণ। মোহন দুইত সদা বাঞ্ছে মোর মন॥ তার মধ্যে রাধিকার মোহনাকর্ষণ। ততোধিক বাঞ্ছনীয় এ মোর মদন॥ অতএব সেই কাম্য লভিবার তরে। প্রচেষ্টা করিব এবে আমি যত যত্ন ভরে॥ জীবগণে দৃষ্ট যথা হয় জাতিভেদ। তেমতি হইয়া আমি কার্য্যত প্রভেদ॥ মোহনাকর্ষণ কিংবা একতরে। কার্যের প্রকাশ যাহে হয় ক্রমভরে॥ সেই বংশী শিক্ষা তরে করিব যতন। তাহাতে হইবে মনোবাঞ্ছা সংপূরণ॥ স্বরাদি মর্মের উদ্ভাবন সম্ভবনে। সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মোহনাকর্ষণে॥ হইবে সম্যক মুগ্ধ চরাচর সব। বংশী শিক্ষার হয় এ মহা গৌরব॥ এইত বিষয় কৃষ্ণ করিয়া বিচার। বাজাইয়া মোহন মুরলী আপনার॥ বশের অতীত যে সব জন্তু ছিল। তাসবেও ক্রমে ক্রমে স্ববশে আনিল॥ কিন্তু প্রিয়াগণ কেহ বশে না আসিল। তাসবার চিত্তে মাত্র ক্ষোভ উপজিল। তার মধ্যে প্রথমতঃ ধেনুগণ প্রতি॥ তাসবার গীত হৈল বর্ণিত সম্প্রতি॥৮৮-৮৯

হরের্বক্ত্রং বেণুধ্বনিমিষতয়া বর্ষতি সুধাং পিবত্যেতাং গব্যাযদনুরসনা কর্ণযুগলম্।
অহাসীৎপ্রস্তব্ধা নিজবিষয়মন্যা তুরসনা, কিমেতৎ কিংনৈতদ্ভবতিকিমিত্যেৎকিমিতিবা॥

হরির সুন্দর, বদন চন্দ্রমা, নিনাদ ছলে। বর্ষণ করিছে, সুধা সুমধুর, প্রচুর এ ভূমণ্ডলে॥ গাভীগণ নিজ, শ্রবণ যুগল, রসনা সমান করি। করিছে সেইত, রসসুধা পান, অবাধে পরাণ ভরি॥ ইহা কি অমৃত, ইহা কি আবার, আস্বাদনযোগ্য হয়॥ এ ধ্বনি পীযুষ, কিসের লাগিয়া, কেবা তাহা আস্বাদয়॥ এতেক বিচার, প্রকৃত রসনা, করি ধেনু সবাকার। স্তব্ধভাব ধরি, রহিল তৃণাদি, খাদ্য করি পরিহার॥ এইত বচন এবে করিলে বিচার। হেন ধ্বনি অনুভূত হয় ইথে সার॥৯১-৯২

গবামস্মাকং চ শ্রবণমনুবেণোঃ সমাদশা, যদপ্যেষাজাতা তদপিকিলভেদো বিলসতি।
অমুষ্মাক্ত্রন্দুং সপদিকলয়ন্তি প্রতিপদং, বয়ং নৈতদ্বিদ্মঃ ক ভবতি যুগে তস্য কলনম্॥

শুনিয়া হরির, মুরলী নিনাদ, গোধনগণের আর। মোসবার হয়, সম ভাবোদয়, যদ্যপিহ অনিবার॥ তথাপি এ দুই, ভাবোদয় মাঝে, বিস্তর প্রভেদ আছে। ধেনুগণ হেরে, কৃষ্ণ মুখচন্দ্র, সতত রহিয়া কাছে॥ মোরা সবে কিন্তু সে ভাগ্যে বঞ্চিত, কেহত নাহিক জানি। কোন যুগে এই, নয়নে হেরিব, বন্ধুর বদনখানি॥ অন্য দিনে করি শিক্ষা অপর প্রকার। কৈল বন্য জন্তুরও চিত্ত অধিকার॥৯৩-৯৪

বংশঃসোহয়ং তু বীতংসঃ কংসশত্রোরিতীয়তে।
তেন শংসনতো যান্তি বিধ্বংসং মৃগ-পক্ষিণঃ॥

যাহা শুনি ধন্য, পশুপক্ষীগণ, মুগ্ধ হয় অনিবার। কংসারির সেই, বংশী মনে হয়, বন্ধুসম তাসবার॥ সে কথাও সেইভাবে ব্রজবধূগণ। বর্ণনা করিল সেই সময়ে যেমন॥

বৃন্দারণ্যা প্রথয়তিভুবঃ কীর্তিমত্র স্বয়ংহি শ্রীমান কৃষ্ণো বিহরতিপদাম্ভোজলক্ষ্মীং বিতন্বন্।
বেণোর্বাদ্যে নটন ঘটনং বর্হিনঃ সভ্যতাঞ্চ বন্যাঃ সর্বেষমুরিতি সদা রজ্ঞতাং সঙ্গগাম্॥

যেখানে শ্রীমান কৃষ্ণ নিজে পাদ-পদ্ম শোভা বিস্তারিয়া। বিহার করয়ে, নিত্যকাল নিত্য-সঙ্গীগণে সঙ্গে লৈঞা॥ সেই পুণ্যক্ষেত্র, বৃন্দাবন ধাম, পৃথিবীর কীর্ত্তিরাশি। বিস্তার করিছে, প্রকট হইয়া, পৃথিবীর বক্ষে আসি॥ যার পুন্যারণ্যে, ময়ূরের গণ, বেণুবাদ্যে করে নৃত্য। সভ্য ভাব ধরি, বন্য পশুগণ, হেরে হৈঞা মুগ্ধ চিত্ত॥ অনুভব হয়, সেই পুণ্যভূমি, বৃন্দারণ্য মহী মাঝে। অলৌকিক নৃত্য-রঙ্গমঞ্চ হৈঞা, পৃথিবী মাঝারে রাজে॥৯৫-৯৬

বৃন্দারণ্যস্য পুণ্যং ব্রজিতুমিহ ন নঃ শক্তিরস্তীতি চাস্তাং
যত্বর্হাদ্যশ্চভান্তি প্রতিপদ সুকৃত প্রোদয়াদস্মদর্হাঃ।
গুহ্যাণাং গৃহকাঃ স্ম স্ফুটমিহ তদলং গৃহকেভ্যশ্চ গর্হা-
স্তেতস্য স্বৈরমীক্ষং বিদধতি ন তদাভাসমপ্যয়াম॥১০০

সেই পুণ্যে বৃন্দারণ্য লাভ কৈল, এইত সৌভাগ্য সার। বৃন্দাবিপিনের, সে পুণ্য লভিতে শক্তি নাহি মোসবার॥ সে কথা রহুক, তত্র যেই সব পিকাদি বিহঙ্গ আছে। প্রতিক্ষণ পুণ্য লাভে মোসবার, পূজ্য রূপে সবে রাজে॥ গৃহে রুদ্ধ মোরা, পশুপক্ষী হৈতে, নিন্দনীয় পরাধীন। সেহ স্পষ্ট কথা, রহে দূরে কষ্টে যায় মোসবার দিন॥ এই সব গ্রাম্য, পশুপক্ষীগণ, কৃষ্ণমুখ বিধু বরে। স্বচ্ছন্দে নেহারে, মোরা অনুমাত্র, নাহি লভি রহি ঘরে॥ অপর দিবসে তবে এই সব নারী। গৃহস্থিত পশু পক্ষীগণে না বিচারি। বন্য স্থিত হরিণাদি পশুগণ কথা। কহিতে লাগিল উঘারিয়া চিত্ত ব্যথা॥

আশ্চর্যং সখি কৃষ্ণসার দয়িতাবৃন্দং মিলদ্ভর্তৃকং,
জাত্যা মূঢ়মপি ব্যতীত্য ভবতীরপ্যেব মহীং দধে।
শ্রুত্বা বেণুকলং হরিং প্রতিগতিস্তদ্রূপতশ্চিত্রত,
তস্যাঽপ্যাচনমুল্লসং প্রণয়তস্তত্রাপি নেত্রাঞ্চলৈঃ॥১০২

কি আশ্চর্য সখি; কৃষ্ণসার মৃগ পত্নীগণ পতি সঙ্গে। মিলিত হইয়া, হইলেও মূর্খ-জাতি তোমা সবে রঙ্গে॥ লঙ্ঘন করিয়া, যেইত প্রচেষ্টা, অরণ্যে প্রকট করে। দেখই সবাই হরিণীগণের, সেই লীলা বনান্তরে॥ শুনিয়া হরির নিনাদ, তদ্রূপ চিত্রতা হৈঞা। পতিরে লইয়া, হরির নিকটে অচিরাতে আইসে ধাঞা॥ উল্লাস বশতঃ; তবেত প্রণয়, কটাক্ষ নিক্ষেপ দ্বারে। প্রেমমুগ্ধা সেই, হরিণীর গণ, অর্চনা করয়ে তারে॥

বয়ং জাত্যা নার্য্যঃ পুরু গুণবতামাদৃততমা স্তথা ভর্তারস্তৎ প্রণয়নয় সিদ্ধ ব্রজভুবঃ।
হরিণ্যো নেদৃশ্যস্তদপি পতিভিস্তং যমুরহো, ধিগস্মান্ দুষ্পুণ্যা হরিমনহিতাসামাপিতুলাম॥

বিধাতা সৃজিল, নারী জাতি করি, মোসবারে ধরাপরে। তথাপিহ বহু-গুণশালী জন, আদর মোসবে করে॥ মোসবার পতিগণ সেহ হরিপ্রেম পরিণতি ময়। ব্রজ-ধামে করি জনম গ্রহণ, ব্রজবাসী খ্যাত হয়॥ হরিণীর গণ, নহেত ঈদৃশ, নাহি মান পশুজাতি। নাহি বিদ্য বুদ্ধি, ঐতিহ্য সম্পন্ন, নহে তাসবার পতি॥ তথাপি হরির, মুরলী শুনিয়া, পতিরে লইয়া সঙ্গে। হরির সমীপে, আসিয়া মিলিত হয়েত প্রণয় রঙ্গে॥ এইত সৌভাগ্য, না ঘটিল আর, ব্রজগোপী মোসবার। অতএব পুণ্যহীনা

মোসবারে, ধিক্ ধিক্ শতবার ॥ অন্ত দিন সেই ভাবে বিহঙ্গের গণে। কহিতে লাগিল সবে সাক্ষেপ বচনে ॥ ১০৫

অস্মিন্ বনে তু বিহগামুনয়ঃ প্রদিষ্টাঃ, কৃষ্ণস্ত তদ্ গুরুরিতি প্রততং প্রতীমঃ।
নৈবান্তথা তদমুনা কিমপি প্রণীতং মৌনব্রতেন শৃহয়ুঃ পরিতো নিবিষ্টাঃ ॥

এই বৃন্দাবনে, বসতি করয়ে, যতেক বিহঙ্গগণ। মুনি নামে সবে, প্রসিদ্ধ আছয়, করি মৌন অবলম্বন। কৃষ্ণ এসবার, গুরু হয়ে সেহ, বিস্তারিত মোরা জানি। কদাপি অন্যথা হইতে না পারে, এইত অমূল্য বাণী ॥ এই কৃষ্ণ এক, অপূর্ব বিষয়, নিশ্চিত রচনা কৈল। তাহা শুনিবারে বিহঙ্গের গণ মৌন ব্রত নষ্ট হৈল ॥ বিহঙ্গাদি গণেরও প্রাধান্ত কথনে। নির্বেদ ধ্বনিত হৈল এইত বচনে ॥১০৬

যস্মাদসৌ মুনিস্তে চ মুনয়ঃ সর্বতঃ স্থিতাঃ। তস্মাৎ কাঞ্চিং স্পৃহামত্র নাঞ্চিতাং কর্তুমর্হথ ॥

যেহেতু এইত, কানন বিহারী, কৃষ্ণ নিজে মুনি হয়। বিহঙ্গের গণ, সেহ হয় মুনি, চৌদিকে বেড়িয়া রয় ॥ এহেন মুনির সমীপে কোনও; বাসনা পূরণ তরে। আশা না করিহ, প্রাপ্তি যোগ্য নহে, সে বাসনা চিরতরে ॥ বেণু গীত শুনি স্বর্গস্থিত দেবীগণ। মুগ্ধ হয় ব্রজবাসী গণের মতন ॥ সেই কথা অন্যদিন ব্রজবধূগণ। বিরহে ব্যথিত হৈঞা করিছে বর্ণন ॥

বেণুদ্গান গুণেন তস্য পরিতঃ কৃষ্টে বিমানোৎ করে
দেব্যোরূপ বিলাস মোহন বলামাসাধ্য মোহং গতাঃ।
যত্রেদং ন বিদুঃ কিমেতদাভিতঃ পূর্ব-শ্রুতঃ বীক্ষিতং,
বেতি শ্রস্তমভূৎ কচাদি কিমু বা নৈবেত্যপি প্রায়শ ॥১১০

বেণু গানগুণে, আকৃষ্ট হইয়া, বৃন্দাবন ধামোপরে। স্থগিত হইল. বিমান নিকর. চৌদিকে সুনীলাম্বরে ॥ কৃষ্ণরূপ আর, বিলাস মাধুরী, মোহন কৌতুক তথা। দর্শন সহায়ে, সম্প্রাপ্ত হইয়া, সেই ব্যোমযান স্থিতা ॥ দেবী যত ছিল; মূর্ছিতা হইয়া, পড়িল পতির ক্রোড়ে। কিবা এ চৌদিকে, পূর্বে কি শুনিনু, এবে কি নয়নে পড়ে ॥ হেন বোধ আর, কবরী বন্ধন, ভূষণাদি অঙ্গগত। স্খলিত হইল, তথাপি বুঝিতে, নারিল সে দেবী যত ॥১১১

হন্তদেব্যোঽপি যত্রৈতামবস্থামাপুরঞ্জসা। তদীয় ব্রজভূবালা বরাক্য স্তত্রকা বয়ম্ ॥

স্বর্গে দেবীগণ, বদি হেন দশা, লাভ কৈল অনুরাগে। পামরী তবেত, ব্রজবালাগণ, তার ঠাঞি কিসে লাগে ॥ হেনমতে চেতনে করিয়া অচেতন। অচেতনে করিয়া তবেত অচেতন ॥ রূপগুণ লীলা দ্বারে কৃষ্ণ সেইক্ষণ। করিতে লাগিল বৃন্দারণ্যে বিচরণ ॥ ব্রজের সুন্দরীগণ সুস্পষ্ট তথায়। লভিল নিস্পন্দ ভাব অচলের প্রায় ॥ তেঁই তাসবারে করিবারে আকর্ষণ। হইল কৃষ্ণের পক্ষে দুঃসাধ্য গণন ॥ নদীর চরিত্র বিষয়েতে গোপীগণ। বিচারিয়া হেনমতে করিল বর্ণন ॥

দীপিন্যঃ শ্রবণেন বেণুরণিতেঃ স্তম্ভং গতাঃ সম্ভ্রমাঃ
ফুল্লৎপূরতয়া স্ফুরদঘনরসা হংসাদি-গীঃ শিঞ্জিতাঃ।

উন্মর্যাদদশান্বিতা মুররিপুং দূরেঽভিসৃত্যাগতা,
ভঙ্গালোলভুজৈঃ সরোজবলয় স্তস্যাঙ্ঘ্রি যুগ্মং দধুঃ ॥১১৫

শুনিয়া হরির, মোহন মুরলী কাকলি তটিনীগণ। স্তম্ভিত হইল, ভ্রমাকুল তনু, প্রবাহে উৎফুল্ল মন ॥ হংসাদি পক্ষীর, কলকল নাদে, হেন অনুমিত হয়। তটিনীর বারিরাশি যেন স্ফূর্তি-লাভ করি কথা কয় ॥ উন্মাদের দশা, লভিয়া তবেত, দূরে যাঞা কৃষ্ণে পাইল। তরঙ্গ চঞ্চল, ভুজে পদ্মমাল্যে, অঙ্ঘ্রি যুগ্ম পূজা কৈল ॥ গোপিকাগণের হেন বচনানুসারে। ধ্বনিত হয়েত অত্র এ হেন প্রকারে ॥১১৬

নদ্যঃ সিন্ধুপতিব্রতা হরিহরি প্রত্যক্ত মর্যাদিকাস্তং
বিক্রুত্য মিলন্তি চেদহহ ! কা দীনস্তদানীং বয়ম্।
কিন্তু স্বৈরমযূক্দৃঢ়স্কৃতা নাস্মাস্থ তত্তুল্যতা,
স্বল্পাপীতি নিবৃত্তিরেব সুখতো মুক্তাথবা দুঃখতঃ ॥১১৭

হায় হায় যদি, বারিধির পতিব্রতা নদী সমুদয়। মর্যাদা লভিয়া, দ্রুত যাঞা কৃষ্ণ সঙ্গে সম্মিলিত হয় ॥ তবে দীনহীনা, মোরা ব্রজবধূ, কেমনে রহিব ঘরে। পরাণ সঙ্গত; উড়ু উড়ু করে, বন্ধুরে মিলন তরে ॥ নদীগণ কিন্তু, স্বচ্ছন্দ ক্রমেতে, উচ্চ পুণ্য লাভ কৈল। মোসবার হায়, তত্তুলতা লাভ, অণুমাত্র নাহি হৈল ॥ অতএব সুখ, কিংবা এই দুঃখ, হৈতে ব্রজ গোপিকার। নিবৃত্তি হয়েত, উপায় কেবল, চিরশান্তি লভিবার ॥ পরদিন গোপীগণ জলদ হেরিয়া। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া ॥১১৮

মুরারেরম্ভোদঃ সুহৃদিতি ন বা কেবলরুচা স্বসাদৃশ্যাৎ কিন্তু ব্যতিকৃতহিতত্বাদপি সদা।
অসৌ মল্লারেণ প্রবলয়তি তং বেণুজনুষা, স চায়ং ছায়াভিঃ প্রশময়তি তাপং তদুপরি ॥

কেবল একই, বরণবশতঃ, মেঘকৃষ্ণবন্ধু নয়। দোঁহেত দোঁহার, সদা হিতকারী তেঁই দোঁহে বন্ধু হয় ॥ বেণুতে মল্লার, রাগ বাজাইয়া, মেঘে কৃষ্ণ দীপ্ত করে। ছায়াজালে মেঘ, উপরে রহিয়া, কৃষ্ণের সন্তাপ হরে ॥ এই বাক্য কহিল যে গোপী সমুদয়। তাহার ধ্বনিত অর্থ হেন রূপ হয় ॥১১৯-২০

হংহো ! পশ্য জড়োঽপি বারিদচয়ঃ সর্বোপরি স্থায্যপি।
চ্ছায়াভিঃ স্বরসৈশ্চ তং পরিচরত্যস্তশ্চরপ্রেমতঃ ॥
কষ্টং সুষ্ঠু বয়ং তদেকশরণ প্রাণস্থিতিস্মন্ততা,
গণ্যাস্তস্য বিনা তু সেবনমমূর্জীবাম ধিগ্ জীবিতম্ ॥ ১২১

দেখ অহো সখি, জলদ সমূহ, প্রকৃতিতে জড় হয়। সর্বোপরি রহে, কিন্তু চিত্তে প্রেম, ধরে সবে সাতিশয় ॥ সেই প্রেম হেতু, ছায়া আর নিজ. রসদানে অনুক্ষণ। কৃষ্ণ সেবা করে, অতন্দ্র হইয়া, গগনে জলদগণ ॥ কিন্তু কষ্ট দেখ, তদেক শরণে, প্রাণ-রক্ষা সদা হয়। এতেক ভাবিয়া, অগণ্য এ মোরা, আছি করি দেহাশ্রয় ॥ কৃষ্ণ সেবা বিনা, বাঁচিয়া যে আছি, এহেন জীবনে ধিক্। জীবনবিহীন, জড় মেঘ সেহ ধন্য গণ্য সর্বাধিক ॥ শৈল জাতি যদ্যপিহ শিলাময় দেহ। তথাপিহ সুখে আছে নাহিক সন্দেহ ॥

শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনাদ্রিঃ স্ফুটময়মভিতঃ শ্রীহরেদাসবর্য্যঃ।

কৃষ্ণে রামেণ যশ্মাত্তমহ মুরলিকাবাদনায়াধিরূঢ়ে।
লব্ধৈর্যঃ সাত্ত্বিকাত্তৈশ্চরণ সরসিজ স্পর্শজৈরঙ্কুরাদ্যৈঃ,
সর্বাঙ্গীনস্রবৈরপ্যনুগসখিধনং সেবতে তং চিরায় ॥১২৩

এইত শ্রীমান, গিরিগোবর্দ্ধন, হরিদাস বর্য্য হয়। স্পষ্টতঃ যদ্যপি, শিলাময় দেহ তথাপিহ শিলাময় ॥ যেহেতু রামের, সহিত মাধব, মুরলী বাদন তরে। যবে অধিরূঢ়, হয়েত এইত, ধন্য গিরি রাজোপরে ॥ সেইকালে হরি, চরণ সরোজ, যুগল স্পর্শনমাত্র। সাত্ত্বিক ভূষণে, বিভূষিত হয়, এইত গিরির গাত্র। দূর্বাঙ্কুর ছলে, পুলকিত দেহে, সর্বাঙ্গগত নির্ঝরে। অনুগ বান্ধব, গোধন সহিত, চির কৃষ্ণ সেবা করে ॥১২৩

আস্তাং গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ পুলকমুখদশা শ্রূয়তামন্যদেতৎ, চিত্রং চেন্ন প্রতীতির্ভবতি কিল গিরৌ দৃশ্যতাং চাপরত্র। যঃ স্নিগ্ধত্বং সমন্তাদ্দধদিহ মুরলীগানতশ্চিক্কণাখ্যামাগাদ্ যত্রাস্তি সাক্ষিপ্রতিপদমুদিতং কৃষ্ণমুখ্যাঙ্ঘ্রি চিহ্নম্ ॥ ১২৪

গোবর্দ্ধন গিরিরাজের পুলক-প্রমুখ দশার কথা। রহুক এখন, শুনহ বিচিত্র, অন্য ভাব হয় যথা ॥ বচনে যদ্যপি, প্রতীতি না হয়, সাক্ষাতে দেখহ তবে। চরণ পাহাড়ী, নামেতে গিরির, অপরাংশে আসি সবে। শুনিয়া হরির, মুরলীর গান ; স্নিগ্ধতা হৃদয়ে ধরি। সমস্ত বিগ্রহে, দ্রবভাব রূপ, চিক্কণতা লাভ করি ॥ প্রতিপদোদিত, সাক্ষীর স্বরূপ, প্রাধান্যে হরির আর। গোগণের পদ-চিহ্ন গাত্রে ধরি, শোভে গিরি অনিবার ॥ যদ্যপিহ এই কথা বিচিত্রতাময়। ধ্বনিত তথাপি ইথে এই সত্য হয় ॥১২৫

মহতাং পদবীমাপ্তুং বাঞ্ছা যদ্যপি ধৃষ্টতা। তথাপ্যনুগতিস্তেষাং ভাতিচেদস্তিদৃষ্টতা ॥ ১২৬

মহান্তগণের, পদবী লাভের, বাসনা ধৃষ্টতা বটে। ভাগ্য যদি থাকে, তবে তা সবার, অনুগতি লাভ ঘটে ॥ হেনমতে গোপীগণ অযোগ্য বিষয়ে। তাদৃশ ভাবনা করি আপন হৃদয়ে ॥ উন্মাদের দশাপ্রায় পরিপ্রাপ্ত হৈল। এতেক বর্ণনা যদি মধুকণ্ঠ কৈল ॥ গোপিকার দুঃখে তবে হৃদয় তাহার। হইল ব্যাকুল আর সদয় অপার ॥ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তবে রহি কিছুক্ষণ। বসনে আবৃত কৈল বদন আপন ॥ তবেত সম্পূর্ণ শোকে আপন অসুস্থ। কান্দিতে লাগিল উচ্চকণ্ঠে করি ন্যস্ত ॥ শ্রীরাধার নিবদ্ধ আবদ্ধ এক পদ্য ; কহিতে লাগিল তবে উঘারিয়া সদ্য ॥ ১২৭

বেণোঃ পুণ্যমতীব হন্ত যদসাবস্ত্রী চ তদ্যাধরং, গোপীনাং স্বমপি হ্রিয়ং পরিহরন্ শশ্বৎ পিবন্নর্দতি। তৃপ্ত্যা দুর্দিনিভাদমুষ্য রণিত্যন্যোহপিফুহস্ত্যমূর্যদ্বংশ্যা নগজাতয়োহপি মধুভির্বাষ্পং মদাদ্বিভ্রতি ॥ ১২৮

মুরলীর হায়, হয় মহাপুণ্য, তুলনা নাহিক তার। যেহেতু সে নিজে, নারী না হইয়া লজ্জা করি পরিহার ॥ গোপীগণ ধন, কৃষ্ণাধরামৃত, সতত করিয়া পান। গোপীগণে উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া, গর্বভরে করে গান ॥ তৃপ্তি হেতু তার, বামনের মত, রণিত মধুর স্বরে। ফুল্লতা লভিল, তটিনী নিকর, সলিল উছলি পড়ে ॥ বংশীর বংশীয়, বৃক্ষজাতি সেহ, মধু বর্ষণের ছলে ॥ আপন বংশের গৌরব বশতঃ ভাসয়ে নয়ন জলে ॥ শ্রীরাধার হৃদয়ের খেদ সাতিশয়। ধ্বনিত হয়েত এই বচনে নিশ্চয় ॥১২৯

যাচেহহং বংশদেহং নতু কুলজবধূ দেহমাপ্তে হি কৃষ্ণ
স্তৃষ্ণগভাবেন সজ্জন্ বহুরুচি বিহরেদ্দুর্লভ স্যাৎ পরত্র।
বংশীভাবে চিদংশ প্রশমনবশতাবিস্মৃতাত্মা যদি স্যাৎ,
তেন জ্ঞায়েয় সেয়ং মম বিরহহৃতাদারুতামাগতেতি ॥১৩০

যেই বংশে বংশী জনম লভিল, সেই বংশে বংশ দেহ। লাভে মোর বাঞ্ছা, কিন্তু নহি নহি; কুলবধূ বংশে এহ ॥ আদ্যে বংশদেহে, কৃষ্ণ তৃষ্ণা ভরে, হইয়া আসক্ত চিত্ত। বহুরুচিময়, নিতান্ত দুর্লভ, বিহার করয়ে নিত্য ॥ পরত্র সে কুলজাত বধূ দেহে, নিতান্ত দুর্লভ কৃষ্ণ। যুগ যুগান্তর, পার হৈঞা যায়, চিত্ত রহে সদা তৃষ্ণ ॥ বংশীদেহে যদি, জ্ঞানলোভ হেতু, এ দেহের যত স্মৃতি। বিনষ্ট হয়েত, এই অনুরাগ, এই ভাব এই প্রীতি ॥ তবে কি মাধব, বুঝিতে পারিবে, এইত মুরলীখানি। বিরহে দারুতা সম্প্রাপ্ত হইল, সে মোর হৃদয়রাণী ॥ অতঃপর রাধারাণী চিত্তে আপনার। করিতে লাগিল খেদে এহেন বিচার ॥ ১৩১

গণ্ডং চুম্বসি কুণ্ডলস্থমকরি ত্বং তস্য বংশি ! ত্বমপ্যাস্যং লেক্ষি তথাঙ্গমঙ্গমসকৃন্মালে। ত্বমালিঙ্গসি। যদ্যুক্তং তদতীতসর্ববিধিকা যুষ্মং বয়ং তু স্ফুটং হা ভত্তর্বিধিভাগ্ বিচার হতকেনাভীপ্সিতাদ্বঞ্চিতাঃ ॥ ১৩২

হরির কুণ্ডল-স্থিতা হেমকরি, চুম্বন করিছ গণ্ড। বদন লেহন করিছ হে বংশী, হইয়াও বংশদণ্ড ॥ বনমালা তুমি, হরির প্রত্যঙ্গ, করিতেছ আলিঙ্গন। তোমা সবাকার উপযুক্ত হয়, এ সৌভাগ্য অনুক্ষণ ॥ মোরা কুলবধূ, কি করিব হায়, বিধাতার দুর্বিধানে। অভিপ্সিত হৈতে বঞ্চিত হইয়া, রুদ্ধ আছি গৃহাঙ্গনে।

অহো সুমনসো মুক্তা বজ্রাণ্যপি হরেরুরঃ। ন ত্যজন্তি বয়ং তত্র কা বা স্মরবশাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

অহো পুষ্পমুক্তা; হীরক ও হরি, বক্ষো না ছাড়িতে পারে। মোরা কুলবধূ, মদনে বিবশা, কেমনে ছাড়িব তারে ॥১৩৩

চেন্নসঙ্গমপরস্য বিধত্তে; শ্যাম এব ন তু তর্হি দুনোমি।
অঙ্ক পালয়তি হা ! গত শঙ্কঃ সঙ্গিনঃ কথমিদং কলয়ানি ॥ ১৩৪

পরসঙ্গ যদি, নাহি করে শ্যাম, তপ্ত নহে মোর মন। কেমনি সহিব, নির্ভয়ে করিলে সখীগণে আলিঙ্গন ॥ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত সদা মুখরিত ॥ হইয়া হৃদয়স্পর্শী রাগে বিস্তারিত ॥ কোনও সম্ভ্রমে ব্রজবাসি জনগণে। বিঘ্ন উৎপাদন কৈল গার্হস্থ্যাচরণে ॥ যাহা হোক সেই সব কথা সবিস্তারে। কহিব পরের দিন প্রসঙ্গানুসারে ॥ এত কহি মধুকণ্ঠ বদ্ধাঞ্জলি হৈঞা। কহিতে লাগিল হর্ষে শ্লোক উচ্চারিয়া ॥ ১৩৫-৩৬

অস্য ত্বদীয়কান্তস্য রাধে ! জানাতি কোহপি ন। প্রয়াসাভ্যন্তরস্থায়িত্বন্নিমিত্তপ্রয়াসতাম্ ॥

হে রাধে তোমার, প্রিয়তম হরি, তোমার প্রাপ্তির তরে। যে প্রয়াস করে তাহা সবাকার, হয় প্রয়াসাভ্যন্তরে ॥ হেন মতে বিস্তারিত কথা সাঙ্গ হৈল। শ্রোতাগণ নিজ নিজ ভবনে চলিল ॥ ১৩৭

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু বেণুশিক্ষামিষ প্রেয়সী-ভিক্ষা নাম সপ্তদশং পূরণম্ ॥১৭

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, যাহে সুধাগর্ব হর॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

অষ্টাদশং পূরণম্ □ ইন্দ্রমখভঙ্গঃ গোবর্দ্ধন পূজনঞ্চ

অথ প্রভাতে সদসি ব্রজেশিতুর্মহাপ্রভাবেষু বিভাত পঙ্‌ক্তিষু।
আনর্চ্ছ সামোদমুদশ্রুকণ্ঠতাং, স স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কথয়াম্বভূব চ॥ ১

ব্রজ-ভূপতির, শোভিত সভাতে, প্রভাত সময়ে তবে। দেখা দিল মহা-প্রভাব বিশিষ্ট নাগরিকগণ সবে॥ বসিল সবাই, শ্রেণী বদ্ধ হৈঞা, তবেত আনন্দ ভরে। কহিতে লাগিল, স্নিগ্ধকণ্ঠ হরিকথা। অশ্রু রুদ্ধ স্বরে॥ আশ্বিন মাসের অবশেষে অতঃপর, আসিল কার্ত্তিক মাস অতি সুখ কর॥ অন্ত মাস অপেক্ষা বিশেষ গুণযুক্ত। এই মাস যজ্ঞাদির উপযুক্ত॥ ব্রজের বাহির দেশে স্থিত সর্বজন। হৈল যেন মহানন্দোৎসবে নিমগন॥ পুত্র আর প্রজাবৃন্দে লইয়া সংহতি। ভ্রমিতে লাগিল নন্দ সহোদার মতি॥ ইন্দ্র যাগ বিষয়ে বিবিধ উপায়ন। সংগ্রহে নিবিষ্ট নৃপ কৈল নিজ মন॥ স্থানাদি সংস্কার করে যেই সব জন। তাসবারে আদেশিল যথা প্রয়োজন॥ বহুলোক পরিহরি আপন আবাস। বহির্দ্দেশে তার সঙ্গে কৈল আসি বাস॥ তৎকালে কদাচিৎ সন্ধ্যার সময়। গোচারণ হৈতে আসি আপন আলয়॥ বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ আনন্দিত হৈঞা। চিত্ত মধ্যে কৌতুকের বাসনা করিয়া। আভীরগণের করি চরিত্রালোচন। সবার কৌতুক রাশি করি উৎপাদন॥ গোষ্ঠ গৃহে অন্য অন্য বিবিধ প্রসঙ্গে। সেই স্থানে বসে কৃষ্ণ কৈল রাম সঙ্গে॥ যদ্যপিহ ইন্দ্র যাগ অন্যান্য বৎসরে। অনুষ্ঠিত হৈল পূর্বে কৃষ্ণের গোচরে॥ তথাপিহ সেই সব না দেখার মত। এবে চিত্তে প্রৌঢ়ভাব প্রকাশ বশতঃ॥ ইন্দ্র প্রতি হৈঞা সাতিশয় ক্রুদ্ধ মতি। করিয়া প্রণয় কোপ পিত্রাদির প্রতি॥ অজানার মত যেন জানিবার তরে। চিন্তিতে লাগিল কৃষ্ণ আপন অন্তরে॥ তুচ্ছগণ্য গোপালনকারী গোপগণ। গর্বভরে কহে হেন সহস্র নয়ন॥ অখিলের লোক পাল যত দেবগণ। তাসবারে আমি সদা করিয়ে পালন॥ দক্ষ প্রভৃতি মোর প্রজাপতির গণ। নৃপগণ মন্বন্তরে যে করে পালন॥ পদ্ম যোনি আর ঋষি নন্দন প্রধান। মুনিগণ আর যত আছে যজমান॥ সবে মোর আজ্ঞাবহ হৈঞা চির তরে। বিরাজিত আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥ তথাপিহ মোর পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি। অতিরিক্ত ভক্তি করে পুরন্দর প্রতি॥ এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ চিত্তে আপনার। গৌরব সৌষ্ঠব করি সুস্পষ্ট প্রচার॥ অন্তরে কষ্টের ছবি করিয়া বহন। জিজ্ঞাসিল পিতারে করিয়া সম্বোধন॥২-৬

কথ্যতাং বঃ পিতঃ। কোঽয়ং সম্ভ্রমঃ সমুপাগতঃ।
যজ্ঞার্থো যদি দেবঃ কঃ প্রমাণং কিং ফলঞ্চ কিম্॥৭

কহ পিতঃ এই, সম্ভ্রম জন্মিল, কেন তোমা সবাকার। যজ্ঞ যদি হয়, তবে কেবা দেব, কি প্রমাণ ফল তার॥ ব্রজেশ্বর কিন্তু নিজ জ্ঞান পুরঃসর। প্রশ্নবিষয়ক চিন্তা করি

সদুত্তর॥ তনয়ের অভিপ্রায় অবগত হৈঞা। বসিয়া রহিল তথা কিছু না কহিয়া॥ বাল্যোচিত শৈশবের ভাব তবে ধরি। সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা কৈল হরি॥৮

যথা বিধাতুং ভবতাং তথা শ্রোতুং চ নঃ স্পৃহা। উভয়েষাং যতস্তত্র বিশেষাশ্রয়তা স্থিতিঃ॥

বিধান করিতে, উদ্যোগী হইলা যে কার্যের তরে এবে। সে কার্যের কথা, শুনিতে এ মোর আগ্রহী হইনু সবে॥ তুমি আমি এই, উভয়ের মধ্যে, তুমি সব কার্য্যাশ্রয়। শ্রবণ বিষয়ে বিশেষ আশ্রয় স্থিতি মোসবার হয়॥ প্রকাশ্যে তবেত মোরা কি কহিতে পারি। কার্য হেরি অনুমানে ঘটনা বিচারি॥ ওই যে গোবৎস আছে বসিয়া নিভৃতে। ইন্দ্রযাগ বিষয়ে সে কি পারে কহিতে॥ পিতৃ পাদ নন্দ যদি হেন চিন্তা কৈল। কৃষ্ণ তবে ব্যক্ত করি কহিতে লাগিল॥ ওহে তাত তুমি সব সর্বত্র নিপুণ। বৈজ্ঞানিক চিত্তে ধরিয়াছ সর্বগুণ॥ মোরা সবে পুত্র মাত্র তোমা সবাকার। গোচারণ কার্যমাত্র নহে মোসবার॥ জ্ঞান নীতি ধর্মনীতি কিঞ্চিত কিঞ্চিত। অধিগত হৈল মোসবার সুনিশ্চিত॥ কহিয়া এহেন কথা সুমধুর স্বরে। কহিতে লাগিল পুনঃ পিতার গোচরে॥ ৯-১১

সর্বক্ষেত্রপ্রাজ্ঞ একঃ পরাত্মা, তস্মিন্ জীবাঃ সন্তি নৈবাতিভিন্নাঃ।
এতদ্বিজ্ঞাঃ সাধবো বিদ্বদিজ্যা স্তস্মাদেষাং গোপনং নৈব যুক্তম্॥ ১২

সর্বক্ষেত্র মাঝে, এক জ্ঞানবান, পরমাত্মা বিদ্যমান। সেইত আত্মাতে, জীবগণ সবে, করে নিত্য অবস্থান॥ চিদংশ সম্ভূত, এই জীবগণ, আত্মা হৈতে ভিন্ন নয়। এই তত্ত্ব জানে, যেই সাধু বিজ্ঞ-সমাজে সে পূজ্য হয়॥ অতএব এই, পরতত্ত্ব কভু, গোপনের যোগ্য নহে। এইত সিদ্ধান্ত, সর্ব সাধু শাস্ত্রে, ফুকারিয়া সদা কহে॥

যোগিনাং মতমেতচ্চেন্নীতিরপ্যবধার্যতাম্। উদাসীনোঽরিবর্জ্জ্যঃ সুহৃদাত্মৈব সম্মতঃ॥১৩

যদ্যপিহ এই নীতি যোগী গণে, আশ্রয়ের যোগ্য হয়। তথাপিহ কহি, করহ শ্রবণ, ইথে হয় শুভোদয়॥ বৈরির মতন করিবে বর্জন, সদা উদাসীন জনে। আত্মা মাত্র বন্ধু, ইহা ভিন্ন নিজ, কেহ নাহি সবে ভণে॥

যদ্যেষ পন্থা ধর্মস্য সোঽপি নাস্ত্যবিচারতঃ। তত্র যদ্বিদুষঃ সিদ্ধিৰ্নবেন্নাবিদুষঃ কচিৎ॥১৪

যদ্যপিহ কহ, এই ইন্দ্র যাগ কুল ধর্ম মোসবার। ধর্ম পথ এহ, কিন্তু সেহ গ্রাহ্য, নহে না কৈলে বিচার॥ এইত বিষয়ে, সিদ্ধিলাভ করে মাত্র পণ্ডিতের গণ। অনভিজ্ঞজন, সিদ্ধিলাভ অত্র, নাহি করে কদাচন॥

ধর্মো বৈদিক এবেষ্টো লৌকিকঃ ক্বাপি দৃশ্যতে। ভবদ্ভিঃ কস্তয়োরেষ বিশেষজ্ঞেন সম্মতঃ॥১৫

একমাত্র ইষ্ট, বৈদিক যে ধর্ম, লৌকিকও কভু হয়। তুমি সব যাহা, নির্দিষ্ট করিলা তারে কোন ধর্ম কয়॥ হেন মতে নিজ তনয়ের ইন্দ্র প্রতি। গর্বচূর্ণ করিবার প্রচেষ্টা মহতী॥ তদুচিত চিত্তে ধৃত জ্ঞান সাতিশয়। বিচারিয়া নন্দভূপ, আপন হৃদয়॥ এইত অপূর্ব ভাবে স্বপক্ষীয়গণ। আদৃত হইবে হেন চিন্তিয়া তখন॥ কহিতে লাগিল নিজ তনয়ের প্রতি। বৎস তুমি অবধান করহ সম্প্রতি॥১৬

ধর্মোঽয়ং লৌকিকস্তাত যদ্যপি স্যাত্তথাপ্যসৌ। যুক্তস্তাদপি চাম্নায়াদাম্নায়জ ইবেষ্যতে॥১৭

যদ্যপিহ এই, ইন্দ্র যাগ ধর্ম, লৌকিক বলিয়া জানি। সম্প্রদায় ক্রমে, প্রাপ্ত তেই ইথে বৈদিক বলিয়া মানি ॥

য ইন্দ্রো দেবতাত্র স্যাৎপর্জন্যঃ স তু সর্ববিৎ। তস্যার্চনং কুলাম্নাতমস্মাকং কেতনং মতম্ ॥১৮

ইন্দ্র যেবা হয়, সে অত্র দেবতা. সর্বজ্ঞাতা সে পর্জন্য। কুলপ্রথা প্রাপ্ত, তদর্চন হয়, এ গোপ জাতির চিহ্ন ॥ এই কর্ম হয় কর্ম প্রধানে গণন। শুনিয়া পিতার মুখে এতেক বচন ॥ তাসবে লাঘব করিবার বাসনায়। কর্ম কাণ্ডে পণ্ডিতাভিমানীর কথায় ॥ বিশেষ দেবতাবাদ করিয়া খণ্ডন। কহিতে লাগিল তাত করহ শ্রবণ ॥১৯

স্বতঃ কর্মবশাদেবাদাতুং কর্মানুসারিণঃ। ঈদৃশশ্চেদস্তি কর্মানুগাম্যসৌকা নু দেবতা ॥২০

দেবতা সেহত, কর্মের অধীন, ফল নিতে দিনে নারে। ঈশ্বর আপনি, ফলদান করে, জীবে কর্ম অনুসারে ॥ কর্মানুগ ফল, ঈদৃশ যদ্যপি হয়েত তবেত আর। কেবা সে দেবতা, কর্মানুগ মাত্র, কিবা প্রয়োজন তার ॥

সর্বং তত্তস্মিনিহুতং পরতন্ত্রে যদর্পণম্। গার্হপত্যে হুতং তত্তু যদাতাত্মীয়পোষণম্ ॥২১

পরতন্ত্রে যাহা, সমর্পিত হয়, সেই সব সুনিশ্চয়। বহ্নিতে নহেত, ভস্ম স্তূপে মাত্র, আহুতি প্রদান হয় ॥ আত্মা আর নিজ, আত্মীয় পোষণ, এহো কিন্তু যজ্ঞ নয়। গৃহীর রন্ধন, গৃহে সংরক্ষিত বহ্নিতে আহুতি হয় ॥

তস্মাদাভীর বৈশ্যত্বাদস্যাসেবা তু নঃ কৃতিঃ। দেবতা যদি মন্যেত মস্তব্যাসা তদাশ্রয়া ॥২২

অতএব বৈশ্য জাতি স্থিতি হেতু, আভীর এ মোসবার। গোসেবা হয়েত, জাতিগত ধর্ম, করণীয় কার্য আর ॥ দেবতা যদ্যপি, মানিবারে হয়, তবে গোগণের আর। এই গো সেবার, আশ্রয় যে হয়, সে দেবতা মোসবার ॥ ইন্দ্র সেই পর্জন্য নামেতে খ্যাত হয়। অতএব সেহ হয় গোসেবা আশ্রয় ॥ এতেক আশঙ্কা করি শ্রীকৃষ্ণ তখন। সাংখ্য মতে কৈল দেব বাদ নিরসন ॥২২

রজোভূর্যবসাত্তর্যস্তস্মান্নেন্দ্রো গবাশ্রয়ঃ। কিন্তু গোবর্দ্ধনাখ্যো নঃ ক্ষৌণীভৃদ্ যঃ স এব সঃ ॥

রজে সমুৎপন্ন, তৃণাদি ভোজনে, জীয়ে যত ধেনুগণ। তেই গোগণের, আশ্রয় স্বরূপ, ইন্দ্র নহে কদাচন ॥ কিন্তু মোসবার, গোবর্দ্ধন নামে, যেইত পর্বত আছে। গোগণের সেহ হয়েত আশ্রয়, চিরন্তন ব্রজমাঝে ॥২৪

নিজাজীব্যতস্মা গাবঃ কুলগত্যাচ ভূসুরাঃ। আশ্রয়ত্বেসমক্ষত্বং যাস্ত্যেতে ন দিবৌকসঃ ॥২৫

ধেনুগণ হয়, জীবন স্বরূপ, গোপ জাতি মোসবার। বিপ্রগণ গোপগণহিতকারী, কুল প্রথা অনুসার ॥ ধেনু আর বিপ্র; এই দোহে যদি. শ্রদ্ধাতে পূজিত হয়। ইন্দ্র দূরে রহু, প্রত্যক্ষ হয়েত, তবে দেব সমুদয় ॥ বিতণ্ডা পণ্ডিত মত লৈঞা অতঃপর। খণ্ডন করিল কৃষ্ণ তবে অতঃপর ॥২৬

আপ্ত বাগনুমানঞ্চ প্রত্যক্ষাদেব গম্যতে। তস্মাৎ প্রত্যক্ষমেব স্যাৎ প্রমাণং সর্বমর্দকম্ ॥২৭

প্রত্যক্ষ হইতে, আপ্তবাক্য আর, অনুমান জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তেই সর্ববাদ-বিমর্দক সুনিশ্চয় ॥

তস্মাদ্গবাং ব্রহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মহঃ ঐন্দ্রৈর্নির্মীয়তাং সেয়ং ত্রিকর্মী হবিষাং কুলৈঃ ॥

প্রত্যক্ষে যখন পরিদৃষ্ট হয়, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন। গোধন গণের, পরম আশ্রয়, মোসবার প্রাণধন ॥ অতএব ধেনু, বিপ্র আর গিরি-রাজের উৎসব এবে। আরম্ভ হউক, বৃন্দাবন ধামে, জয় জয় উচ্চরবে ॥ ইন্দ্র যাগতরে, ভাণ্ডারে সঞ্চিত, সুপ্রচুর ঘৃত দ্বারে। ধেনু বিপ্র গিরি, এ তিনের পূজা হউক মঙ্গলাচারে ॥২৮

হোমো যথি বিধাতব্যো বহ্নিমুদ্দিশ্য হূয়তাম্। আশ্রয়ঃ সহি সর্বেষাং প্রত্যক্ষশ্চানুভূয়তে ॥

উৎসবের শোভা, সাধনার্থ যদি, হোম করিবারে হয়। তবেত বহ্নিতে, হউক আহুতি সম্প্রদান সে সময় ॥ নিখিল লোকের, আশ্রয় স্বরূপ, বেদপ্রোক্ত হোম হয়। প্রত্যক্ষানুভূত হয় এই হোম, পরম মঙ্গলময় ॥ ২৯

অথ বিপ্রাঃ প্রীণনীয়া দত্বা ধেনুঃ সদক্ষিণাঃ। স্বভাব এব ভবতাং বিধি কিঙ্করতা নহি ॥৩০

সদক্ষিণা ধেনু দানে বিপ্রগণে, তোষিবে পরমাগ্রহে। তোমা সবাকার, স্বভাব এ হোত, বিধি কিঙ্করতা নহে ॥

অন্নং দত্বা ব্রাহ্মণাদি শ্বপাকান্তেভ্যঃ শ্বভ্যোপ্যত্র গোভ্যস্তৃণানি।
ক্ষৌণীভর্ত্রে দীয়তামন্নকূটো, যস্মাদেষোহ প্যন্ন কূটাভিধঃ স্যাৎ ॥৩১

ব্রাহ্মণ হইতে, চণ্ডাল অবধি; উচ্চ নীচ সর্বজনে। সমাগত হৈলে; কুক্কুরেও অন্ন, দিবে শ্রদ্ধা যুক্ত মনে ॥ গাভীগণে তৃণ করিয়া প্রদান, অন্নকূট গিরিবরে। উৎসর্গ করতঃ মহা মহোৎসব, করিবে আনন্দ ভরে ॥ যেহেতু হইবে, এ উৎসবারম্ভ প্রচুরান্ন বিতরণে। তেই অন্নকূট, নামে সুবিখ্যাত, হইবে এ ত্রিভুবনে ॥ হেন মতে চণ্ডাল কুক্কুরাদি সবে। অন্নদিবে কিন্তু পুরন্দরে নাহি দিবে ॥ হেন অভিপ্রায়ে সবে করি নিরুত্তর। গিরি পূজনেতে করি সবারে তৎপর ॥ পূজনের বিধি বিস্তার করিয়া। কহিতে লাগিল মহা আনন্দিত হৈঞা ॥৩২

ভুক্ত্বাবস্ত্রালেপ বেশান্ গৃহীত্বা, বিপ্রং বহ্নিংগাং পরিক্রমতাদ্রিম্।
নাত্রাপ্যঙ্ঘ্রি ক্রামিতাকশ্যবত্বং, স্বচ্ছন্দ স্বাদ্ যানমপ্যত্র দিষ্টম্ ॥৩৩

ভোজনান্তে বস্ত্র, ভোজনানুলেপ, ধারণ করিয়া অঙ্গে। গোব্রাহ্মণ বহ্নি, গিরি পরিক্রমা, করহ পরম রঙ্গে ॥ পদে পরিক্রমা, করিতে বিশেষ, নিয়ম নাহিক ইথে। আদিষ্ট রহিল, চলিবারে পার, পদে কিংবা যানাদিতে ॥

যে বা ক্রতুভুজোপ্যত্র জনাস্তে সম্ব্যর্জনাবিহ। সুপর্বাণঃ সুমনসো নির্জরাশ্চ সুরাবিব ॥৩৪

এই অন্নকূট, মহোৎসবে গিরি রাজের প্রসাদ যেবা। চিন্ময় জানিয়া, কণিকা মাত্রও, সানন্দে করিবে সেবা ॥ এই ব্রজে জন্ম, লাভ করি ভবে, সেই ভাগ্যবান সবে। দেবতার মত, সুপর্ব সুমন, নির্জরাঙ্গে বিহরিবে ॥

আঢ্যঙ্করণী সভগঙ্করণী তদ্বৎপ্রিয়ঙ্করণী। শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা নাম্নী বিদ্যা পরিস্ফুরতি ॥৩৫

ধনাঢ্য করয়ে, সৌভাগ্য বিতরে, ঈশ্বরের প্রিয়করে। শ্রীল গোবর্দ্ধন পূজা নামে বিদ্যা, শোভা পায় ধরাপরে ॥

গোবর্দ্ধনগিরি যজ্ঞাবজ্ঞা তু গোত্রভিৎ পূজা। অন্ধঙ্করণী পলিতঙ্করণী নগ্নঙ্করণ্যপি চ ॥৩৬

গিরি গোবর্দ্ধন-পূজাযজ্ঞে যেবা, অবজ্ঞা প্রকাশ করে। অন্ধ আর জরাগ্রস্ত হৈঞা

সেহ দারিদ্রে ডুবিয়া মরে ॥ এত কহি অগ্রজের মুখ নিরখিয়া। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ পুনশ্চ হাসিয়া ॥৩৭

ইত্যেতস্মে বালভাবেন বুদ্ধং গো-বিপ্রাদি প্রেপ্সিতং মদ্ধিতেঞ্চ।
যুষ্মভ্যং চেদ্রোচতে তর্হি শীঘ্রং, কার্যং বিঘ্নঃ স্যাদ্বিভিন্ন প্রবেশে ॥৩৮

গো-ব্রাহ্মণ আর গিরি গোবর্দ্ধন, মোর প্রিয় সাতিশয়। এই তিন সদা মোর হিত কার্যে, অতীব নিযুক্ত রয় ॥ বালক বুদ্ধিতে, কহিছু এ সব, যদি তোমা সবাকার। রুচি হয় তবে, করহ একার্য, শীঘ্র হৈঞা নির্বিকার ॥ ইন্দ্র যাগ রূপ, ভিন্ন কার্যে যদি, প্রবেশ করহ সবে। নিশ্চয় জানিহ, বিঘ্ন উপজিবে, সেই কার্য কালে তবে ॥

সর্বং যন্মানসং বাচিকং বা, যুষ্মাদৃগ্‌ভি সাধ্যতে কায়িকং বা।
নিত্যং তত্তদৃশ্যতে মন্নিমিত্তং তস্মাদেতন্মদ্ধিতত্বা বিধেয়ম্ ॥৩৯

মানস বাচিক, অথবা কায়িক, যেই কার্য সমুদয়। তোমাসবাকার, নিত্য ক্রিয়ারূপে নিরন্তর কৃত হয় ॥ দৃষ্ট হয় সেই, সব কর্ম কৃত, হয় মাত্র মোর তরে। তেই কহি ধেনু, প্রভৃতি পূজহ, মোর হিতে শ্রদ্ধাভরে ॥৪০

অনুন্মত্তঃ স্বতঃ সর্বং বেত্তিস্বীয়ং হিতং পিতঃ।
নোচেদ্বেত্তি নচ ব্রূতে ব্রূতে চেদ্বেত্তিনিশ্চিতম্ ॥

সুধী ব্যক্তি স্বতঃ, আপনারবহিত, বিষয় সকলি জানে। যদি বা না জানে, কাহারেও তাহা, নাহি কহে অনুমানে ॥ যদি কহে তবে, জানিহ হে তাত, জানে সেহ সুনিশ্চয়। না জানিলে কোন কথা বিজ্ঞজন কদাপিহ নাহি কয় ॥ কৃষ্ণ প্রোক্ত এইত বচন সমুদয়। হইলেও বিরোধোক্তি যুক্ত সাতিশয় ॥ ক্লেশ শূন্য ভাবে তবে করিয়া শ্রবণ। বিশেষতঃ কৃষ্ণ মুখ করি নিরীক্ষণ ॥ মহোৎসবাগত নিজ জাতি গোপগণ। অন্য জাতি আর যত ব্রাহ্মণ সুজন। প্রামাণিক বলিয়া সে কৃষ্ণের বচন। এক বাক্যে নির্ণীত করিল সর্বজন ॥ ৪১

প্রেষ্ঠঃ কিঞ্চিদ্ যদব্রবীতি প্রতীতিং, সর্বেষাং তদযাতি নূনং রুচিঞ্চ।
তচ্চেদর্থ্যপ্যাহিতং তর্হি কিম্বা, বাচ্যংতস্মাত্ত্বেপ্যমন্যস্ত তদ্ধি ॥৪২

প্রিয়তম জন, সৎ বা অসৎ, যাহা কিছু বাক্য কয়। সবাকার প্রীতি, রুচি উৎপাদন নিশ্চয় তাহাতে হয় ॥ কিন্তু সেই বাক্য, যদ্যপি সুযোগ্য সামান্যও হয় তবে। কিবা আর কথা, সমাদর করি, গ্রহণ করয়ে সবে ॥ অতএব সেই, নন্দাদি প্রবৃদ্ধ গোপগণ সুনিশ্চয়। কৃষ্ণের বচন গ্রহণ করিল, পরিহরি ইন্দ্রভয় ॥ এত কহি মধুকণ্ঠ আপনার মনে। বিচারে প্রবৃত্ত তবে হৈল সেইক্ষণে ॥ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ এই নিরীশ্বর বাদে। অতিক্রম করি বেদ শাস্ত্র নির্বিবাদে ॥ বক্র ভাবে ইন্দ্র প্রতি কৌতুক বচনে। ভৎর্সনা করিয়া সংস্থাপিল সেই ক্ষণে ॥ কিংবা যদি প্রবৃত্তির বিরোধী উপায়। উদ্ভাবন করি সেই বাদ পুনরায় ॥ সংস্থাপন না করিল তবে কৃষ্ণ প্রতি। অতীব বিচিত্র মৈত্রী ভাবময় প্রীতি ॥ পোষণ করয়ে যেই ব্রজ ভূপগণ। যা সবার বেদে আছে বিশ্বাস মহান ॥ সেই বিশ্বাসে পুরুষার্থের তাৎপর্য। জ্ঞানে যা সবার চিত্ত আছে নিত্য

ধার্য্য ॥ এই নিরীশ্বর বাদ তাসবার প্রতি। নিশ্চয় প্রযুক্ত নাহি হয় এক রতি ॥ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে যাহারা পোষণ। গুরু পদবাচ্য সেই সব বিজ্ঞজন ॥ তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের ভাব সর্বোপরি। সুপ্রচুর ভাবে চিত্তে পরামর্শ করি ॥ করিল ঈশ্বর জ্ঞান দৃঢ় নিরূপণ। অতএব ভাগবতে আছয়ে বচন ॥৪৩

অহোভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাম্। যস্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন পরানন্দ, কৃষ্ণ মিত্র যা সবার। অহোভাগ্য, অহোভাগ্য সে নন্দাদি, ব্রজবাসী সবাকার ॥ তবেত ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিবার। সেইত কৌতুক কৃষ্ণ করিল বিস্তার ॥ সেহ পরমার্থ ভাবে পর্যবসিত হৈল। ভগবৎ লীলা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব লভিল ॥ ব্রজ ভূপতির বংশ জাত মনোহর। অহো এই সেই পরিপূর্ণ সুধাকর ॥ মহা সুখপ্রদ গোবর্দ্ধন পূজা তরে। স্বভাব ধারণ কৈল তবে প্রেমভরে ॥ এত কহি মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠে কয়। অতঃপর কহ তুমি তবে কিবা হয় ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ হৈঞা অতি আনন্দে মগন। কহিতে লাগিল তবে শুন সর্বজন ॥ তবে দীপাবলী নামে খ্যাত চরাচরে। অমাবস্যা তিথি যোগে পবিত্র বাসরে ॥ দীপাবলী উপহার রূপে প্রাপ্ত তবে। কৌতুক স্বরূপে আভীরের গণ সবে ॥ প্রতি পদে করি ইন্দ্র পূজা বিসর্জন। গোবর্দ্ধন পূজার করিল আয়োজন ॥ শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর যথা আদেশিল। নন্দাদি মহাত্মাগণ তথা কার্য কৈল ॥ প্রধান অনুকল্পাদির কল্পনার তরে। মনোহর চন্দ্রাতপ পতাকাদি দ্বারে ॥ সর্বসুখ সম্বর্দ্ধন গিরি গোবর্দ্ধন। তার শৃঙ্গগণে কৈল সজ্জিত তখন ॥ সযত্নে সাধিত সদ্‌গন্ধ মনোহর। পাদ্যার্ঘ্য প্রভৃতি দ্রব্য দানে অতঃপর ॥ গিরিরাজে সাতিশয় সম্মানিত কৈল। কলসী কলসী ঘৃত ঢালিতে লাগিল ॥ পর্বতের চারিদিক হৈতে অতঃপর। বহিতে লাগিল বহু ঘৃতের নির্ঝর ॥ গৈরিকাদি ধাতুরাগ ব্যঞ্জক বিস্তর। নানা বর্ণ শাক ব্যঞ্জনাদি মনোহর। স্তূপাকৃতি রূপে তত্র শোভিতে লাগিল। দুগ্ধ নদীদ্বারে গিরি দুর্গম হইল ॥ দধিতে সৃজিত হৈল তড়াগ অপার। দেখিয়া অন্নের স্তূপ লাগে চমৎকার ॥ হেন মতে অন্ন সাজাইয়া কূটাকারে। উপহার প্রদান হইল গিরিবরে ॥ যে সব অন্নের পূর্বে আপূপিক আর। শাস্কুলিক আদি আছে নামের প্রচার ॥ কুট নামে যারে সেই সেই সব স্থান। চিরকাল কীর্তিত হৈঞা আছে বিদ্যমান ॥ সেই অন্নকুট যজ্ঞে লোক কোলাহলে। ঢাক ঢোল নানাবিধ বাদ্যের মিশালে ॥ যেইত অপূর্ব অপূর্ব ধ্বনি উঠিতে লাগিল। তাহে সর্ব ত্রিদিবও ব্যাপৃত হইল ॥

নানাবাদ্যং লোককোলাহলাঢ্যং স্বর্গং বাঢ়ং ব্যানশে তত্র সত্রে।
যত্তদ্দেবস্যাপতেরাশ্বিনেয়ৌ নির্ণিন্যাতে কর্ণশূলে নিদানম্ ॥৪৪-৪৭

বাজে নানাবাদ্য, মৃদঙ্গ মন্দিরা, জগ ঝম্প ঢাক ঢোল। গ্রাম্য লোকসব, করে নৃত্য গীত, উঠে মহা গণ্ডগোল ॥ সেই কোলাহল, গগন ভেদিয়া, ত্রিদিব আবৃত কৈল। অকস্মাৎ দেব-রাজ বাসবের, কর্ণ শূল উপজিল ॥ চিকিৎসার্থে আসি, তবে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনী কুমারদ্বয়। নির্ণয় করিল, সত্রে কোলাহল, এ রোগে নিদান হয় ॥

স্থূলৈষ্বত্রৈষন্নকূটেষ্বনলুঃ কৃষ্ণাকারঃ কশ্চিদাবির্বভূব।
অস্মীয়ত্বং কেবলং ভেদবুদ্ধের্যস্মাৎ কৃষ্ণে কারণত্বং জগাম ॥৫০

অন্নকূট দ্রব্য, গিরি রাজ প্রতি, হৈল যবে নিবেদিত। কৃষ্ণাকার কোন, পুরুষ মহান, হৈল সেথা আবির্ভূত। কৃষ্ণ সহ তার, বরণে গঠনে একই সরূপ মাত্র। কৃষ্ণ স্বসকার, সেইত আগত, পুরুষ সুদীর্ঘ গাত্র॥ এইত কারণে, সবাকার চিত্তে, ভেদ বুদ্ধি উপজিল। অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ আর গোবর্দ্ধন, এই তত্ত্ব না বুঝিল॥ সেই গোবর্দ্ধন শিলা বর্দ্ধিত হইয়া। দেখা দিল দীর্ঘাকৃতি বিগ্রহ ধরিয়া॥ প্রথম দর্শনে এই অভিজ্ঞের গণ। অনুভব করি কৈল সোৎপ্রেক্ষা বর্ণন॥৫১

পীতশ্যামা কিং প্রভা কিং তড়িত্বান্, কিংবা ধাতু দ্যোতি ভূভৃদ্বিভাতি।
স্বষ্ঠুত্তিষ্ঠন্ কিং স্বিদেতত্বাকীজিমূর্ত্তিব্যূহঃ স্ফূর্ত্তিমত্রাতনোতি ॥৫২

দেখিয়া সেইত, সুদীর্ঘ পুরুষে, লোকে বলাবলি করে। পীত শ্যাম দ্যুতি, এ কোন পুরুষ, শোভে গোবর্দ্ধনোপরে॥ বিজুরি জড়িত, জলদ কিবা এ, শোভয়ে অম্বর তলে। কিংবা হরিদ্বণ ধাতুময় গিরি, দেখা দিল ভূমণ্ডলে॥ গোবর্দ্ধন হয়, নিজ মূর্ত্তিভেদ, এতত্ত্ব প্রকট করি। বিহরে কি শ্যাম জলদ সুন্দর, পীতাম্বরধারী হরি॥

কায় প্রায়তভাজিতাঞ্জন গিরির্বস্ত্রাণি সন্ধ্যাভ্রজি-দ্বিস্তার দ্যুতিমস্তি বেষমণয়ঃ সূর্যাদিজেতৃ প্রভাঃ। উত্তংসা বরপুষ্পভার বলবচ্ছায়া সহস্রাণ্যহো, যস্য স্মাধরদেব এব কুরুতে নেত্রাণি চিত্রাণি নঃ॥৫৩

যেই পুরুষের, আয়ত বিগ্রহে, অঞ্জনাদ্রি শোভা হরে। বসন সমূহ, সায়াহ্ন মেঘের, রক্তিমাভা জয় করে॥ দ্যুতি বিস্তারিয়া, সূর্যাদির প্রভা, জিনে বেশমণি গণ। শ্রেষ্ঠ পুষ্পময়, সহস্রেক শাখা, যার শিরো বিভূষণ॥ এই সেই গিরি-রাজ গোবর্দ্ধন, দেখা দিয়া মূর্ত্তি ধরি। মোসবার নেত্র, বিস্ময়ে নিমগ্ন, কৈল দেব কৃপা করি॥ সেইত বিগ্রহ নিরখিয়া অতঃপর। চতুরাননের যেবা চাতুর্যাদি হর॥ সুমধুর কৃষ্ণ নামে বিদিত যে জন। সেই নন্দ সূত হৈঞা আনন্দে মগন॥ সবিনয়ে কহে শুন ওহে ভগবান। কে বট আপনি তাহা কহ সন্নিধান॥ এতেক শ্রবণে আবির্ভূত দেব তবে। মেঘ ভ্রান্তি বিস্তারি ঘর্ঘর মহারবে॥ খণ্ডন করিয়া মেঘ ভ্রান্তি অতঃপর। বজ্র নির্ঘোষসম কহে প্রত্যুত্তর॥ হে উৎসব পূর্ণকারি হে শক্র দমন। আমি হই এইত পর্বত গোবর্দ্ধন॥ এইত সংবাদ তবে করিয়া শ্রবণ॥ দেব শত্রু কংস পক্ষ অসুরের গণ॥ কম্পিত হইল আর তার বিপরীত॥ সুবলাদি মিত্র হৈল মহা হরষিত॥ তবে কৃষ্ণ আপনার ভুজ প্রসারিয়া। গোপগণে কোলাহলে নিবৃত্ত করিয়া॥ উচ্চকণ্ঠে কহে এই মূর্ত্তি সুনিশ্চয়। মোসবার নিত্য বন্দনের যোগ্য হয়॥ কৃপায় ব্যগ্রতা হেতু যে মহা বিগ্রহ। সর্ব বিস্তারিত রূপে প্রকাশের তরে। প্রত্যয়োৎপাদন কৈল সবার গোচরে॥ এই হেতু বন্দনীয় হয় সবাকার। উচ্চ কণ্ঠে কৃষ্ণ হেন করিল প্রচার॥ এত কহি জ্যেষ্ঠ সহ মৃদু হাস্য ভরে। প্রণাম করিল কৃষ্ণ সেই দেববরে॥ এতেক হেরিয়া সবিস্ময়ে সর্বজন। পর্বতস্থ রূপে কৈল সানন্দে বন্দন॥ শ্রদ্ধাভরে বদ্ধাঞ্জলী হৈঞা গোপগণ। শ্রেণী বদ্ধভাবে দাণ্ডাইল

সেইক্ষণ॥ তবে সর্ব সুখবৃদ্ধিকারী গোবর্দ্ধন। কহিতে লাগিল পুনঃ মধুর বচন॥৫৪-৫৬

মাস্মদেব বদস্মাকং ভেদং যুষ্মাস্বিচক্ষ্মহে। অপশ্যত ভবদ্দত্ত্যং প্রত্যক্ষং ভুঞ্জ্মহে বয়ম্ ॥৫৭

অস্মদেব যথা, তোমা সবাকার প্রতি ভেদবুদ্ধি করে। সেই ভেদ বুদ্ধি মোসবার চিত্তে, নাহি জন্মে ক্ষণ তরে॥ ব্রজবাসীগণ, পারিষদ আর, অংশ হয় মোসবার। অতএব ভেদবুদ্ধি অত্র নাহি, সবে নিজ পরিবার॥ সাক্ষাতে আসিয়া, না করে ভোজন স্বর্গের দেবতাগণ। দেখহ ভোজন, করিয়ে প্রত্যক্ষ যাহা কৈল নিবেদন॥

অম্নাস্থাঢ়ক কোটিতণ্ডুল কৃতান্ত্যাদায় তদ্ব্যঞ্জনা স্তূপেষ প্রতিকূটমেককবলপ্রাগ্রাস্নমাদত্তথা। মধ্যং মধ্যমন্থপ্রকৃষ্যত্তু যথা নীরং পিবন্ পত্বনান্, কুণ্ডাল্যান্ত সরাংসি কিঞ্চ সরিতো নিন্যে ক্ষয়ং সর্বতঃ ॥৫৮

কোটি আড়কের, প্রমাণ তণ্ডুলে, অন্ন যাহা পক্ক হৈল। উপযুক্ত তার, ব্যঞ্জনাদি যাহা, চৌদিকে সজ্জিত কৈল॥ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি, গিরি গোবর্দ্ধন, সে সব লইয়া করে। সেবন করিতে, লাগিল প্রত্যক্ষে, পরম আগ্রহ ভরে॥ প্রতি শৃঙ্গে করি, গ্রাসৈক স্থাপন, অন্ন খায় অবিরত। মধ্যে মধ্যে বারি পানে শুখাইল, সরিৎসরঃ কুণ্ড যত।

যদা গ্রাসায় স কর প্রসারয়তি চাগ্রহ। তদা সর্বে দ্রবন্তি স্ম সর্বতশ্চটকা ইব ॥ ৫৯

খাদ্য হেরি ধাঞা, আইসে যেমতি, চটক পক্ষীরগণ। গ্রাসতরে কর প্রসারিলে সেহ, আইসে খাদ্য অনর্গল॥

মধ্যেকৃত্য ব্যঞ্জনান্যন্নকূটং, গ্রাসং গ্রাসং পাণিনা দক্ষিণেন।
তর্জন্যাসাবুদ্দিশন্ বাময়া তং, শক্রং লোলং প্রাস্তগত্যা জহাস ॥৬০

ব্যঞ্জনাদি করি, মধ্যে সংস্থাপিত, অন্ন স্তূপ স্বগোচরে। গ্রাস গ্রাস যবে, করয়ে ভোজন, লইয়া দক্ষিণ করে॥ বাম হস্তে তবে, তর্জনীর অগ্র-ভাগ করি আন্দোলন। পুরন্দর প্রতি, উপহাস কৈল, গিরি রাজ প্রকটন॥

দোষ্ণ স্তস্যাশ্বতি পরিমিতি গ্রাস হতোঃ প্রসারে চাকুঞ্চে চ স্থগিত হরিতঃ প্রাস্ততত্তদ গতীনাম্। অক্ষামাসীদ্‌ব্রজকুলভুবাং চিত্রবৃন্দেঽপি চিত্রং, যৎ কাপ্যেকং ন কিল গণিতং সিকৃথমেকং স্থিতং ন॥

বহু পরিমাণে, অন্ন গ্রাসহেতু, গিরির দক্ষিণ কর। সেইত সময়ে, হইতে আছিল, আন্দোলিত নিরন্তর॥ আকুঞ্চন আর, প্রসারণে তার, দিগ্ মণ্ডল অচিরাতে। স্থগিত হইল, অম্বর আবৃত, হৈল তার ছায়াপাতে॥ ভোজন করিল, গিরিরাজ সর্ব, অন্নকূট ত্বরা করি। একমুষ্টি অন্ন, সেহত পড়িয়া, না রহিল ধরাপরি॥ বিচিত্র এইত, দৃশ্য নেহারিয়া, যত ব্রজললনার। চক্ষু হৈল স্থির, চিত্রের মতন, স্পন্দন নাহিক তার॥

অতরীতৃণ্যত গ্রাসান্ ভূভৃদ্ভূভৃদ্ যথা যথা। অচলীক্রু প্যুত্তাপ্যুচ্চৈর্মাংসলায় তথা তথা ॥৬২

গিরিরাজ পুনঃ, পুনঃ অন্নগ্রাস, যে যেভাবে কৈল। সে সেভাবে তার, দৈহিকায়তন, পরিপুষ্ট প্রাপ্ত হৈল॥

বালা ভীতিং যৌবনেনোন্মত্ত চিত্তা, হাসং বৃদ্ধাশ্চিত্রমর্হাস্ত ভক্তিম্।
যাতা যে যে তেষু সর্বেষু দেবঃ, শুদ্ধাং তুষ্টিং কৌতুকিত্বাদভাজ ॥৬৩

শিশুগণ ভীতি, হাস্য তথা যুবা-বয়স প্রমত্তগণ। বৃদ্ধগণাশ্চর্য, ভক্তিসেবা যোগ্য, লাভ কৈল সেইক্ষণ ॥ তাসবার প্রতি, দেব গোবর্দ্ধন, কৌতুক বিশেষ ভরে। বিশুদ্ধ সন্তোষ, লভিয়া অন্তরে, প্রীত হৈল চিরতরে ॥

দূরাদ্দূরাৎ পুরমাদায় বারাং বক্ত্রংশশ্বৎ ক্ষালয়ন্নদ্রিদেবঃ।
ষ্ঠীবন্নুচ্চৈঃ পৃষ্ঠদেশে সমন্তাদ্বৃষ্টিং কুর্বন্ শস্পসৃষ্টিঞ্চকার ॥৬৪

দূর দূর হৈতে দেব গোবর্দ্ধন, হস্তে বারি রাশি লৈঞা। বারম্বার নিজ, বদন মণ্ডল, যত্ন ভরে ধোয়াইয়া ॥ পৃষ্ঠদেশে চতুর্দিকে নিষ্ঠবন, ত্যাগে সাতিশয় বৃষ্টি। সম্ভব করতঃ, কৈল অচিরাতে, নব তৃণদল সৃষ্টি ॥

গণ্ডূষাণামন্তরে বংশদণ্ডে-র্দন্তান্তর্গান্নপিণ্ডানি কৃষ্ণন্।
উত্তমূর্ত্তিস্তত্র শৈলাধিদেবঃ, পূর্ত্তিং কুর্বন্ প্রাণভাজাং সমজা ॥ ৬৫

পর্বতাধিদেব, শ্রীল গোবর্দ্ধন, বংশদণ্ড লৈঞা চেরে। আচমনকালে, দৃঢ়ভাবে লগ্ন, অন্ন পিণ্ড দন্তান্তরে। নিষ্কাসিত করি, সে মহাপ্রসাদে, প্রাণীগণে করি পূর্ত্তি। চৌদিকে বেড়িয়া, নিক্ষেপ করিল, ধরিয়া বিরাট মূর্ত্তি ॥

তাম্বুলানাং বীটিকাঃ কোটিখর্বং, কুটীকুর্বংশ্চর্বয়ন্ গর্বফুল্লঃ।
প্রান্তচ্ছায়া মণ্ডলশ্চন্তরশ্মিঃ প্রাতর্ধন্বত্তদ্দাস্য চকার ॥৬৬

কোটি খর্ব সংখ্য; তাম্বুল বীটিকা, রাশিকৃত যত ছিল। সেবন করিয়া গিরি মহারাজ, আনন্দে প্রফুল্ল হৈল ॥ প্রান্তবর্ত্তী কান্তি, সমূহে তপন, প্রভাতে যেমনি রাজে। তেমনি সুষমা ধরিল পর্বত, ভূপতি বদন মাঝে ॥

জাতং নীরাজনস্য ক্ষণমহুনিখিলা মোহমাপুর্যদেত-
তস্মিন্ দ্রাঘীয়সিস্যাৎ কথমিতি বিবিধাদ্ধস্তচিত্তা বিচারাৎ।
কৃষ্ণস্তত্র বিহস্য প্রতিবিধিমকরোৎ কল্পিতাদ্ যন্ত্রভেদাদ্
যস্মিন্ দীপাঃ সহস্রং তলমুপরিচতে চাল্যমাসা বিরেজুঃ ॥৬৭

আরত্তির কাল, সমাগত হৈলে, সমবেত লোকগণ। এহেন বিরাট, বিগ্রহে কেমনে, হইবে বা নীরাজন ॥ ইত্যাদি বিবিধ, জটিল সমস্যা, বিচার করিয়া মনে। ধ্বস্ত চিত্ত হৈঞা, মোহগ্রস্ত ভাব, প্রাপ্ত হৈল সেইক্ষণে ॥ কৃষ্ণ কিন্তু স্বপ্ন, হাস্য বিস্তারিয়া, প্রতিবিধি কৈল তার। কল্পিত যন্ত্রের, সহায়ে সেইত, পর্বতের চারিধার ॥ ঊর্দ্ধশীর্ষে আর, পদতল ভাগে, সর্বত্র করিয়া আশা। জ্বলিতে লাগিল, সহস্র সহস্র, স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপমালা ॥ শ্রীল গোবদ্ধন সর্ববস্তু সেইক্ষণ। সবার বাসনা জানি করিয়া গ্রহণ ॥ ভক্ষণ করিল অহো মহাপ্রেম ভরে। দেখিয়া সবাই হৈল বিস্মিত অন্তরে ॥ বদ্ধাঞ্জলি হৈঞা তবে সবে দাণ্ডাইল। সর্বোত্তম বরগিরি সর্বজনে দিল ॥ পরম হিতৈষী গিরিরাজ মূর্ত্তিমান। অকস্মাৎ সেথা হৈতে কৈল অন্তর্দ্ধান ॥ সমবেত লোকসব ভূতলে পড়িয়া ॥ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল দণ্ডবৎ হৈঞা ॥ তবে চিত্রবৎ হৈঞা ক্ষণ দুই তিন। বসিয়া রহিল সবে হৈঞা সংজ্ঞাহীন ॥ বাহ্যজ্ঞান পরিপ্রাপ্ত হৈল সবে যবে। গোবর্দ্ধন পূজনার্থ সমাগত সবে ॥ কৃষ্ণ তবে মহানন্দে করি সম্বোধন। কহিতে লাগিল হাস্যমুখে সেইক্ষণ ॥৬৮

অহো! কলয়তাচলঃ করুণয়াত্মরূপংমহদ্বহং প্রকটতাং ভজন্নখিলমেব ভুঙ্ক্তে স্ম সঃ।
অনাদরকৃতাময়ং দলয়িতেতি সম্ভাব্যতে পুরন্দর বলিগ্রহাদতিবলী তথাতর্ক্যতে ॥৬৯

তুমি সব এবে, দর্শন করহ, এইত পর্বত ভূপ। প্রত্যক্ষ হইয়া, ভোজন করিল, নিখিল অন্নের স্তূপ ॥ করুণা পূর্বক, বিরাট বিগ্রহ, প্রকটিয়া বৃন্দাবনে। আপন স্বরূপ, গিরি গোবর্দ্ধন দেখাইল জগজ্জনে ॥ প্রতি শিলাখণ্ডে, তার এইরূপ, সতত সংগুপ্ত রয়। শালগ্রামে যথা, বিষ্ণু রহে গুপ্ত, এহ তৎসম হয় ॥ এই গিরিবরে, কিংবা তার অঙ্গ, শিলাখণ্ডে যেইজন। অনাদরে করে, মর্দন করে তারে গিরি গোবর্দ্ধন ॥ হেন মনে লয়, ইন্দ্রের উদ্দেশে, আহ্বতোপহার দ্বারে। পূজিত হইয়া, অতীব বলিষ্ঠ, এবেত দেখিয়ে তারে ॥ গিরি গোবর্দ্ধন পূজা করি সমাপন। বিশ্বস্ত হইল যত আভীরের গণ ॥ তবে মহাপ্রেমার ভাজন ধেনুগণে। পূজনারম্ভিল গোপগণ বৃন্দাবনে ॥

গোভির্গোপা মিথঃ স্যুঃ প্রতিপদদয়িতাস্তত্র নন্দব্রজস্থা-
স্তত্র শ্রীনন্দরাজঃ স্বয়মরমুপমা তত্র তত্রাস্য পুত্রঃ।
যত্ত্বেবং তর্হি গোবর্দ্ধন মহসি তদভ্যর্চনে তে গবাদ্যাঃ
কিং বর্ণ্যাং কিং তু নির্বর্ণনমনুপরমং জ্ঞেয়ভাবং প্রয়াস্তি ॥৭০

নন্দ ব্রজ স্থিত আভীরের গণ, প্রথমে গোগণ প্রতি। প্রতিক্ষণে করি, দয়ার বিস্তার, হৈল দয়াধার মতি ॥ পরে নন্দরাজ, আর তার পুত্র, হইল উপমাস্থল। নিজে সর্ব কার্য, করে সমাধান, লৈঞা বন্ধু দলবল ॥ গোবর্দ্ধন পূজা মহোৎসবে যদি, হৈল হেন ধূমধাম। তবে উৎসবের, কথা কি বক্তব্য, যত্র গোপূজন নাম ॥ এই সব মহোৎসব দর্শনান্তে, চিত্তে হেন জ্ঞান হয়। গিরি গোবর্দ্ধন গোধন নিকর, সবে পূজ্য সাতিশয় ॥

লব্ধার্চাশ্চারুবেশৈঃ শবলিতবপুষঃ প্রাপ্তভোগাবলীকা
বৎসৈঃ পৃক্তাঃ প্রমোদং পৃথুতরমভজন্ ধেনবঃ সত্যমেব।
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদৃষ্টি প্রমদবলয়িতা যর্হি তর্হ্যেব নোচেৎ,
কেচিদ্‌যদ্বত্তজন্তে মধুরবিধুরতঃ সংস্কৃতং ষাড়বাদি ॥৭১

সজ্জিত হইয়া, চারু বেশে আর, বিচিত্র বিগ্রহ ধরি। পূজা প্রাপ্ত হইয়া যবসতৃণাদি প্রচুর করি ॥ বৎসগণ সঙ্গে, মিলিত হইয়া, যথেষ্ট পৃথুলানন্দ। সত্য সত্য প্রাপ্ত, হইল গোধন, পূজাদিনে ধেনু বৃন্দ ॥ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের, দর্শন প্রভাবে, যে আনন্দ চিত্তে হয়। সে আনন্দ দিতে, নারে অদর্শনে, সেই দ্রব্য সমুদয় ॥ দধ্যম্ল লবণ, ঘৃত তিল মাষ, মিলিলে এ দ্রব্য ছয়। বৈদ্য শাস্ত্র মতে, এইত সুস্বাদু পানীয়ে ষাড়ব কয় ॥ ছাড়িয়ে মধুর, রস ষাড়বাদি, নাহি পিঞে যথা জন। তেমতি কৃষ্ণের, অদর্শনে সুখ, নাহি পায় ধেনুগণ ॥ নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুখচন্দ্র। পরিপুষ্টানন্দ লাভ করে ধেনু বৃন্দ ॥

স্বর্ণনির্মিতবিষাণসুরূপা রূপ্যসম্বৃতখুরা ধৃতহারাঃ।
কিঙ্কিণি প্রকরঝঙ্কৃতি যুক্তা নৈচিকী নিচিতরোরুচিমাঞ্চন্ ॥ ৭২-৭৩

সুবর্ণ নির্মিত, ভূষণে সজ্জিত, শৃঙ্গরাজি মনোহর। রৌপ্যাবৃত খুর, মণিময় হার,

কণ্ঠে দোলে নিরন্তর ॥ কিঙ্কিনী রাশির, ঝঙ্কারে ধ্বনিত, হৈঞা শ্রেষ্ঠ গাভীগণ। সজ্জিত হইল, ধেনু পূজা দিনে শোভা করি আহরণ ॥ তথা শ্রীকৃষ্ণের রাখালের গণে, সংকার করিয়া তবে। চমৎকার ভাব, সম্প্রাপ্ত হইল, বিশিষ্ট আভীর সবে ॥ চিত্র পটতুল্য, বিচিত্র অথচ, সাতিশয় মনোহর। বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কৈল বৎসগণে ধরি সবে অতঃপর ॥ তবেত কৌতুকময় সসম্ভ্রম, হাস্য কোলাহল ছাড়ি। গোপগণ তবে, আচমন যোগ্য, জলে আচমনী করি। যজ্ঞ বিস্তারার্থ, প্রজ্বলিত কৈল, বহ্নি বেদ মন্ত্র পড়ি ॥ তবেত দক্ষিণাবর্ত্তে বিদ্যমান, বহ্নি করি প্রদক্ষিণ। ভূষণে সজ্জিত, পুরোহিতগণে, পূজা কৈল সমীচিন ॥ তার মধ্যে রাখালগণের পূজা যথা। প্রথমেই বর্ণিত হইবে সেই কথা ॥৭৪

স্নানীয়াং শুকচিত্রকাদিসুরভি-প্রকুণ্ডলাদ্যং যদা-
চর্য্যং তত্র মুহুশ্চ তোষরহিতাস্তত্তৎ পরীবর্ত্ততঃ।
তদ্ গোবর্দ্ধন পূজনাঙ্গ পশুপাভ্যর্চাসু কৃষ্ণার্চনে,
তাতাম্বাদিতদীয় বান্ধবজনা নান্তং চিরাদৈয়রুঃ ॥৭৫

স্নানার্থে সলিল, বসন তিলক, সুগন্ধানুলেপ আর। পুষ্পমাল্য তথা, কুণ্ডলাদি ছিল দ্রব্য যত চমৎকার ॥ সেই সব দ্রব্যে, সজ্জিত করিয়া, পূজা কৈল সযতনে ॥ তত্তৎ দ্রব্যের, পরিবর্ত হেতু, বিমর্ষ রাখালগণে। গিরি গোবর্দ্ধন পূজনাঙ্গ রূপ, সপশুপ কৃষ্ণার্চনে ॥ অন্ত না লভিল, পিতা মাতা আদি, নিজ পরিজন গণে ॥

যথা কৃষ্ণস্তথা রামো রামো যদ্বত্তথা স চ। ব্রজেশয়োর্নাত্র ভেদস্তন্মিত্রেষ্বপি তদ্দৃশোঃ ॥ ৭৬

যথা কৃষ্ণ হয়, রাম হয় তথা, যথা রাম কৃষ্ণ তথা। ভেদ নাহি হেরে, ব্রজেশ ব্রজেশা, শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা ॥ বন্ধুবর্গ যেবা, ব্রজে অবস্থিত, রাম কৃষ্ণ দোহাকার। সবাকার প্রতি, ব্রজ দম্পতির, সমভাব অনিবার ॥ গোবৃন্দের চিত্তে উপজে সম্ভ্রম যথা। বর্ণিত হইবে এবে সংক্ষেপে সে কথা ॥৭৭

যদা মুদা যাতি হরিঃ পরোক্ষতাং, গবাং তদা তা নিজবৎস-কুষ্ঠিতঃ।
ব্যগ্রীভবন্তি স্ম যদা সমক্ষতাং, যাত্যেষ যান্তি স্ম তদা তদাত্মতাম্ ॥ ৭৮

হরি যদি অন্য কোন স্থানে যায়, হইয়া সানন্দ মন। বৎসগণে তবে, সমীপে আনিতে, ব্যগ্র হয় ধেনুগণ ॥ হরি যবে আইসে, ধেনুগণ ঠাঞি, তবেত আনন্দ ভরে। বৎসহ জ্ঞান লুপ্ত, হয় তা সবার, বৎস নাহি মনে পড়ে। আভীরগণের হাস্য কোলাহল যথা। ধেনু পূজা কালে হয় কহি সেই কথা ॥

আকৃষ্টে বৎসবৃন্দে কিলকিলিত রবৈর্মাতরো রম্ভমাণা,
দন্তৈরাকর্ষকাং স্তান্ ব্যথয়িতুমভিতো ধাবনার্ত্তা যদা স্যুঃ।
হাসং কোলাহলাঢ্যং কলয়তি নিখিলে তর্হিকৃষ্ণাননাব্জং
জীয়াদুল্লাস হাসদ্রবমধুপরিতো মাদনং যদ্ববর্ষ ॥৭৯

বৎসগণে যবে, আকর্ষণ করে, অসময়ে কোনজন। মাতাগণ তবে, করে কিলকিল শব্দ রাশি আরম্ভন ॥ আকর্ষণ কালে, মাতা গণ যদি, দশনে আঘাত করে। রাখালের

গণ, তবে তাসবারে, পীড়ন প্রদান করে ॥ চৌদিকে ভ্রমণ, ক্লান্ত অতিশয় করে মাতা ধেনুগণে। হাস্য কোলাহল, করে সমুৎপন্ন, সখাগণ সেইক্ষণে ॥ তৎকালে অত্যুচ্চ হাস্য কেলি মধু, করে যেবা বরিষণ। হউক বিজয়ী, সে কৃষ্ণ মুখাব্জ, বিশ্বচিত্ত উন্মাদন ॥ ধেনু পূজনের কালে তাসবার প্রতি। গ্রাস দান যথা হয় বর্ণিব সম্প্রতি ॥

গোপা উচুঃ কৃষ্ণ! গোগ্রসমেতং, হস্তাম্ভোজস্পৃষ্টমীষৎ কুরুষ।
তৎ সৌগন্ধ্যপ্রাপ্ত সন্ধানমেনং গাবঃ সুষ্ঠুপ্রীতং স্বাদয়ন্তে ॥৮০

গোপগণ কহে, কৃষ্ণ তুমি নিজ, কর-পদ্ম প্রসারণে। ঈষত পরশ, করহ এইত, গ্রাসাদি সানন্দ মনে ॥ তোমার হস্তের, সৌগন্ধ সন্ধান, পাইয়া ধেনুর গণ। সুষ্ঠুভাবে এই খাদ্যাদি করিবে প্রীতি ভরে আস্বাদন ॥ গোচারণে যথা কোন ক্লেশ নাহি হয়। বর্ণিত হইবে এবে সেইত বিষয় ॥

গোবর্দ্ধনাচলমহস্যবৃতাদি যূথ-গোরোধনায় পশুপা নহি তত্র শেকুঃ।
ফুৎকার কেলিকলয়া মুরলীমুরারে রাসীদলং যদসকৌ গুণকোটিকল্পা ॥৮১

গোবর্দ্ধনোৎসবে, অযুত সংখ্যক, দলবদ্ধ ধেনু গণে। রোধিতে নারিল, রাখালের গণ, চেষ্টাকরি প্রাণপণে ॥ গাভীগণ কিন্তু, হরির মুরলী, ফুৎকার বিলাস ভরে। যেন কোটি রজ্জু, হৈঞা স্থির ভাবে অবস্থান করে ॥ গোগণের পরিক্রমা যেই মত হয়। কৃষ্ণ তাহা হেন মতে করিল নির্ণয় ॥৮২

ন ভবতি বত বহুলানা, মতি বহুলানাং পরিক্রমং সদ্য।
ইত্যেকস্যা বক্তুঃ ক্রিয়তাং যস্মাদশেষগা জাতিঃ ॥৮৩

বহুল প্রমাণ, ধেনু পরিক্রমা, সদ্য হইতে না পারে। জাতি এক তেই, কর পরিক্রমা এক ধেনু ভক্তি ভরে ॥

তত্র প্রদক্ষিণীকার্যমেকং বৃদ্ধং গবৌরসম্। মূলারাধানতঃ সর্বারাধনং বিবুধৈর্মতম্ ॥ ৮৪

গোজাতির পুত্র, এক বৃদ্ধবৃষে, প্রদক্ষিণোচিত হয়। মূলের পূজনে, সবার পূজন। হয় বুধগণ কয় ॥ ধেনুতা প্রণামাত্মিকা ভক্তি যেই হয়। নিত্যসিদ্ধ তেই বর্ণনার যোগ্য নয় ॥

ভক্তঃস্বভাবাৎ কিল গোপলোকঃ, শ্রীনন্দলোকস্তু ততোঽপি গোষু।
অস্যাথ গোবর্দ্ধন-যজ্ঞযোগে, যোগেশ দুর্গানমনখ্যভক্তিঃ ॥ ৮৫-৮৬

স্বভাবত গোপগণ ভক্তিমান, বিশেষে নন্দের গণ। গোজাতির প্রতি ততোধিক ভক্তিমান হয় চিরন্তন ॥ গোবর্দ্ধন যজ্ঞ-যোগে যেই ভক্তি, সেই সবে প্রকটিল। প্রণামাখ্য সেই ভক্তি সনাকাদি, যোগেশে দুর্বোধ্য হইল ॥ গোবর্দ্ধন মহাযজ্ঞে আচার্য্য বরণ। সেহ হয় অলৌকিক বিষয়ে গণন ॥৮৭

স্বয়মব্রিয়তাচার্য্যস্তত্র নাস্তবদর্থিতঃ। যত্র সুষ্ঠু সিতং যষ্টুশ্চিত্তং তত্রৈব তস্য চ ॥৮৮

অন্য যজ্ঞে যথা, আচার্য ব্রাহ্মণে, প্রার্থনা করিতে হয়। ইথে তাহা নহে, আচার্য আপনি বৃত হৈল সে সময় ॥ যজ্ঞে যদি যজ্ঞ-কর্ত্তার হৃদয়, সুদৃঢ় আবদ্ধ রহে। তবে আচার্যর, চিত্তও আবদ্ধ রহে সুধীগণ কহে ॥

গোবর্দ্ধন মহাযজ্ঞে হুতভুগ্ ব্যাজত স্তদা। হরেঃ প্রতাপ এবেন্দ্রাঙ্কক্রে শত্রু প্রতাপনঃ ॥

গোবর্দ্ধন মহাযজ্ঞে হোমকালে, ইন্দ্রে তাপ দান করি। প্রদীপ্ত হইল, ইন্দ্রের প্রতাপ, হোমানলদল ধরি ॥৮৯

যদাগ্নি দক্ষিণাবর্ত্তো যজ্ঞে জজ্ঞে তদা জনঃ। সর্বশ্চ দক্ষিণাবর্ত্ত পরীবর্ত্তমবর্ত্তত। ৯০

যৎকালে দক্ষিণাবর্ত্ত হৈঞা যজ্ঞ বহ্নি প্রজ্বলিত হৈল। সমবেত লোকগণ সেই কালে, বহ্নি প্রদক্ষিণ কৈল।

কৃতে সত্রে বস্ত্রং তিলকমথচর্চামবয়ব প্রকারালঙ্কারং সকলমিদমপুত্তমতমম্।
দ্বিজেভ্যঃ প্রায়চ্ছল্লষিত লষিতং শশ্বদহ্‌গাম্‌দাবাদীদ্ যস্মিন্ দদ দদ দমাত্রং ব্রজপতিঃ ॥

অনুষ্ঠিত সেই, গোবর্দ্ধন যজ্ঞে, বসন তিলক আর। গন্ধানুলেপন, অবয়বতুল্য, নানাবিধ অলঙ্কার ॥ অত্যুত্তম যাহা, হইবারে পারে, হেন দ্রব্য সমুদয়। দান কৈল বিপ্রগণে ব্রজ পতি, ভক্তি ভরে সাতিশয় ॥ যেবা যাহা চাহে, তারে তাহা দেহ, দেহ বলি বারম্বার। সানন্দে আদেশ, কৈল ব্রজেশ্বর, ভৃত্যগণে আপনার ॥৯১

দিব্যদাতব্য সম্ভারে ব্রজ-রাজেন যোজিতে। পরীক্ষকাস্তত্র পরং তৎপরীক্ষকতাং যযুঃ ॥

দান দ্রব্য পরীক্ষকগণ তবে, ব্রজরাজ দিব্য, দাতব্য সম্ভার, দানে যদি নিয়োজিল। ব্রজপতি যজ্ঞকালে ভূরিদান কৈল। যাহা হেরি প্রাণী সব পরিতুষ্ট দর্শকের তুল্য হৈল ॥ ব্রজপতি যজ্ঞকালে ভূরিদান কৈল। যাহা হেরি প্রাণী সব পরিতুষ্ট হৈল ॥ স্তুতি পাঠ কৈল যথা স্তাববোরগণ। সামান্য তথাপি স্নিগ্ধ করে শ্রোত্র মন ॥

অর্থেন গোদুহান্নন্দাদর্থেন চ সদার্থিনাম্। বদান্যশ্চ বদান্যশ্চ বদান্যঃ কো ভবেদতঃ ॥

প্রার্থীগণে অর্থ-প্রার্থিত প্রদানে, ধনী মাঝে আর অন্য। কে আছে বদান্য, বোলহ বিচারি, এই নন্দ গোপ ভিন্ন ॥৯২-৯৪

অন্নং পূর্ত্তিরভূদগলাবধি নৃণাং গোবর্দ্ধনাদ্রের্মখে, সর্বপ্রাণভৃতাং তথাপি হৃদয়ং না পুরিতত্রাণপি। যস্মিন্ স্নিগ্ধমভূদশেষদিবিষদ্‌বৃন্দং যদপ্যত্র ভোঃ, পশ্যাশ্চর্য্যমথাপি হন্ত গতবান সংক্রন্দনঃ শুষ্কতাম্ ॥৯৫

গোবর্দ্ধনোৎ সবে, সর্ব নর আর প্রাণীর আকণ্ঠ দেশ। উর্বরিত মহা প্রসাদান্ন দ্বারে পূর্ণ হৈল সবিশেষ ॥ কিন্তু তাসবার, চিত্ত অনুমাত্র, পূর্ণতা না লাভ কৈল। এ হেন আনন্দ বারিধি সেইত, যজ্ঞোৎসবে উথলিল ॥ সন্তুষ্ট হইল, ত্রিদিবে যদ্যপি, অখিল দেবতাবৃন্দ। তথাপি হায়রে, দেখহ আশ্চর্য, শুষ্ক হৈল দেব ইন্দ্র ॥ যজ্ঞ সমাপণ তবে কৈল বিপ্রগণ। পুরোহিত আর যত হিতকারী জন ॥ সবে লৈঞা ব্রজ যুবরাজ ব্রজ রাজে। সঙ্গে করি গোপগণ বিজ্ঞের সমাজে ॥ যজ্ঞে অবশিষ্ট সবিশেষ গুণান্বিত। অন্নাদি ভোজন কৈল আনন্দ সহিত ॥ সুবেশ বিশেষ ভাবে সজ্জিত হইয়া। সশ্রদ্ধ রচিত কৃষ্ণ চরিত্রাস্বাদিয়া ॥ হাস্য আর বিশ্বাস বিলাস সহকারে। গোবর্দ্ধন পরিক্রমা কৈল চারিধারে ॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরিক্রমা প্রথা। বর্ণিত হইল সবিশেষ যথা ॥

বিপ্রাংশ্চ ভোজয়ামাসুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। গাবঃ শৈলং ততশ্চক্রুরর্চিতাস্তে প্রদক্ষিণম্ ॥

শত শত তথা সহস্র সহস্র বিপ্রে অন্ন ভুঞ্জাইল। ধেনু আর কৈলে, অর্চনা করিয়া, সবে প্রদক্ষিণ কৈল ॥ পূর্বাপর ভাবে হৈল পরিক্রমা যথা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তত্র আছে সেই কথা ॥

ধেনবোঽথ ধবলাদয়ো দ্বিজাঃ, স্বামিনঃ পরিজনা গুরুস্ত্রিয়ঃ
নৃত্যযৌবতশতানি দাসিকাঃ, শ্রেণিমুখ্যজনতাশ্চ চক্রমুঃ ॥৯৮

ধবলাদি ধেনু গণ বিপ্রগণ, প্রভুগণ পরিজন। শত শত নবযুবতী কিঙ্করী, আর শিল্পজীবীগণ ॥ ক্রমান্বয়ে সবে, শ্রেণীবদ্ধ হৈঞা, সাতিশয় ভক্তিভরে। বন্দনা করিয়া কৈল প্রদক্ষিণ, গোবর্দ্ধন গিরিবরে ॥

আক্রষ্টুং প্রতিদিশমত্র নেত্রমীনান্ বাদ্যাদিপ্রকটনধী বরা নটাঢ্যাঃ।
কৃষ্ণস্য প্রথিতগুণালিগীতজালং, তত্বানাঃ পুনরিহ ধীবরত্বমাপুঃ ॥৯৯

বাদ্যাদি বিস্তার, বিষয়ে শ্রেষ্ঠধী, বিশিষ্ট নটের গণ। করিবারে লোক নেত্র রূপ মীনে, প্রতি দিকে আকর্ষণ ॥ কৃষ্ণের প্রসিদ্ধ, গুণ গীত জাল, চৌদিকে বিস্তার কৈল। সত্য সত্য নটাচার্য্যগণ তথা, ধীবরত্ব প্রাপ্ত হৈল ॥ গোপাঙ্গনাগণ তবে মহানন্দে তথা। গাহিতে লাগিল কৃষ্ণলীলা গুণ যথা ॥ অনেকা নারীর প্রশ্ন অর্দ্ধ প্রদ্য মাঝে। বহুর উত্তর অত্র অপরার্দ্ধে আছে ॥১০০

কোন ব্যক্তি এই, গিরি গোবর্দ্ধন, পূজন বিহিত কৈল। যার হস্তে ইন্দ্র পদ কল্পকাল ব্যাপিয়া নির্ভয় হৈল ॥ কোন ব্যক্তি এই, গিরি গোবর্দ্ধন, পূজন বিহিত কৈল। যার হস্তে ব্রজে পূতনা রাক্ষসী, নিধন সম্প্রাপ্ত হৈল। কোন ব্যক্তি এই, গিরি গোবর্দ্ধন, পূজন বিহিত কৈল। যার হস্তে তৃণবর্ত্ত দৈত্য তনু, অক্লেশে দলিত হৈল ॥ কোন ব্যক্তি এই, গিরি গোবর্দ্ধন, পূজন বিহিত কৈল। যার হস্তে যুগ্ম, অর্জুন পাদপ উৎপাটিত মূল হৈল ॥ কোন ব্যক্তি এই, গিরি গোবর্দ্ধন, পূজন বিহিত কৈল। যার হস্তে বৎস আর বকাসুর অক্লেশে নিহত হৈল। কোন ব্যক্তি এই, গিরি গোবর্দ্ধন পূজন বিহিত হৈল। যার হস্তে কংস চর ব্যোমাসুর সহজে নিহত হৈল ॥ কোন ব্যক্তি এই গিরি গোবর্দ্ধন পূজন বিহিত কৈল। যার হস্তে ক্রুর, কালিয় নাগের প্রতাপ দলিত হৈল ॥ যার হস্তে ঘর, প্রলম্বক নামে অসুর নিহত হৈল ॥ কোন ব্যক্তি এই, গিরি গোবর্দ্ধন, পূজন বিহিত কৈল। যার দ্বারে মহা দীপ্ত দাবানল, যুগ্ম পরিপীত হৈল ॥ কোন ব্যক্তি এই, গিরি গোবর্দ্ধন, পূজন বিহিত কৈল। যার দ্বারে দুষ্ট কংস মহাসুর, সতত ত্রাসিত হৈল ॥১০১

তদৈব গুণিনাংগুণা বিবিধ কৌতুকাকল্পহো মনোহরণ মাবহন্ ব্রজনিবাসিনাং সর্বতঃ।
যদ্যযরিপু বংশিকাকল তুষার কান্তিত্বিষা, জড়ীকৃত শরীরতা ভবতি তং তু কালং বিনা ॥

গুণী গণ গুণে, কৃত নানাবিধ, কৌতুক বিলাস দ্বারে। করিলেও মন হরণে বিমুগ্ধ ব্রজবাসী সবাকারে ॥ তথাপিহ কাল বিনা অসময়ে তুষার সুষমা ভরে। জড় দেহ কৈল, ব্রজবাসী গণে, কৃষ্ণ বংশী কল স্বরে ॥১০২-০৩

অগ্রে কাঞ্চনরত্ন শৃঙ্গ বলিতা ধেন্বাদিকাঃ সর্বতঃ-
স্তামাং গোপততীবিধায় সখিভিঃ সার্দ্ধং হরিঃ সাগ্রজঃ।
দীব্যৎ স্বর্ণ সুবর্ণবর্ণবসনাত্ত্বদগচ্ছদ্দক্প্রভঃ,
কল্যা কুঙ্কুম যুক্তশাক বিলসৎ পৃষ্ঠঃ স্ফুরদ্বেষবান্ ॥১০৬

শৃঙ্গ বিমণ্ডিত, স্বর্ণরত্নে হেন, ধেনু মহিষাদি সবে। অগ্রবর্ত্তী করি চৌদিকে রাখাল গণে নিয়োজিয়া তবে ॥ সখাগণ আর অগ্রজ শ্রীরামে, আপনার সঙ্গে করি। মহানন্দ ভরে গিরি গোবর্দ্ধন, পরিক্রমা কালে হরি ॥ স্বর্ণ হৈতে মনোহর বর্ণ যুক্ত, বসনের অভ্যন্তরে। অঙ্গের লাবণ্য, বসন ভেদিয়া বাহিরে ঝরিয়া পড়ে ॥ বদনে উদগীত, গিরির মহিমা, কুঙ্কুমে চর্চিত দেহ। বাম হস্তে ধৃত গোবন্ধন রজ্জু, পৃষ্ঠে বিলম্বিত সেহ ॥ রাতুল অধরে চুম্বিত মুরলী, শোভার নাহিক শেষ। গিরি পরিক্রমা, করয়ে মাধব, স্ফুরিত মধুর বেশ ॥

সদ্‌গন্ধারুণচুর্ণরোচন তনুর্যষ্টিং নভস্যুৎক্ষিপন্ গৃহ্ণংশ্চ প্রতিকুলগামি ধবলা বিক্রুত্য সঙ্কোচয়ন্। হাসং ক্রীড়নকং মিথঃ করযুতিং সম্বাদিতাং বাদিতাং, কুর্বন্ বাদিতবল্গু বেণুপরিতশ্চক্রাম গোবর্দ্ধনম্ ॥১০৫

সদ্‌গন্ধ মণ্ডিত, চুর্ণিত আবিরে, বিভূষিত কলেবরে। কভু যষ্টিখানি, উর্দ্ধে নিক্ষেপিয়া, পুনরায় ধরে করে ॥ বিপথে ধাবিত, ধবলাদি গাভী-গণে দ্রুতপদে ধরি। সুপথে আনিয়া দুই কর জুড়ি, করতালি বাদ্য করি ॥ হাস পরিহাস, বিলাস কৌতুকে, চুম্বিত মধুর বেণু। বাজাইয়া গিরি, পরিক্রমা কৈল, নন্দের নন্দন কানু ॥

যদা হরির্যত্র গতিং বিলাসতশ্চকার মন্দং লঘু বা যদৃচ্ছয়া।
তদা দৃশঃ সর্বজনস্য তাং দশাং তত্রাযযুঃ সূত্রনিয়ন্ত্রিতা ইব ॥১০৬

বিলাসরভসে মৃদুভাবে কিংবা, দ্রুত পদক্ষেপ করি ॥ যদৃচ্ছা ক্রমেতে, যখন যেযায় গমন করিল হরি ॥ তথায় তখন, দর্শকের গণ, যেবা তারে নিরখিল। তাসবার দৃষ্টি, সূত্রবদ্ধ কাষ্ঠ-মূর্ত্তি দশাপ্রাপ্ত হৈল ॥ হেনমতে বহুত কৌতুক পুরঃসর। বারম্বার গমন করিয়া অতঃপর ॥ সেই সব সুপ্রসিদ্ধ গোপপতিগণ। মনোরম যজ্ঞাবাসে কৈল আগমন ॥ নর্তকীর তুল্য যত বিদগ্ধ রমণী। তাসবার নৃত্য গীত আর বাদ্যধ্বনি। সুপ্রচুর ভাবে হৈল উত্থিত তখন। মহানন্দে কৈল সবে রজনী যাপন ॥ পরদিন প্রাতঃকালে দ্বিতীয়া তিথিতে ॥ মহিমা শুনিয়া তবে যমুনা নদীতে। স্নানার্থে আসিয়া তীরে করিয়া বন্দন। সলিলে নামিয়া স্নান কৈল সর্বজন ॥ হেনমতে হৈল যদি গিরির পূজন। কৃষ্ণের উদ্ধত দম্ভ করি দরশন ॥ এহ মোর যজ্ঞ বিঘ্ন হেন তর্ক যরি। ক্রুদ্ধ হৈল পুরন্দর বক্রভাব ধরি ॥ গূঢ়রূপে রহিলেও ইন্দ্রের অন্তরে। যেইত মূর্খতা তাহা অপর প্রকারে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক হইলেও সর্বজ্ঞাত। বাড়িতে লাগিল ইন্দ্র হৃদয়ে সতত ॥ সেইত মূর্খতা যেন ব্যক্ত করিবারে। পুরন্দর তবেত মাৎসর্য সহকারে ॥ বিশ্বপূজ্য শ্রীমান্ নন্দাদির প্রতি। নিন্দিতে লাগিল করি অসূয়ামহতী ॥ তবে প্রলয়ের মেঘ সম্বর্ত্তক নাম। তারে যুক্ত কৈল ধ্বংসিবারে ব্রজধাম ॥১০৭-১১

কৌবের্য্যাং পূর্বমাসীৎ কিমপি হিমমরুৎ কালিমা মেঘলেশঃ
শম্প নির্ঘোষ বিপ্সাস্পৃগিতি পশুকুলে গোষ্ঠমেবাশু নীতে।
গোপাদ্যাহূর্নিমিত্তপ্রকরকলনয়া কৃষ্ণমাবৃত্য বৃত্তা-
স্তন্নির্দেশাত্তমদ্রিং সপদিপরিগতাস্তস্থুরুদ্ধ্বং নিরীক্ষ্য ॥ ১১২

প্রথমে উত্তরদিকে হিমবাহ বায়ু প্রবাহিত হৈল। বজ্রধ্বনি সহ, ঘন কৃষ্ণ মেঘ, তার সঙ্গে দেখা দিল ॥ দেখিয়া বিষম, দুর্লক্ষণ তবে, গোপগণ ত্বরা করি। ধেনুগণে আনি, গোষ্ঠের মাঝারে, রহিল শ্রীকৃষ্ণে বেড়ি ॥ কৃষ্ণের আদেশে শীঘ্র গোপগণ, গোবর্দ্ধন তটে যাঞা। অধীর হৃদয়ে কৈল অবস্থান, উর্দ্ধদেশ নিরখিয়া ॥ নিরখিয়া ইন্দ্রকৃত ব্রজের দুর্গতি। কৃষ্ণের আদেশ যথা গোপগণ প্রতি ॥১১৩

ইন্দ্রোযদি মহাবৃষ্টিং নষ্টসৃষ্টিং তনিষ্যতি। তদঙ্গীকারিগিরিরাট্ কৃপাং সাঙ্গীকরিষ্যতি ॥

ইন্দ্র যদি সৃষ্টি নষ্ট করিবারে সৃষ্টি করে মহাবৃষ্টি। বিস্তার করিবে তবে কৃপাময়, গিরিরাজ কৃপাদৃষ্টি ॥ সেই বিঘ্ন তবে কৃষ্ণ দূর করিবারে। পর্বতোপত্যকাদেশে আসিল অচিরে ॥ পর্বত নিকটে আছে গোষ্ঠবাসিগণ। তাসবার ঠাঞি কৃষ্ণ কৈল আগমন ॥ ব্রজ রক্ষিবার তরে প্রতিজ্ঞা তাঁহার। পালন করিল কৃষ্ণ সেথা পুনর্বার ॥

ঘড়দ্‌ঘড়দিতি ধ্বনদ ঘনঘটাভিঃ সজ্ঘটনৈঃ, কঠোরকুঠকুটকৈঃ কুটিলবায়ুভিঃ কুণ্ঠিতে। প্রকোষ্ঠ কুটকুট্রিমাবট তটাদিমত্যুজ্ঝিতে, জনে প্রকটমাট মা প্রথিতধৃষ্টি বৃষ্টিপ্রথা ॥

ঘড়ঘড় শব্দ, উঠিতে লাগিল, ঘনঘটা সংঘটনে। বিশাল পাদপ, উৎপাটন-কারী, ঘুর্ণীবায়ু বহে বনে ॥ মন্দির প্রকোষ্ঠ, ভবন কুট্টিম, বটাবট বৃক্ষগণ। অচিরে হইবে, উৎপাটিত হেন, চিন্তিয়া শঙ্কিত মন ॥ ব্রজবাসিগণ, কুণ্ঠিত হইয়া, কৈল তত্র অবস্থান। বহিতে লাগিল, প্রচণ্ড পবন, সবে করি কম্পমান ॥ ধৃষ্টতা যাহার, সুপ্রসিদ্ধ সেই, সম্বর্ত্তক মেঘ তবে। ভ্রমিতে লাগিল, প্রচুর বর্ষণে, প্রপীড়িত করি সবে ॥ ১১৪

ধারাঃ শক্রধনুর্বিমুক্তশরতাং তম্বন্তি বর্ষোপলা,
বজ্রত্বং বত বজ্রপাত নিচয়াঃ সূর্যপ্রপাত-ভ্রমম্।
ইত্থং দুঃখিতয়া হরিং গতিমিতে গোষ্ঠে স গোবর্দ্ধনং।
হস্তেঽধত্ত যথা ন কেন চ তদা শক্তং দরাপ্যূহিতুম্ ॥১১৫

ইন্দ্রধনু হৈতে, বিমুক্ত হইয়া, নিপতিত শরসম। বৃষ্টিধারা রাশি, পড়িতে লাগিল, অবিরল অনুপম ॥ বৃষ্টি শিলা যত, বজ্রের মতন, কাঠিন্য সম্প্রাপ্ত হৈল ॥ সূর্য পতনের ভ্রম বিস্তারিয়া, বজ্রপাত আরম্ভিল। ঈদৃশ বিপদে, বিভ্রান্ত মানসে দুঃখিত হইয়া তবে। গোষ্ঠে নর নারী, কৃষ্ণের শরণ, গ্রহণ করিল সবে ॥ হস্ত প্রসারিয়া গিরি গোবর্দ্ধন তবেত ধরিল হরি। অত্যল্পও তর্ক, কেহ না করিল, এতেক দর্শন করি ॥ হেন মতে মেঘ প্রবর্তক পুরন্দর। করিয়া নিবিড় বর্ষণাদি ভয়ঙ্কর ॥ বৃন্দাবনে আর্তি যদি সমুৎপন্ন কৈল। ক্ষেমঙ্কম হরি হেন চিন্তিতে লাগিল ॥১১৬-১৭

ইন্দ্রঃ স্বৈরাভিমানী ময়ি মদনুগতে চাবমানী ততশ্চ,
স্বাত্মাম্নে দূরমানী তদমুমনুময়া মানভঙ্গপ্রসক্তঃ।
গোষ্ঠং মদ্‌গত্যশেষং মম মদনুগত স্তাপি মুদ্ভূদ্বিশেষং,
মচ্চিত্তে সাবশেষং তদিদমথ ময়া প্রাণসাম্যেন ধার্য্যম্ ॥১১৮

দেবরাজ বলি, ইন্দ্র স্বেচ্ছাবশে, বৃথা অভিমানী হৈল। মোর অনুগত, ব্রজ জন প্রতি, অবজ্ঞা প্রকট কৈল ॥ এইত কারণে, মোর চিত্ত হৈতে, ইন্দ্র হৈল বহুদূর।

অতএব শীঘ্র, করিব অবশ্য, তার সর্বগর্বচুর ॥ ব্রজ হয় নিত্য, আশ্রিত এমোর আমি ভিন্ন নাহি গতি। মোর আর মদা শ্রিত সবাকার, এথা সুখ হয় অতি ॥ পরিপূর্ণ হৈঞা, ব্রজ ধাম রহে, মোর চিত্তে অবিরত। তেই এই ব্রজে, ধারণ করিব আপন প্রাণের মত ॥

সমজনি হলিনা ন হরে গিরিধৃতিসম্ভ্রমবশেন সংবাদঃ।
তদপি পরস্পরহার্দজ্ঞানং তস্মিন্ন জীজনত্তমিব ॥১১৯

গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ সম্ভ্রমে, যদ্যপিহ আলাপন। নাহিক হইল, রামের সহিত, এ বিষয়ে সেই ক্ষণ ॥ তথাপিহ পরস্পর হার্দহেতু, একাত্মবোধক জ্ঞান। রামের হৃদয়ে, করিল অচিরে, সর্বতথ্য সম্প্রদান ॥ সেই গিরি রাজে উর্দ্ধে করিয়া ধারণ। রোমাঞ্চিত দেহ কৃষ্ণ হৈল সেই ক্ষণ ॥ সূচী জালেতে সর্ব অঙ্গ ব্যাপ্ত হৈল। হেন কলেবর কৃষ্ণ ধারণ করিল ॥ অকারণে ভয়শীল মধুপুর বাসী। গোপসম গম্ভীর মধুর স্বর রাশি ॥ প্রকটিয়া যে আহ্বান যায় বহু দূর। এহেন আহ্বানে মেঘ গর্ব করি চুর ॥ ব্রজবাসি গণের মঙ্গল করিবারে। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ স্পষ্ট উচ্চস্বরে ॥ যেই বাক্যে বারম্বার হে শব্দ নিশ্চয়। দূরাহ্বানে ব্যাপ্ত হৈল সেইত সময় ॥ হে জননি না করিহ বিলম্বন আর। হে তাত তুরিতে সবে আইস এই ধার ॥ হে আর্য গো গোপ সবারে লইয়া। গিরি রাজ নিম্নে আইস নির্ভয় হইয়া ॥ আহ্বান শুনিয়া বলরাম, সেই ক্ষণ। ব্রজ হৈতে সবে লৈঞা কৈল আগমন ॥ সবে যদি নিজ ঠাঞি আগমন কৈল ॥ পুনর্বার কৃষ্ণ তবে কহিতে লাগল ॥

পিতর্ণকুরু সম্ভ্রমং জননি নার্তিমাবর্তয় প্রশাম্য সুহৃদাং ততে মমতু কোঽপি নাত্র শ্রমঃ।
যতো গিরিবরঃ স্বয়ং করুণয়া করে মামকে, সমুৎপতন লীলয়া স ররিবর্ত্তি তুলপ্রভঃ ॥১২৪

হে পিত তুমিত, ভয় না করিহ, হে মাতা তুমিহ মনে। ব্যথা বোধ নাহি, করিহ এ মোর, হস্তে গিরি দরশনে ॥ হে সখার গণ, সুস্থ হও সবে, শুনহ এমোর বাণী। গিরি উত্তোলনে, নাহি কোন শ্রম, আমি কিছু নাহি জানি ॥ গিরি রাজ নিজে, করুণা করিয়া, উদ্গমন লীলা ভরে। তুলি সম হৈঞা, বিরাজিত হৈল, আসিয়া এ মোর করে ॥

ভূভৃৎ গর্তেঽপ্যত্র নিশ্রেণিযুক্তে, স্থানং পশ্যন্নস্মি পাতালকল্পম্।
বিস্তীর্ণেঽভূদদ্রিরিভ্যস্তয়স্তঃ সম্পাতীতে নো নিপত্যাদি চাত্র ॥১২৫

এই পর্বতের, সোপান সংযুক্ত, নিম্নস্থিত গর্তদেশে ॥ পাতাল সমান, পরিকর স্থান হেরি আমি সবিশেষে ॥ গিরি নিজ গাত্র, বিস্তার করিল, জলের সম্পর্ক মাত্র। নাহিক হেথায় পিচ্ছিল ভূখণ্ড, সেহত নাহিক অত্র ॥ করিতে নারিবে কৃষ্ণ পর্বত ধারণ। হইবে সবার শিরে গিরির পতন ॥ হেন ভাবান্তর সবে অনুমান করি। স্ব কর্তৃক গিরি ধারণাদ্ধ অঙ্গীকরি ॥ সমবেত গোপগণে করি সম্বোধন। কহিতে লাগিল পুনঃ কৃষ্ণ সেই ক্ষণ ॥

মাতুর্মন্ত্রণয়া মা মাং নিবর্ত্তয়ত সত্তমাঃ। উদস্তো যেন মদ্ধস্তাদস্তঃ স্তাদ গিরিরাট কথম্ ॥

মোর জননীর, মন্ত্রণা শুনিয়া, ওহে মহোদয়গণ। গিরি ধারণেতে, এ মোরে বারণ

না করিহ কোন জন ॥ যে জনা করিল, এই গিরিবরে উর্দ্ধদেশে উত্তোলিত। তার হস্ত হৈতে কেমনে হইবে, গিরিরাজ ভূপতিত ॥১২৭

মা বিলম্বধ্বমত্যর্থং যুষ্মদ্ দুয়েন কম্প্রতাম্। ময়ি গচ্ছত্যদ্রিপতিঃ পতিতা বিশতদ্রুতম ॥

তুমি সব আর না করিহ এবে বিলম্বন সাতিশয়। তোমা সবাকার, দুঃখে সাতিশয় মোর দেহ যদি কম্পমান হয় ॥ মোর হস্তচ্যুত, হৈঞা গিরিপতি, পতিত হইবে তবে। অতএব আর না করি বিলম্ব প্রবেশ করহ সবে ॥১২৮

অথ পশুপজন স্তদীয় হার্দাদদ্রুতমবিশনিখিল স্তদাদ্রি গর্তে।
নহি শরণতয়া কদাচিদেনং স ভজতি কিন্তু তদেক তর্ষি বুদ্ধ্যা ॥১২৯

তবেত অখিল, পশু পালগণ, কৃষ্ণের সৌহার্দভরে। প্রবেশ করিল, তুরিতে আসিয়া, পর্বতের সে গহ্বরে ॥ কৃষ্ণে কোন দিন, রক্ষা কর্ত্তা জ্ঞানে না ভজিতে গোপগণ। কিন্তু কৃষ্ণনিষ্ঠ, বুদ্ধিতে সেবন, করিত নিখিল জন ॥

সুবিন্যস্তনিঃশ্রেণি লব্ধ প্রবেশং, মণি শ্রেণি বিদ্যোতমান প্রদেশম্।
গৃহস্যেব রত্নাঙ্গভিত্তিপ্রকারং তদূর্দ্ধঞ্চ তত্তুল্য শোভাপ্রচারম্ ॥১৩০

গিরি গহ্বরে, আছে দ্বার মুখে, স্পষ্ট রূপে সুবিন্যস্ত ॥ সোপানের শ্রেণী, প্রবেশের এই, পথ হয় সুপ্রশস্ত ॥ মণি মাণিক্যের, শ্রেণীতে উজ্জ্বল, গহ্বরের সর্বস্থান। গৃহের মতন, রতনে মণ্ডিত, ভিত্তি অত্র বিদ্যমান ॥ উর্দ্ধতল তার, গৃহের মতন, নানা কারু কার্যময়। সুষমা প্রচারে, দেখিতে অতীব নয়ন লোভন হয় ॥

সুখস্পর্শমণ্যাচিত-ক্ষৌণিভাগং, সমস্তাবকাশার্হ সন্ধাবিভাগম্।
যথাপেক্ষবিভ্রাজিত স্বচ্ছ নীরং, সুখাকারি ধর্মাঙ্কিনীচৈঃ সমীরম্ ॥ ১৩১

গিরি গহ্বরের, ভূমি ভাগ ব্যাপ্ত, সুখস্পর্শ মণিরত্নে। অবস্থান যোগ্য, কক্ষ ভাগ সব, সুসজ্জিত মহাযত্নে ॥ যথা প্রয়োজন, স্বচ্ছনীর সেথা বিরজিত সদা রহে। সুখ স্পর্শ হৈঞা সমীরণ দেব সেথা মন্দ মন্দ বহে ॥

করে স্বস্য বামে তু বামে বসন্তং গিরিং লীলয়াস্পৃশ্য সন্তং হসন্তম্।
তদীয়ান্তরুদ্যন্মহাকুট্টিমস্থং, হরিং হরিরূপাদিভিঃ প্রাগবস্থম্ ॥১৩২

নিজ মনোহর, বাম হস্তে হরি, অধিষ্ঠিত গিরিবরে। লীলাতে ঈষত, স্পর্শ করিয়া, মৃদু মন্দ হাস্য ভরে ॥ গিরির অন্তরে মণি রত্নোজ্জ্বল, রম্যভিত্তি পীঠোপরি। ত্রিভঙ্গ হইয়া, কৈল অবস্থান, মনোহর রূপ ধরি ॥

দধদ্বেণুমানম্রহস্তপ্রধানং কদাচিন্মুদা সখ্যুরংশে দধানম্ ॥
দদর্শ প্রহর্ষং সতর্ষং সভীতিং ব্রজাবাসিলোকো যথো চাভিরীতিম্ ॥১৩৩

কভু বা আনন্দে, মুরলী শোভিত আনত দক্ষিণ হস্ত। পার্শ্বস্থিত প্রিয় বয়স্যের স্কন্ধে, ঈষত করিয়া ন্যস্ত ॥ আছে দাণ্ডাইয়া গিরিধারী হরি, রূপে করি আলোকিত। এহেন হরিরে, দর্শন করিল, ব্রজবাসি লোক যত ॥ দেখিয়া আনন্দ, বাড়িল হৃদয়ে, সতৃষ্ণ হইল নেত্র। সভীত হইয়া, রহিল সবাই, মৌন ভাব ধরি তত্র ॥

গোবর্দ্ধনাদ্রি তত্রাসীত্তত্রচিত্রং মহাগৃহম্। হরির্যত্র হ রিম্বস্তম্ভ তারম্ভিবিভ্রমঃ ॥ ১৩৪

রতন চিত্রিত, মহাগৃহসম, হৈল গোবর্দ্ধন গিরি। নীলকান্ত মণি স্তম্ভ রূপে তথা, বিরাজিত হৈল হরি॥

বিলসতি মণিদণ্ডশ্রীর্মুকুন্দস্য বাহুস্তদুপরি পরিতোঽপিচ্ছত্রতুল্যো গিরীন্দ্রঃ॥
প্রতিদিশমিহ মুক্তাদামবদ্বারিধারা, ব্রজসদনজনানাং প্রত্যুতাভূর্দ্বিভূতিঃ॥ ১৩৫

মণিদণ্ড সম, মুকুন্দের বাহু, সুষমা বিস্তার কৈল। তদুপরি বিস্তারিত ছত্র সম, গিরিরাজ যেন হৈল॥ পর্জন্য বর্ষিত, সলিলের ধারা ছত্রের চৌদিক হৈতে। মুক্তাদাম সম্ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল সেইত ভিতে॥ ব্রজ ধ্বংস তরে, ইন্দ্র নিজে যেই ইন্দ্র জাল বিস্তারিল। ব্রজবাসি জনগণের প্রত্যুত, সেহত বিভুতি হৈল॥ যশোদা রোহিণী সঙ্গে করি আগমন। কৃষ্ণের উভয় পার্শ্ব করিল ধারণ॥ এই দৃশ্য যে হেরিল কবিগণ। শ্লোক ছন্দে হেন মতে করিল বর্ণন॥

মাতৃভ্যাং পার্শ্বযুগ্মে ধৃত তনুরতনুস্মেরজ্যমানাননাব্জঃ,
পিত্রাদ্যাত্মীয়বর্গৈঃ সপুলকমভিতো বীক্ষতোঽতর্ক্য কর্মা।
সেহায়ং স্মেরাজনেত্রঃ কলিতনটকলাহস্তকঃ সব্যহস্ত-
ন্যস্তক্ষোণীভৃদুচ্চৈর্জয় জয় নিনদাগ্নীড়িতঃ ক্রীড়তীব॥ ১৩৭

ধারণ করিয়া, কৃষ্ণ কলেবর, পাশ্বদ্বয়ে মাতৃদ্বয়। মার্জনা করয়ে, শ্রীমুখ কমল, বারম্বার সাতিশয়॥ পিতা আর নিজ পরিজনগণ, রোমাঞ্চিত কলেবরে। অলোকিক কার্য কারী শ্রীকৃষ্ণের চৌদিকে কেবল হেরে॥ নেত্রাব্জ যুগল, মৃদু হাস্যময় কৃত নট ভঙ্গি হস্ত॥ উর্দ্ধে উত্তোলিত ঈষত বঙ্কিম বাম হস্তে গিরি ন্যস্ত॥ উচ্চৈঃ স্বরে জয় জয় স্তুতি বাদ প্রচুর গ্রহণ করি। পর্বত ধারণ, করতঃ যেন বা বিহার করয়ে হরি॥

গোবর্দ্ধনধরস্যাগ্রে বিলাসান্ ব্যঞ্জতো বলঃ। কৃৎস্নানুৎসাহয়ত্যেষ নাট্যে বা নটনায়ক॥

গোবর্দ্ধন ধারী কৃষ্ণাগ্রে শ্রীরাম বিবিধ বিলাস ভরে। নাট্যে নটাচার্য্য, সম সর্ব জনে সদা প্রোৎসাহিত করে॥১৩৮

মহাবৃষ্টির্গর্জঃ খরহিমপবনঃ স্ফূর্জথুর্ধ্বান্তমন্ধ তথা বজ্রীত্যেবম্বিধবিবিধগতি-ক্লেশহেতু বহির্যঃ। তমন্তর্নির্বর্ষং মধুরনিগদিতং, চারুবায়ুঃ প্রগীতং মরিচীশ্চিত্র শ্রীরজিত গিরিভৃদিত্যাপ্তশর্ম ব্যকারীৎ॥১৩৯

সম্বর্ত্তক মেঘ করয়ে গর্জন আকাশ মণ্ডলে রহি। মহাবৃষ্টি বহে তুহিন পবন, অন্ধকারাবৃত মহী॥ তীব্র ধ্বনি সহ অশনি সম্পাতে চমকিত সর্বদেশ। ইন্দ্র কৃত হেন বিবিধ প্রকার নির্যাতন রূপ ক্লেশ॥ ব্রজের বাহিরে হইতে লাগিল কিন্তু পর্বতের তলে। বৃষ্টি নাহি তথা পরিপূর্ণ সদা মঞ্জু বাক্য কোলাহলে॥ বহে চারু বায়ু মধুর সঙ্গীত বিচিত্র কিরণ মালা। হরি গাত্র হৈতে বহির্গত হৈঞা চতুর্দিক করে আলা॥ ব্রজ বাসিগণ সুখপ্রাপ্ত হয় এ হেন ব্যবস্থা সব। সবিশেষ রূপে, কৈল উৎপাদন, গিরি ধারি শ্রীমাধব॥

নৃত্য স্তোত্র প্রগীতাস্ততি চটুল নটাদ্যর্থিনাং দানচর্য্যা,
বর্য্যাণাং স্বস্তিপাঠঃ শ্রুতিসময়বিদাং ক্রীড়িতং বালকানাম্।

গর্বাৎ খর্বাখিলানামিতি সকলমভূদ্ যস্ততু প্রেমজাতং,
স শ্রীগোবর্দ্ধনাদ্রি প্রবর-ধরকরঃ কং ন তোষং পুপোষ॥১৪০

অতীব চটুল, নটসমূহের ধনার্থীগণের আর। হইতে লাগিল নৃত্যগীত স্তোত্র দানকার্য অনিবার॥ বেদোক্ত আচার বেত্তা শ্রেষ্ঠ বিপ্র সমূহের স্বস্তি পাঠ। বালক গণের ক্রীড়ন কৌতুক নানা ভঙ্গিময় নাট॥ বাসবের গর্ব, খর্বকারী এই, ব্রজবাসী সবাকার। প্রচেষ্টা সমূহ হৈল অনুষ্ঠিত প্রেমজ স্বভাবে যার॥ শ্রীল গোবর্দ্ধন পর্বত প্রবরে ন্যস্ত হস্ত সেই হরি। তাসবার কোন সন্তোষ না কৈল, পরিপুষ্ট কৃপা করি॥

গুরৌ নম্রা তুল্যে স্মিতযুগমুপাল্যে ধৃত জলা রুচিল্লীলা লোলা মঘবতি তু বক্রাবতসতী
ধৃতাদ্রেদৃষ্টি স্তত্তদনুগুণমর্থং বিদধতী ক্রিয়ামস্যাং তস্য স্বময় পুনরুক্তামকুরুত॥ ১৪১

শ্রীগিরিধারীর সুপবিত্র দৃষ্টি সদানত গুরুজনে। প্রেমাপ্লুত মৃদ-মন্দ হাস্য যুক্ত প্রিয় সহচর গণে॥ অনুগত জনে স্নেহবারি সিক্ত নিত্য প্রিয়াগণ প্রতি। বিলাস রভসে কৌতুক মণ্ডিত কভুবা চঞ্চল গতি॥ হেন শুভ দৃষ্টি সেহ এবে হায় বক্র হৈল পুরন্দরে। তত্তৎ গুণাদি সাধন করিয়া এইত পবিত্র দৃষ্টি। আপনার প্রতি, অন্য ক্রিয়া কল্পে পুনরুক্তি কৈল সৃষ্টি॥

গিরিধর বদনেন্দো রশ্মিপীযুষ ধারাং পিব দিহ পশুজাতং সপ্তরাত্রিন্দিবানি।
ক্ষুধমপি স তুষং তন্নাধযৌ তর্হিতস্য প্রণয়িজনগণানাং কিং ব্রুবে ন ব্রুবে কিম্॥ ১৪২

শ্রীগিরিধারীর মুখচন্দ্র কান্তি, পীযুষ প্রবাহ পিঞা। ধেনু মহিষাদি সপ্ত দিন রাত্রি রহিল নিশ্চল হৈঞা॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ কাহারো না হৈল পশুজাতি যদি হেন। প্রণয়ী মানবগণের কি কথা কহিব বা তাহা কেন॥

শ্রীমুখেন জনতা সুধারসৈস্তস্যভূধরধরস্য পূর্য্যতে।
এবমপ্যবয়তী তদা প্রস্ফুপ্তমুহুরসৈবপূরয়ৎ॥১৪৩

ভূধর ধরের শ্রীমুখ সুধাতে, জনতা পূর্ণিত হৈল। ক্ষুধা জানি মাতা মুহুঃ তার মুখ বহু রসে পূর্ণ কৈল॥

সপ্তাহনিশনির্মিত গিরিভৃতা যে যে বিলাসা স্তদাতান্ কল্পৈরপি সপ্তভিঃ কথয়িতা শেষোঽপি নাশেষতঃ। এবং চেদ্বসনৈ বয়ং স্ত্রি চতুরৈঃ সচ্চাতুরীবর্জিতৈঃ স্বর্ণং বর্ণিতবান্ করিঃ স্বয়মসৌ হুভূর্য় দোদূয়তে॥১৪৪

সপ্ত দিবানিশি, গিরিধারী কৈল, যে যে লীলা অনিবার। সপ্ত কল্প ধরি, বর্ণিলেও শেষ না পাইবে তার॥ হেন লীলা যদি, তিন চারি ছন্দে, কোন কাব্য বিশারদ। সতের চাতুরী অনুপ্রাস আর, অলঙ্কার করি রদ॥ ত্বরিতে বর্ণন, করয়ে তবেত, সেই অনভিজ্ঞ জন। অবশ্য ভুগিবে, দুঃখ প্রাপ্ত হৈঞা, আত্মগ্লানি অনুক্ষণ॥ এহেন ঘটনা যদি ঘটিতে লাগিল। ইন্দ্র কিন্তু দুষ্ট কার্য করিতে লাগিল॥ প্রথমে যে বায়ু বৃদ্ধি হৈল সাতিশয়। তাহাতে কি সব কিছু হইল প্রলয়॥ এহেন সন্দেহ তবে করি পুরন্দর। বায়ু যার প্রভু হেন শতেক কিঙ্কর॥ সমধিক দৌত্য কার্য্যে করিয়া প্রেরণ। বসিয়া রহিল ইন্দ্র তথ্যের কারণ॥ ব্রজ হেরি শীঘ্র আসি দূতগণ কয়। না হইল

ব্রজের কিঞ্চিত মাত্র ক্ষয়॥ তবে বলাসুরে হন্তা ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হৈঞা। বারিধারা প্রকাশিল বিস্তারিত বল প্রকাশিয়া॥ মেঘ বর্ষে বারি রাশি যেন তীক্ষ্ণ তীর। প্লাবন হইবে ইন্দ্র চিত্তে কৈল স্থির॥ মেঘের দেবতাগণ তবে ক্ষণ পর। সম্বাদ লইতে পাঠাইল পুরন্দর॥ পথ পানে চাহে ইন্দ্র প্রত্যাশা করিয়া। সেই পথ ধরি সবে আসিল ফিরিয়া॥ পূর্ববৎ ব্রজের মঙ্গল সমাচার। দানে বাসবের আশা কৈল ছারখার॥ তবেত পরমাশ্চর্য্য বোধে নিজ মনে। আত্মগ্লানি অনুভব করি সেইক্ষণে॥ আপন বাহন জলবর্ষী জলধরে। অঙ্কুশে আঘাত কৈল মহাক্রোধ ভরে॥ ঐরাবতী বহ্নি নামে বিদ্যুত আছয়। যার স্ফুর্ত্তে দিবসেও নেত্র অন্ধ হয়॥ অঙ্কুশ আঘাতে ইন্দ্র সেই বজ্রানালে। নিক্ষেপ করিল ব্রজোপরি পূর্ণবলে॥ বিদ্যুত দেবতা গণে দৌত্যের কারণে। অচিরাতে পাঠাইয়া দিল বৃন্দাবনে॥ তারা আসি ম্লান মুখে করে নিবেদন। হে দেব পরমাশ্চর্য করহ শ্রবণ॥ চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় নানা উপহার। গোবর্দ্ধন গিরি করি সানন্দে আহার॥ অতি পর পুষ্ট আর পরাক্রমী হৈঞা। উর্দ্ধে উঠিয়াছে এই আসিনু দেখিয়া॥ ইন্দ্র কহে এবে যাঞা করহ দর্শন। ব্রজে কিবা অঘটন হইল ঘটন॥ ব্রজ লোক মহাশোকে হইয়া মগন। সপুত্র করিল কুত্র এবে বা গমন॥ যথা আজ্ঞা কৈল দেব এতেক কহিয়া। ব্রজে উপনীত হৈল সবে দ্রুত হৈঞা॥ পরস্পর মিলিত হইয়া অতঃপর। কহিতে লগিল ইন্দ্রের গোচর॥ ওহে শতক্রতু এই ত্রিদিব মাঝারে। সর্বদেব্য মান্য সদা জানিয়ে তোমারে॥ বিনিক্ষিপ্ত বজ্র গর্ভ বিদ্যুত অনলে। ভস্মীভূত হৈল ব্রজ বাসি সকলে॥ অতএব বাহিরে এবেত কোনজন। দৃষ্ট নাহি হৈল এই শুনহ বচন॥ সহর্ষে কহয়ে ইন্দ্র শুভ সমাচার। সুদীর্ঘ হউক আয়ু তোমা সবাকার॥ এত শুনি দেবগণ পুন ব্রজে যাঞা। কহিতে লাগিল ইন্দ্রে নেউটি আসিয়া। ওহে স্বর্গেশ্বর শুন ব্রজবাসি গণ। অদ্যাপি বিনষ্ট নাহি হৈল কোন জন॥ পাতালের মত গিরি গর্ত্তে প্রবেশিয়া। করিতেছে কোলাহল আনন্দিত হৈঞা এইত প্রতীতি হৈল যাঞা সেই স্থান। আর এক বিষয় করহ অবধান॥ গোবর্দ্ধন গিরি স্বয়ং তুঙ্গ করি শির। বিপুল প্রস্তরময় আপন শরীর॥ সম্পূর্ণ করিয়া ন্যস্ত রামানুজ করে। বিরাজিত আছে নভোতলে গর্বভরে॥ ইন্দ্র কহে পূর্বে এই গিরির নিশ্চয়। পক্ষচ্ছেদ কৈনু আমি হেন মনে লয়॥ তবে কি পুনশ্চ পক্ষ জন্মিল ইহার॥ যার গর্বে ব্রজবাসিগণে রক্ষিবার॥ এই মত পক্ষপাত কৈল গোবর্দ্ধন। তাহাই হউক ক্ষুব্ধ নহে মোর মন॥ পুনরায় ধ্বনিযুক্ত বজ্রাগ্নি প্রহারে। করিব প্রযত্ন বধ করিতে ইহারে॥ তাহে গিরি নিম্নস্থিত অহঙ্কারী জন। তুরিতে হইয়া চূর্ণ লভিবে মরণ॥ আছয়ে প্রসিদ্ধ ব্রজ গিরি বিদারণে। তাহে বিদ্ধ করিব এ গিরি গোবর্দ্ধনে॥ অন্যোপায় নাহি হেন চিন্তা করি মনে॥ সাতিশয় ক্রোধে তবে দেব পুরন্দর। নিক্ষেপিল মহাবজ্র গিরির উপর॥ শূন্য পথে সেই ব্রজ মিলাইয়া গেল। ইন্দ্রের উদ্যোগ সব নিষ্ফল হইল॥ নিন্দিত হইল তার পুরস্কার সব। সাতিশয় চিন্তান্বিত হইল বাসব॥ নবদূতগণে তবে করিয়া আহ্বান। কহিতে লাগিল তা সবার সন্নিধান॥

ওহে দূতগণ সবে হৈঞা লুকায়িত। সেথা যাঞা ভাল ভাবে করহ নির্ণীত॥ সেথা ঘটিতেছে কোন এক অঘটন। বজ্রের স্বধর্মচ্যুতি হৈল যে কারণ॥ তবে দূতগণে সব সন্ধান করিয়া। নেউটি আসিয়া ইন্দ্রে কহে সম্বোধিয়া॥ ওহে দেবরাজ কোন বৃক্ষও সে স্থানে। দুই তিন পত্র চ্যুত নাহি হৈল বনে॥ বনে কিংবা গ্রামে আর ব্রজের ভিতরে। অন্য দূরে রহু পিপিলিকাও না মরে॥ এহেন অবস্থা যদি সর্বস্থানে হয়। তবেত যাহারা গিরি গহ্বরে আছয়॥ আনন্দ তরঙ্গে ভাসে বিলাস সাগরে। তাসবার কথা এবে রহু বহু দূরে॥ তবেত সর্বোচ্চ গিরি গোবর্দ্ধন প্রতি। ব্যর্থ হৈল যদি নিজ বজ্রের শকতি॥ বজ্রপাণি দেবরাজ লজ্জা ভয় আর। বিস্ময়ে বিক্ষুব্ধ চিত্ত হইল অপার॥ বহুক্ষণ মৌনে রহি চিন্তিতে লাগিল। হেন অঘটন ব্রজে কেমনে ঘটিল॥ তবে কহে হয় হয় কৃষ্ণের আকারে। জনম লভিল বিষ্ণু ব্রজের মাঝারে॥ অতএব কি প্রকারে অপরের ঠাঁই। পরাজিত হইবেন সেইত গোসাঁই॥ নিশ্চয় পর্বত নিজে বহন করিল। তেই মোর সর্ব চেষ্টা বিফল হইল॥ হেন কালে কংস পক্ষ এক মূঢ়মতি। শঙ্খচূড় নামে যক্ষ দেখা দিল তথি॥ নীচাশয় হেতু ইন্দ্রে প্রণাম করিয়া। কহিতে লাগিল অতি বিনীত হইয়া॥ দ্রুমিল নামক দৈত্যে বিখ্যাত মহীতে। তার পুত্র মহীন্দ্রের ভবন হইতে॥ আসিয়া এইত আমি মহাভাগ্য ফলে। বন্দিনু তোমার চারু চরণ কমলে॥ পরম হিতৈষী বন্ধু সে হয় তোমার। করিয়া দুন্দুভি বাদ্য এবে চারি ধার॥ বন্দিয়া পরমানন্দে তোমার চরণ। নির্দিষ্ট বিষয় কিছু কৈল নিবেদন॥ মহীন্দ্র কহিল ইন্দ্র কর অবধান। সেই সব কার্য তুমি কৈলা অনুষ্ঠান॥ সন্তুষ্ট হইনু তাহে মোরা আতিশয়। দেবরাজোচিত কার্য হইল নিশ্চয়॥ অতিক্ষুদ্র জনার গর্বিতে সাতিশয়। মহতের মর্যাদা যদ্যপি লোপ হয়॥ তবেত অসহ্য তাহা হয় সবাকার। ইহা হৈতে অপমান নাহি কিছু আর॥ পিপিলিকা পক্ষ লভি উড়িবার তরে॥ চেষ্টা কৈলে যদবস্থা লভয়ে অচিরে॥ সেইত অবস্থা ব্রজে আভীর সবার। নিরীক্ষণ করি মোরা সবে এইবার॥ মহতের মান হানি রূপ দৈব বশে। সবার আসন্ন মৃত্যু হৈল অবশেষে॥ করিলে আভীর জাতি যজ্ঞ অনুষ্ঠান। স্বার্থ সিদ্ধি হয় তব কিবা পরিমাণ॥ তেই মোরা সবে যজ্ঞ করি বিধিমত। তোমা সবাকারে তুষ্ট করিব সতত॥ শঙ্খ চূড় মুখে শুনি এতেক বচন। বিস্মিত হইল দেব পূজ্য শক্রাশন॥ মনে মনে কহে সিদ্ধি করিয়া ভক্ষণ। বুদ্ধি মোর শুদ্ধ ভাবে কৈল আচ্ছাদন॥ সেইত কারণে আমি শক্রতার আর। মিত্রতার বৈপরীত্য লভিনু অপার॥ অতএব গোত্রভিৎ এই নিজ নাম। উপশ্রুতি সম মোর শোভে অবিরাম॥১৫৪

গর্বিণঃ সুষ্ঠু মে যুক্তাপ্যেষাভিভবভাবনা। আত্তগর্বোহভিভূতঃ স্যাদিতি পর্যায়তা যতঃ॥

এই পরাভব-ভাবনা গর্বিত, মোর উপযুক্ত হয়। গর্বিত জনের নিয়মেতে হয়, পরাভব সুনিশ্চয়॥ এতেক চিন্তিয়া ইন্দ্র প্রকাশে তখন। ভৃত্যগণ প্রতি কহে আদেশ বচন॥ সম্বর্তক নামে মেঘপঙক্তি এই ক্ষণে। নিবৃত্ত হউক বারি ধারা বরিষণে॥ লভিলেও নীচ গোপ জাতিতে জনম। ব্রজরাজ পুত্র মোর সহোদরোপম॥ তেই

ক্ষমাশীল হইয়াও তার প্রতি। শিক্ষা মাত্র পাত্র তা না হইনু সম্প্রতি। কিম্বা তার পরাভব চিন্তি কোন মতে। ব্যথা প্রাপ্ত না হইনু কদাপিহ চিতে॥ এত কহি যক্ষ প্রতি কহে পুরন্দর। কহিও একথা তব রাজার গোচর॥ সেই তুমি ক্রুদ্ধ হইলেও কৃষ্ণ প্রতি। মনে হয় ভীতিগ্রস্ত হৈল তব মতি॥ এই কথা যক্ষ মুখে করিয়া শ্রবণ। কৃষ্ণ প্রতি মহাক্রুদ্ধ হৈল মোর মন॥ তোমার চিত্তের ভয় যদি সত্য হয়। তবে যোগ্য প্রতিকার করিব নিশ্চয়॥ শতমন্যু নাম মোর সহস্রাক্ষ আর॥ শতকোটি হস্তে বল আছয়ে আমার॥ শত্রুতা করিয়া তবে বিশ্বে কোনজন। করিবারে পারে মোর বিরুদ্ধাচরণ॥

ত্বং পুণ্যজনসেব্য শ্রীর্দেবানাং প্রিয়তাং গতঃ।
সোঽপ্যগ্রে ত্বদ্বিধানাং স্যাদ্ভোজানাং গোপদারকঃ॥ ১৫৭

পুণ্যজন সেব্য, শ্রী সম্পন্ন তুমি, দেবতাগণের প্রিয়। গোপ পুত্র সেহ, কিসে গণ্য হয়, ভোজগণে ভবদীয়॥ পক্ষান্তরে ইন্দ্র, কহয়ে তোমার, সম্পত্তি রাক্ষসে খায়। দেবতাগণের, নিন্দার ভাজন, হইলা তুমিত তায়॥ রাজা হইয়াছ, তুমি বন্ধুবর, তোমা কি কহিব আর। বিদারণ কর্ত্তা, তুমিত ত্বৎসম, ভোজবংশ্য সবাকার॥ কৃষ্ণ পক্ষে স্তুতি, করি ইন্দ্র কহে, ভক্তি ধন দাতা হরি। পূণ্যবান জনে, করয়ে সম্ভোগ, পাদপদ্মাশ্রয় করি॥ রক্ষা করি বেদ, ধর্ম সনাতন, গো ব্রাহ্মণ সাধু আর। প্রিয়তা লভিল হিতকার্য দ্বারে, যেবা সর্ব দেবতার॥ তোমার মতন, ভোজবংশে জাত, ব্রজে নন্দ গোপ হয়। সেইত শ্রীকৃষ্ণ, তাহার তনয়, খ্যাত আছে বিশ্বময়॥ ইন্দ্রের বাক্যার্থ বোধ করিয়া তখন। সেইত কুৎসিত যক্ষ হইল বিমন॥ সন্তপ্ত হৃদয়ে তবে প্রস্থান করিল। বার্তা তার সূত্র সম স্রোতে মিলাইল॥ হেনমতে নিজপ্রতি ধিক্কার প্রদানে। শতবিধ শোকগ্রস্ত বিষণ্ণ পরাণে॥ গর্বশূন্য গতিচিতে করিয়া ধারণ। উঠিল বিমান যানে সহস্র লোচন॥ সন্তপ্ত হৃদয়ে তবে শয়নের তরে। প্রবেশ করিল নিজ নিলয় ভিতরে॥ কাশকৃৎস্ন আপিশালী পাণিনি জ্ঞানেন্দ্র। অমর শকটায়ন আর ইন্দ্র চন্দ্র॥ এই অষ্টশাব্দিকের মত অনুসারে। র, ল হয় ব্যতিক্রমে গ্রন্থে ব্যবহার॥ অতএব নিলয়ে নিরয় শব্দ হয়। তাহে প্রবেশিল ইন্দ্র ব্যাঙ্গার্থে কহয়॥

বিক্ষেপ্তুং ব্রজমৈচ্ছদেষ পবনৈর্বিক্ষেপমাপস্বয়ং বর্ষৈর্ধর্ষয়িতুঞ্চ ধর্ষমগমদ্বাঢ়ং বিড়ৌজা হৃদি।
বজ্রৈস্তাড়য়িতুং তথাপি শিরসি স্বে বজ্রতাড্যাত্মতাং,
সাধুং পাতকরত্বমর্জতি বিপর্য্যস্তা গতির্যুজ্যতে॥ ১৬০

এই ইন্দ্র ব্রজে, বিক্ষেপ করিতে, বাঞ্ছা কৈল বায়ু দ্বারে। তার ফলে নিজে, বিক্ষিপ্ত হইল, মান হৈতে বহুদূরে॥ বর্ষণে ধর্ষণ করিতে ইচ্ছুক, হইল শ্রীব্রজধাম। তাহে নিজ চিত্ত ধর্ষিত হইল, না পুরিল মনস্কাম॥ ব্রজ তাড়নের, বাসনা করিল, করিয়া অশনিপাত। পরিণামে হৈল, আপন মস্তকে দুর্বিসহ বজ্রঘাত॥ বিপাকে পড়িল, দেব পুরন্দর, ব্রজের না হৈল ক্ষয়॥ উৎপাত করিলে, সাধুজন প্রতি, বিপর্যস্ত গতি হয়॥ গৃহগুহা মাঝারি কৌশিক পুরন্দর। ভগ্নোদ্যম হৈঞা প্রকাশিল অতঃপর॥

কৌশিক শব্দেতে লোকে পেচক কহয়। দিবালোকে বাহিরিতে নারে পায় ভয়॥ প্রবেশ করয়ে বৃক্ষ কোটর মাঝার। সেইমত হইল ইন্দ্রের ব্যবহার॥

অথ দ্যবি দিবাকরঃ প্রকটতাবমাট দ্রুতং দিশঃ স্ফুরণমাগমন্ ধরণিরাপ বর্ত্মপ্রথাম্।
তদা চ নয়ন শ্রবশ্চরণ সংহতি প্রাণিনামিদং নিজনিজাশ্রয় ত্রয়মনু স্ববৃত্তিং যযৌ॥১৬২

অন্তরীক্ষে তবে, দেব দিবাকর, ত্বরিতে উদয় কৈল। দিঙ্মণ্ডল, রবি-কিরণ সম্পাতে ঝলমলান্বিত হৈল॥ পথের প্রকাশ, করিতে লাগিল, তবে দেবী বসুমতী। প্রাণীসমূহের, নয়ন শ্রবণ, চরণ ইন্দ্রিয় ততি। দর্শন শ্রবণ, চলনাদি নিজ, নিজ বৃত্তি অতঃপর। সম্প্রাপ্ত হইল, সজীব হইল, ব্রজসহ চরাচর॥

নির্যাতে মেঘজাতে হরিরথ পশুপাণ্যখ্যদুচ্চৈরমুষ্মান্নির্যাত প্রাপ্ত গৃহাদবরদরমতিং মা কুরুধ্বং তরধ্বম্। যস্মিন্ গাম্ভীর্য্যভাজি স্ফুটবচসি ঘনাঃ পূর্বম্পাস্ত কান্ত্যা ভূহৃদ্ভূত্যা চ ধৃতাঃ পুনরহহ যযুর্গর্জগর্বাদ্বিধূতিম্॥১৬৩

জলদ্‌সমূহ নির্গত হইলে, কৃষ্ণ তবে গোপগণে। একত্র করিয়া কহিতে লাগিল, উচ্চকণ্ঠে হৃষ্ট মনে॥ গৃহাসক্ত পশু-পক্ষী আর সর্ব-দ্রব্যাদি লইয়া এবে। গিরি গুহা হৈতে, ত্বরিতে গমন, করহ বাহির সবে॥ বাহিরে যাইতে, স্বল্পমাত্র ভয়, কেহ না করিহ মনে। ত্বরিতে চলহ, দেখহ সুষমা, উদিত শ্রীবৃন্দাবনে॥ যেই গোবর্দ্ধনে পূর্বে মেঘমালা, গিরির বিভূতি দ্বারে। নির্জিত হইল, কান্তি পরিসরে, সেই মেঘ এইবারে॥ গম্ভীরতা যুক্ত, উচ্চে উচ্চারিত, হরির বচনে হায়। গর্জ গর্ব হৈতে, খণ্ডিত হইল, সে পর্বতে পুনরায়॥ হেনমতে দুই তিনবার উচ্চারণে। প্রেরণ করিল হরি যদি গোপগণে॥ বহুল কাহন তবে জাগিয়া উঠিল। গুহা মধ্যে মহাকোলাহল উপজিল॥ হরিদাস বর্য্য গিরিরাজের অন্তর। স্বরূপ বিকর পরিহর অতঃপর॥ গোপগণ কোলাহল করিতে করিতে। বাহির হইল ধেনুবৎসাদি সহিতে। যশ আর স্নেহ দ্বারে ব্রজবাসিগণ। শোভিতে লাগিল কৃষ্ণ দেহের মতন॥১৬৪

গাবস্তাবদ্ পুরস্তাৎ গিরিবরবিবরাচ্চাল্যমানা সমন্তাদারাদপ্যন্তরস্তগিরধরবদনং দ্রষ্টুমাসন্নিবৃত্তাঃ। যাসাং নির্বাপণায়াৎ মুহুরশি তদলং লোকমানঃ সলোকঃ, স্তব্ধীভাবং প্রপন্ন পরবশদশয়া তত্র বৈয়গ্র্যমাপ॥ ১৬৫

ধেনুগণে অগ্রে, চালিত হইয়া, গিরিবর গুহা হৈতে। বাহিরে আসিয়া, সম্মুখে অদূরে, মধ্যে মধ্যে চারিভিতে॥ গিরিধারী মুখ, দর্শনের তরে, স্থগিত হইয়াছিল। তাসবারে যেহ, গোপগণ বহির্দেশে আনয়ন কৈল॥ সেই ব্রজ লোক হরির শ্রীমুখ, মুহুর্মুহু নিরখিয়া। ব্যাকুল হইল, স্তব্ধ ভাব লভি, স্নেহ দশ-বশা হৈঞা॥ গিরি গুহা হৈতে কোন ক্রমে অতঃপর। বাহিরে আসিয়া যত আভীর নিকর। পরস্পরের অনুগমন হেরিয়া। কৃষ্ণ নিক্রমণ তবে প্রতীক্ষা করিয়া॥ নির্নিমেষ নেত্রে তবে অবস্থান কৈল। হেন কালে গুহা হৈতে কৃষ্ণ বাহিরিল॥ জীব যথা প্রাণ পাঞা সঞ্জীরিত হয়। কৃষ্ণে পাঞা তথা হৈল গোপ সমুদয়॥১৬৬

স্বাভাব সৌন্দর্যং গুণগরিমভূম্না মৃদুলতা খিলব্যাপ্তিপ্রেমা গিরিধৃতিরপি স্বাবনকৃতে।

ক্রমাদেতে ধর্মাঃ প্রণয়মহ সন্ত্রীকৃত্তিপরা যদীয়া মোহত্যাগম্নিজদৃশি গিরেস্তস্থ তলতঃ ॥

স্বভাব সৌন্দর্য, গুণ গৌরবের, বাহুল্য ও মৃদুলতা। সর্বব্যাপী প্রেম, আত্মীয় রক্ষার্থে, পর্বত ধারণ তথা ॥ ক্রমে এই সব, গুণ যার মধ্যে, প্রীতি হেতু গাঢ় হৈল। সেইত মাধব, গিরিতল হৈতে, নেত্র পথে দেখা দিল ॥১৬৭

যদ্বদুত্থাপিতস্তদ্বৎ কৃষ্ণেনাদ্রিঃ স রোপিতঃ। দৃষ্টশ্চ সর্বলোকেন প্রকারস্ত ন লক্ষিতঃ ॥১৬৮

যেই ভাবে কৃষ্ণ, গিরি উঠাইল, সেই ভাবে সংস্থাপিল। দেখিল সবাই, কিন্তু সবিশেষ, কেহ নাহি লক্ষ্য কৈল ॥ ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির সহিত মিলন। মহামুনি শুকদেব করিল বর্ণন ॥ যেন মিলন হয় সাতিশয় মনোহর। অনুষ্টুপ ছন্দোবদ্ধ স্বল্প কলেবর ॥ হইলেও সুধাপূর্ণ কলসের মত। উথলে অক্ষয় রস তাহাতে সতত ॥১৬৯-৭৪

যশোদা রোহিণীনন্দ রামশ্চ বলিনাং বরঃ। কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ। ১৭১

স্নেহার্ত্ত হৃদয়, যশোদা রোহিণী, নন্দ আর মহাবলী। বলরাম কৈল, আশিষ বর্ষণ, কৃষ্ণে করি কোলাকুলি ॥ অহো কি দুঃখের কথা কি কহিব আর। নব নবনীত সম অতি সুকুমার ॥ এই কুমারের কলেবর সুনিশ্চয়। প্রকাণ্ড পর্বত ভার সাতিশয় হয় ॥ তাহে কি হইল হইতেছে বা হইবে। এহেন সন্দেহে ব্রজেশ্বরী আর সবে। স্নেহ সাতিশয় ভয় প্রাপ্ত হৈল। তবে মনে মনে সবে চিন্তিতে লাগিল ॥ গিরিভার বহনে যে ক্লেশ বহুতর। উপজিয়া ক্লিষ্ট কৈল শিশু কলেবর ॥ সেই ক্লেশ মোসবার সন্নিধ্য বশতঃ। বিদূর হইবে মনে হয় আপাততঃ ॥ এই অভিপ্রায় সবে নিকটে, আসিল। কৃষ্ণে তবে আলিঙ্গন করিতে লাগিল ॥ তাহাতেও যেন না বিশ্বাস হৈল মনে। আশীর্বাদ করিতে লাগিল সেই ক্ষণে ॥ নিজ বংশ যেন যশোযুক্ত করিবারে। বংশীর তত্তৎগণের নাম অনুসারে ॥ যশোদাদি নামে খ্যাত স্নেহময়ী নারী। আর অন্য প্রিয় জন কৃষ্ণ মুখ হেরি ॥ অবিরত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তার ফলে দৃষ্টি রুদ্ধ বহু ক্ষণ ছিল ॥ যদ্যপিহ যশোদাদি এই চারিজন। কৃষ্ণে কৈল মিলিত হইয়া আলিঙ্গন ॥ তথাপিহ প্রেম তারতম্য অনুসারে। অনুভব হয় যাহা কৃষ্ণের অন্তরে ॥ শুকদেব সেই ক্রম করিয়া গ্রহণ। যশোদা রোহিণী ত্যাদি করিল বর্ণন ॥ জ্ঞান শক্তি ক্রিয়া শক্তি এ দুই প্রকার। শক্তি আছে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সদা যার ॥ মহাশক্তিশালী সেই রামেরও মনে। স্নেহ হেতু কাতরতা জন্মিল সে ক্ষণে ॥ সেই শক্তি নাহি যশোদাদির মাবার। তাহে যে ঘটিবে মোহ কি বিচিত্র আর ॥ বলদেব শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন নিশ্চয়। তাহে যদি মোহ জন্মে অন্যে কি বিস্ময় ॥

সাশ্রু নেত্রে মাতা, মার্জন করিল, পুত্রের বদনখানি। পিতা কৈল কেশস্পর্শ উচ্চারিয়া সানন্দে আশিষ বানী। পুত্রের সর্বাঙ্গ, দর্শন করিয়া পিতা মাতা দুই জনে। মধুর বচনে, কুশল বারতা, জিজ্ঞাসিল হৃষ্ট মনে ॥ সুবলাদি মিত্র, আর অন্তরঙ্গ নিজ প্রিয় পরিজন সর্বাঙ্গ মর্দন, করিতে লাগিল, হৃষ্টভাবে সেই ক্ষণ ॥ ব্রজ বাসী সর্ব জনার জীবন, কৃষ্ণতেই প্রতিজন। অধিকার মত, কৃষ্ণ সেবা কার্যে, কৈল আত্ম নিয়োজন ॥ অন্য এক ঘটনা কৌতুক পরম্পর। ঘটিল কহহ অবধান অতঃপর ॥ কংস

পক্ষ যক্ষ যদি করিল গমন। ইন্দ্র তবে নিজ মনে কৈল বিবেচন ॥ হইল এমোর যশ প্রাচীনে গণন। করিব নবীন কিছু এবে আরম্ভন ॥ এত চিন্তি করি নিজ বাসনা গোপন। অনুচরগণে কহে করি সম্বোধন। হে মোর সেবকগণ শুন মন দিয়া। করিল শ্রীকৃষ্ণ মোর উদ্যম ভঞ্জন হিয়া। করিলেও বিপক্ষের মত ব্যবহার। দৈত্য নাশে সেহ হয় সহায় আমার। সেইত বিশ্বাসে আমি তারে পরীক্ষিতে। নানা ভয় দেখাইনু ঝড় বজ্র। দিতে ॥ অতএব এবে সবে ব্রজের মাঝারে। যাইয়া জানাহ অভিনন্দন তাহারে ॥ এথা ব্রজরাজ সুত গিরিগর্ত হৈতে। নিষ্ক্রান্ত হইল গোপগণের সহিতে ॥

দিবি দেবগণা সাধ্যাঃ সিদ্ধ গন্ধর্বচারণাঃ। তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি সর্বতঃ ॥ ১৭৯

স্বর্গেদেবগণ, সিদ্ধ সাধ্য আর, গন্ধর্ব চারণ গণ। করিতে লাগিল, তুষ্ট চিতে স্তব পুষ্পবৃষ্টি অনুক্ষণ ॥ শঙ্খ দুন্দুভয়োনেদুর্দিবি দেবাদিবাদিতাঃ। জগুর্গন্ধর্বপতয়োর্যেষাং তুম্বুরুরাদিতঃ ॥ স্বর্গে দেবগণ, বাজাই শঙ্খ, দুন্দুভি নাদি হৈল। তুম্বুরু প্রভৃতি, গন্ধর্বাধিপতি, সবে গান আরম্ভিল ॥

তদা দিবি ভু বিস্থিতৈ বিবিধ বাদ্যগীতাদিভিঃ কৃতস্তবতয়াচলন্মুদিত গোপবৃন্দৈর্বৃতঃ।
দিবিষ্ঠ মহিলাজয়ি প্রকটগীতগোপীত তি স্ফুরৎ পরমসম্পদং ব্রজমগাদ্ব্রজেশাত্মজঃ ॥

তৎকালে ত্রিদিবে দেবগণ আর, ভূতলে মানব গণ। করিতে লাগিল নানাবাদ্য গীতের স্তব স্তুতি অনুক্ষণ ॥ প্রমুদিত গোপ-বৃন্দে বৃত হৈঞা চলিতে চলিতে তবে। স্বর্গস্থ মহিলাগণ বিজয়িনী, গোপীবৃন্দ গীত রবে ॥ মুখরিত আর স্ফুরিত পরম সম্পদে মধুর ব্রজে। প্রবেশ করিল, ব্রজেশ আত্মজ, সজ্জিত কুসুম স্রজে ॥১৮১

গর্ত্তং প্রবিষ্টাঃ শকটাদিদধ্যক্ষতাস্ত্রমার্থ প্রচিত্য যথা তে।
তথা নিবাসং পুনরাপ্তবন্তঃ কিঞ্চিচ্চ নাজ্ঞাসিষুরর্থনাশম্ ॥ ১৮২

শকটাদি আর, দধ্য ক্ষত নানা, দ্রব্য সঙ্গে লৈঞা সবে। যথা প্রবেশিল, গর্তে তথা সব, লৈঞা বাহিরিল তবে ॥ পুনরায় গৃহপ্রাপ্ত হৈল সবে, অর্থনাশ না হইল। পূর্বেদ্রব সব, যেমতি আছিল, এবেত তেমতি ছিল ॥১৮৩

গিরিগর্তা নিষ্ক্রমণে যথোক্তং শ্রীবাদরায়ণিনা। গোপ্যেষ্টসস্নেহম পূজয়ন্মুদা দধ্যক্ষতাদ্ভি ॥

শ্রীবাদরায়ণি, বর্ণন করিল, গিরিগর্ত হৈতে হরি। নিষ্ক্রামণ কৈলে ব্রজ গোপীগণ, আইল সবে ত্বরা করি ॥ দধ্যক্ষত ধান্য, দূর্বা সলিলাদি, নানা দ্রব্য বরিষণে। পূজা কৈল তবে, মহাস্নেহ ভরে, কৃষ্ণচন্দ্রে হৃষ্ট মনে ॥ কথক তবেত গোপরাজে সম্বোধিয়া। কহিতে লাগিল অতি আনন্দিত হৈঞা ॥

গোপরাজ তব সূনুরীদৃশঃ শৈলমপ্যধৃত যঃ স্বকানবন্।
যশ্চ শক্রমপি যাতমন্যরাপ্যাদ্ভুতং ব্যথিত দূরদেশতঃ ॥ ১৮৪

হে গোপ ভূপতি, তোমার এহেন, পুত্ররত্ন জনমিল। আত্মীয় সমূহে, রক্ষণার্থে সেবা, গিরিও ধারণ কৈল ॥ দেখহ তোমার, তনয় কেমন, রহিয়াও বহুদূর। বিনাশ ব্যতীত করিল ইন্দ্রের, সমুন্নত গর্বচুর ॥

ধৃতাগিরিমসৌ নৈকধুরতামাগতঃ পরম্। ভবতাং জগতাং চাগাদপি সর্বধুরীণতাম্ ॥

গিরিহস্তে ধরি কেবল যে এক জনার প্রধান হৈল। তাহা নহে বিশ্বে, তোমা সবাকার, প্রাধান্য সে লাভ কৈল ॥ এই মত কৃষ্ণ কথা করিয়া বিস্তার। পূর্বমত নিজ প্রয়োজন অনুসার ॥ সভ্যগণ যদি গৃহে গমন করিল। রজনী সভাতে পুনঃ সবাই মিলিল ॥ সন্ধ্যাবধি শ্রীকৃষ্ণের যতেক বিহার। বর্ণনা করিল পূর্বে সূতের কুমার ॥ তৎপরে বর্ণিতে সেই রজনী সভায়। আসিল সূতের পুত্রদ্বয় পুনরায় ॥ পরম শ্রেয়সী কৃষ্ণ প্রেয়সীর প্রতি। প্রথমেই কহে স্নিগ্ধকণ্ঠ মহামতি ॥ ১৮৫-৮৭

স্বল্পাপি লীলা ভবদীয়তাং গতা, বিস্তারমায়াতি তথা বকী-রিপোঃ।
রাধে বিবেক্তুং নহি শক্যতে যথা, প্রথীয়সী কা বত কা তনীয়সী ॥ ১৮৮

হে রাধে তোমায়, আর পুতনারি, কৃষ্ণের স্বল্পও লীলা। কবিগণ মুখে, আর লেখনীতে, বিস্তারে বর্ণিত হৈলা ॥ সে লীলা তোমার, প্রকটে হয়েত, বিস্তীর্ণ অথবা স্বল্প। অনুভব নাহি, হয় কৃপা বিনা, চিন্তিলেও কোটি কল্প ॥ সেই লীলা মোরা গ্রন্থ লাঘবের তরে। সংক্ষিপ্ত করিনু লীলা বর্ণন প্রকারে ॥ বিস্তারিয়া কবিগণ বর্ণনা করিল। মোসবার বর্ণনা তাহে সর্বলঘু হৈল ॥ তথাপিহ সেই লীলা বহুত প্রকারে। বোধগম্য হউক অকুণ্ঠ বুদ্ধি দ্বারে। এত কহি ভ্রাতা প্রতি কহেত তখন। হে কথক আচার্য আর্য্য করহ শ্রবণ ॥ ১৮৯

পরং গিরেরেব সত্রং হরিণা ন প্রকাশিতং। কিন্তু শ্রীরাধিকাদীনামাননেন্দুরুচেরপি ॥

শ্রীকৃষ্ণ কেবল, গোবর্দ্ধনাদ্রির, উৎসব না প্রবর্তিল। শ্রীরাধাদি গোপীগণের মুখেন্দু, সুষমাও বিস্তারিল ॥ কৃষ্ণ যবে যজ্ঞ-সাধন সম্ভার, সংগ্রহে বিপুল কৈল। গোপীগণ তরে, প্রচুরালঙ্কারে নিজ দেহ সাজাইল ॥ দীপাবলী গিরি, শিখরে শিখরে যবে প্রজ্বলিত হৈল। সখাবৃত স্থান, হৈতে কৃষ্ণ আর, গোপী দোঁহে নিরখিল ॥

গোবর্দ্ধনোৎসব, বকারি শ্রীকৃষ্ণ, যবে প্রবর্তিত কৈল। তবে গোপীগণ, কৃষ্ণ-দর্শনেচ্ছা, মহোৎসব প্রকটিল ॥ গিরিযজ্ঞে মহিলা নিকর, মাতিল যেই তক্ষণ। শ্রীহরি দর্শন, নিশ্চিতে হর্ষিত, হৈল ব্রজবধূগণ ॥ সংলাপ করিত, কৃষ্ণ সঙ্গে যবে, অন্যান্য সুন্দরীগণ। তদর্থ বুঝিয়া, রাধাদি করিত নম্রদৃষ্টি নিক্ষেপণ ॥ প্রকট হইয়া, যবে গিরিবর, জনদৃষ্টি আকর্ষিল। সুষ্টু আশা বাম, গোপবধূ অক্ষি, পক্ষীগণ প্রাপ্ত হৈল ॥

বৃন্দাবনে হবে, আভীরের গণ, আরম্ভিল গোপূজন। নিজ ধেনু পূজা তরে প্রশ্ন কৈল, কৃষ্ণে তবে বধূগণ ॥ রাখাল পূজার, উৎসব যবেত, বহির্দেশে প্রকটিল। সুন্দরী-গণের, চিত্তের উৎসব, বক্ষে বক্ষে হৈল। গোপপৃষ্ঠ যবে, কুমারীগ হেস্ত মহঙ্কিত কৈল। কৃষ্ণ পৃষ্ঠ তবে, স্পর্শিবারেব্যগ্র, তাসবার হস্ত হৈল ॥

হোমকালে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ সভাতে, পশিল যেইত ক্ষণ। বিরহ বহ্নিতে, চিত্তাহুতি হায়, কৈল তবে বধূগণ ॥ গিরি পরিক্রমা, কালে কৃষ্ণ যবে, ব্যবধান প্রাপ্ত হৈল। কৃষ্ণ প্রিয়াগণ, সেই ব্যবধানে, গিরিতুল্য জ্ঞান হৈল ॥ লগুড় লইয়া, বিল্যসরভসে, উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করি। পুনশ্চ ধরিয়া, যবেত অন্যত্র, গমন করয়ে হরি ॥ সেইত লগুড়, দূর হৈতে হেরি, ভানুজা শঙ্কিতান্তরে। অঞ্জনে রঞ্জিত, নয়ন সলিলে, যমুনার ভাব ধরে ॥

অসম্ভব হয়, রূপ দরশনে, যবে যবে দোহাকার। গো-তাড়ন ছলে, বধূগণ মাঝে, পশে কৃষ্ণ অনিবার ॥ ধেনু চালনের ছলে, যবে ধায়, রাধারে পরশ করি। ভ্রূলতাতে তার, হৈঞা তাড্যমান, স্তম্ভিত হয়েত হরি ॥

যবে তার দৃষ্টি, রাধাঙ্গ স্পর্শিল, তৎকালে মুরলী পাণি। সকল ভুলিল, স্মরিল কেবল রাধার বদন খানি ॥

যদা রাত্রাবভূদ্বাসঃ সর্বেষামেকধামণি। তচ্ছদ মাত্র তাৎপর্যায় শ্রুতিতাং তর্হি তা যযুঃ ॥

যবেত সবার, রাত্রি বাস ঘটে, এক স্থানে কদাচন। তবে কর্ণ ধর্ম, ধরে কৃষ্ণাঙ্কিত শব্দবেত্তা বধূগণ ॥ ২০৬

কৃষ্ণায়াস্ত যদা কৃষ্ণ শ্চিক্রীড় স্রোতসি স্বয়ং। তদামোদিন্য স্তস্মিন্নক্রীড়ন্তি দূরতঃ ॥ ২০৭

যমুনা প্রবাহে, যবে হরি নিজে, মহানন্দে ক্রীড়া করে। তার প্রতি ভাব, প্রকাশিয়া বধূ-গণও ক্রীড়া করে দূরে ॥

ভগিনীনাং গৃহে বর্হি ভোক্তুমভ্যাসযৌ হরিঃ। সখ্যলক্ষ্যাৎদাতাসাং সর্বসূত্রাপ্যমূর্গতা ॥

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়াতে, ভোজনের তরে, ভগ্নীগণ গৃহে হরি। যায় যবে বধূ-গণও সেথায় যায় সখ্য সূত্র করি ॥ ২০৮

যথা পূর্বং যদা সর্বে প্রতি স্বং বাসমব্রজন্। তদাকারাগৃহে হস্তা! মেনিরে তাঃ পুনর্গতিম্ ॥

গিরি পূজা শেষে, পূর্বমত নিজ, নিজ গৃহে বধূগণ। পশি বোধ কৈল, কারা গৃহে যেন, হৈল পুনরাগমন ॥ ২০৯

যদা সম্বর্ত্তমেঘাস্তে প্রাবর্তন্ত তদাতু তাঃ। অকাময়ন্ত কৃষ্ণায় স্ব স্ব ছত্রায়মাণতাম্ ॥ ২১০

যবে সম্বর্ত্তক, মেঘ মালা বারি, বর্ষণে প্রবৃত্ত হৈল। স্ব স্ব ছত্র তবে, হউক মাধব, বধূগণ বাঞ্ছা কৈল ॥ যবে মিত্রগণে, ছত্রাদির দ্বারে, কৃষ্ণে নিবেদিত হেরে। বধূ-গণ স্বাঙ্গ-ভেদী সে বৃষ্টিরে, সুধা সম মনে করে ॥

অভিকৃষ্ণং যদা সর্বাঃ শৈলগর্তেঽন্ববর্ত্তত। গৃহপ্রাপ্তনিধীনাং বা তদাতাসাং স্থিতির্বভৌ ॥

ব্রজ বধূগণ, ছিল গিরি গর্ত্তে, কৃষ্ণের সমীপে যবে। মনে কৈল গৃহে, রত্ন প্রাপ্ত হৈঞা, বাস যেন করে সবে ॥ ২১২

নিমেষ রহিতা স্তদা প্রতিনিমেষমাসেদিরে। হরেমুখ সুধারসং রসনয়া দৃশাকারয়া ॥

অহো রজনিসপ্তকং ব্রজচকোরনেত্রাঃ কিয়ৎ। কুতঃ স্বকৃতমুদ্গতং ন ইতি বিস্মৃতীরব্রজন্ ॥

সেই কালে নেত্রে নিমেষ রহিত বধূগণ স্বনয়নে। জিহ্বা করি হরি, মুখ সুধারস, পান কৈল প্রতি ক্ষণে ॥ সপ্তদিবা রাত্রি, ব্রজের চকোর, নয়না সুন্দরী গণ। হরি মুখ সুধা, সেবন করিল, মহানন্দে অনুক্ষণ ॥ কোথা হৈতে হেন, মোসবার মহা, সুকৃতি উদয় কৈল। এতেক চিন্তিয়া, সুন্দরীর গণ, বিস্মৃতি সম্প্রাপ্ত হৈল ॥ ২১৩

রাধা তত্র সুখাতিসীমদৃশয়া যুক্তাপি মুক্তাবলী
স্বচ্ছে নেত্রজলে তদীক্ষণ ভবে কোকত্বামিথং গতা।
হা ধিগ্ দৈব সদৈব নাস্তি তব কোঽপ্যুচ্চৈর্বিবেকো যতঃ-
কান্তস্তানিশ দর্শিতস্ত চ চিরাদত্রিঃ করে দৃশ্যতে ॥ ২১৪

বধূগণ মধ্যে, সুন্দরী রাধিকা, সুখসীমা হৈল প্রাপ্ত। মুক্তাবলী সম, স্বচ্ছ অশ্রু বহে কৃষ্ণে নেহারিয়া তত্র ॥ উত্তেজনা ভরে, ঈষদুষ্ণ হৈল; সুস্নিগ্ধ বিগ্রহ খানি। বিধাতারে ধিক্, দিয়া সুবদনী, কহে খেদে হেন বাণী ॥ ধিক্ দৈব তোমা, সর্বদাই ধিক্ বিবেক শকাত উচ্চ। নাহিক তোমার, তেইত তোমারে, সতত গনিয়ে তুচ্ছ ॥ যেই প্রিয়তমে, সতত দর্শন, করি মোরা বধূজন। বহুত বিলম্বে, দেখাইলে তারে, হস্তে ধৃত গোবর্দ্ধন ॥

যদা গিরিবরং দধে মুরহরস্তদা লোচনং, নিজার্থিতবিনাকৃতামপি দিশং স নিন্যে মুহুঃ। কদাচিদিহ চেৎপ্রথাং ভজতি রাধিকায়া মুখং তদাফলময়ং মম শ্রমতমঃ প্রসজ্জেদিতি ॥

যবে মুরহর, গিরি গোবর্দ্ধন, করে ধরি দাণ্ডাইল। স্ব প্রার্থনা শূন্য, উদাস লোচন, দিকে দিকে নিক্ষেপিল ॥ যদি কভু এথা, পরিদৃষ্ট হয়, রাধিকার মুখ খানি। তবে ইষ্ট ফল, লভিল এমোর, মহা পরিশ্রম মানি ॥

অয়ং গিরিবরং দধে করুণয়েতি কারুণ্যবান্, সমস্তমভিতর্ক্যতে তদিহচিত্ত ধৈর্যং ভজ। নিরন্তরিতলোচনপ্রভববৃষ্টিভীতীভব-দ্বপুশ্চ তব রক্ষিতেত্য কৃত ভাবমেষা তদা ॥২১৬

কৃপাতে ধরিল, গিরিবরে করে, কৃপাময় এই হরি। হেন কথা কহে, সর্ব লোক এথা, সতত বিতর্ক করি ॥ অতএব এবে, হে মোর মানস, ধৈরয ধরিয়া রহ। মোর লোচনাশ্রু, বৃষ্টি ভয়ে ভীত, হয় যেবা অহরহ ॥ সেই তোমা হরি, অবশ্য রক্ষিবে, আপন কারণ্য গুণে। এ হেন ভাবনা, হইল তৎকালে, শ্রীমতী রাধার মনে ॥

গিরের্গর্ত্তান্নিষ্ক্রামণ বচনমাকর্ণ্য দয়িতা, মুরারেস্তং প্রাণপ্রতিমমপহায়াপি নিরয়ুঃ। স এবা তং ভারং বত বিস্মৃতবাংস্ত স তু পরং, তদাসাং বিশ্লিষ্টৈর্ভরমসহমানো নিরগমৎ ॥ ২১৭

গিরি গর্ত হৈতে, নিষ্ক্রামণ তরে, দয়িতাগণের প্রতি। মুরারির বাক্য, শ্রবণ করিয়া, বধূগণ শীঘ্র গতি। পরাণ প্রতিম হরিরেও তবে, পরি হরি সেইক্ষণ। বাহিরে আসিল, হায়রে তদ্রূপ, হৈল হরির তখন ॥ প্রেয়সী গণের, বিরহের ভাব, সহিতে না পারি হরি। বাহির হইল, গিরিবরে তবে, স্ব স্থানে স্থাপন করি ॥

কিং গিরেবিবরতো বহির্গতৈঃ, কিং স বা স্বহৃদয়াদিতি স্ফুটম্।
নাতি বোদ্ধুমশকন্ হরিপ্রিয়াস্তর্হিবহি নিরগাদসৌ প্রিয়ঃ ॥২১৮

প্রিয় কৃষ্ণ যবে, পর্বত গহ্বর, হৈতে বহির্গত হৈল। দয়িতার গণ, আপন হৃদয়ে, ভ্রান্তি অনুভব কৈল ॥ গিরি গর্ত হৈতে, বাহিরিল হরি কিংবা নিজচিত্ত হৈতে। বাহিরিল হেন, হরি প্রিয়াগণ, না বুঝিল কোন মতে ॥

যদৃগম্বু ববৃষুঃ স্তনভূভৃদ্ ভূরিভূমি বলয়েষু মৃগাক্ষ্যঃ।
উদ্ধৃত প্রথিতভূভৃতি তস্মিংস্তৎ কিমপ্য কথয়ন্নিজহার্দম্ ॥২১৯

হরিণ নয়না, ব্রজ বধূগণ, নেত্রাম্বু বর্ষণ করি। প্লাবিত করিল, ভূরি ভূমি স্থিত, নিজ পয়োধর গিরি ॥ গিরিধারী রূপে, প্রসিদ্ধ মাধবে, তবেত চিত্তের ব্যথা। জানাইতে ব্রজ, সুন্দরীগণ, ইঙ্গিতে কহয়ে কথা ॥ ইন্দ্রের বর্ষণ, হইতে ভূমিত, রক্ষা কৈল গিরি

বরে। এ স্তন গিরিরে; বোলহ বন্ধুয়া, এবে কেবা রক্ষা করে ॥ চরিত্র বর্ণন তবে করি সমাপন। শ্রীরাধার প্রতি কহে কথক তখন ॥

রাধে ! পরিতো যাসীদ্গোবর্দ্ধন ধারিণস্তদা করুণা।
সাস্রাম্নয়ন প্রান্তাৎ প্রান্তাত্ত্বয্যেব সা সুবিশ্রান্তা ॥ ২২০-২১

শ্রীগিরিধারীর, তৎকালে সজল, নয়নের প্রান্ত হৈতে। করুণার ধারা, উছলি বহিল, পর্বতের চারিভিতে ॥ সেইত করুণা, হে সুন্দরী রাধে, নেত্র প্রান্তে উছলিয়া। তোমাতেই আসি, বিশ্রাম করিল, প্রান্ত সীমা প্রাপ্ত হৈঞা ॥ হেন মতে হরি কথা করি সমাপন। সুত পুত্রদ্বয় গেল আপন ভবন ॥ পূর্ববৎ সভা গৃহ করি পরিহার। সভ্যগণ গেল তবে গৃহে আপনার ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু গোত্রভিদ্গর্বখণ্ডন গোবর্দ্ধন গোত্রমানবর্দ্ধনমষ্টাদশং পূরণম্ ॥১৮

শ্রীমাধ্ব গৌড়িয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল স্বাদে সুধা গর্বহর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥

উনবিংশং পূরণম্ ☐ ইন্দ্রত্বস্তম্ভনং গবেন্দ্রত্বপ্রাপ্তিশ্চ

অতঃপর পরদিন বিমল প্রভাতে। সভ্যগণ আসি তত্র বসিল সভাতে ॥ সভা-তেজে সুত পুত্রদ্বয় দীপ্ত হৈল। তার মধ্যে মধুকণ্ঠ কহিতে লাগিল ॥ উৎসব সম্পত্তি যুক্ত তিথি প্রতিপদে। গোবর্দ্ধন সম্বর্দ্ধা নাহৈল নিরাপদে ॥ তৃতীয়া হইতে তিথি নবমী পর্যন্ত। সাতদিন সাত রাত্রি ব্যাপী অবিশ্রান্ত ॥ সেই রম্য গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ। যথার্থ রূপেতে এবে করহ শ্রবণ ॥ তাদৃশ দশাতে রম্য দশমী তিথিতে। শ্রীব্রজ রাজের নিজ ব্রজ সমিতিতে ॥ বিজ্ঞ শিরোমণি গণ আমন্ত্রিতহৈঞা। ভোজন করিল সুখে উদর ভরিয়া ॥ তবে করি সুখ বাস তাম্বুল সেবন। সম্বাদ আরম্ভ কৈল হৈঞা হৃষ্ট মন ॥ গোবর্দ্ধন গিরি রাজ ধারণ দর্শনে। যেইত ভাবনা উপজাত হৈল মনে ॥ পুতনাদি বধ হৈতে আরম্ভ করিয়া। পর্বত ধারণাবধি বিষয় চিন্তিয়া ॥ সম্ভাবিত তথা অসম্ভাবিত বিষয় ॥ নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম যত হয় ॥ সব কিছু সবিশেষ রূপে সর্বজন। করিতে লাগিল পরস্পর আলোচন ॥১-৫

বাবহিঃ পর্বতং বালঃ সাসহির্ন তু চাচলিঃ। বহিরেব যথা বৃষ্টিঃ পাপতির্ন তদন্তরে ॥

এইত বালক, বিশাল পর্বত, স্বকরে ধারণ কৈল। গিরিগুরু ভার, স্বচ্ছন্দে বহিল কম্পান্বিত নাহি হৈল ॥ অপর আশ্চর্য, করহ দর্শন, বৃষ্টি যথা বারম্বার। গিরি বহিঃ ভাগে পতিত হইল, গর্তে না পড়িল তার ॥ কৃষ্ণের এইত দেখ পরম প্রভাব। উৎপাদন করি চিত্তে বিস্ময়ের ভাব ॥ করিল লৌকিক নীতি সব অতিক্রম। অতীব দুজ্ঞেয় হয় ইহার বিক্রম ॥ হেন শক্তিশালী হইলেও তার প্রতি। স্নেহ ভাব পরাকাষ্ঠা আসক্তি মহতী ॥ মাদৃশ ও অস্মাদৃশ জনার হৃদয়ে। স্থির রহি সবে মগ্ন করয়ে বিস্ময়ে ॥ মোসবার আর সবার উপরে। যেই স্নেহ পরাকাষ্ঠা কৃষ্ণ নিজে ধরে ॥ সেই স্নেহ মহাশ্চর্য ভাব উৎপাদনে। বিপুল বিস্ময় উৎপাদন করে মনে ॥৬-৮

প্রত্যেকং স্বে তনূজে প্রবলয়তি জনঃ স্বৈরমেবানুরাগং,
সর্বেষাং নস্ত্বদীয়ে স কথমথ কথং শক্যতে নাপি মোক্তুম্।
সর্বেষপ্যস্ত সোঽয়ং স্ফুরতি সহজবস্তাদৃগেব ব্রজেশ,
স্মারং স্মারং তদেতৎ ন কথমপি মনাগুক্তিযুক্তী ব্রজামঃ ॥৯

প্রত্যেক জনার, নিজ পুত্র প্রতি, স্বভাবতঃ অনুরাগ। বৃদ্ধি পায় কিন্তু, তব পুত্র প্রতি, হে ব্রজেশ মহাভাগ॥ অপূর্বানুরাগ উদয় হইল, চিত্ত মধ্যে মোসবার। কোনও প্রকারে, ছাড়িতে না পারি, হেন মহাশক্তি তার॥ সবার উপরে, তাহারও হেন, সহজাত প্রেম রহে। সেহ কোন দিন, ক্ষণেকের তরে, দূর হইবার নহে॥ এইত দুর্বোধ্য, বিষয় স্মরণ, করি মোরা বারম্বার। উক্তি কিম্বা যুক্তি, করিতে না পারি কোন মতে এবে আর॥ হেন কথা নম্রভাবে শ্রবণ করিয়া। আনন্দে ভরিল নন্দ ভূপতির হিয়া॥ প্রচুর আনন্দ আর প্রেম ভাব ধরি; সবার বচনে স্ব-সম্মতি দান করি॥ শ্রীগর্গমুনির পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা। অনুবাদ করি সবে জানাইল তথা॥ তবে নন্দ স্তুতি-যোগ্য প্রশংসাবশত। তাসবার অমন্দ সন্দেহ ছিল যত॥ সুমিষ্ট বচনে দূর করি সেই ক্ষণে। কহিতে লাগিল পুন মধুর বচনে॥ ওহে গোপগণ সবে স্থির করি মন। এমোর বচন এবে করহ শ্রবণ॥ অলৌকিক জ্ঞানে এই বালকের প্রতি। সশঙ্কিত হইল যে সবাকার মতি॥ সেই শঙ্কা সবে এবে কর পরিহার। আর এক কথা সবে শুনহ আমার॥

যদবধি মামুপদিশ্য প্রাস্থিত গর্গস্তদবধি জানামি।
শিশুরয়মদ্ভুতচর্যাং বলয়তি নারায়ণী যয়া শক্ত্যা ॥১০-১১

মোরে উপদেশ, দিয়া যদবধি, গর্গ নিজ স্থানে গেল। তদবধি মোর, চিত্তের মাঝারে, হেন জ্ঞান উপজিল। নারায়ণী শক্তি, প্রসাদে এইত, বালক পরমাশ্চর্য্য। অশেষ বিশেষ লোকহিত কর, করয়ে বিবিধ কার্য॥ ব্রজরাজ মুখে শুনি এতেক বচন। আনন্দিত হৈল সমবেত গোপগণ॥ সমস্ত জনতানন্দদায়ী পুত্র তার। সেইত পুত্রের কথা করিয়া বিস্তার॥ নন্দ মহারাজে সবে আনন্দিত কৈল। বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ হেন কালে আইল॥ নিজ বন্ধুবর্গ আর দেববৃন্দ দ্বারে। বন্দিত হইয়া বলরাম সহকারে॥ নিজানন্দ লীলারসে হইয়া মগন। কৃষ্ণচন্দ্র সভাস্থলে কৈল আগমন॥ বলরাম সঙ্গে তারে সভাসদগণ। চতুর্দিক হৈতে তবে করিল বেষ্টন॥ চকোরের মত তার কান্তি সুধা তবে। করিতে লাগিল পান মহানন্দে সবে॥ কুমুদ রাশির মত তার পুরোভাগে। আপনারে প্রফুল্ল করিল অনুরাগে॥ চন্দ্রকান্ত মণি শিলাসমূহের মত। নিজাঙ্গ সুস্নিগ্ধ কৈল সভাসদ যত॥ চন্দ্রোদয়ে উচ্ছলিত সিন্ধুর মতন। কৃষ্ণে হেরি কৈল গোপ সমাজ তখন॥ লোক সব সুস্থভাবে অবস্থান কৈল। কতিপয় মুহূর্ত তবেত গত হৈল॥ সামাজিক ব্যক্তিগণ লক্ষ্মী বিরাজিত। নিজ নিজ ভবন হইতে সমানীত॥ শ্বেত পীত নীল নানা বস্ত্র অলঙ্কারে। সাজাইল রামকৃষ্ণ নন্দ ভূপতিরে॥ তাসবার পত্নীগণ অন্তঃপুরে যাঞা। সেই মত বস্ত্র আর ভূষণাদি লৈঞা॥ ব্রজেশ্বরী আর রাম মাতারে তখন। ভূষিত করল হৈঞা আনন্দে মগন॥ বাহিরে যেমতি তিনে ভূষিত

করিল। অন্তঃপুরে সেই মত শোভা বিস্তারিল॥ উভয় স্থানেতে হৈল একই উৎসব। প্রভেদ নাহিক নিরখিল লোক সব॥ এত কহি মধুকণ্ঠ সভ্যগণ প্রতি। কহে স্বর্গে ইন্দ্র কথা শুনহ সম্প্রতি॥ ব্রজ হৈতে গমন করিয়া দেবরাজে। দৈন্য দশা বিবেচনা করি চিত্ত মাঝে॥ হইয়া বিনাশোন্মুখ বিনাশের তরে। ইচ্ছা করি অবস্থান করিল অন্দরে॥ শচীদেবীরেও বাঞ্ছা নাহিক করিল। কিংবা সুরগণ সভা মাঝারে না গেল॥ বৃহস্পতি সব কথা করিয়া শ্রবণ। গোপনে করিল ইন্দ্রে যথেষ্ট ভৎর্সন॥ বৃহস্পতি পুরোহিত ইন্দ্র রাজা হয়। প্রকাশ্যে ভৎর্সনা তারে সমুচিত নয়॥ তেইত গোপনে দেবগুরু বৃহস্পতি। কহিতে লাগিল হিত বাক্য ইন্দ্র প্রতি॥১২-১৯

যস্মাদভজসি বিষ্ণুং জিষ্ণো তস্মাদনেধিতাসে ত্বম্।
ন বিনা চন্দ্রং বিন্দতি, জীবনবৃত্তিং বনস্পতিঃ কোঽপি ॥২০

যেহেতু বিষ্ণুরে ভজন তুমিত, নাহিক করহ ইন্দ্র। তেইত তোমার, উন্নতি নাহিক, হেরি মোরা দেববৃন্দ॥ চন্দ্রের কিরণ সেবন ব্যতীত, কোন বনস্পতি বনে। বাঁচিতে কি পারে, বিচার করিয়া, দেখ তুমি নিজ মনে॥ সহস্র লোচন হইয়াও পুরন্দর। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তুমি সুরেশ্বর॥ সুরার ঈশ্বর তুমি তেই তোমা সম। ব্যক্তিরসে সদান্ধতা ঈদৃশ বিষম॥ অযোগ্য নহেত দেবরাজ যোগ্য হয়। অমৃত করিলা পান তুমি সুনিশ্চয়॥ ঘৃত পতা হৈলা তাহে চণ্ডালের ভাব। কেমনে ধরিল ইন্দ্র তোমার স্বভাব॥ ত্যক্ত প্রাণ দেহ প্রতি স্নেহের কারণ। এইত প্রমাদ দেখা দিল এই ক্ষণ॥ হেন কথা কহে সদা পণ্ডিত নিকর। অবধান কর তুমি দেব পুরন্দর॥২১

অপস্নাত ইব স্নাতোঽপ্যলমস্পৃশ্য এব সঃ। মৃতকং বপুরাসজ্জন্ যং সদ্ভ্যো ভয়দায়কঃ ॥২২

সজ্জন গণের, ভয়দাতা যেহ, মৃত দেহ প্রাণপণে। আলিঙ্গিয়া রহে, এহেন জনাকে, অস্পৃশ্য সবাই ভনে॥ স্নান করিলেও, মরণোপলক্ষে কৃত স্নান জন যথা। অত্যন্ত অস্পৃশ্য, হয়েত এ হোত, সতত ঘৃণিত তথা॥ ঈদৃশ ঘটনা সাতিশয় অবিচারে। ঘটিয়াছে হে পুঙ্গব ইন্দ্র তোমা দ্বারে॥২৩

যদীলম্বাজ্জনঃ প্রাণং যস্মাদ্রক্ষিতুমিচ্ছতি। বৈপরীত্যং তয়ো কুর্বন্নুন্মত্তো ন কথ্যতে ॥২৪

অন্তর্যামী আর পরমাত্মা এই দোঁহে আলম্বন করি। জীয়ে জীবগণ, ইচ্ছা করে আর, জীবন রাখিব ধরি॥ এইত দোঁহার যে জনা করয়ে, বিপরীত আচরণ। অনুন্মত্ত নহে, উন্মত্ত তাহারে, কহে বিশ্বে সর্ব জন॥ ইন্দ্র কহে হেন কার্য না করি বিচার। করিনু স্বভাবগত প্রাগল্ভে আমার॥ এবে যোগ্য উপদেশ করহ প্রদান। বৃহস্পতি কহে ইন্দ্র কর অবধান॥ হেন বিসদৃশ কার্যে মাত্র পদ্মযোনি। ধৈর্য সংস্থাপিতে পারে হেন অনুমানি॥ অতএব তার অনুসরণ একণ। উপায়ে হয়েত গণ্য করহ শ্রবণ॥ অন্তাসুর হন্ত ইন্দ্র গুরুর বচন। অবধান করি হৈল চিন্তায় মগন॥ খেদান্বিত চিত্তে তবে ব্রহ্মার গোচরে। অসঙ্কোচে গমন করিয়া করযোড়ে॥ নিজ কৃত অপরাধ করিয়া স্বীকার। প্রার্থনা করিল তবে উপদেশ তাঁর॥ ব্রহ্মা কহে হইয়াও বিবুধাধিপতি। অজ্ঞ সাধ্য করিয়াছ অপরাধ অতি॥ যেই অপরাধ কথা সাধু সমুদয়। একবার শ্রবণ

করিয়া সুনিশ্চয়॥ কটু বাক্যে তোমারে করিয়া তিরস্কার। অবশ্য করিবে কর্ণ রুদ্ধ আপনার॥ যেহেতু বিধাতা আমি সৃষ্টি কার্যে রত। দুর্বিধান সেই মোর হয় ইচ্ছামত॥ তেই তোমা কহি তুমি করহ শ্রবণ। তাহার মহিমা তুমি জিজ্ঞাসা কারণ॥ করিয়াছ সাতিশয় ধৃষ্টতা প্রকাশ। সেই অপরাধ-বিষ করিতে বিনাশ॥ দুষ্ট গর্বরূপ অপরাধ বিষম। মার্জনা করিতে আমি নহিত সক্ষম॥ কিন্তু এই অপরাধ ক্ষমা করিবারে। এক উপদেশ আমি করিয়ে তোমারে॥২৫-২৮

গবাং কণ্ডুয়নং কুর্যাদ্গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণাম্।
নিত্যং গোষু প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি॥২৯

কণ্ডুয়ন আর, গোগ্রাস প্রদান, প্রদক্ষিণ নিত্যকাল। কৈলে তুষ্ট হয়, ধেনুগণ তাহে, তুষ্ট হয় শ্রীগোপাল॥ গৌতমীর এইত বচন অনুসারে। গোজাতির প্রতি প্রীতি রীতি অনুসারে॥ ব্যাপৃত হৈয়া যেবা আছে বিদ্যমান। সেইত গোবিন্দ পদে হৈঞা ভক্তিমান॥ ক্ষমাতরে সকাতরে গোজাতি জননী। সুরভীরে কর সেবা দিবস রজনী॥ নতুবা বিষ্ণুর অসন্তোষে দৈত্য হৈতে। দেবতাগণের ভীতি জন্মিবে নিশ্চিতে॥ এত শুনি দৈত্য ভয়ে ভীত পুরন্দর। করিল সুরভীলোকে গমন সত্বর॥ গর্হিত চরিত্র অপরাধের প্রচার। হইলেও ব্যাকুলিত হৃদয় অপার॥ মাতৃস্বসারে বারম্বার পুরন্দর। তুষ্ট করি লৈঞা গেল ব্রহ্মার গোচর॥ তবেত বিধাতা নিরখিয়া দুইজনে। কহিতে লাগিল সুরভীরে সেইক্ষণে॥ শুনহ সুরভীঅয়ি এ মোর বচন। দেবরাজ ভয় সান্ত্বনার্থ এইক্ষণ॥ অসুর বিনাশী কৃষ্ণ সন্নিকটে যাহ। মোর নাম লৈঞা তারে শ্রবণ করাহ॥ এই ইন্দ্র দুশ্চ্যবন নামধারী হয়। পরপাপ কীর্ত্তন ভয়ে বিজ্ঞ সমুদয়। সভাতে নাহিক করে এ নাম গ্রহণ॥ ইন্দ্রভয়ে তরিবারে হবেত মরণ॥ কৃষ্ণের সমীপে তুমি শীঘ্র চলি যাহ। এ নামের পৃথগ্ ভাব দূর করি দেহ॥ নিজ বিত্তস্বরূপ গোগণ সন্নিধানে। যেইত বৈকুণ্ঠলোক বিকুণ্ঠিত মনে॥ কৃষ্ণের সেইত নিত্য গোলোকে সংস্থিত। হউক মহেন্দ্র পদ মর্ত্তে প্রকটিত॥ সেই গোলোকেন্দ্র পদ অভিষেক আর। সেবাদ্বারা সম্ভাবিত হয়েত তাহার। তবে একাদশী তিথি শ্রীহরি বাসরে। সঙ্গে লৈঞা দেবের নিন্দিত পুরন্দরে॥ বৃন্দাবনোপরি স্থিত ভুবর্লোক নাম। সুরভী আসিয়া তত্র করিল বিশ্রাম॥ সেই অবসর তরে প্রতীক্ষা করিল। দূর হৈতে দেবরাজে কহিতে লাগিল॥

নাসৌ মেঘঃ পশ্য গোবর্দ্ধনাদ্রির্নাম্বং নব্যস্তস্য ভাগঃ স কৃষ্ণঃ।
নেয়ং বিদ্যুল্লোলপীতাংশুকশ্রী নৈতন্মন্দং গর্জিতং নর্ম্মবার্তা॥৩০-৩৩

দেখহ মঘবা, মেঘ নহে এহ, হয় গিরি গোবর্দ্ধন। নব্য অংশ তার, নহেত এহয়, কৃষ্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥ বিজুরী নহেত, এহয় চঞ্চল, পীতাম্বর শোভাময়। মন্দ মেঘধ্বনি, নহে সখা সঙ্গে, নর্ম বার্তা এহ হয়॥ ঊর্দ্ধদিকে দেখহ গরুড় পক্ষীরাজ। মোসবার উপভাগে গগনের মাঝ॥ বিদ্যুৎ পরিব্যাপ্ত মেঘসমূহের মত। গোবর্দ্ধনে বাস করিবারে অবিরত॥ যাহার আশ্রয় লৈঞা দেখ দেখ দূরে। ছায়াপাত করিতেছে গিরির উপরে॥ সেইত শ্রীকৃষ্ণ দেখ গিরিগোবর্দ্ধনে। বসিয়া আছয়ে মহানন্দে দিব্যাসনে॥

শ্রীগোবর্দ্ধন শৈলরত্ন দৃশদি প্রক্ষিপ্তসুভ্রান্তরে, বামোরুস্থিতকঞ্জ চারুচরণে সব্যং করং দক্ষিণে। ন্যস্তন্নত্তমপূর্বরূপমুরলীনালে মনাগত্র নঃ, স্মেরেণাক্ষিতটেন সন্দধদহো মন্যে কৃপাং বর্ততি॥৩৪-৩৬

শ্রীগোবর্দ্ধনের, শুভ্র শিলময়, রত্নাসনে স্থিত হরি। বাম উরুস্থিত কঞ্জ হইতে চারু, দক্ষিণ চরণোপরি॥ বামহস্ত রাখি, মোহন মুরলী, ধরিয়া দক্ষিণ করে। কটাক্ষ নিক্ষেপ, করিয়া সানন্দে, মৃদু মন্দ হাস্য ভরে॥ করুণা বিস্তার, মো দোঁহার প্রতি, করিতেছে দয়াময়। হরির এইত, ভঙ্গিমা দেখিয়া, মোর হেন মনে লয়॥ মো দোঁহার সঙ্গে অত্র মিলনের তরে। বয়স্যের গণে পাঠাইল কার্যান্তরে॥ মনে লয় বলদেব অন্য গোচারণে। না আনিল কৃষ্ণ প্রভৃতির সঙ্গে বনে॥ অতএব এই অতি নির্মল হৃদয়। কৃষ্ণের সমীপে যাঞা এইত সময়॥ শুদ্ধ চিত্তে দণ্ডবৎ নতি পুরঃসর। প্রসন্ন করহ তাঁরে তুমি পুরন্দর॥৩৭

স্বয়মপরাধ্যতি কুরুতে প্রভুমপি তন্মার্জনে সহায়ং যঃ।
তস্যেদং পরশক্তেঃ, দর্শনমথ নৈব দৈন্যস্য॥৩৮

যেই জন নিজে, করে অপরাধ, তাহা মার্জনের তরে। অন্য যদি কোন, প্রভুত্বশালীরে সেজন সহায় করে। তবে সেই শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির দর্শন কেবল হয়। অপরাধ যেবা, কৈল তার কিন্তু দৈন্য ভাব দৃষ্ট নয়॥

যস্মিন্ স্বয়মপরাধী, নমতি রহস্তং সহায়নির্বিন্নঃ।
কৃপয়তি সা জনমাত্রং দৈন্যাবস্থা মহাজনং কিমুত॥৩৯

যাহার নিকটে ঘটে অপরাধ, সহায়বিহীন হৈঞা। যদি ভক্তিভরে, করয়ে প্রণতি, নির্জনে নিকটে যাঞা॥ তবে সেই জন, দৈন্যাবস্থা হেরি, কৃপা করে দীনজনে। জন মাত্রে যদি, হেন হয় তবে, কিবা কথা মহাজনে॥ মধুকণ্ঠ এত কহি কহে আরবার। পূর্বের কাহিনী এবে করিব বিস্তার॥ সুরভীর আজ্ঞা ইন্দ্র স্বীকার করিয়া। সংগোপনে কৃষ্ণ ঠাঞি আসিল চলিয়া॥ দণ্ডবৎ হৈঞা তবে চরণ কমলে। পড়িল তিতিয়া নিজ নয়নের জলে॥৪০-৪১

ইন্দ্রো ননাম চ যথাঙ্ঘ্রিনখা মুরারেরগ্র্যামমুষ্য মুকুটে মণিতামবাপুঃ।
চক্রন্দ চাথ স যথাম্বক-কৈরবাম্বুমাধ্বীকবিদ্রববিধৌ বিধুতামগচ্ছন্॥৪২

ইন্দ্র যবে কৃষ্ণ চরণ কমলে, পড়িয়া প্রণাম কৈল। রত্নসম তার, পদনখ ইন্দ্র মুকুট শোভিত হৈল॥ কান্দিতে লাগিল, পুরন্দর যবে, বহুত কাকুতি করি। হরির নয়ন, সলিল তবেত, পড়িল চরণের পরি॥ কৌমুদী সমান, হরি নেত্রনীর হৈঞা পদে বহমান। চন্দ্রকান্তমণি সম শোভারাশি নখরে করিল দান॥ পুরন্দর বহুক্ষণ চরণে পড়িয়া। কান্দিতে লাগিল মহাদৈন্য প্রকাশিয়া॥ পঙ্কজ লোচন হরি সঙ্কোচ বশতঃ। করাগ্র বিস্তার করি স্বজনের মত॥ সাগ্রহে করিয়া মুকুটাগ্র পরশন। ঊর্দ্ধে যোজিত করি কহিল বচন॥ ভগবন্ এহেন তোমার ব্যবহার॥ অযুক্ত নহেত এই ধারণা

আমায়। ঋষি বচনের তুমি একক আশ্রয়। তোমার আশ্রিত এই বিশ্বচরাশয়॥ এত শুনি বজ্রপাণি যুক্ত করি কর। রাখিয়া সলাজে নিজ মস্তক উপর॥ নিজ বজ্র-ঘাতে যেন তাড়িত হইয়া॥ মৌন ধরি রহিল কৃষ্ণাগ্রে দণ্ডাইয়া ॥৪৩-৪৫

পরস্য কায়ং বদাতি তেজসা বচসা মনঃ। শক্তঃ শক্তশ্চ সোঽয়ং যস্তস্য ভক্তঃ কথং ন কঃ॥

আপনার তেজে, অপরের দেহ, যে জনা বন্ধন করে। বচনের দ্বারে, বন্ধনের মত, অপরের চিত্ত হরে॥ মহাবীর্যবান্, আর প্রিয়ংবদ, এহেন জনার প্রতি। ভক্ত হৈঞা কেবা নাহিক করয়ে, ভক্তি ভরে স্তুতি নতি ॥৪৬

অন্তত্র চন্দ্রতিহরিঃ শক্রে তর্হিস্মসূর্যতি। শক্রোঽপি সূর্যত্যন্যস্মিন্‌খদ্যোততি হরৌস্ম সঃ॥

অনুগত জনে চন্দ্রের মতন, শীতল হয়েত হরি। রবি সম সেহ, হৈল ইন্দ্র এবে, প্রতাপ বিস্তারকারী॥ যেই ইন্দ্র অন্য জনার সম্বন্ধে, প্রচণ্ড মার্তণ্ড সম। কৃষ্ণের সমীপে সেই ইন্দ্র এবে, হইল খদ্যোতপম ॥৪৭-৪৮

যদামৌনং সসজ্জাসৌ তদা মূকইবাভবৎ। যদা তু স্তোতুমারব্ধস্তদাগাদ্বাবদূকতাম্ ॥৪৯

ইন্দ্র যবে মৌন রহে তবে হরি, রহে মৌন ভাব ধরি। স্তুতি আরম্ভিলে, পুরন্দর তবে বাগ্মিতা প্রকাশে হরি॥ অথবা বাসব মূকের সমান হয় সবে মৌনে রহে। বাগ্মিতা লভয়ে, স্তুতি আরম্ভিলে, হেন কথা মনে না কহে॥

যথামূং স্তবানিন্দ্রস্তথা বক্তুং ন শক্যতে। শ্রীব্রজেন্দ্র যতঃ সোঽয়ং তত্র সঙ্কুচতি স্ফুটম্॥

ইন্দ্র যত স্তুতি, কৃষ্ণে কৈল তাহা, বর্ণিতে নাহিক পারি। যেহেতু ব্রজেন্দ্র, তোমার সম্মুখে, সঙ্কুচিত হৈল হরি॥ কিছু না কহিয়া অবমাননার কথা। স্তব পুন উপসংহারিল ইন্দ্র তথা ॥৫০-৫১

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ। চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা॥

যজ্ঞ বন্ধ হৈল, তেই অভিমানী, আমি তীব্র রোষ ভরে। বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাতে, চেষ্টা কৈনু প্রভু, ব্রজভূমি ধ্বংস তরে॥ ইন্দ্রের বচনে তুষ্ট হৈঞা বেণুপাণি। হাস্য ভরে কহে ইন্দ্র প্রতি হেন বাণী ॥৫২

ময়া তেহকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্নতা। যন্মৎপিত্রাদিসচ্ছ্রেষ্ঠান্নাতিক্রামের্মমস্মরন্॥

মঘবা তোমার, যজ্ঞ ভঙ্গ কৈনু, অনুগ্রহ করিবারে। যেহেতু পিত্রাদি পূজ্যগণে কৈলা, অপমান না স্মরি মোরে ॥৫৪-৫৫

স্বরশ্চেদ্বিষয়া ভোগগর্বাদ্রোচেত বাসব। তেভ্যঃ পূজা তদা তে স্যাৎ শৌষ্কলস্যণ্যতামদাৎ॥

দেব হৈঞা যদি বিষয় সম্ভোগ, গর্বে শোভে সাতিশয়। তবে পূজা তার, মাংস-ভোজী বিপ্র, সমান গর্হিত হয় ॥৫৬

অহমুগ্ম লয়িষ্যামি শক্র! ত্বদ্বৈরিপক্ষগান্। কথং মত্তস্তসে ভীতিং নীতিমেব প্রবর্তয় ॥৫৭

আমা হৈতে তব, কিসের লাগিয়া, হে ইন্দ্র জন্মিল ভীতি। শত্রুপক্ষ তব, আমি সংহারিব তুমি রক্ষা কর নীতি॥ অতঃপর দূর হৈতে সুরভী তখন। পুরন্দরে করিয়া নির্ভীক দরশন॥ আপন সন্তান গোজাতিরে সহকারে। আহ্বান করিল নিজ কার্য সাধিবারে॥ স্বকার্য বিদুষী সেই সুরভী তখন। সতৃষ্ণ নয়নে আইল কৃষ্ণের সদন॥

স্বজাতীয় ব্যবহার করি আলম্বন। সহাস্যে সুরভী যেন বন্দিল চরণ॥ এত হেরি সসম্ভ্রমে কৃতাঞ্জলি হৈঞা। কৃষ্ণে পুছে মাতা আইলা কিসের লাগিয়া॥ আশীর্বাদ বাক্যরাশি প্রদানের তরে। যদ্যপি বাসনা ছিল মাতার অন্তরে॥ তথাপিহ আশীর্বাদ করিতে নারিল। সুরভী কৃষ্ণের প্রতি কহিতে লাগিল ॥৫৮-৬০

এতেমদন্বয়াধন্যা গোত্বং ত্বাং সেবিতুং গতাঃ। অহং তু নেদৃক্‌পুণ্যাযদগোচরত্বং চ নাগতা॥

মোর বংশ ইথে, ধন্য হৈল যারা, তোমার সেবন তরে। যেনু হৈল হেন, পুণ্যা নহি আমি, যেহেতু রহিনু দূরে ॥৬১

দৈত্যঘাতী ভবান্নিত্যং সর্বলোকৈক পালকঃ। বয়ঞ্চ লোকমধ্যে স্মস্বন্নাথাঃ স্বত এব ত্বৎ॥

নিত্য দৈত্য ঘাতি, তুমি সর্বলোক, একমাত্র রক্ষাকারী। লোক মধ্যে মোর, রহি তুমি হও, মোসবার নাথ হরি॥ অতএব এবে কিছু তব সন্নিধান। প্রার্থনা করিয়ে হরি কর অবধান ॥৬২

গো-সূক্তংভাষতে গাবঃ পদং সর্বসুপর্বণাম্। তদ্ব্রহ্মাদৌ সুপর্বত্বমবন্ বিন্দ গবেন্দ্রতাম্॥

ধেনুগণ সর্ব, দেবতার আর, সর্বো সব হেতু হয়। এইত বেদোক্ত, গোসূক্ত ভারত গ্রন্থে বেদব্যাস কয়॥ তেই ব্রহ্মাদির সুপর্বত্ব তুমি, নিজ গুণে রক্ষা করি। গোবিন্দ নামক গবেন্দ্রের পদ, ধারণ করহ হরি ॥৬৩-৬৪

তবেদং কিয়দৈশ্বর্য্যং যদ্ব্রহ্মাবধি পালনম্। বৈকুণ্ঠকুণ্ঠতাকারি যস্য গোলোকবৈভবম্ ॥৬৫

বৈকুণ্ঠ সেহত, কুণ্ঠিত হইল, গোলোক বৈভবে যায়। ব্রহ্মাবধি এই, পালন হয়েত কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য তার॥

সর্বস্য পালকাৎ কাপি খণ্ডপালনমিষ্যতে। জগৎ প্রকাশকাদ্ ভানোর্নিজধাম প্রকাশবৎ॥

বিশ্ব প্রকাশের, দ্বারে ভানু যথা, স্বধাম প্রকাশ করে। সর্ব পালকত্ব, হানি নহে তথা, খণ্ড পালনের দ্বারে ॥৬৬

নাস্মাকং কেবলমিদং মতং কিন্তু বিধেরপি। যত্তবেদস্য চেন্দ্রস্য দুর্বুদ্ধেঃ শুদ্ধিভাবনম্ ॥৬৭

কেবল এ নহে, মোসবার মত, বিধিরও এই মত। দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন এইত ইন্দ্রের, এ হয় শুদ্ধির পথ॥

ত্বৎ কৃপায়া পরং স্থানং বয়মিত্যেষ বাসবঃ। আশিশ্রিয়ে যদস্মাংস্তদ্বোধমাত্রায় কল্পতে॥

তোমার কৃপার, শ্রেষ্ঠ স্পদমোরা; ইন্দ্র এই আমা সবে। আশ্রয় করিল, কৃপাধার তেই, মুক্ত হৈল তার এবে ॥৬৮

যস্মান্মৃগ্যতি তামেব মদ্বিধাদ্ ভবতঃ কৃপাম্। কূপাদিব রসাত্তস্মাৎ তর্ষী ঘনরসস্থিতিম্॥

কূপ পাঞা যথা, তন্মধ্যস্থ বারি, নেহারে তৃষার্ত জনা। মোসবারে পাঞা, ইন্দ্র তথা মাগে, তোমার করুণা কণা ॥৬৯

তদেব দেব পশ্যেন্দ্রঃ পশ্যংস্তব পদদ্বয়ম্। সূচয়ত্যভিষেকং তে নেত্রধারাসহস্রতঃ॥ ৭০

অতএব দেব, দেখহ সহস্র, নেত্রাশ্রু ধারাতে ইন্দ্র। অভিষেকারম্ভঃ করিছে নেহারি তোমার শ্রীপদদ্বন্দ্ব॥ তবেত তথায় শ্রীগোকুলের ভূপতি। সঙ্কুচিত নেত্রে যদি কৈল অনুমতি॥ তাঁর অনুগ্রহ তবে প্রাপ্ত হইবারে। দেবর্ষি অদিতি বাসবাদি সহকারে॥

বরুণাদি দেবগণ গন্ধর্বাদি আর। উপদেবতার গণ বহুত প্রকার॥ অসুর মর্দন কৃষ্ণে অভিষেক দ্বারে। উপনীত হৈল সবে পূজা করিবারে॥ সেই সব দেব আর উপদেব গণ। সুরভী ইন্দ্রের সঙ্গ লৈঞা সর্বজন॥ লইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা ত্বরিত গমনে। রাজীব লোচন কৃষ্ণে রাজা ভাবি মনে॥ কৃষ্ণের সমীপে আসি চৌদিকে বেড়িল। ব্রহ্মা মহাদেব সেথা অগ্রে দেখা দিল॥ সুরভী কহয়ে তবে হে পূজ্য শ্রীমন্। ব্রজরাজ কুলচন্দ্র করহ শ্রবণ॥ তুমি আর তব অনুচর আছে যত। সবার চরণ সেবা করি অবিরত॥ যমুনাদি তীর্থ অত্র যতেক আছয়। হইল সার্থক প্রভু সেই সমুদয়॥ তুমি সব করহ যে গোদুগ্ধ সেবন। ইহাতে হইল মহা ধন্য ধেনুগণ॥ স্বর্গস্থিত তীর্থরাজ গঙ্গার নির্ঝর। তব সেবা ভাবে ব্যর্থ মোর পয়োধর॥ সার্থক করিতে এবে দুগ্ধ ধারা তার। গঙ্গাজল দুগ্ধে মিশ্রিত করিবার॥ তব ঠাঞি অনুমতি করিয়ে প্রার্থন। অথবা যেরূপ আজ্ঞা করিব পালন॥ মৃদু হাস্যে কহে কৃষ্ণ যে ইচ্ছা তোমার তেমনি করয়ে কার্য তুমি অনিবার॥ ইন্দ্রের ভ্রূভঙ্গ ক্ষেপে তবে ঐরাবত। সসম্ভ্রমে যাত্রা কৈল ধরি স্বর্গ পথ॥ ত্রিদিব বাহিনী গঙ্গা সমীপে আসিল। শুণ্ড দণ্ডে উর্দ্ধে বারি তুলিতে লাগিল॥ তবে বারি পূর্ণ রত্ন কলসী বিস্তর। বারম্বার লৈঞা আইল কৃষ্ণের গোচর॥ সুরভী সুগন্ধি দুগ্ধে অতীব সত্বর। পূর্ণ কৈল গিরিতটে ইন্দ্র সরোবর॥ ১-৭৫

শঙ্খ ঘণ্টা করতাল ভেরী তুরি, দুন্দুভি দামামা বাঁশী। নানা বাদ্যযন্ত্র, বাজায় সানন্দে ত্রিদিবে ত্রিদিববাসী॥ বাদ্য ধ্বনি যুক্ত গন্ধর্ব গণের, সুমধুর গীত নাট্যে। তপোবনাগত, মহর্ষিগণের, বেদমন্ত্র স্তুতি পাঠে॥ ব্রহ্মা মহেশাদি, দেবতা বৃন্দের, হর্ষভরে আন্দোলিত। মহা কোলাহল, জয়ধ্বনি নাদে, দিঙ্মণ্ডল মুখরিত॥ দিক পালগণ, আর তা সবার, নিজগণ সঙ্গে আসি। গঙ্গোদক মিত্র, দুগ্ধের কলসী, লৈঞা ইন্দ্র রাশি রাশি॥ উচ্ছলিত ভক্তি ভবে দেবরাজ, কৃষ্ণে অভিষিক্ত কৈল। অহো কি আনন্দ, সুখ সুধারসে, সবে অভিষিক্ত হইল॥৭৭-৭৮

অদিতির্মাতৃকৃত্যানি স্বস্বকৃত্যানি পার্বতী। গরুত্মান্ ভৃত্যকৃত্যানি চাহৃত্যাত্র মুদং যযৌ॥

অদিতি তথায়, জননীর কার্য, ভগ্নী কার্য শ্রীপার্বতী। গরুড় ভৃত্যের কার্যাদি করিয়া হৈল সবে সুখী অতি॥ হেন মতে স্পষ্ট রূপে দেবতার গণ। গোবিন্দাভিষেক কৈল সমাপন॥ সেই কালে গোবিন্দের নামের সহিত। যশোরাশি ত্রিভুবনে হৈল বিস্তারিত॥

কীর্ত্তির্যাতা দিগন্তং পরিমলবলনাপ্যভ্রমীদ্ভূমিগোলং
মাঙ্গল্য ধ্বনি ধারাদিগনুগকরিণাং প্রাবিশৎ কর্ণ গর্তম্।
ইত্থং সর্বত্র হর্ষপ্রসরভরবর প্রাবৃষা প্রাণিজাতেঃ
শাতে জাতেঽপি কংসঃ সরটপটলরাট্ চেষ্টয়া বেষ্ট্যতে স্ম॥৭৯

গোবিন্দের কীর্ত্তিরাশি সুনির্মল, দিগন্তে গমন কৈল। সুগন্ধি মিশ্রিত, অঙ্গ পরিমল, ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হৈল॥ মাঙ্গলিক ধ্বনি, প্রবাহ সমূহ, দিগ্নাগ গণের তরে। শ্রবণ কুহরে, প্রবেশ করিয়া, চঞ্চল করিল সবে॥ এহেন প্রকারে, সর্বত্র প্রহর্ষ, প্রসর ভরসা ভরে। হইলেও মহা সুখের উৎপত্তি, প্রাণী মাত্রে চরাচরে॥ কৃকলাস রাজ,

কংস দুরাশয়, সেইত প্রাণীর মত। মস্তক চালন, করিতে লাগিল, দুশ্চিন্তায় হৈঞা রত॥ হেন মতে যবে সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন। সুখোৎপত্তি দ্বারে কৈল সবারে পোষণ॥ হইয়া পরমানন্দে সবাই মগন। করিতে লাগিল স্তুতি দেবতার গণ॥৮০

যাবদ্বিষ্ণুপদং বিভাতি পরমব্যোমাদি তাবত্যপি, শ্রীগোলোকপদং প্রশস্তিময়তে লক্ষ্মী পরার্দ্ধাস্পদম্। তত্রাপীন্দ্রতয়া বিভাসি নিতরাং গোবিন্দনাম্না যথা, তেন ত্বং জগদঙ্গ তত্রদবতাদিত্যুচিরে তে সমম্॥৮১

পরমব্যোমাদি, যতেক আকাশ, ব্রহ্মাণ্ড উপরে আছে। তন্মধ্যে সম্পত্তি, পরম আস্পদ, শ্রীগোলোক ধাম রাজে॥ সেই ধামে তুমি, ইন্দ্রের স্বরূপে, ধরিয়া গোবিন্দ নাম। অপূর্ব সুষমা বিস্তার করিয়া, বিরাজিত অবিরাম। তেমতি করহ, হে প্রিয় মাধব, রক্ষা তুমি এ ভুবন। সমস্বরে হেন, প্রার্থনা করিল, সমবেত দেবগণ॥৮২

আকাশ কৃসুমৈঃ সার্দ্ধমাকাশ বচনং তদা। গোবিন্দ ইতি যদ্বিত্তং ততঃ কিমিব সাদ্ভুতম্॥

অভিষেক শেষে, আকাশ হইতে, পুষ্প বৃষ্টি সহ তবে। গোবিন্দ এ নাম, দৈববাসী রূপে ব্যক্ত যাহা হৈল ভবে॥ ইহা হৈতে আর আশ্চর্য্য অধিক, কি আর হইতে পারে॥ তদবধি হৈল, শ্রীগোবিন্দ নাম, প্রচারিত এ সংসারে।

ইন্দ্রশ্ছত্রং বিবশ্বান্ বহুবিধমধুরালঙ্কৃতীনাং কদম্বং
ব্রহ্মা লীলাব্জমীশঃ স্বরচিত মুরলীং মাধবায় ব্যতানীৎ।
অন্যচ্চ স্ব-স্বমর্থং ত্রিদশপতি ততির্যৎ পুনঃ সর্বমেষাং
পূর্বং চাপূর্বমাসীদভবদথ তদঙ্গাবৃতী জ্যাস্থপূজ্যম্॥৮৩

অভিষেক কালে ইন্দ্র দিল ছত্র, রবি দিল অতঃপর। বিবিধ প্রকার, অলঙ্কার রাশি, সাতিশয় মনোহর॥ ব্রহ্মা দিল পদ্ম, শিব দিল নিজ, রচিত মুরলীখানি। দেব পতিগণ, মাধবে অর্পিল, নিজ ধন ধন্য মানি॥ যে সব পদার্থ, ইন্দ্রাদি দেবের, পূর্বেত অপূর্ব ছিল। দানান্তে সেসব, তদঙ্গাবরণদেব রূপে পূজ্য হৈল॥৮৪

রাজদ্ রাজাসনমুপরিগচ্ছত্রচিত্রং সুরম্যভ্রাম্যদ্বালব্যজনযুগলং প্রস্ফুরদ্দিব্যবেশম্।
কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা সুরপরিবৃতং স্তব্ধনেত্রাণি দূরাচ্চিত্রাণীব ক্ষণকতিপয়ং তত্র মিত্রাণি তস্থুঃ॥৮৫

শোভমান রাজা-সনে পরিস্থিত, মস্তক উপরে ছত্র। মনোহর ক্ষুদ্র, ব্যজন যুগল, পরিচয় হস্তে তত্র। দুই পার্শ্বে সদা, করয়ে ভ্রমণ, চতুর্দিকে দেবগণ। করজোড়ে স্থিত, প্রস্ফুরিত দিব্য বেশধারী সনাতন॥ হেন কৃষ্ণে দূর, হৈতে নিরখিয়া, আপন মিত্রের গণ। চিত্রের মতন, স্তব্ধ নেত্র হৈঞা; ছিল কতিপয় ক্ষণ॥ তবেত গোবিন্দ নিজ কমল নয়ন। স্থাপিত করিয়া হৈল আনন্দে মগন॥ এত হেরি ইন্দ্রাদি দেবের গুরুগণ! হইয়া প্রফুল্ল পূর্বাপেক্ষা সেই ক্ষণ॥ আপন ছত্রাদি সব বৃক্ষের উপর। রাখিয়া স্ব হিত তরে হইয়া তৎপর॥ গোবিন্দ পদারবিন্দ বারম্বার। বন্দিতে লাগিল নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ তবে আজ্ঞা মাগি আর লৈঞা অনুমতি। দূরে যাত্রা কৈল দেবগণের সংহতি॥ সখাগণ তবে পূর্ণ সুখলাভ করি। ধীরে ধীরে কৃষ্ণ ঠাঞি আইল আগুসরি॥ মিত্রগণ তবে, নিকটে আসিয়া, কৃষ্ণে ঘন নিরখিল। পূজা কৈল, কথা

কহিতে লাগিল, দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গল ॥ সুগন্ধ পরিমল, আঘ্রাণ করিল, ছত্রাদি দর্শন কৈল। বন্ধুবরে পুনঃ, পুনঃ ঘটনার, বিবরণ জিজ্ঞাসিল ॥ শুনিয়া হসিত, বদলে বহুধা, কাপট্য আশ্রয় করি। বন্ধুগণে কৈল, উত্তর প্রদান সুচতুর সেহ হরি ॥ শুনিয়া কেহত, হরির বচনে, বিশ্বাস নাহিক কৈল। পরস্পর সুখভাসক বচনে, হাস্য বিবর্দ্ধিত হৈল ॥৮৬

ইহ স্থিতৈঃ পৃথগপরৈস্তু ভূষণৈর্বিভুঃ পরস্পরমপি তামভূষয়ৎ।

অমী তদা সকলকদণ্ডচামরৈঃ পরিচ্ছদৈঃ স্বয়মপি তং সিষেবিরে ॥ ৮৭

কৃষ্ণ তবে তত্র, স্থিত সুপৃথক অলঙ্কার রাশিদ্বারে। অলংকৃত কৈল, বান্ধব নিকরে মহানন্দ সহকারে ॥ বন্ধু বর্গ তবে, স্বর্ণ দণ্ড যুক্ত, চামরাদি করে লৈঞা। শ্রীগোবিন্দে স্বয়ং সেবিতে লাগিল, আনন্দে নিমগ্ন হৈঞা ॥ সখা বৃন্দে সেবিত হইয়া সেইক্ষণ। ধরিল রাজার রূপ শ্রীনন্দনন্দন ॥৮৮

দৃষ্টা দেবততির্বিদূরতরতস্তং সেব্যমানং সুহৃদ্বর্গৈস্তগৃগুণরূপশীলতুলিতৈঃ স্বপ্রত্তত-স্তচ্ছ্রিয়া। তান্ স্বজ্ঞানবিগাসসঙ্কিতফলং মেনে তথা তামপি স্বপ্রেমার্জিত কর্মসম্পদ সমং স্বাত্মন্ন মান্যং ততঃ ॥৮৯

রূপগুণ শীলে, সম আর কৃষ্ণ দত্ত রূপে রূপবান। সমান বয়স, সমান সুষমা, সখা বৃন্দে সেব্যমান ॥ কৃষ্ণে নিরখিয়া, সুদূর হইতে, সেইত বান্ধব গণে। স্বকীয় চিচ্ছক্তি বিলাস বিগ্রহ, কৈল দেববৃন্দ মনে ॥ কৃষ্ণদত্ত সেই, শোভারেও নিজ প্রেমার্জিত কর্মধন। ইহা ভিন্ন অন্য, কিছু নহে হেন, মানিল দেবতাগণ ॥ এত চিন্তি দেবগণ চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে তবে গতি রুদ্ধ হৈল ॥ কৃষ্ণাভিষেকের অন্য প্রভাব দর্শনে। মহেশাদি দেবগণ বিচারিয়া মনে ॥ পরস্পর মহাশ্চর্য ভাবে সেই ক্ষণ। কহিতে লাগিল তত্র ঈদৃশ বচন ॥৯০

কৃষ্ণার্চ্চারচি দৈবতৈঃ সুখময়ুলোকাশ্চ গাবস্তথা

পৃথ্বীং দুগ্ধভৃতাং ব্যধুর্বহুবিধান্নদ্যো রসান্ সুস্রুবুঃ।

বৃক্ষামধ্বধুরুদ্ধধুশ্চ গিরয়ো রত্নানি নির্বৈরতাং

জীবাঃ প্রাপুরহো মহত্য পঁচিতিঃ পুষ্ণত্যকর্ত্তৃনপি ॥৯১

অভিষেক করি, শ্রীকৃষ্ণের পূজা, করিল দেবতা গণ। সুখ প্রাপ্ত হৈল, ভুবন তিনের নিবাসী সকল জন ॥ দুগ্ধে পরিপূর্ণ, কৈল বসুমতী, ধেনুগণ যত ছিল। তটিনী নিকর বহুবিধ রসপ্রবাহে প্রবৃত্ত হৈল ॥ মকরন্দ স্রাবী হৈল বৃক্ষগণ, সিঞ্চিত হইয়া নীরে। বিবিধ রতন, পর্বত নিকর, ধরিল উত্তুঙ্গ শিরে ॥ স্বভাব বিরোধী, জীবগণ সবে, নির্বৈরতা প্রাপ্ত হৈল। মহত্তের পূজা, অকর্ত্তাজনেও, স্বভাবে পুষ্ট কৈল ॥

ইন্দ্রঃ ক্রুরচরিত্রমাচরিতবান্ যত্তেন চিন্তাগমে

চিত্তং কম্পমিয়র্ত্তি চেদ্গিরি কথঞ্চিত্তেন তদ্ ব্যজ্যতাম্।

কৃষ্ণস্তত্র চ যাং কৃপাং যত তয়া চিত্তং দ্রবীভূততা

মায়াতি স্বয়মেব চেদ্গিরিকথং চিত্তেন তদ্ ব্যজ্যতাম্ ॥৯২

যে ক্রুর স্বভাব, ইন্দ্র প্রকটিল, তাহে চিন্তা উপজিয়া। ভয় কিংবা অন্য, কোন

ভাবে যদি, কম্পান্বিত হয় হিয়া ॥ সেইত অস্থির, হৃদয় কেমনে, বচন বিন্যাস দ্বারে। এই সব ক্রুর, কর্মের বিষয়, বর্ণনা করিতে পারে ॥ কৃষ্ণ তত্র যেই, কৃপা বিস্তারিল, শুনিয়া সেইত কথা। চিত্ত যদি আহা, ভাব ভরে লভে, অচিরাতে দ্রবণতা ॥ এহেন চিত্তেও, কেমনে বা নিজে, করুণার সে কাহিনী। প্রকাশ করিতে, পারে সুষ্ঠু ভাবে বিস্তার করিয়া বাণী ॥ অতঃপর রবি যদি অস্তাচল চুড়ে। বাঞ্ছা কৈল যদি আলিঙ্গন করিবারে ॥ বিলম্ব হেরিয়া তবে ব্রজেন্দ্র নন্দন। অবিলম্বে একত্র করিয়া ধেনুগণ ॥ সখাগণ সঙ্গে ব্রজ প্রতি গতি কৈল। দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারী দেবগণ তবে। পূজিয়া শ্রীকৃষ্ণে অনুগতি কৈল সবে ॥

দিব্যাত পত্রসিতচামর শস্তহস্তৈঃ সংসেব্যমান সবিধং সজিবতিঃ প্রগীতঃ।

পুষ্প ব্রজেন বিবিধৈ বিবুধৈ শ্চসিক্তঃ. শ্রীপৃক্তকান্তিরজিতঃ সদনং সসাদ ॥৯৪

প্রিয় সখাগণ, মধ্যে তবে কেহ, কৃষ্ণের মস্তকো পরে। ধরিয়াছে দিব্য রত্নোজ্জল ছত্র, সানন্দে প্রশস্ত করে ॥ ধবল বরণ চামরে বীজন, করয়ে বা কোন জন। কৃষ্ণের বিচিত্র, চরিত্র কাহিনী, গান করে সখাগণ ॥ কুসুম সমূহে, করিতে লাগিল, অভিষিক্ত দেবগণ ॥ শ্রীলসিত কান্তি মণ্ডিত অজিত, কৈল গৃহে আগমন ॥

নিশমিতমকরোন্নিশামিতঞ্চ, দ্ব্যজনি বিভূষণ-ভূষণাঙ্গমেতম্।

ব্রজনৃপতিমুখব্রজশ্চ সমস্তাদজনি চ সাত্ত্বিকরাজিরাজিমূর্ত্তিঃ ॥ ৯৫

ত্রিদশ গণের, বিভূষণে হৈল, ভূষিত কৃষ্ণের দেহ। একথা শুনিয়া, দেখিয়াও তথা শ্রীব্রজ ভূপতি সেহ ॥ অন্যান্য সমস্ত ব্রজ জন সহ, চিত্তে দিব্য ভাব স্ফূর্ত্তি। সাত্ত্বিক বিকার রাজিতে রাজিত, হইল সবার মূর্ত্তি ॥ সেইত দিবসে ধেনু দোহনের তরে। দোহনে সুপটু যত আভীর নিকরে। সন্ধ্যাকালে নন্দ রাজ নিযুক্ত করিয়া। বসিল দোহন স্থানে বন্ধু বর্গে লৈঞ ॥ ছত্র চামরাদি নানা দ্রব্যানুসন্ধানে। বাসনা করিয়া নিজে ধেনু সন্নিধানে ॥ বন্দনাতে রত হেরে শ্রীরামে তখন। সঙ্গে শ্রীগোবিন্দ আর রাখালের গণ ॥ বন্ধুবর্গ সঙ্গে নন্দ উপবিষ্টাসনে। পরিপূর্ণ শোভাপ্রাপ্ত হৈল সেই ক্ষণে ॥ তবেত পশ্চাতে আগমন হৈল যায়। কৃষ্ণান্ন যোদন করে যে পূর্ব স্বীকার ॥ সত্য আর মিষ্টভাষী সে শ্রীদাম তবে। ব্রজরাজ আর তার বন্ধু বর্গ সবে ॥ দিব্য ছত্রাদির সঙ্গে করিয়া পূজন। করিল স্বর্গীয় পাত্র প্রভৃতি অর্পণ ॥ সন্তুষ্ট হইল সর্ব গোপের সমাজ। শ্রীদামে জিজ্ঞাসা তবে কৈল ব্রজরাজ ॥ সত্য কথা কহ তুমি এ মোর সদনে। অদ্য কি ঘটিল গোচারণে যাঞা বনে ॥ শ্রীদাম কহয়ে তবে কর অবধান। মোরা ধেনুগণ গেল অন্য বহু দূর স্থান ॥ কানাঞারে রাখিয়া একাকী নীপবনে। মোরা সবে যাত্রা কৈনু ধেনুর সন্ধানে ॥ রহিনু বিচ্ছিন্ন ভাবে মোরা বহু ক্ষণ। তেই ভাল ভাবে বোধ না হৈল তখন ॥ কে আসিল কেবা দিল কিছুই না জানি। এই সব দ্রব্য দেবদত্ত করি মানি ॥ গোবিন্দ নম্রতা রূপ করিল ধারণ। তবেত হেরিয়া পরস্পরের বদন ॥ সাধু সাধু শ্রীদাম কহিলা সত্য কথা। এত কহি প্রাচীন আভীরগণ তথা ॥

কিছুক্ষণ চিত্রাঙ্কিত পুত্তলী সমান। নির্নিমেষ নেত্র হৈঞা কৈল অবস্থান॥ শ্রীমধুমঙ্গল উচ্চহাস্তে সেই ক্ষণ। কহে শ্রীমন্ ব্রজরাজ করহ শ্রবণ॥৯৬-১০০

গৌরেকা গিরিমাতনোদথ পুমানস্তঃ সহস্রেক্ষণো হনংসীৎ কোঽপি করী সিতঃ স্বকদ্ধকান্তাহৃত্যা শঙ্খদো। কোচিৎ পঞ্চ চতুর্মুখাশ্চ বলিতো স্তোত্রপ্রথাঙ্কক্রতু-স্তে চাস্তে চ মহামহেন সিষিচু র্গোপেশ পুত্রং তব॥১০১

প্রথমে কানুর, সমীপে আসিয়া একটী অপূর্ব ধেনু। কি জানি কহিল, শুনিয়া সে কথা, আনন্দিত হৈল কানু॥ তবে আসি এক, পুরুষ প্রবর, সহস্র নয়ন তার। প্রণাম করয়ে কানুর চরণ, সমীপে রারহি বার॥ ধবল বরণ, কোন এক করী, আকাশ গঙ্গার পাণি। ঢালয়ে কানুর, মস্তক উপরে, কলসী কলসী আনি॥ পঞ্চ মুখ এক, বগল বাজায়, নাচয়ে আনন্দ ভরে। চতুর্মুখ অন্ত, এক মহাজন, স্তোত্র মন্ত্র পাঠ করে॥ মহামহোৎসব কারি এই সব, আর অন্ত বহুজনে। অভিষেক কৈল, তনয়ে তোমার, হে ব্রজেশ বৃন্দাবনে॥ ব্রজে এবে মাঙ্গলিক কার্য অনুষ্ঠান। কর্ত্তব্য হয়েত হেন চিন্তি কৃষ্ণ প্রাণ॥ ব্রজ রাজ সসমাজ মোহ প্রাপ্ত হৈল। হেন কালে দৈব বাণী আকাশে উঠিল॥১০২

যথাভ্যষিঞ্চাম বয়ং ব্রজেশিতঃ সংসজ্য গোবিন্দতয়া সুতং তব।
সমং সমস্তৈঃ কৃত মঙ্গল্য তথা তং যৌবরাজ্যেন ভবাদ্বিরাজয়॥১০৩

মিলিত হইয়, যেমতি এ মোরা দেববৃন্দ নিরাপদে। অভিষিক্ত কৈনু, তনয়ে তোমার, সানন্দে গোবিন্দ পদে॥ তেমতি তোমরা, হে ব্রজ ভূপতি, মিলিয়া সকল জনে। যৌবরাজ্যে কর, বিরাজিত পুত্রে, সুমঙ্গল আচরণে॥ ব্রজ বাসী বৃদ্ধগণ দৈবের বচন। শুনিয়া হৈল প্রফুল্লিত মন॥ আনন্দের গর্বে সবে পরিপূর্ণ হিয়া। পরস্পরে এক সঙ্গে যুকতি করিয়া॥ মাঙ্গলিক বাদ্য গীত নৃত্য সহকারে। স্বস্তি বাচনাদি করি অন্ত লোক দ্বারে॥ প্রতিজন করি নিজে নানা দ্রব্যদান। মহানন্দে করি মহোৎসবের বিধান॥ পুররাজ রূপে কৃষ্ণে বরণ করিল। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল॥

আগম্যাথ শতং শতং ব্রজ মহেন্দ্রাণী প্রধানাঙ্গনাঃ
প্রত্যেকং মণিদীপসন্ততিকরা মাঙ্গল্যকোলাহলাঃ।
নীরাজ্যাভিসভাজ্য রত্ন নিকরৈর্নির্মঞ্ছ্য গেহং প্রতি
স্নেহং মূর্ত্তমিবাতি যত্নবালতা গোবিন্দমানিন্থিরে॥১০৫

ব্রজ মহেন্দ্রনী প্রমুখ তবেত, প্রধান অঙ্গনাগণ। মণিদীপ লৈঞা প্রতি জন শত, শত করি আগমন॥ উলু উল ধ্বনি, নানা মাঙ্গলিক, কোলাহল করি সবে। বহু রত্নে নির্মঞ্ছন নীরাজন, সভাজন করি তবে॥ মূর্ত্তিমান স্নেহ সম শ্রীগোবিন্দে, সাতিশয় যত্ন ভরে। শঙ্খ ঘণ্টাবাদ্যে, জলধারা দিয়া, লইয়া আসিল ঘরে॥

ঈদৃশস্তে ব্রজাধীশ সুতঃ সুতমুখোৎসবঃ। যো গবেন্দ্রতয়া গাঞ্চ গাঞ্চ গাঞ্চ সুখাকরোৎ॥

এহেন তনয়, ব্রজেশ তোমার, ভবনে জনম নিল। সুত আমি মোর, বদনে সেহত, মহোৎসব দান কৈল॥ গবেন্দ্রের পদ সম্প্রাপ্ত হইয়া, সখী কৈল গোজাতিরে। স্বর্গ আর মহী মাতারে সুস্নান করিল আনন্দ নীরে॥ ১০৬

জম্ভভেদিসুরেন্দ্রতা-শুস্তনাদি উনবিংশং পূরণম্।

সুভগস্তবিষ্ণু জাতং জগদপি কৃষ্ণাভিষেকতঃ পশ্চাৎ।
অম্বস্তাবুকমাসীস্তাবুকশূন্যং কুলন্ত দনুজানাম্॥১০৭

কৃষ্ণাভিষেকের, প্রাথমিক ফলে, মহী হৈল ভাগ্যবতী। শুভ শূন্য পশ্চাৎ, হৈল দৈত্য কুল, অন্ধীভূত মতি গতি॥ হেন মতে দিবা কথা সমাপ্ত হইল। রাত্রি কথা মধুকণ্ঠ তবে আরম্ভিল॥১০৮

ভবেদনল্পং কুত্রাপি স্বল্পং কুত্রাপি পোষকম্। যথান্নব্যঞ্জনং লোকে যথা রস রসায়নম্॥

অন্নব্যঞ্জনাদি, স্বল্প বা বিস্তর, যথা পুষ্টি গুণ ধরে। স্বল্প ঔষধির রসও যেমতি, রসায়নকার্য্য করে॥ হরি কথা, তথা, স্বল্প বা বিস্তর, বর্ণিত হইলে তবে। কুত্রাপি বিস্তরে, কুত্রাপি স্বল্পেপ, ভাব পুষ্টিতা সম্ভবে॥ তেঁইত সংক্ষিপ্ত হইলেও মোর কথা। বিজ্ঞার স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে সর্বথা॥ সেইত উৎসবে তবে ব্রজের মাঝার। পুত্র কন্যাবতী কুললনা সবার॥ হইল নিবিড় ভাবে তত্র আগমন। তাসবার সঙ্গে আইল রাধিকাদিগণ॥ বস্ত্রাবৃত হইলেও নেত্র তাসবার। কৃষ্ণে হেরিবারে হৈল উদগ্রীব অপার॥ কৃষ্ণের বিবাহ মহোৎসবের মতন। হইল সুখানুভূতি সবার তখন॥১০৯-১০

কেয়ং জগত্যহহ রাজতি গোপকন্যা ধন্যাযয়াতু করপীড়নমস্ত গম্যম্।
হা যোগ্যতামপি বিধায় বিধিঃ সমস্তামস্তং নিনায় বত নস্তমমুং ধিগস্ত॥

হায়রে জগতে, বিরাজিছে ধন্য, গোপকন্যা কেবা এহ। যার সঙ্গে জ্ঞাত, হইবে নিশ্চিত, কৃষ্ণ পরিণয় সেহ॥ সমস্ত বিষয়ে, যোগ্যতা বিধান করিয়াও গুণ নিধি। কৃষ্ণে মোসবারে, বঞ্চিত করিলা, ধিক্ ধিক্ তোমা বিধি॥ যাহা হইবার তাহা হউক নিশ্চয়। কিন্তু এহ হয়েত অন্যায় সাতিশয়॥১১১-১২

কুলীনা রূপিণ্যঃ পরমগুণশীলা প্রণয়িতাভৃতৎ কণ্ঠাকণ্ঠাগতভুলিতজীবা বত বয়ম্।
ন তাবদ্বংশী তত্তদনুগুণতামঞ্চতি জড়া, তথাপেষা হাধিকলিত হরি সঙ্গানতু বয়ম্॥

সহকুলে জন্মিনু, মহাগুণ শীলা, রূপবতী মোরা সবে। প্রেমার আবেগে, উৎকণ্ঠিত প্রাণ; কণ্ঠাগত হৈল এবে॥ কিন্তু জড় বংশী, সেই সেইগুণ, কিছুই না লাভ কৈল। হায় ধিক্ বিধি, মোরা প্রবঞ্চিত, সেহ হরি সঙ্গ পাইল॥ বরাকী এইত বংশী তুচ্ছ সাতিশয়। ইহার কেবল বল বায়ু মাত্র হয়॥ বায়ুর প্রভাবে করে শক্তি প্রকটন। ইহার কেবল সুখ মুখাস্ত চুম্বণ॥ বংশী বিষয়েতে হেন বধূগণ। বনমালাধন্য জ্ঞানে কহিছে তখন॥১১৩-১৪

আলিঙ্গ্য কণ্ঠমুরসি প্রতিপদ্য কান্তিং মানে কটং প্রকটমেব সদা দধাসি।
ন শ্রীহরির্ন ভবতী ন তু বা জনোঽয়ং সঙ্কোচলেশময়তে স্বমতোঽসি ধন্যা॥

আলিঙ্গন করি, মাধবের কণ্ঠ, বক্ষের কান্তিতে তার। শোভিত হইয়া, বিরাজিছ সদা, রম্য কটিতট পার॥ মাধব অথবা, এই জনগণ, কিংবা তুমি কভু ইথে। সঙ্কোচের লেশ, নাহি মান তেঁই, ধন্য তুমি এজগতে॥ কৃষ্ণ সঙ্গলালসার বশে বধূগণ। মনেমনে হেন কথা করয়ে বর্ণন॥ ১১৫-১৬

পূর্ণাং দৃষ্টিং বিধিবশতয়া কাচিদাক্ষীন্মুরারেরর্দ্ধং কাচিদ্ ব্রজজনগতা কাচিদস্তাস্ত্রিভাগম্।

কাচিৎ কিঞ্চিন্ন চ তদখিলং তুল্যতামেব দধ্রে সর্ব্বাসাং যন্মনসি চরূপে হন্ত তাপায় তদ্বৎ ॥

সমবেত নারী, গণের মাঝারে, রূপবতী নারী কেহ। মাধবের পূর্ণ দৃষ্টি প্রাপ্ত হৈল, সৌভাগ্য বশতঃ সেহ ॥ কেহ অর্দ্ধ দৃষ্টি, কেহত ত্রিভাগ, কেহত কিঞ্চিত নাহি। প্রাপ্ত হৈল তত্র, মাধবের দৃষ্টি, ব্রজ জন মাঝে রহি ॥ কেবল তুল্যতা, ধারণ করিল, সেইত বঞ্চিত জন। সবার মানসে, যেইত লালসা, জন্মিল সেই ক্ষণ ॥ হায়রে দুরন্ত বিধির বিধান, তাহা আর না পুরিল। কৃষ্ণের প্রসন্ন, দৃষ্টির প্রভাবে, তাপে পরিণত হৈল ॥ সেইত নিশিতে অট্টালিকার মাঝার। শয়ন করিল হরি কক্ষে আপনার ॥ অপরাহ্নে সমাগত সুন্দরী সবার। দৃষ্টি শরে চিত্ত হৈল বিদীর্ণ অপার ॥ সেইত বেদনে নেত্র নিদ্রা না আসিল। অত্র নিশাবধি হরি জাগ্রত রহিল ॥ তরে রাধিকাদি বধূগণের গোচরে। আপনার মনেঃব্যথা নিবেদন তরে ॥ লৈঞা শিবদত্ত নব মুরলী অমনি। জানাইল মনোব্যথা করি কলধ্বনি ॥ ১১৭-১৯

তদা কেদাররাগস্ত প্রাপ কেদারতাং নিশি। গোপীভির্বাসনা বীজমুপ্তং যত্রাঙ্কুরায়িতম্ ॥

নিশিতে কেদার রাগ বংশী গীত কেদারতা প্রাপ্ত হৈল। গোপীগণে উপ্ত বাসনার বীজে, যত্রাঙ্কুর উপজিল ॥ ১২০

'তু'কারঃ খলু মাথুরেষু পরিত 'ত্ব'ঙ্কার ভাষা মতা,
সোহয়ং বৈণবগানতঃ প্রতিপদং প্রায়ঃ পরামৃশ্যতে।
প্রত্যেকং যুগপৎ প্রিয়াং নিশময়ন্ কৃষ্ণো যদা তং জগৌ
মত্বা সম্প্রতি তৎ প্রতিস্বমপি তাঃ সর্ব্বা বিমূর্চ্ছাং যযুঃ ॥ ১২১

তুকার হয়েত, মাথুর ভাষাতে, ত্বং শব্দার্থ তুমি মত। বেণুগানে তাহা প্রতি পদে প্রায়, হয় গীত অবিরত ॥ সেইত তুকার, প্রতি প্রেয়সীরে, যুগপৎ শুনাইয়া। বেণু বাজাইল, যবেত মাধব, ললিত ত্রিভঙ্গ হৈঞা ॥ শুনিয়া সেইত, বেণুর সঙ্গীত, রাধাদি প্রেয়সী তবে। নিজ নিজ প্রতি, মানিয়া সে গীত, মূর্চ্ছিত হইল সবে ॥ আনুষঙ্গিকতয়াপি সগানাদাস্বাদ্ যদবিদুস্তদমুশ্চ। উদ্দিদেশ পুরুষাং বত সা তু স্বং চ সম্প্রতি বিবেদ ন রাধা ॥১২২

অতি সুললিত, গৌণরূপে সেই, বেণুতে তুকার গানে। অজানীতে হৈল, রাগোৎপত্তি সেই ব্রজ বধূগণ প্রাণে ॥ মুখ্য লক্ষ্য করি, যাহার উদ্দেশে, বেণু বাজাইল হরি। না বুঝিল সেই, ভাব ভরে ভোরে, রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ অল্প সময়েও কল্প কালের মতন। বর্ণনা করিয়া হরি কথা সেইক্ষণ ॥ কথক তবেত কথা সমাপন তরে। কহিতে লাগিল সুখ করি প্রেম ভরে ॥১২৩-২৪

সোহয়ংতে রমণো রাধেলব্ধঃ কৃচ্ছ্রেণ যত্ত্বয়া। তদ্বিনাভাবতঃ সৌখ্যং যশ্চ কুত্রাপিনাপ্তবান্॥

এইত তোমার, রমণ শ্রীরাধে দুঃখে হেবা লব্ধ হৈল। তোমাব্যতিরেকে কুত্রাপিও যেবা, সুখ সব না লভিল ॥ কথিত মুহূর্ত্তদ্বয়ে বাক্য সমুদয়। সংক্ষেপে মুহূর্ত এক অনুভূত হয় ॥ মহিলারগণ আর সভাসদগণ। যথার্থ নিজ গৃহে করিল গমন ॥১২৫

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনুজস্তভেদিস্বয়েন্দ্রতাগুস্তন-নগেন্দ্রধরগবেন্দ্রতালস্তনমূনবিংশং পূরণম্॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থবিরচিল, স্বাদে সুধা গর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ চরণ স্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥

বিংশং পূরণম্ ॥ নন্দরাজস্য বরুণলোকগমনং গোলোকদর্শনঞ্চ।

অতঃপর স্নিগ্ধ কণ্ঠ প্রভাত কথায়। কহিতে লাগিল ব্রজরাজের সভায় ॥ কার্ত্তিক মাসের সেই একাদশী কথা। কথিত হইল এবে সভা মাঝে তথা ॥ দৃঢ়ভাবে একাদশী কৈলে অনুষ্ঠান। সর্ব মনোবাঞ্ছা তিথি করে সমাধান ॥ ইহা জানি নিত্য ব্রত একাদশী মাঝ। যথা বিধি উপবাস কৈল ব্রজরাজ ॥ কিন্তু পারণের তরে দ্বাদশী তিথিরে। ক্ষীণ প্রায় জানি সেই রাত্রির গভীরে ॥ নন্দ তবে বিশিষ্ট বিধান অনুসারে। যমুনাতে প্রবেশিল স্নান করিবারে ॥ যথারীতি স্নান কার্য করি সমাপর্ণ। জল মধ্যে দাণ্ডাইল নির্ভয়ে তখন ॥ তবে বেদ খ্যাত ইষ্টদেব নারায়ণে। পূজিবার তরে নন্দ-একনিষ্ঠ মনে ॥ উত্তম রূপেতে ধ্যান করিতে লাগিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সমাধিস্থ হৈল ॥ জন্মাবধি ছিল নন্দ ভূপতির মনে। নিষ্ঠা একমাত্র নারায়ণের চরণে ॥ নারায়ণ কৃপাফলে তাদৃশ নন্দন। লাভ হৈল তেই দৃঢ় নিষ্ঠ হৈল মন ॥ অতএব ধ্যান নিষ্ঠা বশতঃ তুরিতে। রহিল নিমগ্ন হৈঞা গাঢ় সমাধিতে ॥ সর্বত্র সঞ্চারী বরুণের চরগণ। তৎকালে আসিয়া নন্দ লৈঞা সর্বজনে ॥ স্বপ্রভুর আবাসে প্রবেশ করাইল। গোপরাজ বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিল ॥ জল স্তম্ভ বিদ্যাদ্বারা সমারব্ধ আর। বিশেষ নিবাস সেহ বরুণ রাজার ॥ স্বতঃ দীপ্যমান হয় সেইত নিবাস। কালীয় হ্রদের পার্শে বিবরে প্রকাশ ॥ মহীর বিবর মধ্যে বরুণ ভবন। দীপ্যমান হৈঞা অধিষ্ঠিত চিরন্তন ॥ কৃষ্ণের জনক রূপে বিখ্যাত সর্বত্র। আনিল মহানুভব নন্দরাজে তত্র ॥ একথা দুর্বোধ্য হয় নীতিজ্ঞের গণে। যেহেতু ভূপতি সদা চিন্তে নিজ মনে ॥ বাহু ভাগ্যে মোর এই পুত্র জনমিল। ক্রমশঃ সম্মান তার বিস্তারিত হৈল ॥ মহা প্রেমানন্দময় উৎকর্ষ তাহার। দেখিনু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অনিবার ॥ অতএব হেন চিন্তা জন্মে বারংবার। লীলা সহায়িনী যোগমায়া শক্তি তার ॥ পূতনার আগমন প্রভৃতির মত। সর্ব সমাধান করে সময়ানুগত ॥ অতঃপর বরুণের আজ্ঞাবহগণ। ব্রতযোগ্য বেশধারী নন্দে সেই ক্ষণ ॥ বরুণের পুরোভাগে আনয়ন কৈল। এক দৃষ্টে সিন্ধু প্রতি দেখিতে লাগিল ॥ তুলসীর মালা শোভে কণ্ঠের উপরে। পদ্মবীজ মালা দোলে বক্ষে পরিসর ॥ বৈষ্ণবের চিহ্ন হেরি চিত্ত চমৎকার। বরুণের চিত্তে ভয় জন্মিল অপার ॥ ধ্যান ভঙ্গ ভয়ে তবে নন্দ মহারাজে। সমাদরে শোয়াইল শ্রেষ্ঠ শয্যামাঝে ॥ তবেত বরুণ চিন্তা কৈল নিজ পিতার হরণ সহ না করি এ ক্ষণে ॥ নিশ্চয় করিবে কৃষ্ণ এথা আগমন। এত চিন্তা পুরদ্বারে করিল গমন ॥ যেথা হৈতে দৃষ্টি চলে সাতিশয় দূরে। দাণ্ডাইয়া রহিল সেইত পুরদ্বারে ॥ অতঃপর তত্র যাহা ঘটিল তখন। বর্ণিত হইবে এবে সেই বিবরণ ॥ কৃষ্ণের পালক আর পিতা যেই কাল। অদৃশ্য হইল রহি যমুনার জলে ॥ অধীনতা সম্প্রাপ্ত পালিত ব্যক্তিগণ। নন্দ ভূপতিরে তবে না করি দর্শন ॥ ভীত হৈঞা দিকে দিকে

পলায়ন কৈল। কিছু লোক সন্ধানার্থ সলিলে নামিল॥ সেথা তারে না পাইয়া যমুনার তীরে। উঠিয়া চলিল ব্রজে কান্দি উচ্চৈঃ স্বরে॥ অসুখী সেইত লোক সঙ্গে সেই ক্ষণ। মিলিল সকৃষ্ণ রাম ব্রজবাসী গণ॥ মহাদুঃখাস্পদ সেই ঘটনা শুনিয়া। চঞ্চল হইল কৃষ্ণ বলরাম হিয়া॥ মন যেন চতুর্দিকে ভ্রমিতে লাগিল। দ্রুতপদে দুই ভাই অগ্রসর হৈল॥ পরম বিক্রমে দুই ভাই অতঃপর। সবারে লঙ্ঘিয়া বেগে হৈল অগ্রসর॥ পরম উৎকণ্ঠাভরে সবেগ গমনে। কাঁপিতে লাগিল মহী তবেত সঘনে॥ যেই ঘাটে গোপরাজ সলিলে নামিল। দুই ভাই সেই ঘাটে উপনীত হৈল॥ কৃষ্ণ তবে হৈঞা অতি ব্যাকুলিত মন। জ্যেষ্ঠ সহোদরে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন॥ দুই নেত্রে অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল। বলরাম ঠাঞি তবে কহিতে লাগিল॥ জননীরে রক্ষণ করিবে অকাতরে। রক্ষণ করিবে ভ্রাতা তুমিই সবারে॥ যে পর্যন্ত পিতারে আনিয়া পুনর্বার। সুখী নাহি করি এই ব্রজের মাঝার॥ সে পর্যন্ত তুমি ব্রজে রক্ষিবে সবারে। এই নিবেদন মোর তামবার গোচরে॥ কিন্তু যদি মাতা করে এথা আগমন। সমাপ্ত না হইবে পিতার আনয়ন॥ অতএব এই মত সম্বাদ করিয়া। যাত্রা কৈল পিতৃাদবে উদ্ধার লাগিয়া॥ মৃগবিনাশের আগে অতি বেগান্বিত। সিংহের শরীর যথা হয় মহাস্ফীত॥ সেই মত হেন সিংহে মহা লজ্জা দিয়া। কটি বস্ত্র দৃঢ়ভাবে সজ্জিত করিয়া॥ পাতাল বিবর দ্বার যমুনার স্রোতে। ডুব দিল কৃষ্ণ পিতৃদেবে উদ্ধারিতে॥ অতঃপর ব্রজেশ্বরী প্রমুখ সবাই। চলিয়া আইল দ্রুত যমুনার ঠাঁই॥ একমাত্র বলরামে সেথায় দেখিয়া। কৃষ্ণ বা কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করিয়া॥ কোথায় অনুজ তব করিল গমন। এত কহি স্থগিত হইল সর্বজন॥ ব্রজেশারে করি কিন্তু বিরূপ দর্শন। বলরাম কহিতে লাগিল সেই ক্ষণ॥ কাতর নাহিক তুমি হইও জননী। পিতাসহ কৃষ্ণ তব আসিবে এক্ষণি॥ স্বজন নিকরে সুখ করিতে প্রদান। এত কহি কহে রাম মাতৃ সন্নিধান॥ হায় মাতা কেন মোরে করিলে প্রহার। বিশ্বাস করিয়া শুন বচন আমার॥ শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট এইত মাতারে। রক্ষা কর এবে সবে যত্ন সহকারে॥ হেন কথা শুনিয়া প্রাচীন গোপগণ। কালিয় দমন সেই দিনের মতন॥ রাম বাক্য গ্লানি বিনাশের মূল জানি। তরু তলে বসাইল যশোদারে আনি॥

কিংস্বপ্ন কিমু জাগরঃ কিমথবা মূর্চ্ছা কিমুন্মাদিতা, বেত্ত্যেতৎ পরিচেতুমাপুরসকৃদ্ বুদ্ধিং ন তস্মিন জনাঃ। কিন্তুৎকণ্ঠিততাবগুণ্ঠিতহৃদাং তেষামভূদ্বাগিয়ং, হা হা শ্রীব্রজরাজ হা বত হা হা শ্রীকৃষ্ণ কুত্রাসি ভোঃ॥

কিবা স্বপ্ন এহ, অথবা জাগর, কিংবা হয় মূর্চ্ছা এহ। অথবা উন্মাদ, বিচারিতে বুদ্ধি, না লভিল জন কেহ॥ কিন্তু মহোৎকণ্ঠা-বৃত চিত্ত সেই, জনগণ মুখে মাত্র। উদিত হইল, পরম বিষাদে, এইত বচন তত্র॥ হায় হায় ওহে, শ্রীব্রজ ভূপতি, হায়রে হায়রে হায়। ব্রজের জীবন, শ্রীশ্যাম সুন্দর, বিরাজিছ হে কোথায়॥

সঙ্গনী চতুষ্টয়ধৃন পৃষ্টচিত্তা ব্রজেশ্বরী। শ্বাসাস্তিতা তর্কপাত্রং হাহামাত্রং জগাদস্য॥ চারিদিকে চারি, ব্রজ বধূ আছে, যাহারে ধারণ করি। বিষাদ বহ্নিতে, দগ্ধ চিত্ত

বরুণলোকাবলোকনং নাম বিংশং পূরণম্।

সেই, পুত্র প্রাণ ব্রজেশ্বরী॥ শ্বাস আছে কিংবা; নাহিক আছয়, এহেন অবস্থা তার। কহিতে না পারে, কোনও বচন; করে মাত্র হাহাকার॥ তবেত উত্তুঙ্গ স্থির বারি মধ্যে স্থিত। সরঙ্গের দ্বার দেশে হৈঞা উপনীত॥ ব্রজলক্ষ্মী শ্রীমতী রাধার প্রাণেশ্বর। বরুণের গৃহে প্রবেশিল অতঃপর॥ এবেত চরিত্র তার যথাযথ হয়। অবধান কর শ্রোতৃবৃন্দ সমুদয়॥ যবে নন্দ নীত হৈল বরুণের ঘরে। কৃষ্ণ পশিল বেগে কথঞ্চিৎ পরে॥

স্নিগ্ধ শ্যামলরুচ্যপি ক্রুদরুণদ্যোতাদদৃশ্যং বপু-
ধ্বান্তধ্বংস্যপি তীব্রতাশবলনাদ্দৃগ্রাধনং দৃগ দ্বয়ম্।
কৌমল্যাদিগুণাপি রোষরভসাদুগ্রা তথা তস্য গীঃ,
কল্পান্তাভ্র তড়িদ্ধ্বনি ভ্রমধরান্ বিস্মায়য়ন্তে স্ম তান্॥১৭

স্নিগ্ধ শ্যাম রুচি, বিগ্রহ সেহত, দারুণ ক্রোধের ভরে। অরুণ কান্তিতে দেখিতে বিষম, অদৃশ্য স্বরূপ ধরে॥ যে লোচন দ্বয়, হেরিলে লোকের, চিত্তের তিমির নাশে। সেই হৈল লোক দৃষ্টি রোধকারী, তীব্রতা মিলন বশে॥ মৃদুতাদি গুণ যুক্ত বাণী তার, সেইত কোপনাবেগে। উগ্ররূপ ধরি বিপরীত হৈল শুনিতে বিষম লাগে॥ ধরিয়া কল্পান্ত বারিদ বিদ্যুৎ, জলদ গর্জন ভ্রম॥ কৃষ্ণের বিগ্রহ, লোচন যুগল, বাক্য তথা অনুপম। বরুণের ধামে, শিশু বৃদ্ধ যুবা, নর নারী যত ছিল। চকিতের মধ্যে, সবারে বিস্মিত কৈল॥ গর্তরূপ বরুণের লোকে অতঃপর। প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ অতীব সত্বর॥ বরুণ কোথায় আছে সন্ধান করিল। জয়েচ্ছা সেইত সঙ্গে ক্রোধে প্রকটিল॥ শ্রীমন্নকুল সম্বন্ধনকারী হরি। ভৎসিতে লাগিল জলধিপে ক্রোধ করি॥ বরুণে পীড়ন ইচ্ছা প্রবল হইল। ক্রমশঃ দেহের তেজ বাড়িতে লাগিল॥ সর্বজন রক্ষক বরুণ সেইক্ষণ। সঙ্গে লৈঞা আপনার গৃহ পরিজন॥ কলহ মহাকোলাহলে গললগ্নী কৃত বাসে। লুটাইয়া ললাট ভূমির পৃষ্ঠ দেশে॥ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কৈল দূরে রহি তবে॥ বরুণের হেন আশঙ্কা করি কৃতাঞ্জলি ভাবে। সবাই প্রণাম কৈল ভূমিতে পড়িয়া॥ তবে নব কোকনদ নেত্র গর্ব হ্রাস নিরখিয়া॥ অগ্রসর হৈঞা জিজ্ঞাসিল ধারী হরি। বরুণের প্রতি মহা অনুকম্পা করি॥ সিন্ধুরাজে। মহাধর্মশীল মোর পিতা কোথা আছে॥ শুনিয়া কৃষ্ণের হেন বাক্য সুমধুর। বরুণের ধৈর্য্য যত হইল বিদূর॥ কৃতাঞ্জলি ভাবে অতি মধুর বচনে। কহিতে লাগিল তবে কৃষ্ণের সদনে॥ হে পুরুষোত্তম হরি করি নিবেদন। সেই স্থানে হয় প্রভু তব আগমন॥ সেথা লোক হয় মহা তেজস্বী নিশ্চয়। পরম মহান তথা অন্যত্র না হয়॥ কিন্তু সেই সব তব কিঙ্কর মাঝার। আমিহ জনৈক হই কিঙ্কর তোমার॥ এবে তব কিবা আজ্ঞা করিব পালন। প্রার্থনা করিয়ে প্রভু তোমার শাসন॥ নিতান্ত প্রশান্ত চিত্তে অতঃপর হরি। কহিতে লাগিল ক্রোধ পরিহার করি॥ অতএব দণ্ডের বিধান হেন লঘুজন প্রতি। করে দণ্ড প্রদাতার পৌরুষের ক্ষতি॥ বরুণ কহয়ে ওহে মোর পিতৃদেবের চরণ। অবিলম্বে তুমি মোরে করাহ দর্শন॥ কৃষ্ণের চরণ হৈতে বরুণের দীনার্তি নাশন। যে আজ্ঞা তোমার প্রভু করিব পালন॥

ঘর। যেথা বিরাজিত আছে গোপের ঈশ্বর॥ সমুদয় পথে পট্টবস্ত্র বিছাইয়া। চলিল লইয়া কৃষ্ণে তদুপরি দিয়া॥ নন্দের সমীপে তবে করি আগমন। গোপকুল নায়ক নায়কে সেইক্ষণ॥ বরুণ কহয়ে এই তব পিতা নন্দ। গ্রহণ করহ পিতৃবৎসল গোবিন্দ॥ মোসবার পূজনীয় জনক তোমার। হেন অনুভব আছে সদা মো সবার॥ ইহার অন্যথা আমি করিব কেমনে। কেমনে বা পরাভব করে অন্যজনে॥ বরুণের পাশ হৈতে যেবা ভয় ছিল। কৃষ্ণের প্রভাবে সেহ বিদূর হইল॥১৮-৩০

উপলভ্যচ সৌরভ্যমনভ্যস্ত স্তুতস্তসঃ॥ অভ্যাযযৌ বহির্বর্ত্তিং সভ্যানাং বিস্ময়ং বহন্॥

তবে ব্রজরাজ, নয়নে অলভ্য, কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ ঘন। পাঞা সবে মুগ্ধ, করি বাহ্যবৃত্তি, লভিল সেইত ক্ষণ॥ উন্মীলয়ামাস বিলোচনে স, শ্রীমন্মুখং তস্য চ সন্দদর্শ। সন্দর্শনাদেব বভূব সাস্রঃ, স্বপ্নায়িতং চাস্রবৃতেরমংস্ত॥৩১-৩২

ব্রজরাজ করি, নয়ন যুগল, ধীরে ধীয়ে উন্মীলন। দেখিল পুত্রের, শ্রীমুখমণ্ডল, সন্নিকটে সেই ক্ষণ॥ দরশন মাত্র, নেত্রদ্বয় হৈতে, বহিল অশ্রুর ধারা। অশ্রুতে আবৃত, হৈল নেত্র তেই, স্বপ্নবোধ হৈল তার॥ পিতার যুগল পদতল প্রণমিয়া। উত্থিত করিল কৃষ্ণ তারে আলিঙ্গিয়া॥ কহিল এ আমি কৃষ্ণ তনয় তোমার। আসিয়াছি পিতা মোরে হের একবার। এত কহি প্রীতিময় মধুর বচনে। সন্তোষ উৎপন্ন কৈল জনকের মনে। স্নেহের আবেগে অতঃপর দুইজন। হইল সম্পূর্ণরূপে ব্যাকুলিত মন॥ তত্রস্থিত বরুণ-জনের পরিহাস। আশঙ্কা করিয়া চিত্তে ভাব কৈল হ্রাস॥ ব্রজরাজ আর নিজ আকার যাহাতে। বাস্পাদি বিকার শূন্য হয় অচিরাতে॥ তার জন্য করি কৃষ্ণ সান্ত্বনা প্রদান। কহিতে লাগিল তাত দেখ সন্নিধান॥ ব্রজরাজ চতুর্দিক করি নিরীক্ষণ। কহে এবে কোথা মোরা আদি দুইজন॥ কৃষ্ণ কহে পিতা তুমি না ভাবিহ আন। যেরূপে আসিনু তথা করিব প্রয়াণ॥ অতএব ব্রজ প্রতি পাদ পদ্মদ্বয়। চালন করহ তাত এইত সময়॥ তৎ কালে গমনোদ্যত হৈলে দুই জন। কহয়ে বরুণ দেব স কাকু বচন॥৩৩-৩৭

কৃপালু স্বমহো কৃষ্ণ দ্বয়োরেকতরং কুরু। দণ্ডং বাথ প্রসাদং বা নাপরাধং তু শেষয়॥

দন্ত বা প্রসাদ, এদোহার মধ্যে, করহ একটি কার্য্য। অপরাধ শেষ, না রাখিহ মোর, হে কৃষ্ণ দয়ালু বর্য্য। যাত্রাকালে এইত প্রার্থনা রক্ষা করি। পিতা সহ ক্ষণ কাল দাণ্ডাইল হরি॥ উভয়ের পদপ্রান্তে নানা উপহার। রাখিয়া বরুণ কৈল দোহে নমস্কার॥ উভয়ের সঙ্গে অনুগমন করিয়া। বিবরের দ্বারাবধি আইল চলিয়া॥ বিবরের মুখ পথে যে সলিল ছিল। হস্তদ্বয় প্রসারিয়া বিভক্ত করিল॥ মহার্ঘ ভূষণরত্ন পরিচ্ছদ আর। একত্রিত করিয়া সকল উপহার॥ লোকমাথে সেই সব করিয়া স্থাপন। সঙ্গে পাঠাইল ব্রজে করিতে গমন॥ মুহূর্ত্ত কালের জন্য সুখ পূর্ণ হৈঞা। আপনারে চিরতরে কৃতার্থ মানিয়া॥ নাচিতে নাচিতে যেন বরুণ তখন। নিজ গৃহে পুনরায় কৈল আগমন॥৩৮-৩৯

তদা তীরস্থানা ব্রজজনিজনাঃ প্রাণরহিত প্রভাস্তদ্বদ্যোক্ষাস্থিতশিথিল জীবস্থিতিদশাঃ।

পিতাপুত্রৌ বারাম্পতিচরযুতৌ নির্ব্যথতয়া গতৌ দৃষ্ট্বা ভূয়োঽপ্যহহ সুখতন্দ্রীমভিযযুঃ॥

কৃষ্ণ আর ব্রজ-রাজের বিরহ-বেদনে সেইতক্ষণ। প্রাণহীন দশা, সম্প্রাপ্ত হইল, তীরস্থিত ব্রজ জন॥ আগমন পথ, নিরীক্ষণ করি, উৎকণ্ঠার ভরে তবে। শিথিল জীবিত, দশা প্রাপ্ত হৈল, ব্রজবাসিগণ সবে॥ বরুণের ভৃত্য সঙ্গে বিনা ক্লেশে, পিতাপুত্রে সমাগত॥ হেরি সর্বজন, মহানন্দে অহো, হৈল পুনঃ মূর্ছাগত॥ অগ্রসর হইল কেবল বলরাম। ব্রজরাজ পদে তবে করিল প্রণাম॥ ব্রজরাজ মুখরাশি বিস্তার করিয়া। বলরামে আলিঙ্গিল বাহু প্রসারিয়া॥ বাহ্য ভাব বিস্মৃত হইয়া সেইক্ষণ। সক্ষম নাহিক হৈল কহিতে বচন॥ কিছুকাল স্তব্ধ ভাব ধরিয়া রহিল। বলরাম পুনঃপুনঃ প্রণাম করিল॥ রামানুজ কৃষ্ণ তবে অতীব তুরিতে। মাতার নিকট প্রাপ্ত হৈল অলক্ষিতে॥ দেখিয়া মাতার দশা কাতর হইল। প্রথমেই মাতৃপদে প্রণাম করিল॥ নিজরম্য স্পর্শামৃত করিয়া প্রদান। বাহ্য বৃত্তি যুক্ত পুনঃ কৈল মাতৃ প্রাণ॥ তবেত অন্যান্য ব্রজবাসীর চরণ। শ্রদ্ধাভরে নত হৈঞা করিল বন্দন॥৪০-৪২

সমাগতে পিতরি হরেরুভাবমৃ, মিলন্ত্যপি ব্রজজনতামিলন্মিথঃ।
তদা ন সা পরিবুবুধেপরং পরং, পরস্তু তাব খিলমবৈৎ পরাপরম্॥

পিতাপুত্র যদি, দোহে পুনর্বার, ব্রজে সমাগত হৈল। ব্রজের জনতা, মিলিত হইয়া, দোহে সম্বর্দ্ধনা কৈল॥ মিলিত হইল, তথাপি তখন, ব্রজের জনতা সেহ। পরাৎপর সেহ, দোহে ভিন্ন অন্যে, জানিতে নারিল কেহ॥ কিন্তু কৃষ্ণ আর, নন্দ দুই জন, সমাগত সর্বজনে। বুঝিতে পারিল, পরাপর ভাবে, ক্ষণ মাত্র দরশনে॥৪৩

হম্বারাবৈর্জ্জন কলকলৈঃ স্বর্গতঃ পুষ্পপাতৈ-
বাদ্যৈর্নৃত্যৈঃ স্তবরবশতৈ রুত্থিতেঽহস্তোঽহস্তমর্দে।
শ্রীমান্ রাম পশু সমুদয়ং বায়য়ল্লোকবৃন্দং
শ্রদ্ধানালৈরপি সমুচিত স্থাননিষ্ঠং চকার॥

গোধনগণের, হাম্বা হাম্বা রবে, জনগণ কোলাহলে। স্বর্গ হৈতে পুষ্প, ঘন বরিষণে, বাদ্য নৃত্য সমতালে॥ শত শত স্তব, বাক্য পরস্পর, হইলে সংঘর্ষোত্থিত। শ্রীমান্ রাম করি, গোধন গণের, গোষ্ঠ যাত্রা নিবারিত॥ মধুর আলাপে, আপ্যায়িত করি, সমাগত লোকগণে। শ্রদ্ধার সহিত, সমুচিত স্থানে, বসাইল দিব্যাসনে॥৪৪

স্বয়ং দত্ত্বা শুভ্রাসনমিহ মহাগোপপতয়ে যথাযোগ্যং চান্যান্ বিদধদুপবিষ্টানথ বলঃ।
উদান্তপ্রক্রান্তস্থিতিমনুজ মাপৃচ্ছ্য পরিতঃ কথামেতাং শৃন্বন্ পশুপ-কুলমশ্রাবয়দপি॥

স্বয়ং বলদেব, ব্রজরাজ আর, গোপপতি গণ সবে। শুভ্রাসনোপরি, স্থাপন করিয়া অন্য জনগণে তবে॥ যথাযোগ্যাসনে, বসাইয়া যত্নে, নিকটস্থ নিজানুজে। কি ঘটিল তাহা, জিজ্ঞাসা করিল, প্রহসিত মুখাম্বুজে॥ শুনিয়া সে কথা, বলরাম তবে, সমাগত গোপগণে। করাইল সব, কথা বিস্তারিয়া, শ্রবণ সেইত ক্ষণে॥ তবে যমুনার ঘাটে নন্দ হৃষ্টমনে। স্বতন্ত্র ভাবেতে নিমন্ত্রিয়া বিপ্রগণে॥ পরমান্ন ভুঞ্জাইয়া পরিতৃপ্ত কৈল। অভীষ্ট বিষয় সুপ্রচুর সবে দিল॥ দ্বাদশ্যতিক্রম ভয়ে উৎকণ্ঠিত হিয়া। অছিদ্র হউক

ব্রত প্রার্থনা করিয়া ॥ আশীর্বাদ তাসবারে মাগি বাক্য দ্বারে। ব্রত সমাপনে শক্তি লাভ করিবারে ॥ নন্দ সহ ধন্য মনে করি গোপগণ। মহা কুতুহলে কৈল ব্রজে আগমন ॥ পুত্রদ্বয় মধ্যে নন্দ আসিতে আসিতে। ব্রজ ধামে শোভিত হইল পথে পথে ॥ তবে একদিন কৃষ্ণ যবে নাহি ছিল। গোপগণ শ্রীনন্দের সভাতে আসিল ॥ তন্মধ্যে বিশিষ্ট লোক ছিল যতজন। জিজ্ঞাসিল বরুণ লোকের বিবরণ ॥ লোক পাল বরুণের ঐহিক বিষয়। লোকপথাতীত সম্পদাদি সমুদয় ॥ নন্দ তবে করাইয়া সবারে শ্রবণ। কহিতে লাগিল শুন ওহে মিত্রগণ ॥ আশ্চর্য শুনহ তবে এতেক কহিয়া। কৃষ্ণে ভক্তি অতিরিক্ত সবার বর্ণিয়া ॥ কহিল বরুণ লোকবাসীর মতন। হেন ভক্তি অদ্যাবধি না কৈল দর্শন ॥ তাদৃশ বর্ণন শ্রবনান্তে কৃষ্ণ প্রতি। ঈশ্বরত্ব চিন্তা করি সবাকার মতি ॥ ভ্রান্ত হৈল তেঁই চিন্তা করে মনে মনে ॥ যদ্যপিহ অনশ্বর প্রতিপত্তি দ্বারে। ঈশ্বর স্বরূপে কৃষ্ণ শোভে এ সংসারে ॥ তথাপি শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক স্নেহময়। স্নেহ সম্পদের নিত্যাশ্রয়ে গণ্য হয় ॥ সুমঙ্গলকর সর্বসুখদাতা আর। তে কারণে মনোবৃত্তি সদা মোসবার ॥ সর্ববাঞ্ছা পরিহরি মাত্র কৃষ্ণ মুখ। কৃষ্ণের উৎকর্ষ দেখিবারে সমুৎসুখ ॥ সুষ্ঠুভাবে উল্লসিত হৈল অনুক্ষণ। কৃষ্ণ কি করিবে মনো বাসনা পূরণ ॥ আত্মীয় তথাপি অনাত্মীয়ের পর্য্যায়ে। এই গোপগণ মোর জ্ঞাতিগন্য হয়ে ॥ তেঁই মোর সঙ্গে এই সব গোপগণ ॥ অভিন্ন বলিয়া আমি জানি অনুক্ষণ ॥ এতেক জানিয়া কৃষ্ণ কারুণ্যের ভরে। স্নেহ পরতন্ত্র হৈয়া চিত্তে চিন্তা করে ॥ অহো এইসব ব্রজবাসী গোপগণ এ মোর। পরমাত্মীয়ে গণ্য অনুক্ষণ ॥ সর্বদা এ মোর প্রতি এই সবজন। করিয়া ঈশ্বর বুদ্ধি চিত্তে আলোচন ॥ এ মোর বৈভব দেখিবারে বাঞ্ছাকরে। কিন্তু কেহ তদ্দর্শনে সামর্থ না ধরে ॥ লোকপাল বরুণের বৈভব শ্রবণ। করিয়া হইল চমৎকৃত সর্বজন ॥ লোকোত্তর মোর যে বৈভব সমুদয়। এই সবাকার নিজ গতি রূপ হয় ॥ সম্বন্ধানুরূপ সে বৈভব কদাচন। বুঝিতে না পারে এই আভীরের গণ ॥ আপন স্বরূপ জ্ঞানাভাবে এহ হয়। অবিদ্যা সর্বতো বুদ্ধি বিলোপ করয় ॥ কাম কর্ম বিনির্মিত উচ্চ নীচ আর। গতিময় বিশ্বে মোর হয় অবতার ॥ সেই অবতার প্রতি এই সবজন। সর্বসাধারণ জ্ঞান করে অনুক্ষণ ॥ তেঁই মোর অপ্রাকৃত বৈভব বুঝিতে। বাধা উপজয় এই সবার বুদ্ধিতে ॥ সেইত বুদ্ধির কথা উত্তম প্রকারে। দৃষ্ট হয় ভাগবত শাস্ত্রের মাঝারে ॥৪৫-৫২

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা। কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্ ॥

এইরূপে কৃষ্ণ রাম কথা করি, হর্ষ ভরে আলোচন। সুখে রহি ভব-ব্যথা না বুঝিল, নন্দাদি আভীর গণ ॥ কৃষ্ণগত প্রাণ, ব্রজস্থ সমস্ত, নন্দাদি গোপের গণ। কৃষ্ণে ন্যস্ত কৈল, সুহৃদর্থ কাম, কলত্রাত্মা সর্বজন ॥৫৩

কমল পত্রাক্ষ, কৃষ্ণের লাগিয়া, ব্রজবাসি গোপগণ। ইহামূত্র সুখ-ভোগ মোক্ষাবধি, সব কৈল বিসর্জন ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম বচনেও তথা। পরিদৃষ্ট হয় এই সিদ্ধান্তের কথা।

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং তদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদি বপূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থ সুহৃৎ প্রিয়াত্ম তনয় প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥

হে দেব গোবিন্দ, ব্রজবাসী এই, আভীরগণের প্রতি। কিবা বস্তু তুমি, করিবারে দান, পারহ নিখিল পতি ॥ নিখিল ফলের, ফলরূপ তুমি, তোমা ভিন্ন অন্য আর। কিবা বস্তু আছে, এই গোপগণে, তব দান করিবার ॥ হৃদয়ে ধরিয়া, পূতনা রাক্ষসী, হিংসার চূড়ান্ত ভাব। সদ্বেষ ধারণে, সকুলে গোবিন্দ, তোমারে করিল লাভ ॥ প্রেমার আধার, ব্রজবাসিগণ, তব সুখে অনুক্ষণ। দেহ গেহ মন, পুত্র মিত্র ধর্ম, সব কৈল নিয়োজন ॥ হেন তা সবারে, কিবা বস্তু অন্য, দান যোগ্য তব আছে। এতেক চিন্তিয়া, হে দেব এ মোর, মোহ জাগে চিত্ত মাঝে ॥ ইত্যাদি বচনে প্রেম ব্রজস্থ সবার। হয়েত প্রমাণ সিদ্ধ সর্বোপরি আর ॥ এই প্রেমে করিল এমোরে বশীভূত। এ প্রেমার শক্তি হয় মনো বাক্যাতীত ॥ মোর বিরহেতে যেই দুঃখ উপজয়। যদ্যপিহ অজ্ঞান সম্ভূত তাহা নয় ॥ তথাপিহ জন সাধারণের মতন। ব্রজ প্রেম জ্ঞান নাহি করে মোর মন ॥ তারা সবে করে মোরে লালন পালন। সেহ মোর প্রেমজাত বাঞ্ছার পূরণ। এ বুদ্ধি ভ্রংশতা সাধারণ প্রীতিতে ॥ অবিদ্যা বলিয়া ভ্রম জন্মিলেও ইথে। তথাপি অবিদ্যাময়ী নহে এ প্রতীতি। চিন্ময়ী লীলার এক সবিশেষ স্থিতি। ব্রজ বাসিগণের তাদৃশ প্রেম ঋণে। বদ্ধ আমি আছি আদি হৈতে অনুক্ষণে ॥ এ প্রেম ঋণের অবকাশ কদাচন। অন্য কোন ভক্তে আমি না কৈনু অর্পণ ॥ অতএব আমি অধমর্ণ এ সবার। ব্রজ জন হয় উত্তমর্ণ এ আমার ॥ মোর প্রতি অর্পিত সর্বার্থ এ সবার। যেইগতি সেইগতি হয়েত আমার। পরম বৈভব মোর বিদিত ভুবন। সেহ এসবার অনুগত চিরন্তন। অতএব এই ব্রজবাসী সবাকার। প্রেমময়ী গতি ভিন্ন গতি নাহি আর। জলপতি বরুণের বৈভব দর্শনে। পিতার যে চমৎকার ভাব হৈল মনে। ইহা দেখি মোর চিত্তে দুঃখ উপজিল। মোর পিতা সেহত বৈভবে মুগ্ধ হৈল। মোর প্রতি এসবার প্রেমাবেশ যাহা। এসবার প্রতি কিন্তু মোর নহে তাহা। অতএব তাহা অনুসন্ধান করিয়া। শুভানুধ্যায়িনী যোগমায়া শক্তি লৈঞা। ব্রজবাসিগণের যে আছয়ে বৈভব। করাইব সম্প্রতি সবারে অনুভব ॥ কৃষ্ণ যদি নিজ মনে হেন চিন্তা কৈল। পরে অন্য দিন এক শুভ যোগ আইল ॥ আদি বরাহ পুরাণ বাচক বিপ্রগণ। সেই দিন নন্দ গৃহে কৈল আগমন ॥ তাসবার সঙ্গে নন্দ আর গোপগণ। স্বীয় পরিষদ সঙ্গে তত্র অগণন ॥ বহিপুরঃ দ্বারে সবে সভার মাঝার। বসিল একত্র হৈঞা সানন্দে অপার ॥ অক্রূরের অভীষ্ট ব্রহ্মকুণ্ড নাম। তাহে স্নান কৈলে পূর্ণ হয়, মনস্কাম ॥ কার্তিকের পূর্ণিমাতে সে তীর্থ বারিতে। স্নান করি পূর্ণ ফল লভিতে ত্বরিতে ॥ এই ধারণাতে তৎ কার্য শ্রেষ্ঠ গণি। সবারে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনি ॥ জ্ঞাতি গোপগণে করিয়া অগ্রসর। প্রাতঃকালে আইল ব্রহ্ম হ্রদের গোচর ॥ সবা সঙ্গে হ্রদনীরে নিমগ্ন হইয়া। স্নান করি

কৃষ্ণতবে সবারে ছাড়িয়া॥ তীরে আগমন করি কৈল অবস্থান। ডুব দিয়া জ্ঞাতি গোপগণ করে স্নান॥ তবে প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত। সচ্চিদানন্দ ঘন ঐশ্বর্য পূর্ণিত॥ পরম স্বরূপ রূপ রস গন্ধ আর। স্পর্শ গন্ধে পরিপূর্ণ সুখের ভাণ্ডার॥ আত্মারাম গণেরও অলভ্যে গগন। আভীর গণের নিত্য নিজ নিকেতন॥ আবরক শক্তি দূর করি সেইক্ষণ। ব্যক্ত কৈল শ্রীগোলোকধাম সনাতন॥ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বাসস্থান। ব্রহ্মলোক নামে হয় যার অভিধান॥ আবরণ পটলোকে করি উন্মোচন। যেমতি বিচিত্র চিত্র করে প্রদর্শন॥ আবরক শক্তি তথা নিরাকৃত করি। সেই ব্রহ্মলোক সবে দেখাইল হরি॥ ডুব দিয়া ধাম হেরে ব্রজবাসিগণ। নিজ কুলতিলক শ্রীনন্দেরনন্দন॥ দেখ সেথা বসিয়াছে পূর্বের আকারে। মূর্তিমান বেদগণ রহি চারিধারে॥ জন্মাদি গোকুললীলা করি স্তবগান। সাক্ষীরূপে কৃষ্ণৈশ্বর্য করিল প্রমাণ॥ ব্রহ্মলোকে লোকমধ্যে কৃষ্ণে নিরখিয়া। ব্রজবাসিগণ সর্বশোক পাসরিয়া॥ বিস্ময় মিশ্রিত মহানন্দ প্রাপ্ত হৈল। প্রতিক্ষণ সুখোৎপত্তি অনুভব কৈল॥ দৈত্যারি সেইত কৃষ্ণ এহেন প্রকারে। দৈত্য পীড়নাদি লীলা পুনঃ করিবারে॥ গোলক হইতে পুনঃ ব্রজবাসিগণে। ব্যবহিত করি লৈঞা আসিল ভবনে॥ তবেত কথক কথা সমাপন তরে। কহিতে লাগিল নন্দ প্রতি প্রেম ভরে॥৫৪-৬২

ইদৃগ্‌ব্রজেশ। পুত্রস্তে জিতলোকেশলোককঃ। যস্ত্বাঞ্চ তব লোকঞ্চ লোকমেলোকয়ৎ॥

ঈদৃশ তনয়, জন্মিল তোমার, হে ব্রজেশ যেইজন। বরুণে জিনিল, তোমা আর সবে, কৈল ধাম প্রদর্শন॥ অধিগোলোকে গোপাঃ, স্বয়মধি গোপেষু গোলোকঃ। ইতি কলয়ন্ বনমালী, যস্তং ব্যানঞ্জ তং নৌমি॥ ৬৩-৬৪

গোলকের মধ্যে, ব্রজবাসি গোপগণ বিদ্যমান আছে। শ্রীগোলকধাম, সেহ বিদ্যমান, আছে গোপগণ মাঝে॥ জানাইয়া এই, তথ্য যেইজন, করিল গোলোক ব্যক্ত। সেই বনমালীর চরণে প্রণাম, করি হৈঞা অনুরক্ত॥ হেনমতে প্রাতঃকথা হৈল সমাপন। রাত্রিকথা অতঃপর হৈল আরম্ভন॥ সভসদগণ সভামাঝারে বসিল। স্নিগ্ধকণ্ঠ মহানন্দে কহিতে লাগিল॥

যদাযাতঃ পিত্রা সহবরুণলোকং হরিরসৌ, তদারাধাদীনাং স্থিতিরিহমৃষা কা প্রথয়িতা। জড়ানাং জাড্যং স্যাদসুখসুখবুদ্ধিস্তসুধিয়াং, ন শূন্যত্বপ্রাপ্তিং ভজতিপরিতঃ কাপিচ দশা॥

হরি যবে পিতা, নন্দের সহিত, বরুণের লোকে গেল। রাধাদির গণ, ব্রজে তথা ছিল, কহিলে এ মিথ্যা হৈল॥ প্রেয়সী গণের, তাৎকালিক দশা, কহিব বা কি প্রকার। সুখদুঃখাতীত, শূন্যাবস্থা তবে, প্রাপ্ত হৈল তাসবার॥ অচেতন জড়, জাড্যে সদাস্থিতি সুখদুঃখবোধ হীন। চেতন ধরয়ে, সুখদুঃখবোধ, প্রত্যাবস্থা সমীচীন॥ চেতন চেতনাতীত শূন্যাবস্থা, কদাপি সর্বতোভাবে, কোন দশ। নাহি, পরিপ্রাপ্ত হয়, স্বরূপতঃ বোধাভাবে॥ যদাসীৎ কৃষ্ণঃ কিল বরুণলোকং পিতৃকৃতে, তদা শ্রীরাধায়াঃ শ্বসিতমুনা-সর্দ্ধমাসৎ। যদাচাসীত্তস্যাদয়মথতদাতত্রসহসা, সমাগাদিত্যেষা পরমিহ কবীনাং সুকবিতা॥

পিতারে আনিতে, শ্রীকৃষ্ণ যখন, বরুণের লোকে গেল। রাধার জীবন, সেহত কৃষ্ণের, সহিত গমন কৈল॥ কৃষ্ণযবে পুনঃ, নেউটি আসিল, রাধার জীবন সেহ। আসিল সহসা, পণ্ডিতগণের, সুকবিতা আছে এহ॥৬৬

আয়াতে তু ব্রজপতি-সুতেঽপাশিলোকোত্তদা কাপ্যেকা রাধামনুতমহচ স্নিগ্ধভাবা বিদগ্ধা। ঔৎসুক্যং তদ্বয়মহনিশ শ্রাবয়ন্তী স্বনিষ্ঠং চেতোবৃত্তেমুখমিব তয়ো রঞ্জনা জায়তে স্ম॥

বরুণের লোক-হৈতে নন্দ সুত, ব্রজে সমাগত হৈল। স্নিগ্ধ ভাব কোন, বিদগ্ধা রমণী, রাধা কৃষ্ণে লক্ষ্য কৈল॥ রাত্রিকালে দুই, জনার নিকটে, উৎসুক্য উভয় নিষ্ঠ। করাইয়া তবে, দোহারে শবন, সাধিল আপন ইষ্ট॥ একের বাসনা, অন্যের নিকটে, আসি সেহ জানাইল। শ্রীরাধাকৃষ্ণের হৃদয় বৃত্তির, সুখ সম সে হইল॥ রাধানিষ্ঠ ঔৎসুক্যতার মধ্যে যথা। বর্ণিত হইবে অত্র সেই কথা॥৬৭

যদি মাং নয়সি বিধাতলোকান্তরমন্তরা হরেঃ সেবাম্।
নয় মাং তন্মুখ-সুষমা-সমুখাং বিরহাগ্ন দুঃখিতাং তস্য॥৬৮

হে বিধাতা তুমি, হরিসেবা বিনা, এই মোরে লোকান্তরে। লইয়া যাইতে, বাঞ্ছা কর যদি, লেহ তবে সকাতরে। তন্মুখ সুষমা দর্শনের সুখ, যেন ঘটে এ আমার। না করিহ তুমি, বিষাদে জর্জর, এ মোর বিরহে তার॥ কৃষ্ণ নিষ্ঠ উৎসুক্য হয়েত যেমন। সেই কথা অতঃপর করিয়ে বর্ণন॥ আনীতাঃ পিতৃচরণা, বারুণলোকাৎ প্রনন্দিতা লোকাঃ। হা! রাধা মম শোকাদ্বাধাগীর্ণা ন জীর্ণাস্তি॥৬৯

বরুণের লোক, হৈতে পিতৃদেবে, কৈনু আমি আনয়ন। ইথে আনন্দিত হইল ব্রজলোকে, মোর নিজ লোকগণ। হায় প্রাণ প্রিয়তমা রাধা মোর, শোকে ব্যথা পাঞা। জীর্ণ কিবা নাহি, হৈল এই মোরে, ব্রজ মাঝে না দেখিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণের কাকু বাক্যে প্রমাণিত হয়। জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হৈল রাধা সুনিশ্চয়॥ পূর্বোক্ত রমণী রূপা দেবী পৌর্ণমাসী। কহিল কৃষ্ণের কথা রাধা ধাত্রি আসি॥ রাধার কাহিনী কৃষ্ণে কহিয়া গোপনে। ভর্ৎসনা করিল দেবী কৃষ্ণে সেই ক্ষণে॥ রাগং বিনাস্তি হৃদয়ং. মাধব তব রোচতে চ তত্ত্বভ্যম্। ইতি নিয়তং কনকাঙ্গী পাণ্ডু ভবতি স্ফুটং রাধা॥৭০-৭১

শুনহে মাধব, অনুরাগ শূন্য, তোমার হৃদয় হয়। তেই অনুরাগ-শূন্য চিত্তে তব, রুচি জন্মে সাতিশয়॥ এতেক নিয়ত, চিন্তাতে নিমগ্ন, কণকাঙ্গী রাধারাণী। সুস্পষ্ট পাণ্ডুর, বরণ ধরিল, ম্লান হৈল দেহ খানি॥ অতঃপর পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের দেহ। স্নেহভরে দ্রবীভূত হৈল দেখি সেহ॥ আপন হৃদয় কিছু কোমল হইল। হাস্য সহকারে পুনঃ কহিতে লাগিল॥ ভবান্ গুণী মাধব রাধিকাপি সা, যেনাতিদূরাদপি সুষ্ঠু কৃষ্যতে॥ রাধাপি বাঢ়ং সরসা নিজালয়া-দপ্যেবমাদ্রী ক্রিয়তে যয়া ভবান্॥

হে মাধব তুমি, হও গুণধর, যেহেতু সুদূর হৈতে। পারহ টানিয়া, আনিতে রাধারে, বন মাঝে রজনীতে॥ সহসা রাধাও, বেণী গুণবতী যেহেতু আপন ঘরে। রহিয়াও হরি, যথেষ্ট তোমারে, ভাবে দ্রবীভূত করে॥ মধুকণ্ঠ এত শুনি স্নিগ্ধকণ্ঠে কয়। বোলহ এক্ষণে এই বৃন্দা কেবা হয়॥ অন্যের প্রবেশ নহে সম্ভব যেথায়। এই বৃন্দা অনায়াসে সেই স্থানে যায়॥ স্নিগ্ধ কণ্ঠ হাস্যভরে কহে পৌর্ণমাসী। নানাস্থানে

নানাবেশে দেখা দেয় আসি ॥ পৌর্ণমাসী সঙ্গে করি কথোপকথন। সেই দিন হৈতে তবে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ নিশীথং নিশীথং তদাসৌ প্রকর্ষাদগাসীন্মুরল্যেতি তথ্যং মৃষা ন। অমুস্ত প্রতীয়ুঃ স্ফুটং মর্মভেদী, স বা কঃ শরৈর্যশ্ছিনত্ত্যাশু সর্বম্ ॥

সেই হৈতে প্রতি-নিশি অর্দ্ধ রাত্রে, মুরলী বাজায় হরি। একথাতো মিথ্যা, নহে কদাচন অতি সত্য মনে করি ॥ শরাঘাতে সর্ব, ছিন্ন ভিন্ন করে, মর্মভেদী এইজন। কেবা হয় ভাল, ভাবেতে বুঝিল, শীঘ্র সেই প্রিয়াগণ ॥১২-১৫

নিবেশে সদেশেমথিপথি জনেপাথসি বনে হরির্যদ্যপ্যুদ্যন্ প্রাতহরিতমেব স্ফুরিতবান্। স্ফুটং দ্রষ্টুং প্রষ্টুং তদপি তদলব্ধে বিধুরজাদ্দধে রাধা বাধাতদনধি গমাদপ্যধিকতাম্ ॥

যদ্যপিহ হরি, অন্যত্র গমনে, তথা ভবনাগমনে। দধি বিলোড়ন স্থানে জনমধ্যে, সলিল মাঝারে বনে ॥ উদিত হইয়া, প্রত্যেক দিকেই, সদা স্ফুর্তি প্রাপ্ত হয়। তথাপিহ তারে দেখিতে স্পর্শিতে, সুষ্ঠু ভাবে সে সময় ॥ না পাইয়া রাধা, বিরহ পীড়াতে, হয় অতি ব্যাকুলিত। মিলনেও সদা, প্রতি পদক্ষেপে, বাধা আছে অগণিত ॥ এ কারণ দ্বয়ে, প্রাণ প্রিয়তমে, দর্শন স্পর্শন তরে। সাতিশয়োৎ কণ্ঠা, ধারণ করিল, রাধারাণী নিজান্তরে ॥ এত কহি সভামধ্যে কথক তখন। কথা সমাপিতে শ্লোক কৈল উচ্চারণ ॥

ঈদৃশস্তে পতিঃ শ্যামে যৎ কান্তেস্বং পরা গতিঃ।
অত্রাভিলাষঃ শোভা বা কান্তিরিত্যভিগম্যতাম্ ॥১৬-১৮

হে শ্যাম সুন্দরী, হে নিত্য নবীন-যৌবনবতী শ্রীরাধে। যাহার কান্তিতে, বিশ্বে পরা গতি, হৈলা তুমি নির্বিবাদে ॥ সেইত শ্রীশ্যাম সুন্দর হইল, সুন্দরি তোমার পতি। অভিলাষ শোভা, কান্তি দামে তার তুমি ধনি দীপ্তিমতী ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু বরুণলোকালোক চমৎকারতিরস্কারক গোলোকাবলোকনং নাম বিংশং পূরণম্ ॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপাল চম্পু, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা গর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ শ্রীগোপাল চম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥

একবিংশ পূরণম্ ॥ বস্ত্রহরণ কথা

পরদিন শ্রীনন্দের প্রভাত সভায়। দাণ্ডাইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠ কহে পুনরায় ॥ যদুকুল পুরোহিত হয় গর্গাচার্য। ব্রজে আইল নন্দ গৃহে করিবারে কার্য ॥ কৃষ্ণ বলরামের নামকরণ সময়। বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের কার্য কৈল মহাশয় ॥ ব্রজে গোপগণ হয় অনেক প্রকার। বৈশ্য ভেদে আভীর গুর্জরাত্মক আর ॥ পশুপাল আভীর বহিষ্ঠ বিপ্রতথা। নানা বৈশ্য বাস করে ব্রজধামে সেথা ॥ শ্রীগর্গাচার্য কৃত সংস্কার সমুদয়। তাহে ব্রজবর্গ ভেদ পরিস্ফুট হয় ॥ এই সংস্কারের পরে ব্রজে সমুদ্ভূত ॥ নানাকুলে জাত আর সংখ্যাতে প্রভূত ॥ ধন্যা ব্রজকন্যা স্বভাবতঃ কৃষ্ণ প্রতি। জন্মাবধি হৈল অতি অনুরাগবতী ॥ কৌমারে সেইত ব্রজকুমারী সবার। যে বাসন হৈল বর্ণনীয় এইবার ॥

কুমারীণাং তাসামথজিতি পতিঃ স্যাদিতি রুচি
র্যদা জাতা তর্হি প্রতিপদমুপায়াকৃতধিয়াম্।

বিধশ্রীণাং শশ্বত্ত বহুল পক্ষস্থিতি জুষাং তমস্কদ্বিধিশ্চিন্নহহ ! কৃশতা নিত্যমজনি ॥৩

ব্রজে জাত সেই, কুমারীগণের, কৃষ্ণরূপ দরশনে। কৃষ্ণ মোর পতি, হউক এরুচি, যবে উপজিল মনে ॥ তবেত সেকার্য, সাধন বিষয়ে, অনভিজ্ঞ বালাগণ। একান্তে বসিয়া, আপনার মনে, চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥ কৃষ্ণ পক্ষে স্থিত, চন্দ্রকলা যথা, নিরন্তর হয় ক্ষীণ। তেমতি কৃশতা, লভিল ব্রজের, বালাগণ দিন দিন ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি তরে সেই ব্রজ বালাগণ। নির্জনে করিতে কত দেবের প্রার্থন ॥ ইতস্ততঃ উদাস নয়ন অনুক্ষণ। বিনা কার্যে নিরন্তর করিত ভ্রমণ ॥ প্রার্থনা করিত মনে মনে নিরন্তর। এই কর তুমি ওহে বিশ্বের ঈশ্বর ॥৪

ব্রজেশিত্রোঃ সদ্মবাসঃ পরং শ্বশুরতানয়োঃ। কৃষ্ণ এব পতির্ভূয়ান্মম জন্মনি জন্মনি ॥৫

ব্রজরাজ আর, ব্রজেশ্বর ঘরে, মোর যেন বাস হয়। শ্বশুর শাশুড়ী, হয় যেন মোর, ব্রজপুরে সে উভয় ॥ জন্মে জন্মে যেন, কৃষ্ণই কেবল, হয় এই মোর পতি। এইত প্রার্থনা, নিরন্তর মোর, অগতির গতি প্রতি ॥ পরস্পর মেলি তবে ব্রজ বালাগণ। কদাচিৎ কালিন্দী তটে করিল গমন ॥ সবাই ধরিয়া এক বাসনা অন্তরে। সমুচিত কার্য কৈল মেলি পরস্পরে ॥ একং পদমুদ্দেশ্যং, ভবতি সমস্তাব্বহূনাং চেৎ। বিবিধভুবামপি তেষাং, মিলনং ঘটতে যথা সতীর্থানাম্ ॥ ৬-৭

একই উদ্দেশ্যে একবিদ্যালয়ে, মিলে যথা ছাত্রগণ। এক স্থান তথা, মিলে বহু স্থানে, লব্ধ জন্মা বহু জন ॥ কালিন্দীর তটে তবে মিলিত সবার। পরস্পর স্নেহ ভাব জন্মিল অপার ॥ দিশি দিশি জাতাঃ স্নিগ্ধা, ব্যতিমিলিতাঃ সুষ্ঠু বিভ্রতি স্নেহম্ ॥ মেদুরমুদিরসমূহে, মুহুরপি যস্মাত্তথা দৃষ্টম্ ॥৯

দিকে দিকে নানা-স্থানে জন্মিলেও, সম্মিলিত পরস্পরে। স্নেহবতী সেই, কুমারীর গণ, কৃষ্ণে অনুরাগ ধরে ॥ এইত কারণে, পরস্পর প্রতি, সুষ্ঠু স্নেহা হৈল তথা। বর্ষণের তরে, স্নিগ্ধ মেঘ মালা, দৃষ্ট হয় মিলে যথা ॥ ঘটিলেও অসৌহার্দও কভু কোন জনে। সৌহার্দও প্রকট হইত পরক্ষণে ॥১০

হৃত্তমপ্যেকাশ্রয়িণাং, হৃদয়ং ব্যক্তিং মিথো যাতি।
তত্তু ব্যতিমিলিতং চেদ্বদ তর্হি স্যাং পিধানং কিম্ ॥১১

একজনাশ্রিত লোকসমূহের, সংগুপ্ত চিত্তও ক্রমে। ব্যক্ত হয় পরস্পর ব্যবহারে, কথোপকথনে ভ্রমে ॥ সেই সর্ব জন, যদ্যপি আসিয়া, স্বেচ্ছায় মিলিত হয়। তবে কি চিত্তেয়, গুপ্ত ভাব আর, সংগুপ্ত হইয়া রয় ॥ তবে সেই সম্মিলিত কুমারীর গণ ॥ হৃদয়ের বাষ্প করি মুখে উদগীরণ ॥ নেত্র বাষ্প সেহ করি প্রকট নয়নে। অবশান্তে অন্তর্দশা লভিল সেক্ষণে ॥ তবেত একদা বৃন্দা চিত্তে আপনার। হেনভাব সম্ভাবনা করিয়া সবার ॥ তাসবার সুখ কিসে সুনিশ্পন্ন হয়। এতেক চিন্তনে হৈঞা করুণ হৃদয় ॥ বিশেষ তাপস বেশ করিয়া ধারণ ॥ কুমারীগণের ঠাঞি করিল গমন ॥ ইতিপূর্বে বৃন্দা দেবী ভাবিয়া দেখিল। সেই ব্রজনাগরের সমাগম হৈল ॥ তারে হেরি সুনিশ্চয় কুমারীর গণে। অগোচর শব্দে রাগ উপজিল মনে ॥ কুমারী বলিয়া মুখে কহিতে না

পারে। কৃষ্ণ অনুরাগ রহে সংগুপ্ত অন্তরে॥ লোক রীতিময় ভাব ভালবাসা হৈতে। রাগ উপজিল এই কন্যাগণ চিত্তে॥ ব্যক্তরূপ ধরি তাহা গুরুতর হৈল। দেবতারাধন বিনা পন্থা না রহিল॥ কৃষ্ণ আরাধনে অত্র কার্যসিদ্ধি নয়। অন্যদের আরাধন সমীচীন হয়॥ এক চিন্তি বৃন্দা তত্র করি আগমন। কুমারীগণের কৈল প্রণাম গ্রহণ॥ আশীর্বাদ করি শিষ্টাচার সমাপিল। হাস্যমুখে তবে সবে কহিতে লাগিল॥ হে কুমারীগণ সবে করহ শ্রবণ। এই বনে আমি বাস করি অনুক্ষণ॥ কৃষ্ণরাগিণী হেরি তোমা সবাকারে। উদয় হইল দয়া এ মোর অন্তরে॥ সেইত দয়াতে হৈঞা বিদীর্ণ হৃদয়। আসিনু এথায় আমি এইত সময়॥ মোর এক সিদ্ধ বিদ্যা আছয়ে অন্তরে। সেই কথা সবে কহি শুন শ্রদ্ধাভরে॥ ইথে নাহি অধিক প্রয়াস প্রয়োজন। অসুবিধা কোনও না করি দরশন॥ একমাস মাত্র আছে স্বল্প শ্রমাভাস। ইহাতেই পুরিবে সবার অভিলাষ॥ যাহার প্রসাদে মনস্কাম সিদ্ধ হয়। সেই সিদ্ধবিদ্যা আর অন্য কিছু নয়॥ মন্ত্রময়ী দয়াবতী শ্রীযোগমায়ারে। সাধন করিনু আমি সেই বিদ্যাদ্বারে॥ তবে বৃন্দা গুপ্তনিধি স্থাপন সমান। তাসবার কর্ণে কৈল মন্ত্র বর্ণদান॥ সাধনের বিধি সব বর্ণন করিল। ইষ্ট নিষ্ঠা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত কৈল॥ কন্যাগণে উপদেশ করিয়া প্রদান। বৃন্দা দেবী মহাসুখে করিল প্রস্থান॥ পাইয়া বৃন্দার উপদেশ কন্যাগণ। মহানন্দ সুখে সবে হইল মগন॥ নিত্যং তাবদন রাগমহিমা সর্বংসহায়ীয়তি, প্রাপ্নোত্যেষ তু যোগ্যকল্প মথচেন্মন্তে সমুল্লাসিতাম্। তস্মিংস্তাদৃগসৌ গুরুঃ স্বয়মভূদ্বিষ্ণোঃ পরাভক্তিভাক্, শক্তির্মন্ত্রবরশ্চ বাঞ্ছিতধরস্তাসামিতঃ কিং সুখম্ ॥১২-১৯

কুমারীগণের, কৃষ্ণে সুপ্রচুর, অনুরাগ উপজিল। তার মহিমাতে, নিত্য সর্বরূপ, সহায়তা প্রাপ্ত হৈল॥ যোগ্য বিধি যদি, প্রাপ্ত হৈল তবে, বাড়িল পরমোল্লাস। বৈষ্ণবীয় পরাশক্তি বৃন্দা হৈল, নিজে গুরু সুপ্রকাশ॥ পূজ্যপাদ গুরুদত্ত মন্ত্ররাজ, হইল বাঞ্ছিতপ্রদ। ইহার অধিক, হইবারে পারে, কিবা আর সুখাস্পদ॥ কুমারীগণের বিশ্বস্ত হৃদয়ে। মার্গশীর্ষে শুভ তিথি প্রতিপদোদয়ে॥ চিত্তে করি পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণে বরণ। সঙ্কল্পপূর্বক ব্রত কৈল আরম্ভন॥ সূর্যোদয় পূর্বে চারি দণ্ডের ভিতর। অরুণোদয়ের কালে সবে পরস্পর॥ গৃহকার্য সমাপনে অবসর লৈঞা। সবাই বয়স্যাগণে আহ্বান করিয়া॥ হাতে হাত ধরি গান করিতে করিতে। চলিল যমুনা ঘাটে স্নানাদি করিতে॥ সেথা পরস্পরে তবে করি পরিহাস। ব্যক্ত কৈল প্রায় নিজ নিজ অভিলাষ॥

যামুপযন্তা সখি! বনমালী। সকলশুভকরবরগুণশালী।
যত্র ব্রজপতি রিতরুচিরুচিতাম্। বার্ত্তাং চালয়িতা সুখসচিতাম্॥
শ্রুত্বা তত্তব মাতরপিতরৌ। সুখমিষতারৌ কৃতধন বিতরৌ॥
হরিরপি মুদমিহ হৃদি গোপয়িতা। সখিভির্নর্মণি যঃ কোপয়িতা॥
গণকনির্দিষ্টতরে সুদিনাহে। বেশং ধাস্যতি স নিজ বিবাহে॥
নীল রুচা চিত গৌরদুকূলম্। ঘন চপলাভিরুচামিব মূলম্॥
অন্তরবসনগকঞ্চুক পীতম্। চিত্র প্রচ্ছদ রুচি পরিবীতম্॥

মুকুটকিরীটতিরীট বিরাজম্। অলকাবলি মণিচিত্রকভাজম্॥
কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডবিভাগম্। তাম্বূলচ্ছবি জিদধরসুরাগম্॥
অধরাবৃতয়ে করধৃত চেলম্। গ্রৈবেয়কম্বুবৃত্তমণি মেলম্॥
সাঙ্গদ কঙ্কণ মুদ্রিক হস্তম্। আবাপক ধৃতি বলয়িত শস্তম্॥
হার বলিত হৃদি ধৃতি মণি রাজম্। বনমালাদিকমাল্য সমাজম্॥
মণিময় শৃঙ্খললসদবলগ্নম্। চরণ বিভূষণগণরুচি মগ্নম্॥
বেষে চাস্মিন্নেতদ পূর্বম্। যত্নু ন দৃষ্টং কচন চ পূর্বম্॥
অঙ্গং ভূষণমপি কিল সর্বম্। সর্বাভরণং স্বয়মিতি গর্বম্॥
অথ মণিশকটাধিষ্ঠিত মেতম্। কলয়িষ্যন্তি সুহৃদ্ভিরুপেতম্॥
তং জন্যানাং শকট পরীতম্। কুসুমৈর্বর্ষিষ্যন্তি সগীতম্॥
শকট ধ্বনিযুত বাদ্যশতেন। মুদমাপ্স্যতি স স্বয়মপি তেন॥
তদ্ধনি কলনাত্তব সখি চিত্তম্। ধৃতমপি যত্নাত্তবিতা ভিত্তম্॥
স যদা গন্তা দ্বার সদেশম্। সখি বিসৃজেঃ সুখমূর্ছা বেশম্॥
তমুপব্রজিতা সা তব গোষ্ঠী। স্ত্রীততিরপি গাস্যতি বিষোষ্ঠী॥
উপযানং তদ্বাদ্য বিতানম্। গালিপ্রায়ং তদপি চ গানম্॥
সারাত্রিকনির্মঞ্ছন দৃষ্টিম্। কর্তারস্তে সকুসুমবৃষ্টিম্॥
মণ্ডপ বরমুপনীতে শ্যামে। সুখ সম্মর্দো ভবিতা রামে॥
গোপেন্দ্রাদিকগণ পূজামনু। নর্মকুতূহলমুদয়েশ্বরতনু॥
পূর্বং বিধিমপি কৃত্বা সন্বিধি। আনেষ্যন্তি ত্বামিহ সহনিধি॥
বর পুরতস্ত্বাং শিথিলিত গাত্রীম্। স্থাপয়িতারঃ প্রিয়রতি পাত্রীম্॥
তাতস্তব করমথ দধদবলম্। গ্রাহয়িতা বরকরমনু সজলম্॥
তত্র চ ভবতী সুমুখি সুখেন। কিন্তুবিতেতি জ্ঞাতা কেন॥
কিং বহুনা তব কর সংযমনং। কৃতমিব পশ্যাম্যমুনা কমনম্॥

নিখিল শুভের, আকর স্বরূপ, সর্বোৎকৃষ্ট গুণ শালী। হে সখি তোমারে, বিবাহ করিবে সেইত শ্রীবনমালী॥ সে বিবাহ তরে, ব্রজের ভূপতি, নন্দ প্রাপ্ত রুচি হৈঞা। সুখোচিত বার্ত্তা, করিবে প্রেরণ, নিজ লোক পাঠাইয়া॥ পিতা মাতা তব, সে বার্তা শুনিয়া, পরম আনন্দ মনে। ধন বিতরণ, করিবে ব্রজের, দীন দুঃখী আর্তজনে॥ হরিও সে বার্ত্তা, শুনিয়া আনন্দ গুপ্ত করি নিজান্তরে। সখাগণ হাস পরিহাসে কোপ, প্রকাশিবে ছল ভরে॥ গণক আসিয়া, নির্দিষ্ট করিবে, বিবাহের শুভদিন। হরিও ধরিবে, নিজ বিবাহের, বেশ তবে সমীচীন॥ নীলকান্তি দেহ ধারণ করিবে হরিদ্রা রঞ্জিত চীর। নিবিড় জলদে, বিদ্যুৎ সুষমা মূল রহে যথা স্থির॥ অন্তর্বাস পীত, কঞ্চুকে হইবে, পীত বর্ণ বক্ষঃস্থল। বিচিত্রোত্তরীয়, বেষ্টিত বিগ্রহ, করিবেক ঝলমল॥ মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি চারু, রতন মুকুট আর, অলকার জালে, তিলক শোভিবে, ললাটফলকে তার॥ মকর কুণ্ডলে মণ্ডিত হইবে, নিটোল কপোলদ্বয়। অধর লালিমা,

তাম্বুলের রাগে, অবাধে করিবে জয়॥ সেইত অধর, আবৃত করিতে, ধরিবে বসন করে। মণি মাণিক্যাদি শোভিত হইবে, কণ্ঠস্থ ভুষণোপরে॥ অঙ্গদ সহিত, কঙ্কণে শোভিত, হইবে দীঘল হস্ত। হস্তিদ্রা রঞ্জিত, সূত্র মণি বন্ধে, বিধৃত হইবে শস্ত॥ হীরকের হার, শোভিত হরির, বিশাল বিশাল বক্ষের মাগণ। বন মালাদির, সহিত দুলিবে, কৌস্তভ মাণিক্য রাজ॥ মণিময় কান্তিদামে সুশোভিত, হইবেক মধ্যদেশ। চরণ ভুষণ গণের শোভাতে নিমগ্ন হইবে বেশ॥ যেইত সুন্দর, বেশ ইতি পূর্বে, কভু না দেখিল কেহ। এহেন অপূর্ব, বেশে বিমণ্ডিত, হইবে হরির দেহ॥ সর্ব ভুষণের, ভূষণ স্বরূপ, হরির প্রত্যেক অঙ্গ। অঙ্গের গৌরব, অযৌক্তিক নহে, এহেন অঙ্গের রঙ্গ॥ তবে মণিময় শকটে বসিয়া, বন্ধুবর্গ সঙ্গে হরি। আসিবে যবেত, কতলোক তারে, হেরিবে নয়ন ভরি॥ আত্মীয় গণের, শকটে বেষ্টিত, হইয়া আসিবে যবে। সঙ্গীতের সহ, কুসুম বর্ষণ করিবে জনতা তবে॥ শকটের শব্দ শতেক বাদ্যের, সহিত শ্রবণ করি। পরম প্রমোদ, লভিবে আপনি, বর বেশ ধরি হরি॥ বিবাহের সেই, কল কোলাহল, কর্ণপুটে প্রবেশিয়া। প্রযত্ন সত্ত্বেও, চালিত করিবে সখিরে তোমার হিয়া॥ আসিবে যবেত, হরি তব পিতৃ-ভবনের দ্বার দেশে। সখি তুমি মূর্ছা বিস্তার করিহ, সকাপট্যে সুখাবেশে॥ বরের নিকটে, ধাইবে তোমার নিজাত্মীয় যত জন। উলুধ্বনি সহ, সঙ্গীত করিবে, বিম্বোষ্ঠি ললনাগণ॥ ললনার গণ, যে গান গাহিবে, তাহা গালাগালি প্রায়। বাদ্য বাজাইয়া, বাদ্যকারগণ; যোগ দিবে আসি তায়॥ বরের সমীপে, আরত্রিক সহ, বরণ করতঃ দৃষ্টি। নিক্ষেপিয়া তবে, সেই বধূগণ, করিবে কুসুম বৃষ্টি॥ উপনীত হৈলে, বরবেশে শ্যামসুন্দর মণ্ডপ বরে। সুখের প্রবাহ, উথলি উঠিবে, হে সুন্দরি তবান্তরে॥ পূজ্যগণ সহ গোপেশ নন্দের পূজা সমাপ্তির পরে। নর্ম কুতুহল, উদিত হইবে, হে সুতনু সে বাসরে॥ পূর্বকৃত্য সব, সমাপ্ত হইলে, বেদ বিধি অনুসারে। আনিবে তোমারে, বিবাহ মণ্ডপে, ধনরত্ন সহকারে॥ প্রিয়রতি পাত্রী, শিথিল বিগ্রহ, তোমারে লইয়া তবে। স্থাপন করিবে, বরের সম্মুখে, পুরনারী গণ সবে॥ পিতা তব তবে, নিজ হস্তে ধরি, তোমার অবশ কর। মন্ত্র পূত বারি, সহ সংস্থাপিবে, বরের শ্রীহস্তোপর॥ তৎকালে সুন্দরি, পুলকে ভরিবে, তোমার নিখিল দেহ। সুখে যে তোমার, কি দশা হইবে, বুঝিতে নারিবে কেহ॥ কি আর কহিব, সজনি তোমার, কমনীয় পানি হরি। গ্রহণ করিল, এবে যেন আমি, এদৃশ্য নয়নে হেরি॥ এই মত গান করি কুমারীর গণ। যমুনাতে যাঞা কৈল স্নান সমাপণ॥ বাল্য চাপল্য হেতু নির্জন নিথর। প্রত্যুষে বসন রাখি নদী তটোপর॥ পরস্পর মিলিত হইয়া সেই ক্ষণ। জলমধ্যে নিমগ্ন হইল সর্বজন॥ প্রক্ষালন ব্যতিরেকে পট্টের বসন। পরিত্যাগ না করিবে আছেন এ বচন॥ এই হেতু স্নানান্তে সে ত্যক্ত বস্ত্র লৈঞা। পরিধান কৈল সবে গাত্র সম্মার্জিয়া॥ শ্রীকাত্যায়নীর অর্চা বিগ্রহ সুন্দর। বালুকাতে গঠিত করিয়া অতঃপর॥ যথাবিধি মন্ত্রসহ করিয়া পূজন। গৃহে আগমন কৈল কুমারীর গণ॥ হেন মতে কুমারীরগণ একমাস। ব্রত আচরিল পুরাইতে

অভিলাষ॥ মাস পূর্ণ হইবার শেষ দিন তবে। ব্রত পূর্ণ হৈল মনে করি বালা সবে॥ পরম আনন্দে যমুনার ঘাটে যাঞা। সলিল প্রবাহ অতিরম্য নিরখিয়া॥ ঘাট হৈতে বহু দূরে নির্জনতা হেরি। জল ক্রীড়া আরম্ভিল লজ্জা পরিহরি॥ ব্রজ যুবরাজ পূর্ব হৈতে তাসবার। ভাব জানি তুষ্ট চিত্ত হইল অপার॥ প্রিয়নর্ম সখা চতুষ্টয় সঙ্গে লৈঞা। উপনীত হৈল যমুনার ঘাটে যাঞা॥ তাসবার প্রতিকার চিত্ত সমর্পণ। দেখিতে লাগিল রতি অতীব গোপন॥ বুধগণ কহে দাম সুদাম বসুদাম। কিঙ্কিনী এ চারি সখা সুবিশ্রুত নাম॥ প্রজ্ঞা অহঙ্কার চিত্ত মন এই চারি। শ্রীকৃষ্ণের বহিঃ প্রকাশিত দেহধারী॥ চারি পাঁচ বৎসরের বয়স্ক কুমার। পরস্পর প্রতি ধরে সৌহার্দ অপার॥ কৃষ্ণ সঙ্গে বিহার করিয়া প্রতিদিন। প্রেমামৃতে অভিষিক্ত হয় সমীচীন॥ গমনারম্ভের পূর্বে ঔৎসুক্য জন্মিল। কোথায় যাইব মোরা কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিল॥ এই মত পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া। তার সঙ্গে নদী ঘাটে আইল চলিয়া॥২০-২৬

সঙ্গে বিধায় চতুরশ্চতুরঃ কুমারানাগম্য তত্র করবারিততৎপ্রহাসঃ।
নম্রীভবন্নলমলক্ষিততাং প্রপদ্য, সন্তস্তদং শুকচয়ং স হরির্জহার॥২৭

নিজ সঙ্গে লৈঞা, সে চারি কুমারে, তত্র আগমন করি। করের ইঙ্গিতে, হাস্য রোধ কৈল চতুর রসিক হরি॥ নত হৈঞা তবে, অলক্ষিত ভাবে, তাসবার বস্ত্র রাশি। হরণ করিল, রসিক নাগর, ঈষত মধুর হাসি॥

হৃত্বা সসত্বং কদম্ব নগাধিরোহ পূর্বং সডিম্বনিকরঃ স্ফুটমুজ্জহাস।
শ্রুত্বা প্রহাসমথ গোপকুমারিকাণাং, বর্গঃ সমং সভয় মুদ্রিত দৃষ্টিরাসীৎ॥

বস্ত্র চুরি করি, রসিক নাগর উঠিল কদম্বডালে। কুমারীর গণ, জল কেলি করে, নির্ভয়ে সেইত কালে॥ সুন্দরী গণের, কেলি রঙ্গ, হেরি শিশুগণ সঙ্গে তবে। হাসিয়া উঠিল, রসিক নাগর, হো হো শব্দে উচ্চরবে॥ সেই হাস্য ধ্বনি, শুনিয়া সভয়ে, আভীর কুমারীগণ॥ ঊর্দ্ধমুখ হৈঞা, এক সঙ্গে কৈল, ভীত দৃষ্টি সঞ্চালন॥ ২৮

গম্ভীরস্বরসঙ্গতং তদিতরানুভাব্য ভব্যশ্রিয়ং, হাসং তং পরিচিত্য বাল্যবলিতাস্তাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোহস্ততঃ। বস্ত্রাণ্যপ্যনভিক্ষ্য তত্র বিধৃতান্যাশ্চ তু বক্ষঃস্থলং, কৃত্বা নীচমুদক্ত বক্তমুদকে ন্যক্ চক্রিরে পদ্মিনীঃ॥২৯

বাল্য ভাবে মত্ত, কুমারীর গণ, গম্ভীর স্বরের সঙ্গে। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য জন কণ্ঠস্বর, বিমিশ্রিত রঙ্গ ভঙ্গে॥ অনুভব যোগ্য, প্রশস্ত সুষমা যুক্ত অতি পরিচিত। কৃষ্ণের হাসিত, অনুভব করি, হৈল অতি সচকিত॥ তটোপরি পরিত্যক্ত বস্ত্র রাশি, না হেরিয়া লজ্জা ভয়ে। পীন পয়োধর, জলে নিমজ্জিত, কৈল আচ্ছাদিয়া করে॥ বারি সিক্ত মুখ, আনত করিয়া, জলোপরি সংস্থাপিল। বদন শোভাতে, অম্বুজ সমূহে, যেন তিরস্কৃত কৈল॥ অতলিননলিনবনানাং ভ্রমমিহ চক্রুর্মুখানি তাসাং ন। হেমন্তে তদযোগাৎ কিন্তু তুষারমেবাত্র॥৩০

কুমারী গণের, বদন সমূহ, সুষমা বিস্তার করি। প্রফুল্লিত পদ্ম বন ভ্রম নাহি,

জন্মাইল জলোপরি ॥ শরতে পদ্মের যোগ নাহি হয়, তেই পদ্মবন প্রতি। ধিক্কার প্রদান, কৈল ব্রজবালাগণের বদন ততি ॥৩১

ক্ষণমধিজলমধ্যং তম্বুরানম্র নেত্রাঃ পুনরুদয়তি শীতে হ্রদ্রাক্ষুরেতাঃ কদম্বম্।

অপি হরিরধিশাখং গুপ্তমূর্ত্তিঃ পুরাসীৎ, পুনরবৃতিমথাসীচ্চাত্মলক্ষায় তাভিঃ ॥

আনত নয়না, কুমারীর গণ, সলিল মাঝারে মাত্র। ক্ষণেক রহিয়া, শীতের উদয়ে, উপরে তুলিল গাত্র ॥ হরিণীর মত চকিত লোচনে, এদিকে ওদিকে চায়। কদম্বের বৃক্ষ, ঘাট হৈতে কিছু দূরে দেখিবারে পায় ॥ কদম্বের জলে, বসিয়া আছিল, পূর্বে দেহ গুপ্ত ক.র। দেখাইতে এবে তনু তাসবারে, অনাবৃত হৈল হরি ॥৩২

তাসাং জলস্থবপুষাং বদনেষু কৃষ্ণস্যারূঢ় নীপকতরোঃ সহসা দৃগন্তঃ।

পদ্মেষু পদ্মপ কলামদধাদমুষ্মিন্ যাসাং চ নীরভৃতি চাতক-রীতিমাপ ॥

বারি মধ্যস্থিত, সুন্দরী গণের, বদন কমল প্রতি। নীপারূঢ় কৃষ্ণ কটাক্ষ সহসা, ধরিল ভ্রমর রীতি ॥ সুন্দরী গণের কটাক্ষে সেহত, জলদে চাতক যথা। ব্যবহার করে, তেমতি স্বভাব, লভিল ঝটিতি তথা ॥৩৩

উচ্চৈর্জহসুর্বালাশ্চ ক্রুক্রুশুস্তত্র বালিকাঃ। উচুশ্চেদং তুবঃ কৃত্যং ব্রজাদৃত্যং ভবিষ্যতি ॥

উচ্চৈস্বরে তবে হাসিতে লাগিল, বৃক্ষস্থ বালকগণ। বালিকার গণ, কোপ প্রকাশিতে লাগিল সেইত ক্ষণ ॥ এত হেরি কহে, বালকের গণ, এই তোমা সবাকার। বস্ত্র চৌর্যলীলা হইবে আদৃত, ব্রজধামে অনিবার ॥ বারংবার কৃষ্ণ যা সবারে শিক্ষা দিল। সেই বালকের গণ কহিতে লাগিল ॥ কৃত্যং বা কিমকৃত্যং বা ন বিদ্মো বয়মপ্যপি। শিক্ষার্থং কিন্তু বঃ প্রাপ্তা বীক্ষ্যাজ্ঞাসিষ্ম তৎপুনঃ ॥৩৪

কিবা কার্য্য হয়, অনুষ্ঠান যোগ্য, কিবা অনুষ্ঠেয় নয়। সামান্যও মোরা, অবগত নহি, এই কৃত্যাকৃত্য দ্বয় ॥ তোমা সবাকার, ঠাঞি আইনুতেই, শিক্ষালাভ করিবারে। শিক্ষা লাভ হৈল, উত্তম প্রকারে, হেরি তোমা সবাকারে ॥ তবেত লজ্জিত ভাবে বলিকার গণ। পরস্পর মুখ হেরি কহিছে বচন ॥৩৫

যঃ কশ্চিচ্ছিক্ষকস্তস্মাত্তঃ সুষ্ঠু শিক্ষিতম্। অভ্যস্যথ ব্রজে তচ্চ স্বগুর্বোর্মান বৃদ্ধয়ে ॥

প্রসিদ্ধ শিক্ষক, করয়ে বসতি, যে কেহ এ বৃন্দাবনে। তার ঠাঞি যেই, বিদ্যা তুমি সব, শিক্ষা কৈলা সযতনে ॥ এবেত জগতে, আপন গুরুর, সম্মান বৃদ্ধির তরে। সেই বিদ্যা যাঞা অভ্যাস করহ, ব্রজধামে যত্ন ভরে ॥ পুনরায় কৃষ্ণ ঠাঞি শিক্ষা প্রাপ্ত হৈঞা।

কিমর্থোহয়মুপালম্ভ স্তত্র বিদ্মস্ত কিঞ্চন। ভবত্যো জলচারিণ্যো বয়ং বৃক্ষাগ্র গামিণঃ ॥

কিসের লাগিয়া, তিরস্কার হেন, করিছ মো সবা প্রতি। কিছুত এ মোরা, বুঝিতে না পারি, কিবা কৈহু অসঙ্গতি ॥ তুমি সব সুখে, বিহার করিছ, সুনীল যমুনা জলে। মোরা বৃক্ষে রহি, করি দরশন, সুনীল গগন তলে ॥ এতেক শুনিয়া গোপ কুমারীর গণ। শাখা মৃগগণ তবে করহ শ্রবণ ॥ বিক্রান্তিলুণ্ঠতাং যোগ্যো যদ্বঃ শাখাগ্রগামিতা। দীনতা লুণ্ঠিতানাং স্যাদ্ যন্নঃ সলিলগাহিতা ।৩৮

চৌরের সুযোগ্য, হয়েত বিক্রম্ প্রকাশ চৌর্য্যাদি কালে। বিশেষতঃ সবে, যেহেতু

বসিয়া আছয় অগ্রিম ডালে ॥ বস্ত্র মোসবার, যেহেতু তস্করে, অজ্ঞাতে লুণ্ঠন কৈল। দৈন্যতা বশতঃ, সলিল মাঝারে, দেহ লুকাইতে হৈল। সকোপ বিস্ময় সমভাব ধরি হরি। নিজে কহে কিবা বস্ত্র কৈনু মোরা চুরি ॥ কুমারীর গণ কহে অহো কি বিস্ময়। সংখ্যাতে অসংখ্য মোরা জানিহ নিশ্চয় ॥ কষ্টে সম্বরণ যোগ্য অসংখ্য বসন। কেমনে রক্ষিত হৈল করিয়া গোপন ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি সব সুন্দরীরগণ। হইয়া অম্বরাবৃত আছহ এক্ষণ ॥ অতএব অম্বর এ তোমা সবাকার। কি রূপে আয়ত্ত সেহ হইবে আমার ॥ শুনিয়া সহাস্যে কহে কুমারী নিকর। ভাল কথা কহিয়াছ তুমি হে নাগর ॥

অম্বরমপ্যম্বরতামাসাদয়িতুং তবাস্তি সামর্থ্যম্।

ইহ দামোদর ! চৌর্য্যং কিয়দিব শৌর্য্যং সমর্জয়তু ॥৩৯-৪১

ব্রজে ঘরে ঘরে, ননী চুরি করি, হইয়াছ দামোদর। অম্বরে করিতে, অম্বরতা দান, তুমিই শকতি ধর ॥ একার্থে অম্বর, হয়েত আকাশ, শূন্য তাহারেই কয়। অম্বর বসন, তারে কৈলে চুরি সমুপজয় ॥ অতএব তুমি, কুমারীগণের, বসন গোপনে হরি। কিয়ৎ পরিমাণ; বীরত্ব অর্জন, করিলা এবে হে হরি ॥ এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ মৃদু হাস্য কৈল। সহচরগণ প্রতি কহিতে লাগিল ॥ বন্ধুগণ দেখ এই কুমারীর গণ। নগ্ন হৈঞা নাহি কৈল জলে নিমজ্জন ॥ পরিহাস করি আমি তাসবার প্রতি। কহিনু বচন কিছু হেরি রসবতী ॥ দুষ্ট মনোভাব কিন্তু আকারে কেবল। পরম সুন্দর এই কুমারী সকল ॥ দেখিলা তত্র সবার দুষ্ট আচরণ। মোর রম্য বস্ত্র রাশি ক্রীড়ার কারণ ॥ যত্র তত্র ব্যস্ত ভাবে পতিত হইল। এই কন্যাগণ তাহা দেখিতে পাইল ॥ মোর যোগ্য মোর যোগ্য এতেক কহিয়া। অতীব অন্যায় রূপে পরিচয় দিয়া ॥ দরিদ্র ঘরের এই কন্যকারগণ। পরিধান করিয়া সে সমস্ত বসন ॥ মোর নেত্র অন্তরালে গমন করিয়া। দেখহ আছয়ে এথা গলমগ্ন হৈঞা ॥ অতীব নির্মল এই যমুনার জলে। নিশ্চয় সে সব বস্ত্র স্পষ্ট ঝলমলে ॥ প্রতি অঙ্গ জলমগ্ন কুমারী সবার। স্বর্ণ বরণ লগ্ন বসন আমার ॥ অক্ষরের মত সর্ব অঙ্গ দৃষ্ট হয়। অতএব তুমি সব এইত সময় ॥ কুমারী গণের ঠাঞি করিয়া গমন। হস্তে ধরি সবারে করহ আনয়ন ॥ এতেক শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবহ। বালকের গণ চিত্তে ধরি মহাগ্রহ ॥ নদী তীরাবধি তবে করিয়া গমন। সসম্ভ্রমে প্রতীক্ষা করিল কিছুক্ষণ ॥ এত হেরি তাসবার প্রতি কন্যাগণ। কহে কি লাগিয়া সবে কর বিলম্বন ॥ সমীপে আইস সবে নাহি কোন ভয়। এত কহি কহে দেখ সখী সমুদয় ॥ এইত তস্কর গণে এথায় আনিয়া। কণ্ঠ দেশাবধি জলে নিমগ্ন করিয়া ॥ সলিল প্রবাসে সুখী করি সর্বজনে। রাখহ সজনিগণ তুরিতে এক্ষণে ॥ সখীগণে হেন কহি কুমারীর গণ। বালকগণের প্রতি কহিছে তখন ॥ আহর রসনামাহর, বনিতাং যস্মাৎ ক্রিয়াং সদাধীধ্বে। কাত্যায়নী প্রসাদাত্তমপি বিকর্ষাম তোয়ান্তঃ ॥

আহরণ কর, কটি বন্ধ আর, সুন্দরী রমনীগণে। এইত কুক্রিয়া, অভ্যাস করিলা, যেইত গুরুর স্থানে ॥ তাহারেও কাত্যায়নীর প্রসাদে, আকর্ষিয়া এইবার। ডুবাইতে পারি সলিল মাঝারে, তুমি সব কোনছার ॥ এতেক শ্রবণ করি বালকের গণ। ভয়

পাঞা দ্রুত পদে কৈল পলায়ন ॥ কদম্ব তরুর ঠাঞি যাঞা সেইক্ষণ। স্খলিত চরণে
কৈল বৃক্ষে আরোহণ ॥ এত হেরি কৃষ্ণ কিন্তু হাস্য সহকারে। কহিতে লাগিল সেই
কুমারী সবারে ॥ অহো শুভান্বিত বরনারীর মতন। এই স্থানে তুমি সব করিছ
ক্রীড়ন ॥ অহঙ্কার আছে তাহা রহুক সবার। দেখিব কেমন কৃপা আছে দেবতার ॥
যাবৎ সলিল মাঝে রহ তুমি সবে। এ মোরা তাবৎ বৃক্ষোপরি স্থিরভাবে ॥ নভোতলে
শূন্য বাস করিয়া স্বীকার। হেরিব বসিয়া লীলা তোমা সবাকার ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য তত্র
স্বীকার করিয়া। কুমারীর গণ তবে শ্লেষ বিস্তারিয়া ॥ নিজ নিজ মনোমধ্যে যেই
ভাবছিল। ব্যক্ত করি বাক্যে তাহা প্রকাশ করিল ॥ ৪৫-৪৮

ন নাদেয়ভয়ং তস্যাতরৌ যস্য ভবেৎ স্থিতিঃ। পাত্রসাৎকৃতগাত্রাণাংপৃচ্ছ্যানাদেয়তাপুনঃ ॥

তরুতে অথবা, তরীর মাঝারে, যাহার বসতি হয়। না হয় তাহার, নদীর সম্বন্ধে,
কদাপি কোনও ভয় ॥ তীর দ্বয় মধ্যে, স্থিত স্রোত মধ্যে, যারা দেহ সমর্পিল ; কিবা
জিজ্ঞাসার, আছে তাসবার, নদী মধ্যে কিবা হৈল ॥ পক্ষান্তরে কহে, কুমারীর গণ, তরিঃ
শব্দে তরু আর। তরি হয় এই, দোহাতে সতত, হয়েত বসতি যার ॥ বৃক্ষে রহি করে,
মুরলী বাদন, তরি পীঠে নৌবিলাস। অতএব নদী, হইতে এহেন, জনার কি আছে
ত্রাস ॥ পাত্রসাৎ কৃত, হইয়াছে পাত্র, যেই সব ললনার। কিবা অদেয়ত্ব, আছে তা
সবার ইহা না পুছিহ আর ॥ কৃষ্ণমুখ চন্দ্র বিনির্গত স্নিগ্ধকারী। বচনে কম্পিত হৈল
সকল কুমারী ॥ তবে অনুকম্পা আর পরিহাস সঙ্গে। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ তাসবারে
রঙ্গে ॥ পরম দুর্বলা অয়ি কুমারীরগণ। হিমে শ্লথ হৈল সন্ধি অঙ্গের সকল ॥ অতএব
মোর ঠাঞি এবে সর্বজন। অবিলম্বে করহ নির্ভয়ে আগমন ॥ কুমারীর গণ পুনঃ ভঙ্গী
করিয়া। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ বচন শুনিয়া ॥ কি লাগিয়া মোসবারে তোমার সদন।
যাইবারে পুনঃ পুনঃ করিছ প্রার্থন ॥ কৃষ্ণ কহে তবে শুন সুন্দরীরগণ। বন দেবী
কৈল পূর্বে বস্ত্র আনয়ন ॥ পরে আমি বল প্রকাশিয়া সেই ক্ষণ। তার হস্ত হৈতে বস্ত্র
করিনু গ্রহণ ॥ এবে মোর সমীপে আসিয়া সর্বজন। নিজ নিজ বস্ত্র কর স্বহস্তে
গ্রহণ ॥ কুমারীর গণ কহে অবশেষে আর। আর মাগিব মোরা সকাশে তোমার ॥
হস্ত প্রসারিয়া সবে এই কথা কহি। কিঞ্চিত নিকটে আইল জল মধ্যে রহি ॥ অঙ্গুলি
সংকেত করি কৃষ্ণ সেইক্ষণ। কহে সন্নিকটে আইস কমলাক্ষিগণ ॥ তারা কহে এথা
আইস এহেন বচন। পুনঃ পুনঃ কি লাগিয়া কর উচ্চারণ। কৃষ্ণ কহে মোর দৃষ্টি ক্ষেপ
বিশিষ্টতা। লভে তেই পুনঃ পুনঃ কহি এক কথা ॥ তারা কহে ইথে কিবা কার্য সিদ্ধি
হয়। কৃষ্ণ কহে গ্রহণাতিশয্য নাহি হয় ॥ বস্ত্র পরিবর্ত্ত নাহি হইতে না পারে। তার
লাগি বারম্বার হেরিয়ে সবারে ॥ এত শুনি কন্যাগণ পরস্পরে কয়। অহো মোরা মুগ্ধা
নারি জানিয়া নিশ্চয় ॥ প্রবঞ্চনা করিবারে কহে হেন কথা। ইহাতে সন্দেহ নাহি
জানিহ সর্বথা ॥ তাসবারে তবে বস্ত্র প্রদর্শন করি। রসনা দংশিয়া কহে রসময় হরি ॥
সবারে কহিনু আমি সুসত্য বচন। মোর বাক্য মিথ্যা নাহি হয় কদাচন ॥ কুমারীর
গণ, তবে বিস্ময় সম্ভাবনে। পরস্পর প্রতি কহে নিভৃত বচনে ॥ অয়ি মূঢ়মতি ব্রজ-

কন্যাকারগণ। পরিহাস মাত্র এহো কৃষ্ণের বচন ॥ এইরূপ পরিহাস করিবার তরে ॥
আছয়ে নিগূঢ় হাস্য কৃষ্ণের অন্তরে ॥ প্রকাশ্যে মধুর বাক্য করিয়া ধারণ। গুপ্ত হাস্য
করি কৃষ্ণ কহিছে বচন ॥ হায় হায় ইহা কভু পরিহাস নয়। করিয়া দেবীর ব্রত সবে
সুনিশ্চয় ॥ হইলা অতীব কৃশ দয়াপাত্রী আর ॥ সমুচিত নহে হেন তপ্ত ব্যবহার ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কুমারীর গণ। এক হৈঞা সমস্বরে কহিছে বচন ॥ ৪৯-৫৫

স্পৃহয়ালুশ্চান্য বস্ত্রং গৃহয়ালুশ্চ যঃ স তু। শীতালুষু দয়ালুশ্চেদাশ্চর্য্যাতিশয়ালুতা ॥

পরবস্ত্র প্রতি, স্পৃহাশীল হৈঞা, যেই জন তাহা হরে। শীত ভীত ব্যক্তিগণের
উপরে সে যদি করুণা করে ॥ তবে আশ্চর্যের, পরাকাষ্ঠা ইথে, ব্যক্ত হয় সুনিশ্চয় ॥
মাধব তোমার, ব্যবহারে হেন, মোসবার মনে লয় ॥ তাহাই হউক এবে কহ সত্য
করি। কবে হৈতে সত্য বাক্য আরম্ভিলা হরি ॥ কৃষ্ণ কহে শুন ওহে সুন্দরীরগণ ॥
অসত্য বচন নাহি কহি কদাচন ॥ তারা কহে এই কথা কহে কোন জন। শুনিয়া
সহাস্যে কৃষ্ণ কহিছে তখন ॥ অহোদন্তকূট সংঘটন শীলাগণ। যদ্যপি অন্যথা মনে না
কর চিন্তন ॥ তবে মহাধর্ম পরায়ণ সমাগত। পুছহ এইত বন্ধুগণে ইচ্ছামত ॥
সহাস্যে কহয়ে তবে সুন্দরীরগণ। সত্য বটে কৃষ্ণ তব এই সব বচন ॥ তবে সবে
কিংবা সর্ব শ্রেষ্ঠ একজন। আসিয়া করহ এথা প্রত্যক্ষে দর্শন ॥ তস্য তৎক্ষেলিতং

শ্রুত্বা বালাঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ। ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোহন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ ॥ ৫৬

শুনিয়া কৃষ্ণের, পরিহাস বাক্য, আভীর বালিকাগণ। বাসনা পূরিল, ভাবিয়া
হইল, প্রেম পরিপ্লুত মন ॥ কিন্তু লজ্জাভরে, অন্যান্যের প্রতি, দৃষ্টিপাত করি সবে।
হাস্য উপজিল, কেহ না বাহির, জল হৈতে হৈল তবে ॥ তীরে গন্তুং লজ্জা, স্থাতুং

নীরে চ শীতমিত্যুভয়ম্। সমজনি জাড্যং যুগপত্তদিমাস্তত্রৈব কিঞ্চিদক্রন্দত ॥ ৫৭

নীর হৈতে তীরে, গমন করিতে, হিয়াতে সরম জাগে। শীতল সলিলে, থাকিতেও
দেহে,সাতিশয় শীত লাগে ॥ এইত উভয়ে, যুগপৎ জাড্য, জন্মিল কুমারীগণে। তেই
তথা রহি, কহিতে লাগিল, কন্যাগণ ক্ষুণ্ণ মনে ॥

ব্রজ নৃপকুলরত্ন ত্বং ব্রজপ্রীতিশালী ব্রজ জনমহনীয়স্তাসি যাচামহে ত্বং।
বয়মাতিতরশীতব্যগ্রতাগ্রস্তচিত্তা, বিতর বিতরবাসস্তানয়ং মা চ কার্ষীঃ ॥

ব্রজ ভূপতির, কুলের রতন, ব্রজ জনে প্রীতি শালী। ব্রজবাসী জন মাত্রের শ্রদ্ধাহ
হও তুমি বনমালি ॥ তেই মাগি মোরা, অতি শীতে ব্যগ্র গ্রস্ত চিত্ত বালাগণ। দেহ
দেহ বস্ত্র, না করিহ হেন, অনুচিত আচরণ ॥ কৃষ্ণ কহে এমোর অন্যায় কোন্ জন।
নিরখিল কহ অয়ি সুন্দরীরগণ ॥ সবে কৈলা উচ্চ কুলে জনম গ্রহণ। বস্ত্ররাশি বন
দেবী করিল হরণ ॥ এই অবস্থাতে আমি তোমা সবাকার। সাহায্য করিতে কৈনু
হেন ব্যবহার ॥ বিচারিয়া দেখ অয়ি সুন্দরীরগণ। নিকৃষ্ট হয়েত তোমা সবার বসন ॥
সাদৃশ জনের তাহে অভিলাষ লব। হইতে না পারে কোন ক্ষণেও সম্ভব ॥ অতএব
যদি মোর সন্তোষ কারণ। তুমি সব কিছু এবে করহ অর্পণ ॥ তবেত সন্তুষ্ট চিত্তে
বন দেবতা। বিরোধেও পারি অনুরোধ করিবার ॥ কৃষ্ণের এহেন বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥

কাত্যায়নী ব্রত পরা কুমারীরগণ॥ নিজ মনে মনে কহে করিয়া বিচার। যেই অভিলাষ আছে চিত্তে মোসবার॥ এহোত দেখিয়ে সেই রূপ অভিলাষ। উদ্‌গ্রীব হইল এবে করিতে প্রকাশ॥ অতএব মোসবার চিত্তের আশয়। প্রকাশের এই হয় সুযোগ্য সময়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় হয় ইথে কোন ছল। অথবা আছয়ে অন্য কোনও কৌশল॥ তাহাও হইল এবে কিছু অনুভব। এথাও হইল মহাশীত ভয়োদ্ভব॥ এতেক বিচরি ব্রজ বালিকারগণ। কৃষ্ণ প্রতি মহাখেদে কহিছে বচন॥ হায় হায় সাতিশয় শীতল পবনে। হইয়া অতীব শীতাকুল এই ক্ষণে॥ মৃত্যু পূর্ববস্থা মোরা প্রাপ্ত হৈনু সবে। মর্মভেদী পরিহাস না করিহ এবে॥ মোসবে করাহ এবে বস্ত্র পরিধান। অথবা বোলহ কিবা বাঞ্ছে তব প্রাণ॥ ললাটে করিয়া মোরা কলঙ্ক লেপন। তব সেই বাঞ্ছা মোরা করিব পূরণ॥ মৃদু হাস্যে কহে কৃষ্ণ অহে তুমি সবে। মোর ইষ্ট বস্তু দানে বাঞ্ছাকর এবে॥ তবে মোর অধীনতা করহ স্বীকার। নতুবা কেমনে বাঞ্ছা পূরিবে আমার॥ কৃষ্ণের বচন শুনি সুন্দরীর গণ॥ সবে পরস্পর যুক্তি করি সেই ক্ষণ। করিতে লাগিল চিন্তা আপনার মন॥ হায় মর্ম গ্রহণ বিষয়ে কঠোরতা। লভিল এইত জন সহসা সর্বথা॥ তাহাই হউক এবে মোরাও তদ্রূপ। নর্মাশ্রয় করিব তৎ সেবা সুখ রূপ॥ এত চিন্তি বালাগণ কহে অতঃপর। করিব তোমার দাস্য হে শ্যাম সুন্দর॥ শুনি মৃদু হাস্যে কৃষ্ণ কহে সবা প্রতি। কহিনু যে কথা তত্র রাখহ সম্প্রতি॥ পরস্পর আলোচনা করি বালাগণ। নেত্র ভঙ্গী করি তবে কহিছে বচন॥ যাহাই কহিবে তুমি করিব পালন। শুনিয়া হইল তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মন॥ তথাপিহ বস্ত্র নাহি প্রত্যর্পণ কৈল। মৌন ধরি নিজ স্থানে বসিয়া রহিল॥ ইহা দেখি করজোড়ে কহে বালাগণ। ধর্মজ্ঞ বসন সব কর প্রত্যর্পণ॥ এইত বিষয়ে আর অন্যথা প্রকারে। নিজ অঙ্গীকার হৈতে বিচ্যুতির দ্বারে॥ ধর্ম নিজে মর্ম পীড়া বোধে স্বভাবতঃ। আপনারে নাহিক করিবে বর্মাবৃত॥ ভাবার্থে গোপিকাগণ কহয়ে ইঙ্গিতে। তুমিত ধর্মজ্ঞ রূপে প্রসিদ্ধ জগতে॥ তবে কেন পরের পীড়নে দেহ মন। হইবে কি ইথে তব ধর্মের রক্ষণ॥ গোপীগণ কৃষ্ণে যদি এতেক কহিল। তথাপিহ কৃষ্ণ মৌন ধরিয়া রহিল। কৌতুক নিগূঢ় মন্দ হাস্য প্রকটিয়া। বসিয়া রহিল কৃষ্ণ উদাসীন হৈঞা॥ পুনরায় কহে তবে কুমারীরগণ। নতুবা করিব রাজস্থানে নিবেদন॥ নির্ভয় শ্রীকৃষ্ণে ভয় প্রদর্শন তরে। হেন ভক্তি হৈল মাত্র কৌতুহল ভরে॥ বাস্তব বিহীন এই উক্তি গণ্য হয়। গোপীগণ জানে কৃষ্ণ শাশ্বত নির্ভয়॥ অতএব দলাস্পদ রাজপদ দ্বারে। কৃষ্ণের হৃদয়ে ভয় উৎপাদন তরে॥ সেই বোধ হয় তাহা বুঝহ স্বেচ্ছায়॥ ইহাই হয়েত এই বচনাভিপ্রায়॥ এত শুনি কৃষ্ণ হাসি মৌন ভঙ্গ কৈল। উপযুক্ত বাক্য তবে কহিতে লাগিল॥ কবে বা হইবে দাসী অহো সর্বজন। আদেশ এমোর কবে করিবে পালন॥ কিছুই তো বোধগম্য না হয় আমার। যদি সত্য হয় বাক্য তোমা সবাকার॥ গত্যন্তর হীন হেতু তবে বারি হৈতে। সর্ব শ্রীদায়ক মৃদু হাস্যের সহিতে॥ স্বল্প মাত্র কৃষ্ণ তবে না করি ধারণ। এমোর সমীপে আইস কুমারীর গণ॥ অসত্য

সঙ্কল্প যারা করিয়া জল্পন। অধর্মের তত্ত্ব চিত্তে এইত কারণ॥ সেই মিথ্যা জল্পশীলা কুমারীরগণে। সাহায্য করিব মোর কিসের কারণে॥ এত কহি কৃষ্ণ মনে করিল চিন্তন। উঠিতে না পারে যদি ব্রজ বালাগণ॥ এতেক আশঙ্কা করি কর্কশ বচন। কহিতে লাগিল সবা প্রতি সেইক্ষণ॥ তুমি সব হীন কুলে জনম লভিলা। বৃথা আশা চিত্ত মধ্যে পোষণ করিলা॥ নিশ্চয় জানিহ আমি তোমা সবাকার। রমণত্ব কভু নাহি করিব স্বীকার॥ তার লাগি অনুরোধ কেহ না করিহ। কিন্তু এক কথা কহি সবাই শুনহ॥ মোর দয়ালুত্ব বোধ কর ইথে সবে। বস্ত্র না অর্পিলে ক্রুদ্ধ রাজা কি করিবে॥ এই বাক্যে রাজ শব্দ দলে উক্ত হৈল। এত কহি কৃষ্ণ পুনঃ বাক্য বন্ধ কৈল॥ তবে তা সবার ভয় অনুভব করি। করুণা প্রকাশি সভ্য শিরোমণি হরি॥ তাসবার চিত্তে কৈল বিশ্বাসোৎপাদন। তবে যাহে শীতার্ত সে কুমারীরগণ॥ শীত পীড়িতের ভাব করি নিবারণ। সুস্থভাবে রহিতে পারয়ে সর্বক্ষণ॥ তার লাগি লজ্জা ভয়ে জড়বৎ দেহ। হইলেও মহাকষ্টে লৈঞা সবে সেহ॥ জল হৈতে উত্থিত হইল সেইক্ষণ। এইত বারতা কহে পণ্ডিতেরগণ॥ ৫৮-৭০

মোসবার কাম্য বিষয় বিশেষ যদ্যপি সফল হয়। তবেত এ দেহ ধারণের পূর্ণ সার্থকতা উপজয়॥ নতুবা এ দেহ, ধারণ নাহিক, করিব এমোরা সবে। কুমারীগণের, এইত সংকল্প বিচার করিলে তবে॥ বোধ হয় যদি, সময়ের সীমা, ব্যর্থ হয় তাসবার। তবে দেহ ত্যাগে এইত সরম, কোথায় রহিবে আর॥ শৈত্য লক্ষ্য করি, বিবস্ত্রা হইয়া, কৃষ্ণ ঠাঞি কৈলে গতি। আশা পূর্ণ যদি হয় তাহে লজ্জা, আর কিবা হয় ক্ষতি॥ এতেক সঙ্কল্প করি কুমারীরগণ। মহাকষ্টে জল হৈতে উঠিল তখন॥ পরিধানে বস্ত্র নাহি তথাপি সবার। প্রত্যঙ্গ নাহিক দৃষ্টি হৈল সবার॥

হস্তপল্লব কৃতাগ্রবস্ত্রিকাঃ, কেশবিস্তৃতি ধৃতাপরাম্বরাঃ।
আদিনিষ্ঠিতকনিষ্ঠ দারিকাঃ কুব্জিকাবদমিলন্ কুমারিকাঃ॥ ৭২

শ্রীকর পল্লবে, বস্ত্র সমাবৃত, করিল নিম্নাঙ্গদেশ। পয়োধরাবৃত কৈল বিস্তারিয়া, উত্তরীয় সমকেশ॥ কনিষ্ঠ বালিকাগণে অগ্রে করি, ন্যুব্জ দেহে সেইক্ষণ। কুব্জার মতন, হরিয়ে মিলিন, আভীর কুমারীগণ॥ দেখ দেখ কৃষ্ণ এই কুমারীরগণ। হইয়া সর্বতোভাবে ভীতিগ্রস্ত মন॥ অপহৃত বস্ত্র সব জলে নিক্ষেপিয়া। আগমন কৈল এথা বিবস্ত্রা হইয়া॥ এই রূপ সম্ভাষণ করি পরস্পর। উচ্চ হাস্য কৈল যদি বালক নিকর॥ কৃষ্ণ তবে নিজ মনে করিয়া চিন্তন। বালগণ প্রতি কৈল কৃপা প্রকটন॥ শশধরতয়া তুলনামাহতলক্ষণতয়া যযুর্যদপি। তদপি চ তাং সহসামুয়াহতলক্ষণতয়া জিগ্যুঃ॥

যদ্যপিহ এই, কুমারীরগণ, সাতিশয়গুণ দ্বারে। বিখ্যাত লোকের, স্বভাব সম্প্রাপ্ত, হৈল সবে এ সংসারে॥ অতএব চন্দ্র মূর্তির সহিত, সাদৃশ্য সম্প্রাপ্ত হৈল। কলঙ্ক শূন্যতা, শক্ত্যে কিন্তু সেই, তুলনায়ে জয় কৈল॥ এতাঃ সৎকুলসম্ভবাবয়মহো বাহৃত্তি দেহব্যয়ম্, ন ব্রীড়াক্ষয়মেবমপ্যথদশামেতাং গতা মৎপুরঃ। বীজক্ষাত্র পরন্তু যদ্বিমুখতাশঙ্কা ততঃ কুণ্ঠতা মুৎকণ্ঠাকিরতী বিলোঠয়তি মামাসাং নিজাশর্মণি॥ ৭১-৭৫

সংকুল সম্ভৃত, এই বালাগণ, দেহত্যাগ করিবারে। পারে কিন্তু কেহ, নারীর ভূষণ লজ্জা না ছাড়িতে পারে ॥ এই হেতু হেন, দশাপ্রাপ্ত হৈল, এথা মোর পুরোভাগে। মোর বিমুখতা, পরন্তু সবার, শঙ্কারূপে চিত্তে জাগে ॥ সঙ্কুচিত ভাবে, নিক্ষেপিয়া দূরে, সেইত উৎকণ্ঠা ভয়ে। নিজ সুখাভাব বিষয়ে এ মোর, চিত্ত আলোড়িত করে ॥ তথাপিহ তাসবার লজ্জা পরিহার। হেরিয়া বৈমুখ্য যদি উপজে আমার ॥ করিয়া এ হেন ঐকান্তি ভাবধারণ। দোষদর্শী ইচ্ছা স্পর্শী সনর্ম বচন ॥ স্পষ্ট করিবার জন্য হৃদয় আমার। উৎকণ্ঠাতে পরিপূর্ণ হইল অপার ॥ আগমন করিয়াও সঙ্কোচ বশতঃ। বালাগণ করিয়াছে নিম্নাঙ্গ আবৃত ॥ নিজ মনে হেন কৃষ্ণ করিয়া চিন্তন। সখাগণ প্রতি কহে প্রকাশ্য বচন। আরে রে চপলগণ কিসের কারণে। হাস্য প্রকাশিত দেখি সবার বদনে ॥ এই বালিকাগণ বস্ত্রহীনা হয়। নগ্নীকার ভাব হেতু দোষভাগী নয় ॥ অলব্ধ আর্ত্তব বা স্বল্প বয়স্কা বালারে। নগ্নিকা কহয়ে শব্দ কোষ অনুসারে ॥ কৃষ্ণ কহে ঋতুমতী এসবে না হৈল। তেঁইত নগ্নতা এবে দোষের নহিল ॥ এত কহি কদম্ব তরুর স্কন্ধস্থিত। বস্ত্র রাশি গ্রহণে হইয়া সমুত্থিত ॥ সবার সম্মুখে করে আকর্ষণ করি। কহিতে লাগিল কন্যাগণ প্রতি হরি ॥ হইবে এ মোর দাসী কৈলা অঙ্গীকার। আমিহ করিব বস্ত্র প্রদান সবার ॥ পূর্বে কিন্তু তোমা সবাকার কন্যাগণ। সুনীতি নির্ণয় ছিল অসাধ্যে গণন ॥ সাক্ষাতে দেখিয়া এবে দুর্নীতি সবার। এই জ্ঞান উপজিল হৃদয়ে আমার ॥ পূজনে বন্দনে সদ্গুরুর সদনে। নীতি ভাব প্রাপ্ত হৈলা হেন লয় মনে ॥ কিন্তু তোমা সবাকার দুর্নীতি দেখিয়া। বিবর্ণ মলিন তথা হৈল মোর হিয়া ॥ অতএব কহি কিছু সংক্ষেপ বচন। অবধান কর অয়ি কুমারীরগণ ॥ ৭৬-৭৯

শম্বরং প্রবিবিশে বিনাম্বরং যত্তদেব জলদেবহেলনম্।
ছিদ্রমাবরিতুমত্র তদব্রতে শীর্ষভাকরযুগং স নম্যতাম্ ॥ ৮০

বস্ত্র ব্যতিরেকে, সলিল মাঝারে, প্রবেশ করিয়া এবে। জলদেব প্রতি, অবহেলা রূপ, অপরাধ কৈলা সবে ॥ সেই অপরাধ রূপ ব্রতছিদ্র, দূর করিবার তরে। প্রণাম করহ, কর যুগ্ম করি, বিন্যস্ত মস্তকোপরে ॥ হইলেও বালাগণ চিত্ত বিলজ্জিত। মহাভয়ে যদ্যপিহ হইল খণ্ডিত ॥ তথাপি কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপাল্য হয়। এতেক চিন্তন করি বালা সমুদয় ॥ গ্রহণ করিল এক ছলের আশ্রয় ॥ বালকগণের দৃষ্টি অন্যত্র চলিতে। কহে দেখ কেবা শব্দ করে ওই ভিতে ॥ শুনিয়া বালকগণ দৃষ্টি ফিরাইল। কুমারীরগণ এবে সুযোগ লভিল ॥ পতি মাত্রদেব এক করিয়া বিচার। হে স্বামি তোমারে মোরা করি নমস্কার ॥ এত কহি পরিহাস বিলাসের ভরে। নমস্কার কৈল হস্ত তুলি শিরোপরে ॥ ঝটিতি গুপ্তাঙ্গ পুনঃ হস্তে আবরিল ॥ বালকেরগণ তবে দৃষ্টি ফিরাইল ॥ কৌতুক সহিত দৃষ্টি সঞ্চালনে হরি। তাসবার প্রতি অঙ্গ নিরীক্ষণ করি ॥ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রম্য স্নিগ্ধ ভাব আর। নবীন তারুণ্য শ্রীতে শোভিত অপার ॥ হেরিয়া সম্পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ কৈল। পরিহাস সহ সর্ববস্ত্র সমর্পিল ॥ নেত্র মার্গ দ্বারে অনুভব হেতু যেথা। তোমা সবাকার পুষ্টি দৈহিক দীর্ঘতা ॥ অনায়াস লব্ধ রূপ মুষ্টিগত হৈল।

মোর চিত্ত তাহে অতি মোহিত করিল ॥ কিরূপে অন্যথা আমি করিব অর্পণ ॥ এত কহি বালাগণে কৃষ্ণ সেই ক্ষণ ॥ সন্তোষে করিয়া পূর্ণ সবার পরাণ। নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় কৈল দান ॥ প্রতিকূল্য বচনশ্চ সৌহৃদাদানুকূল্যমভিগম্য শর্মদম্ ॥ পশ্চ বস্ত্র হরণাদিনা হরিঃ প্রত্যুত প্রমদয়াম্বভূব তাঃ ॥ ৮১-৮৩

প্রতিকূল বাক্য, সেহত যদ্যপি, প্রণয়ের স্পর্শলতে। অনুকূল হৈঞা, সেই বাক্য তরে, সুখদান করে সবে ॥ দেখহ কুমারী-গণের বসন, কৌশলে হরণ করি। প্রমোদিত কৈল কৈল, প্রত্যুত সবারে, রসিক নাগর হরি ॥ তবে বৃক্ষ হৈতে হরি ভূমিতে নামিল। কুমারীরগণ তারে অভ্যর্থনা কৈল ॥ ৮৪

লজ্জা সম্বরণ তরে কন্যাগণ, অতীব লজ্জিত হৈঞা। অঙ্গাবৃত কৈল, পরিধান করি, নিজ নিজ বস্ত্র লৈঞা ॥ করিয়া চিত্তের অন্তরঙ্গ প্রেম, সুপ্রকট বারবার। বস্ত্রাবৃত কৈল, পয়োধর আর, নিম্নাঙ্গাদি আপনার ॥ কামনানুরূপ, মাধবে পাইয়া, পূরিল মনের আশা। স্বল্প প্রস্ফুটিত, হৈল মুখপদ্ম, উপজিয়া মৃদু হাস্য ॥ পুনর্বার ব্রজ, সুন্দরী সবার, কটাক্ষ কৃষ্ণের প্রতি। পতিত হইল, আহা হা দেখহ, কামের কুটিলা গতি ॥ ৮৫

যদর্থমত্রাগতবানয়ং হরির্বরার্পণং বিস্মৃতবাংস্তদেব তু।
তাসাং মুখাম্ভোজভবৈর্মধুলিকা সৌরভ্যমাত্রং পরিভূয় নাসয়া ॥

তাসবার মুখ-পদ্ম সমূহের, মধুর সৌরভ মাত্র। আঘ্রাণ করিয়া নাসাপুট দ্বারে, পুলকে ভরিল গাত্র ॥ যাহার লাগিয়া, যমুনার তীরে, সখীগণে সঙ্গে করি। হৈল আগমন, সেই বরদান কার্য্য পাসরিল হরি ॥ ৮৬

অম্ভোরুহমিবালিন্যঃ পতিস্মৃতঃ কুমারিকাঃ। রসপূর্ণমমূঃ কৃষ্ণং বরীতুং পরিতঃ স্থিতাঃ ॥

মধু পরিপূর্ণ, অম্বুজে যেমতি, পরম লালসা ভরে। চৌদিক হইতে, ভ্রমরীরগণ, আসিয়া বেষ্টন করে ॥ বরণ করিতে, রস পূর্ণ কৃষ্ণে, বর রূপে সেইক্ষণ। তেমতি চৌদিকে, বেষ্টন করিয়া, রহিল কুমারীগণ ॥ অতঃপর কোমলাঙ্গ বালকেরগণ। কৃষ্ণ করদ্বয় ধরি কহিছে বচন ॥ এথা আর করণীয় কার্য কিবা আছে। চলহ চলহ শীঘ্র এবে ব্রজ মাঝে ॥ এত কহি বস্ত্র ভূষণাদি কটি বন্ধ। আকর্ষণ করি প্রাপ্ত হৈল মহানন্দ ॥ বস্ত্রহরণোপলক্ষ্যে দত্ত রম্য বর। চিন্তিতে লাগিল কৃষ্ণ আপন অন্তর ॥ ৮৭

তাসাং বিজ্ঞায় গোপালঃ স্বকরস্পর্শ কাম্যয়া। ধৃত ব্রতানাং সঙ্কল্পং কল্পয়ামাস সিদ্ধিদম্ ॥

নিজ করস্পর্শ, কামনাতে ব্রত, কৈল কুমারীর গণ। জানিয়া গোপাল, তাসবার বাঞ্ছাসিদ্ধি কৈল সমর্থন ॥ স্বস্বার্থঃ স তু যদ্বিভাতি পরতঃ স্বীয়ং সমারাধনং, মধ্যা বিষ্টমনাস্তনাদরমথাচর্য্যাত্র যা বাধ্যতি। তত্রাদ্যে স্বয়মস্মি শশদুপমা যুয়ং দ্বিতীয়ে ততঃ সঙ্কল্পো নিরুপাধিরেষ ভবতীষেবাস্তি সত্যো মতঃ ॥ ৮৮

পর আরাধনা, করিলে যদ্যপি, নিজ স্বার্থ সিদ্ধি হয়। তবে বুধগণ, হেন আরাধনে স্বীয় আরাধনা কয় ॥ কাপট্য বিমিশ্রিত, সকাম সাধনা, হয়েত ইহার নাম। পরসুখ নহে, একমাত্র নিজ, সুখ সিদ্ধি যার কাম ॥ মোর প্রতি চিত্ত, রাখিয়া নিবিষ্ট, বাহে মোরে অনাদর। করিলেও সেই, ভজনে এমোরে, বাধ্য রাখে নিরন্তর ॥ এইত

ভজনে, নিষ্কাম সাধনা, কহয়ে পণ্ডিতগণ। স্বার্থসিদ্ধি নহে, যার একমাত্র লক্ষ্য মোর জন্তোষণ॥ তন্মধ্যে প্রথমে, উপমাতে গন্য, আমি নিজে চিরন্তন। দ্বিতীয়ে উৎকৃষ্ট, উপমার স্থল, ভূমিত সুন্দরীগণ॥ তোমা সবাকার, এইত সংকল্প, নিষ্কপট সাতিশয়। অতি সত্য রূপে সর্বত্র স্বীকৃত, ইহারেই প্রেম কয়॥ ৮৯

সর্পির্ভৃষ্টতমাগুড় ক্বথিততা মাপ্তাশ্চ ধানা যথা বস্তুস্তে স্বয়মেব বীজবদমূস্তস্বস্তি নাস্ত স্পৃহাম্। মন্মাত্র স্পৃহিণাং মদীয় ভজনং নোতদ্বদন্যস্পৃহং কিন্তু স্যাত্রসনীয় রূপমিতিচেদ্-যুষ্মাকমাস্তাং কথা॥ ৯০

ঘৃতে অতি ভৃষ্ট, গুড়েপক আর, যব ধান্যকন্দি যথা। অঙ্কুরোৎপাদনে, না হয় সমর্থ বীজে লভি বিনষ্টতা॥ মোরে মাত্র স্পৃহা, করিয়া ভজন, করে যে সাধকগণ। তেমতি অপর, স্পৃহা তাসবার, নাহি জাগে কদাচন॥ আস্বাদ্য স্বরূপ, প্রেমোৎপত্তি হয়, যদ্যপি সাধনে তথা। কি আর কহিব, এ প্রেম সাধিকা, তোমা সবাকার কথা॥ তবে সেই অত্যুত্তম কুমারীরগণ। শ্রবণ করিল হেন কৃষ্ণের বচন॥ তাসবার প্রতি কৃষ্ণ নির্মল বচনে। কহিতে লাগিল পুনরায় সেইক্ষণে॥ গান্ধর্ব বিবাহ এবে সদ্য মোসবার। সম্পন্ন হউক এই বাসনা আমার॥ কৃষ্ণের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ। লজ্জায় আনত হৈল সবার নয়ন॥ এই স্বীকৃতির জন্য মহোৎ কণ্ঠাভরে। কালাপেক্ষা ছিল বালাগণের অন্তরে॥ বর দানে কৃষ্ণ তাহা পূরণ করিল। সম্বর্দ্ধনা করি তবে কহিতে লাগিল॥ ৯১

বর বধূ এই, দোহার স্বীকৃতি, পরিণয় বিধি হয়। অন্যান্য বিবাহে, এই স্বীকৃতির, পরিকর সবে কয়॥ ব্রাহ্ম দৈব তথা, আর্ষ প্রাজাপত্য, আসুর গান্ধর্ব আর। রাক্ষস পৈশাচ, এ অষ্ট বিবাহ, খ্যাত আছে ত্রিসংসার॥ ধর্মানুমোদিত, এসব বিবাহে, বর কন্যা দোহাকার। স্বীকৃতি প্রধান, তবে কত্য হয়, অন্য অন্য সদাচার॥ গান্ধর্ব বিবাহে, স্বীকৃতি মাত্রেই, বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইত বিবাহ, অন্য আচারের, মুখাপেক্ষী কভু নয়॥ সেইত বিবাহ, তোমা সবাকার, হইল এ মোর সনে। স্বতঃ সিদ্ধ হৈল, বাসনা সবার, গুপ্ত যাহা ছিল মনে॥ তেই এবে ব্রজে, করহ গমন, অয়ি ব্রত সিদ্ধাগণ। অচিরে নিশ্চয়, ঘটিবে কোনও, নিশি যোগে সম্মেলন॥ হেন প্রতি শ্রুতি যদি কৃষ্ণ সবে দিল। বালাগণ তবে অতি আবিষ্ট হইল॥ এইত আবেশ কথা শুক তপোধন। ভাগবতে হেন মতে করিল বর্ণন॥ ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ। ধ্যায়ন্ত্য স্তৎ পদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশু র্ব্রজম্॥ ৯২-৯৩

ভগবান যদি, এহেন আদেশ, কৈল বালাগণ প্রতি। লব্ধ কাম হৈঞা, কুমারিরগণ হৈল আনন্দিত মতি॥ হরি পাদপদ্ম, ধ্যান করি তবে, আভীর কুমারীগণ। অতি কষ্টে ব্রজে, নদীতীর হৈতে, কৈল পুনরাগমন॥ ৯৪

বিয়োগের কালে, লজ্জাভরে নত, এনাক্ষী কুমারীগণ। নিজ নেত্রদ্বন্দ্বে, গোবিন্দ মুখারবিন্দ করে দরশন॥ চঞ্চল লোচন-যুগল শোভিত, বক্তু বিম্ব মনোহর। ভুজদ্বয় শোভামণ্ডিত নেহারে, স্ফীত বক্ষঃ পরিসর॥ তার নিম্নে হেরে, দেহ মধ্যভাগে, কটিতট অতিসরু। নিতম্বে শোভিত, ঊরুদ্বয় যেন, সুগোল কদলী তরু॥ জানুযুগ্ম

হৈতে, পদ সরোরুহ, বন্দ আনন্দিত মনে। দর্শন করিয়া, অতঃপর সবে, ধ্যান করে প্রতিক্ষণে॥ পরিশেষে দৃষ্ট, হরি পাদপদ্ম, মনো মধ্যে সবাকার। বিলয় হইয়া, রহিল পরন্ত, দৃঢ়রূপে অনিবার॥ ৯৫

স্বে চিত্ত বাসসী নীত্বা কুমারীণাং পরং হৃদে। ন পূর্বন্ত নিরাকারং গোপনীয়মিতীব সঃ॥

কুমারীগণের চিত্ত আর বস্ত্র, উভয় হরণ করি। বস্ত্র মাত্রদান, কৈল তাসবারে, অনুরোধ ক্রমে হরি॥ কিন্তু প্রথমোক্ত,চিত্ত নাহি দান, কৈল হরি তাসবারে। নিরাকার চিত্ত, গোপন করিয়া, রা খল হৃদয়াধারে॥ ৯৬

যত্তহ্যস্তিমঘস্র পূর্যমপি তা দেব্যর্চনং সম্যদা বিস্মৃত্য ব্রজমেষ জব রভবং স্তেনৈব পূর্ণ ক্রিয়াঃ। প্রেম্ণো যস্তু তচ্চ তচ্চ নবিতং তস্যাপ সাক্ষাৎফলং কৃষ্ণাস্বীকৃতিশর্ম চেদ্বলিয়ে কিং শিষ্টমিষ্টং পরম্॥ ৯৭

শেষ দিনে যেবা, দেবীর পূজন, আর ব্রত উদযাপন। বিস্মৃত হইয়া কুমারীরগণ, কৈল ব্রজে আগমন॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি সুখে, মগ্ন হৈঞা সবে, ব্রত কথা পাসরিল। ব্রত ভঙ্গ দূরে, রহু ইথে কিন্তু, ক্রিয়া পরিপূর্ণ হৈল। দেবী পূজা আর, ব্রত উদযাপন, যার প্রেম প্রাপ্তি তরে। ব্রতের সাক্ষাৎ, ফল সেহ যদি, প্রাপ্ত হৈল আসি করে॥ মাধব কর্ত্তৃক, পত্নীত্বে স্বীকার, সখের প্রসাদে সবে। সর্বাভীষ্ট লাভ, কৈল অবশিষ্ট, ইষ্ট কি রহিল তবে॥ মধুকণ্ঠ কহে দেবী মাসিক পূজনে। মিষ্ট দ্রব্য ভোজনে করিল হৃষ্ট মনে॥ ইষ্ট বস্তু দান তরে কেন না আইল। স্নিগ্ধ কণ্ঠ এত শুনি কহিতে লাগিল। ৯৮

এইত আভীর, কুমারীগণের, অনুরাগ সুনিশ্চয়। কৃষ্ণ প্রাপ্তি পক্ষে, সিদ্ধিদাতা হয় মোসবার পূজ্য নয়॥ জানাইতে এই তথ্য দেবী দুর্গা, বর দিতে না আইল। রাগের বিষয়; আপনি মাধব, আসি সবে বর দিল। মধুকণ্ঠ কহে সুনিশ্চিত গর্গবারে। বিচ্ছিন্ন রাখিল কৃষ্ণ হৈতে এসবারে॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে এহো সত্য কথা হয়। সাক্ষাত সম্বন্ধে কৃষ্ণ বিযুক্তি এ নয়॥ মধুকণ্ঠ কহে হেন হয় কি প্রকারে। স্নিগ্ধ কণ্ঠ কহে তবে শুন সবিস্তারে॥ যদ্যপিহ সাধ্বী শিরোমণিতে গণন। রাধা প্রমুখাদি যত ললনারগণ॥ কৃষ্ণের বিরহে হয় অতীব কাতর। এতেক চিন্তিয় গর্গ মুনির অন্তর॥ ব্যথিত হইল তেই তা সবার কথা। পুনশ্চ কৃষ্ণের ব্রজাগমনাদি তথা॥ মনে না পড়িল তেই না কৈল বর্ণনে। তথাপিহ তার অনুসন্ধান বিহনে॥ কৃষ্ণের বিবাহ উপনয়ন সংস্কার। না করিবে মাতা পিতা কৈল অঙ্গীকার॥ রাধাদি বধূর সঙ্গে এইত কারণ। না হৈল মিলন তেই ক্ষুব্ধ হৈল মন॥ গর্গমুনি বালাগণে তেই কৃষ্ণ হৈতে। বিচ্ছিন্ন রাখিল দূরে বচন ভঙ্গীতে॥ মধুকণ্ঠ এহ করিনু স্বীকার। গন্ধর্ব বিবাহ কিন্তু হৈল যা সবার॥ তাহারা কেমনে আর কুমারী রহিল। এহেন বচন বোধগম্য না হইল॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ কহে তবে করহ শ্রবণ। বাহ্যে কুমারী সম ছিল সর্বজন॥ গান্ধর্ব বিবাহ হৈল অতীব গোপনে। হরি সঙ্গে তেই সবে কুমারিকা ভণে॥ মধুকণ্ঠ কহে সত্য তোমার বচন। বাল্যভাবে আছিল সে কুমারীরগণ॥ বিবাহের পরে বাল্যভাবের সহিত। হৈল তাসবার জ্ঞান বিরোধ উপস্থিত॥ বাল্যভাবের কিন্তু প্রাধান্ত রহিল। কুমারী বলিয়া

সবে ব্রজে খ্যাত হৈল ॥ এতেক বর্ণনা করি কথক তখন। শ্রীমতী রাধার প্রতি করে নিবেদন ॥ এবং বলাহুজাতেন যদ্বিলম্বাবলম্বনম্। তদ্বলং বলবজ্জাতং তব সম্বলনং বিনা ॥

তব পরিণয়ে, বলাহুজ কৃষ্ণ, যেইত বিলম্ব কৈল। তোমার মিলন, ব্যতীত সেইত, বিলম্ব বলবৎ হৈল ॥ যেহেতু পূর্বেই বেণু বাদনাধ্যয়ন। স্তব্ধ হৈঞা কিছুকাল আছিল তখন ॥ সেই বেণু শিক্ষা কৃষ্ণ পুনঃ আরম্ভিল। কাননে প্রান্তরে বেণু বাজিতে লাগিল ॥ যে শিক্ষার কথা পরীক্ষিত ভূপতির। শিক্ষাগুরু শুকদেব ঋষি মহাধীর ॥ অপর সময়ে কথা বিশেষ কথনে। বর্ণিল দুইত শ্লোকে প্রসঙ্গ প্রাপণে ॥ ৯৯-১০২

যদম্বুজাক্ষ ! তব পাদতলং রমায়া, দত্তক্ষণং কচিদরণ্যজন-প্রিয়স্য।

অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্য সমক্ষমঙ্গঃ; স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত ! পারয়ামঃ ॥

ওহে অম্বুজাক্ষ, তোমার রাতুল, শ্রীপাদ সরোজতল। রমার হৃদয়ে, মহোৎসব দান, করে যাহা অবিরল ॥ যে চরণতল, ভাগ্য বশে কভু, মিলে কভু নমিলয়। এহেন অরণ্য নিবাসী জনের, সাতিশয় প্রিয় হয় ॥ যেদিন লভিনু, সেই পদস্পর্শ, তব সঙ্গে ক্রীড়া করি। সেদিন হইতে, হায় অন্য ঠাঁই, আর না রহিতে পারি ॥ দৈন্য প্রকাশক এইরূপ নিবেদন। রাস প্রারম্ভের রাত্রে কৈল গোপীগণ ॥ ১০৩-১০৫

ধন্য আর কৃত-কৃত্য হয় এই, পুলিন্দ রমনীগণ। সবারস্মর পীড়া উপজয়, কৃষ্ণে করি দরশন ॥ দয়িতার স্তন কুঙ্কুমে রঞ্জিত, গোবিন্দ চরণতল। তাহাতে রঞ্জিত, গোচারণ কালে, হয় তৃণাঙ্কুর দল ॥ সেইত কুঙ্কুম, লেপন করিয়া, মুখে আর পয়োধরে। পূর্ণ কাম সেই, পুলিন্দীরগণ, মদন পীড়াতে তরে ॥ বেণুর বর্ণনময় এই শ্লোক হয়। হইল একথা পূর্বে বর্ণিত নিশ্চয় ॥ কান্ত সঙ্গ জাত ভোগ বিশিষ্টতাময়। এইত দ্বিবিধ স্পর্শ সুখ কভু নয় ॥ রাস রাত্রে বক্ষ্যমাণ কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান। অযুক্ত স্বরূপে তবে করয়ে প্রমাণ ॥ রাসারম্ভে এই হেতু শ্রীশুক কহিল। ভগবানো রমণের বাসনা করিল ॥ ত্বয়াভিরমতা এই বচনানুসারে। কৃষ্ণের স্পর্শের পরে গোপিকা নিকরে ॥ রতি নামে ভাব এই মোসবার প্রতি। অর্পিত হইল তোমা কর্তৃক সম্প্রতি ॥ শ্লোকের এইত অর্থ সুসঙ্গত হয়। তেঁইত এহেন শ্লোক শুকদেব কয় ॥ দীর্ঘ রাত্রি হেতু মন্দ তার সমাশ্রয়। হেমন্তের অর্দ্ধকাল শীতলতাময় ॥ প্রতি নিশি কৃষ্ণবংশী সাধিতে লাগিল। তবেত বসন্তকাল উদিত হইল ॥ সেইত বসন্ত কাল উত্তম প্রকারে। অনুভূত হইলেও নিখিল সংসারে ॥ বৃন্দাবনে এইত বসন্ত মনোহর। দেব সম শ্রেষ্ঠত্ব লভয়ে নিরন্তর ॥ বসন্তি নিদাঘোহপি বসন্ত স্যাস্য কিং ব্রুবে। বসন্তং যত্র গোবিন্দং সর্বসন্তঃ সদা বিদুঃ ॥

পণ্ডিতের গণ, জানয়ে সবাই, বৃন্দাবনে সদা হরি। বসতি করয়ে নিজ প্রিয়গণ, সঙ্গে নানা লীলা করি ॥ সেই বৃন্দাবনে, নিদাঘও হয়, সাতিশয় সুখদাতা। কি আর কহিব, তবে মনোহর, বসন্ত কালের কথা ॥ বিরহে হেমন্ত আর শিশির সময়। কৃষ্ণ আর প্রিয়াগণে তাপদায়ী হয় ॥ এইত বিষয়ে কৃষ্ণ প্রেয়সী সবার। যেইত ভাবনা চিত্তে জন্মে অনিবার ॥ তদাত্বামেষ প্রাক্ পরভৃতশিশী বক্তৃতিভিঃ বিতর্জয়ে বাগ্মানকৃত কৃত বৃজিনা ধিক্ প্রবিশতি ॥ ১০৬-১৪

ঋতুগণ রাজ, বসন্ত যবেত, আসিবে এ বৃন্দাবনে। সমস্ত ঋতুর, অন্যায় তাহারে, জানাইব সেইক্ষণে ॥ সেইত বাসনা, হে সখি আছিল, এমোর হিয়ার মাঝে। বাসনা পূরণ দূরে রহু হায়, তৎ পূর্বে বসন্ত রাজে ॥ কোকিল ভ্রমর, প্রভৃতির দ্বারে, নির্দোষ মোসবাকারে। তাড়না করিয়া, প্রবেশিল এথা, অতএব ধিক তারে ॥ দ্বিরেফো বর্বরঃ প্রোক্তঃ পরপুষ্টশ্চ চেটকঃ। তৌ চাগ্রণ্যৌমধোদৃষ্টৌ যাপ্যতা কাপ্যতঃ কিমু ॥ ১১৫

অন্যে দুঃখ দিতে, সাতিশয় পটু, ভ্রমর বর্বর হয়। পরপুষ্ট পিক, তাহারেও সবে, পরের কিঙ্কর কয় ॥ বসন্তের সেনা, নায়ক স্বরূপে, দেখিনু এ দুই জনে। তেঁই কোন নারী, মুখেতে সময়, যাপিবে এ বৃন্দাবনে ॥

প্রসূননিকরাঃ স্মিতং সরসিজানি নেত্রপ্রথাং পিকাঃ পরমপঞ্চমং মধুলিহাঙ্গনাশ্চুম্বনম্। হরেনির্গময়ন্তি চেৎ কহ কুতঃকথং বা গতি র্ভবেদহহ ! নঃ সমং সপদি মাধবীরৈবৃতম্ ॥

প্রসূন নিকর, প্রকটিত করে, হরির মধুর হাস্য। কমল সমূহ. বেকত করয়ে, তদীয় নয়ন লাস্য ॥ বেকত করয়ে, কোকিলারগণ, হরির পঞ্চম স্বর। মধুকর রাজি, হরির চুম্বন, ব্যক্ত করে নিরন্তর ॥ হেন অনুভব, যদ্যপি করয়ে, তবে আর কোথা হৈতে। কোথা বা কেমনে, মোসবার গতি, হইবারে পারে ইথে। হায় হায় সখি, দেখহ এইত, বসন্তের সেনাগণে। সমস্ত ভুবন, আবৃত করিল, প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে ॥ ১১৬

ঋতুরাজঃ প্রণাযোহয়ং ন্যায্যমত্র ন বিদ্যতি। প্রপলায্য ক্বা যামঃ শ্যামং নঃ স ত কর্ষতি ॥

এই ঋতুরাজ, বসন্ত মাঝারে, ন্যায্য কিছু নাহি রয়। অতএব এই, ঋতু মোসবার, মনোমত কভু নয় ॥ পলাইয়া কোথা, যাইব এ মোরা, কিবা সে হই বেগতি। এই ঋতু দেখ, সবে আকর্ষণ, করিছে শ্যামের প্রতি ॥ ধূম্রাঃ ষট্চরণা বিসর্পিখরতা স্পর্শা মৃদুস্পর্শনা জ্বালাঃ কিংশুক সঞ্চয়া দিশিবিদি গুঞ্জার সারাঃ পিকাঃ। ভস্মান্যত্র পরাগ পুষ্প পটলা ন্যগ্নির্মধুশ্ছঘনা, হা হা কৃষ্ণ ঘনং বিনা কথয় কো নিস্তার বিস্তারকঃ ॥

দাবাগ্নির ধূম্র, সম অলি শ্রেণী, বায়ু রাশি সাতিশয়। খরতা বিস্তারে, কিংশুকের মৃদু স্পর্শে জ্বালা উপজয় ॥ কোকিলারগণ, দিকে বা বিদিকে, ফিরে উল্কীর মত। ভস্মরাশি সম, পরাগ মণ্ডিত, প্রস্ফুট প্রসূন যত ॥ এই সব ছলে, ঋতুরাজ রূপ, দাবানল মোসবাবে। দহিছে হায়রে, কৃষ্ণ মেঘ বিনা, কহ কে রক্ষিতে পারে ॥ গোপিকা গণের মত বিরহের ক্লেশ। কৃষ্ণের চিত্তে ও উপজয় সবিশেষ ॥ ১১৭-১৮

যদি ন ভবতি গোপ সুন্দরীণাময়মথমেলয়িতেতি সম্প্রতীতিঃ।

কুসুমশরশর প্রণেতুরস্য স্ফুটমনয়স্ত মৃতোঃ সহেত কো বা ॥

এইত বসন্ত, ঋতুরাজ যদি, গোপ সুন্দরীরগণে। আনিয়া মিলিত, না করিতে পারে; হেন বোধ হয় মনে ॥ মদনের শর, আনয়ন কর্তা এ ঋতুরাজের তবে। যথেষ্ট অন্যায়, শুধু আমি নহি, কে সহিতে পারে ভবে ॥ রাধা মাধবের চিত্তে বিরহ বশতঃ। বসন্ত ঋতুতে হয় যে ভাব উদ্গত ॥ ১১৯-২০

রাধা রাধাপদং মাসি মাধবে বিধুতাং বিধুঃ। প্রিয়াসঙ্গকৃতে লব্ধং পৌর্ণমাসীমবৈক্ষত ॥

রাধা প্রাণ প্রিয়, কৃষ্ণের সহিত, একান্তে মিলন তরে। রাধাপদ মাস, বৈশাখের

তরে, সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র সেহ, বিধুতা লভিয়া, প্রিয়া সঙ্গ লাভ আশে। করে পৌর্ণমাসী, দর্শনে অপেক্ষা, সাগ্রহে মাধব মাসে ॥ সর্বপ্রেমবতী রমণীর চিত্তে যথা। বিরহে উদ্বেগ হয় কহি সেই কথা ॥ ১২১-২২

দ্বিজানাং কাকলী তত্র বিয়োগে যাগশর্ম্মিতে। অজনি ব্রজতন্বীনাং ধায্যোবাগ্নিসমিন্ধনী ॥

বিহঙ্গ কাকলী, বসন্ত ঋতুতে, ব্রজ সুন্দরীগণে। বেদমন্ত্র সম, হৈল যজ্ঞ তুল্য-বিরহাগ্নি বিবর্দ্ধনে ॥ বৃন্দার শিক্ষিত এক শুকপক্ষী যাঞা। কৃষ্ণের নিকটে কহে জল্পনা করিয়া ॥ ১২৩

সহন্তে শশিনো জ্বালাং বায়োঃ ক্ষ্বেড়ং পিবন্তি চ। রাধাদয়ো মহাবাধা বৈয়গ্র্যাদ্ ব্রজনায়ক ॥

মহামনোব্যাধি পীড়িত শ্রীরাধা প্রমুখ সুন্দরীগণ। শশাঙ্ক হইতে, চিত্তের উত্তাপ, সহ্য করে অনুক্ষণ ॥ অনিল হইতে, ব্যগ্রতা বশতঃ, পিঞে বিষ অনিবার। হে ব্রজ নায়ক, ব্রজললনার, শুনহ এ সমাচার ॥ সেইত সময়ে বৃন্দাচাতুরী করিয়া। কোন এক চম্পকলতাতে আবরিয়া ॥ শ্রীরাধার স্বহস্ত লিখিত সুশোভন। এই পদ্য করাইল গোবিন্দে দর্শন ॥

বৃন্দাবনে তমালস্ত্বমহং চম্পকবল্লিকা ॥ অগয়োর্নৌ মিথঃসঙ্গোবৃন্দয়ৈব ন চান্যথা ॥

বৃন্দাবনে তুমি, তমাল পাদপ; অমিত চম্পক লতা ॥ তোমাতে আমাতে, মিলন এহোত, মহা সৌভাগ্যের কথা ॥ উভয়ে স্থাবর, গতিহীন কিন্তু, বৃন্দা মিলাইল দোহে। এহেন সংযোগ, বনদেবী ভিন্ন, অন্যথা সুসাধ্য নহে ॥ শ্লোক হেরি মুহুর্মুহু নেত্র যুগ দ্বারে। স্পর্শিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহে তৃষ্ণা সহকারে ॥ হায় আমি শুভময়ী লক্ষ্মীরেব সতত ॥ প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু দুর্ভাগবশতঃ ॥ কিন্তু সুমঙ্গলময়ী পদ্মা শ্রীরাধারে ॥ অদ্যাপি না প্রাপ্ত হৈনু নিকুঞ্জ মাঝারে ॥ হইয়াও শ্যামলাভা মাধুর্য্যের খনি। শ্যামলা রাধার বিরহেতে দুঃখ গণি ॥ নখর বিজিত চন্দ্রাবলী তথাপিহ। ভুঞ্জি চন্দ্রাবলী জয়ী রাধার বিরহ ॥ হায় হায় যদি হেন হৈল সংগঠন। তথাপিহ ক্রমপ্রাপ্ত হেতু অনুক্ষণ ॥ সুললিত বিশাখা নক্ষত্রে সঙ্গে লৈঞা। আসিল বৈশাখ মাস ত্বরান্বিত হৈঞা ॥ সুন্দরী ললিতা আর বিশাখা সহিত। রাধা সঙ্গে না হইনু আমি সম্মিলিত ॥ তেই মহাদুঃখ এহো করে মোরে দান। সতত অস্থির এবে আমার পরাণ ॥ বৈদগ্ধী মণ্ডিত বুদ্ধি-শালিনী রাধার। নিশ্চিত এ শ্লোক হস্ত লিপির আকার ॥ বৈশাখী পুর্ণিমা তবে হইল আগত। সর্ব বিষয়ে কৃষ্ণ হইয়া বিরত ॥ হইল সরলী শিক্ষা পূর্ণ বিলক্ষণ। এতেক ভাবিয়া মনে মাধব তখন ॥ প্রবেশিল আসি এ অরণ্যে গহন ॥ উত্তম মুরলী বাদ্য লীলা প্রকটিয়া। তাসবে কম্পিত কৈল ধৈর্য বিনাশিয়া ॥ মুহুর্মুহু করি তবে মুরলী বাদন। রাধাদি সুন্দরীগণে কৈল আকর্ষণ ॥ সাধারণভাবে সবা সঙ্গে সুনিশ্চয় ॥ রাধাও আসিবে এই কৃষ্ণের আশয় ॥ পূর্বে খগাদির রব শুনি সেই মত। ব্রজ গোপিকার গণ আকৃষ্ট হইত ॥ দুই তিন প্রহর তেমতি রাধারাণী। চিত্রসম রহিল শুনিয়া বেণুধ্বনি ॥ অতঃপর রাধারাণী সখীগণ সনে। প্রবেশ করিল কুসুমিত বৃন্দাবনে ॥ শ্রীবনমালীর তত্র প্রবেশ কারণ। শ্লাঘ্য যুক্ত হইয়াছে এবে বৃন্দাবন ॥ দেখিতে যেন বা ইন্দ্রনীল মণিময়। শৈত্যে যেন যমুনা সলিল সিক্ত হয় ॥ কস্তুরী পরাগ রাগে যেন সুরঞ্জিত। বৃন্দাবন হয় হেন নাসাতে আঘ্রাত ॥ এতেক বিচারি রাধা সতীগণে লৈঞা। প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয়ধ্বনি দিয়া ॥

বিলাস রভসে, নির্জন কাননে, মুরলি বাজায় হরি। এক দুই তিন, চারি পাঁচ ছয়, সপ্ত অষ্ট ক্রম ধরি ॥ ব্রজবধূগণ, যুক্ত বা বিযুক্ত, শ্রেণীবদ্ধ হৈঞা তবে। চৌদিক বেড়িয়া, প্রবেশ করিল, বৃন্দাবনে আসি সবে ॥ সংঘাতে অসংখ্য, ব্রজবধূগণ, কে করে গণনা তার। সবার হিয়াতে, অসীম আবেগ, কৃষ্ণ সঙ্গে মিলিবার ॥ মুরলী বাদনকারী যে বদন, হইতে অতীব সিদ্ধা। নির্গত হইল, গোপীরে মোহিতে কর্ষণী নামক বিদ্যা ॥ সুষমা মণ্ডিত, সেইত বদন, করি তবে দরশন। আহ্লাদে নিমগ্ন হইল চঞ্চল চিত্তা ব্রজ বধূগণ। মিলিত হইয়া তবে ব্রজ বধূগণ করিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ ॥ সহসা হরির সঙ্গ জাত লজ্জাভরে। স্বভাব গোপন করি নমিত কন্ধরে ॥ করিয়া চরণ স্পর্শ সানন্দে অপার। দাণ্ডাইয়া রহিল নয়ন পথে তার ॥ যদ্যপি মুরহরঃপুরতঃ কিঞ্চন ন ব্যঞ্জিতং তাভিঃ। তদপি বিলক্ষণ সেবা প্রথয়দমূষাং বিলক্ষণং ভাবম্ ॥

যদ্যপিহ ব্রজ-সুন্দরীগণ, কৃষ্ণের সম্মুখে তথা। নিজ নিজ মনোবৃত্তি প্রকাশক না কহিল কোন কথা ॥ তথাপিহ সেই, স্থানে কৃষ্ণ ঠাঞি, অবস্থিতি তাসবার। বিলক্ষণ রূপে, করিল সবার, চিত্ত বৃত্তি সুপ্রচার ॥ হেন মতে প্রকাশ করিয়া স্বাভিপ্রায়। গোপ বধূগণ তবে রহিল সেথায় ॥ কৃষ্ণ সেহ বধূগণে করি দরশন। হইল, আনন্দার্ণবে নিমজ্জিত মন ॥ পশ্চাত শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজ বধূগণে। রাধিকার সমকক্ষ নহে হেন জ্ঞানে ॥ নির্জন অরণ্যে মিলিলেও তাসবারে। অস্বীকার কৈল ভঙ্গী বিশেষের দ্বারে ॥ ভবিষ্যৎ কালে অঙ্গীকারের কারণ। করিয়া যেন বা অবধারণ তখন ॥ অসম্মানে আর স্পষ্ট বচনে সবার। বাঞ্ছাপূর্ণ করিবারে কৈল অঙ্গীকার ॥ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তবে ব্রজ বধূগণে। পাঠাইয়া দিল পুনঃ আপন ভবনে ॥ গৃহে প্রেরণের কালে কমললোচন। যেই ভঙ্গী কৈল তাহা করিয়ে বর্ণন ॥ ১৩৪-১৩৬

ময়া স্বভাবান্মুরলী নিনাদিতা, তস্মাদ্ভবত্যঃ কিল সঙ্গতা ইহ।
অতঃ পরীমূর্বত চেৎ পরে জনাঃ, শঙ্কেততঃ সুষ্ঠিতি নাত্র তিষ্ঠত ॥

স্বভাব বশতঃ, বেণু বাজাইনু, আমিত আনন্দ মনে। সে গীত শুনিয়া, তোমরা নিশ্চয়, আইলা এইত বনে ॥ তোমাদের মত, অপর লোকও, এথায় আসিতে পারে। শঙ্কাহয় তেই, না রহিও এথা, শীঘ্র যাহ নিজ ঘরে ॥ ব্রজ বধু সমূহের মানস রঞ্জন। কৈল যথা তাহা এবে করিয়ে বর্ণন ॥ ১৩৭-১৩৯

ব্রজত বত নিবৃত্য দ্রাগ্ ব্রজং নাপ্রতীতিং, কুরুত ময়িন কিংবঃ প্রীতিমপ্যস্মি বেদ্মি ॥ অহহ যদি ন বেদ্মি প্রাণসখ্যস্তদাসাং, ভবদভিমতসিদ্ধিং স্বেন শীঘ্রং দধীত ॥ ১৪০

নিবৃত্ত হইয়া, এই স্থান হৈতে, শীঘ্র যাহ ব্রজ পুরে। সুন্দরীগণ, অবিশ্বাস নাহি, করিহ কেহত মোরে ॥ আমি কি জানিনা, তুমি সব মোরে, করহ যে মহাপ্রীতি। যদি বা না জানি, সবে তবে মোরে, বুঝাহ সে প্রেম রীতি ॥ প্রাণ সখীগণ, নিজাত্মীয়

জানে বাঞ্ছা সিদ্ধি প্রদজনে। এ মোরে স্বীকার, করিয়া তুষিতে, যাহ এবে স্বভাবনে॥ গোপিকাগণের অনুরাগ কৃষ্ণ প্রতি। সংক্ষেপ বচনে কিছু কহিব সম্প্রতি॥ ১৪৫

তৃপ্ত না হইল, করুণ চাহনি, নিক্ষিপ্ত কৃষ্ণের প্রতি। কৃষ্ণের বচনে, তৃপ্ত না হইল, গোপিকাগণের শ্রুতি॥ মোহিত নাহিক, হইল নাসিকা, অঙ্গগন্ধে হৈঞা লিপ্ত। মানস সেহত, অর্পিত হইল, কিন্তু না হইল তৃপ্ত॥ যহ্যর্ঙ্গক্ষেত্যাদি ভাগবতে। শ্লোক ব্যক্ত হৈলতেই শুকের মুখেতে॥ রাধা কিন্তু তথা দুই প্রহর সময়। চৈতন্য বিলোপে দুঃখ পাইল সাতিশয়॥ সচেতন করিবারে তার বন্ধুগণ। ব্যর্থ হৈল সর্বোপায়ে করিয়া যতন॥ পৌর্ণমাসী তবে শীঘ্র বৃন্দার সহিত। বার্ত্তা পাঞা সেই স্থানে হৈল উপনীত॥ নিকটে আসিয়া করি রাধারে দর্শন। মহাকষ্ট বোধে তবে কহিছে বচন॥ মোর মনে লয় যদি এইত রাধারে। একাকিনী মোর পর্ণ কুটির মাঝারে॥ প্রহরেক কাল মাত্র করহ রক্ষণ। প্রতীকারে তবে আমি করিয়ে যতন॥ ক্ষণ পরে শ্রীরাধার জ্ঞান উপজিল। সম্মতি হইল কষ্টে কুটিরে আসিল॥ অতঃপর সাতিশয় আবেশের ভরে। মঙ্গল জন্মিল পৌর্ণমাসীর অন্তরে॥ শ্রীমধু মঙ্গলে তবে করিয়া প্রেরণ। সাঙ্গ ধরে সেই স্থানে কৈল আনয়ন॥ আনিয়া করিল পূজা আসনাদি দ্বারে। কহিতে লাগিল মৃদু হাস্যে তিরস্কারে॥ যাহা করিয়াছ তুমি করিলা সুন্দর। সম্প্রতি কি প্রতীকার দেহত উত্তর॥ লজ্জাভরে কহে কৃষ্ণ তাহা কি প্রকার। কেমনে করিব কহ আমি প্রতীকার॥ পৌর্ণমাসী কহে মোরা কাতর অপার। নিরাময়ে কহ বার্ত্তা নাহি মোসবার॥ কিন্তু নিজ বিগ্রহের মধুর পরশে। শ্রীরাধার মূর্ছাদূর করহ বিশেষে॥ কৃষ্ণ কহে সেইত শ্রীরাধা কেবা হয়। সপ্রণয় রোষে মধুমঙ্গল কহয়॥ ১৪৬-৪৭

অন্তরে বসতি যস্য চঞ্চলা, জ্ঞায়তে ন জলদেন তেন চেৎ।
ব্যক্তিমীযদপি তর্হি সঙ্গতা, গোপ্যতে কিমিতি সা মুহুর্মুহুঃ॥ ৪৮

চঞ্চলা সতত, বিরাজ করয়ে, যার অভ্যন্তর মাঝে। সেই মেঘ যদি নাহিক জানয়ে, কে তার মাঝারে আছে॥ তবেত ঈষৎ, বেকত হইলে, গোপন সম্ভব হয়। কিন্তু মুহুর্মুহুঃ, হৈলে সে বেকত, কেমনে গোপনে রয়॥ পৌর্ণমাসী মধুমঙ্গলের মুখ হেরি। কৃষ্ণ মুখ নিরখিল মৃদু হাস্য করি॥ কৃষ্ণ কহে এই বটু শ্রীমধু মঙ্গল। বায়ু রোগগ্রস্ত হেতু অত্যন্ত চঞ্চল॥ তেইত করুক মিথ্যা জল্পনা অপার। মিথ্যা বাক্য লাভ মাত্র অসভ্য জনার॥ তোমার আদেশ অবতার যোগ্য নয়। নিযুক্ত করহ উপযুক্ত যাহা হয়॥ বৃন্দা কহে গোকুলের রক্ষক সবার। বিলক্ষণ লক্ষ্মী যাহা শোভে অনিবার॥ সেই লক্ষ্মী রাধা যদি স্পরশে তোমার। বাহ্যজ্ঞান লভে তবে কিবা ক্ষতি আর॥ হায় হায় কি কহিব তোমারে মাধব। তুমি নিজে অবগত আছ এই সব॥ ১৪৯

কৃষ্ণ! চেদ্বত! রাধায়ামুদাসীনো ভবানপি। উদাস্য কিমহং তত্র কঠোরহৃদয়া ব্রুবে॥

হায় হায় কৃষ্ণ, উদাসীন তুমি, হও যদি রাধা প্রতি। হও তবে আর, কি বা কথা আমি, কহিব ওহে শ্রীপতি। তোমার ঔদাস্য, হেরিয়া এমোর, কঠোর হইল হিয়া। দুর্বাক্য প্রয়োগ, যুক্ত নহে তেই, রহিনু নির্বাক হৈঞা॥ ক্ষণেক নির্বাক রহি বৃন্দা

পুনর্বার। কহিতে লাগিল চিন্তি চিত্তে আপনার॥ সাতি শ্রীর্ভবতাভ্যাজি শ্রীবক্ষা ন ভবাংস্ত্বয়া। বয়ন্তু সরলা যুগ্মে যুগ্মং রোদ্ধুং ন শক্নুমঃ॥ ১৫০

সেইত রাধিকা, রমাকে জিনিল, আপন সুষমা দ্বারে। শ্রীরক্ষা হইবে, তুমিত কেমনে, যদি ত্যাগ কর তারে॥ মোরাত সরলা, মিলন বিষয়ে, নাহিক কোনও বোধ। তুমি আর রাধা, যুগলে মিলিলে, করিতে না পারি রোধ॥ শুনিয়া বৃন্দার বাক্য শ্রীকৃষ্ণ তখন। বসিয়া রহিল করি মৌনাবলম্বন॥ পৌর্ণমাসী কহে ওহে ব্রজের জীবন। মৌনে আছ কেন বাক্য না করি রক্ষণ॥ অধর্ম কেবল অত্র মর্মভেদী হয়। তেই মৌনে আদি কৃষ্ণ হেন কথা কয়॥ পৌর্ণমাসী কহে আমি সব তথ্য জানি। অধর্ম স্বীকার কৈহু ইথে নাহি হানি॥ অধর্ম তোমার স্পর্শে ধর্মে গণ্য হয়। হউক তোমার ধর্ম বৃদ্ধি সাতিশয়॥ কৃষ্ণ কহে অঙ্গ স্পর্শ প্রদান ব্যতীত। অন্য কিছু কহ এবে করিয়া নিশ্চিত॥ বৃন্দা কহে কহিলাত উত্তম বচন। শ্রীরাধারে তবে তুমি করহ দর্শন॥ পরম গুণের পাত্র তুমি মহাশয়। তোমার দর্শনে যদি কার্য সিদ্ধি হয়॥ তবে আর অন্য কার্যে কিবা প্রয়োজন। মোরা বা কিসের তরে করিব প্রার্থন॥ ১৫১-৪২

দেহেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি প্রাণাদীনাং প্রিয়ং প্রিয়ে। ত্বদনাদরভাজো মে জাতং সর্বমনাদৃতম্॥

দেহেন্দ্রিয় মনো বুদ্ধি প্রাণ আর, প্রিয় মোর কলেবর। সব অনাদৃত, হয় প্রিয়ে যদি, করি তোমা অনাদর॥ রাধার উদ্দেশে তবে আপনার মন। করিতে লাগিল কৃষ্ণ এহেন চিন্তন॥ অন্তরে লালসা কিন্তু বাহে অতঃপর। মৌনাবলম্বন করি রহিল নাগর॥ শ্রীমধুমঙ্গল তবে প্রসারিয়া কর। কৃষ্ণ কর পদ্ম ধরি হৈল অগ্রসর॥ কুটিরের সন্নিকটে কুঞ্জগৃহ মাঝে। বন্ধুরে করিল আনি স্থাপন অব্যাজে॥ তৎ পরিসর ভূমে বৃন্দারে রাখিয়া। পৌর্ণমাসীরে তবে বাহিরে আসিয়া॥ স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া অতঃপর। দেখিতে লাগিল সব শুরুর সোসর॥ নিকুঞ্জ মাঝারে বৃন্দা বাক্য ভঙ্গী করি। কহিতে লাগিল শুন রসরাজ হরি॥ ১৫৩-৫৮

ইন্দুরিন্দুভ্রমং যাতি দর্পণঃ প্রতিবিম্বতাম্। মোহং পদ্মালয়াযত্র কৃষ্ণ তন্মুখমীক্ষ্যতাম্॥

যে মুখ দর্শনে, ইন্দুর হিয়াতে, ইন্দুভ্রম উপজয়। চারু চিক্যের দর্পণ, প্রতিবিম্ব ভাবি মানে নিজ পরাজয়॥ সুষমা দর্শনে, মোহ প্রাপ্ত হয়, নারায়ণ পত্নী রমা। দেখহে মাধব, সেই রাধা মুখ, সৌন্দর্য্য মাধুর্য সীমা॥ কৃষ্ণ হৈঞা সরোমাঞ্চ সজল নয়ন। করিতে লাগিল রাধা মুখ দরশন॥ সেইত কাহিনী রাধাসখী সমুদয়। অদ্যপিহ বৃন্দাবনে কীর্ত্তন করয়॥ তাং রহসি গতাং কিসলয় শয়ন শয়ানাম্। হরিরালোকত নিজ মুরলী কল কলয়াচিত্রিতভানাম্॥ মানিজবদামৃত রুচিনাত্তন্মুখরত্নমজস্রম্। বহুল মসিস্রবদিহ যদ্‌ভাতং প্রতিপদ সম্পত্তদস্রম্॥ যস্যাহৃদয়ং স্বান্তরমহৃতং কায়ং ভজ দবকলিতম্। বহিরপি মং প্রতিবিম্ব ব্যাজাদ্ব্যানশ্রাত্মনি বলিতম্॥ যস্যাং দোষ ত্রয়মিতি মতিভিঃ প্রত্তং কুঙ্কুমরাগম্। মেনে মুররিপুমথ সাক্ষা দব যাতং হৃদ্‌গত রাগম্॥ যাঃ পশ্যন্ স তু সাত্ত্বিকভাবং দধদপি চিত্তবিকারম্। ভেজে যত্র প্রতিকৃতিরুদপি প্রতিকৃতি রিতি চ বিচারম্॥ সময়া প্রতিকৃতি ভ্রমমাগাদেবং ভাবনাশালী। ভাবপরীক্ষণ

কৃষ্ণে কৃত কোহ পেত্যোমিন্দ্রজালী ॥ তদপি চ যত্র স্পৃহয়নথ যামেনাং মেনে রাধাম্।
বৃন্দা যাঞ্চাং প্রত্যাচষ্ট চ যধদপি দুঃখাদ্বাধাম্॥ স পুনর্বস্থা হেতোঃ শোচন ব্যাজিত
বৃন্দাবননম্। বিদধে যদ্ হৃদি নিজপদপল্লবর্মাভিতো জীবনজননম্ ॥ ১৫৯-৬৪

বিরহ সন্তাপে, তাপিত রাধিকা, সন্তাপ বিনাশ তরে। নির্জনে, আসিয়া শয়ন করিয়া, কিশলয়শয্যা পরে ॥ কৃষ্ণের মুরলী কাকলী কলাতে, চিত্র বর্ণা রাধিকারে। দেখিল মাধবে, দুই নেত্র তার, অশ্রু ঝরে শতধারে ॥ যেবা নিজ মুখা মৃত রুচি দ্বারে, কৃষ্ণের বদন নিধি। অজস্র ধারাতে, শ্রবিত করিয়া, রচে নেত্র বরি নিধি ॥ অন্তরে যাহার, ভজে প্রতিষ্ঠিত, কৃষ্ণ মূর্ত্তি সমাদরে। বাহিরেও তাহা, প্রতি বিম্বদলে, সর্বত্র বেকত করে ॥ বাত পিত্ত কফ, ত্রিদোষ আক্রান্ত, ভাবিয়া যাহার দেহ। ত্রিদোষ নাশক, কুঙ্কুম পঙ্কেতে, রঞ্জিত হইল সেহ ॥ মুরারি এতেক, হেরিয়া মানিল, এ নহে কুঙ্কুম রাগ। ধনির এযেন, সাক্ষাতে প্রকট, হৃদয়ের অনুরাগ ॥ যাহারে দেখিয়া, সাত্বিক বিকারে, গ্রস্ত হইয়াও হরি। চিত্তের বিকৃতি, লাভ কৈল প্রতিকারেও সামর্থ্য ধরি ॥ রাধার বিগ্রহ, এইত সাক্ষা, কিংবা প্রতিকৃতি তার। এহেন বিচার, উদয় হইল, চিত্তমাঝে বারম্বার ॥ সমীপে এইত, রাধার উদ্দেশে, মোর ভাব পরীক্ষিতে ॥ কৃত্রিম মায়াবী, অনৈপুণ্য হেতু, সেই ভ্রান্তি লাভ ইথে ॥ এহেন ভাবনা, করিয়া হৃদয়ে, সাক্ষাতে রাধারে হেরি। প্রতিমা বিভ্রমে, পড়িল তবেত. নিপুণ মায়াবী হরি ॥ তথাপি হিয়ার, মাঝারে নিশ্চিত, তাহারে মানিয়া রাধা। বৃন্দার প্রার্থনা, প্রত্যাখ্যান কৈল, পাইয়াও দুঃখে বাধা ॥ পুনরায় যার, লাগি শোক করি, বৃন্দার কপট বাণী। স্বীকার করিয়া, যার বক্ষে নিজ, শ্রীপদ পল্লব খানি ॥ স্থাপিয়া জীবন, জনন স্বরূপ, মূর্চ্ছা বিদূরিত করি। সেইত রাধার, হিয়াতে ধরিল, রসিক নাগর হরি ॥ উভয়ের হেরিয়া বিচার দুর্নিবার। প্রার্থিত -বিষয় বৃন্দা মাগে আরবার ॥ রাধিকা সুন্দরী ব্রজ যুবরাজ প্রতি। হয়েত নিশ্চিত সাতিশয় প্রেমবতী ॥ হন্ত কৃষ্ণ তব যৌবন স্থিতৌ,
ভোগতর্ষমনুমায়তন্ময়ম্। দুঃখমাত্মনি বিকৃষ্য সন্তত, স্বীয়শর্ম বিজহারিয়ং রমা ॥ ১৬৫

হায় হে মাধব, তোমার উজ্জ্বল, যৌবনস্থিতির তরে। এইত রাধিকা, কতনা বিরহ, ব্যথা অনুভব করে ॥ যৌবন স্থিতিতে, ভোগময় তৃষ্ণা, বিরহে বাধিত হৈঞা। পরম বিষাদে, আপ্লুত কর্য়ে. মাধব তোমার হিয়া ॥ হেন অনুমানে, তোমার সে দুঃখ, স্বচিত্ত মাঝারে আনি। পরিহরে সদা, নিজ সুখ সেই, ব্রজরমা রাধারাণী ॥ তুমিহ এতেক জানি রাধার কারণ। বেণু বাদনাদি কার্য্য করহ সাধন ॥ অতএব করি কিছু তোমার সদন। মনোযোগ সহ কৃষ্ণ করহ সাধন ॥ গদগদ স্বরে বৃন্দা কহে কৃষ্ণ ঠাঁই। কি করিতে পারি আমি বোলহ বুঝাই ॥ বৃন্দা কহে হস্ত তব রাধা বক্ষোপরি। স্থাপন করহ মোর সন্নিধানে হরি ॥ কৃষ্ণ কহে এহ অতি অনুচিত হয়। তবে তব পাদপদ্ম রাখ বৃন্দা কয় ॥ এত শুনি কৃষ্ণ মৌনভাবেতে রহিল। চরণে পড়িয়া বৃন্দা কহিতে লাগিল ॥ হায়রে বিলম্ব আর না করিহ হরি। এত কহি দুঃখে ব্যগ্র বৃন্দা আগুসরি। কৃষ্ণ হস্ত পদ মধ্যে ধরি একেতর। স্থাপন করিল রাধা বক্ষের উপর ॥ সেইক্ষণে কৃষ্ণ

কম্প সম্পত্তি লভিয়া ॥ বিবশ হইল পাদপদ্ম স্পর্শ দিয়া ॥ মৃতসঞ্জীবনী লতা পল্লব কোমল। স্থাপনের মত দিব্য কৃষ্ণ-পদতল ॥ একদেশ স্পর্শমাত্র রাধিকা তখন। নেত্রপুট মেলি কৈল কৃষ্ণে দরশন ॥ সুভ্রুবোমুররিপোশ্চ দৃগ্দ্বয়ং বিম্বদন্তমদিশৎ পরস্পরম্। শোভয়া ব্যতিবিলোভতঃ স্ফুটং, তারমুষ্য পরিবৃত্তিমৈচ্ছতাম্ ॥

শ্রীরাধামাধব, দোহার নয়ন, নয়নে পতিত হৈল। নেত্রদ্বয় বিম্ব, প্রতিবিম্ব দন্ত, অন্যোন্যে ধারণ কৈল ॥ সুষমা মণ্ডিত, উভয় বিগ্রহ, নিরখিয়া পরস্পরে। দর্শন লালসা, বাড়িল দোহার, বিলাস বিবর্ত্ত ভরে ॥ আপন মাধুর্য্য, নয়নে আপন, আস্বাদিত নাহি হয়। বাঞ্ছিল তেঁইত; শ্রীরাধামাধব, নেত্র দ্বন্দ বিনিময় ॥ বৃন্দাদির ঠাঁঞি কৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া। নির্গত হইয়া শিরঃবস্ত্রে আচ্ছাদিয়া ॥ পৌর্ণমাসী পদে ভব প্রণাম করিয়া। গোচারণ স্থলে যাত্রা কৈল গুণধাম ॥ চলিতে না পারে অঙ্গ ভাবে টলমল। অস্থলে কুস্থলে পড়ে চরণ যুগল ॥ চলন কৌতুকী মধু মঙ্গলের করে। কর দিয়া আইল বয়বর্গের গোচরে ॥ তৎকালে রাধিকা যেন স্বপ্ন নিরখিয়া। গাত্রোত্থান কৈল দুঃখে পরিপূর্ণ হিয়া ॥ অস্পষ্ট ভাবেতে তবে কান্দিতে লাগিল। সমাদরে বৃন্দা তারে সান্ত্বনা করিল ॥ সান্ত্বনা বাক্যেতে কিঞ্চিত প্রবোধ পাইয়া। পৌর্ণমাসী দেবী পদে প্রণাম করিয়া ॥ বৃন্দাসহ ললিতাদি সহচরীগণে। মিলিত হইয়া পুনর্বার পূর্ববনে ॥ অপরাহ্নে ব্রজ মধ্যে করি আগমন। করিতে লাগিল দুঃখে সময় যাপন ॥ কিন্তু তদোবধি সেই অন্যোন্যে পরশ। উদ্রিক্ত করিল পুনঃ স্পর্শের লালস ॥ একবার সেই সুখ সম্ভোগ করিয়া। ক্ষণমধ্যে তাহে পুনঃ বঞ্চিত হইয়া ॥ মহাকষ্টে সুবিস্তৃত দুঃখ সাতিশয়; অনুভব কৈল রাধা সেইত সময় ॥ ধেই সুখ নিজে মাত্র অনুভব হয়। কদাপিহ অন্যজনে নিবেদ্য সে হয় ॥

তয়োর্যাবস্থাসীদ্ব্যতিমিলনশর্ম প্রশজাতি। কবিঃ কোবাতাং স্যাৎ কবয়িতুমিহ স্বল্পকমপি ॥
যয়া কাশ্মীরং তৎপতিতমপিপারম্পরিকম্ প্যাহোপৌলিন্দীনামপি তদিব শশ্বদ্যতনুত ॥

বিলাস রভসে, যে দোহার দেহ পতিত কুঙ্কুম রাগ। নিরখি পুলিন্দী, গণেরও চিত্তে, উপজিল অনুরাগ ॥ অন্যোন্যে মিলন, সুখ আস্বাদিতে, নির্জন নিকুঞ্জে মিলি। যে অবস্থা হৈল. সেইত দোহার, করিয়া সম্ভোগ কেলি ॥ অত্যল্পমাত্রও, সেইত অবস্থা, বর্ণন করিতে পারে। এহেন কবিত্ব, শক্তিধারী কবি, কেবা আছে এ সংসারে ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম প্রাপ্ত কুঙ্কুমের চূর্ণ। অরণ্যের তৃণোপরি হইয়া বিতীর্ণ ॥ দোহার সম্ভোগ চিহ্ন প্রচার করিল। পুলিন্দীগণের অঙ্গে অলঙ্কার হৈল। অন্য ধন্যগণের পূর্বের মত আর। অনুভব মতে হৈল কবিত্ব প্রচার ॥ পূর্ণাঃপুলিন্দ্য ইত্যাদিক শ্লোক মাঝে। ব্যক্ত হৈঞা ভাগবতে জগতে বিরাজে ॥ এতদ্বিষয়েও হেন মত সাতিশয়। শ্লোকাকারে অভিমত পরিদৃষ্ট হয় ॥ ১৬৬-১৭৪

আস্তাং সাদয়িতা যদীয় কুচযুক্ শ্রীকুঙ্কুমং তদপদং প্রাপ্তং তত্তৃণমপ্যহো বিজয়তাং সাক্ষাত্তু তৎ সঞ্জিযৎ। স্মত্তঅস্তু পুলিন্দ জাতি সুদৃশাং ভাগ্যং চ দূরে স্থিতংযাস্তৎ প্রাপ্য নিজাঙ্গ লেপন সুখাদাসেদিরে পূর্ণতাম্ ॥

সেই প্রিয়তমা, শ্রীমতী রাধার, প্রসঙ্গ রহুক দূরে। যার স্তন লিপ্ত, শ্রীকুঙ্কুমরাগ, বিরাধ রভস ভরে॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রলিপ্ত হইয়া, তৃণে নিপতিত হৈল। সে সৌভাগ্যে তৃণ, সেহত পরম, উৎকর্ষতা লাভ কৈল॥ কৃষ্ণপদ সঙ্গী, সে কুঙ্কুম লভি, পুলিন্দ রমণীগণ। নিজাঙ্গে লেপনে, সুখে কৃতার্থতা, লাভ কৈল সর্বজন॥ পুলিন্দীগণের, সৌভাগ্য সেহত, দূরে রহু মোসবার। কি আর কহিব, শ্রীমতী রাধার; সৌভাগ্যের কথা আর॥ অতঃপর প্রসঙ্গ করিতে সমাপন। কহিতে লাগিল তত্র কথক তখন॥

স ঈদৃক্ প্রণয়ীলব্ধস্তয়া রাধে পুরাতু যঃ। নানা মনোরথং চক্রে রথবত্তবদাপ্তয়ে॥

এহেন প্রণয়ী, প্রাপ্ত হৈলা রাধে, যেবা পূর্বে প্রেম ভরে। রথের মতন, নানা মনোরথ, কৈল তোমা প্রাপ্তি তরে॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূ মহু কুমারী বস্ত্রহরণ সুকুমারী সমস্ত কর্ষণমেবাবিংশং পূরণম্।

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব, আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা গর্ব হর॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধার মন, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাস॥

দ্বাবিংশং পূরণম্ ☐ যজ্ঞপত্ন্যন্নভিক্ষা

প্রভাতকালীন কথা প্রসঙ্গে প্রভাতে। মধুকণ্ঠ অত্যুৎকণ্ঠ হইয়া সভাতে। অনুরূপ লীলা বোধ করিতে লাগিল। শ্রীমদ্ভাগবতে শুক যেমতি বর্ণিল॥ সেই প্রবন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া। কথারম্ভ করিল মঙ্গল আচরিয়া॥

গাম্বকাম্যকমদ্রি ধাতুরুচিযুক্ কুর্বন্ ব্রজং দক্ষিণং, বর্ম্মর্ত্তৌ ধবলানি থর্বশতত্তৃড্ নির্জিষ্ণু কৃষ্ণান্ ব্রজন্। বৃক্ষান্ সুষ্ঠু পথি স্তুবন্ ধবলয়া পীতাঙ্ক কৃষ্ণাং পিবন্, ক্ষুদ্ব্যাজাদধি যজ্ঞপত্নি করুণাকারী হরিঃ পাতুনঃ॥

দক্ষিণে রাখিয়া, গৈরিক শোভিত, ব্রজভূমি গোচারণে। একদা মাধব, নিদাঘ ঋতুতে, পশিল কাম্যক বনে॥ নিখর্ব শতেক, সংখ্যক ধেনুর, তৃষ্ণা নিবারিতে পারে। এহেন যমুনা, নদীতে চলিল, সখাগণ সহকারে॥ পথে পথে যত, বৃক্ষ নেহারিল, সবারে মধুর ভাবে। স্তব স্তুতি করি, চলিল মাধব, ফল পাইবার আশে॥ যমুনাতে যাঞা, শীতল সলিল, পিয়াইঞা ধেনুগণে। সখাগণ সঙ্গে, নিজে পান করি, চলিল পুনশ্চ বনে॥ যজ্ঞপত্নীগণে, করুণা করিল, ক্ষুধার ছলনা করি। মোসবারে রক্ষা করুন সতত, করুণাকারী সে হরি॥

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো যশোদা নন্দনন্দনঃ। বৃন্দাবনোদ্গতোদূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ॥

শ্রীযশোদা আর, নন্দের নন্দন, পরিবৃত গোপগণে। বৃন্দাবন হৈতে, দূরে প্রবেশিল, রাম সঙ্গে গোচারণে॥ নিদাঘাতপেতিে গ্মাচ্ছায়াভিরাত্মনঃ। আতপত্রায়িতাম্ বীক্ষ্যদ্রুমান্মিত্রাণ্যভাষত॥

তীক্ষ্ণ সূর্য্যতাপে, দগ্ধ হৈঞা গ্রীষ্মে, নিজ নিজ ছায়া দ্বারে। ছত্রসম করি, হেরি বৃক্ষস্থানে, কহে মিত্র সবাকারে॥ সুমধুর স্বরে কৃষ্ণ তবে সখাগণে। মেঘধ্বনি সম গুরু গম্ভীর বচনে॥ করিয়া পরমানন্দ দান সেইক্ষণ। মুখ্য মুখ্য মিত্র কৈল অগ্রে আনয়ন॥

হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জুন। বিশাল বৃষভৌজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ॥

ওহে স্তোক কৃষ্ণ, অংশু বরূথপ, হে শ্রীদাম হে সুবল। তেজস্বী বৃষভ, ওহে দেবপ্রস্থ, হে অর্জুন হে বিশাল॥ করিয়া অমৃতরসে সিক্ত বন্ধুগণে। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ কৌতুক বচনে॥ মোরে সুখী করি এই পাদপ নিকর॥ অবস্থান করিতেছে এ মোর গোচর॥ তেই তুমি সব করি এসবে দর্শন। পৃথক পৃথকভাবে করহ স্তবন এতেক শুনিয়া সবে হাস্য ভরে কয়। তুমিত উৎপন্ন কর সবার বিস্ময়॥ তেই করি মণ্ডলের গণ্ডের ভূষণ। হৈঞা তুমি বিরাজিত আছ অনুক্ষণ॥ অতএব নিজে তুমি করহ বর্ণন। হাস্যভরে কহে কৃষ্ণ করহ শ্রবণ॥ ৫-৮

এতেন্মোজ্জত এব কিন্তু গুণতোহপ্যদ্ধা মহান্তো মতা যত্তাপাদিনিবারণৈঃ স্বকপুষা জীবানবন্তঃ স্থিতাঃ। এষামেব চ জন্ম যত্ন ফলকন্দ্ স্তেত তচ্চেখমপ্যহধ্বং যদশেষজীবনতরা রাজন্ত্যমী সর্বতঃ॥ ৯

এই যে হেরিছ, পাদপ নিকর, কেবলে দেহেতে নয়। গুণেও নিশ্চয় জানিহ সবাই, মহান্ত সম্মত হয়। নিজ দেহে পর তাপ নিবারিয়া, রক্ষা করি জীবগণে। অবস্থান করে জীবের মঙ্গল, বিতরিতে এ ভুবনে॥ এই তরু জন্ম, সফল বলিয়া, দৃষ্ট হয় অনুক্ষণ॥ এহোত জানিহ, অশেষ জীবের, জীবন এ তরুগণ॥ ১০

ফলৈঃ পুষ্পৈশ্ছায়া-ছদন সমিদাদ্যৈশ্চ তরবঃ স্বভাবা দ্বিশেষামুপকৃতিবিধা ধন্যতনবঃ। নরাঃকর্হ্যপ্যেকে ব্বিধিবশতয়া তৎকৃতিকৃতস্ততো ভক্তাঃ পূর্বে স্বকৃতমনুভাক্তাঃ কিল পরে॥

পত্র পুষ্প ফল, ছায়া ও কাষ্ঠাদি, স্বভাবতঃ বিতরণে। সবাকার করে, উপকার এই, ধন্য তনু তরুগণে॥ কোন কোন লোক, সৌভাগ্যবশতঃ, এইত বৃক্ষের প্রায়। সবাকার সদা, করি উপকার, ধন্য হয় এ ধরায়॥ তেই পূর্ব প্রোক্ত, বৃক্ষ সমপুণ্য, যে করে সে ভক্ত হয়। কৃত্রিমোপকার, যেবা করে তারে, সর্বলোকে ভাক্ত কয়॥ অত্র বৃন্দাবনে বাস করে তরুগণ। চিন্ময় বস্তুতে হয় সবার গণন। স্তুতির অতীত হয় এহো সমুদয়। এই গূঢ় অভিপ্রায় কৃষ্ণের নিশ্চয়॥ এত শুনি মৃদু হাস্যে কহে বন্ধুগণ॥ কবিকুল চক্রবর্তী তুমি একজন॥ অতএব মোসবারে মঙ্গলের তরে। যাহই কহিবে তাহা শুনিব সাদরে॥ তাহাই হইবে সুপ্রশস্ত শুভঙ্কর। নিশ্চয় হইবে সর্বজয়ী নিরন্তর।

বাচো যুক্তি পটুর্যত্র ত্বং বদাবদতাং গতঃ। বাচস্পতিশ্চ তত্র স্যান্ন বাচঃ পতিরণ্বঃপি।

উক্তি প্রত্যুক্তিতে, তুমি হে মাধব, নৈপুণ্য লভিলা যথা। বাচস্পতি নহে. বাক্য পতি তত্র, কহিতে না পারে কথা॥ এত শুনি মৃদু হাস্য ভরে কৃষ্ণ কয়। যাহাত কহিলা সবে সব সত্য হয়॥ কালে অনুভব কিছু হইবে সবার। এত কহি চলিতে লাগিল পুনর্বার॥ নানা সুখদানকারী পাদপ নিকরে। শোভিত বনের পথে মহাতৃষ্ণা ভরে॥ মিহিরকন্যার তীরে স্নান পান তরে। উপনীত হৈল কৃষ্ণসহ পরিকরে॥ ১১-১৪

ব্যঞ্জন্ভিঘ্ন্ প-শংসনস্ববচনং যজ্ঞাঙ্গনা তু গ্রহং চাত্মীয়াগমি ভোজ্যবর্ত্ম স যদা সন্ত্যজ্য কৃষ্ণাং গতঃ। তর্হি স্বচ্ছতরা হিমাঃ শুভকরাঃ স্বাদুরপঃ পীতবানস্যানাং নিকরস্ততঃ স্বয়মপুর্গোপালকাশুন্মুখাঃ॥ ১২

পাদপগণের, স্তুতি প্রকাশক, স্বকীয় বচন আর। যজ্ঞ পত্নীগণ, প্রতি অনুগ্রহ, করি তবে সুবিস্তার॥ আত্মীয় স্বরূপ, বয়স্যগণের, ভোজ্যমিলে যেই স্থানে। সেই পথ পরিহরি স্ববে আইল, কৃষ্ণ কৃষ্ণা সন্নিধানে॥ তৎ কালে শীতল, স্বচ্ছতর স্বাদু, শুভকর বারি পিঞা। তীরে উপবিষ্ট, হৈল গাভীগণ, সুস্থির হৃদয় হৈঞা॥ দলের প্রধান, কৃষ্ণ তবে নিজে, লইয়া রাখালগণে। যমুনার বারি, অঞ্জলি ভরিয়া পান কৈল প্রীতমনে॥ তবে স্তোককৃষ্ণ প্রমুখাদি বন্ধু সব। করিয়া কৃষ্ণের ক্ষুধা চিত্তে অনুভব॥ নিজেও অত্যন্ত খাদ্য বস্তু প্রাপ্তি তরে। বাসনা প্রকাশ কৈল কৃষ্ণের গোচরে॥ বহু ফলশালী উচ্চ পাদপ নিকর। পরিত্যক্ত হৈল দূরে বনের ভিতর॥ ব্রজেশ্বরী যেই খাদ্য দ্রব্য সমুদয়। প্রত্যহ প্রেরণ করে মধ্যাহ্ন সময়॥ সেই দিন ভৃত্য অতি বিলম্ব করিল। অতএব খাদ্য দ্রব্য নাহিক আসিল॥ সবাই বুঝিল শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়। খাদ্যভাবে চিন্তা হৈল সবার হিয়ায়॥ তথাপি বাঞ্ছিত কার্য্যে মিত্র সবাকার। সপ্রেম ঔৎসুক্য ছিল চিত্তের মাঝার॥ কৃষ্ণ কৃত ভোজন পথের প্রবঞ্চন। সূচনা করিয়া সেই বয়স্যের গণ॥ কথাকল চালনা করিয়া অতঃপর। খাদ্যবস্তু মাগিল শ্রীকৃষ্ণের গোচর॥ ১৬-১৭.

রাম! রাম! মহাবাহো! কৃষ্ণ! দুষ্টনিবর্হণ। এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথ॥

রাম রাম মহাবাহু তুমি আর, দুষ্টান্তক মুরহর। ক্ষুধাতে কাতর, কৈল মোসবারে, ক্ষুধা শান্তি শীঘ্র কর॥ মৃদু হাস্যে কহে কৃষ্ণ দেখ বিদ্যমানে। আছয়ে অশোকবন অদূরে এস্থানে॥ ঘন সন্নিবিষ্ট পথ দৃষ্ট নাহি হয়। ফলসেহ ভোজনের উপযুক্ত নয়॥ কোথা বা লভিবে খাদ্য এইত নির্জনে। ক্ষুধায় কাতর যদি হইলা এক্ষণে॥ তবেত তবেত নিকটবর্ত্তী এই পথ দ্বারে। গমন করহ যজ্ঞশালা দেখিবারে॥ হইলেও সন্নিকটবর্ত্তী সেই সব। নদীবক্র তাতে হয় দূর অনুভব॥ এথা হৈতে দক্ষিণে মথুরাপুরী আছে। তদুত্তরে যজ্ঞশালা দেখিবে বিরাজে॥ কর্ম্মীজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া পরিহার। করিবে কর্ম্মঠ বিপ্রগণে নমস্কার॥ মোর আর্য্য বলদেব আর মোর নামে। অন্ন ভিক্ষা করিবে যাইয়া সেই ধামে॥ সহনশীলতা ভিক্ষুকের আভরণ। এই শিক্ষা চিত্তে কিন্তু করিহ ধারণ॥ এতশুনি তার মধ্যে সখা কতিপয়। মিলিত হইয়া যাত্রা কৈল সে সময়॥ তাসবার গতাগতি দর্শনের তরে। বসিয়া রহিল কৃষ্ণ উচ্চ নদীতীরে॥ ১৮-২০

সৌরভ্যং ধূমধারা যজুরনুপঠনং শুভ্রশালা দ্বিজানাং গত্যাগত্যাদিচেষ্টা শুভ ঘৃতহুতভুবেদিভাগৃত্বিজশ্চ। গত্বা নত্বাপ্যভীক্ষ্ণং পুটিত-করতয়া নাদরেঽপ্যস্থুরেতে যস্মাদ্‌ব্রহ্মণ্য দেবস্বতুলিতসুহৃদঃ কিন্থিদং মাং তুনোতি॥ ২১

হোমের সৌরভে, বাসিত পবন, যেথামন্দ মন্দ বহে। ধূম্রের প্রবাহে, পাদপ নিকর সতত আবৃত রহে॥ যজুর্বেদ পাঠ, করে বিপ্রগণ, শুভ্রবর্ণ গৃহরাজে। গতায়াত নানা চেষ্টা করে কোন, কোন বিপ্র নানা কাজে॥ শুভ যুক্ত অগ্নি, জলে দাউ দাউ, বেদিস্থিত হোতৃগণ। বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া আহুতি, দান করে অনুক্ষণ॥ সেথায় যাইয়া, রাখালের গণ, বারম্বার নমস্করি। দাণ্ডাইয়া অনাদরেও রহিল, নত মাথে কর জুড়ি॥ ব্রহ্মণ্য দেবের, আত্মতুল্য হয়, সেই সব সহচর। কথক এ মোর, চিত্তে লাগে ব্যথা, স্মরিয়া

সে অনাদর॥ পত্রপুষ্প ফলাদিতে বিরচিত বেশ। আকৃতি প্রকৃতি আর স্বভাবে বিশেষ॥ তাসবারে গোপজাতি দৃঢ়জ্ঞান করি। ব্রাহ্মণত্ব গর্বরূপ পর্বত উপরি॥ বসিয়া রহিল সবে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হৈঞা। বিপ্রগণ স্বর্গলোকে দৃষ্টি প্রসারিয়া॥ তথাপিহ সখাগণ ক্ষুধাতে কাতর। কৃষ্ণের অবস্থাচিন্তি আপন অন্তর॥ সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া পুনরায়। অন্ন ভিক্ষা কৈল স্বয়ং সদৈন্যে তথায়॥ ২২

হুং ফট্ শ্রৌষড় বৌষড়িত্যেবমাদ্যাঃ, শব্দাযস্মিন্ন কচিৎ কৃষ্ণমুখ্যাঃ।
তস্মিংস্তেষাং কিং রুচিঃ স্যাৎ পরস্তু, শ্রীকৃষ্ণার্থং কিং ন তে মানয়ন্তি॥ ২৩

যে যজ্ঞে কচিৎ, মুখ্য কৃষ্ণ নাম, উচ্চারিত নাহি হৈল। কেবল হুংফট্, শ্রৌষট্ বৌষট্, শব্দ বিপ্রগণ কৈল॥ হেন যজ্ঞে কিবা, রুচি হয় কৃষ্ণ, বান্ধবগণের আর। তথাপি কৃষ্ণার্থে, কৈল কিবা নাহি, মানপ্রদ ব্যবহার॥ যজ্ঞ তথা যজ্ঞকারীগণ প্রতি, করি মান প্রদর্শন। অন্নভিক্ষা পুনঃ, কৃষ্ণার্থে করিল, রাখাল বালকগণ॥ কৃষ্ণের লাগিয়া অন্ন বালকের গণ। হেন মতে তত্র যাঞা করিল প্রার্থন॥ ওহে তুমি দেবগণ কর অবধান। রামকৃষ্ণ দোহে হয় মহাখ্যাতি মান॥ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন যেরূপ তুমি সব। করিলা নিশ্চয় সেই দোহে অনুভব॥ ভবাদৃশ জনের নিকটে দুই জনে। ধেনু সেবনানুরোধে আইল গোচারণে॥ কিন্তু অদ্য সদ্যোসন্ন অনবদ্য খেলা। দেখাইতে শূরত্ব মন্দিত এই বেলা॥ কৌতুকের সঙ্গে এই দূরস্থানে আইল। গোপাধিপতির গৃহ নিকটে রহিল। তথাপিহ দূর রূপে হৈল অনুভব। দেখিতে না পাইল মোসবারে ভৃত্য সব॥ তে কারণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী পতির ভবন। তত্তুল্য ভবনে অন্ন না করি গ্রহণ॥ মল্ল ক্রীড়া করি দুইভাই অতঃপর। অতি পরিশ্রমে হৈল ক্ষুধাতে কাতর॥ কুলাগত পূর্বব্যবহার অনুসারে। পিতার সমান জানি তোমা সবাকারে॥ তোমা সবাকার গৃহ পিতৃগৃহ সম। মনে করি না করিয়া কিঞ্চিত সরম॥ অন্ন ভিক্ষা করি পাঠাইল মোসবারে। অতএব অন্ন আনয়নে যাহ ঘরে॥ প্রার্থনা শুনিল তথাপিহ বিপ্রগণ। চিত্তে নাহি ভক্তি রস করয়ে ধারণ॥ তেইত প্রার্থনা বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া। রহিল যাজ্ঞিক বিপ্রগণ মৌন হৈঞা। শাস্ত্রাজ্ঞাভিমানী সে অধম বিপ্রগণ। নিরুত্তর রহিল যদ্যপি সেইক্ষণ॥ তবে গোপগণ চিত্তে বিচারিয়া কয়। মোসবারে মূর্খ হেরি মৌন ধরি রয়॥ আর যেন অন্ন তরে এহ নাহি আইসে। নিষেধার্থে তেই কেহ কথা নাহি ভাসে॥ অন্নদান অকালে নিষিদ্ধে গণ্য হয়। এহেন সিদ্ধান্তে সবে মৌন হৈঞা রয়॥ এইত ভাবিয়া চিত্তে রাখালের গণ। স্পষ্ট করি পুনরায় কহিল বচন॥

দীক্ষাদ্যগ্নীষোমপশ্বঙ্গহোমপ্রান্তং বিজ্ঞৈর্যাজ্ঞিকান্নং ন ভোজ্যম্।
সৌত্রামণ্যাং সর্বদা নেতি বিপ্রা স্তাভ্যামন্যত্রাস্তি তদ্গ্রাহ্যমেব॥ ২৭

দীক্ষাদি হইতে, অগ্নীষোমান্তক, পশুদেহ হোম দ্বারে। যত যজ্ঞ হয়, বিজ্ঞগণ তাহে, অন্ন না ভোজন করে॥ সৌত্রামনী যজ্ঞে কোন কালে অন্ন, না খাইবে কোন জন। এই দুই ভিন্ন অন্যত্রান্ন গ্রাহ্য শুন ওহে বিপ্রগণ॥ পশুবধ নাহি যজ্ঞে তোমা সবাকার। তেই অন্ন ভোজনেতে কিবা বাধা আর॥ তোমা সবাকার এই যজ্ঞ দরশনে।

স্পষ্ট অনুভূত হৈল মোসবার মনে॥ এইত যজ্ঞের অন্নদান যোগ্য হয়। কুতর্কাবসর ইথে নাহিক আছয়॥ হেন মতে ভিক্ষুকের মত গোপগণ। করিতে লাগিল তত্রযজ্ঞান্ন প্রার্থন॥ শাস্ত্রীয় বচন পূর্বে যেসব শুনিল। যুক্তিদ্বারে তার অর্থ স্থাপিতে লাগিল॥ তাসবার সেই অর্থ করিয়া শ্রবণ। বরেণ্য অথচ পূজ্য ব্রাহ্মণের গণ॥ আলোচনা করি চিত্তে কহিতে লাগিল। হায় লোভী বিপ্রগণ কি কার্য করিল॥ অর্থ লোভে মোসবার শাস্ত্রীয় বিচার। এইত জাতিরে দান করে অনিবার॥ তাসবার শিক্ষাদ্বারে দক্ষতা সহিত। এই জাতি বাচালতা শিখয়ে নিশ্চিত॥ যাহাই হউক কিন্তু এই সব জনে। মহাভব্য আর ধনীহেন হয় মনে॥ অন্ত কোন দ্রব্য প্রার্থনা করিয়া। কেবল মাগয়ে অন্ন ভোজন লাগিয়া॥ তেই এই যজ্ঞ স্থানে কৈল আগমন। কলি প্রবেশের যোগ্য অহো এ প্রাঙ্গন॥ কিন্তু এ সংসারে কোন কোন বিজ্ঞজন। কৃষ্ণ বলরামে করে ঈশ্বরে মনন॥ যদ্যপি তাহাই সত্য তথ্য হয় তবে। ক্ষুধাতে পীড়িত দোঁহে কেন বা হইবে॥ হেন মতে চিন্তা করি সেই বিপ্রগণ। দুর্বিভাব্য কৃষ্ণ তত্ত্ব না জানি কিঞ্চন॥ রাখালগণের বাক্যে উত্তর না দিল। জাতি আর বিদ্যাগর্বে মৌন আলম্বিল॥ বহু হইলেও সেই যাজ্ঞিকেরগণ। কদর্য্যার্থে মিতম্পচে হয়েত গণন॥ হইলেও দ্বি জাতি এক জাতের মতন। মূর্খ মধ্যে সগণ্য এসব ব্রাহ্মণ॥ সাতিশয় ধূর্ত্ত সেই যাজ্ঞিকের রূপ। বিপ্রগণ বালকগণের যাচঞা রূপ॥ বিষয় করিয়া নানা কথোপকথন। এ বিপদে কি কর্ত্তব্য হয়েত এক্ষণ॥ অন্যোন্যের মুখ, তবে নিরীক্ষণ করি। গোবিন্দে স্মরণ কৈল লজ্জা পরিহরি॥ এথা নদীতীর হৈতে গোবিন্দ তখন। তাসবার নেত্র পথে করিয়া গমন॥ কর্ত্তব্য বিমূঢ় সেই ব্রাহ্মণের গণে। বুদ্ধিভ্রষ্ট করি হাস্য কৈল সেইক্ষণে॥ কহিতে লাগিল তবে এই বিপ্রগণ। জড় আর জ্ঞান শূন্য বৃক্ষের মতন॥ তেই তাসবারে মানি বৃক্ষের সমান। করিতে হইবে তাসবার লভ্য দান॥ যাজ্ঞিকেরগণ স্বল্প হাস্য করি কয়। তোমার কর্ত্তব্য যাহা করিবে নিশ্চয়॥ হরির প্রেরণ্য সমীরণে ক্ষিপ্ত মন। হইনু এ মোরা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ॥ কৃষ্ণ দর্শনার্থে অতি উৎকণ্ঠিত মনে। গৃহস্থিত সেইত যাজ্ঞিক পত্নীগণে॥ অনুভব করি কৃষ্ণ চিত্ত তাসবার। তাসবারে লভ্য দানে করিয়া স্বীকার॥ মিত্র গণে কহে কৃষ্ণ আহো তুমি সব। এ হেন করহ নিজ চিত্তে অনুভব॥ তবেত মঙ্গল কিন্তু আমি পত্নী আর। সত্রী রূপ বৃক্ষ আর যাজ্ঞিক মাঝার॥ তারতম্য সুনিশ্চয় করিবার তরে। তোমাসবে প্রেরনা করিনু বিপ্রাধ্বরে॥ ২৮-৩৪

অমানিনাং যথা ধর্মঃ স্থিতস্তথন্ন মানিনাম্। অদ্যাপি চেন্ন প্রতীথদ্রাক্,তৎপত্নীঃ প্রতীত চ॥

অমানীগণের, ধর্মভূমণ্ডলে, যেই রূপ দৃষ্ট হয়। ধন জন জ্ঞানে, মানী সমূহের, ধর্ম সেইমত নয়॥ অদ্যাপি সত্য, যদ্যপি প্রত্যয়, নাহিক হয়েত তবে। তৎ পত্নীগণের, সমীপে ঝটিতি, গমন করহ সবে॥ মোর প্রেম মাত্র তোমা সবাকার মত। যজ্ঞ পত্নীগণে হয় সম্পদ যত্নতঃ॥ এ মোর দর্শনাভাবে এই নারীগণ। দিনদ্বয় তৃষ্ণ স্তে বারি করহে গ্রহণ॥ তিন দিন অন্তে তিন গ্রাস অন্ন খায়। শুনিয়া বিস্মিত চিত্তে সবাই শুধায়॥ অহো এই কথা তব সত্য কিবা হয়। কৃষ্ণ কহে সত্য কহি জানিহ

নিশ্চয়॥ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈঞা কহে সবে। কৌতুক বলিয়া এহো জ্ঞাত হৈল তবে॥ হেন মতে কৃষ্ণ ইচ্ছা অবগত হৈঞা। সেইত নিমেষে সবে একত্র মিলিয়া॥ যাইতে উদ্যোগ কৈলে মহাপ্রেমবান। মিত্র গণে কহে কৃষ্ণ কর অবধান॥ জ্যেষ্ঠ বলরাম আর মোর নাম লৈঞা। মাগিহ ওদন পত্নীগণ ঠাঞি যাঞা॥ তবেত রাখালগণ কৌতুক সহিতে। পরস্পরে অতিক্রম অতীব ত্বরিতে॥ পত্নীশালা যাঞা পত্নীগণে নিরখিল। তাহারাও গোপগণে দরশন কৈল॥ দেখিয়া রাখালগণ নিজ সন্নিধান। কৃষ্ণের প্রতিভূ বলি চিত্তে হৈল জ্ঞান॥ দর্শনের পূর্বক্রম হয় অত্র যথা। বর্ণিত হইবে এবে সেই সব কথা॥

সা কাপি ধ্বনিমাধুরী স্বরকলারাগাবলীবক্ততা বর্ণন্যাসগুভংযুতা কবিজনস্তব্যার্থ চিত্রপ্রথা। কংসারেগু্ণ রূপকেলিকলনা বাম্পাদিভিঃ সার্দ্র্তা যজ্ঞস্ত্রীকলিতা ক্রমাদিহ সখীনার্দ্রানকার্ষীন্মুহুঃ॥ ৩৮

স্বরের নৈপুন্য, বসন্তাদিসপ্ত, রাগের মাধুর্য্য তথা। অনুপ্রাসাদির, বিন্যাসে মধুর, শ্রবণ মঙ্গলান্বিতা॥ কবিজন কৃত-কাব্যে নিত্যস্তুত, মাধুর্য সম্পদ সার। কংসারির গুণ, রূপ বিলাসাদি, করে সদা যে প্রচার॥ সেইত কোনও, নিনাদ মাধুরী, বাদিত হইয়া তবে। ঝটিতি পশিয়া, শ্রবণ কুহরে, বিমুগ্ধ করিল সবে॥ যজ্ঞ পত্নীগণে, নেত্র বাষ্পাদিতে, আর্দ্রতা প্রদান কৈল। কৃষ্ণ মিত্রগণ, ক্রমে সেইভাবে, মুহুঃ সিক্তচিত্ত হৈল॥

গবাধ্ব সম্বদ্ধ নিবদ্ধ বস্ত্রকান্, প্রশস্ত বেত্রান্মুরলী পুরস্কৃতান্।
পিচ্ছাবতংসানবতংস সুন্দরান্, বিলোক্য কৃষ্ণাগমমপ্যমংসত॥ ৩৯

ধেনুগম্য পথে, গমনোপযোগী, বস্ত্র বদ্ধ কটিতটে। সুপ্রশস্ত বেত্র, মুরলী বিস্তার, করি অগ্রে করপুটে॥ শিখিপুচ্ছ চূড়া, মস্তকে ভূষণ, কর্ণে কর্ণভূষা দোলে। কৃষ্ণ সখা গণ, ভাবে গদগদ, হেলিয়া দুলিয়া চলে॥ তাসবারে হেরি, নয়ন গোচরে, আনন্দে ভরিল মন। কৃষ্ণও আসিবে, হেন অনুমান, কৈল যজ্ঞ পত্নীগণ॥

ততশ্চ যৎ কৃষ্ণসমাগমং তে, ব্যজিজ্ঞপন্ বিজ্ঞবরাঃ প্রণম্য।
তাস্তদ্বিরুক্তাম্বিতমপ্যপূর্বং, পূর্বং চ যস্থা ন বিদুঃ স্ব কৃত্যম্॥

তবে বিজ্ঞবর, রাখালেরগণ, কৃষ্ণ সমাগম কথা। প্রণাম করিয়া, যজ্ঞ পত্নীগণে, বিজ্ঞাপিত কৈল তথা॥ বারম্বার তাহা, কহিলেও বিপ্র, বনিতার গণ তবে। পূর্বেই আশ্চর্য, হৈঞা পাসরিল, নিজগৃহ কৃত্য সবে॥

যস্যাজস্রদিদৃক্ষয়া বিদলিতপ্রায়াঃ সদাসুঃ স্থিতাস্তস্য প্রাণসুহৃদ্বরাঃ স্বয়মমী তৎ প্রেরণাদাগতাঃ। তৎ সম্প্রাপ্তিমবাদিষুঃ পুনরদঃ প্রার্থক কিঞ্চিত্তদ প্যান্নং তত্র কথংকথং কথয় তাঃ প্রাপস্তি ধৈর্য্যস্থিতিম্॥ ৪১

যার নিরন্তর দর্শন লালসে, প্রায় বিদলিত হিয়া। এইত যাজ্ঞিক, বিপ্র পত্নীগণ, রহে ঘরে বদ্ধ হৈঞা॥ সেইত কৃষ্ণের, জীবন বান্ধব, স্বয়ং রাখালের গণ। তাহারি প্রেরণা, বশে সন্নিকটে করি এবে আগমন॥ জানাইয়া তায়, আগমন বার্ত্তা, সামান্য অন্নের তরে। প্রার্থনা করিল, বোলহ কেমনে, সবে এবে ধৈর্য্য ধরে॥

যোগ্যমত্র কিমযোগ্যমিত্যমূর্ন্যৈর ভোজ্য বিবৃতাবনির্ণয়াঃ।
তত্তদীয়মখিলঞ্চ ভাজনং ক্ষিপ্রমাদদত বিপ্রসুভ্রুবঃ॥ ৪২

কোন ভোজ্যদ্রব্য, যোগ্য তাসবার, কোন ভোজ্য যোগ্য নহে। নির্ণয় করিয়া, রাখালেরগণ স্পষ্ট ভাবে নাহি কহে॥ সেইত সমস্ত, ব্যঞ্জনের পাত্র, ত্বরিতে লইয়া করে। বাহিরে আসিল, বিপ্রপত্নীগণ, অন্ন ভিক্ষাদান তরে॥

অথ পুরস্কৃত গোপসুতাযুতা বিবিধ ভোজন ভাজন মস্তকাঃ।
প্রতিপদাক্রমণং কিয়দগ্রতঃ স ইতি তদ্গিরিঃ পরিচক্রমুঃ॥ ৪৩

তবেত বিবিধ, ভোজন ভাজন, লইয়া মস্তকোপরি। অযুত সংখ্যক, গোপপুত্রগণে, সবাকার অগ্রে করি॥ চলিতে লাগিল, যজ্ঞ পত্নীগণ, কৃষ্ণের সমীপে তবে। প্রতি পদক্ষেপে, অধীর হইয়া, রাখালের গণে সবে॥ রুদ্ধ কণ্ঠে আর, তৃষিত বচনে, কৃষ্ণ কত দূরে। পুছিতে পুছিতে, চলিতে লাগিল, সুদূর যমুনা তীরে॥

আমোদঃ কান্তিপূরঃ সুখদদপদতা গর্জদূর্জস্বিভাষা, বিদ্যুদ্বিদ্যুদ্ ঘনশ্রীঃ স্মিত বদন বিধুদ্যোতলক্ষ্মী প্রচারঃ। আয়াহিত্যুক্তিহস্ত প্রথন মধুরিমা যৎক্রমাদাবিরাসী, কংসারাতেস্তদাসাং প্রতিপদমুদভূদ্বাচমাকর্ষণায়॥ ৪৪

ভুবনামোদিত, অঙ্গ পরিমল, কান্তিদাম মনোহর। জলদগর্জন, উর্জিত বচন, সুখপ্রদ কলেবর॥ সুনীল বিগ্রহে, ধৃত পীতাম্বর, জলদ বিজুরী শোভা। হসিত বদন, বিধুবর জিনি; সুষমাতে-মনোলোভা॥ আইস আইসবলি, প্রসারিত হস্ত-চালনমাধুরী সার। কংসারি হরির, এই ভাবরাশি, ক্রমে হৈঞা সুবিস্তার॥ প্রতি পদক্ষেপে, ত্বরান্বিত করি, যমুনা নদীর ধারে। যথেষ্ট হইল, যজ্ঞপত্নীগণে, আকর্ষ করিবারে॥

যামুনে সমমশোককাননে, গোপকৈঃ স বিরহন্মুদান্বিতঃ।
ঐক্ষি ভূসুরবধূভিরীক্ষ্যতাং, ধ্যানমেব গতমিত্যমন্যত॥ ৪৫

যমুনার তীরে, অশোক কাননে, বেষ্টিত রাখালগণে। বিহরে ত্রিভঙ্গ-সুন্দর গোবিন্দ, পরমানন্দ মনে। হেন কালে তারে, দর্শন করিল, ভূদেব বনিতাগণ। দেখিয়া সাক্ষাতে মনে হৈল যেন, ধ্যানে করে দরশন॥ তদাভূসুর ভার্যাস্তং সুরভাব্য পদং যযুঃ। অশোক কাননং তত্তু বভুবাশোক কাননম্॥ ৪৬

বিপ্র পত্নীগণ, দেবারাধ্যপদ-কৃষ্ণে যেথা দেখা পাইল। সে অশোক বন, সত্য সত্য শোকবিহীন কানন হৈল॥ যজ্ঞ পত্নীগণ পুলকিত কলেবরে। হেরিল মাধব মঞ্জু নিকুঞ্জে বিহরে॥ সেইত বিগ্রহ ধ্যানে করিয়া দর্শন। লোকগীত প্রচারিত হইল যেমন।

কৃষ্ণমপশ্যন্ পীতদুকূলম্। বিভ্রতমর্চিত তমমর্চিনবঘন চপলারুচিমূলম্॥ শিরসি বলিশিখণ্ডারমিমুরসি স্রজমপি দধতং গিরিধাতুম্। ইন্দ্রধনুর্যুগমধ্য মধুরতর সন্ধ্যাং ধ্রুবমতি যাতুম্॥ উদয়দরুণদরকিরণং তম ইব বিরচিত চিরতর শোভম্। নব কিসলয়দলবলিতং কচ-কুলমত্র কলিতাখিললোভম্॥ ভালে পরিমিলদলক ততিং শ্রুতি কুমুদঞ্চি কপোলম্। স্মিতমুখমুপমিত লক্ষপতারাযুগধরশশধরগোলম্॥ কৃত নটবেষ বিশেষ বিলক্ষণ লক্ষণমুপচিতরূপম্। কর্তুমিবামৃত বৃষ্টিমুদিতমিহ কঞ্চন

জলধরভূপম্॥ চিত্রতত্র চ মিত্র স্কন্ধার্পিত বন্ধাবরহস্তম্। নির্মলকমলবিধূনন দক্ষিণ দক্ষিণ কররুচি শস্তম্॥

অতীব সুন্দর, নব ঘনে স্থিত, বিজুরী শোভার মূল। পীত বস্ত্র ধারী, শোভা হেরি চিত্ত, করে ভাব সমাকুল॥ মস্তকে শিখণ্ডাবলী বিরঞ্জিত, কুসুম মালিকা আর। গৈরিক বরণ, ধাতুরাগ ধারী, বক্ষস্থল সুবিস্তার॥ দুই পার্শ্বে বক্ষে, শোভে বনমালা, হেরি হেন মনে লয়। সন্ধ্যা কোলে যেন, নীলাকাশে দেখা, দিল ইন্দ্রধনুদ্বয়॥ নব কিশলয় দলে সুমণ্ডিত। কেশদাম মনো লোভা॥ তমো যেন স্বল্প, অরুণ কিরণে, বিরচিত চির শোভা॥ ললাটে মিলিত, অলক পটলী, শ্রুতিতে কুমুদ দোলে। তাহে সুশোভিত, নিটোল কপোল, কান্তি ভরে ঝলমলে॥ সুমন্দ হসিত; বদন মণ্ডল, উপমিত হয় হেন। তারা দ্বয় যুক্ত নিটোল চন্দ্রমা, বিতরে সুষমা যেন॥ কৃত নটবর, বেশে বিলক্ষণ, লক্ষণো পচিত রূপ, অমৃত বর্ষিতে উদিত যেন বা, কোনও জলদ ভূপ॥ আবদ্ধ সুঠাম, বাম হস্তখানি, মিত্র স্কন্ধে করি ন্যস্ত। বিমল কমল, ঘূর্ণনে নিপুণ, সুন্দর দক্ষিণ হস্ত॥ এ হেন মঞ্জুল, সুষমা মণ্ডিত, মাধবে সেইত ক্ষণ। দর্শন করিল, বঞ্জুল নিকুঞ্জে, ভূদেব বনিতাগণ॥ ৪৭-৪৮

শ্রুত্বা শশ্বৎ স্ফুটমহহ যং দ্রষ্টুমাশা নিবদ্ধা স দ্রাগৈক্ষি স্বয়মিতি গতস্তৎকৃতস্তাপবর্গঃ। যঃ কশ্চিত্ত্বা ব্যবহিত তয়াতস্য লেশস্তশিষ্টঃ সোহপ্যাবেশান্মিলনতুলিতাত্তাস্বন স্ফুর্তিমাপ॥

অহো যার কথা, সতত শুনিয়া, দেখিতে হিয়ার আশ দৃষ্ট হৈল সেহ, তার তরে যত, মন তাপ হৈল নাশ॥ বয়ো জাত্যাদির, ব্যবধান হেতু, তাপ লেশ যেবা ছিল। মিলনের তুল্যাবেশ তাসবার, চিত্তে স্ফূর্ত্তি নাহি হৈল॥ করিয়া ভোজন পাত্র মস্তকে ধারণ। অবস্থিত আছে ব্রাহ্মণের পত্নীগণ॥ সর্বভাবে বিচক্ষণ স্মিতাবলোকন। স্বমুখ মাধুর্য্য ধুর্য দানে বিচক্ষণ॥ কাঞ্চন বসন কৃষ্ণ মনে বিচারিল। যে জন্য সযত্নে সবে অন্ন লৈঞা আইল তাসবার বাঞ্ছা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া। কহিতে লাগিল সবে আনন্দিত হৈঞা॥ স্বাগতঃ ভোমহা ভাগা ইত্যাদি বচনে। রাসারম্ভে কৃষ্ণ সম্বোধিল গোপীগণে॥ প্রায় সেই অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন। বিপ্র পত্নীগণে কহে তদ্রূপবচন॥ ৪৯

অহোরত! মহাভাগা যুষ্মাকং ভূরিভারতা। জাতা সঙ্কোচবত্যস্মান্ পৃচ্ছে বঃ স্বাগতং ততঃ॥

হায় মহাদুঃখ, কি কহিব অহো, মহাভাগ্যবতীগণ। ভূরি ভার করি, মস্তকে ধারণ, আসিয়াছ সর্বজন॥ ইথে সাতিশয়, সঙ্কোচের ভাব, মোসবার উপজিল। সেই হেতু কহি, সুখেত সবার অত্র আগমন হৈল॥ হেন মতে সবারে স্বাগত জানাইল। আইস আইস পুনরায় উচ্চারিল॥ প্রাথমিক ক্রিয়া সম্পাদন কৈল হরি। রহিল ব্রাহ্মণ পত্নীগণ মৌন ধরি॥ সঙ্কোচ হেরিয়া কৃষ্ণ কহে পুনরায়। আসিয়া সমীপে সবে বৈস্যহ এথায়॥ কৃষ্ণের এইত বাক্য করিল বিচার। হেন অভিপ্রায় বোধ হয়েত সবার॥ ৫০-৫১

স্বাগত পৃচ্ছাদিকমপি বিশ্রম্ভকার্য্যং বিলম্বিতং তদ্বতে।
তস্মাত্তং পরিপাটীমজহাং ভবতীভিরাস্যতামেব॥ ৫২-৫৩

স্বাগত প্রশ্নাদি, অভ্যর্থনা কার্যে, শিষ্টাচারে গণ্য বটে। কিন্তু আগন্তুক জনার এ কার্য্যে, বিশ্রামে বিলম্ব ঘটে॥ তেইত সে সব, বাহুল্য ছাড়িয়া সহজে কহিল হরি। আসন গ্রহণ, করহ সবাই, এথা আগমন করি॥ প্রীতিবশ সুবিখ্যাত কৃষ্ণ অতঃপর। বিপ্র পত্নীগণ ঠাঞি হৈঞা অগ্রসর॥ নিজ হস্তে তাসবার মস্তক হইতে। অন্নথালী নামাইয়া রাখিল মহীতে॥ নিজে তবে উপবিষ্ট হৈঞা ভূমিপরে। বসাইল তাসবারে আপন গোচরে॥ কি করিব কহ হেন পুনশ্চ পুছিল। ইথে নিবেদন ভাব প্রকাশিত হৈল॥ ৫৪

বাঞ্ছা করে কৃষ্ণ, যেহিত করিতে, এই মোসবার প্রতি। তাহা না করিতে, পারিয়া এবেত, হৈল সঙ্কুচিত মতি॥ এ হেন ধারণা, করি সঙ্কুচিত, মৌনে আছে নারী গণ। ভাবিয়া এহেন, কৃষ্ণ পুনঃকহে, শুনহ ভূদেবীগণ॥ যেইত কারণে, সঙ্কুচিত হৈল, আত্মা তোমা সবাকার। সেহ আমি জানি, কহত সবার, কি করিব উপকার॥ এত কহি যজ্ঞ পত্নী গণে পুনরায়। বিচার করিল কৃষ্ণ আপন হিয়ায়॥ এ মোরে দর্শনে মাত্র বিপ্র পত্নীগণ। ভোজ্য দ্রব্য লৈঞা অত্র কৈল আগমন॥ এতেক বিচার করি কহে সেই ক্ষণ। যার তরে কৈলা সবে এথা আগমন॥ সেইত দর্শন মোরে সবাই করিলা। বুঝিনু সবাই ইথে কৃতার্থ হইল॥ ৫৫-৬০

অস্মদ্দর্শনমাত্রং যদ্বোঽভীষ্টং তদেব যুক্তঞ্চ। তত্র হ হেতুর্যুয়ং তাদৃশসুষ্ঠুস্বভাবাঃ স্থ॥ ৬১

এ মোর দর্শন মাত্র যে অভীষ্ট, হয় তোমা সবাকার। যুক্তি যুক্ত এহো, সুন্দর স্বভাব, তুমি সব হেতু তার॥ মোরে দেখিবারে, উদ্গ্রীব যে জন, সে মোর দর্শন পায় নতুবা এমোর' না পায় দর্শন, প্রয়াস বিফলে যায়॥ তোমা সবাকার, চিত্ত নিরন্তর, ধাবিত এমোর প্রতি। তেইঅদ্য মোর, লভিলা দর্শন, হেতু হৈলা সেই রতি॥ সেই সুষ্ঠু স্বভাবের বিষয় চিন্তিয়া। পুনশ্চ কহিল কৃষ্ণ ঈষত হাসিয়া॥ মদ্বিষয়া বঃ প্রীতিঃ কৌশল্যাদেব নান্যতঃ সচতে। যন্ময়ি কুশলাঃ সর্বে বীক্ষ্যন্তে প্রীতিকর্ত্তারঃ॥ ৬৩

এমোর বিষয়ে, তোমা সবাকার, যেই প্রীতি দৃষ্ট হয়। কুশলতা হেতু, জানিহ সে প্রীতি, উপজিল সুনিশ্চয়॥ ভজন কুশল, ব্যতীত কদাপি, কেহ নাহি পায় মোরে। সমস্ত নিপুণ, জনগণ মোরে প্রীতি নেত্রে মাত্র হেরে॥ সবাই করয়ে মোরে প্রীতি অনিবার। কুশলগণের কথা কি কহিব আর॥ আত্মারূপে হরি সর্ব ভূতে বিদ্যমান। আত্মাপ্রতি সর্বভূত হয় প্রীতিমান॥ অতএব বিচারিলে এই হয় সার। পরোক্ষে হরিতে প্রীতি আছয়ে সবার॥ পরোক্ষ প্রীতিতে নাহি মিলে ভগবান। যে করে সাক্ষাত প্রীতি সে পায় সন্ধান॥ নিরুপাধি প্রীতি শাস্ত্রে তাহারেই কয়। ইহা হৈতে পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়॥ এই সিদ্ধান্তানুসারে দ্বিজপত্নীগণে। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ শাস্ত্রীয় বচনে॥ পশ্যাম্যহমিহ সর্বং মৎ প্রেমাংশাদশেষগপ্রীতিম্। নিরুপাধি যন্ময়ি জন্তুঃ প্রীণাত্যত্র সোপাধি॥ ৬৪-৬৫

মোর প্রণয়াংশ, হৈতে সর্বভূতে, প্রণয় উৎপন্ন হয়। এই সত্য আমি, করি দরশন সর্বভূতে বিশ্বময়॥ কাপট্য রহিত, নিরুপাধি প্রীতি, করে মোরে জীবগণ। আমা ভিন্ন অন্য সর্বত্র সো পাধি, প্রীতি করি দরশন॥ আত্মা সর্বপ্রিয়, নিরুপাধি প্রেম

আস্পদ স্বরূপ হয়। আত্মার প্রিয়তা হেতু পুত্র মিত্র, প্রিয় হয় সমুদয়॥ তেই পুত্র মিত্র, প্রকৃতিতে প্রীতি, যেবা করে সেই ধন্য॥ এই মত জাগতিক প্রেম সাধারণ। অবধান করি কৃষ্ণ সহাসে তখন॥ বিপ্র পত্নীগণে প্রত্যাখ্যান করিবারে। হইয়া সমীপবর্ত্তী কহিল সবারে॥ সর্বত্রতু মৎস্ফূর্তি র্ন ভবত্তি বত সর্বদেতি পুর্ত্তি র্ন। ভবতারস্থ সা নিত্যা যৈব চ মৎসন্নিধান রূপৈব॥ ৬৬-৬৭

সাধকেও সদা, এ মোর স্ফুরণ সর্বত্র নাহিক হয়। এইত কারণে পরিপূর্ণ তৃপ্তি; চিত্তে নাহি উপজয়॥ সেই স্ফূর্তি তোমা সবাকার চিত্তে, নিয়ত বিরাজমান। অন্য তাহা নহে, জানিহ সাক্ষাত, আমি আছি সন্নিধান॥ তস্মাৎপতিসুতবলিতং নিলয়ং স্বরয়া প্রয়াত তা যুয়ম্। মম চ ততঃ সুখমুচ্চৈঃ সামঞ্জস্যং হি সর্বতো রশ্মি॥ ৬৮

অতএব কহি, পতিপুত্রান্বিত, নিজ নিজ গৃহ প্রতি। গমন করহ, সিদ্ধ কাম অয়ি, বধুগণ শীঘ্রগতি॥ ইথে মোর আর, সবাকার সুখ, উপজিবে সর্বোপরি। সামঞ্জস্য আমি সমস্ত বিষয়ে, সর্বদা কামনা করি॥ ব্রজ রাজপুত্র ঠাঞি বিপ্র পত্নীগণ। এইরূপে সব কিছু করিল শ্রবণ॥ হইলেও বাক্য সব অতি সুকুমার। গৃহে ফিরি যাহ এই বচন তাহার॥ আপাততঃ যুক্তিহীন দুঃখপ্রদ তথা। মনে করি কহিতে লাগিল তবে কথা॥

এতৎ প্রকারমপি নার্হসি বক্তুমীশঃ প্রাদুর্ভবানিব ভবানিতি তৎপ্রসীদ।

সত্যং কুরুষ্ব করবাম কিমেবমঙ্গীকারং নিজাঙ্ঘ্রি পরিবার দশাং দিশস্ব॥ ৬৯-৭০

ওহে জগদীশ, এহেন বচন, প্রয়োগ উচিত নয়। কহিলাত যাহা, সেহত তোমার, নিজস্বাভিমত হয়॥ অতএব যুক্তি, তর্কের প্রয়োগ, করি এবে অবসান। সমাগত এই, মোসবার প্রতি, প্রসীদ হে ভগবান॥ মোরা কিবা হেন, করিব প্রার্থনা, সত্য করি তাহা কহ। নিজ পাদপদ্ম সেবকের গতি, এই নারীগণে দেহ॥ ৭১

বিহায় সুহৃদঃ পরান্ ব্রজনরেশগেহেশ্বরী পাদাম্বুজমুপাশ্রিতাঃ পরিচরেম তং ত্বা সদা।

ইমাং পচনচাতুরীং বত তুরীয়পূর্তিং গতামুরীকুরু পুরুশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল! শ্রীপতে॥

শ্রবণ মঙ্গল, তুমি হে শ্রীপতি, পুরুশ্রবা তব নাম। যে করে তোমার শরণ গ্রহণ, পুরে তার মনস্কাম॥ পতি সুতস্বয়, অপর সকলে, চিরতরে পরিহরি। ব্রজেশ গৃহিণী, শ্রীযশোমতীর, পাদপদ্মাশ্রয় করি॥ সেবিব তোমারে, আর ব্রজনাথে, মোরা সবে সর্বক্ষণ। অতএব হরি, করুণা করিয়া, শুন এক নিবেদন॥ তোমারি রন্ধন, শালাতে পাচিকা, রূপে করি অবস্থান। করিব সানন্দে, রন্ধন ব্যাপারে, সর্বকার্য সমাধান॥ কটুম্ল লবণ, মধুর এ চারি মুখ্যরসপূর্ণ অন্ন। পচন চাতুরী, স্বীকার করহ, করহ মোসবে ধন্য॥ তবে প্রস্ফুটিত পদ্ম সমান লোচন। কৃষ্ণ সঙ্কুচিতভাবে করি আলোচন॥ তত্র সমবেত বিপ্র পত্নী সবাকারে। কহিতে লাগিল নম্রভাব সহকারে॥ ৭২-৭৩

যথা বো বান্ধবা নাভ্যসূয়েরন্ন চ মজ্জনাঃ। সুরেশাশ্চানুমোদেরংস্তথা কুরুত নান্যথা॥

তোমা সবাকার, বান্ধবের গণ, আর মোর নিজে জন। অসূয়া না করে, সম্মতি প্রদান, করে যাহে দেবগণ॥ হেন কার্য সবে, করহ সাধন, তদন্যথা কদাচন। বিগর্হিত কার্য, না করিহ অয়ি, ব্রাহ্মণ বণিতা গণ॥ ৭৪

যুষ্মাকং বিপ্রভার্য্যাণাংপরিচর্য্যার্থমাকৃতিঃ। কেনাপি নাহমোহস্তেতপ্রতীক্ষ্যঃ সময় স্তুতঃ ॥
বিপ্রের বনিতা, হও তুমি সব, গোপজাতি মোসবার। পরিচর্য্যা হয়ে, সমীপে স্থাপন, সুষ্ঠু নহে এ ব্যাপার, হেনকার্য অনুমোদন কদাপি ব্রজে না করিবে কেহ। সময়া প্রতীক্ষা, করি অতএব, ধৈর্য ধরি সবে রহ ॥ নেত্র তৃষ্ণাস্পদ কৃষ্ণ ঠাক্রি অতঃপর। দীর্ঘকাল অবস্থান নহে রুচিকর ॥ হেন অনুভব করি বিপ্র পত্নীগণ। কৃষ্ণের সঙ্কোচ-ভাব করি আলোচন ॥ তদীয় আজ্ঞানুসারে বৃক্ষপত্রে আর। অন্য পাত্রে ভোজ্য সব রাখি আপনার ॥ কাংস্য তাম্র পাত্র সব করিয়া গ্রহণ। গৃহ প্রতি শীঘ্র যাত্রা কৈল নারীগণ ॥ শ্রীকৃষ্ণে পশ্চাতে রাখি তবে যাত্রা কৈল। কৃষ্ণ সখাগণ সবে পশ্চাতে চলিল মুহুর্মুহুঃ মুখ ফিরাইয়া নারীগণ। দেখিতে লাগিল তবে কৃষ্ণের বদন ॥ অতীব বর্দ্ধনশীল কষ্টপ্রাপ্ত হৈঞা। মহাকষ্টে গৃহে পুনঃ গমন করিয়া ॥ স্ববংশের তুঙ্গ যশো বিস্তারিত করি। গৃহমধ্যে প্রবেশিল যত বিপ্র নারী ॥ ৭৫-৭৬

যাং যামাশামহহ বনিতাস্তা দ্বিজানামপশ্যন্নাশাপূর্তিং প্রতিপদমসাবাচরৎ তাসু শীঘ্রম্।
সা হি শ্যামং কনকবসনং বীক্ষিতাকারমাসাং বারম্বারং দৃশিবিদধতী চিত্র ভাবং চকার ॥
দ্বিজ পত্নীগণ, যেই যেই দিকে, নেহারিল হৈঞা কৃষ্ণ। প্রতিপদে আশা, পূর্ণ কৈল সেথা, সেথা দেখা দিয়া কৃষ্ণ ॥ তাসবার নেত্রে, কনক বসন, শ্রীশ্যামে বীক্ষিতা-কারে। দেখাইয় মুহুঃ, সেইদিক চিত্রসম কৈল সবাকারে ॥ এইরূপে বহুক্ষণ পরে নারীগণ। আপন আপন গৃহে করিল গমন ॥ ৭৭-৭৮

অন্ন পাত্রাণি পাত্রাণি রত্নানাং বীক্ষ্য সক্ষণাঃ। গৃহাণি চ গৃহাধীশা ন হীশামাসুরূহিতুম্ ॥
বিপ্র পত্নীগণ, গৃহাগত হৈলে, তত্র গৃহ পতিগণ। অন্ন পাত্র আর, গৃহরাজি করে, রত্নময় দরশন ॥ দেখিয়া আনন্দ, উৎসব উদয়, হইল সবার মনে। বুঝিতে সমর্থ, নাহি হৈল কেহ, ঘটিল বা এ কেমনে ॥ বালক বয়সে কৃষ্ণ যে লীলা করিল। সেই কথা তাসবার স্মরণ হইল ॥ বাল্য ক্রীড়াক্রীতফলেনানেন মণিপূরিতান্। স্বগৃহান্ বীক্ষ্য তে বিপ্রাঃ স্বপত্নী মতিমন্বয়ুঃ ॥ ৭৯

বাল্য ক্রীড়া কালে, ফল ক্রয় কারী, কৃষ্ণ যারে স্বভবন। মণি পূর্ণ হেরি, স্ব পত্নীর মতি, প্রাপ্ত হৈল বিপ্রগণ, বনিতাগণের ভাগ্য করিয়া চিন্তন। কহিতে লাগিল খেদ বাক্য বিপ্রগণ ॥ ৮০

তাঃস্ববিশ্বজনীনায় যাস্তস্তোপনিমাহরন্। তা এবাসন্নাত্মনীনা দীনাস্ত বত! মাদৃশাঃ ॥
বিশ্ব সৃষ্টি কর্ত্তা, হরির লাগিয়া, মোসবার পত্নীগণ। যাহারা তদ্ভোগ্য, ভোজ্য দ্রব্য কৈল, মহানন্দে আহরণ ॥ নিজাত্মীয় হৈল সেই পুণ্যবতী পত্নীগণ মোসবার। হায়রে সদৃশ, সবাই রহিল, দীন হৈঞা অনিবার ॥ ৮১

যা জীবন্ যস্ত কৃষ্ণায় ক্রমতে চক্ষুরাদি ন। ম্রিয়মাণশ্চ যা যস্ত তস্য তস্য প্রবর্ত্ততে ॥
শ্রীকৃষ্ণ সেবাতে, যাহার নেত্রাদি, ইন্দ্রিয় না যুক্ত হয়। সেইত নিন্দিত, জীবনের মৃত্যু, হইলে উত্তম হয় ॥ কিন্তু কৃষ্ণ সেবা নিযুক্ত হয়েত, যাহার ইন্দ্রিয়গণ। চিরায়ু হইয়া, বিদ্যমান যেন, রহে সেই ধন্যজন ॥

স কিঞ্জীবঃ স কুব্রহ্মঃ স্বপর্বহতকল্প সঃ।, রাজীব নয়নং যস্ত নাজীবনতস্মা ভজেৎ ॥ ৮২
আজীবন নাহি, রাজীব লোচনে ভজেসে কুৎসিতজন। দৈবহত স্নেহ, মৃতের সমান, সেই হয় কুব্রাহ্মণ ॥

অথ কৃষ্ণায় তৃষ্ণাং তে দধুর্বৃষ্ণি পুরদ্বিজাঃ। কিন্তু দৃষ্কৃতসভিয়া নাজগ্মুঃ কৃষ্ণমীক্ষিতুম্ ॥
বৃষ্ণিপুর নামে, খ্যাত যজ্ঞ স্থানে অবস্থিত বিপ্রগণ। কৃষ্ণ দর্শনের তরে সর্বজন হৈল তৃষ্ণান্বিত মন ॥ কিন্তু সে প্রগণ্ড কংস ভয়ে তারা, দেখিতে নাহিক গেল। ইহাকি সেইত, বিপ্রগণ পক্ষে, অতি মন্দ নাহি হৈল ॥ ৮৩

একেন কেনচিৎ পূর্বং ভার্যামার্ধাতিগামিব। নিবার্য বার্য্যভালব্ধা বার্বতায়ামিতি শ্রুতম্ ॥
অবজ্ঞা করিয়া, স্বামীরে জনৈকা নারী কৃষ্ণ দেখিবারে। যাত্রা কৈলে ধূর্ত, হৈঞা রুদ্ধ হৈল গৃহমধ্যে স্বামী দ্বারে ॥ গৃহ রুদ্ধা সেই রমণী তবেত, দেহ করি পরিহার। নিবৃত্তি লভিল, হেন জন শ্রুতি, শ্রুত হয় অনিবার ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্ত সেইত যাজ্ঞিক বিপ্রগণ। করিল ঈশ্বর বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ ॥ তথাপিহ কংস ভয়ে যাইতে নারিল। এহো তাসবার পক্ষে উপযুক্ত হৈল ॥

ক্ষণাদুচ্চৈঃ ক্ষণান্নীচৈর্গতিভাজাং কনীয়সাম্। রেনূনামিব কার্মাণাং বিষমা রীতিরীক্ষ্যতে
ধূলী পুঞ্জ যথা, ক্ষণে উর্দ্ধে উঠে, ক্ষণে নিম্ন গতি লভে। তেমতি বিষমা, গতি দৃষ্ট হয়, নীচাশয় কর্মী সবে ॥ ৮৫

পূর্বী কৃষ্ণস্য সেবায়ামিষ্টী বা তত্র যা সদা। অধীতী বা ভাগবতে ভক্ত পূর্বী সতং ভজেৎ॥
কোন ভাগ্যে কোন, জন্মে কৃষ্ণ সেবা, কৈল পূর্বে যেই জন। কিম্বাবেদ প্রোক্ত বিধি মতে কৈল, যজ্ঞে বিষ্ণু আরাধন ॥ শ্রীমদ্ভাগবত, অথবা যে জন, পড়ে সদা ভক্তি ভরে। পূর্বভক্ত সেই, অধিকারী জন, শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে ॥ ৮৬

অথ হরিরিদমন্নং সখ্য যুক্তানসজ্যান্ নিজকরকৃতপূর্ত্তি প্রাশয়ন্ ধেনু সজ্যান্।
স্বয়মপিহসিতেন শ্লাঘয়াস্বাদনেন, প্রতিপদমুপযুজ্য ক্ষারপর্ব ব্যতানীৎ ॥ ৮৭-৮৮

তবেত ভোজন, করিবার তরে, আভীর বালকগণ। শ্রেণী বদ্ধ হৈঞা অশোক কাননে, বসিল সেইত ক্ষণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ আপনি, বিতরন করি, সেই অন্ন নিজ করে। ভুঞ্জাইল সখ্য পূর্ণ সংখ্যাতীত, মিত্রগণে সমাদরে ॥ নিজে তবে হাস, পরিহাসে প্রতি, দ্রব্যের প্রশংসা করি। ভোজন করিল, মহামহোৎসব, বিস্তারিয়া তত্র হরি ॥ ভোজনের কালে সখা শ্রীমধুমঙ্গল ॥ আস্বাদ করিয়া মিষ্ট দ্রব্যাদি সকল ॥ প্রশংসা করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তি তরে। কহিতে লাগিল তবে কৃষ্ণের গোচরে ॥ এই যে সুপক্ক ভোজ দ্রব্য সমুদয় ভিক্ষা লব্ধ হইলেও যেন সুধাময় ॥ দ্রব্য বিনিময়ে যেই বস্তু লভ্য হয়। বুধগণ তারে আপমিত্যক কহয় ॥ ভিক্ষা লব্ধ বস্তু হয় অমৃত আখ্যান। অমৃত হইতে তার স্বাদ গরীয়ান ॥ দেখহ এঅন্ন পরিল যে তুমি পরে। তাহাও এ মোরা খাইনু পরমাদরে ॥ অতএব মোর বাঞ্ছা যজ্ঞ পত্নীগণ। করিয়া নূতন রূপে কুটীর বন্ধন ॥ মোসবার পর্ণশালা সমীপে সতত রহিয়া করুক পাক কার্য ইচ্ছামত ॥ অন্ন শাক ব্যঞ্জন পিষ্টক ভারে ভার প্রস্তুত করিবে দ্রব্য বহুত প্রকার ॥ উক্ত ঔষধকৃষ্ণ সেই দ্রব্য সমুদয়। ভুঞ্জাইব তোমা

সবাকারে সুনিশ্চয় ॥ তন্মধ্যে এ আমি শ্রেষ্ঠ জাতিতে ব্রাহ্মণ তেইত সর্বাগ্রে আমি করিব ভোজন ॥ এহেন ব্যবস্থা হৈলে কিবা হয় দোষ। ভয়ে কিছু নাহি কহি যদি কর রোষ ॥ এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহিছে বচন। শুহে ঔদরিক বিপ্র করহ শ্রবণ ॥ হইলা উন্মাদ রোগে পীড়িত নিশ্চয়। লজ্জাহীনতাকে তেই কৈলা পরাজয় ॥ একথা শুনিয়া সবে হাসিয়া উঠিল। কৃষ্ণ প্রতি সমবাক্যে কহিতে লাগিল ॥ হে প্রিয় বয়স্য তুমি করহ শ্রবণ। পরান্ন ভোজনে বাঞ্ছা কৈল এ ব্রাহ্মণ ॥ তেই সেই বিপ্র পত্নীগণে আরাধিয়া। রহুক তৎপথ পার্শ্বে কুটীরে যাইয়া ॥ সুমিষ্ট সুখাদ্য তত্র তৃপ্তি সহকারে ভোজন করুক বটু বাসনানুসারে ॥ কৃষ্ণ কহে এহ হয় উত্তম বচন। কহিব একথা পৌর্ণমাসীর সদন ॥ শ্রীমধু মঙ্গল কহে যেন ক্রোধ করি। যুবরাজ এই সব সথা উদম্ভরী ॥ এই হেতু ক্ষুধা প্রাপ্ত হইয়া সর্বত্র। পেটুক বলিয়া খ্যাত হয় যত্র তত্র ॥ প্রচুর উত্তম ধরে ভিক্ষা মাগিবারে। সর্বজাতি ঘরে অন্ন খায় অবিচারে। এমোরা তদ্রূপ নহি জাতিতে ব্রাহ্মণ। যার তার ঘরে অন্ন না করি গ্রহণ ॥ এই দেখ স্কন্ধে মোর আছে উপবীত। পরান্ন নাহিক খাই দক্ষিনা ব্যতীত ॥ নিমন্ত্রণ ব্যতিরেকে অপরের ঘরে। ব্রাহ্মণেরগণ অন্ন ভোজন না করে ॥ এতেক কহিল যদি শ্রীমধু মঙ্গল। প্রত্যুত্তরে কহে তবে রাখালের দল ॥ শুনহে বাচাল বটু ব্রাহ্মণ বলিয়া। যজ্ঞে তুমি সদা মিথ্য মন্ত্রাদি জপিয়া ॥ যজ্ঞীয় পিষ্টক পুরোডাশ লৈঞা হাতে। রাক্ষসের মত খাও লজ্জা নাহি তাথে ॥ যজ্ঞ কি করিবে তুমি ভোজনেতে পটু ॥ তদ্বিষয়ে জাগ্রত আছহ তুমি বটু মোরা পূজ্য ব্রাহ্মন জাতির গুন সব। পরীক্ষা করিয়া করি স্তুতি নতি স্তব ॥ বংশী হেন মতে হাস্য করে বয়স্যেরগণ। কর তৃপ্তি অন্ন নিজে করিয়া ভোজন ॥ তত্তৎ কথা বাজাইয়া সর্ব হিতৈষী গোবিন্দ। সমবেত কৈল এক স্থানে ধেনু বৃন্দ ॥ বিদ্যমান যারা ছিল সেই কৌতুকেতে নিমগন। ধেনুর পশ্চাৎ করি দৃষ্টি নিক্ষেপণ ॥ স্বকীয় বিরহ দাহ নির্বাপিত করি। ব্রজ জনে। বেষ্টিত হইয়া ব্রজে পশিল সেঃক্ষণে ॥ তাসবার রূপামৃত আপ্যায়িত কৈল সবে হরি ॥ যাজ্ঞিকের গৃহে মোরা করিনু গমন। হেন কথা কাহারেও না কৈল অন্নমোরা করিনু ভোজন ॥ সঙ্কোচ বশতঃ কৃষ্ণ বয়স্যেরগণ। বর্ণন ॥ কৃষ্ণলীলা এতদূর করিয়া বর্ণনা। কথক করিয়া কহে কথা সমাপন ॥ ৮৭-৯৬

সোঽহমং শ্রীগোকুলাধীশ কুলাধীশস্তবোদিতঃ। আকর্ষণাদগুণা যস্য সর্বানস্বগুণান্ ব্যধুঃ ॥

হে গোকুলেশ্বর, হেন বংশধর, জন্মিল তোমামান ঘরে। যারগুণ রাজি, সবে আকর্ষিয়া, আপনানুরূপ করে।

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু যজ্ঞভার্য্যাসদুপচর্য্যাপর্য্যাপ্তির্নাম দ্বাবিংশং পূরণম্ ॥

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পু, গ্রন্থ বিরচিল' স্বাদে সুধা গর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ শ্রীগোপালচম্পূ শ্রীরামদাসের দাসে ॥

ত্রয়োবিংশং পূরণম্ ☐ শ্রীরাসলীলারম্ভ

রাসারম্ভে কৃষ্ণের শপথ জানাইতে। এইত প্রার্থনা করি প্রকাশ আদিতে ॥

নিজে কাব্যে সর্বং রসবলনমস্তীতি লিখতা ময়াধাষ্ট্যাৎ স্পষ্টীকৃতমতিরহস্যং তু যদিহ। তদেতদ গোবিন্দ ব্রজবিজন কান্তানু বচনং দধদ্ভির্যোগ্যস্য শ্রবসি পরমপ্যং ন সদসি ॥

নিজ বাক্যে মোর, নিখিল রসের, ঘটিয়াছে সমন্বয়। একথা লিখিলে, অতীব রহস্য ধার্ষ্ট্যে স্পষ্টীকৃত হয় ॥ নিখিল রসের, বিলাস শ্রীরাম, অতি গোপ্য সেই কথা। ব্রজের বিজনে, গোবিন্দের সঙ্গে কান্তানু বচন যথা ॥ সেইত মধুর, কথোপকথন চিত্ত মাঝে অনুক্ষণ। ধারণ করয়ে, গোপ্যধন রূপে, যেই সব মহাজন ॥ সুযোগ্য জনার, শ্রবণ সমীপে, তাহারা কহিতে পারে। কিন্তু কদাপিহ, প্রকাশ নাহিক, করিবে জনতা গারে ॥ অতঃপর শ্রীগোলোক ধামে রাত্রিকালে। কৃষ্ণ কথা বিস্তারিত আরম্ভ হইলে ॥ মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠ করি আলম্বন। কহিল সম্ভাব স্নিগ্ধকণ্ঠে সেইক্ষণ ॥ বলিবার পূর্বক্ষণে কৃতাঞ্জলি হৈঞা। কহিতে লাগিল অতি আগ্রহ করিয়া ॥ রাস কেলিরজনিষ্ট জাগরং, স স্ফুটং ভবতু তৎকথা তথা। কারণং ভবতি যস্য যদ্বিধং, তস্য তদ্বিধ হয়া মতা স্থিতিঃ ॥

রাস কেলি হৈল, প্রফুল্ল স্বরূপে, নিজে ব্যক্ত সুনিশ্চয়। অতএব রাস কথা স্পষ্ট রূপে, সদা বর্নিতব্য হয় ॥ যাহার কারণ, হয়েত যেমতি, তেমতি বিষয় তার। সমুপস্থাপন, সমুচিত হয়, কার্য কারণানুসার ॥ শুনিয়া এতেক বানী সভাসদগণ। মধুকণ্ঠে হেরি কহে সহর্ষ বচন ॥ পূর্বাপর সামঞ্জস্য করিতে রক্ষণ। যুক্তিযুক্ত কথা তুমি কহিলা এক্ষণ ॥ পরমা যা রসধারা সা যদি মধ্যে বিযুক্তিমায়াতি। পূর্বাপরসঙ্কলনা ভাবান্নৈব স্বরূপ মায়াতি ॥ ১-৪

পরম রসের, ধারা যদি মধ্যে, বিযুক্তি সম্প্রাপ্তি হয়। তবে পূর্বাপর, ভাবছিন্ন হৈঞা, স্বরূপ সম্প্রাপ্তি নয় ॥ অতএব যদৃচ্ছাতে অবিচ্ছেদ করি। এইত বিষয় তুমি বোলহ বিস্তারি ॥ সবাকার আজ্ঞা পাঞা আনন্দিত মন। কহিতে লাগিল মধুকণ্ঠ সেইক্ষণ ॥

মুখং শশিমুখীগরপ্রচুরমোহসংরোহণং, দৃশোর্যুগমমূদৃশাং মৃগদৃশাং দৃশাং ঘূর্ণনম্।
তনুঃ সুতনু মণ্ডলীধৃতিবিখণ্ডনী শ্রীহরে-স্তদাজনি যদা জনিং মৃগয়তে স্ম রাসোৎসবঃ ॥

রাসোৎসব যবে, প্রকট হইতে, নিজে অভিলাষ কৈল। হরির বদন, বিধুমুখীগণে, মহামোহ জন্মাইল এণাক্ষিগণের, নেত্র বিঘূর্ণিত, কৈল হরিনেত্রদ্বয়। সুতনু মণ্ডলী, ধৃতিনাশ কৈল, হরি তনু সে সময় ॥ ৫-৬

মুখং বিধু বিমোহনং নয়নমজদৃগলোভনং, রুচির্ঘন রুচীহিত প্রথম সঙ্গ-রঙ্গপ্রদা।
রমা রমণ রামণীয়ক বিভূষিরামাবলে স্তদাজনিযদাজনিং মৃগয়তে স্ম রাসোৎসবঃ ॥

রাসোৎসবে যবে, প্রকটে বাসনা, করিল তবেত ব্রজে। সজ্জিত হইল, ব্রজ বধূগণ, কুঙ্কুম চন্দন স্রজে ॥ সুষমা মণ্ডিত, বদন মণ্ডলে, উছলে লাবণি সার। হেরিয়া বিপুল, মোহ উপজিল, নভোচারী চন্দ্রমার ॥ দীঘল লোচনে, চটুল চাহনি, হেরিলে মানস হরে। হরির নয়ন, প্রলুব্ধ করিল, নিয়ত দর্শন তরে ॥ অঙ্গের সুষমা, নিবিড় রুচিতে, প্রার্থিত প্রথম সঙ্গ। রঙ্গ দান করি, পুলকিত কৈল, হরির নিখিল অঙ্গ ॥ শ্রীরমারমণ, নারায়ণ চিত্ত বিমোহনী বিমোহন। রাসারম্ভে মহা, সুষমামণ্ডিত, হৈল ব্রজ রামাগণ ॥

তবে কৃষ্ণলীলা পূর্বক্রম অনুসারে। পৌর্ণমাসী দেবী যদ শ্রম যত্ন যারে॥ পুলিন্দ
রমনীগণ পূর্ণকাম হৈল। কৃষ্ণ নিজ চিত্তে অসম্পূর্ণ বোধ কৈল॥ তবে মাত্র রাধারে
আকৃষ্ট করিবারে। চিন্তিতে লাগিল সদা তৃষিত অন্তরে। নিভৃতে মিলন হয়
রাধিকার সনে। কেমনে হইবে হেন চিন্তা হৈল মনে॥ শ্রীকৃষ্ণ পদাব্জলিপ্ত কুঙ্কুমে
যাহার। অঙ্গের সুষমা হৈল বর্দ্ধিত অপার॥ এহেন কোনও এক বনচরী আসি।
রাধিকার প্রতি বিতারিয়া প্রেমরাশি॥ তরুণ অরুণ পদ্ম সুন্দর লোচন। হরি প্রতি
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ॥ তব মুরলীমিব নিতরাং বিষমশরঃ স বিজিতো ভবতা।
অহহ! ন জানে কথমিব শুকাং বিদ্ধাক তাং কুরুতে॥ ৯-১৪
তুমিত তাহারে, নির্জিত করিয়া,
বিষম শরের, সন্ধান করিয়া, যে সবার প্রাণ হরে। মুরলীর
বিহ্বল আনন্দ ভরে॥ জানিনা হায়রে, কিসের লাগিয়া, সে মদন কাম শরে।
দেবীগণ। দৈব-মত, শুক আর বিদ্ধা, কৈল ভানু তনয়ারে তলক্ষ্যে থাকিয়া অথা বন
বাণী উদ্ভাবিত কৈল সেইক্ষণ॥ শুকাতপ্ত শলাকয়াচ পরিতো বিদ্ধা সুবংশোদ্ভবা, সেয়ং
তে মুরলী প্রিয়েতি নিয়তং বিজ্ঞাতবান্ মন্মথঃ। তাং শুষ্কপূর্বং বিধায় কুলজাং
বাণিনিজৈ পঞ্চভির্বিদ্ধাঙ্গীং বিদধাতি হা বকরিপো ত্বংপ্রীতয়ে সম্প্রতি॥ ১২-১৩
তোমার এ প্রিয়া, মুরলী সৎ বংশে, জনম গ্রহণ কৈল। রৌদ্রে শুষ্ক আর, তপ্ত
শলাকাতে, সর্ব দেহ বিদ্ধ হৈল॥ এতেক জানিয়া, মন্মথ সতত, নিজ পঞ্চবান হানি।
হে বক নাশন সম্প্রতি তোমার,
সৎকুল সম্ভবা, শ্রীমতী রাধার, কোমল বিগ্রহ খানি॥ শুষ্ক আর ছিন্ন, ভিন্ন কৈল হায়, ফুল ধেনু লৈঞা করে॥
প্রীতি উৎপাদন তরে। অতীব চঞ্চল চিত্ত হৈল বেণুপাণি॥ ভ্রমিতে
শুনিয়া কাননোত্থিত হেন দৈববাণী। কোন এক তমালের গাত্রে সেইক্ষণে॥ কুঙ্কুমে লিখিত
লাগিল তবে কাননে কাননে।
এই পত্র মনোহর। হইল অচিরে তার নয়ন গোচর॥ ১৪-১৬
প্রত্যঙ্গে হইয়া, আলিঙ্গিত
অনঙ্গ জ্বালাতে, সন্তপ্ত হৃদয়, আমি তব মনোহর। রাগশ্রী মাধুরী রাশি।
শুনিয়া তোমার, মুরলী গলিত,
চিত্ত মনে মনে নিরন্তর॥ কৃষ্ণত্ব লভিনু, ভিতরে
তোমার শ্যামল, কান্তি নিরখিয়া, দিগ্বিদিকে দিবানিশি॥
বাহিরে, সর্বভাবে অনিবার। তথাপি হে কৃষ্ণ, তোমারে নাহিক, লভিনু এ আমি আর॥
লেখকের না পাইয়া তত্র দরশন। পূর্বলিপি বিচারিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন॥ মনে মনে কহে
হায় হেন বাক্যান্বিত। লিপিমাত্র হয় রাধিকাতে সম্ভাবিত॥ সৎ কুলসম্ভূতা তেই
মদন বিকৃতি। গুপ্ত করি অবস্থান করয়ে সম্প্রতি॥ তেই এবে তার যত মদন বিকার।
বিনাশিতে বংশীবাদ্য শরণ আমার॥ হৈঞা রাধারূপ সুধা দুর্ভিক্ষ পীড়িত। অতঃপর
কৃষ্ণ না হইয়া নিবর্ত্তিত॥ বেণু শিক্ষা রূপ ভিক্ষা কাননে বসিয়া। করিতে লাগিল
রাত্রে নিবিষ্ট হইয়া॥ বর্ষা সেহ গত হৈল বৃন্দাবনান্তরে। রাধাপ্রাপ্তি তৃষ্ণা রাখি কৃষ্ণের
অন্তরে॥ কৃষ্ণের হৃদয়ে তৃষ্ণা করিয়া বর্দ্ধিত। হইল শরৎ ঋতু প্রায় অর্দ্ধগত॥ আশ্বিন
মাসের প্রায় অবসান হৈল। প্রতিদিন বংশী শিক্ষা করিতে লাগিল॥ যহ্যাকথবিধিং
হরির্মুরলিকা শিক্ষ [illegible] ত্রসাঃ ক্রমাৎক্রেত্তিগতাশিরাঃ পরপর শোভান্ত এতে তথা।

কম্পা স্বর্ণনমাসনাদ্বিচলনং খিন্নক্রমা বাত্বতো নিষ্ক্রান্তি র্বনবর্ত্ম বর্ত্তনমুপত্রজ্যা, চ
দূরাধ্বনি॥
রাধারে আকৃষ্ট, করিতে যবেত, পরম আগ্রহ করি। মুরলী বাদন, অভ্যাস করয়ে,
বিজনে বসিয়া হরি॥ তবেত রাধার, তিয়ার মাঝারে, ক্রমশঃ উত্তরোত্তর। উঠিতে
লাগিল, চাঞ্চল্য বর্দ্ধনকারী ভাব নিরন্তর॥ সর্বাঙ্গে কম্পন, চিত্ত ভ্রান্তি আর, আসনাদি
পরিহার। গৃহ হৈতে প্রতি রাত্রে নির্গমন, প্রায় দুই তিনবার। বনপথে যাত্রা, দূর বর্ত্মে
গতি, তুচ্ছ করি নানা বাধা। হেন দশা প্রাপ্ত, হইল মুরলী ধ্বনি শুনি ধ্বনি রাধা॥ ১৭
রাধাকর্ষকৃতে কৃতামুরলিকা শিক্ষার যা যা তদা সা সা তেন সদাশয়া বলয়িতা
প্যাসীদলং নিষ্ফলা। তামেতাং নতকন্ধরঃ সপুলকং বন্দেহহমুচ্চৈঃ সদা যা কৃষ্ণস্য
মনোরথাবলিমহো পূর্ণামকার্ষীন্ মুহুঃ॥ ১৮-২০
রাধারে আকৃষ্ট, করিতে মাধব, মুরলী শিক্ষার তরে। বৈশ যেই যেই, প্রণালী
প্রয়োগ, পরম আগ্রহ ভরে॥ সেই সেই ছল হীন শিক্ষা ধারা, আশাতে বর্দ্ধিত হৈঞা।
সফল হইল, নিশাতে রাধারে, বন মধ্যে আকর্ষিয়া॥ মাধবের মনোরথাবলী পূর্ণ, কৈল
যে রাধিকা আর। মুরলীরে করি, নত স্কন্ধে সদা, সপুলকে নমস্কার॥ বর্ষাকালে
বেণুশিক্ষা পরীক্ষা তৃষ্ণিত। মাধব প্রতীক্ষা করি কাল কৈল গত॥ হইল শারদ শোভা
আগত তখন। দেখিয়া চিন্তয়ে হরি আপনার মন। স্বভাবতঃ নির্মল এঋতু সাতিশয়।
এবে যদি মোর লীলা বিভূষণ হয়। তবেত প্রমদাবলি সুখ শ্রেণী আর। বধূগণ
হস্তগত হয়েত আমার॥ কিন্তু কালভেদে আর সময়ে প্রভূত। সর্ববশী ভাব রাধা কৈল
বশীভূত॥ রাধা মোরে যেই ভাবে করয়ে দর্শন। আমিহ তেমতি তারে হেরি
সর্বক্ষণ॥ অতএব যদি এই মুরলী শিক্ষাতে। অধীনতা প্রাপ্ত হৈঞা আমি ভবিষ্যতে॥
অন্য চিত্তে ভাবান্তর করিয়া সঞ্চার। রাধারে আনিতে পারি বশেতে আমার॥ তবেত
বুঝিব আমি হইনু সমর্থ। সফল হইল বংশীশিক্ষার গূঢ়ার্থ। এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ আনন্দে
মগন। কহে করি শুভ চিহ্ন অগ্রে দরশন। অহোভাবী সুমঙ্গল ইথে সুনিশ্চয়।
প্রকাশ করয়ে তাহে সন্দেহ না হয়॥ খঞ্জন খেলারঞ্জিত কঞ্জ নয়নং নয়ন্ বিধিঃ স মম।
রাধা মঞ্জুল নেত্র স্ফুরদাননমাশু সঞ্জনয়িতা॥ ২১-২৫
খঞ্জন যুগল, খেলাতে রঞ্জিত, কঞ্জ নয়নের পথে। দেখাইয়া বিধি, মঙ্গল সূচনা,
কৈল মোর ভাল মতে॥ ইথে মনে লয়, সেই বিধি মোরে, মিলাইবে শীঘ্র আনি। মঞ্জুল
নয়ন, স্ফুরিত সুন্দর, রাধার বদনখানি॥ মঙ্গল সূচক এই পক্ষী দরশনে। হইল আনন্দ
বৃদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের মনে॥ আশ্বিন পূর্ণিমা হৈতে করি আরম্ভণ। শুক্লাচতুর্দশী কার্ত্তিকেতে
সমাপন॥ এইত সঙ্কল্পস্থির করি নিজ মনে। বেণুধ্বনি চর্য্যা আরম্ভিল বনে বনে॥ ২৬
বংশীকলাহৃদয়তঃ শরদি প্রভাবাম্ললীভিরপ্যতুল কুন্দদশাং গতাভিঃ।
রাত্রীনিভালা মুহুরুল্লসিতাঃ সরাম, ভ্রাতা রতিং রতিকৃতেহকৃত বল্লবীভিঃ॥
বংশী কলনাদ, উদয়ে অতীব, প্রফুল্লিত দশাগত। মল্লিকা নিকরে, হেরি উল্লসিত,
শারদ রজনী যত॥ রামানুজ অভিরাম শ্রীমাধব, গোপ বধূগণ সনে। মুহুর্মুহুঃ বনে,

রমন করিতে, বাসনা করিল মনে ॥ তবে বহু সুখপূর্ণ পৌর্ণমাসী তিথি। পূর্ণচন্দ্রে সঙ্গে করি হইয়া অতিথি ॥ কৃষ্ণচন্দ্রে সুখদান করিবার তরে। আসন্ন হইল তবে অতীব সত্বরে ॥ জানিয়া দিবস রাসলীলার সময়। বনমালী লৈঞা নিজ গাভী সমুদয় ॥ করি বন বিহার ত্বরিতে সমাপন। অপরাহ্নে নিজ গৃহে কৈল আগমন ॥ ব্রজে আসি করি সায়ং কালীন ভোজন। চন্দ্রশালা অলিন্দে করিল আরোহণ ॥ সূর্য দেব স্পষ্টরূপে অস্তমিত হৈল। পূর্ব অন্তরীক্ষ ক্রমে আলোকে ভরিল ॥ তারাগণ সহ গাঢ় কৌমুদী শোভিত। পূর্ণচন্দ্র পূর্বাকাশে হইল উদিত ॥ উদিত চন্দ্রমা হেরি চিত্তের মাঝার। বধূগণ সহিত রমণ করিবার ॥ ভাব বিশেষ তবে উদ্দীপিত হৈল। সেইভাব ভরে তবে কহিতে লাগিল ॥ জাগুড়পিণ্ড সপিণ্ডং কিং বিধুবিম্বং তদেত দুন্নমতি। কিংবা রোষারুণ রুচি মুখমিদমুদ্ভাতি কামস্য ॥ ২৭-২৯

কুঙ্কুমের পিণ্ড, সমপিণ্ডাকার, চন্দ্র বিম্ব কি উদিল। কিম্বারোষারুণ, কান্তিমদনের, বদন উদিত হৈল ॥ কুঙ্কুমরস সঙ্কুলমিব কিং বিধুবিম্বং পুরঃ স্ফুরতি। অথবা রাধামুখমিদ মুদয়তি যমুনা বনাৎ পুরতঃ ॥ ৩০

শশাঙ্ক মণ্ডল, মণ্ডিত হইয়া, কুঙ্কুম পরাগ রাগে। সুষমা বিথারে, কিবা পূবাকাশে, নয়নের পুরোভাগে ॥ অথবা অতুল, মাধুরী লসিত, রাধিকার শ্রীবদন। উদিত হইল, সম্মুখে ভেদিয়া, যমুনাপুলিন বন ॥ পূর্ণচন্দ্র হেরি কৃষ্ণ নিজ মনে কয়। অথবা এমোর চিত্তে হেন বোধ হয় ॥ পূর্ণচন্দ্রোঽয়মৈন্দ্রীং হরিতমনুগতঃ প্রেয়সীং দূরদেশা দস্যাবক্ত্রং বিলিম্পন্ ঘুসৃণ শবলিতেনেব শশ্বৎকরেণ। তদ্ব্যাজান্মামমুদৃক্ রুতিমুপদিশতী বাদ্যসদ্যঃ কিশোরং শুভ্রাত্মাযস্তদীয়ং ভজতি বিরচনং সর্বতো ভদ্রমেব ॥ ৩১-৩০

পূরব গগনে; সদ্য সমুদিত, এই পূর্ণ শশধর। বিস্তার করিয়া, দূরদেশ হৈতে, কুঙ্কুম মণ্ডিত কর ॥ শারদ রজনী, উদয় দর্শনে, পরম প্রমোদ মানি। রঞ্জিত করিল, বাসব প্রেয়সী, দিক্ বধূর মুখ খানি ॥ এই ছলে যেন, কিশোর এ মোরে, তদ্রূপ প্রেয়সী গণে। রমণ করিতে, প্রেরণা প্রদান, করিছে বিজন বনে ॥ শুভ্রাত্মা শশীর, হেন ব্যবহার, কভুত অন্যায্য নয়। সর্বভাবে সদা, মঙ্গলজনক, বলিয়া আখ্যাত হয় ॥ অপরন্ত শশী যেন এই মোর প্রতি। হেন উপদেশ দান করিছে সম্প্রতি ॥

বিধুরহং হরিতঃ প্রতি দিক্ পতি-প্রণয়িণী রময়ন্ জন শর্মদঃ।
ত্বমিহ কিং নু বিধো স্থগিতায়সে, পর-রমাং রমণং প্রতি সম্প্রতি ॥ ৩৪

শশী আমি প্রতি-দিক পতিগণের, প্রেয়সীবৃন্দের সনে। রমণ করিয়া, সতত মঙ্গল, বিতরি ভুবন জনে ॥ মোর প্রতিদ্বেষ, কভু নাহি করে, জগতের লোক সবে। তুমিত মাধব, নিস্তব্ধ হইয়া, রহিয়াছ কেন তবে ॥ পরমা রাধা, প্রভৃতি হয়েত, গদ্য। তাসবার সঙ্গে, রমণ করিয়া, কৈশোর করহ ধন্য ॥ হেন মতে লভি সর্ব দৈবের সহায়। শশাঙ্ক কৌমুদী ধৌত শুভদ সন্ধ্যায় ॥ অগ্নিকোণে স্থিত বৃন্দাবন পথ প্রতি। পথিক হইব আমি নিশ্চিত সম্প্রতি ॥ নিখিলমেব বনং বিধুনামুনা, দিশিদিশি প্রতি রঞ্জিতমীক্ষ্যতে। মদনুকূলমিদং শকুনং ভবে,-দিতি গতির্মম তত্র শুভাবহা ॥

মোর উপদেষ্টা, এইত শশীর, জ্যোৎস্নাভরে এইক্ষণ। রঞ্জিত নিরখি, দিশি দিশি আর, ব্রজের নিখিল বন ॥ এইত লক্ষণ, মোর অনুকূল, রূপে প্রতিভাত হয়। অতএব বনে, গতি মোর পক্ষে, শুভাবহ সুনিশ্চয় ॥ নিশিতে কাননে মোরে করি দরশন। যদি সেই কামনামা জনার বদন ॥ কোপাস্পদ হয় তবে তার পঞ্চবাণ। আশ্রয়ে লভিব ভয় হৈতে পরিত্রাণ ॥ শ্রীরাধার শোভাস্পদ বক্তের মতন। যদ্যপিহ বিদ্যমান হয় এই বন ॥ তবেত প্রবেশ কৈল সে সুখ প্রচুর। প্রবেশ করিবে এই মোর মর্মপুর ॥

গমনের তরে, নর্তন করিছে, মহানন্দে মোর চিত্ত। দক্ষিণ নয়ন, সেই ঘন ঘন, করিছে এবেত নৃত্য ॥ অতএব হেন, অনুভূত হয়, প্রেয়সীগণের সনে। সঙ্গম বিলাস, নৃত্যগীত আর, নিশ্চয় ঘটিবে বনে ॥ এইরূপ চিন্তা করি তার অতঃপর। বসুদাম সুদাম দাম কিঙ্কিনীর কর ॥ ধারণ করিয়া প্রেম মূল্যে এ চারিরে। ক্রয় করি সুহৃত্ত্ব করিল অচিরে ॥ তবে তা সবার সঙ্গে মিলিত হইয়া। অন্যান্য বয়স্যগণে একত্র করিয়া ॥ দ্বার পাল রূপে করি বাহিরে স্থাপন। নিদ্রাচ্ছলে গৃহে প্রবেশিল সেইক্ষণ ॥ সেথা হৈতে অপর সবার অলক্ষিতে। বাহির হইল হরি বেণু লৈঞা হাতে ॥ অগ্নি কোণে চন্দ্রোদয় হইয়াছে হেরি। দ্রুত পদে সেই দিকে যাত্রা কৈল হরি ॥ সূর্যকন্যা যমুনার সমীপে আসিয়া। কহিতে লাগিল চিত্ত মাঝে বিচারিয়া ॥

চন্দ্রের অরুণ, বদন নেহারি, পুনরায় কহে হরি। কোপিত কামের, বদন এ নহে, যেহেতু শুভ্রতা হেরি ॥ বিয়োগি রাধার, রাতুল বদন, এহোত নিশ্চয় নয়। যেহেতু পার্থক্য, সূচক কলঙ্ক, ইথে পরিদৃষ্ট হয় ॥ তবে মৃগলাঞ্ছন চন্দ্রমা এহ হয়। নিশ্চিত করিয়া হরি পুনরায় কয় ॥

গাঢ়নৈশতমো, বিনাশাবসর, লভিয়া রজনীকান্ত। আরোহণ করি, পূর্ব পর্বতের, সর্বোচ্চ শিখর প্রান্ত ॥ বিমল কৌমুদী, বিস্তার স্বরূপ, উৎসব প্রদান দ্বারে। করিছে পরমা-নন্দের বিধান, পূর্ণ করি সবাকারে ॥

সুষমা মণ্ডিত, রাধার বদন, শোভাহরণ করি। বিরাজে চন্দ্রমা, কৌমুদী বিস্তারি, পূরব গগনোপরি ॥ রাধা মুখাকার, চন্দ্রমা বদন, দর্শন করিয়া তবে। এমোর হৃদয়, সন্তাপে পূরিত, হইল কেন বা এবে ॥ পুনর্বার চন্দ্র প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করি। গর্বভরে কহিতে লাগিল তবে হরি ॥

হে অমৃত দ্যুতি, সর্বলোক মধ্যে, মোর কান্তি অতুলন। এতেক ভাবিয়া, দর্প না করিহ, তৃপ্তি ভরে কদাচন ॥ রাধার চরণ-দ্বিপঞ্চনগরে, অপূর্ব সুষমা ধরে। তোমার সাদৃশ্য, সেইত সুন্দর, নখর নিকর ধরে ॥ তবেত সঙ্কেত ধ্বনি বেণু পুরঃসর। আনয়ন কৈল চারি সখারে সত্বর ॥ সমুচিত স্থান তবে সংগ্রহ করিয়া। মধ্য পথে সেই চারি সখারে রাখিয়া ॥ আপনি চলিল তবে যমুনার তীরে। আরোহণ কৈল এক সুউচ্চ চত্বরে ॥ রাখিয়া ব্রজের দিক্ আপন সম্মুখে। বাজাইতে মুরলী ধরিয়া নিজ মুখে ॥ নিশ্চিন্তে চিন্তিয়া হরি কহিছে তখন। প্রথমে রাধারে করি অত্র আনয়ন ॥ রাধার বিহনে রাস বিলাস কেবল। অনুভব হয় চিত্তে একান্ত বিফল ॥ রাধার হইলে অত্র

শুভ আগমন। অবশ্য আসির অন্য ব্রজ বধূগণ॥ রমণীর ভাবে এই বিশ্বাস আমার। সমুদ্গত হৈল এবে চিত্তের মাঝার॥ কিন্তু রাধিকার শুভাগমন মঙ্গলে। কিরূপে হইবে তাহা ধৈর্যসহকারে॥ বেণু বাজাইব আমি মধুর করিয়া। সন্তুষ্ট হইবে তাহে শ্রীরাধার হিয়া॥ আবিষ্ট হইয়া অত্র আসিবে নিশ্চয়। অন্য গোপী না আসিবে সেইত সময়॥ এতেক বিচার করি কৃষ্ণ অতঃপর। বেণু বাদনেতে করি নিশ্চিত অন্তর॥ হৃদয়ে উদিল রাধা বদন সুন্দর। বেণু মুখে চিন্তিত হইল বেণুধর॥ সেই কালে ব্রজে কৃষ্ণ প্রেয়সীর গণ। গাঢ় জ্যোৎস্না যুক্ত চন্দ্রে করি দরশন॥ শারদীয় এহো শোভা সমুচিত হয়। এত কহি আক্ষেপ বচনে সবে কয়॥ হায়রে এইত ওষধির অধিপতি। মানসিক পীড়াগ্রস্ত মোসবার প্রতি॥ হিংসা মাত্র অদ্য সদ্য করিছে বিস্তার। কিন্তু না করিছে দূরে ব্যাধি মোসবার॥ কিছু ভিন্ন রূপ চন্দ্রে হেরি সেইক্ষণে। হায় হায় কহি বৃন্দা চিন্তে নিজ মনে॥

তাসাং কৃষ্ণঃ বিয়োগাগ্নিবাষ্পৈর্বিস্তৃথিনিঃসৃতৈঃ। আদর্শ ইব পশ্চাদ্ধশ্চন্দ্রমা মন্দতাং গতঃ॥

মলিন হয়েত, দর্পণ যেমতি, হৈলে ধূম্রে আচ্ছাদিত। তেমতি সেইত, সুন্দরী গণের, চিত্তঃক্ষেত্রে সমুদ্ভূত॥ গোবিন্দ বিরহানল বাষ্পদামে, বিশ্ব আচ্ছাদিত কৈল। তার স্পর্শ পাঞা, চন্দ্রমা সেহত, অন্ধ আর মন্দ হৈল॥ এণাক্ষিগণের পুরোভাগে অতঃপর। বারম্বার দেখা দিয়া পূর্ণ শশধর॥ বশীভূত হৈঞা যেন শতেক কিরণ। দিকে দিকে সেইকালে করি বিকিরণ॥ বিস্তারিয়া শোভারাশি কাননে প্রান্তরে। করিল কৃষ্ণের স্ফূর্তি সবার অন্তরে॥ কৃষ্ণে হেরিবারে তবে ব্যাকুলিত মন। হইল ব্রজের যত গোপ বধুগণ॥

শারদ চন্দ্রমা, উদ্বুদ্ধ করিয়া, সুন্দরী ললনা সবে। হরির সমীপে, প্রস্থান সম্ভব, কৈল তাসবার তবে॥ তৎকালে হরির, মুরলী কলিত, ললিত মধুর গীত। গোপিকা-গণের, সেইত প্রস্থান, কৈল অতি ত্বরান্বিত॥ যমুনার কূলে হরি মুরলী বাজায়। অনুরাগে বধূগণ সেইদিকে ধায়॥

অনুরাগেণ রাগেণ বর্ণভাগেণ মাধুরীঃ॥ কলয়ন্তং কলং বেণোঃ কলয়ামাস কেশবঃ॥

বসন্তাদি নানা রাগের বিভাগে, মাধুরী বিস্তার করি। অনুরাগ ভরে, বেণু বাজাইল, ললিত ত্রিভঙ্গ হরি॥ তার মধ্যে গোপিকাগণের প্রতিযথা। অনুরাগ ব্যক্ত হৈল কহি সেই কথা॥ সাশ্রু কণ্ঠ নয়নং সকণ্টকং বাষ্প সম্পদং সমাধবঃ। রাধিকা বিরহজ্বাধি বাধিতঃ শ্রব্য বেণুকল ভব্যমাজগৌ॥

রাধার বিরহ, পীড়াতে পীড়িত, কম্পান্বিত কলেবর। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ, কণ্টকিত তনু নেত্র ঝরে নিরন্তর॥ সেইত মাধব, অনুরাগ ভরে, হৈঞা ভাবে বিগলিত। করিতে লাগিল, মধুর মুরলী কাকলী মঙ্গলগীত॥ করিতে প্রেয়সীগণে তত্ত্ব আনয়ন। রাগযথা প্রকটিল করিব বর্ণন॥ রাগমীদৃশমসাবচীক্লপং, প্রাপ রাগ ইব যঃ প্রিয়াহৃদি। যঃ স্ফুটং ন স্মসিতং পুরাভুবি, ক্বাপি নামৃত বদন্নবিশ্রুতঃ॥

যেই রাগ পূর্বে, ভূমণ্ডলে স্পষ্ট, আস্বাদিত নাহি হৈল। অমৃত বিশিষ্ট, রাগিণীর

অন্যধারে খ্যাত যে নহিল॥ যেইত রাগের, প্রভাবে ব্রজের, বধূটীগণের চিত্ত। মাধবের প্রতি, অনুরাগোদয়ে, আরক্ত হয়েত নিত্য॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া, যমুনার কূলে, বদনে মুরলী ধরি। এহেন অপূর্ব, রাগ রাসারম্ভে প্রকট করিল হরি॥ মুরলী গণের বর্ণ বিভাগ যেমন। অতঃপর সেইকথা করিয়ে বর্ণন॥ অয়ি চন্দ্র সুধামুখি রাধিকে, মধুর ভাবধুরা মধু মাধবি। ময়ি সদা দয়িতে দয়িতে চিরং, তব গুণৈর্হৃদয়ং মম দীর্ঘতে॥

অয়ি চন্দ্র সুধা মুখি শ্রীরাধিকে, মধুর স্বভাব অতি। বসন্তকালীন, হে মাধবী লতে, ধৈর্য দয়াবতী মোর প্রতি॥ হে চির দয়িতে, তোমার অনুপ, গুণরাশি সোঙরিয়া। ধৈর্য ন্যাহি মানে, বিষাদে বিদীর্ণ, হইল এ মোর হিয়া॥ যাণ সয় বেণু নাদ বিস্তারে প্রবীণ। সখীরাগ্রগণ্য সেই কৃষ্ণ প্রতিদিন॥ বেণু নাদ বিস্তারিয়া রাধিকার মন। বিদ্ধ হইয়াছে হেন জানিয়া তখন॥ অন্য নারীগণে আকর্ষণ করিবারে। আহ্বান করিল মুরলীর গীত দ্বারে॥ সেইত আহ্বানে বর্ণ বিভাগ যেমন। করিব সেইত কথা অধুনা বর্ণন॥

অহহ! গোপসুতাং! মম গীঃসিতা ধরথ হন্ত মনোরথ দুর্বয়াঃ।
ইতি ভবামি ভবজ্জিত লজ্জিত সুহৃদয়ং সুদয়ং কুরুত প্রিয়াঃ॥

মোর বাক্যরূপ, শর্করা সেবনে, হে গোপ তনয়াগণ। মনোরথাতীত, দশাপরি প্রাপ্ত, হৈলা এবে সর্বজন॥ পূর্বেত সবারে, জয় কৈনু আমি, অকৃত্রিম প্রেমদ্বারে। এবে সবাকার, দশাপ্রাপ্ত হেরি হায় লজ্জা দুঃখ মোরে জারে॥ অতএব সবে, সদয় হইয়া, হে মোর প্রেয়সীগণ। লজ্জা হৈতে মোরে, রক্ষিত করহ, শীঘ্র এথা আগমন॥ তবে যবে পীতাম্বর গীত আরম্ভিল। সেই গীত ধ্বনি সবে শ্রবণ করিল॥ যেই রাগ বাহনীয় তন্মধ্যে যাহার। সেইমত চিত্ত স্থির হৈল তাসবার॥ গুরু পরিজন হৈতে বাধা উপজিল। সুন্দরীগণের চিত্ত চঞ্চল হইল॥ সেই বাধা অতিক্রম করিয়া সত্বর, যাত্রা কৈল দ্রুতপদে কৃষ্ণের গোচর॥ কৃষ্ণাভি মুখতাভিন্ন অন্য কোন ঠাঁই। দৃষ্টিপাত নাহি কৈল তৎকালে সবাই॥ যা যত্র কর্মণি গতাস্তদনুস্থিতিং তা, বিস্মৃত্য তস্থ মুরলী শ্রুতি দিব্য নেত্রাঃ। দৃশ্য প্রভং তমভিবব্রজুরশ্রুনীর স্রোতস্বতীময়তয়া নিজ জীবনেশম্॥

যত্র সেই কার্যে, নিযুক্ত আছিল, আভীর সুন্দরীগণ। কৃষ্ণের মুরলী, শ্রবণে হইয়া, দিব্য নেত্র সেই ক্ষণ॥ পাসরিয়া নিজ, কার্য পরিস্থিতি, ভেটিবারে প্রাণ নাথে। অশ্রুনীরে স্রোতস্বতী বহাইয়া, যাত্রা কৈল অচিরাতে॥ গোকুল কুমুদাক্ষীণাং, কুমুদ্বতীনাং তথা কুমুদ্দাম্। অকুরুত কুমুদাধীশঃ, সতদা শতধা পরাং সুমুদাম্॥

কৃষ্ণ পূজনার্থে, কুমুদধারিণী, গোকুলবাসিনী যত। কুমুদ লোচনা, সুন্দরীগণের, আর সরোবর স্থিত॥ কুমুদ রাজির, হৃদয় মাঝারে, শতধা পরমানন্দ। বিধান করিল, উদিত হইয়া, কুমুদ নায়ক চন্দ্র॥ শুশ্রাষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিন্নিরুদ্ধাঃ প্রস্থিতিং প্রতি। কৃষ্ণং তত্রৈব তাঃ প্রাপুরিত্যেবং মুনি জল্পিতম্॥

পতির সেবনে, নিযুক্ত হইয়া, ব্রজবধূ কতিপয়। অবরুদ্ধ হৈঞা, রহিল আপন, গৃহ মাঝে সে সময়॥ হরির সমীপে, যাইতে তাহারা, সমর্থ নাহিক হৈল। শুকদেব কহে, ভবন মধ্যেই, সবে কৃষ্ণ পদ পাইল॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ এই স্থানে করিয়া চিন্তন। স্মরণ করিল

পদ্মপুরাণ বচন ॥ পাদ্মোত্তর খণ্ডে আছে এ হেন বর্ণন। পশিল দণ্ডকারণ্যে শ্রীরাম যখন ॥ তার রূপ হেরি তত্র মুনিবর্য্যগণ। হরি সঙ্গ করিবারে হৈল লুব্ধ মন ॥ সাধন করিয়া ব্রজে গোপীদেহ পাইল। লক্ষ্মীবর্য্য রাধাদির ভাবনা লভিল ॥ তেই রাসে প্রাপ্তি নাহি হৈল তাসবার। জার বুদ্ধ্যে কৃষ্ণে পাইল গৃহের মাঝার ॥

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ সেই পরমাত্মা, কৃষ্ণ প্রতি করি, উপপতি বুদ্ধি ভবে। গৃহমধ্যে রুদ্ধা, ব্রজবধূগণ, বন্ধমুক্ত হৈঞা সবে ॥ মায়া বিরচিত, গুণময় দেহ সদ্যঃ পরিহার কৈল। দিব্য দেহ পাঞা, জার বুদ্ধিতেও কৃষ্ণ পদসঙ্গ পাইল ॥ যেইত সাদৃশ্যে সবে শ্রীকৃষ্ণে লভিল অতঃপর তাহা অত্র বর্ণিত হইল ॥ পাদ্মোত্তর খণ্ডে আছে এহেন বর্ণন। দণ্ডক অরণ্যবাসী তাপসের গণ ॥ উপপতি-বুদ্ধিতেও করিয়া সাধন। গোপীদেহ লভি পাইল কৃষ্ণের চরণ।

তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥ তপস্যা করিয়া, তপস্বীরগণ, দণ্ডক অরণ্যবাসী। স্ত্রীদেহ পাইয়া, জনম লইল, গোকুল নগরে আসি ॥ কামনানুসারে, হরিরে ভজিয়া, কামভাবে মুনি সবে। গুণময় দেহ, পরিহার করি, মুক্ত হৈল ভবার্ণবে ॥ গোপ বধূগণের প্রাকৃত পতিগণ। কৃষ্ণ প্রতি না করিল অসূয়া পোষণ ॥ এইত বচনে হেন সিদ্ধান্তিত হয়। তাসবার পতিগণ কৃষ্ণান্তি বিষয়। বিবেচনা করিতে সমর্থ নাহি হৈল। এইত সিদ্ধান্ত শুকদেব ব্যক্ত কৈল ॥ পূতনা রাক্ষসী কৃষ্ণ বধের লাগিয়া। সদ্গতি লভিল বিষলিপ্ত স্তন দিয়া ॥ সেই পরমাত্মা কৃষ্ণে উপপতি জ্ঞানে। তারে পাইল মুক্ত হৈঞা সংসার বন্ধনে ॥ জারবুদ্ধ্যাপি বচনে অপি শব্দ দ্বারে। সাধনের নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করে ॥ বস্তু শক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা নাহি করে। নিজ গুণে সর্বসিদ্ধি সর্বত্র বিতরে ॥ ভগবৎ প্রাপ্তি হয় ফল সর্বোত্তম। সর্বত্র স্বীকৃত তত্ত্ব হয় নিরূপম ॥ এইত সিদ্ধান্ত কিন্তু যুক্তিযুক্ত হয়। বিচার করিলে চিত্তে উপজে প্রত্যয় ॥

তাসাং কৃষ্ণঃ পরাত্মা ন তু পর ইতি ন প্রাপ্নুয়াজ্জারতাং তৎ প্রান্তে প্রাপ্তঃ পতিত্বং দৃঢ়হৃচিতমনিং মতিং জারমত্যাপি বিত্তঃ। যদ্বদ্বক্যাং জিঘাংসাবপি সমুচিত মত্যর্পণাদ্বাল্য ভাবং লেভে ধাত্রী নিভায়াং স্থির তমমিহবদ্ যুক্তিতত্তৎ ফলং হি ॥

পরমার্থে ব্রজ-সুন্দরীগণের, কৃষ্ণ পরমাত্মা হয়। কিন্তু নহে পর পুরুষ তেইত, জারত্ব সম্ভব নয় ॥ জার বুদ্ধি যাহে, হইলেও খ্যাত, তদুচিত মতি দানে। পতিত্ব লভিল, কৃষ্ণ তাসবার, মর্ত্ত্য দেহ অবসানে ॥ বাধাভিলাষিনী, পূতনারে হরি, ধাত্রী সমুচিত মতি ॥ বাল্য ভাবসহ, প্রদান করিল, জননীর সমগতি ॥ তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে রুদ্ধ বধূগণ, করিলেও জারমতি। দেহান্তে সে বিশ্বপতিরে লভিল, একান্ত আপন পতি ॥ অতএব জার, ভাবের ভজনে, পূতনার প্রাপ্তিমত। তা সবার কৃষ্ণ প্রাপ্তি ফল হয়, যুক্তি স্থলে নির্দ্ধারিত ॥ এইত সিদ্ধান্ত পূর্বে নারদ বচনে। নির্দ্ধারিত হৈল যুধিষ্ঠিরের সদনে ॥ উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজ প্রিয়াঃ ॥

হৃষীকেশ দ্বেষ, করিয়াও চৈদ্য, সিদ্ধিলাভ যথা কৈল। এইত কাহিনী, পূর্বেই

তোমার, সমীপে বর্ণিত হৈল ॥ দ্বেষ করি যদি, বৈরীগণ হরি-পাদপদ্ম লাভ করে। তবে কিবা কথা, হরি প্রিয়াগণে, যারা ভজে ভক্তি ভরে ॥ এই নিয়মানুসারে প্রেমাংশে সবার। বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়েত অপার ॥ শ্রীরাধাদি নিত্য কান্তাগণেও নিশ্চয়। প্রকট লীলাতে জারবুদ্ধি দৃষ্ট হয় ॥ তেই জার বুদ্ধি শ্লাঘ্য পদ বাচ্য হয়। এহেন সিদ্ধান্ত কভু সমুচিত নয় ॥

যা নিত্যা এব কান্তা দহজকুল-রিপো রাধিকাদ্যা ন তাসাং শ্লাঘাং সা জারবুদ্ধী সচিবৃজনিরিয়াৎ কিন্তু রাগঃ স নিত্যঃ। তাং ভিত্বা বিঘ্নকর্ত্রীং কৃতমুদিত বতা তেন তং নিত্যকান্তং প্রাপুস্তানাপরাসামিব বপুর পরং স প্রতীক্ষেত যাসাম্ ॥

রাধিকা প্রমুখ, যতেক ব্রজের, গোপবধূ সমুদয়। দৈত্য কুল রিপু, মাধবের সবে, নিত্য কান্তা গণ্য হয় ॥ প্রকট লীলাতে, তার প্রতি জাত, জার বুদ্ধি তাসবার। শ্লাঘ্য নহে শ্লাঘ্য, হয় সেই নিত্য, অনুরাগ সবাকার ॥ নিত্যোদিত সেই, অনুরাগ যারে, বিঘ্নকর্ত্রী জার বুদ্ধি। বিনষ্ট করতঃ, ব্রজবধূগণ, লভিয়া একান্ত শুদ্ধি ॥ নিত্য কান্ত সেই, মাধবে অচিরে, অনুরাগে চিরন্তন। নিজ কান্ত রূপে, প্রকট লীলাতে, লাভ কৈল সর্বজন ॥ গৃহেরুদ্ধ গোপীগণের মতন, অপর দেহের আর। প্রতীক্ষা না কৈল, কৃষ্ণ প্রাপ্তি তরে, অনুরাগ তাসবার ॥ এতেক শুনিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠ স্পষ্ট কয়। অতঃপর কি হইল কহ সমুদয় ॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে করহ শ্রবণ। অভিসারিকার করি বৈশিষ্ট্য বর্ণন ॥ শ্রুতে মুরলি কাকলে নিজ নিজাহ্বয়ে প্রাপকে,সমং ব্রত নত ভ্রুবঃ সপদি সুন্দ দেহা বভুঃ। অনঙ্গমপি বর্দ্ধিনং বিহিত বানহো যত্তদাকথঃ ন কিল বর্দ্ধয়েন্নিজকলা বলেনাঙ্গনাঃ ॥

নিজ নিজ নামে, আহ্বান করিয়া, বিপিনে মুরলী বাজে। শুনিয়া ঝটিতি, সুন্দদেহ হৈল, বধূগণ ব্রজ মাঝে ॥ অনঙ্গ সেহত, হয়েত বর্দ্ধিত, যাহার মধুর রবে। নিজ কলা বলে, সে কেন বর্দ্ধিত না করিবে বধূ সবে ॥ সত্বর প্রসারবত্ব ধামহারিনী, সর্বগুর্ব হার্য্য বারণাতি হিয়ারিণী। নাথমেকমনেকদারসম্পদর্শিণী, ওঘমোঘমনন্ত তক্তশোক তাপিণী ॥

রাসে অভিসারে, ব্রজবধূগণ, প্রসারিত স্তবন। পরিহরি সর্ব, গুরুজন কৃত, দৃঢ় বাধা উল্লঙ্ঘন ॥ মাত্র একজন, নাথের সুখার্থে, স্ত্রীধন যত্নপরেহ। অর্পিতে ইচ্ছুক, হইল অনন্ত, ভক্ত সুখতরে সেহ ॥ লোলকেশ শৈবালাক্তি কর্ণপুর চক্রিণী, পুষ্পদাতনি প্রপাত শুভ্রফেন চক্ষিণী। উচ্ছলন্নবীন মীন নেত্রনীর পাত্রিণী, অগ্রিমাধ্বমাত্র পাত্র সন্মুখাস্থযাত্রিণী ॥

নদী শ্রেণী সম, সুন্দরীর গণ, কৃষ্ণাব্ধিতে মিলিবারে। যৌবন তরঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে ধায়, রাগ রঙ্গ সহকারে ॥ বিলোল কুন্তল, কলাপ শৈবাল পুঞ্জ চক্র বিভূষণ। কর্ণে দোলে যেন, চক্রবাক চক্র-বাকী করে আন্দোলন ॥ কেশচ্যুত পুষ্পদাম কেশ চক্র, নীরে গাত্রে হৈঞা লীন। রসের জোয়ারে, উছলে সতত, নবীন নয়ন মীন ॥ অগ্রিম পথের, মাত্র পাত্র প্রতি, সম্মুখ বর্ত্তিণী হৈঞা। আভীর যুবতী, তটিনী নিকর, সহর্ষে চলিল ধাঞা ॥ মন্দতাল বাহু নাল পাণি পদ্ম শালিনী, অঙ্গবাল কঙ্কণাঙ্গ হংস জন্মজালিনী। শ্রুতি ধৃতি কৃৎকটীর তীর ধার গামিনী, উরুভুরুহালিপাতসম্পাত সম্প্রপাত কামিনী ॥

মন্দ আন্দোলিত; বাহুদণ্ড নালে, করপদ্ম সুশোভিত। নবোদ্গত স্তন, কচ্ছপ বালকে, স্বচ্ছ বক্ষ সমুন্নত ॥ আবেগে কম্পিত, ক্ষীণ কটিতট, গতি অতিশয় ধীর। উরুদ্বয় রম্ভা-স্তুরুহ সমান নিপতিত নদীতীর ॥

কাঞ্চি কাঞ্চি কঙ্কণাদিশিঞ্জ দম্ভ সঙ্গিনী, প্রায়শস্ত হংসসঙ্ঘ শব্দিআলু রঞ্জিনী।
তূর্ণ তূর্ণ ঘূর্ণনাদি সঙ্কুলাঙ্গ নর্ত্তিনী, পূর্ণ পূর্ণ ভাব গূর্ণ জাড্যজাত বর্ত্তিনী ॥

কাঞ্চিদামাঙ্কিত, কঙ্কণাদি নানা, ভূষণে সিঞ্জিত তনু। হংসকারগুব সমূহ নিনাদে, প্রায়শঃ শব্দিত জনু ॥ মুহুর্মুহুঃ ত্বরা, প্রযুক্ত ঘূর্ণনে, নাচে অঙ্গরঙ্গ ভরে। পূর্ণ হৈতে পূর্ণ ভাবে জাত জাড্য, সুশোভিত কলেবরে ॥ বেশ বস্ত্র সন্নিবেশ চঞ্চলত্বভঙ্গিনী, তত্তদর্থ বৈপরীত্য কারি বেগসঙ্গিনী। যন্নিমিত্তমাত্ম সর্বসঙ্গভঙ্গ ভাবিনী, যত্র সর্বনামরূপ বিস্মৃতিশ্চ ভাবিনী ॥ অভিসার কালে, বসন ভূষণে, বেশ বিরচন রঙ্গে। চাঞ্চল্য উদয়ে, তরঙ্গ প্রবাহ, বিলম্পিত প্রতি অঙ্গে। করের ভূষণ, পদে পহিরণ, পদের ভূষণ করে। ইত্যাদি ভূষণ বৈপরীত্যকারি, বেগজাত কলেবরে ॥ যাহারে পাইতে, আত্মাবধি সর্ব সঙ্গ ভঙ্গ বিধায়িনী। সর্বনামরূপ, বিস্মৃতি ভাবিনী, চলে গোপীতরঙ্গিণী ॥ শ্যাম ধাম সুষ্ঠুরামমেত মত্র সঙ্গবং, সিন্ধুতুল্যমুত্তরঙ্গদঙ্গমাত্ত মাধবম্। পূর্ব পূর্ব ভিন্ন যাতিরুত্তরাপ্ত সঙ্গতিঃ, আপগানি সম্মিতাপ সেয়মানি সংহতিঃ ॥

শ্যাম কান্তি মহা-উন্নত তরঙ্গ, বিশিষ্ট সুন্দরার্ণবে। মিলিত হয়েত, দিগ্বিদিগাগত, তটিনীর গণ সবে ॥ তেমতি শ্যামল, সুষমা মণ্ডিত, সৎপতি মাধব সঙ্গে। তটিনী স্বরূপা, ব্রজবধূ শ্রেণী, তুরিতে মিলিল রঙ্গে ॥

তত্তংযু বনমণ্ডলে-সবিতৃজা রুচা সঙ্কুলে, প্রসূনগণ রাজিতে-ভ্রমর কোকিল ভ্রাজিতে।
সুগন্ধ মরুদঞ্চিতে কুমুদবন্ধু শোভাচিতে, সমস্তগুণ নিশ্চিতে নিধিতয়া চিরং সঞ্চিতে
স্থলে মণিজ চত্বরং-সমধিরুহ্যতং সত্বরম্ বিচিত্র মুরলীফলং বিরচয়ন্ত মুদ্যৎ কলম্ ॥
ঘনাঘন ঘনশ্রিয়ং-তড়িদতীয় বস্ত্র প্রিয়ং, মনিদ্যুতি বিকম্বরং-দদৃশু রঙ্গিদিব্য স্মরম্ ॥

যমুনার নীল কান্তি পরিব্যাপ্ত, বেষ্টিত মঞ্জুল বনে। কুসুমে শোভিত, গুঞ্জিত কূজিত ভ্রমর কোকিলাগণে ॥ সুগন্ধ পবনে, নিয়ত বাসিত, চন্দ্রশোভা সুশোভিত, সর্বগুণাধার, রত্নরূপে নিত্য, বৃন্দাবনে অবস্থিত ॥ এহেন মনোজ্ঞ, স্থানে মণিময়, প্রশস্ত চত্বর পীঠে। আরোহণ করি, ব্রজবধূগণ, সত্বর প্রশস্ত দীঠে ॥ বর্ষাঘন মেঘ-কান্তি কলেবর, বিজুরী বরণ বাস। প্রিয়তা বশতঃ, কটি তটে ধৃত, বদনে মধুর হাস ॥ ভূষণে ভূষিত সবজি মাণিক্য দ্যুতি ভরে ঝলমল। বিচিত্র মুরলী, বদনে বিধৃত, উগারে মধুর কল ॥ রঙ্গে অঙ্গ ভরা, ত্রিভঙ্গ ললিত, অপ্রাকৃত কামদেবে। নিবিষ্ট হইয়া, অতৃপ্ত মানসে, দর্শন করিল সবে ॥ নির্মায় কৃষ্ণমভিতঃ স্থিতিমত্র গৌরী পংক্তি স্তদা তমবিল-ম্বিতুমুৎ কচিত্তা। মধ্যোত্তমালমুপলভ্য সুবর্ণবর্ণ বল্লীততি বিলসতীতি কিল ব্যলোকি ॥

কৃষ্ণের চৌদিকে, অবস্থান করি, গৌরাঙ্গী গোপিকাগণ। আলিঙ্গন করিবারে প্রাণনাথে, হৈল উৎকণ্ঠিত মন ॥ মধ্যে বিদ্যমান, তমাল পাদপ, সুবর্ণ বরণ লতা। চৌদিকে যেন বা, করে লকলক, হেন শোভা হৈল তথা ॥

বংশী দ্যুতিকরা নিমন্ত্র্য কলিতাঃ সৌরভ্য ধারা সখী-সঙ্ঘৈঃ সাদৃতি ভূরি দূর সরণে রানায়িতাঃ সুভ্রুবঃ। প্রাপ্তঃ স্বাস্তিকমাত্ম কান্তি সুধয়া সংভক্তি মপ্যাপিতাঃ তৃপ্তিং নৈব যযুর্বা বিরমিতং তদ্দান কর্মামুনা ॥

বংশী দূতি স্বরে, আমন্ত্রণ করি, সৌরভ প্রবাহ ধাম। গোপীসঙ্ঘে বহুদূর পথে আনি, সাদরে আপন ধাম ॥ নিজ কান্তি সুধা, পরিপূর্ণভাবে, পান করাইল তবে। তথাপিহ পরিতৃপ্তি না লভিল, ব্রজের সুন্দরী সবে ॥ সুধা দান কর্মে, কৃষ্ণের বিরতি, সংঘটিত নাহি হৈল। রাসারম্ভে প্রিয়তমা প্রিয়তমে, দানাদান আরম্ভিল ॥

নব্যাঃ, কলধরাঃ শুভ্রা ব্রাজিনক্ষত্র মালিকাঃ। অমললোচনাঃ কৃষ্ণচকোরং তৃষ্ণজং ব্যধুঃ ॥ নবীন নয়না, সুদীর্ঘ নয়না, চন্দনে চিত্রিত দেহ। জোৎস্নাভিসারিণী, ধবল বসনে, আবৃত সুতনু সেহ ॥ নক্ষত্র মালিকা, সম শোভে দেহে, মণিময় আভরণ। কৃষ্ণ চকোরের, তৃষ্ণাবৃদ্ধি কৈল, ব্রজসুন্দরীর গণ ॥ অতঃপর বধূগণে করি দরশন। তৃষ্ণাভরে করে কৃষ্ণ হৃদয়ে চিন্তন ॥ নব তারুণ্যের পুণ্য সম্পদ স্বরূপ। এই সব ব্রজবধূ পরিপূর্ণ রূপ ॥ পরম লাবণ্যময়ী এমোর ক্রেতব্য। নব্য পণ্য শ্রেণী সম বহু ক্লেশ লভ্য ॥ ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর চূড়ামণি সুখাবধি। জাগরিত মন্মথ জীবন মহৌষধি ॥ কুমুদ চরিত্র মোর নেত্র দ্বন্দ্ব প্রতি। নব চন্দ্র কলা যেন মহারূপবতী ॥ এক কালে মোর ঠাঞি করি আগমন। বিরাজিছে অহো ব্রজ সুন্দরীরগণ ॥

কৃষ্ণাপাঙ্গশরঃ সাঙ্গং, ভিত্বাপাঙ্গশরং মম। মনোরথিনমুত্তেত্তুং কিলপ্রাবিশ দন্তরম্।

কৃষ্ণের অপাঙ্গ শর ছিন্ন কবি মোর সাঙ্গ নেত্র বান। অন্তরে পশিল, নিশ্চিত বধিতে, মোর মনোরথী প্রাণ ॥ এই কথা সমবেত বধূ সমুদয়। কহিল আপন মনে সেইত সময় ॥ ভ্রমর যুগল যথা সকল লতাতে। ভ্রমণ করিয়া শেষে বৈসে কমলেতে ॥ তেমতি কৃষ্ণের লুব্ধ নেত্র অলিদ্বয়। মাত্রক্ষণ দুই তিন সামান্ত সময় ॥ করিয় অপূর্ব ভাবে সর্বত্র ভ্রমণ। রাধা পদ্মে স্থির হৈঞা বসিল তখন ॥ রাধা মুখাম্বুজে স্থির হৈঞা নেত্র দ্বয়। উপবিষ্ট হৈলে কৃষ্ণ মনে মনে কয় ॥

শোভায়াঃ শুভদা শোভা রমায়াঃ পরমা রমা। সেয়ং মন্মোচনস্যাপি রাধিকা চারুলোচনম্

এইত রাধিকা, শোভারও হয়, শুভ প্রদায়িনী শোভা। রমা হৈতে মহারমা মোর নেত্র দ্বন্দেরও মনোলোভা ॥ কৃষ্ণের তাদৃশ দৃষ্টি পরশন মাত্র। কম্পন সম্পদ পূর্ণ হৈল রাধাগাত্র ॥ হৃদয়ে উদিত হৈল রসের প্রসার। তার ফলে উপজিল চিত্তের বিকার ॥ পাইয়াও কৃষ্ণে লোভে শোভা চিত্তে ধরি। রহিল ধৈর্য ধরি বৃন্দাবনে শ্বরী ॥ প্রশ্নোত্তরময় পদ্য অত্র বিলিখন। তার মধ্যে হয় যথা কৃষ্ণের বচন ॥

শ্মেরয়োঃ প্রতি বিধুম্মদস্রয়ো রাধিকা নয়নয়োস্তুলামদ।
শারদং বিকচমেচকোৎপলং যন্মকরন্দ ঝরমোচি তৎ কিমু ॥

মুখ চন্দ্র হেরি রাধায় প্রফুল্ল, নয়ন যুগল দ্বয়ে। কহ কিবা আছে, সেইত নয়ন, দ্বয়ের তুলনা ধরে ॥ মকরন্দ ধারা, করয়ে মোচন, সেইত শরতে জাত। বিকচ কমল, নহে কিবা তার, তুলনা যথার্থ খ্যাত ॥ অনবদ্য সম্মোহন বিষয়ে প্রধান। বেণু বিদ্যা

যারে মুগ্ধ হৈঞা লজ্জাহীন ॥ ব্রজ সুন্দরীর গণ কৃষ্ণের সম্মুখে। দাণ্ডাইয়া রহিল তবেত নত মুখে ॥ যথার্থি সদ্বংশ জাত তেঁই সর্ব্বজন। নম্রতাতে কম্প্র কৈল মৌন আলম্বন ॥ বিশিষ্ট ললনাগণ মধ্যে যেইক্ষণ। কৃষ্ণ চন্দ্র কৈল নিজ আসন গ্রহণ ॥ সেই কালে রমণী বৃন্দের গাত্র হৈতে। পরম দুর্লভ গন্ধ লাগিল বহিতে ॥ বেণুর মধুর গীত মধুতে মোহিত। হৈঞা সবে মেলি হইয়াছে উপনীত ॥ তাসবারে হেরি নিজ নয়ন গোচর। পরিহাস বিশারদ কৃষ্ণ অতঃপর ॥ সবার বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সকৌতুকে মৃদু মন্দ হাসিতে লাগিল ॥ সবার হৃদয়ে যাহে ক্ষোভোদয় হয়। হেন বুদ্ধি সেই কালে করি সমাশ্রয় ॥ উপপতি ভাব চিত্তে করিয়া ধারণ ॥ সুন্দরীগণের মুখ হৈতে সেই ক্ষণ ॥ সমুৎপন্ন অনুরাগ ফুল্ল বাক্য মৃত। আস্বাদন তরে সবে করি উৎকণ্ঠিত ॥ হাস্য সহ পরিহাস করিয়া সংযোগ। করিতে লাগিল রম্য বচন প্রয়োগ ॥ যেই বাক্য গর্ব্বে নিজান্তিকে তাসবার। অবস্থান প্রার্থনা আছিল চমৎকার। বাহিরে উপেক্ষাময় এহেন বচন। কহিয়া বিক্ষুব্ধ কৈল সবাকার মন ॥

মহাভাগা যূযমিশিনভবন্নঃ শুভকৃতে, ততঃপৃচ্ছামাত্রাপমনমিদমব্যাহত মিতি ॥
তদেতাবৎ ক্লেশাদভি গমনতঃ সঙ্কুচিতধীঃ, স ভূয়ঃ সম্পৃচ্ছে ভবদভিরতং কিং নু করবৈ ॥

মহাভাগ্যবতী, অয়ি ধনিগণ, গভীর নিশিতে অত্র। মোসবার সঙ্গে তোমা সবাকার মিলন মঙ্গল মাত্র ॥ অতএব কিছু, জিজ্ঞাসা করিয়ে, শুনহ সুন্দরীগণ। নিরাপদে অত্র, হইলতো এই, সবাকার আগমন ॥ ব্রজ বধূগণে, নিরুত্তর হেরি, সহাস্যে কৌতুক করি। কহিতে লাগিল, পুনশ্চ সবাকার বিদগ্ধ নাগর হরি ॥ বহু ক্লেশ করি, আইল এথায় উত্তরিয়া দীর্ঘপথ। হেরি মোর চিত্ত সঙ্কুচিত হৈল, পূর্ণ হৈল মনোরথ ॥ হেন মতে যবেত আদর একবার। অজ্ঞতা প্রকাশ কৈল কৃষ্ণ আরবার ॥ অপেক্ষা অথবা কৃষ্ণ উপেক্ষা করিল। অভিপ্রায় তার কেহ বুঝিতে নারিল ॥ তে কারণে কেহ কিছু প্রকাশ না কৈল। এত হেরি কৃষ্ণ পুনঃ কহিতে লাগিল ॥ পৃচ্ছতোরপি পুরতো মম ভব্যং মৌনমেব কুরুথ প্রতিগীর্বং। তত্তবদ্ব্রজ গৃহে গৃহ ভাজাং, কিং নিরাময়মথ প্রতিভাতি ॥

জিজ্ঞাসা করিনু, সবাকার অগ্রে, অথচ যেহেতু সবে। ভদ্র ভাবে মৌন, ধরিয়া রহিলা, উত্তর না দিয়া এবে ॥ তেঁই কহি পুনঃ, তোমা সবাকার, গৃহে পরিজন গণ। কুশলে ত আছে অন্যথা এথায়, না হইত আগমন ॥ এতশুনি মৃদুহাস্যে ব্রজবধূগণ। পরস্পর মুখ প্রতি কৈল নিরীক্ষণ ॥ পুনরায় তাসবারে সম্বোধন করি। কহিতে লাগিল সকৌতুক বাক্যে হরি ॥ তদিদং দুরভিপ্রায়ং, বোদ্ধু ভবদীয়মস্মি ন সমর্থঃ। স্বয়সিহ যূয়ং তস্মাৎ, কথয়ত সঙ্কোচমুজ্ঝয় সম ॥

যেহেতু সবাই, রহিলা এবেত মৌনাবলম্বন করি। বুঝিতে নারিনু, কিবা সে দুর্লভ, অভিপ্রায় আছ ধরি ॥ অতএব সবে, সঙ্কোচ ছাড়িয়া, এবেত মনের কথা। আপনার মুখে কহহ বেকত, এমোর সদনে এথা ॥ পুন তাসবারে অতি সঙ্কুচিত হেরি। যোজনা বিশেষে শ্লেষ বাক্য যোগ করি ॥ ব্রজবধূগণ প্রতি কৌতুক করিয়া। কহিতে লাগিল হরি ঈষত হাসিয়া ॥

অথ ন ভবতাং কার্য্যং কুপ্রত্ত তয়েতি বুদ্ধং, ব্রজমদ্বচলচিত্তা যাতনাধ্বং ময়াত্র।
বনমিদমতি ঘোরং রাত্রি-রত্রাতি ঘোরা, স্বয়মতিশয়ি ঘোর প্রাণিবৃন্দৈঃ প্রবীতাঃ ॥

গৃহে যদি কোন, বিঘ্ন বা, ঘটিল, তবে কোন কার্য এথা। আইলা সবাই, বুঝিতে না পারি, বোলহ মনের কথা ॥ হে চঞ্চল চিত্তা, সুন্দরীর গণ ব্রজ মধ্যে ফিরি যাহ। মোর সঙ্গে এই উজ্জ্বল নিশিতে, এথা আর নাহি রহ ॥ এইত নিবিড়, অরণ্য দেখহ, সাতিশয় ॥ ঘোর প্রাণিবৃন্দ এইত নিশিতে, করে অত্র বিচরণ। অতএব স্বয়ং, এনিশি হয়েত, বিঘ্ন পূর্ণ অনুক্ষণ ॥ ব্রজং নাধ্বং ন নাতেতি বিন্যাস বচনে। ব্রজে যাইন যাহ বা শ্লেষ প্রকরণে ॥ দ্বিবিধার্থ প্রকটিত এই বাক্যে হয়। ইহারে শ্লেষালঙ্কার বুধগণে কয় ॥ হেন বাক্য প্রয়োগ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র। সবার হৃদয়ে জন্মাইল মহাধন্দ ॥ পুনরায় সেই মত জন্মাইতে শ্লেষ ॥ রচিল অপর এক সোপান বিশেষ ॥ কৃষ্ণ তবে কহে তোমা সবার নিশ্চয়। হেন স্বাধীনতা কভু যোগ্য নাহি হয় ॥ মাতা পিতা সহোদর পতিগণ আর। আছয়ে ভবনে সুনিশ্চয় সবাকার ॥ এত কহি পুনরায় হাস্য করি কয় ॥ শ্রুত হয় গৃহে আছে সবার তনয় ॥

মাতা পিতরঃপ্রমুখাঃ,সহজাঃ পতয়শ্চ বঃ সন্তি। শ্রয়ন্তেহপি তনুজা ইত্যত্র কথকশ্চিন্তয়মাস ॥

জনক জননী, প্রভৃতি অপর, সহোদর আর পতি। তোমা সবাকার, ভবনে আছয়, সঙ্গে সবাকার স্থিতি ॥ আছয়ে তনয়, তোমা সবাকার, এই কথা শ্রুত হয়। এতেক কহিয়া, কথক চিন্তিত, হৈল তবে সে সময় ॥ তবে বৃন্দা পৌর্ণমাসী সংবাদানুসারে। সিদ্ধান্তানুযায়ী নিজ বুদ্ধি সহকারে ॥

স্রিয়েব আত্মন্ত বরুদ্ধ সৌয়তঃ। সর্বাঃ কাব্য শরং কাব্যকথারসংশ্রয়া ॥

কবিগণ কৃত, শারদ সুষমা, বর্ণিত কাব্যের মাঝে। কথ্যমান সর্ব্বরসাশ্রয় যেই, সমস্ত রজনী, আছে ॥ সৌরভ হাবভাব আদি, অন্তরে সংহত করি। সে সব রজনী উপভোগ কৈল, বধূগণ সঙ্গে হরি ॥ ইত্যাদি বচনে হেন প্রতিপন্ন হয়। ব্রজ গোপী বিষয়ক রস যারে কয় ॥ অথবালম্বন রূপ ব্রজ গোপীদেহ। পুত্র উপ জন্মে লভে বিরূপতা। সেহ ॥ বিষয়ালম্বন রূপ নায়কেতে রুচি। নাহি হয় জানি হেন গোপীরে অশুচি ॥ তে কারণে বিরসতা প্রাপ্তি ভয়ে হরি। কহিল এহেন বাক্য পরিহাস করি ॥ অতএব পণ্ডিতগণের অভিমতে। বর্ণনা করিব শাস্ত্র বচন সভাতে ॥ অতঃপর কথক সুস্পষ্ট বাক্য দ্বারে। কহিতে লাগিল লীলা প্রসঙ্গানুসারে ॥ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজ বধূগণ সঙ্গে করিতে রমণ ॥ বংশী বাজাইয়া সবে আকর্ষণ কৈল। গোপিকাগণের ভাব জন্মাবধি ছিল ॥ ইহা জানি কৃষ্ণ তবে চিন্তে নিজ মন। জন্মাবধি এইত ব্রজের গোপীগণ ॥ চিন্তিয়া এমোর রূপগুণ অনুক্ষণ। মোর প্রতি পতিভাব করিল অর্পণ ॥ তেঁই আমি ভিন্ন অন্য জন হয় পতি। এই সব গোপিকার না হয় প্রতীতি ॥ তবে অন্য জনে প্রতিভাব তাসবার। তাহা মাত্র লৌকিক সম্বাদ অনুসার ॥ অভিমন্যু গোবর্দ্ধন মল্ল অন্য আর। গোপীগণ হয় হেন পতি তাসবার ॥ লৌকিক সম্বাদে মাত্র হয় অধীনতা। মোর সঙ্গ কামনাতে সবে ধৃত ব্রতা ॥ অপরের সঙ্গে রূপ বৈরূপ্য

জিনিয়া। গোপীগণ তাঁহে দেহ মনে শুদ্ধ হৈঞা॥ নিজ পত্নী ভাব মোর এই গোপী গণে। জন্মিল যে তাহা সত্য কৈল অন্তজনে॥ উপপতি সিদ্ধি তাহে হইতে না পারে। অন্যায্য বলিয়া তাহা বিদিত সংসারে॥ অজাত সন্তান এই ব্রজ বধূগণ। করয়ে দেবর পুত্রে পুত্রত্ব মনন॥ তন্মধ্যে কাহারো সন্নিহিত শিশু প্রতি। বাৎসল্য স্বভাবে বাহে পুত্র সম মতি॥ আপ্ত বাক্যে এহেন সিদ্ধান্ত বিনির্ণয়। তথাপিহ তদুল্লেখ পরিহাস হয়॥ এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ ব্রজ গোপিকায়। না পাইয়া স্বরূপ সন্ধান তাসবায়॥ আত্মীয় গণের গোপীগণে অন্বেষণ। ভয় উত্থাপন করি অন্ধের মতন॥ যেন বা বাহিরে ক্রোধ প্রকটীত করি। কহিতে লাগিল পরিহাস রঙ্গে হরি॥ তত্তৎ আত্মীয়গণের নিকট হইতে। অথবা আত্মীয় জন ভয় ধরি চিত্তে॥ কি কারণে হৈলা সবে সন্ত্রাস হৃদয়। অত্র ষষ্ঠী পঞ্চমী বিভক্তি কিংবা হয়॥ কৃষ্ণের এইত গোপী গণ প্রতি। ভাগবতে দৃঢ়ভাবে আছে যার স্থিতি॥ এই শ্লোকের খণ্ড অখণ্ড যে আর। বিভাগ অনুভব হয় দুইত প্রকার॥ ত্রিবিধ গোপীর তত্র হৈল আগমন। অনূঢ়া ঊঢ়াভাস আর সাধারণ॥ তন্মধ্যে অনূঢ়া প্রতি সহোদরগণ। আছে এই লক্ষ্য হয় কৃষ্ণের বচন॥ ঊঢ়াভাস গোপীপ্রতি পুত্র বিদ্যমান। শ্রুত হয় এই কৃষ্ণ বাক্য সমাধান॥ এইত দ্বিবিধ গোপী খণ্ডে গণ্য হয়। অখণ্ড অপর সাধারণ গোপীচয়॥ বাক্য মাত্রে ধ্বনি হয় দুইত প্রকার॥ শাব্দিক হয়েত এক আর্থিক যে আর॥ পুনশ্চ আর্থিক ধ্বনি করি আলম্বন। আন্দোলিত কৈল কৃষ্ণ বধূগণ মন॥ দৃষ্টং যদনসীত্য পূর্ব

কুসুমৈ দ্বিব্যর্ত্তুনা পূজিতং, দ্যোতৈশ্চার্চিত বিন্দুনা যমনয়া চাম্বানিলৈ নর্ত্তিতম্।
সামগ্রীয়মুদেদি দৈব নিচিতাস্মাকং বিহার ক্রমে, তস্মাদেতদভাবত স্তব ইহ স্তব্য ন ব্যত॥

দেখিছ যেইত, সুন্দর কানন, যমুনা নদীর কূলে। পূজিল ইহারে, শবদ্দিব্য ঋতু অতীব অপূর্ব ফুলে॥ চর্চিত ইন্দুর, দিগন্ত প্রসারি, বিমল কৌমুদী ধারে। নর্ত্তিত যমুনা নদীর সংলগ্ন স্নিগ্ধ বায়ু সহকারে॥ মোসবার রস বিলাসের তরে, সুখময় একানন। সজ্জিত করিয়া রাখিল বিধাতা, দিয়া নানা আভরণ॥ বিলাস অভাবে, দেখ বধূগণ, এইত কানন মাঝে। তোমা সবাকার, অবস্থিতি আর, ক্ষণেকও নাহি সাজে॥

দিষ্টৈনাপ্তে তত্র গত্বা স্বগোষ্ঠে, কষ্টে নাপি স্বীয় ধর্মং কুরুধ্বম্।
পত্যুর্ভক্তি র্বালবৎসাদি পাল্য ব্যক্তীনাং নঃ পালনাদিশ্চদিষ্টঃ॥

বহু ভাগ্যে ব্রজে, লভিয়াছ স্থান, তেই তত্র যাঞা সবে। কষ্ট হইলেও, নিজ নারী ধর্ম, পালন করহ এবে॥ পতি ভক্তি আর, বালক বৎসাদি, পাল্য ব্যক্তিগণ সেবা॥ এইত নারীর ধর্ম সুনির্দিষ্ট, ইথে তুষ্ট হয় দেবা॥ কষ্ট সাধ্য গৃহ ধর্ম করি পরিহার। অবিকল সর্বধর্ম ফলের আধার॥ সুখময় মোর কেলি স্থান বৃন্দাবনে। প্রবেশ করহ সবে আনন্দিত মনে॥ অন্যথা উদ্যত বিধু দ্যুতিতে সুন্দর। এই বন সন্তাপিত করিবে অন্তর॥ বাঞ্ছা পক্ষে এই হয় কৃষ্ণের বচন। পুনরায় কহে কৃষ্ণ দুঃখে সেইক্ষণ॥

অহমহহ! ন বুধ্যেস্মেতি পূর্বং প্রলাপং, চকর তদিহ যূয়ং তদ্বিচার্য্যক্ষমেধ্বম্।
রতি বিনয় বিলাসে যন্ত্রণাদাগতা য সুতুচিত মখিলং যৎস্নিগ্ধতমোম্যপৈকি॥

ইতি পূর্বে হায়, না বুঝিয়া আমি, কহিনু যেইত বাণী। তুমি সব তাহা, বিচারিয়া ক্ষমা, করিহ প্রলাপ জানি॥ আইলা সবাই, প্রণয় বহুল, বিলাস যন্ত্রণা ভরে। এহোত সম্পূর্ণ, উচিত হইল, ইথে স্নিগ্ধ কৈল মোরে॥ তদাপি চ যদ্বিরহে, প্রীতিস্তদ্বন্ন সান্নিধ্যে। ভবতি ততো গৃহযানঃ ভবতীনমৌচিতং তদ্যুতে॥

এমোর বিরহে, হিয়ার মাঝারে, প্রীতি যথা উপজয়। মিলনে সেইত, প্রীতি প্রিয়জনে, কদাপি নাহিক হয়॥ অতএব মোর, প্রতি সেই প্রীতি, নিত্য বৃদ্ধি করিবার। সমুচিত হয়, নিজ নিজ গৃহে, যাত্রা এবে সবাকার॥ প্রীতির বিষয় সবাকার এথা হয়। ইহা হৈতে দূরে স্থিতি সমুচিত নয়॥ বিরুদ্ধ লক্ষণা দ্বারে এইত বচন। করয়ে প্রার্থনা পক্ষ পূর্ণ সমর্থন॥

পূর্বযচ্চিরতঃ স্পৃহা বলনয়া সংক্রপ্তমাসীৎ পুন-র্বংশ কারণয়া বলাদুপচিতং তত্তগ্রমুচ্চৈর্বতঃ।
তচ্ছ্রুত্বা দয়িতাদ্ব্যলীক বচনং বাঢ়ং স্ত নিশ্চিকিরে,
কিং নশ্ম কিমুবা স্ম ইত্যপি তদা গোপাল বাম ভ্রুবঃ॥

পূর্বহৈতে চিরদিন ধরি যেই, লালসা বর্দ্ধিত হৈঞা। সঙ্কল্প বিষয়ে, সুস্থির হইয়া আশান্বিত কৈল হিয়া॥ কৃষ্ণের মুরলী নিনাদ যাহারে, অতি বলবতী কৈল। সেইত লালসা, এবে পূর্ণ রূপে, ভগ্নদশা প্রাপ্ত হৈল॥ প্রিয়ের বদনে, অপ্রিয় বচন, গোপাল বণিতাগণ। শুনিয়া বাঁচিব, অথবা মরিব, না বুঝিল সেইক্ষণ॥

তাদাসাং নিশ্চলাঙ্গীনাং কাঞ্চীনামপি রাজয়ঃ॥ সমং সমস্ততঃ ক্লেশা তুষ্ণীকারেব সঙ্গতাঃ॥

তৎকালে নিশ্চল, সুন্দরী সবার, কাঞ্চীদাম কটীপরে। তাসবার সঙ্গে মৌনাবলম্বন, কৈল যেন ক্লান্তি ভরে॥

প্রিয়তম কৃষ্ণ কৃত পরিহার, বচনে বিমূঢ় হৈঞা। আভীর যুবতী, গণের অতীব, সন্তাপিত হৈল হিয়া॥ অধিক উত্তাপ, উপস্থিত হৈলে, যথা বৃষ্টিপাত হয়। তথা প্রত্যাখ্যান-তাপে তাসবার, চিত্ত পদ্ম সমুদয়॥ মনে হয় বাষ্পচ্ছলে আপনার, মকরন্দ নেত্র দ্বারে। মোচন করিতে, লাগিল প্রচুর, পরিমাণে বারে বারে॥ প্রিয়তম মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন। চিন্তিতে লাগিল ব্রজ সুন্দরীর গণ॥

গরল ভক্ষণ, করিয়া পরাণ, ছাড়িব এমোরা সবে। কিংবা দয়িতের, চরণে লুণ্ঠন, করিব সকাকুরবে॥ অথবা করিব, ক্রোধের প্রকাশ, পরম অমর্ষ ভরে। কিংবা পরিহরি এই স্থান এবে, ফিরিয়া যাইব ঘরে॥ যমুনা সলিলে, পশিব অথবা, এ কঠোর চিত্ত জনে। করাঘাতে নিজ, ললাট ভাঙ্গিয়া, দেখাইব এইক্ষণে॥

সুন্দরীগণের, প্রাণ প্রিয়তম, এবে যদি বাম হৈল। সবার বিগ্রহে, বেদনা বশতঃ, নানা ব্যাধি দেখা দিল॥ শিরঃ পীড়া আর, বাষ্পে কণ্ঠ ব্যথা, প্রচুর হৃৎকম্প আর। প্রত্যঙ্গ স্খলন, ইত্যাদি বিকার, দেখা দিয়া তাসবার॥ বিগ্রহ সমূহ, দলন করিতে, অচিরে আবৃত কৈল। কৃষ্ণের বদন ফুল্লতা কেবল, জীবন রক্ষক হৈল॥

কজ্জল মিশ্রিত, অশ্রুতমোধারে, সমাবৃত অবিরল। কুঙ্কুম চর্চিত, নবোদ্গত কুচ-সমন্বিত বক্ষঃস্থল। হেন নত মুখ বিধু বধূগণে, তামসী নিশির মত। দেখিল মাধব,

পূর্ণ চন্দ্রোজ্জ্বল, রাত্রেও সমীপগত ॥ দয়িতের এহেন নিষ্ঠুর আচরণে। কিঞ্চিত অমর্ষ উপজিল বধূগণে ॥

সুতপ্ত নিশ্বাসে, মধুর অধর, সুষমা হরণ কৈল। কোমল চরণ নখরে বিদীর্ণ, ভূমণ্ডল তল হৈল ॥ আনত নয়না, কামিনীগণের, নিশিত নয়ন বাণে। হায়রে মাধব, দয়িত সেহত, বিবদ্ধ হইল প্রাণে ॥ সুপক্ক দাড়িম্ব ফলমধ্যস্থিত যথা। বীজরাজি ধরে সাতিশয় অরুণতা ॥ সুন্দরীগণের নিজ ভাব সমুদয়। ক্ষোভে স্বয়ং তথা হৈল অরুণাভময় ॥ তথাপি চাতুর্য্য পূর্ণ প্রিয়ের মতন। কহিতে লাগিল সম্যক বাক্য গোপীগণ ॥ অদ্যাপি যাহা ব্রজবাসি জনগণ। করয়ে পরমানন্দে সতত কীর্ত্তন ॥

ইমমিব মা কুরু পুনরতিবাদম্। ভক্তজনান্ ভজ মুহুরিতরাং ত্যজ বিভুরিব রহিত বিবাদম্ ॥ ধ্রুবম্ ॥

শুনহে মাধব, তোমার চরণে, মোসবার এমিনতি। পুনশ্চ বিবাদ, নাহিক করিহ, এই গোপীগণ প্রতি ॥ নারায়ণ সম, ভজন করহ, তুমি নিজ ভক্তগণে। নির্ব্বিবাদে দূরে, করে পরিহার, তুমিত অভক্ত জনে ॥ পতি পুত্রাদির, সেবন সংসারে, রমণীর ধর্ম হয়। যে কহিলা তুমি, সেই ধর্ম যেন, সতত তোমাতে রয় ॥ কিন্তু মোসবার মত বহিরঙ্গ, নারীগণে সে বিচার। প্রযোজ্য নহেত, শুনহ মাধব, এইত বুঝিনু সার ॥ এই শ্লোক দ্বয়ে অর্থশ্লেষ অলঙ্কার। কৃষ্ণ আর গোপী পক্ষ লক্ষ্য হয় তার ॥

পতি পুত্রাদির, সেবনে যে সুখ, তাহা হৈতে সাতিশয়। সুখ উপজয়, তোমার সেবনে, ভক্তচিত্তে সুনিশ্চয় ॥ তথাপিহ এই, যুবতী নিকর, তবানুসরণ এহ। অথবা বারণা, গতি লভিবারে, বাসনা না করে কেহ ॥ এই শ্লোকে নহি পদ যাহা দৃষ্ট হয়। কাকুক্তি সন্দেহ ভাবে তাহাতে আছয় ॥ এই নহিপদ সেই ইচ্ছা নির্দ্ধারণে। অথবা নিষেধে ব্যক্ত হৈল এই স্থানে ॥

হে ঈশ্বর তুমি, অনশ্বর রূপে, বিশ্বে নিত্য বিদ্যমান। ভক্তজনে তুমি, কামনানুযায়ী বর সদা কর দান ॥ নিজ অভিলাষ, বর্দ্ধিত করহ, আপন হৃদয়ে এবে। তার ফলে সুখ, লভুক এইত, সুন্দরী যুবতী সবে ॥ কিন্তু বন্ধু এক, করি নিবেদন, অতনু যাহারে ভনে। তার উপদ্রব, বিস্তার নাহিক, করিহ এবধূগণে ॥ এই শ্লোকে বর্দ্ধয় শব্দ যে আছয়। বৃদ্ধি কিংবা ছেদন এ উভয়ার্থ হয় ॥

মোসবার চিত্ত, ছিল সুখে মগ্ন, গৃহ কর্ম্মে হৈঞা লিপ্ত। নিজ রূপগুণে, তুমিত আবদ্ধ কৈলা মোসবার চিত্ত ॥ নিজ বলে বদ্ধ, করিলা সবারে, কেমনে যাইব ঘরে। চরণ যুগল, এ স্থান হইতে, চলিবারে নাহি নড়ে ॥ এই শ্লোকে সুখ তনু পদ বিশেষণ। ভবতা অথবা চিত্ত পদ বিশেষণ ॥ অপিনদ্ধ শব্দে হয় বন্ধন অভাব। অপি আর নদ্ধ হয় বদ্ধ দৃঢ় ভাব ॥ নচ শব্দ পূর্ব্ব প্রোক্ত শ্লোকের মতন। কিল শব্দ নিশ্চয়ে কিংবা অসত্যে গণন ॥

ওহে বন্ধুজন রঞ্জন মাধব, নিবেদন শ্রীচরণে। তোমা হৈতে যেই, তাপ উপজিল, ব্রজ বধূগণ মনে ॥ সেই তাপ যদি, দূর নাহি কর, নিজাধরামৃতধারে। সংক্রামিত

হৈঞা মোসবার মত, দুঃখ দিবে সে তোমারে ॥ এই শ্লোকে সুতব শব্দেতে কাম হয়। অথবা স্বজাত নিজ হৈতে জাত কয় ॥ সাদৃশ শব্দের অর্থ মোসবার মত। কিংবা মোসবার তরে হয়েত সতত ॥

রমার হৃদয়ে, সুখদানকরী, তোমার দুর্লভ পদ। সেহত হইল, পুলিন্দী গণের, পরম মঙ্গলাস্পদ ॥ যদবধি সেই, চরণের স্পর্শ, লভিনু এ বধূগণ। প্রতিকূল রূপে, অনুভব হয়, তদবধি এ ভুবন ॥ অপসব্য শব্দে প্রতিকূল অর্থ কয়। উভয় পক্ষেই সামঞ্জস্য অত্র হয় ॥ পুলিন্দী ভব্য এ শব্দের সার তুলনে। সাতিশয় নীচগামী অর্থ ইথে ভণে ॥

ব্রজ ধাম আর, তুলসী কাননে, প্রাদুর্ভূত হও তুমি। এতেক জানিয়া, আশ্রয় করিল, যেবা এই ব্রজ ভূমি ॥ হইলেও পতি-বৃতা এই লক্ষ্মী, তোমার পদাব্জ রজে। স্নান করিবার, বাসনা রাখয়ে, বসতি করিয়া ব্রজে ॥

যাহার দর্শনে, নিখিল মানে, করিয়া পরমানন্দ। গোবিন্দ তোমার, অতি প্রিয় খ্যাত, পার্ষদ দেবতাবৃন্দ ॥ সেইত লক্ষ্মীর, মতন এমোরা, তব পাদপদ্ম রজে। স্নানার্থে বিপ্রত, বাসনা বান্ধিয়া, রাখিয়াছি চিত্ত মাঝে ॥ এই স্থানে অপি শব্দে হয় সমুচ্চয়। কিংবা পূর্ব্ববৎ কাকুদ্বারে নিষেধয় ॥

সর্ব দুঃখহারী, তুমি হে গোবিন্দ, এই ব্রজ বধূগণে। অতএব কৃপা, কুরবিতরণ, নিজজন জানি মনে ॥ তোমার সুমন্দ, হসিত কটাক্ষে, হইয়া বিস্মিত চিত্ত। যারা সবে তব, চরণ কমলে, অনুরাগ করে নিত্য ॥ শুনহে মাধব, করি নিবেদন, সেই এই বধূগণে। নিজ ভক্ত করি, রাখহ সতত, তব রাঙ্গা শ্রীচরণে ॥ কৃষ্ণপক্ষে গোপী পক্ষে এইত বচন। সমভাবে প্রযোজ্য হয়েত অনুক্ষণ ॥

হে অলকাবৃত, বদন সুন্দর, হে কুণ্ডলধৃত মুখ। হে সুমন্দ হাস্য, বিভ্রাক নেত্র, বংশী বাবদূক মুখ ॥ অভয় প্রদানকারী, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষ। ব্রজ বধূগণ, হৈল তব দাসী, কৃপা করি সবে রক্ষ ॥ এই শ্লোকের পূর্ব্ববৎ অর্থের প্রচার। উভয় পক্ষেতে যোগ্য বাক্য অনুসার ॥

তোমার মুরলী কাকলি শুনিয়া, শুন হে রসিক ভূপ। অনুভব করি, তোমার শকতি, বিতরে যে দিব্য রূপ ॥ পাদপনিকর, সেহত পুলক, সঙ্কলিত তনু হয়। কোন নারী তবে, বোলহ কেমনে, ধৈরয ধরিয়া রয় ॥ এই শ্লোকে কেতি শব্দ যেইত আছয়। কৈমুত্যে নিষেধে তাহা প্রযোজ্য যে হয় ॥

হে দেব তুমিত, লীলা খেলাছলে, ব্রজের নিখিল ভয়। হরণ করি না. এইত কাহিনী, ব্যক্ত আছে বিশ্বময় ॥ অতএব তুমি, হও কোন এক, অনির্বাচ্য শক্তি ধর। কিঙ্করী ভ্রমেও, মোসবার শিরে, দেহ প্রভু নিজ কর ॥ অত্র শ্লোকে ন ইতি বা নো বা চ্ছেদ হয়। উত্তরত্র পক্ষে দাসীনামিত্যাধ্বয় ॥ সমাগত প্রেমে মুগ্ধা ব্রজদেবীগণ। হেন মতে কৈল চিত্ত ভাব প্রকটন ॥

রাধার কম্পিত-ভ্রূধনু প্রেরিত, সুতীক্ষ্ণ শায়কে হরি। যথা বিদ্ধ হৈল, তথা না হইল, বিলাপ শ্রবণ করি ॥ অথ ব্যথিত মানসঃ প্রথিতভাব কারুনাতঃ প্রথিত

মদিতাননঃ স্বকরহস্তমূলাসয়ন্। প্রতি স্বমনয়ং প্রিয়া ক্রতমতিঃ স্বপার্শ্বং বলী, বলাদপি বলাহুজো বলয়তি স্মনীলা প্রতি॥ তবেত হইয়া, ব্যথিত হৃদয়, চিন্ময়ত ভাবজাত। করুণা বশতঃ, সহাস্য বদনে, কহি নিজ গোপ্য যত॥ বিগলিত চিত্ত; হৈঞা হাস্য করি, প্রতি প্রেয়সীরে ধরি। বিলাসের তরে, বলে নিজ পার্শ্বে, মিলিত করিল হরি॥

অমূশনঙ্গুলীঃ পানিং প্রকোষ্ঠং বাহুমপ্যথ। তাসাং হরিকরস্তৃপ্তিং নাগাদ্ধন মিবাধনঃ॥ প্রেয়সীগণের, অঙ্গুলী প্রথমে, পানিপদ্ম অতঃপর। মনিবন্ধ তবে, বাহু লতা স্পর্শ, করিয়া কৃষ্ণের কর॥ তৃপ্তি না লভিল, দরিদ্র যেমন, পাইয়াও বহুধন। তৃপ্তি নাহি লভে, ধন তরে তার, অতি লালায়িত মন॥

যদ্যপি অযুত-সংখ্যক সুন্দরী, গণের মাঝারে রাধা। রহিল নিজেরে, গোপন করিয়া, সাধিতে মনের সাধ॥ তথাপি অসংখ্য, তারকা মাঝারে, চন্দ্র কলা সম হরি। স্পষ্টরূপে কৈল, রাধার দর্শন, দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করি॥

রাধা যর্হিস্ম কর স্পৃষ্টা জাতা মুবারাতেঃ। অতি বিস্মিতয়েজজ্ঞে তর্হিচ সাতত্র চন্দ্রলেখেব॥ চন্দ্র কলাসম, রাধা যবে হরি, কর পদ্মে স্পৃষ্ট হৈল। গোপিকার গণ, তবে সাতিশয়, বিস্ময়ানুভব কৈল॥

ব্যভিচারী আদি, ভাব শ্রেণী যথা, স্থায়ী ভাব প্রাপ্ত হয়। স্থায়ী ভাব পুনঃ, সেই ব্যভিচারী ভাবেতেই হয় লয়॥ পূর্বলব্ধ মনো-বাসনা যেমতি, পুণ্যে হয় সংপূরণ। তেমতি মাধবে, আলিঙ্গন করি, আভীর যুবতীগণ॥ মাধবও করি, প্রেয়সী রাধারে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন। পরিহাসময় সুখ লাভ কৈল, রাসারম্ভে সেইক্ষণ॥ সেই কালে কেহ কেহ ভীরুর মতন। বনমালা ধারিণী যুবতী সখীগণ॥ রাধামাধবের কেলি করি, দরশন। অন্যান্য সনর্ম বাক্যে কহিছে বচন॥

জলদে বিলসতি বিদ্যুদ্বিভাতি হৃদয়ানি ভীরুণাম্। কিং পরিহসসি সখ্যিত্বং, কিং নহি পশ্যসি পুরশ্চিত্রম্॥ জলদের কোলে, বিজুরী শোভিছে, ভীরু সমূহের মন। ভীত হৈল সখি, পরিহাস কিবা, করহ এইত ক্ষণ॥ দেখনাকি তুমি পরম আশ্চর্য, নয়নের পুরোভাগে। অসংখ্য জলদে, বিজুরী অসংখ্য, বিহরে প্রেমানুরাগে॥

যার গাত্র গন্ধে, প্রলুব্ধ হইয়া, আত্মারাম মুনিগণ। তাহারাও করে, পূর্ণ ভাবে অহো, ব্রহ্মানন্দ আচ্ছাদন॥ পূর্ণানন্দ সেই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, আনন্দ লাভের তরে। হায়রে যুবতী-গণের সহিত, বিহারে প্রযত্ন করে॥ অতঃপর করিবারে কথা সমাপন। কহিতে লাগিল সেই কথক তখন॥ ঈদৃগপ্যস্মি রাধে! যস্তাসাং মুখনিরীক্ষকঃ। স্বহুকর্ষরসায়াসী দিব তাসু পরীক্ষকঃ॥ হেন গুণে সদা, হইয়াও গুণী. হে রাধে যেইত জন। তোমার উৎকর্ষ রস আস্বাদিতে, হইয়া উৎসুক মন॥ অপর প্রেয়সীবর্গের বদন, যে করিয়া নিরীক্ষণ। পরীক্ষিল সেহ, মাত্র তব মুখ-সাদৃশ্যের অন্বেষণ॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামী বর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থবিরচিল, স্বাদে সুধা গর্ব হর॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ চরণ স্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

চতুর্বিংশং পূরণম্ ☐ রাসেহন্তর্দ্ধানে রাধাসৌভাগ্যবর্ণনম্

অতঃপর স্নিগ্ধকণ্ঠ সভার মাঝার। সংক্ষেপে কহিল পরবর্ত্তী লীলাসার॥ ভাগবতে শুকদেব সংক্ষেপে বর্ণিল। সেই শ্লোক স্নিগ্ধকণ্ঠ সবে শুনাইল॥

প্রিয়ের ঈক্ষণে, উৎফুল্লবদনা, প্রেয়সী গোপিকাগণে। বেষ্টিত হইয়া; উদার চেষ্টিত, মাধব নিকুঞ্জ বনে॥ উদার হাসিতে, কুন্দ বিনিন্দক, দন্তপাতি রুচিভরে। শোভিতে লাগিল, তারকা বেষ্টিত, শশি সম নীলাম্বরে॥ এই শ্লোকের যেই প্রথম চরণ। শ্লোকের অধীন যার ক্রিয়ার বর্ণন॥ উপমা প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কারে। শোভিত হইল এহ সম্যক প্রকারে॥

গোপীগণ করি, কান্ত কর স্পর্শ, মনে মনে বিচারিল। একের অন্যের, বক্ষোজাদি সর্ব, অবয়ব স্পর্শ কৈল॥ অভিমান ভরে, তেই গোপীগণ, স্বকরস্থ কান্ত কর। দূর করি দিল, তবে নিরীক্ষণ, করে তার অভ্যন্তর॥ অফুরন্ত প্রেম, নিরখি সেথায়, কান্তে করি আলিঙ্গন। পুনঃ পরাজয়, করিল বরণ, আভীর সুন্দরীগণ॥ এইত প্রথম চরণের ভাব হয়। দ্বিতীয় চরণ ভাব করিয়ে নির্ণয়॥

নিযুত নিযুত, ব্রজবধূগণ, আনন্দে উৎফুল্ল হিয়া। এক কালে করে, প্রিয়ে দরশন, নির্নিমেষ নেত্র হৈঞা॥ দিব্যস্থিত হেন, প্রিয়তম নিজ, দরশন শুদ্ধামৃতে। তৃপ্ত কৈল বধূগণে এক কালে, পৃথক পৃথক মতে॥ চুম্বনালিঙ্গন, নীবীবন্ধ স্তন, প্রভৃতি স্পর্শন তথা। তদধিক আর, কিবা সে কাহিনী, বর্ণিতব্য হয় এথা॥ সিংহাবলোকন ন্যায়ে দ্বিতীয় তৃতীয়। চরণের ভাব অত্র হয় বর্ণনীয়॥

যেই দিকে, মুহুর্নেত্র ক্ষেপ, কৈল ব্রজ বধূগণ। সেই সেই অভি-মুখে হরি নিজ, নেত্র কৈল সংস্থাপন॥ যবে হৈল চারি, চক্ষুর মিলন, তবেত সুষমা তার। নিরখি মাধব, পরিস্ফুট ভাবে, হাস্য কৈল বারম্বার॥ সিংহাবলোকন ন্যায়ে উত্তরার্দ্ধ আর। তৃতীয় চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা সার॥

কবিগণ চন্দ্র, আর নক্ষত্রের, সঙ্গে কৃষ্ণ গোপীগণে। তুলনা করিয়া, কবিতা রচিল, পরম সন্তুষ্ট মনে॥ কিন্তু হাস্য মুখ-সহ বিলসিত, বিবিধ বিলাস যারে। কৃষ্ণ গোপী হয় সর্বোত্তমগণ্য, তুলনা নাহি ত্রিসংসারে॥ তবে হাস পরিহাস শুনে পুণ্যে আর। হঠকারিতার বশে মাধব সবার॥ লজ্জা বিদূরিত করি স্বচ্ছন্দে তখন। কৈল গোপিকার প্রায় সর্বাঙ্গ দর্শন॥ বিলস রহ সেবসনাদি বিপর্যয়। সেহত হেরিল হরি বিলাস সময়॥ সজল নয়নে তবে মহাহাস্য করি। যথাবিধি সর্বকার্য সমাপিল হরি॥ হেন মতে বিলাস করিয়া মহাসুখে। চলিল আপন মনে উত্তরাভিমুখে॥ যমুনার তীরে বনরাজি দীপ্ত করি। বধূগণে আকর্ষণ কৈল তবে হরি॥ চন্দ্রেও করিয়া স্বদক্ষিণে আকর্ষণ। সঙ্গী যেন কৈল হর্ষে নন্দের নন্দন॥ নবীন যৌবনবতী ব্রজবধূগণ। এক মাত্র কৃষ্ণে করে সদানুসরণ॥ তেই পরস্পর সঙ্গ অপরি হারিণী। তাসবার সঙ্গে হরি মিলিতে

আপনি ॥ হৃদয় মাঝারে অতি উৎকণ্ঠা ধরিয়া। চিন্তিতে লাগিল সেই ভাবে মগ্ন হৈঞা ॥ অরে অন্য প্রকারে সুখের অসম্ভব। নির্দ্ধারণ করি নিজ মানসে মাধব ॥ সুমধুর গীত জাত সুখ একমাত্র। আলম্বন করি হৈল পুলকিত গাত্র ॥ সর্বগুণশালী বনমালী অতঃপর ॥ ভ্রমর চুম্বিত সুকোমল মনোহর ॥ কুসুমে শোভিত রম্য নিকুঞ্জ কাননে। ভ্রমিতে লাগিল গান করি হৃষ্টমনে ॥

সেই কালে কিন্তু, পরস্পর গুণ গ্রামাহভাব বশতঃ। সেইত অতীব, উত্তম সঙ্গীত, প্রকট হইল স্বতঃ ॥ সুখ সেহ মনোরথান্তরাবধি, শৃঙ্গার সাধন তরে। হইল শাশ্বত, আশ্রয় স্বরূপ, সবার হৃদয়ান্তরে ॥ সেইত সম্ভোগ, সুখ তরে কৃষ্ণ, আর ব্রজ গোপিকার ॥ চুম্বনালিঙ্গন, প্রভৃতিতে হৈল, লক্ষ সুখ চমৎকার ॥ কিন্তু গান মুখে, আবেশ আসিয়া, আবরণ সৃষ্টি কৈল। প্রিয়াগণ সহ, প্রিয়তম তবে, সঙ্গীতে প্রমত্ত হৈল ॥ এইত বিহার কথা শ্রীবাদরায়ণি। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বর্ণিলা আপনি ॥

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতা শত যূথপঃ। মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥ ব্রজবধূগণ, কৃষ্ণ রূপগুণ, গান করে মধুস্বরে। কৃষ্ণ নিজে ব্রজ সুন্দরীগণের প্রেমগাথা গান করে ॥ উপগীয়মান, হৈঞা হেনমতে, আর নিজে করি গান। বনিতা শতেক,যূথরক্ষাকারী, রূপে হৈঞা বিদ্যমান ॥ আপাদলম্বিত, বৈজয়ন্তী মালা, কণ্ঠেতে ধারণ করি। বৃন্দাবন করি, শোভাতে উজ্জ্বল, বিহরে নাগর হরি ॥ গানের বিশেষ যথা মুনি পরাশর। বর্ণনা করিল বিষ্ণু পুরাণ ভিতর ॥

কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্। জগৌ গোপীজন স্ত্বেকং কৃষ্ণ নাম পুনঃ পুনঃ ॥ শরৎ ঋতু আর, চন্দ্র তথা জোৎস্না, যমুনা বিষয়ে আর। গীতি কথা কৃষ্ণ, গাহিতে লাগিল, মনঃ সুখে আপনার ॥ গোপীগণ কিন্তু, অন্য কিছু নহে, একমাত্র কৃষ্ণ নাম। গাহিতে লাগিল মহানন্দভরে, মধুকণ্ঠে অবিরাম ॥

বিধুরয়মাগত বান্ শারদং প্রতি সম্প্রতি। ইতবাম্ বিধুরথ নহি ভবতীঃ প্রতি ॥ সম্প্রতি এইত, শরৎকাল প্রতি, আইল এই নিশাপতি। আমি কৃষ্ণচন্দ্র, আসিনু না কিবা, তোমা সবাকার প্রতি ॥

কুসুমবন মধুপৈরিয়মঞ্চতি কান্তিম্। মম ভারতীয় প্রথয়তু কান্তিম্ ॥

পুষ্পিত কুঞ্জচয়ে বৃন্দাচিত শোভা। ভবদচুগতয়ে কিল কৃত লোভা।

শ্রীরাধামাধব ব্রজ বধূ সঙ্গে। ভ্রমণ করয়ে বনে গান করি রঙ্গে ॥ অর্দ্ধ শ্লোকে কৃষ্ণ গুণ গাহে গোপীগণ। অপরার্দ্ধে গান করে নন্দের নন্দন ॥ গোপীগণ কহে হে গোকুলবীর, হে মাধব লীলাময়। হে কৃষ্ণ হে হরে, বৃন্দাবনচন্দ্র, তোমার হউক জয় ॥ কৃষ্ণ কহে এই, গগন চন্দ্রমা, না যাইবে স্থানান্তরে। জ্যোৎস্নাতে ভরিল, নিখিল কানন, দেখহ চিন্তিয়ান্তরে ॥ গোপীগণ কহে, জয় হে কেশব, মঙ্গল বিগ্রহ ধারী। জয় জয় কৃষ্ণ, হরে জয় জয়, গোপীগণ মনোহারী ॥ কৃষ্ণ কহে এই, বৃন্দাবনে যত, কুসুম কানন আছে। ভ্রমর কুলের, মধুর গুঞ্জনে, অশেষ শোভাতে রাজে ॥ এই পুষ্পবন, সমূহ সম্প্রতি, তোমা সবাকার প্রতি। করুক এমোর, কমনীয় ভাব, সঞ্চারিত দ্রুত গতি ॥

গোপীগণ কহে, জয় হে শ্যামল, মনোজ্ঞ বিগ্রহধারী। জয় জয় কৃষ্ণ, হরে জয় জয়, গোপীগণ মনোহারী ॥ কৃষ্ণ কহে জ্যোৎস্না, বিধৌত নিশিতে, প্রফুল্ল নিকুঞ্জ বনে। বৃন্দা নিজ হস্তে, নানা পুষ্প দলে, সাজাইল সযতনে ॥ তোমা সবাকার, চিত্তের বাসনা, নিশ্চয় সেহত জানি। লোভনীয় করি, সাজাইল কুঞ্জ, সুষমা সম্ভার আনি ॥ গোপীগণ কহে, জয় হে মোহন, জয় স্থির ধৈর্য্য ধারি। জয় জয় কৃষ্ণ, হরে জয় জয়, গোপীগণ মনোহারী ॥ নবীনা যুবতী ব্রজ সুন্দরীরগণ। কৃষ্ণ প্রতি মহা শ্লাঘা কৈল প্রকটন ॥ অবেত্ত অতীব সেই রহস্য ঘটিল। ভাগবতে শুকদেব সে কথা কহিল ॥

নদ্যাঃ পুলিনমাবেশ্য গোপিভির্হিম বালুকম্। জুষ্ট তত্তরলানন্দি কুমুদামোদ বায়ুনা ॥ তুহিন শীতল, বালুকা সংযুক্ত, মৃদু আন্দোলনকারী। কুমুদ কুসুম, সুগন্ধে বাসিত, সমীরণে মনোহারী ॥ যমুনা পুলিনে, প্রবেশ করিয়া, গোপীগণে সঙ্গে করি। করিতে লাগিল, মধুর বিলাস, রসিক নাগর হরি ॥

বাহু প্রসারণে, দৃঢ় আলিঙ্গন, বিশালোরু নীবীস্তন। পরিহাস সহ, নখাগ্রে স্পর্শন, প্রতি অঙ্গ নিরীক্ষণ ॥ সহাস্য কটাক্ষে, সুন্দরীগণের, কাম উদ্দীপন করি। প্রতি বধূসঙ্গে, নিভৃতে মিলিয়া, রমণ করিল হরি ॥ এবে ভাগবত শ্লোকদ্বয় অর্থসার। যথা সমীচীন অথ করিয়ে বিস্তার ॥ বনমধ্যে বারম্বার করিয়া ভ্রমণ। সতৃষ্ণ কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজ বধূগণ ॥ চিত্তে প্রেম হইলেও বিস্তৃত অপার। অবসর না মিলিল করিতে শৃঙ্গার ॥ তেঁই চিত্তে গুপ্ত ভাব উদ্দীপ্ত না হৈল। সবা লঞা কৃষ্ণ নদী পুলিনে চলিল ॥ যমুনা তরঙ্গ বাহু সমূহে ব্যাপৃত। প্রতিদিন দৃষ্ট শুভ্র বালুকা আবৃত ॥ পুলিন বিশেষ রাস লীলা যোগ্য স্থান। চিন্তিতে লাগিল কৃষ্ণ করি প্রণিধান ॥ কর্পূর ধবল হয় বালুকা যেথায়। রৌপ্য সম শুভ্র বর্ণ যেথা শোভা পায় ॥ যেথা সর্বগুণ পূর্ণ পৌর্ণমাসী তিথি। আত্মীয় স্বরূপ পূর্ণচন্দ্র আসি তথি ॥ চৌদিকে বিরাজমান পরম শোভায়। প্রতিচ্ছবি সম নভো বক্ষে শোভা পায় ॥ ক্রমান্বয়ে গুণোৎকর্ষ দ্বারে জাগরিত। মহাতেজ চতুর্দিকে হৈঞা বিসর্পিত ॥ করিতে লাগিল সর্বদিকে ঝলমল। সহসা দর্শনে নেত্র হইল বিকল ॥ যেথা তুলিকার মত সূক্ষ্ম বালুকাতে। বস্ত্র সম আস্তরণ দৃষ্ট হয় তাথে ॥ কলিন্দ তনয়া নদী কালিন্দী সতত। সখীগণে সঙ্গে করি হইয়া সংযত ॥ কুমুদ কহ্লার পুষ্পে সুগন্ধ সমীরে। গোবিন্দ সুন্দরে প্রতিদিন সেবাকরে ॥ সেইত পুলিনে কৃষ্ণ বধূগণে লৈঞা। প্রবেশিল রাসলীলা প্রকট লাগিয়া ॥ প্রতি প্রেয়সীর সঙ্গে যুগ্ম রূপ ধরি। বাহু প্রসারাদি নানা লীলা কৈল হরি ॥ পরম রহস্য এই রহঃ কেলি হয়। সামান্য ব্যাখ্যাত তেঁই হইবে নিশ্চয় ॥ কৃষ্ণ আর গোপী দোঁহে মেলি পরস্পর। প্রকটিল যুগল বিগ্রহ মনোহর ॥ সবাসনা-যুক্ত যোগ্য ভক্তের গোচরে। বর্দ্দিতব্য হয় এই লীলা শ্রদ্ধাভরে ॥ তত্তৎ মিথুনরূপ যথা পরস্পর। শ্লোক অনুসারে এবে কহি অতঃপর ॥

প্রেয়সীরে হরি, আলিঙ্গন তরে, বাহু প্রসারিত কৈল। বাহুদ্বয় কিন্তু, তৎকরণে বহুক্ষণ না সমর্থ হৈল ॥ যেই বস্তু যার, বশ্যতা স্বরূপ, সম্প্রাপ্ত নাহিক হয়। সে বস্তুতে তার, প্রাপ্তি যোগ শীঘ্র, কি প্রকারে উপজয় ॥

অঘাসুর হন্তা, কৃষ্ণ আর তার, প্রাণপ্রিয় বধূজন। প্রণয় রভসে, দৃঢ় ভাবে দোহে, কৈল যেই আলিঙ্গন॥ বৃক্ষের মিলন, ঘটিলে লতাতে, যেমতি ছাড়িতে নারে। তেমতি কেমনে সেই আলিঙ্গন দোহেত ছাড়িতে পারে॥

বৃন্দাদি সজনী, যেইত সময়ে, সম্মুখে নাহিক ছিল। সেই কালে বধূ সহিত মাধব, আলিঙ্গন আরম্ভিল॥ পরিরম্ভারম্ভে, তনু টলমল, প্রবল সুখের ভরে। মূর্ছিত হইয়া, পড়িল উভয়ে, কুসুম শয্যার পরে॥ সেইত প্রবল, সুখ মূর্ছা দূর, করিবারে দোহাকার। কেহ না আছিল, হায়রে তথায়, অন্য কোন জন আর॥ চুম্বনাদি নানা, সম্ভোগ বিলাস, সেইত স্বপ্নের মত। নিশ্চেষ্ট রহিল, অবশেষে স্বয়ং, হৈল দোহে জাগরিত॥ নির্জন তথাপি, সঙ্কুচিত সেই, প্রিয় বধূ নিজ করে। মাধবের কর, স্পরশ মাত্র, নিক্ষেপ করিল দূরে॥ ব্যথিতের মত, সুন্দরী তবেত, মনোভাব প্রকাশিল। মার্জনের ছলে, মাধব পুনশ্চ; তার অঙ্গে হস্ত দিল॥

হায়রে তোমার, বদন সরোজ, আবরিল অলিগণ। অলি নিবারিতে, এথা কি কেহই নাহি তব সখিজন॥ হেন ছল করি, বিদগ্ধ মাধব, বধূর অলকাবলি। স্পর্শিতে লাগিল, চালিত করিয়া, আপন কোমলাঙ্গুলি।

উরুস্পর্শে নিরস্তেঽপি নীবীমস্পৃশদচ্যুতঃ। নিঃশঙ্ক যাচকানাং হি তথাচরিত মীক্ষ্যতে। হইলেও উরু, স্পর্শনে নিরস্ত; মাধব সেইতক্ষণ। মোচনের তরে, তুরিতে করিল, নীবীবন্ধে হস্তার্পণ। নিঃশঙ্ক ভিক্ষুক, গণের এইত, রীতি নীতি দৃষ্ট হয়। লোভনীয় বস্তু, হেরিলে করয়ে, প্রসারিত হস্তদ্বয়।

যেইত সুন্দরী, লজ্জিত হইয়া বস্ত্রদ্বারে আপনারে, আবৃত করিত, বারণ করিত, মাধবে স্বকরদ্বারে॥ প্রণয়ী মাধব, সেইত ধরি, কাচুলী মোচন তরে, শ্রীহস্ত স্থাপন, করিত সহাস্যে, তদুপরি ছল ভরে॥

অয়ি চঞ্চলাক্ষি, সুন্দরী তোমার, স্তনোন্নত বক্ষঃস্থল। স্বল্পমাত্র স্পর্শ, সহিতে না পারে, গুপ্ত রহে অবিরল॥ অপূর্ব ভাবেতে, প্রফুল্ল স্বরূপে, এবে সে লক্ষিত হয়। মোর মনে হয় বিদ্রধি যুগল, কৈল বক্ষে সমুদয়॥ তেই মোর নয়, নখর রঞ্জনী, স্পর্শ মাত্রে সর্বব্যথা। বিদূর হইবে, এত কহি হরি, মৃদু হাস্য কৈল তথা॥

অহো কি আনন্দ, নন্দের নন্দন, প্রিয়া মুখাম্বুজ পরে॥ ভ্রমরের মত, চুম্বন করিতে লাগিল প্রমোদ ভরে॥ কুম্ভাকৃতি স্তন-দ্বয় গজ কুম্ভে, সিংহের স্বভাব ধরি। মর্দন করিতে লাগিল শ্রীভুজ-যুগল স্থাপন করি॥ বিলাস নিপুণ, এহেন মাধব, কিসের কারণে তবে। সমর্থ নাহিক, হইবে বঞ্চিত, করিবারে কামদেবে॥

কথনীয় যাহা, কথিত হইল, প্রথিত হইল আর। এই কর্মদ্বয়, জানিবে পাণিনি, হেন কথা শ্রুত হয়॥ তন্মধ্যে ঈপ্সিত-তম কর্মমুখ্য, অনীপ্সিত পুনরায়। দ্বেষ্য আর অন-পেক্ষ্য নামে খ্যাত, আছে সদা এধরায়॥ মুখ্য কর্মে যাহা, উপযোগী হয়, তাহারে ঈপ্সিত কহে॥ অকথিত কর্ম, তারে কহে যদি, এক ক্রিয়া দোহে রহে॥ তন্মধ্যে যে হয় কথনীয়োচিত, মুখ্য কর্মনাম তার। ভ্রমরের রীতি, লভল মাধব, কথিত হৈল

এ সার॥ এইত কথিত, কর্মের কথনে, প্রথিতও কিছু হৈল। শৃঙ্গারে চুম্বন, মুখ্য কর্ম মধ্যে, বাৎসায়ন জানাইল॥ সিংহভাব প্রাপ্ত, হইল মাধব, মুখ্য কর্ম এহ নয়। গোপীচিত্তে ভাব, উদ্দীপন হেতু, অনীপ্সিত কর্ম হয়॥ প্রেয়সীর ঠাঞি, রতির প্রার্থনা; তথাপি অকথিত কর্ম হয়। দোহার যে কর্ম, সম্ভোগ বিলাস, শ্লোকে স্পষ্ট নাহি কয়॥ তথাপি মহর্ষি, পাণি নিরচিত, অষ্টাধ্যায়ী নামে খ্যাতি। অকথিত চেতি, সূত্রে পরিদৃষ্ট, হয়েত যেইত রীতি॥ তদনুসারেত, প্রিয়বধূ ঠাঞি, রতিলাভে নিবেদন। অকথিত কর্ম, বুঝিয়া লইবে, রসবেত্তা বুধগণ॥ হেনমতে ব্রজবধূগণ সঙ্গে হরি। কুঞ্জে কুঞ্জে লীলা করে বহু মূর্ত্তি ধরি॥ নিখিল বিষয়ে, শ্রেয়স্কর আর, আত্মপ্রিয় শ্রীমাধবে। আপন অধীন, জানিয়া সেইত, আভীর সুন্দরী সবে॥ প্রতিজন চিত্তে, মাধবের প্রতি, অনুরাগ করি-খর্ব। ধারণ করিল, বারম্বার শীঘ্র, অতীব বিষম গর্ব। যেই রাষ্ট্রে বহু, নৃপ করে বাস, সেই দেশবাসীজন॥ পুনঃপুনঃ যথা, ক্লেশ প্রাপ্ত হৈঞা, দূরে করে পলায়ন॥ তেমতি সবার, হৃদয়ে সঞ্জাত, গর্ব করি অনুভব। অঙ্গ সঙ্গ ছাড়ি অন্তর্দ্ধান কৈল, সুনিশ্চিত সে মাধব॥ অন্তর্দ্ধান কালে হরি হৃদয়ে আপন। নিশ্চিত এহেন ভাবে করিল চিন্তন॥ রাধিকার সঙ্গে অঙ্গ সঙ্গম বিহার। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এইত আমার॥ কিন্তু সর্ব যুবতীর রূপে মুগ্ধ হৈঞা। রহিনু সে কথা আমি বিস্মৃত হইয়া॥ নির্বিশেষ রূপে সর্ববধূতে রমনে। রমা শিরোমণি রাধা এমোর সদনে॥ সাধারণ গোপী সঙ্গে তুল্যতা লভিল। হায় মোর কেন হেন বিভ্রান্তি ঘটিল। অপি চ এ মোর বাঞ্ছা পূরণের তরে। প্রথমে আসিল রাধা এমোর গোচরে॥ সম্প্রতি একথা চিত্তে প্রতিপন্ন হয়। রাধ মহনীয়া মোর হিতে সুনিশ্চয়। মহা মহোৎসবময়ী রাধা মোর ঠাঁই। তার সমকক্ষ কেহ ত্রিভুবনে নাই॥ শারদীয় বিষয়ের নৈপুণ্য যাহাতে। আছে সেই পূর্ণিমার উজ্জ্বল নিশিতে॥ সেই মহামহোৎসব রাস-রসময়। অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইবে নিশ্চয়॥ এই রাস রস মোর প্রেয়সী সবার। করিছে ঐক্যতা বোধে শ্রেষ্ঠতা বিস্তার॥ আমি মাত্র কৃষ্ণপ্রিয়া অন্য কেহ নহে। যা সবার চিত্তে হেন অভিমান রহে॥ সেই সব সুন্দরীগণের চিত্ত মাঝে। ঐক্য মত গুপ্ত হৈঞা সতত বিরাজে॥ তাসবার প্রতি-দাসী সম ব্যবহার। করিতে আছিল মোর ঔদাস্য অপার॥ অতএব সর্ব গোপিকার গর্বনাশ। করিবারে নিজ প্রেম করিয়া প্রকাশ॥ সর্বগুণাধিকা রাধিকারে এবে লৈঞা। রহিব গোপনে আমি অন্তর্হিত হৈঞা॥ হেনমতে চিন্তা করি হরি সেইক্ষণ। ভাবী অভিলাষ নিজ করিতে সাধন॥ যেই সব প্রেয়সীর হস্ত পদাদির। জন্মিল আলস্য আর ক্রিয়া হৈল ধীর॥ সেইত প্রেয়সীগণে সম্বোধন করি। কহিতে লাগিল সকৌতুক বাক্যে হরি॥ কাঞ্চী শব্দ বঞ্চিত করিয়া কেনে নারী। নিশ্চয় আছয় এথা দেহ গুপ্ত করি॥ কিন্তু বহুতর ক্রীড়া করিবার তরে। আস্থা প্রকাশিতে নারে তোমার গোচরে॥ আমি কিন্তু করি মাত্র তোমারে আশ্রয়। বিহার করিব এই মোর বাঞ্ছা হয়॥ কেলি করি তুমি হৈলা শ্রান্ত সাতিশয়। এবেত বিশ্রাম তব উপযোগী হয়॥ সন্নিকটে সেইত নারীরে অন্বেষণ। ফিরিয়া আসব শীঘ্র তোমার সদন॥ এত কহি

প্রতি কুঞ্জে গোবিন্দ সুন্দর। আশ্বাসিয়া প্রিয়াগণে অতীব সত্বর॥ সহসা রাধারে লৈঞা বামেতে আপন। অন্তর্দ্ধান করিয়া চলিলা অন্য বন॥ অতঃপর কিছুকাল হইলে অতীত। প্রিয়াগণ হৈলা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত॥ কেহত বিলম্ব তবে না পারি সহিতে। বাহির হইল নিজ নিজ কুঞ্জ হৈতে॥ নানা স্থানে করি তবে কৃষ্ণে অন্বেষণ। ভ্রমিতে লাগিল হৈঞা অতীব বিমন॥ এক দুই তিন ক্রমে এক স্থানে তবে। মিলিত হইল ব্রজবধুগণ সবে॥ পরস্পর মিলিত হইয়া সর্বজন। কৃষ্ণ মোরে ত্যাগ করি করিবে গমন॥ এহেন বচনে কেহ না করি প্রত্যয়। শপথ লইয়া সবে সেইত সময়॥ কৃষ্ণ পথ অন্বেষণে নিযুক্ত হইল। বধুগণ বনে বনে ভ্রমিতে লাগিল॥

প্রিয়তম কৃষ্ণে, অন্বেষিতে তবে, ভাবিয়া নিকটাগত। সমর্থ নাহিক, হইল লভিতে বধুগণ ব্যাথাহত॥ বন হৈতে বনে, অন্বেষণ করি, পরিশ্রান্ত হৈঞা তবে। ধরিতে না পারে, দেহ মহীতলে, হায়রে পড়িল সবে॥ বহুক্ষণ হেন-মতে ভূমে রহি, জাগিল সবার মনে। কৃষ্ণ যেন অগ্রে, মূর্তিমান্ হৈঞা, বিহরে এইত বনে॥ অতঃপর সেই, মানস কল্পিত, চিন্তামগ্ন কৃষ্ণে পাঞা। চতুর্দিক হৈতে, সবে পরস্পর বধুগণ এক হৈঞা॥ এহ সেই কৃষ্ণ, এতেক ভাবিয়া, বিরহে বিহষ্ট মতি। করিতে লাগিল, আলিঙ্গন আর; চুম্বনাদি দ্রুত গতি॥

যাস্ত তৃষ্ণাকুলতয়া কৃষ্ণভাববশংগতাঃ। কৃষ্ণায়ন্তেস্ম তা এব সর্বপালকতামিতা।
কৃষ্ণ সঙ্গ তরে, তৃষ্ণাকুল চিত্ত, যেইত গোপিকাগণ। কৃষ্ণ প্রেমাধীন, হৈঞা কৃষ্ণভাবে, হইল আবিষ্ট মন॥ সর্ব পালকতা, ভাবধরি সবে কৃষ্ণ সম আচরণ। করিতে লাগিল, বিজন কাননে, সেইত সুন্দরীগণ॥ বনে বনে গোপিগণ করিয়া ভ্রমণ। উন্মাদের অনুবৃত্তি করি সর্বজন। তরুলতা গুল্মপত্রাদিরে বারম্বার, পুছিতে লাগিল শ্রীকৃষ্ণের সমাচার॥ কৃষ্ণ লীলাগান, করিতে করিতে, হৈঞা কৃষ্ণাবেশ গত। কৃষ্ণের মতন, ভাব প্রাপ্ত হৈল, ব্রজ গোপরমা যত॥ যেই যেই গোপী, কৃষ্ণলীলা বেশ, তৎকালে সম্প্রাপ্ত হৈল। আশ্চর্য সেইত, গৌরাঙ্গী জনেও, কৃষ্ণবর্ণ দেখাইল॥

অচেতন তরু, গণেরও প্রতি, কৃষ্ণ কথা বারম্বার। পুছিতে লাগিল, বিরহ বিধুরা, সবে করি হাহাকার॥ হায়রে একথা, স্মরণ করিয়া, অদ্যাপি এ মোর চিত্ত। তাসবার তপ্ত, নিঃশ্বাসে যেন বা, উত্তপ্ত হয়েত নিত্য॥ এহ রহু দূরে, মর্মচ্ছেদ কর, মোর হয় সাতিশয়। শ্রবণ করিয়া, মোর রূপ যেবা, ধরে বধূ সমুদয়॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি তরে, সেই লীলা, গান করি অনুক্ষণ। ঘোর রূপা সেই, পুতনাদি মূর্ত্তি, ভাবে কৈল দরশন॥ সেই ভয়ে ভীত, অঙ্গ শির হিত, হৈঞা উন্মাদিত মন। পুতনাদি ঘোর, আকার ধারণ, কৈল ব্রজবধুগণ॥ গমন করহ লোক ঠাঞি পর পর। পুছহ কৃষ্ণের কথা সবার গোচর॥ হেন লীলাবেশ হেতু ক্রমে সর্বজন। নির্গমনাবস্থা প্রাপ্ত হৈল সেইক্ষণ॥ প্রশ্নের আগ্রহ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হৈল। অবস্ত বস্তরূপ দেখিতে লাগিল॥

প্রফুল্ল কুসুমে, হাস্য বিস্তারিয়া, যেন তরু কতিপয়। উপহাস ভাব, বধুগণ প্রতি, ধরিয়াছে সে সময়॥ কতিপয় তরু, পল্লবাগ্রভাগ, নত করি বনমাঝে। তাসবার বাক্যে,

বিমুখ হইয়া, যেন দাণ্ডাইয়া আছে॥ প্রমত্তালি রবে, তরু কতিপয়, প্রকাশিছে যেন ক্রোধ। তরুগণে হেরি, ব্রজ বধুগণ, করিল এহেন বোধ॥ অতএব ব্রজ-সুন্দরীরগণ, সেই তরুগণ প্রতি। কৃষ্ণের বারতা, না পুছিয়া আর, মৌন হৈল শীঘ্র গতি॥ উত্তর না পাই তরুগণের নিকটে। ব্রজ বধুগণ বড় পড়িল সঙ্কটে॥ চিত্তের মাঝারে বড় উৎকণ্ঠা বাড়িল। মহীরেই লক্ষ্য করি জিজ্ঞাসা করিল॥

বসুন্ধরে তুমি, অহো কিবা তপ, কিয়ৎ পরিমাণে কৈলা। হরি পাদস্পর্শে,পুলক অঙ্কুরে, যাহে বিভূষিত হৈলা॥ এইত পুলক, হৈল কিবা তব, ত্রিবিক্রম পদ স্পর্শে। অথবা বরাহ-রূপ শ্রীহরির, আলিঙ্গন জাত হর্ষে॥ মোসবার কিন্তু, তোমারে দেখিয়া, এবে হেন মনে লয়। হরি পদ স্পর্শ, কিংবা আলিঙ্গন, পুলক কারণময়॥

বসুন্ধরে তুমি, পৃথ্বীনামে স্থূলা, ক্ষমা নামে সর্বং সহা। কৃষ্ণ পদচিহ্নে, অঙ্কিত হইয়া হৈলা সর্বশুভাবহা॥ আনন্দে নিমগ্ন, আছহ সতত, তেইত তোমার এবে। শরণ লইনু, কৃষ্ণের বারতা; পুছিবার তরে সবে॥ পৃথিবীর নিকটেও সবে অতঃপর। না পাইয়া কোন ক্রমে কোন প্রত্যুত্তর॥ তরুলতা ঠাঞি কৃষ্ণ বার্ত্তা পুছিবারে। ভ্রমিতে লাগিল বন হৈতে বনান্তরে॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ স্পর্শ করিয়া পবন। বহিতে লাগিল সুরভিত করি বন॥ যুগল বৈদগ্ধী দিগ্ধ সুস্নিগ্ধ হৃদয়। রাধা মাধবের প্রিয় সখী সমুদয়॥ সেইত সৌরভ পাঞা কৈল অনুমান। নিশ্চয় বিহার করে সন্নিধান॥ এতেক ভাবিয়া সবে পুলকিত হৈল। হরিণীরে প্রীতি করি পুছিতে লাগিল॥

হে হরিণ পত্নি, হে প্রিয় সজনি, মোসবার প্রাণনাথ। প্রত্যঙ্গ সুষমা, ধারা বিস্তারিয়া, নিজ প্রাণ প্রিয়া সাথ॥ তোমা সবাকার, নয়নের মহা আনন্দ বিধান করি। বোলহ এথায়, আসিল কি সেই, সর্বসুখপ্রদ হরি। কান্তাঙ্গ সঙ্গম-কালে কুচলিপ্ত, কুঙ্কুম রাগানুবন্ধ। বহে অত্র গোপী-কুল পালকের, কুন্দ মালিকার গন্ধ॥

বাম বাহুখানি, সানন্দে স্থাপন, করিয়া প্রিয়ার স্কন্ধে। অলিকুল যত, মত্ত হৈঞা ফিরে, তুলসী মাল্যের গন্ধে॥ তাসবার দ্বারে, অনুসৃত হৈঞা, প্রিয়া মুখ পদ্মোপরি। ধাবমান অলিকুলে নিকরিতে, অন্য করে পদ্ম ধরি॥ ওহে তরুগণ, তোমা সবাকার, প্রণাম গ্রহণ করি। প্রেম দৃষ্ট্যে অভিনন্দিত করিল, এথা কি যাইতে হরি॥ শ্রীমদ্ভাগবত প্রোক্ত এই শ্লোকদ্বয়। গ্রন্থকার কৃত হেন ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়॥ এন পত্নী সখি এই আছে পদ এয়। তেই হে প্রশান্ত নেত্রে হেন অর্থ হয়॥ যেহেতু মোসব সম মানবী সবার। বুদ্ধি অনুসারে হয় যেইত বিচার॥ সে বিচারে সর্ব শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বৃন্দাবন। তাহে তুমি নিরবধি কর বিচরণ॥ সখি পদ ব্যাখ্যা করি কহে গ্রন্থকার। কৃষ্ণ সঙ্গে যেই সুখ হয় মোসবার॥ সেই সুখ মোসবার সম আস্বাদিলা। অতএব মোসবার সখী তুমি হৈলা॥ সুখ দুঃখ লাভে তুমি আছ মোর মাঝে। বিচার করিয়া দেখ সুসাদৃশ্য আছে॥ কহিয়া এহেন কথা মৃগীর হৃদয়। অনুরক্ত করি কহে বধু সমুদয়॥ অচ্যুত শব্দের অর্থ হয়েত শ্রীকৃষ্ণ। রাধা সঙ্গ করিবারে সতত সতৃষ্ণ॥ রাধা হৈতে কোন কালে বিশ্লিষ্ট না হয়। তেই সর্বজন কৃষ্ণে অচ্যুত কহয়॥ সেইত প্রিয়ার অপরূপ শোভা ভরে। আসক্ত স্বকীয়

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দ্বারে ॥ তোমা সবাকার নেত্র সমূহের সুখ। প্রদানে হইয়া সাতিশয় সমুৎসুক ॥ আপন দর্শন হৈতে মহানন্দ দানে। আসিল এবেত সবাকার সন্নিধানে ॥ মৃগ দম্পতির করি প্রশংসা বর্ণন। তত্র আগমন হেতু কহে গোপীগণ ॥ গোকুল রাজের কুল তিলক মাধব। তার কুন্দ মাল্যে লোক দুর্লভ সৌরভ ॥ সেইত সৌরভ সম্মিলিত বেগভঙ্গ। বহিতেছে অত্র গন্ধবহের তরঙ্গ ॥ কি রূপ মালার গন্ধ চারিদিকে বহে। তদুত্তর রূপ বিশেষণ বাক্যে কহে ॥ কান্তার পরম পুণ্যে সর্বগুণে তথা। কৃষ্ণের অধিক প্রেমাস্পদ স্বরূপতা ॥ কান্তা শব্দ শ্লোক মাঝে নিবিষ্ট হইল। সেই কান্তা রাধা নিজে এ হেন কহিল ॥ পরম প্রেমাস্পদ কান্তা রাধা অঙ্গে সঙ্গে। কুচলিপ্ত কুঙ্কুমেয় পঙ্করাগ রঙ্গে ॥ কৃষ্ণ কণ্ঠস্থিত কুন্দমাল্য ব্যাপ্ত হৈল। সেই গন্ধ বন মধ্যে বাহিতে লাগিল ॥ অতএব পরিচয় বিশেষে সতত। সেইত সৌরভ লক্ষ্য করি প্রধানতঃ ॥ প্রথম শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপ আকারে। মোরা সবে পারি উপলব্ধি করিবারে ॥ সেই মৃগদম্পতীরে হেরি অতঃপর। হর্ষান্বিত হৈল সখীগণের অন্তর ॥ কিন্তু রাধাকৃষ্ণে হেরি হরিণ দম্পতী। সুখী হৈল পূর্বে কিন্তু বিরহে সম্প্রতি ॥ দুঃখিত হইয়া কেহ উত্তর না দিল। এহেন আশঙ্কা ব্রজ বধূগণ কৈল ॥ রাধাকৃষ্ণ আইল সেবা নিশ্চিত জানিয়া। ভরিল পরমানন্দে সবাকার হিয়া ॥ তবে সেই যুগলের বিলাস বিশেষ। সবাই করিয়া উচ্চ প্রশংসা অশেষ ॥ সেই বনে পত্র পল্লবাদি ভরে নত। মনোহর বৃক্ষ দেখে আছে শত শত ॥ কৃষ্ণের ভবন স্থিত কঞ্চুকাদি ভৃত্য। যারা সবে করে নিজ নিজ কৃত্য ॥ তাসবার সম সেই নত বৃক্ষগণ। হৈল অভিনন্দিত হেন করিয়া চিন্তন ॥ অভিনন্দনকারী কৃষ্ণে তরুগণ। প্রণমিছে করি হেন সন্দেহ তখন ॥ প্রিয়া সহ শ্রীকৃষ্ণের যেইত বিলাস। তদাবেশ ভরে চিত্তে ধরি অভিলাষ ॥ বাহু প্রিয়াংস মিত্যাদি বাক্য তবে। কহিতে লাগিল গোপকুল নারী সবে ॥ স্বপক্ষা বিপক্ষা তথা উদাসীনা আর। নায়িকা হয়েত এই ত্রিবিধ প্রকার ॥ তন্মধ্যে স্বপক্ষা ললিতাদির বচন। বর্ণিত হইল ইতি পূর্বে কথঞ্চন ॥ তার মধ্যে উদাসীনা যতেক আছিল। তারা সবে অতঃপর কহিতে লাগিল ॥

পুষ্পিত এইত, লতিকারগণে, পুছহ সজনীগণ। মাধবের নখ-চিত্র আছে লতা-পত্রে আছে বিলক্ষণ ॥ তরুদ্বারে পূর্বে-আলিঙ্গিত কিন্তু পুষ্পিত না দৃষ্ট হৈল। মাধবের কর-স্পর্শে এবে পুষ্প-সুষম ধারণ কৈল ॥ আকাশে পুষ্পিত এই লতাগণে দেখি। অতীব বিস্মিত হৈল যত ব্রজ সখী। অকস্মাৎ মাধবের সুমঙ্গলময়। পাদপদ্ম যুগলের চিহ্ন সমুদয় ॥ ধারণ করিয়া বক্ষে দেবী বসুমতী। তাসবার আর অন্য গোপী নেত্র প্রতি। অমৃতের মত রম্য প্রভা বিকিরণ। করিতে লাগিল শোভা ভরে সেইক্ষণ ॥ যাহা দেখি এইত সুন্দরী বধুগণ। উৎপ্রেক্ষা করিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥

এইত মেদিনী, মুনির চরিত, পূর্বেত ধারণ কৈল। মৌন রহি তেই, গোসবার বাক্যে উত্তর নাহিক দিল ॥ পরে চিন্তা ভরে ধ্বজ কমলাদি, নানা চিহ্নে সুশোভিত। কৃষ্ণ পদ চিহ্ন লাঞ্ছিত স্ববক্ষঃ, আগ্রে করি বিস্তারিত ॥ কৃষ্ণের এথায়, আগমন পুনঃ

হৃদয়ে লিখিত করি। দেখাইল যেন, দেবী বসুন্ধরা, অয়ি প্রিয় সহচরি ॥ কৃষ্ণের সেইত পদ চিহ্নের অন্তরে। অন্য পদ চিহ্ন দৃষ্ট হৈল কিয়দ্দূরে ॥

মাধবের পদচিহ্নানুসরণে, প্রতিপদ চিহ্ন মাঝে। দেখিল অপর, কোনও সুন্দর, অতীব পাদ পদ্ম চিহ্ন রাজে ॥ সেই সব পদ-চিহ্ন নত নহে, স্বল্পকার মধ্যে পুষ্ট। স্বল্পকার মধ্যে পুষ্ট। অতীব পাদ পদ্ম চিহ্ন রাজে ॥ সেই চিহ্ন রাজি, প্রতিপদে যেন, অস্ত সুচারু, ধ্বজ কলসাদি, নানা শুভচিহ্ন জুষ্ট ॥ সেই পদ কত অনুরাগে। শোভিছে ভূতলে, মাধবের প্রতি, পদচিহ্ন বাম ভাগে ॥ সেই পদ চিহ্ন রাজি হেরি গোপিগণ। চিত্তে হেন অনুমান কৈল সেইক্ষণ ॥

বৈশিষ্ট বিশিষ্ট, কোনও সুন্দরী, বধূর চরণ চিহ্ন। দৃষ্ট হয় হরি পদ চিহ্ন সঙ্গে, অঙ্কিত আছয়ে ভিন্ন ॥ পূর্বে যে এসব, চিহ্ন নেত্র পথে, পতিত যে নাহি হৈল। নিশ্চয় বধূর, বদন চুম্বিতে, হরি তারে কোলে নিল ॥ এথার আসিয়া, স্থাপন করিল, সঙ্গম বিহার তরে। চৌর যথা ধন, স্থাপন করয়ে, আনিয়া আপন ঘরে ॥

এই স্থানে দেখ, ব্রজ যুবা আর, যুবতীর পদচিহ্ন। দক্ষিণে বামেতে, পরস্পর লগ্ন, স্পষ্ট দৃষ্ট হয় ভিন্ন ॥ ইথে বোধ হয়, উভয়ের স্কন্ধ দেশে। বাহু জড়াইয়া, এথা দাড়াইল নিভৃত মিলনা বেশে ॥ সাধারনী গোপীমুখে এইত বচন। শুনিয়া পুনশ্চ কহে রাধা সখীগণ ॥ পরস্পর কর, গ্রহণে স্ফুরিত, মধুর বিলাসাশ্রয়। প্রবত্ত মাতঙ্গ, দম্পতির মত, যুবক যুবতী দ্বয় ॥ এইত বিজন, কাননে যেইত, উৎশৃঙ্খল কেলি ভরে। করিবে উৎসব, সেহ মোসবারে, সুষ্ঠ ভাবে পুষ্ট করে ॥ তত্র সুহৃৎপক্ষ ব্রজ গোপী যত ছিল। তারা সবে এক বাক্যে কহিতে লাগিল ॥

আরাধিত হৈল, নিশ্চয় ঈশ্বর, হরি এই বধূ দ্বারে। মোসবে গোবিন্দ, ছাড়ি প্রীত হৈঞা নিভৃতে আনিল যারে ॥ ভাগবতে এই শ্লোক হয় সারাৎসার। যথার্থ করিল অর্থ নিজে গ্রন্থ কার ॥ মহা নীতি মতী এই রমণী নিশ্চয়। অবিনশ্বর শক্তির হয় পরমাশ্রয় ॥ ভক্ত জন ভক্তি গ্রাহী পরম ঈশ্বরে। অবারি ভাবে আর মহাভক্তি ভরে অন্য দেব আরাধনা দূরে পরি হরি। কেবল ভজিল তারে এইত সুন্দরী ॥ সেইত ঈশ্বর হয় আপনি শ্রীহরি। দশদিক পাল পতি দেব সর্বোপরি ॥ প্রলয়ের কর্ত্তা রুদ্র ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা। নহে সেহ তিহ সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥ হরি ভাব থাকিলেও স্বয়ং ভগবান সর্বাবতারের বিস্তারক স্ব প্রধান ॥ তদংশে সম্ভূত পরব্যোমে নারায়ণ। করিলেও সাতিশয় প্রশংসা অর্জন ॥ শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হইতে না পারে। একমেবাদ্বিতীয়ং সে নিখিল সংসারে ॥ তাদৃশ আশ্চর্য ভাব যাহার কারণ। সেহ আবির্ভূত তাহে নহে কদাচন ॥ রূপগুণ তথা তেজ প্রভাবেতে আর। সহসা নিখিল চিত্ত করি অধিকার ॥ গোবিন্দ যাহারে লৈঞা অন্তর্দ্ধান কৈল। মোসবারে ত্যাগ কৈল তারে না ছাড়িল ॥ বক্ষঃ স্থলে যারে সুখে করিয়া ধারণ। প্রেম পরিপাটী কৈল যত্নে প্রদর্শন ॥ কিন্তু তার বিপরীত ভাব না ঘটিল। বাঞ্ছা পূর্ত্তি করিবারে নির্জনে আসিল ॥ কামোৎসব প্রবাহ নির্জনে মিলে হয়। তাহাতে প্রীতি বৃদ্ধি পায় সাতিশয় ॥ সামান্যভাবেই মান্য কৈল সেই প্রীতি। নাহি হয় এইত প্রেমার হয় রীতি ॥ একান্ত মিলনে সুখ সম্পত্তি

প্রদান। বড়গুণে মিলিয়া হয়েত গরীয়ান॥ সেই সুখদান অমিলনে নাহি হয়। অতএব একান্ত মিলনে কাম্য কয়॥ সর্বগুণ বিস্মারক মোসবারে হরি। জাগ্রত কালেই দূরে পরিহার করি॥ কালান্তপে নহে প্রিয়তমারে লইয়া। অন্তর্দ্ধান কৈল সবাকারে উপেখিয়া॥ অতএব মোরা সবে করি বিবেচন। রাধা নামে আছে ধন্যা নারী একজন॥ অলোক সামান্য নাম গুণ রূপদ্বারে। মণ্ডিত করিয়া বিধি সৃজিল তাঁহারে॥ পরিপূর্ণ ভাবে প্রেম হৃদয়ে বর্ত্তিল। দৈব কৃত আনুকূল্য লাভে যোগ্য হৈল॥ লোকোত্তর রূপে ভগবৎ আরাধনে। সঙ্গত হইতে পারে নাম নির্বাচনে। রাধা-সাধ সংসিদ্ধৌ এ প্রকার বচন। রাধ ধাতু স্বাদি আর দিবাদীয়গণ॥ অর্থ সিদ্ধি নিষ্পাদনা আরাধনা আর। এই তিন হয় রাধ ধাত্বর্থ প্রচার॥ তাহে ফল সম্বন্ধের অথবা বিষয়ে। অত্যাগ্রহ হেন অর্থ সমীচীন হয়ে॥ রাধ তি রাধ্যতে বা এইত বচন। গোবিন্দে যেইত নারী করে আরাধন॥ গোবিন্দ দ্বারেও যেবা আরাধিত হয়। সর্বশাস্ত্র মতে সে নারীরে রাধা কয়॥ এহেন ব্যুৎপত্তি হয় যুক্তি সুসঙ্গত। পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য হয়েত সতত॥ রাধা প্রতি উদাসীন নায়িকারগণ। কহিতে লাগিল তবে ঈদৃশ বচন॥ ধূলিরাজি অত্র, সেহ হৈল ধন্য, হের অয়ি সখীগণ। অজিতের পাদ-পদ্ম স্পর্শ করি বিরজিছে এই ক্ষণ॥ কৃষ্ণ অদর্শন জনিত যে দুঃখ, সেই দুঃখ নাশ তরে। ব্রহ্মাভব রমা, যাঁর পদ ধূলি, নিশ্চয় মস্তকে ধরে॥ এই রেণু রাজি, যেই ভাগ্যে কৈল, সেই কৃষ্ণে দরশন। সেই ভাগ্যে স্তব, করি এবে মোরা, সবে মেলি সখীগণ॥ তবে কোন এক ধনী রাধিকার প্রতি। হৃদয়ে ধরিয়া স্পর্দ্ধা অতীব মহতী॥ মৎসরাগ্নি ধূম্র শিখা করি উদ্গীরণ। কহিতে লাগিল অতি দাম্ভিক বচন॥

দুর্নীতিকারিণী, সেইত নারীর, চরণের চিহ্ন অত্র। যদি না রহিত, হরিপদ চিহ্ন পার্শ্ব দেশেতে একত্র॥ তবেত সুখের, হইত হায়রে, হরি পদ চিহ্ন হেরি। সেইত নারীর ধৃষ্টতা সবাই দেখহ উত্তম করি॥ তোম সবাকার, উপভোগ্য হায়, তদীয় অধরামৃত। লৈঞা সেই নারী, বন্ধুরে লইয়া, হৈল এবে লুক্কায়িত॥ এতেক শুনিয়া রাধিকার সখীগণ। কহিতে লাগিল অতি সরোষ বচন॥

ধ্বজ কলসাদি, নানাবিধ শুভ-চিহ্নে অতি সুশোভন। রাধিকার পদ-চিহ্ন অত্র কেন, নাহি করি দরশন॥ মনে হয় সখী, সুকোমল গাত্রী, দয়িতারে বক্ষে ধরি। লুক্কায়িত হৈল, নিকুঞ্জ মাঝারে, দয়িত মাধব হরি॥ একথা শুনিয়া প্রতি স্পর্দ্ধিনীর গণ। পুনরায় কহিতে লাগিল সেইক্ষণ॥

আপনার ক্রোড়ে, অঙ্গনারে লৈঞা, বস্ত্রাদি গোপন তরে। প্রচেষ্টা করিল, যেবা বারম্বার, অতীব ব্যগ্রতাভরে॥ সেই কামাতুর, মাধবের পদ-চিহ্ন অয়ি সখীগণ। দর্শন করহ, ভূতলে অঙ্কিত, যাহা আছে এইক্ষণ॥ এই সব পদ, চিহ্নের স্বরূপ, গভীর সর্বত্র ক্ষিপ্ত। মাল্যস্থিত রম্য. কুঙ্কুমের পঙ্কে, আর ঘর্মে পরিলিপ্ত॥ পথি পার্শ্বস্থিত, বৃক্ষে আন্দোলিত, ছিন্ন ভিন্ন লতাজালে। দেখ সখীগণ, পথ সমাকীর্ণ, হৈঞা আছে মহীতলে॥ শুনিয়া এতেক বাক্য রাধা সখীগণ। কহিতে লাগিল

মহানন্দে সেইক্ষণ॥ মাধবের পদ-চিহ্নের সম্মুখে, নির্জন কানন মাঝে। রাধিকার পদ-চিহ্ন এইস্থানে, বিপরীত মুখে রাজে॥ বৈমুখ্যে বিধৃত, সূক্ষ্ম পদ-চিহ্ন—দ্বয়ে প্রমাণিত হয়। মাধবের উরুদ্বয় মাতেঝ, হৈল ধনি সুনিশ্চয়॥ রাধা সখীগণ মুখে প্রত্যেক বচন। শুনিয়া কহিছে পুনঃস্পর্দ্ধিনীরগণ॥

কেশমধ্যস্থিত, কুসুম মালিকা, ছিন্ন হৈঞা ভূমিতলে। পতিত আছয়ে, ইথে প্রমাণিত, করয়ে এইত স্থলে॥ কামুক নিশ্চয়, কামিনীর কেশ, মুক্ত করি নিজ করে। বনজ কুসুমে, কেশ বেশ ক্রিয়া, কৈল্য পুনঃহর্ষ ভরে॥

অত্রাপ্রগুণতা বন্ধামিথঃ পদ্ধতিঃ। রাধা মাধবয়োঃ ক্রীড়াং নিব্রীড়াং বেত্তয়ত্যসৌ॥ বক্রতা বিশিষ্ট, উভয়ের পদচিহ্ন-রাজি পথোপরে। রাধা মাধবের. বিহারে নির্লজ্জভাব প্রমাণিত করে॥ অতঃপর সেই ব্রজ সুন্দরীরগণ। সঙ্গে লৈঞা নিজ অন্তরঙ্গ যত জন। বৃন্দাকৃত পরিষ্কৃত লতাগৃহদ্বার। হেরিয়া ভাবিল কুঞ্জ কৃষ্ণ রাধিকার॥ মধুস্রাবী সুমধুর পুষ্প বৃন্দদ্বারে। বৃন্দা সাজাইল দ্বার ধৈর্য সহকারে॥ মধুলুব্ধ শুভভৃঙ্গ পাতি কুঞ্জান্তরে। প্রবেশিতে দ্বারীসম বাধাদান করে॥ সেই মধুকার শ্রেণী প্রবেশের ক্ষণে। কোপান্বিত হৈঞা কুঞ্জে প্রবেশেচ্ছুজনে॥ ধাবমান হৈঞা নিজ শিলীমুখ নাম। প্রমাণিত করিতে লাগিল অবিরাম॥ বহুক্ষণ পরে বৃন্দা করি আগমন। বহুকষ্টে অলিগণে কৈল বিতারণ॥ তবে ক্রমে ক্রমে ব্রজ সুন্দরীরগণ। তরুলতা পল্লবাদি করিয়া কম্পন॥ বক্রপথে কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিল। পরম অপূর্ব সেই গৃহ নিরখিল॥

কোকিল কোকিলা, সঘনে বিস্তার, করয়ে পঞ্চম স্বর। গম্ভীর ঝঙ্কারে, পুঞ্জে পুঞ্জে অলি ফিরে কুঞ্জে নিরন্তর॥ পবন চালিত. পল্লবে প্রকট, বাদ্যধ্বনি সুমধুর। তাহে প্রকটিত, সুষমা পটল, কুঞ্জে কুঞ্জে সুপ্রচুর॥ কলাপীগণের, নর্তনে সূচিত, বিজুরী জলদোদয়। তার প্রভা পুঞ্জে, রাধা মাধবের, উজ্জ্বল নিকুঞ্জ চয়॥ তন্মধ্যে শ্রীরূপ—মঞ্জরী প্রভৃতি, অতুল সদম্ভাগণ। যুগল সেবাতে, উৎকণ্ঠিত চিত্ত, হৈঞা রহে অনুক্ষণ॥ বিচিত্র কুসুম—সমূহে শোভিত, সেইত সুরম্য স্থল। কুঞ্জে কুঞ্জে শোভে, বিস্তর বিলাস, শয্যা অতি কোমল॥ বিস্তর ব্যজন, চমরী চামর, সুগন্ধী কর্পূর চন্দন, তাম্বুল বীটি। রজত কাঞ্চন-সুরম্য আধারে শোভে তত্র পরিপাটি॥ কর্পূর চন্দন, অগরুর পঙ্কে, পূর্ণিত বিস্তৃতাধার। মাণিক্য মণ্ডিতহেম দণ্ডোপরি, শোভাকরে অনিবার॥ হেন লতাগৃহ, বিবিধ বিলাস সামগ্রীতে ভরপুর। দ্বারে অবস্থিত, বধূগণে বোধ, করাইল অন্তঃপুর॥

কুসুম সঞ্চয়, নিকুঞ্জ মেঝেতে, যাহা বিস্তারিত ছিল। রাধামাধবের, চরণ মর্দনে, ইতস্ততচ্যুত হৈল॥ বিলাসের কালে. উভয়ের নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী ভরে। সুসজ্জিত শয্যা, সেহত বিধ্বস্ত, হৈল কুঞ্জ গৃহান্তরে॥ যন্ত্রে আন্দোলিত, ব্যজন চামর, মন্দ গতি লাভ কৈল। সুগন্ধ ঝিটিকা, অর্দ্ধভুক্ত হৈঞা, পত্রান্তরে ত্যক্ত হৈল॥

দ্বারে অবস্থিত, বধুগণ প্রতি, হেরিয়া জিজ্ঞাসুমন। শূন্য কুঞ্জ গৃহ, কহিতে লাগিল, জিজ্ঞাসা যেন বা সেইত ক্ষণ॥ শ্রীরাধারমণ, নাহিক এথায়, তেইত কিসের তরে।

করিছ তোমরা সবাই, এমোরে আগ্রহ ভরে ॥ আপন সমান, এ মোরে জানিহ কৃষ্ণ বিরহিত এবে। এথা হৈতে দ্রুত, যাহ অন্যস্থানে; শ্রীকৃষ্ণে পাইবে ত্বরে ॥ এইত কোকিল, আর ভৃঙ্গগণ, স্পষ্ট ভাবে মোর মত। অন্যত্র উড়িয়া, যাইতে বাসনা, করিতেছে অবিরত ॥ নিজে দুঃখী হৈঞা, অপরের দুঃখ, কেবা করে অঙ্গীকার। অতএব সবে, অন্যত্র চলিলে, সুখ হয় এ আমার ॥

কুঙ্কুম বিন্দুতে, অভিষিক্ত তথা, কস্তুরিকা পরিব্যাপ্ত। বিলাস ব্যাপারে, সুকোমল শয্যা, হইয়াছে ক্ষয়প্রাপ্ত ॥ উভয়ের পদ-চিহ্ন সেহ এথা, বৈপরীত্য ব্যক্ত কৈল। পরস্পর বৈপরীত্য বিস্তারিতে, বন্ধুবর্গ দক্ষ হৈল ॥ অতএব ভৃঙ্গ, কোকিলাদি কুঞ্জ-গৃহের বান্ধব-গণে। পরাভব দশা, পরিপ্রাপ্ত এবে, না হইবে কি কারণে ॥ অতঃপর রাধা আর মাধব দোহার। বৃত্তান্তাদি বর্ণিত হউক এইবার ॥ যেইকালে নিকুঞ্জের পুরদ্বার দেশ। ব্রজ সুন্দরীরগণ করিয়া প্রবেশ ॥ আবেশের ভরে কোলাহল অত পর। করিতে করিতে প্রায় হৈল উচ্চস্বর। সেইকালে কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধারমণ। তাসবার উচ্চস্বর করিয়া শ্রবণ ॥ কুঞ্জ পরিহরি অন্যস্থানে যাইবারে। মনস্থ করিয়া অতি ত্বরা সহকারে ॥ রাধা আর নিজ পরিধানের বসন। দোহে সম্বরিতে হৈল অতি ব্যস্তমন ॥ কিন্তু বহির্গমনের তরে বেগ ভরে। সমর্থ না হৈল সেই কার্য সাধিবারে ॥

নিকুঞ্জ হইতে, বহির্গমনের, বিশেষ আবেশ ভরে। অবশতা আসি, উদয় হইল, মাধবের কলেবরে ॥ দ্বারে কোলাহল, উৎকর্ণে শ্রবণ, বেষ বস্ত্র পরিধান। সব কার্য প্রায়, কৈল অবশতা, হৈঞা চিত্তে বিদ্যমান ॥ ভাবোদ্বেগ, আসিয়া যেইত, অবশতা দূর কৈল। অবসর পাত্রতা, প্রিয়ারে লইয়া, হরি অন্তর্হিত হৈল ॥ অধুনা অগ্রিম কথা করিতে বিস্তার। আবশ্যক কথা কিছু করিয়ে বিচার ॥ গোপীগণ প্রেমময়ী কৃষ্ণ প্রেমময়। সুবিদিত আছে এই তত্ত্ব বিশ্বময় ॥ অতএব পূর্বপ্রোক্ত লীলা অনুসারে ব্রজবধূগণ আর কৃষ্ণের মাঝারে ॥ প্রাকৃতের মত কামুকতা অবস্থিত। হেনজ্ঞান কদাপিহ নহেত উচিত ॥ সাধারণ কামুকতা করি নিবারণ। হইতেছে এবেত স্বরূপ নিরূপণ ॥

প্রেতপ্রায় শরীরাঃ, সর্বেতে কামুকাঃ কলিতাঃ। কৃষ্ণঃ সান্দ্রানন্দঃ, তস্য চ রাধামুখ শোভাঃ। প্রেতের সমান, হয় জগতের, প্রায় জীব সমুদয়। কৃষ্ণ সান্দ্রানন্দ-বিগ্রহ রাধাদি, গোপীতার প্রভা হয় ॥ অগ্নিতার তার, প্রভাতে যদ্রূপ অভিন্ন স্বরূপ জানি। কৃষ্ণ আর গোপী, অভিন্ন স্বরূপ এই তত্ত্ব সত্য মানি ॥ চিদানন্দময়, বিগ্রহে নাহিক, কামুকতা গন্ধ লেশ। তদীয় প্রতিমা, গোপীগণ হয়, প্রেমমূর্ত্তি সবিশেষ ॥ প্রাকৃত জীবের দেহ বিষ্ঠা মূত্রময়। হইলেও জীবিত সে প্রেতেগণ্য হয় ॥ এই কথা শ্রীরুক্মিনী দেবীর বদনে। ব্যক্ত হৈল দশম শ্রীভাগবত ভণে ॥

ত্বক্ শক্ররোম নখ কেশদ্বারে, বাহে দেহ আচ্ছাদিত। ভিতরে মাংসাস্থি, রক্ত কৃমি বিষ্ঠা কফ বাতপিত্তান্বিত ॥ জীবিত এহেন, শবে পতি বুদ্ধি, করয়ে যেইত নারী। গোবিন্দ তোমার, চরণারবিন্দ—মকরন্দ ঘ্রাণ ছাড়ি ॥ সেইত নারীরে, প্রেতের গণ, অতীব নির্বাধ কয়। মঙ্গল ছাড়িয়া, অমঙ্গল প্রেতে, করিল সে সমাশ্রয় ॥

কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দোণশ্চ নিবৃত্তি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্মকৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে কৃষ শব্দে হয়, ভূবাচক অর্থ, ণকারে আনন্দ কয়। উভয়ে মিলিয়া, পরব্রহ্ম রূপ, কৃষ্ণ এই খ্যাত হয় ॥ আনন্দের সঙ্গে অস্তিত্বের সমন্বয়। না হইলে বস্তু অনুভূতি নাহি হয় ॥ তেইত অস্তিত্ববান্ আনন্দ স্বরূপ। সেই পরব্রহ্ম কৃষ্ণ সর্বরসভূপ ॥ নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম শুকের বচন। ব্রহ্মা কহে তনু তব সুখ নিকেতন ॥ অনন্ত স্বরূপ তুমি নিত্য নিরঞ্জন। পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ বিশ্বের কারণ বোধময় সনাতন। গোপীগণ হয় তার শক্তিতে গণন। পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ বিশ্বের কারণ বোধময় সনাতন। গোপীগণ হয় তার শক্তিতে গণন। সেই শোভা শুকদেব সঙ্গে সতত রমণ ॥ বিচ্ছেদান্তে গোপীগণ গোবিন্দ মিলিল। সেই শোভা শুকদেব বর্ণিতে লাগিল ॥

অভির্বিধূত শোকাভি র্ভগবান চ্যুতোবৃতঃ। ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তি ভির্যথা পরম পুরুষ, নিজ জ্ঞানবল, প্রভৃতি শক্তির দ্বারে। সেবিত হইয়া, যথা নিজধামে, সুষমা বিস্তার করে ॥ বিচ্ছেদের পরে, মিলনে বিগত-বিষাদ গোপিকাগণে। বেষ্টিত হইয়া শোভিল মাধব, সাতিশয় সেই ক্ষণে ॥ ভগবৎ সম্বন্ধীয় সেই ভাব হয়। তাহে কাম ভাব নাহি উৎপন্ন করয় ॥ কিন্তু বাহে তৎ সম ভাব সমুদয়। করে চিত্ত মাঝে প্রেম বিশেষ উদয় ॥

মূনি ঋষি গান করে, পরস্পর সুখ তরে। সে কেবল, নহে আত্ম সুখ তরে ॥ নিরু-পাধি হেতু, সর্বত্র পূজিত, আনন্দ প্রধান এহ। যুগল বিলাস তুলনার পার, হয় এহ নিঃসন্দেহ ॥ আধুনিক যত প্রাকৃত যুবক, যুবতীর উৎকণ্ঠাদি। ভাব মাত্র আত্ম-সুখে বিরচিত, নহে কভু নিরুপাধি ॥ প্রেমের দেবতারূপ ব্রজ বধুগণ। হেন কথা তাসবার বাক্যে নিরূপণ ॥ সুজাত কমল, কোমল তোমার, হে প্রিয় চরণদ্বয়। ধীরে যাহা মোরা, কর্কশ স্তনেতে, ধরি ভয়ে সাতিশয় ॥ সেইত চরণে, ভ্রমণ করহ, বনে বনে তুমি তথা। কঙ্কর প্রান্তরে, লাগে নাকি বন্ধু, তোমার চরণে ব্যথা ॥ তুমিত গোপীর, জীবন তোমার, এ দুঃখ আশঙ্কা করি। মোসবার মতি, করয়ে ভ্রমণ, শুন গোপীনাথ হরি ॥ অতএব তল্লক্ষণ বৈশিষ্ট্যানুসারে। বৈশিষ্ট্য হয়েত দৃষ্ট প্রেমার মাঝারে ॥ কামনা হইতে চিত্তে উপজাত হয়। উপচার রূপে তেই কাম সবে কয় ॥ কিন্তু গোপী প্রেম কাম নহে কামা-তীত। প্রেমার বিলাস বিশ্ব পূজিত বাঞ্ছিত ॥ পদ্ম পুরাণেতে তেই ফুকারিয়া কয়। গোপী প্রেম সেহ কাম নামে খ্যাত হয় ॥ ভগবৎ প্রিয় উদ্ধবাদি ভক্তজন ॥ করয়ে এইত প্রেম বাঞ্ছা অনুক্ষণ ॥ অতএব এই প্রেম ভক্ত কোন জন। কামরূপে কেহ নাহি করয়ে স্মরণ ॥ বস্তুত গোপীর প্রেম কাম কভু নয়। অজ্ঞানীরচিতে কাম বিভ্রান্তি জন্ময় ॥ অতএব কহে প্রেম রসে ভরপুর। রাসলীলা শ্রবণে হয়েত কাম দূর।

ব্রজ বধুগণ, সঙ্গে শারদীয়, নিশিতে সানন্দ মনে। যেইত বিশেষ, লীলা কৈল হরি, রাসস্থলী বৃন্দাবনে ॥ সেই লীলা যেবা, সাধু গুরু মুখে, শুনে সদা শ্রদ্ধাভরে। অথবা সতের, সমাজে বসিয়া, যে জনা বর্ণনা করে ॥ সে জনা অচিরে, হরি পাদ পদ্মে, করি পরা ভক্তি লাভ। ধীরে চিত্ত হৈঞা, পরিহরে, দূরে, চিত্ত রোগ কাম ভাব ॥ সবিশেষ ভাব এই ব্রজ গোপিকার। মহৎ মহত্তব তথা মহত্ত্ব আর ॥ সবাকার অন্বেষণ পদবী

নিশ্চয়। নবীন রূপেতে এবে প্রতিভাত হয়॥ কেমনে করিব আমি সেই প্রেমলাভ। সবার হৃদয়ে উপজয় হেন ভাব॥ ইহার প্রমাণ ব্যক্ত উদ্ধব বচনে। দশমে শ্রীভাগবতে শুকদেব ভণে॥ সেবা কল্পে ভবে, বিগ্রহ ধারিণী, এই ব্রজ বধূগণ। অখিলের আত্মা, গোবিন্দে লভিল, দিব্য ভাব সর্বজন॥ ভবভয়ে ভীত, মহতের গণ, মহত্তম মুনিগণ। মহত্তম ভক্ত, মোসবার মত, বাঞ্ছে তাহা অনুক্ষণ॥ কৃষ্ণ কথারসে, মগ্ন যার মন, ব্রহ্ম জন্ম শত শতে। কিবা কার্য তার, ধন্য হৈল এক, নরজন্ম এজগতে॥ অতএব তাদৃশ তৎ প্রেমতৃষ্ণাভরে। কৃষ্ণ তার বশ হৈঞা রহে চিরতরে॥ তেই নাপরয়েহহং শ্লোক নিজ মুখে কয়। প্রেম ঋণে বদ্ধ হৈঞা চিরকাল রয়॥

অয়ি বধূগণ, মোর সঙ্গে তব, সবাকার এ মিলন। হয়েত আত্মিক. আর সুনির্মল, দোষহীন চিরন্তন॥ দেবতা সমান, পরমায়ু লভি. অনন্ত সময় ধরি। করিলেও সেবা, তথাপিহ প্রেম ঋণ শুধিবারে নারি॥ এই রূপ হৈলে ব্রজ গোপীগণ প্রতি। ঋণ ভার কৃষ্ণচিত্তে করে নিত্য স্থিতি॥ অতএব সকল প্রকার অবস্থায়। এই আনুগত্য গুণ কৃষ্ণে শোভা পায়॥ ব্রজ গোপী গণেও এ প্রেম নিরন্তর। সর্বগুণান্বিত হৈঞা শোভে মনোহর॥

ভগবানে যার, অকিঞ্চনা ভক্তি, আছয়ে হৃদয় মাঝে। সর্বগুণ সহ, দেবগণ তার, অন্তরে সতত রাজে॥ গোপীগণ হয় সর্বগুণের আশ্রয়। এইরূপে বধূগণ হেন কথা কয়॥

যেইত বৈদগ্ধী-সমূহ অমিতরসশাস্ত্রে ব্যক্ত করে। অনুমাত্র তার, বুঝিবারে কামী-লোক নাহি শক্তি ধরে॥ প্রেমাব্ধিতে যাব নিখিলভ সেই বৈদগ্ধীনগণ্য গণে। কৃষ্ণগোপী রূপ, সেইত মিথুন, বিরাজে শ্রীবৃন্দাবনে॥ এইত মিথুন মধ্যে ব্রজগোপীগণে। অনন্যা হয়েত রাধা রূপে আর গুণে॥ অনয়া রাধিতো নূনমিত্যাদি বচন। অতএব কহে শুক ব্যাসের নন্দন॥ এহেন তাৎপর্যলব্ধ মীমাংসা চূড়ান্ত। স্থিরীকৃত হৈল এবে সিদ্ধান্তের অন্ত॥ পরম প্রেমার, ধাম শ্রীরাধিকা, যাহারে আশ্রয় করি। আত্মরাম আপ্তকাম হইয়াও, বিহরে নিরত হরি॥ যে লীলা দর্শনে,প্রাকৃত মিথুন কামিনী ও কামীগণে। স্তব্ধকার জন্মিল, সামাজিক ভাবে, হেন বোধ হয় মনে॥ শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ স্বরূপ যে হয়। আত্মারামতা তথ্যাত বিশ্বময়॥ পরমা রমার লক্ষণেতে সুলক্ষিত। সৌন্দর্য্যাদিগুণে নিত্য বৃন্দাবনে স্থিত॥ লক্ষ লক্ষ গোপিকার প্রেমে সদাস্নাত। বল্লভ বলিয়া আপ্ত কামতা বিখ্যাত॥ রাসারম্ভে সেই গোপীগণে পরিহরি। শ্রীরাধারে লৈঞা অন্তর্দ্ধান কৈল হরি॥ ইথে রাধা প্রতি অখণ্ডিত প্রেম ভাব। প্রকট হইল প্রেমময়ের স্বভাব॥

শ্রীমাধব প্রতি, শ্রীমতী রাধার, মাধবের রাধা প্রতি। রাধামাধবের, হয়েত এ দ্বয়, প্রেম প্রবাহের গতি॥ কিন্তু সেই প্রেম-প্রবাহ দ্বিতয়, নিজোৎকর্ষ সাধিবারে। কৌটিল্যে ভাব, ধরে প্রতি পদে, স্ব-স্বভাব অনুসারে॥ গতিশীল বারি, পড়িয়া যেমতি, হ্রদ-তড়াগাদি খাতে। পূর্ণতা অবধি, সুস্থির হইয়া, কিছুকাল রহে তাথে॥ তবে সেই বারি, মহাবেগ ধরি, নিম্নস্থল প্রতি ধায়। স্থানে স্থানে ঘূর্ণী, উৎপন্ন করিয়া, পরিশেষে সিন্ধু পায়॥ লভিয়া মন্তব্য—স্থান অতঃপর, সেই গতিশীল বারি। সারল্য লভয়ে সিন্ধুতে আপন, সত্তারে মিলিত করি॥ সেইমত রাধা-মাধবের প্রেম, ধরিয়া

কুটিল গতি। সারল্য কৈবল্যে, হয় পরিণত, লভিয়া অখণ্ড রতি॥ প্রেমার স্বভাব সদা কুটিলতাময়। রসতত্ত্ববেত্তাগণ হেন কথা কয়॥

সর্পের মতন. পিরিতির গতি, স্বভাবে কৌটিল্যময়। যুবা যুবতীর, হেতু অহে তুতে, তেই মনোদয় হয়॥ প্রেমার বক্রতা হৈল বর্ণিক কিঞ্চিত। বিলাস বিশেষ তার হইবে বর্ণিত॥ ঈষদুন্মীলিত, নয়ন যুগল, কণ্ঠ বক্র ভাবে ধৃত। শিথিলিত ভুজ যুগল সুচারু; উরু যুগ স্তব্ধীকৃত॥ এহেন রাধারে করি নিরীক্ষণ, আপনারে ধন্য মানি। করিতে লাগিল হাস্য বারম্বার, কৌতুকে মুরলী পাণি॥ তবেত আরক্ত, বদন আপন. ফিরাইয়া ক্রতগতি। ভ্রুকুটি বিস্তার, কেননা করিবে, রাধারাণী হরি প্রতি॥ এ হেন ঘটনা যদি সংঘটিত হৈল। নায়ক অতীব অনুনয় বিস্তারিল॥ রাধিকার চিত্তে তবে মানের সমান। অহং ভাব স্পর্শ কিছু হৈল দৃশ্যমান॥ অতীব বিতর্ক আর তৎখণ্ডন তরে। না ছিল সামর্থ্য পূর্বে রাধার অন্তরে॥ এবে অহং ভাব স্পর্শে চিত্ত দৃঢ় হৈল। মনে মনে রাধারাণী ভাবিতে লাগিল॥

এতাবৎ কাল, সৌভাগ্য এমোর, অবগত নাহি হৈনু। প্রিয়তম সঙ্গ, লভিয়া এবেত তাহা অনুমান কৈনু॥ প্রেয়সী সবারে পরিহরি দূরে, মনোজ্ঞর মনীজ্ঞানে। আমাতেই হরি, সঙ্গত হইয়া লৈঞা আইল ঘোর বনে॥ শ্রীরাধারে লৈঞা কৃষ্ণ ঘোর বনে আইল। অভিপ্সীত কুঞ্জে যাইবারে বাঞ্ছা কৈল॥ প্রিয়তম ব্যগ্র হৈঞা প্রার্থনা করিল। লালিত্যে আলস্য রাধা তবে প্রকটিল॥

তব গাত্র স্পর্শ-মাত্র মোর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ শিথিল হৈল। নড়িবারে পারি এহেন সামর্থ্য সেহ এবে দূরে গেল। অতএব যত্র, ইচ্ছা হয় তব, এমোরে বহন করি। লইয়া চলহ, তত্র মোর আর, আপত্তি নাহিক হরি॥ উদাসীন ভাব সমূহের অধীনতা। প্রাপ্ত হইয়াছে রাধা নিরখিয়া তথা॥ হইলে অন্তরে সম্প্রীতিময় হরি। প্রীতি মানোদয়ে স্বল্পতিরস্কার করি॥ পরিহাস প্রাপ্ত হৈঞা কহিতে লাগিল। কি কারণে চিত্ত তব বিমুগ্ধ হইল॥ হেন ভ্রান্তি উপজিল কিসের কারণ। মোর স্কন্ধে তবে সুখে কর আরোহণ। তৎকালে সপরিহাস তিরস্কার বাণী। শুনিয়া কিঞ্চিত ক্রুদ্ধ হৈল রাধারাণী॥ চিত্ত মাঝে অহেতুক ঈর্ষা উপজিল। লজ্জাতে বদন চন্দ্র আনত করিল॥ দেখিয়া অন্তরে প্রীত তথাপিহ হরি। সকৌতুকে অন্তর্হিত হৈল শীঘ্র করি॥ বদনে বিলীন হৈল সুমধুর হাস্য। চন্দ্রহীন কুমুদ বিধুর হৈল আস্য। অন্তর্দ্ধান কৈল হরি রাধিকা তখন। হইল সহসা মহা বিস্ময়ে মগন॥ কহিতে কহিতে কথা তত্র বারম্বার। করিতে লাগিল রাধা বিলাপ অপার।

হা নাথ রমণ, প্রণয় সুন্দর, কোথায় গমন কৈলা। হায় হায় মহা ভুজ এবে তুমি, কোথাবা সংস্থিত হৈলা॥ বিরহে কাতর, এ দাসীরে তুমি, অচিরে করুণা করি। আপন সমীপে লৈঞা যাহ এবে, ওহে জীবিতেশ হরি॥ তব রূপ নিরূপণ সেহ বহু দূরে। হৃদয়ে ধরিয়া ধৈর্য রহিব সেথায়। রাধাবাক্যে সদা অবস্থান করি তোমার গোচরে॥ অন্তর্দ্ধান করিয়া চতুর চূড়ামণি। মনে মনে বিচারিতে লাগে হৈল হেন অভিপ্রায়॥

লাগিল অমনি ॥ পূর্বে যাসবারে পরিত্যাগ কৈছু বনে। চন্দ্রাবলী প্রমুখ সে রমণীর গণে ॥ এ মোর কর্তৃক রাধা পরিত্যক্ত হৈল। হেন কথা যদি এবে জানিতে পারিল ॥ প্রত্যাগমণের তরে রাধার সহিত। আসিয়া সবাই যদি হয়েত মিলিত ॥ সাতিশয় নৈকট্য ঘটিলে পরস্পর। মহারাসোৎসব পারে ঘটিতে তৎপর ॥ তথাপি মূর্চ্ছিতা সেই রাধিকার প্রতি। শুদ্ধ চিত্ত কৃষ্ণ করি করুণা মহতী ॥ নিজ দেহ বনমধ্যে লুকায়িত করি। অন্যত্র যাইয়া অবস্থান কৈল হরি ॥ কৃষ্ণে অন্বেষিয়া তবে ব্রজবধূগণ। দ্রুতপদে সেইস্থানে কৈল আগমন ॥ রহিলে প্রচ্ছন্নভাবে কৃষ্ণ অতঃপর। রাধারে দেখিয়া কহে গোপিকা নিকর ॥

চম্পক মালিকা, এই কিবা হেরি, পতিত হইয়া আছে। কিংবা চন্দ্রকলা-গগন হইতে ভূতলে পড়িয়া রাজে ॥ লাবণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিবা, বিরাজিত হয় এহ। কিংবা বৃন্দাবন-সুষমা বিরাজে, এথায় ধরিয়া দেহ ॥ হায়রে অদৃষ্ট, মোসবার আর, কষ্টের নাহিক শেষ। এইত ধনির, অঙ্গ সঞ্চালনে, নাহিক প্রচেষ্টা লেশ ॥ কহিয়া এতেক, উদ্বিগ্ন হৃদয়া, সেইত এনাক্ষিগণ, পদ্মিনী রাধারে, বেষ্টন করিল, ভৃঙ্গীতুল্য সেইক্ষণ। মূর্চ্ছিতা রাধারে, হেরি প্রাণসম, প্রাণের সজনীগণ। সমব্যথা ব্যথী, সংজ্ঞা হারাইয়া, পড়িল সেইতক্ষণ ॥ সখীতুল্য অন্য, ব্রজবধূগণ, রাধার দুর্দশা হেরি। বিগলিত চিত্ত, হৈল অচিরাতে, দুঃখ অনুভব করি ॥ আশ্রয় বিহীন, জনে সুনিশ্চয়, সদ্বিধি বিধান-কারী। বিধাতা প্রদান, করয়ে কোনও, আলম্বন মনোহারী ॥ নির্জন কাননে, আলম্বন হীন, রাধিকারে অচিরাতে। মিলাইয়া দিল, বিধি তবে বহু, ধন্য আলম্বন সাথে ॥

কৃষ্ণ সহবাসে, সুবাসিত দেহ, বধূগণ অঙ্গ যবে। রাধার নাসিকা, সান্নিধ্য লভিল, চেতন লভিয়া তবে ॥ এনাক্ষি সুন্দর নয়না রাধিকা, মাত্র নহে সর্বজন। নয়ন মেলিল, তদঙ্গ সদৃশ সখীগণ সেইক্ষণ ॥

কুঙ্কুমের পঙ্কে, আর্দ্র কোন স্থানে, সিন্দুরে কোথাও লিপ্ত। কোন স্থানে ছিন্ন, ভিন্ন কোন স্থানে, সন্নিকটে বিনিক্ষিপ্ত ॥ রাধিকার পীত-দেহ আচ্ছাদন, সুন্দর বসন খানি। হেরি সখীসঙ্গ, আনন্দিত হৈল, পরম সৌভাগ্যখানি ॥

যদ্যপিহ নিজে, রাধা বিনোদিনী, হরিদেহ পরিমল। ভাগিনী হইল, ভোগকরি পূর্বে কুঞ্জমাঝে অবিরল ॥ তথাপি বিস্তর, সমাগত সখীগণ গাত্রে পুনর্বার। সেই গন্ধ পাঞা, বৈলক্ষণ্য ভাব, হৈল চিত্তে রাধিকার ॥ অতঃপর সমাগত ব্রজবধূগণ। একই প্রকারে হৈল সৌহার্দ্দেমগন ॥ সম সৌখ্যে বিশ্বস্ত হইয়া অতঃপর। স্বসমত প্রাপ্ত সেই রাধার গোচর ॥ বসিয়া করিল পরস্পর আলিঙ্গন। যত্ন করি মধ্যাসনে করিল স্থাপন ॥ তবেত নিমগ্ন হৈঞা সবে মহাদুঃখে। কান্দিতে লাগিল সবে অবনত মুখে ॥ কান্দিতে কান্দিতে তবে সহচরীগন। জিজ্ঞাসা করিল রাধিকারে সেইক্ষণ ॥ ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ বিজ্ঞজনে কয়। পঞ্চজন মিলিলে বিষাদ নাহি রয় ॥ অতএব হইলেও দুঃখ অতি অল্প। ঔচিত্যে সমর্থ নাহি হয় দুঃখ স্বল্প ॥ তোমাতে অধিক দুঃখ হৈল সংঘটিত। অতএব প্রশ্নাধিক্য নহেত উচিত ॥ হইয়া অনন্য গতি তোমার সদনে। পুছিয়ে ছাড়িল

বন্ধু কিসের কারণে ॥ বোলহ কেন বা তব হেন ব্যাকুলতা। সত্বেও কেন বা আছ একাকিনী এথা ॥ অনুতাপ বিপদে পড়িয়া পুনর্বার। কহিতে লাগিল রাধা উত্তরে তাহার ॥ কোন স্থান হৈতে, কোথা বা বন্ধু, মোরে কৈল আনয়ন। কিবা সে কারণ, কিছু জানি, ভ্রান্ত হৈল মোর মন ॥ পরাণ বন্ধুরে, হারাইয়া এবে, মোর মনে এই লয়। এ মোর আপন, দৌরাত্ম্য নিশ্চয়, অনর্থের মূল হয় ॥ অতঃপর ধৈর্যলোপ হেতু পুনরায়। কান্দিতে লাগিল রাধা অধীর হিয়ায় ॥ রাধার স্নিগ্ধতা বশে স্নিগ্ধ সখীগণ। তার মধ্যে খেদ যুক্ত হৈঞা কথো জন ॥ রাধারে সান্ত্বনা করি বদন মার্জন। কেশ-বিন্যাসাদি করি সযত্নে তখন ॥ শোভা সম্পাদন করি উত্থাপিত কৈল। সখি স্কন্ধে ভর দিয়া ধনি দাণ্ডাইল ॥ রাধা সঙ্গে তবে সবে করয়ে বিচার। এ সময়ে কোথা আছে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ কেহ কহে সন্নিকটে সে সরলচেতা। আছে কিন্তু শাঠ্যে নহে লুক্কায়িত এথা ॥ যদ্যপি গোকুল ভূপতি কুমার, পবিত্র চরিত্র আর। বুদ্ধিতে অতীব, গম্ভীর আশ্রয়, লজ্জাশীল অনিবার ॥ তথাপিহ ব্রজ-গোপললনার, মর্য্যাদা স্বীকার করি। শিক্ষা প্রদানার্থ, মোসবারে ত্যাগ, কৈল সে দয়াল হরি ॥ সর্বসদ্গুণশালী সকরুণ আর, বিখ্যাত হয়েত এই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ যেই পথে কৈল সেহ চরণ চালন। মোসবার হিতকর সে পথে গমন ॥ কহিয়া এতেক বাণী সেই গোপীগণ। কুসুম চয়নে যেন হইয়া মগন ॥ নিখিল কানন সবে ভ্রমিতে লাগিল। অকস্মাৎ কৃষ্ণপদচিহ্ন নিরখিল ॥ তবে ধ্বজ পদ্মাদির আশ্রয় স্বরূপ পাদ-পদ্মচিহ্ন স্পষ্ট হেরে অপরূপ ॥ স্পষ্ট হৈতে চিহ্ন ক্রমে স্পষ্টতর হৈল ॥ চিহ্ন ধরি সবে অনুগমন করিল। পদচিহ্ন অনুসরি চলে বধূগণ। ক্রমশ আসিল এক ভূখণ্ডে তখন ॥ নবীন লতাতে যুক্ত পাদপে পূর্ণিত। সেইত ভূখণ্ড হয় অন্ধকারাবৃত ॥ তদবধি পদচিহ্ন পরিদৃষ্ট হৈল। তেই কেহ বনমধ্যে নাহি প্রবেশিল ॥ দাণ্ডাইয়া গোপীগণ করয়ে বিচার। মোসবার ঠাঞি লজ্জা লভিয়া অপার। নিশ্চয় লজ্জানু সেই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ সহসা আসিতে এথা বাঞ্ছা নাহি করে। তেই কৃষ্ণ না মিলিবে এ বন ভিতরে ॥ দূর হৈতে এই বনভূমি পরিহরি। চলহ পুলিনে সখীগণ আগুসরি ॥ যেই কালে আসিমু আসিত এই বন। সেই কালে কৈলা সবে অন্যত্র গমন ॥ এই ছল করি হরি লজ্জা বিসর্জিয়া। উদিত না হইতে পারে প্রত্যক্ষে আসিয়া ॥ এ হেন বিচার আর অনুষ্ঠান করি। বন হৈতে অন্য বনে ক্রমে আগুসরি ॥ কৃষ্ণ গুণগান করি ব্রজবধূগণ। ক্রমান্বয়ে সবজন করিল ভ্রমণ ॥ কৃষ্ণ সেহ অনিচ্ছা পূর্বক সেইক্ষণ। করি সমধিক দৈন্য সৈন্য আহরণ ॥ বনে বনে ক্ষুণ্নমনে ভ্রমিতে লাগিল। অতএব কেহ তারে দেখিতে না পাইল ॥ হেনমতে সভাসদগণের সভায়। হরি কথা সমাপণে করি অভিপ্রায় ॥ রাধার সৌভাগ্য শ্লাঘা করিয়া তখন। কথক করিল তার কথা সমাপন ॥ তোমা ভিন্ন অন্য, কোটি গোপীরেও, ছাড়িল যেইত হরি। সে হেন জনারে পতিরূপে পাইলা, তুমি বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ শ্রীমাধ্ব গোড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য্য, শ্রীজীব গোস্বামিবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা গর্বহর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥

পঞ্চবিংশং পূরণম্ ☐ বিপ্রলম্ভাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি

মধুকণ্ঠ পরদিন প্রভাত সভায়। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ কথা পুনরায়॥ যে গানের কথা গোপীগণের বদনে। উল্লিখিত হৈল এই পূর্বের পূরণে॥ মধুকণ্ঠ কহে সেই গান অতঃপর। অবধান কর ওহে সদস্য নিকর॥

নিজ লীলামৃতে, বিহর সবার, সন্তাপ মোচন করি। মোসবার দশা, করহ দর্শন, হৈ ব্রজ চন্দ্রমা হরি॥ নন্দকুল দুগ্ধ-সিন্ধু সমুদ্ভূত, রূপেগুণে সর্বোপরি। মোসবার দশা, করহ দর্শন, হে ব্রজ চন্দ্রমা হরি॥

জনমে তোমার, অত্যধিক জয় যুক্ত হৈল ব্রজধাম। রমা সেহ অত্র, বাস করি সেবে। পূতরজঃ অবিরাম॥ হায়রে তথাপি, মোসবারে তুমি, পরিত্যাগ কৈলা এথা। মোরা সবে তোমা, ছাড়িব কেমনে, কহ বন্ধু সেই কথা॥

উত্তম জাতিতে, স্বতঃ সমুৎপন্ন, শরত ঋতুতে জাত। যে পঙ্কজরাজি-পত্রদাম বত সুষমা দেবতা খ্যাত॥ তাহার মাধুরী, নিজ নেত্র শোভা, সতত বিস্তার করি। হরণ করিছ, তুমি হে সুন্দর ব্রজ বরবন্ধু হরি॥

নিকৃষ্ট এমোরা, সতত সেইত, শোভার বাহিরে রহি। স্বাধীন হইয়া, করিব বিহার, একথা কেমনে কহি॥ তথাপিহ বন্ধু, যাচঞা দ্বারে বদ্ধ, কৈলা তুমি মোসবারে। বদ্ধ কৈলা এই কুমারীরগণে, নিজে তুমি বরদ্বারে॥

এইত কারণে, করিনু সবাই, তবদাস্য অঙ্গীকার। নেত্রদ্বারে তবে, কোন মোসবারে, বধকর পুনবার॥ শাস্ত্র দ্বারে বধ, জগতে সবাই, প্রশস্ত কেবল কহে, নেত্র দ্বারে বধ, নিকৃষ্ট গণন, কদাপি প্রশস্ত নহে॥

বৃন্দাবনান্বিত, সমস্ত গোকুল, বহুবিধ ভয় হৈতে। রক্ষা কৈলা বঘ্ন, তুমিত আপন আমিত্ত প্রতাপাদ্বিতে॥ ইথে মনে হয়, সবে নহে তুমি, রক্ষা কৈলা আপনারে। যেই অনুরাগে, সেহ কিবা হত, হৈল এবে তোমা দ্বারে॥

দীনের পালক, হয় শ্রীযশোদা, তার পুত্র যোগ্য মতি। তোমা প্রতি যেবা, আছে মোসবার, সেহত অস্থির গতি॥ আত্মা সমবন্ধু, পরিদৃষ্ট হয়, যদা তব নির্লিপ্ততা। পীপর ভনেতে, পর পীড়নেতে, কিন্তু সুপ্রকট, হয় মাত্রাতি তিক্ততা॥

অপরের মত, কোপন স্বভাব, কুত্রাপিহ তুমি নয়। বিশ্ব রক্ষা তরে, যুগে যুগে তুমি, বিশ্বে অবতীর্ণ হও॥ স্বয়ম্ভু তথাপি, তুমি প্রভু হৈঞা, যাচিত ব্রহ্মার দ্বারে। মহাভাগবত, কুলে জনমিলা, ভুবন পালন তরে॥

বিশ্ব রক্ষাকারী ; ঈশ্বর তোমার, সুমঙ্গল প্রদকর। প্রসিদ্ধ সংস্থিতি, ভয়েরও হয়, ভয়প্রদ ভয়ঙ্কর॥ ইন্দিরার কর গ্রাহী সেইকর, দেহ শিরে মোসবার। এ বিষয়ে হরি, অন্যথা ভাবনা, না করিহ তুমি আর॥

পরাক্রমশালী ব্রজ জনভয়—হরণে তুমি হে বীর। ঘন হাস্যে রুধ্ধ, ললনার ক্রোধ, নিবারণে তুমি দীর॥ মোসবার প্রতি, তেইত অন্যথা; দণ্ড না বিধান করি। সমধিক সুখ-শোভা মহোৎসব; প্রকট করহ হরি॥

যদ্যপিহ তব শ্রীপদ যুগল নিখিল সুষমধোর। অখিল জীবের, পাতক বিজয়ী মহাপুণ্যধাম আর॥ তথাপিহ হেন, চরণে বন্ধু হে, হৈঞা তুমি লীলা মত্ত। গোগণের কর, পশ্চাতে গমন, ফণীশিরে কর নৃত্য॥

গোচারণ নাগ-দমনাদি কালে, তোমার বিরহ ভরে। যে দুঃখ স্বয়ং উদিত হইল; রাখিবে মোসবার অভ্যন্তরে॥ হায় রে বিরহা-নলে প্রজ্বলিত; মোসবার বক্ষোপরি। না কিবা; বারেক তোমার শান্তি ধাম পদ হরি॥

বন্ধু হে তোমার, মধুর বিলাস যুক্ত শ্রুতি সুখপ্রদ। বিশদ বচনে; মণ্ডিত সুবোধ্য আনন্দ সৌরভাস্পদ॥ প্রণয় জল্পন, শ্রবণের তরে, নিতান্ত তৃষিত হৈঞা। অপেক্ষাতে আছি; বহুদিন মোরা; আশাতে বান্ধিয়া হিয়া॥

মধুর হইতে; অতীব মধুর, তব কথামৃত হরি। ত্রিতাপ সন্তপ্ত জীবে সঞ্জীবিত; করে তাপ দূর করি॥ ব্রহ্মা নারদাদি, কবিগণ সদা, স্তুতি করে শ্রদ্ধাভরে। জীবের অশেষ-জন্মজন্মার্জিত; পাতক সমূলে হরে॥ হেন কথামৃত লোকের সমাজে, যেবা করে বিতরণ। ধন্য সেহ যেবা, মোসবারে করে, নিবারণ সে দুর্জন॥

সুন্দর বদনে, হসিত তোমার; বন্ধু হে মধুর লাগে। চঞ্চল লোচন, ভ্রূভঙ্গী মণ্ডিত নৃত্য নেত্র পুরোভাগে॥ বিবিধ বিহার, প্রেমাবধি ভাব; চিত্তে করে উদ্দীপন। তোমার মুরলী-ধ্বনিতে খেদার্ত; হয় ব্রজে সর্বজন॥ বিপিন হইতে; সহসা মুরলীধ্বনি ব্রজ মাঝে আসি। বধূ মোসবার, হরে প্রাণ মন, প্রতেন্দ্রিয় কর্মনাশি॥

নগ্ন পদে তুমি; ধেনু চরাইতে, ভ্রমণ করহ বনে। শিলা তৃণাঙ্কুরে, অবসাদ প্রাপ্ত হয় পদ তে কারণে॥ মোসবার বুদ্ধি ভ্রংশ করে দেহে, অবসাদ করে দান। তোমার চরণে, নিত্য বদ্ধ আছে; ব্রজ যুবতীর প্রাণ॥

মোসবার চিত্ত, বন্ধু হে বারেক তোমার দর্শন তরে। জ্বলিছে সতত বিরহানলের প্রবল দাপট ভরে॥ ব্রজবধূগণ, তোমার লাগিয়া; ভুঞ্জয়ে দারুন দুঃখ। এতেক চিন্তিয়া, বারেক দর্শন, করাহ ও চন্দ্রমুখ॥ তুমি হে ব্রজের, যুবতী রমণ, বারেক করুণা করি। ও পদ পঙ্কজ, যুবতীগণের, হৃদয়ে ধরহ হরি॥

ধেনু চরাইতে; বেণু বাজাইয়া, দিবসে যখনি বন। যাহ তুমি বন্ধু; হায়রে তখনি দুঃখ বাড়ে অনুক্ষণ॥ কুটিল কুন্তল-আবৃত সুষমা-জড়িত বদনখানি। না হেরিয়া মুহূঃ ক্ষণকালে মোরা, কল্পকাল সম মানি॥

দর্শন বিচ্ছেদ কারক নিমেষ, তা অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞানে। অভিশপ্ত হৈল, ব্রজজন দ্বারে; নিমিরাজ বৃন্দাবনে॥ বিশেষ বক্তব্য হয় কিবা আর, সেই নিমিরাজা মাত্র। ঘটাইয়া এক-নিমেষ বিচ্ছেদ, হৈল অভিশাপ পাত্র॥ কল্পকাল হরিদর্শনে বঞ্চিত, সেই মোরা রসবতী। তবেত কেনবা, না হইব ক্রুদ্ধ, সেইত নিমির প্রতি॥

মোরা হৈঞা তব, বিস্তৃত মুরলী গীতি জালে সুবেষ্টিত। আসিয়াছি নিজগণে পরিহরি, হৈঞা প্রেম তৃষ্ণার্দিত॥ এবেত মাধব, পড়িনু তোমার, করে মহারণ্যে আসি। কোন বা মায়াবী, নারীগণে পাঞা, পরিহরে ঘোর নিশি॥

হে প্রিয় তোমার, মধুর হসিত, সপ্রেম বীক্ষণ আর। মনোরম ভাব-চিহ্নে ভরপুর পরিহাস চমৎকার॥ সুষমার ধাম, তথা বন্ধু তব, সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থল। নেহারি আপন বিমূঢ়তা সবে; বোধ কৈনু সে কেবল। অপর-ধনিও, তোমার সৌন্দর্য, মাধুর্য মায়াতে পড়ি। এ নহে বিচিত্র, নিজের মুর্খতা, অচিরে দেখিবে হরি॥

বন্ধু হে তোমার, শোভা বলিহারি, দিবস বিলয় কালে। তমঃ পুঞ্জ সম, কুন্তল কলাপে, একাংশ শোভয়ে ভালে॥ অপরাংশ বক্ষ, কর চরণাদি, অবয়ব সমুদয়। গোরজ চুম্বিত, হেরি সন্ধ্যা ভ্রম, চিত্ত মাঝে উপজয়॥ এ হেন গোধূলি লগনে ব্রজের, সীমান্ত মাঝারে পশি। দেখাইয়া নব-যুবতীর গণে তব মুখাকৃতি শশী॥ তদধরামৃত সেবনের তরে, সবারে প্রলুব্ধ করি। প্রেরণ করিছ, মুহুর্মুহুঃ কামদেবে সর্বচিত্তে হরি॥

বিরহ সন্তাপ, বিনাশনকারী, প্রাণদ ভোজনদাতা। স্বরতি বর্দ্ধনে, অন্যাকাঙ্খাহারী, বংশী আছে সাক্ষী যেথা॥ হে বীর তোমার, সেইত অধর—সুধারস এইক্ষণে। প্রদান করহ, মৃতকল্প এই, ব্রজ যুবতীর গণে॥

তেইত মাধব, যে কাম কল্পনা, কৈলা মোসবীর প্রতি। তাহাতে নিশ্চয় রতিকলা নিজ, বলে করে অবস্থিতি॥ সম্ভোগ রসের স্মরণ প্রেক্ষণ, কেলি ইত্যাদিক। যতরতি কলা সর্ব, আছে হে নাগর, তোমার কল্পনাগত॥ তব সুখে সদা সুখিনী এ মোরা তব স্নেহবর্ত্তী। কেমনে করিব, স্ব-সুখ কামনা, কহ ওহে রমাপতি॥

যশোদা নন্দন, রূপে ব্রজধামে, প্রাকট্য তোমার হরি। তোমাতে যে প্রীতি, করে সেই ব্রজ-বাসীগণ দুঃখ হারী॥ সখা তবোদয় ঔষধ যাহাতে, স্নিগ্ধ চিত্ত রোগ নাশে। বিতর বারেক, তাহা মোসবারে, আছে যারা মোর আশে॥ এইরূপ গীত গাহি ব্রজ বধূগণ; এহ এক শ্লোক সবে কৈল উচ্চারণ॥ যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহে ইত্যাদি শ্লোক। উচ্চারিল সবে বিনাশিতে চিত্ত শোক॥

তোমার যে রাতুল চরণযুগ হয়। সত্য সত্য তাহা অতি কোমলতাময়॥ সেই পদদ্বয় মোসবার স্তনোপরি। ধরিতে এ মোরা সাতিশয় যত্ন করি॥ বিচার পূর্বক সবে করিনু দর্শন। অতীব কঠিন হয় মোসবার স্তন॥ অতএব নিশ্চেষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে। স্থাপন করিয়ে পদ স্তনের উপরে॥ কিন্তু হায় হরি তব কঠিন পরাণ। দুঃখদ-অরণ্যে তুমি করিলা প্রয়াণ। দূর্বাঙ্কুর প্রস্তরাদি আছে বনভাগে। তাহে তব পদে ব্যথা কিবা নাহি লাগে॥ অবশ্যই লাগে ব্যথা হয়েত নিশ্চয়। যেহেতু সে ব্যথা মোসবার চিত্তে হয়॥ তুমি গোপী গণপ্রাণ তোমার চিন্তনে। সেই ব্যথা লাগে আসি মোসবার মনে॥ অতএব তোমার সে কাননে ভ্রমণ। মোসবার হয় চিত্ত রোগের কারণ॥ তব পদ সেবা চিত্ত রোগ বিনাশন। করহ তোমার পদ সেবা সমর্পণ॥ গোপিকাগণের এই হয়েত আশয়। ভাগবত শ্লোকে এই তত্ত্ব ব্যক্ত হয়॥

বিরহ বিধুরা, ব্রজ বধূগণ, অরণ্যে ভ্রমণ করি। বহুগান কৈল, কিন্তু আবির্ভূত, নাহিক হইল হরি॥ গোপী কণ্ঠে গীত, হইল তখন, বিলাপে পর্যবসিত। বিলাপী সেহত, অত্যুচ্চ ক্রন্দনে, হৈল রূপান্তর নীত॥ ভাবের এই যে, বিপরিবর্ত্তন আভীর

যুবতীগণে। বিচিত্র নহেত, ঘটে হেন সদা, কৃষ্ণ অনুরাগী জনে॥ কৃষ্ণে হেরিবারে, যার চিত্ত মাঝে, তৃষ্ণা জন্মে সাতিশয়। সেই তৃষ্ণা ক্রমে, বলান্বিত হৈঞা, ভাবে পরিণত হয়॥ অত্যুচ্চ রোদন, প্রলাপাদি তথা, ভাব ক্রিয়া শত শত। দৃষ্ট হয় সেই, কৃষ্ণ অনুরাগী নানা ভক্তে নানামত॥ ব্রজ সুন্দরীর গণ, বিরহ বেদনে। অমসৃণ উষ্ণ অশ্রু-ধারা সেইক্ষণে॥ বর্ষণ করিয়া সবে কান্দিতে লাগিল। বনে গুপ্ত রহি কৃষ্ণ সকলি শুনিল॥ শুনিতে শুনিতে মুরারির নেত্র হৈতে। অতুষ্ণ সলিল ধারা লাগিল বহিতে॥ অঝোর নয়নে কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিল। লক্ষ নয়নেও তাহা লক্ষিত না হৈল॥ নিজ কান্তি-দামে কৃষ্ণ পরিবৃত হৈঞা। আবির্ভূত হৈল কৃষ্ণ তত্র সহসা আসিয়া॥ বসনে আবৃত করি নিজ তনুখানি। আবৃত করিয়া নিজ কার্য্য বেণুপাণি॥ আবির্ভূত হৈল হরি সবার মাঝারে। কেহ কিন্তু প্রথমে না হেরিল তাহারে॥ কৃষ্ণের অস্পষ্টভাবে আগমন হেরি। সেই কালে কোন এক রসবতী নারী॥ পূর্বের মতন কৃষ্ণ স্ফুরিত হইল। এত ভাবি কোলাহল করিতে লাগিল॥ সুমধুর ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম। করিতে লাগিল সেই নারী অবিরাম॥ তৎকালে সুন্দরী সবে কর্ণযুগদ্বারে। শুনিল সেইত বর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে॥ অতঃপর সবে এই করিল নির্ণয়। নিকটেই এই মঞ্জু ধ্বনি উপজয়॥ মনযোগ দ্বারে সবে শুনিতে লাগিল। তবে কৃষ্ণ হেরি কৃতার্থতা লাভ কৈল॥ সুদীর্ঘ নিদাঘ তাপে তটিনীর গণ। বারি বেগ শুষ্ক হৈলে পুনশ্চ যেমন॥ অতীব নিবিড় বারিবর্ষী জলধরে। সম্বন্ধ স্থাপিয়া পূর্ণরূপ লাভ করে॥ সেই মত কৃষ্ণ নাম করিয়া শ্রবণ। পূর্ণতা লভিল ব্রজ সুন্দরীর গণ। নদী আর ব্রজ গোপী এইত উভয়ে। গত প্রায় জীবন তা সম দৃষ্ট হয়॥ নদী পক্ষে জীবন শব্দেত হয় বারি। গোপী পক্ষে প্রাণ অর্থদ্বয় হয় তারি॥ গ্রীষ্মে নদীশুষ্ক হয় আর গোপীগণ। বিরহে হয়েত প্রায় বিগত জীবন॥ জলধরে তটিনী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণ হেরি পূর্ণ হৈল গোপী সমুদয়॥

তিরোভাব হয়, পরিহাস মাত্র, হেনভাব ব্যক্ত করি। আভীর যুবতীবৃন্দের সমীপে, আবির্ভূত হৈল হরি॥ বদনে লসিত, হসিত মধুর, চিত্তক্ষেত্র সঙ্কুচিত। আপনারে হেন জানিয়া বিগ্রহ, পীতাম্বরে সমাবৃত॥ জানাইতে নিজ, সুন্দর বিনয়, মালিকার দুই পার্শ্ব। কর জোর ভঙ্গী, ধরি দুই করে, করিয়া আদরে স্পর্শ॥ রাধিকা যে কুন্দ মালিকা রচিল, প্রণয় সোহাগ ভরে। সেইত মালিকা, মাধবের কণ্ঠে, সুষমা বিস্তার করে॥ মন্মথ মন্মথ রূপে অবস্থিতি, অতিরমাগণ গতি। আবির্ভূত হৈল, বিদগ্ধ মাধব, শ্রীমতী রাধিকাপতি॥

নিষ্ঠুরের মত, অরণ্য মাঝারে, বধূগণে পরিহরি। সাতিশয় লজ্জা-পূর্ণিত হৃদয় হৈল প্রিয়তম হরি॥ লজ্জা ভরে যেন, বিব্রত মাধব, রহিল উদাস হৈঞা। চৌদিকে বেড়িল কান্তাগণ আসি, ত্বরিত গতিতে ধাঞা॥ কালের গতিতে, সঙ্কোচের ভাব, সমুদ্র ধরয়ে যদি। তবে দ্রুত বেগে, মিলয়ে তাহারে, প্রবাহিত যত নদী॥ তেমতি যৌবন-প্রবাহ বিশিষ্ট, ব্রজ সুন্দরীর গণ। মিলিত হইল, কৃষ্ণ রসার্ণবে প্রেমবেগে

সেইক্ষণ॥ প্রথমে যাইব আমি কহি গোপীগণ। কৃষ্ণ ঠাঞি দ্রুত সবে কৈল আগমন॥ এইত মিলন কথা শ্রীবিষ্ণু পুরাণে। মহর্ষি শ্রী পরাশর বর্ণিল আপনে॥

কোন এক গোপী, দরশন করি, শ্রীকৃষ্ণের আগমন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, ভিন্ন আর অন্য, নাহি কৈল উচ্চারণ॥ অতঃপর শুকদেব গোস্বামী বর্ণিত। গোপিকাগণের কথা হইবে কথিত॥

কোন ধনি নিজ, করপুটে কৃষ্ণ-করাব্জ ধারণ কৈল। নব কিসলয় পাত্র মধ্যে যেন, পদ্ম সংস্থাপিত হৈল॥ এই সুন্দরীর নাম চন্দ্রাবলী হয়। ব্যবহারে মিলে তার হেন পরিচয়॥ কুচযুগে হরি-চরণ কমল, কোন গোপী সংস্থাপিল। মনস্কাম লভি, ফুল্লকোক নদে, যেন নির্বাচন কৈল॥ এইত গোপীর নাম পদ্মাবলী হয়। ব্যবহারে মিলে তার হেন পরিচয়॥ চর্বিত তাম্বুল, করপুটে কোন, সুন্দরী গ্রহণ কৈল। ইথে যেন সেহ, কৃষ্ণের প্রণয় পাত্রী মধ্যে গণ্য হৈল॥ কৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে এই নারী রহে। ব্যবহারে এধনিকে শৈব্যা সবে কহে॥ চন্দন চর্চিত, শ্রীকৃষ্ণের বাহু, নিজ স্কন্ধে কেহ নিলি। শ্যামল বরণ, দেহে আর প্রেমে যে সামর্থ্য প্রকাশিল॥ শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগে এই ধনি রহে। শ্যামলা ইহার নাম ব্যবহারে কহে। নিমেষ রহিতা, যেইত সুন্দরী, আপন নয়ন দ্বয়। অলীন্দ্র যুগল কৃষ্ণাস্য কমল, পিঞাইল সাতিশয়॥ কৃষ্ণের মধুর, রূপ পূর্ণ ভাবে ভুঞ্জাইল নেত্রদ্বয়। সে দোহে জিনিল, রস সেবনাদি, তত্তৎ বিভূতি চয়ে॥ এইত ধনির নাম ললিতা যে হয়। ব্যবহারে মিলে তার হেন পরিচয়॥

কৃষ্ণ দরশন মাত্র কোন গোপী, পুলকিত কলেবরে। নেত্র মুদি চিত্রসম স্থির হৈল, বলবতী লজ্জ ভরে॥ হিয়ার মাঝারে প্রাণ প্রিয়তমে, নিরন্তর ধ্যান করি। বিয়োগ দশার মাঝারেও যোগ ভোগ করে এই নারী॥ মহা বিচ্ছেদেও, অবিচ্ছেদে ভোগবতী এই ধন্যাজন। অতীব আশ্চর্য্য বলিয়া সতত, অনুভব হয় মনে॥ এইত ধনির নাম বিশাখা নিশ্চয়। ব্যবহারে মিলে তার হেন পরিচয়॥

শৃঙ্গার রসের, চূড়ান্ত পর্য্যায়ে, মান সাধনের তরে। যেইত ধনির, প্রেম অকারণে, কোপের উদয় করে॥ এ ধনির আছে হেন নয়নাস্ত্র যে অস্ত্র আপন স্থানে। রহিয়াও অবিচল দূর হৈতে চকিতে বাজয়ে প্রাণে॥ সেই বেধ কিন্তু, ক্ষত বিহনেও, শ্রীহরির সুপ্রচুর। ক্লেশ প্রদ হয়, যে ক্লেশ অন্যের মনো বচনের দূর॥ লোকোত্তর দিব্য চরিত্র বিশিষ্টা এই প্রেয়সীর কথা কহিবারে পারে, এহেন সমর্থ জন কেবা আছে কোথা॥ এইত ধনির নাম শ্রীরাধিকা হয়। ব্যবহারে মিলে তার হেন পরিচয়॥ ললিতা বিশাখা রাধা এই তিন জন। কৃষ্ণাগ্রে মিলিত হৈল আসি সেই ক্ষণ॥

কৃষ্ণ মেঘাগমে, উল্লাস বশতঃ, পল্লবিত মুখশোভা। ব্রজবধূ সবে, লব্ধোৎসবে হৈল, সদ্যসিদ্ধ পুনর্ণবা॥ বর্ষাকালে কৃষ্ণ-বর্ণ জলধর উদিলে গগনোপরে। উল্লসিত হৈঞা, পুনর্নব গুল্ম, পল্লব বিস্তার করে॥ বিরহ বিধুরা ব্রজবধূগণ, শ্যামল বরণ তনু। শ্যামে নিরখিয়া হৈল উল্লসিত পুনর্নবা গুল্ম জনু॥ পুনরায় নব, সুষমা ধরিয়া, পুনর্নবা হৈল সব। বাঞ্ছা সিদ্ধি হেতু, সদ্য সিদ্ধ হৈল, নিরখিয়া শ্রীমাধবে॥ উৎসবে মগন,

হইল সবাই, আসিয়া মিলিল মিত্র। পরাণে পরাণ, হইল মিলিত, এ বড় মধুর চিত্র। চতুর্দিকে বধূগণ কৈল অবস্থান। তারাগণে চন্দ্র যেন হৈল দীপ্যমান॥

কৃষ্ণ রূপ হয়, পরিমাণাতীত, অপূর্ব সুষমাধার। কৈশোর উদয়ে, অনুপম কান্তি, বিরাজিত হৈল তার॥ উপমিতি শূন্য, রূপের বর্ণনে, সমাপ্ত হৈল যে কাব্য। মোর দোষ নয়, কৃষ্ণ রূপ হয়, বাক্যাতীত এই ভাব্য॥ তবে কৃষ্ণ আর বধূগণে পরস্পর। পরম মদনে হৈলে হর্ষিত অন্তর॥ বদন নয়ন লীলা ভরে সেইক্ষণ। চন্দ্র চকোরের ভাব করিল ধারণ॥ লতাতুল্য উৎফুল্ল হইল কলেবর। আনন্দে মাতিল কৃষ্ণ গোপিকা নিকর॥ বৃন্দাবন বিহারী শ্রীনন্দের নন্দন। গত হৈলে মহোৎসব প্রদ কিয়ৎক্ষণ। গোপীগণে আলিঙ্গন করিয়া সাদরে। নির্লজ্জ বিহার প্রকটিয়া প্রেমভরে॥ প্রতিকুঞ্জ মাঝে কেলি করিতে করিতে। আইল মহারাসস্থলী যমুনাসৈকতে॥ জলজাত পদ্মগন্ধ বাহী সমীরণ। সেই স্থানে মন্দ মন্দ রহে অনুক্ষণ॥ যমুনার তটে দিব্য পথ বিদ্যমান। সেই পথ ধরি সবে আইল বাসস্থান॥ যমুনা তরঙ্গ রঙ্গে সুস্নিগ্ধ সুন্দর। সৈকতে আবৃত রম্য পুলিন ভিতর॥ সেই মহা রসস্থলী হয় তীরস্থিত। যার দিব্য শোভা হয় মনোবাক্যাতীত॥ প্রশস্ত অপরিমিত তরঙ্গের দ্বারে। যেই স্থান মার্জিত করিয়া ধীরে ধীরে॥ ধন্য হৈল বরিস্থতা যমুনা আপনি। পদ্ম কিঞ্জল্কের গন্ধ দিবস রজনী॥ বাহিয়া যেথায় গন্ধবহ মন্দ বহে। কোমল কর্পূর শুভ্র বালু যেথা রহে॥ সেইত বালুকারাশি দ্বারে সাতিশয়। মহাশ্চর্যভাবে সেই স্থান ব্যাপ্ত রয়॥ শারদ চন্দ্রমাকর সমূহে সংস্থিত। সুধা দ্বারে সেই স্থান হয়েত বিধৌত॥ তমোরাশি শমন সে স্থান মনোহর। যত্র জল স্থল পুষ্পে পূর্ণ নিরন্তর॥ প্রফুল্ল পুষ্পের গন্ধ দূর হৈতে পাঞা। গুঞ্জন করিয়া অলি সে আইসে ধাঞা॥ হেন রম্য স্থান হরি মহানন্দ ভরে। অঙ্গীকার কৈল মহারাস ক্রীড়া তরে॥ সুরম্য পুলিন নদী সমীপে সংস্থিত। রাসস্থলী রূপে যদি হইল স্বীকৃত॥ সুমধুর হাস্যে কৃষ্ণ নয়ন যুগল। শোভিতে লাগিল হৈঞা পরম উজ্জ্বল॥ মৃদুহাস্য যুক্ত নেত্র নামে আপনার। শ্বেত শতদল পত্রে জিনিল অপার॥ প্রশস্ত কুঙ্কুম নবীন যৌবনবতী সঙ্গিনী সবার। স্বহস্ত বিন্যস্ত সাতিশয় চারু আর॥ স্বস্তিক আসনোপরি পঙ্কদ্বারে আচ্ছাদিত। নবোদ্গত স্তন-বস্ত্রে ভূতলে বিস্তৃত॥ কৃষ্ণ তবে গোপীগণের সহৃদ্গীত। বসিয়া তখন। গোপীগণ বিরহ সন্তাপ বিনাশন॥ নিজেও করিয়া সঙ্গে সঙ্গীত তখন। রঙ্গভূমি স্তোত্র ভঙ্গীরূপ গীতে হৈঞা সম্বর্দ্ধিত॥ সমশোভা করিল ধারণ॥

ঊর্দ্ধে চন্দ্র চন্দ্রাতপ তুল্য নিম্নে চূর্ণিত হীরক সম। বালুকা আবৃত, পুলিনে শোভিত রাস পীঠ মনোরম॥ পীঠেরচৌদিকে, পুষ্প বন শত, তোরণের মত রাজে। দিব্য স্বর্ণ বর্ণ, ব্রজাঙ্গনাগণে, শোভিত সে পীঠ মাঝে॥ স্নেহ সম্পত্তিতে ইষ্ট প্রদালয়, নীলমণি কান্তিধারী। সেই প্রাণনাথ, হরিরে সতত, হৃদয়ে স্মরণ করি॥ তবে প্রিয়তম কৃষ্ণ কান্তাগণ লৈঞা। বন দেবী বৃন্দাদির সহিত মিলিয়া॥ অর্দ্ধেক মুহূর্ত কাল হাস পরিহাস। বিলাস করিয়া সমধিক সুপ্রকাশ॥ প্রশংসার যোগ্য স্বমহিমা প্রকটনে।

শোভিতে লাগিল রাসস্থলীতে সেক্ষণে॥ সেই কালে বন দেবীগণ যত্নভরে। রক্ষণোপযোগী পুষ্পমাল্য লৈঞা করে॥ কর্পূর চন্দনে সুবাসিত অনুকূল। সুমধুর মধু যুক্ত সুখদ তাম্বূল॥ আনিয়া বিলাস দ্রব্য বহু থরে থরে। সজ্জিত করিল কৃষ্ণচন্দ্রের গোচরে॥ এনাক্ষি গোপিকাগণ গোবিন্দের প্রতি। আনুকূল্য প্রকটন কৈলেও সম্প্রতি॥ অন্তরে নিগূঢ় মনে বতী ছিল সবে। তা সবার সঙ্গে সুশোভিত হৈঞা তবে॥ রসিক নাগর প্রেমালাপ আরম্ভিল। প্রণয় গুঞ্জনে রাসস্থলী পূর্ণ হৈল॥ ইতি পূর্বে যেই গোপীগণে অকারণে। পরিত্যাগ কৈল কৃষ্ণ সুগভীর বলে॥ সেই দোষে যা সবার ক্রোধ-পুষ্ট হৈল। যার পরিণামে চিত্ত শুখাইয়া গেল॥ সেই চিত্ত বিশুষ্কের ভাব অতঃপর। গোপন করিল যেই ললনা নিকর॥ তা সবার সঙ্গে তত্র মিলিত হইয়া। অনুনয় গর্ভ নানা বচন কহিয়া॥ সুখদ সন্দর্ভে কথাবার্ত্তা মনোহর। কহিতে লাগিল তবে রসিক নাগর॥

মাধবের হস্ত, কোন ব্রজ বধু, কেহ পাদপদ্ম আর। কেহ উরুদ্বয়, কেহ বা দেহের, মধ্য কটিদেশ তার॥ মৃদুমন্দ ভাবে, মর্দ্দন করিতে, লাগিল সুন্দরীগণ। বাহে সুনির্ম্মল, ভাব কিন্তু চিত্তে, ধরে কোপ বিলক্ষণ॥ ভ্রূভঙ্গিতে আর, লোচন যুগলে, বিস্তৃত হসিতভরে। কহিতে লাগিল সুন্দরীগণ সপ্রহেলি প্রাণেশ্বরে॥ এইত বিষয়ে কোন কোন বিজ্ঞগণ। প্রহেলি বিলাস হেন করয়ে বর্ণন॥

নেত্রভঙ্গী আর, ভ্রূযুগবিক্ষেপ, গুপ্ত মৃদুমন্দ হাস্য। সুরম্য বচন, অন্তরে কৌটিল্য, বাহে শান্ত স্নিগ্ধ আস্য॥ বিশিষ্ট হইয়া, চতুরা হৃদয়া, ব্রজযুবতীর গণ। বশম্বদ প্রিয়ে, পুছিল প্রণয়ে সপ্রহেলি সুবচন॥ চতুরপালক শ্রেষ্ঠ হে ব্রজমোহন। প্রহেলির অস্পষ্টাংশ করহ পূরণ॥

ভজনাকারীরে, ভজন করয়ে, ভবে কোন্ কোন্ জন। ভজনা কারীরে, অন্য কেহ কেহ, নাহি ভজে কদাচন॥ ভজিলেও কিম্বা, নাহি ভজিলে এইত উভয় জনে। কোন্ কোন্ জন, ভজন না করে, কহ কেবা এ ভুবনে॥ ব্রজ গোপীকার, হেয়ালী স্বরূপ, এই প্রশ্ন চতুষ্টয়। ভজিলেও ভজে, কহ বন্ধু কেবা, এই এক প্রশ্ন হয়॥ এবেত দ্বিতীয়, প্রশ্ন শুন বন্ধু, ভজনাপেক্ষা না করি। কোন্ কোন্ জন, করয়ে ভজন, স্থির করি কহ হরি॥ তৃতীয় প্রশ্নের, শুনহ বিষয়, কহ কেবা হেন আছে। না ভজিলে নাহি, করয়ে ভজন, ভজিলেও নাহি ভজে॥ চতুর্থ প্রশ্নের বিষয় শুনহ, গতিহীন দুঃস্থ জনে। ভজনের কথা, দূরে রহু কেবা, নিজে ভজে এ ভুবনে॥ বচন বিলাসে, পরম নিপুণা, ব্রজ সুন্দরী গণ। হেন প্রশ্ন কৈল, চিন্তিয়া মাধব, কহিল সেইত ক্ষণ॥

স্বার্থপর আর, কৃতঘ্ন ধার্ম্মিক, কিম্বা ধর্ম্মার্থীর গণ। মূঢ় তথা আপ্ত, কাম দয়াবান, ক্রমশঃ এসব জন॥ সংক্ষেপ বচনে, কহিল মাধব, হইয়া হসিতানন। প্রথম প্রশ্নের, উত্তর শুনহ, অয়ি সুন্দরীগণ॥ ভজিলেও নাহি করয়ে ভজন, সৌহার্দ অথবা ধর্ম্ম। নাহিক এথায়, এহ মাত্র হয়, স্বার্থপর লোক কর্ম্ম॥ আপনার স্বার্থ, জানে ভাল মতে, না জানে পরোপকার। প্রথম প্রশ্নের, উত্তরে জানিহ, স্বার্থপর নাম তার॥ কৃতঘ্ন

নামেতে, এই স্বার্থপর, বিদিত ভুবনময়। ভজিলেও কভু নাহিক ভজয়ে, ইহার স্বভাব হয়॥ দ্বিতীয় প্রশ্নের, উত্তর এবেত, শুনহ সুন্দরীগণ। সংক্ষেপ গণনে, দুইত প্রকার হয়েত এসব জন॥ এতেক ধার্ম্মিক, মধ্যে গণ্য হয়, অপরে ধর্মার্থিগণ্য। নাহি ভজিলেও, ভজে যারা হৈঞা, ভজনে অপেক্ষা শূন্য॥ ধার্ম্মিক সজ্জন, আর পিতা মাতা, এ দুই শ্রেণীতে খ্যাত। স্বার্থের অপেক্ষা, নাহি এ সার, ধার্ম্মিক স্বভাব জাত॥ তৃতীয় প্রশ্নের; উত্তর এবেত, শুনহ সুন্দরী সবে। ভজনা ভজনে, নাহিক অপেক্ষা, উদাসীন যারা ভবে॥ এই শ্রেণীর, লোক স্বভাবতঃ, এ তিন প্রকার হয়। মূঢ় বুদ্ধি আর, আপ্ত কাম জন, আত্মারাম এই হয়॥ চতুর্থ প্রশ্নের, শুন বধুগণ, উত্তরে কহিব সার। অগতি জনেরে, ভজে যেই জন, দয়াময় নাম তার॥ এত শুনি বক্রভ্রূসুন্দরী বধুগণ। ভ্রূভঙ্গিতে কৈল হেন ভাব প্রকটন॥

মুরলীর কল কাকলিতে আর, বিবিধ চাতুরী দ্বারে। গভীর অরণ্যে, বিহারের স্থলে আকর্ষিয়া মোসবারে॥ ধর্ম্মশাস্ত্র বহু, উপদেশ করি, মোসবারে ত্যাগ কৈল। মোসবার মহা দুঃখ না হেরিল, ক্রূরতাবশিষ্ট হৈল॥ গোপীবাক্যে চাতুরী শব্দেত হেন কয়। কৃষ্ণের অনর্থজ্ঞতা ইথে ব্যক্ত হয়॥ ধর্ম্ম ধাম দিশতঃ এ বচন বিন্যাসে। কৃষ্ণের অধার্ম্মিকতা বিশেষ প্রকাশে॥ চাতুরী ধর্ম্মোপদেশ এ উভয় দ্বারে। অর্থজ্ঞতা ধার্ম্মিকতারাহিত্যপ্রচারে॥ চাতুরীভিঃ শব্দে পুনঃ অজ্ঞতা যে আর। নস্তকর্ষতঃ বাক্যে করিলে বিচার॥ পূর্ণত মুক্ততা দুই নিষিদ্ধ হইল। ইচ্ছাকৃত অন্তর্দ্ধান উল্লেখ না কৈল॥ তাহে কৃতঘ্নতা হৈল নিষিদ্ধ নিশ্চয়। মোসবার হৈল যেই দুঃখ সাতিশয়॥ তাহা না দর্শন কৈল এইত কথয়ে। নির্দয়তা হৈল তার ব্যক্ত পুনরায়॥ মোর নির্দ্দয়তা এই ব্রজ বধূগণ। অবশ্য বিচার কৈল আপনার মন॥ এতেক চিন্তিয়া হরি আত্মশুদ্ধি তরে। কহিতে লাগিল পুনরায় প্রেমভরে॥

তোমা সবাকার, প্রশ্ন অনুযায়ী, স্বার্থসিদ্ধি পরায়ণ। তাসবার মত, আমি কভু নহি, শুনহ কভু নারীগণ॥ তে কারণে মোরে, লুব্ধক বলিয়া, গণ্য না করিহ কেহ। প্রেমবৃদ্ধি তরে, তদ্বিষরূপ, বিরহ জানিহ এহ॥ প্রেমার বৈভব, বর্দ্ধনে আমিত, সতত কামনা করি। ইহার অধিক, তোমা সবাকারে, কি আর কহিতে পারি। কপটীর ভাব, প্রকটিত হয়, কহিলে অধিক কথা। এই হেতু মোরে, আর তোমা সবে, দুর্দ্দশা জন্মায় ব্যথা॥ তোমরা সবাই, গৃহ পরিজনে, সবকিছু পরিহরি। দৃঢ় চিত্তে মোরে, কামনা কেবল, কৈলা দিবা বিভাবরী॥ কিন্তু দাস্য সখ্য, ইত্যাদি প্রেমার, বিভেদে ভুবন মাঝে। মোর অভিপ্রেত, অযুত নিযুত, সংখ্যক রমণী আছে॥ একনিষ্ঠ প্রেম, তোমা সবাকার, বিদ্যমান মোর প্রতি। বহুনিষ্ঠ মোর, প্রেম তত্তুলনে, হয়েত সামান্য অতি॥ অতএব তোমা, সবাকার আমি, প্রত্যুপকারের লেশ। করিতে সমর্থ, নহি কোটি কল্পে, জানিহ এ সবিশেষ॥ তোমা সবাকার, আপন সত্বগুণে, অয়ি সুন্দরীগণ। সন্তোষ ধারণ, করহ স্বচিত্তে, এই মোর নিবেদন॥ শুনিয়া কৃষ্ণের হেন নির্দোষ বচন। রহিল নিস্তব্ধ হৈঞা ব্রজ বধুগণ॥

কৃষ্ণে তৃষ্ণাপূর্ণ এই কান্তাগণ, কৃষ্ণের পাণ্ডিত্য আর। সত্যবাদতাদি, সদ্‌গুণে মণ্ডিত, বচন মাধুর্য্য সার॥ অতীব মনোজ্ঞ, তথাপি স্বরূপে, বুঝিতে নারিল কেহ। লোকাতীত কৃষ্ণ প্রেমার হয়েত. বিলাস বৈভব এহ॥ এতেক হেরিয়া বর্গ হৈতে দেবীগণ। পরিহাস বাক্য হেন কহিল তখন॥

শুনহ মাধব, তোমার হিয়াতে, মিলনাভিলাষ জানি। কুটিল নয়নে, কম্পিত করয়ে যাহারা বদনখানি॥ তোমার সদৈন্য, স্তুতিতে যাহারা, কুটিল বচন কহে। কোন্ গুণে হেন, গোপীগণ প্রতি. তব প্রেমধারা বহে॥

সে মান মাতঙ্গ, পূর্ব্বেত নর্জিত, হইল হরির করে। নির্জিত তথাপি, যার বীর্য্য হেরি, হরি নিজে ভয় করে॥ আভীর সুন্দরীগণের সেইত, এক মাত্র মানকরী। সদা জয় যুক্ত, হউক বিশ্বের, সর্ব্বাপদ দূর করি॥ সেইদিন কৃষ্ণ কথা করি সমাপন। সমাপন শ্লোক কয়ে কথক বর্ণন॥

মৌনাবলম্বনে, রহিলেও তুমি, তোমারে যেইত জন। সর্ব সদ্‌গুণে, অধিক বলিয়া মনে কয়ে সর্বক্ষণ॥ বৈদগ্ধী মণ্ডিত, বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ, সেইত নাগর হরি। হয়েত তোমার পরাণ বন্ধুয়া আর বৃন্দাবনেশ্বরী॥

ইতি গোপালচম্পূমনু বিপ্রলম্ভভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণলম্ভনং নাম পঞ্চবিংশং পূরণম্।

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ বিরচিল স্বাদে সুধা গর্ব্বহর॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভালে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

ষড়্‌বিংশং পূরণম্ ☐ শ্রীরাসবিলাসবিস্তারঃ।

অতঃপর স্নিগ্ধকণ্ঠ অকুণ্ঠ বচন। কহিতে লাগিল শুন সভাসদগণ॥ শুনি অঘারির, মধুর বচন আভীর যুবতী বীথি। বিরহ জনিত, পূর্ব্বজাত দুঃখ খণ্ডিল লভিয়া প্রীতি॥ হৃদয় হইতে, কেবল পূর্বের, দুখের না হৈল হানি। কিন্তু ভাবী দুঃখ, শঙ্কা সেহ গেল, বন্ধুরে আরও জানি॥ গোপিকাগণের ফুল্ল মুখমনোহর। প্রস্ফুটিত সরসিজ গৃহের সোসর॥ তাহে শোভে রম্য নেত্র জন দম্পতী। মঞ্জু বাক্যে কহে কৃষ্ণ তাসবার প্রতি॥

বহুকাল আমি, আছি মনো দুঃখে, তোমা সবাকার তরে। তুমি সবে সদা, এ মোর লাগিয়া, আছহ দুঃখি অন্তরে॥ সেইত দুর্লভ. তব মনোরথ, সিদ্ধি প্রাপ্তি তরে এবে। আইলাম মহামহোৎসবে, মাতিব সানন্দে সবে॥ সেই মহামহোৎসব রাস রূপ হয়। আনন্দ সন্দোহ ধাম বিলাস চিন্ময়॥

বৃন্দাবন বাম দীব্যরজ স্থলে. উজোর করিয়া নিশি। রহে দীপ রূপে, সেথায় সারদ সুষমা পূরিত শশী॥ কেলি কথাভিজ্ঞ, তোমরা আপনি, ব্রজের রমণীগণ। আকাঙ্খিত সেই. সময় উদিত, মুদিত এ মোর মন॥ উৎসব ব্যতীত কি আর করিব, সেইত এ আমি হরি। রাস ব্যতিরেকে অয়ি প্রিয়াগণ, উৎসব বা কিবা করি॥ ব্রজ ক্ষীরসাগর

সঞ্জাত কৃষ্ণচন্দ্র। হেন মতে পূর্ণভাবে হৈঞা পূর্ণানন্দ॥ গোপীগণে পরস্পর করিয়া সংহত। আলিঙ্গন চুম্বনাদি প্রেম কেলি যত॥ অসংখ্য সুখের লক্ষ্যে প্রবল আদরে। সবে মেলি রাস নৃত্য করিবার তরে॥ কর্দ্দমবিহীন কুশ কাশাদি রহিত॥ উচ্চনীচ শূন্য মনোহর সুশোভিত॥ যমুনা পুলিন করি আবৃত তখন। পরস্পর করে কর করিয়া ধারণ॥ কুসুমবাসিত রস শ্রীরাস প্রাঙ্গনে। স্থাপিল মণ্ডলাকারে ব্রজ বধূগণে॥ যুবতীর গণ, মণ্ডলী বান্ধিয়া, চতুর্দ্দিকে দাণ্ডাইল। যমুনা পুলিনে. মাধব সবার অভিলাষ পূর্ণ কৈল॥ পুলিন সেহত, পূরণ করিল, মাধবের অভিলাষ। অভিলাষ সেহ, করিল পূরণ নেত্রদ্বয় মহোল্লাস॥ সেই নেত্রদ্বয়ে, স্ফুরিতা হৈলা ব্রজের অঙ্গনা সব। অঙ্গনা গণের দ্বারে পরিপূর্ণ, হৈল রাসমহোৎসব॥ আর কহিব, অদ্যাপিহ সেই শ্রীরাস বিলাসপর্ব্ব। বিরত না হৈল, বিরাজে সতত, বিথারি সুষমা সর্ব্ব। হেন মতে নিজে যাহা করিল বিস্তার। মণ্ডলী মাঝারে হৈঞা শোভিত অপার॥ বনমালী সাতিশয় বিমুগ্ধ হইল। অতঃপর মনোমধ্যে চিন্তিতে লাগিল॥

মস্তক উপরে, যদ্রূপ উজ্জল, শশাঙ্ক মণ্ডল আছে। ভূতলেও তথা এই ব্রজ ধামে, উজ্জল পুলিন রাজে॥ কিন্তু এই চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্ক, আছে নিত্য বিদ্যমান। অকলঙ্ক শুদ্ধ চিত্ত গোপীগণ, এ পুলিনে শোভমান॥ অতএব আহোমুক্তাদাম বিমণ্ডিত। স্বর্ণহার তুল্য মহাশোভা সমন্বিত॥ রমণী মণ্ডলে প্রতি গোপীদ্বয় মাঝে। মহামরকত সম মধ্যমণি রাজে॥ তবেত পরম মনোজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়। সবার হৃদয়ে জন্মে হৃষ্টতাতিশয়॥ এই রূপ বেশে যদি প্রবেশ আমার। ঘটে প্রতি দুই ব্রজ বধূর মাঝার॥ তবেত সবার মনোরথ সিদ্ধ হয়। অপিচ পরম শোভা রাসে উপজয়॥ করিয়া এহেন চিন্তা অকস্মাৎ হরি। স্বীয় অভিলাষ মত অবস্থান করি॥ নিজ হৈতে তাহা এবে ঘটিবে কেমনে। হেন রীতি প্রাপ্ত নাহি হৈল সেইক্ষণে॥ প্রতি গোপীদ্বয় মাঝে মদন মোহন। শোভিত হইল রাসমঞ্চে সেইক্ষণ॥

যমুনা পুলিন, মণ্ডিত হইয়া, হরি হরিণাক্ষীগণে। শোভিতে লাগিল, বিপুল সুষমা বিথারি সেইতক্ষণে॥ নিজ প্রতিবিম্ব দ্বারে সে পুলিনে. চন্দ্রমণ্ডলের প্রতি। প্রদান করিল, আপন সারূপ্য, সাতিশয় শীঘ্রগতি॥

শশাঙ্কের বন্ধু. হয়েত পুলিন, তৎবন্ধু সুন্দরীগণ। সুন্দরীগণের, বন্ধু শ্রীগোপাল, বহুমূর্ত্ত্যে সম্মেলন॥ রাসারম্ভ কালে. পরস্পর করে, ধারণ করিয়া তবে। মিলিল মাধবে সুন্দরীর গণ, মণ্ডলী-বান্ধিয় সবে॥ আপন উভয় পার্শ্বে সম্মিলিত, গোপীহস্ত রজ্জুদ্বারে। আবদ্ধ হইল, হরির নির্ম্মল. পৃষ্ঠ প্রেম সহকারে॥ প্রেমে পুলকিত, স্বভুজ দ্বন্দ্বও সানন্দে বিস্তার করি। স্থাপন করিল, তা সবার স্কন্ধে. রসিক নাগর হরি॥

গৌরী আর কৃষ্ণ. গৌরী আর কৃষ্ণ, এ হেন মণ্ডলাকারে। যুগল বিগ্রহ শোভিত হইল, লক্ষ লক্ষ চারিধারে॥ শ্রীরাধার অঙ্গে, অঙ্গ হেলাইয়া, শ্রীরাস মণ্ডল মাঝে। শোভিতে লাগিল, বংশীবাদ্যপর, মাধব নাগর মাঝে॥

ব্রজ বধূগণে. আলিঙ্গিত হৈঞা. কৈশোর সুধন্য করি। যমুনা পুলিনে, রাস আরম্ভিল

আপনি সেইত হরি ॥ ভগবান পরাশর সেই নিজ, গ্রন্থে উচ্চকণ্ঠে ভনে। কৈশোর সফর, শ্রীমধুসূদন, কৈল বধূগণ সনে। আমিহ পূর্ব্বেত, একথা কহিনু, অতঃপর কিবা আর। কহিবার আছে, দেখহ নাচিছে, রামাবলি এ আমার ॥

বিবিধ বণিতা, সঙ্গে নিরন্তর, বিলাস বিশেষ করি। বহুত কান্তার, কান্ত যদ্যপিহ হইল নাগর হরি ॥ তথাপি রাধিকা, হয়েত হরির, জ্ঞান শক্তি ধন্যাগণ্য। রাধিকার ক্রিয়া শক্তি রূপে মানি, ব্রজবধূগণে অন্য ॥

নিজাঙ্গে অনঙ্গ, করি অঙ্গীকার, নবাঙ্গনা গণে লৈঞা। সঙ্গম মঙ্গল, করিবার তরে, রঙ্গ ভূমে প্রবেশিয়া ॥ চুম্বনালিঙ্গন, স্তনমর্দ্দনাদি, অনঙ্গ বিলাস যত। অঙ্গীকার কৈল, দয়িত মাধব, হৈঞা প্রেমে উনমত ॥

বিজিত কনক সুষমা বিগ্রহ, ফুল্লনেত্রা ধনি গণ। করয়ে ব্যঞ্জিত নূপুর শিঞ্জন, নৃত্য তালে মনে মন ॥ করের বিধুতি, বশতঃ ক্ষুভিত, করেয় বলয় বীথি। সেইত শিঞ্জন, সঙ্গে তাল রাখি, নাচে বিথারিয়া প্রীতি ॥ বিবিধ নর্ত্তন ভঙ্গীতে দোলয়ে, কণ্ঠে মনিময় হার। অঙ্গের ভঙ্গীতে, অনঙ্গ হইল, অন্তরঙ্গ সঙ্গী তার ॥ নৃত্যপরা হেন, ব্রজবধূগণ সাজিয়া কুসুম সাজে। শোভিতে লাগিল, ইন্দ্রনীল মণি, মুর্ত্তি সমূহের মাঝে ॥

নাচে বধূগণ, সলাজে নবী, ভ্রযুগ আনত করি। অঙ্গেত রঙ্গিত, আপন নবীন, সুষমার ছবি ধরি ॥ নটন চাতুরী, কলা কৌশলের, সর্ব্বোত্তম লীলা ভরে। চঞ্চল বলয় মালাতে মিলিত, নূপুর চরণো পরে ॥ নৃত্য করে তার, সুমধুর ধ্বনি, ত্রিদিব ধ্বনিত কৈল। নাটুয়াগণের, নটন পথের, মহোৎকর্ষ বিস্তারিল ॥

রাসে নানাবিধ, তাল যুগপৎ, মিলিত হইয়া তবে। উৎপন্ন করিল, তুমুল নিনাদ, যাহে মুগ্ধ হইল সবে ॥ অহো কি আশ্চর্য্য, সুদূরে সংস্থিত, অগ্রবর্ত্তী দেবগণে। আকর্ষণ কৈল, সেইত নিনাদ, স্বমাধুর্য্য বিতরণে ॥ সেইত সময়ে রাস দরশনে, আইল সেই দেবগণ। বিমানে চড়িয়া, রহিল তোপরি, করে সবে দরশন ॥ সমকালে বোধ করি গীতবাদ্য, সভ্যতা এইত তিন। কে আমি নিশ্চয় করিতে নারিল, হৈঞা সবে মোহাধীন ॥ স্বর্গে রহি দেবীগণ করয়ে জল্পন। দেখ দেখ অতঃপর কহে সর্বজন ॥ হরিণা গানমাসাদিগানেন রমণীকুলম্। রমণীভিরথোগানং গানেন স হরিঃ পুনঃ ॥ শ্রীহরি কর্ত্তৃক, প্রাপ্ত হৈল গীত, গীতে প্রাপ্ত নারীরে। নারীচয় গীত, প্রাপ্ত হৈল পুনঃ হরি প্রাপ্ত সে সময় ॥ রাস নৃত্য কালে, মাধব আপনি, এ হেন সঙ্গীত কৈল। শ্রবণ করিয়া, যাহা বধূগণ, অতীব বিমুগ্ধ হৈল ॥ তবেত সঙ্গীত, আরম্ভিল ব্রজ যুবতীর গণ মেলি। সে সঙ্গীতে মুগ্ধ, মাধব পুনশ্চ, আরম্ভিল গীত কেলি ॥

মাধব শোভিত, যমুনা পুলিন. দেখহ সজনীগণ। ব্রজাঙ্গনাগণে, আলিঙ্গনা বদ্ধ, কৃষ্ণে কর দরশন ॥ সঙ্গীত শাস্ত্রের, সঙ্গে সম্মিলিত, সুষ্ঠুরূপে উচ্চারিত। শ্রবণ করহ ব্রজবধূগীত, অভিনব প্রেমগীত ॥ ব্রজবধূগণে গীত সঙ্গে নৃত্য যথা। অভিনীত হয় এবে কহি সেই কথা ॥

শ্রীরাস মণ্ডলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, বহুনট অতঃপর। নাচিতে লাগিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি

দোলাইয়া মনোহর ॥ নৃত্যকারী সেই, নট সমূহের নর্ত্তন বিলাস হেরি। নাচিতে লাগিল, ভ্রূনটি নর্ত্তিত নেত্রা যত ব্রজ নারী ॥ হইল বাদ্যের শব্দ উৎপন্ন তখন। বিমান বিহারী সেই দেবতার গণ ॥ নৃত্য গীত বাদ্য তৌর্য্যত্রিকে সুনিপুণ। প্রকটিয়া নর্ত্তন বিষয়ে মহা গুণ ॥ অভিনয় সহ সবে মণ্ডলী করিয়া। নাচিতে নাচিতে লাগিল স্বর্গে অবস্থিত হৈঞা ॥

তৎকালে দুন্দুভি, মঞ্জু কভিত্তিম, ডমরু প্রভৃতি বাদ্যে। বাজিতে লাগিল, মৃদঙ্গের রোলে, মিশ্রিত হইয়া আদ্যে ॥ তার সঙ্গে স্বর্গে বিদ্যমান বাদ্য, ধ্বনিও মিশ্রিত হৈল। সহসা এহেন, তুঙ্গ বাদ্য ধ্বনি, চৌদিকে উদয় কৈল ॥ মাধব সহিত, অতি কোমলাঙ্গী গৌরাঙ্গী নাগরীগণ। উৎকট নাট্যের, নীতি অনুসারে, নৃত্য করি বহুক্ষণ ॥ নিষ্ঠুরতা হেতু, নর্ত্তন বিষয়ে, উৎকণ্ঠিত চিত্ত সরে। পাণি পাদকণ্ঠ, কটি সন্মোটন, কোটি প্রকটিল তবে ॥ শাস্ত্র বিদ্যা সুনিপুণ জন হস্ত হৈতে। অস্ত্র যথা চ্যুত নাহি হয় কোন মতে ॥ সেই মত অঙ্গ চালনাতে অতি দক্ষ। নৃত্যকারীগণ স্থির রাখি নিজ লক্ষ্য ॥ পরস্পর বদ্ধ হস্তচ্যুত নাহি হৈল। রাস নৃত্যে হেন দৃশ্য লক্ষিত হইল ॥

শ্রীরাস মণ্ডলে, বহু বহু গৌরী বহু বহু শ্যাম আর। পরস্পরবদ্ধ হস্ত নৃত্য রঙ্গে যুক্ত করি বারম্বার ॥ করতালি দ্বারে, তাল প্রকটিয়া, পূর্ণমনা বেগ ভরে। রাসোল্লাসে পুর্ব্বে যথা ছিল তথা বদ্ধ হৈল করে করে ॥

কৃষ্ণ আর গৌর তনু ব্রজবধূ, গণপতি চমৎকার। কুসুম বর্ষণ, হইতে লাগিল, স্বর্গ হতে বারম্বার ॥ এ বড় আশ্চর্য উপরে বর্ষণ, নিম্নে শোভা করে তথা। মেঘ মণ্ডলীর, গঙ্গে বিজড়িত বিস্তার বিজুরী লতা ॥ স্বর্গস্থিত দেব আর দেবী সমুদয়। লভিয়া মঙ্গলময় ভাব সে সময় ॥ আপন নবীন পরাভবের কারণ। কমলাক্ষ কৃষ্ণে সাক্ষাৎ করি সম্বোধন ॥ যোগ মায়া যোগে স্বীয় উৎকৃষ্ট বিষয়। অপগত হৈঞা সবে আপন হৃদয় ॥ বাদ্য কোলাহল দ্বারে অনাবৃত ভাবে। প্রভাবিত হৈঞা চিত্তে ভক্তির প্রভাবে ॥ রমণীর এই গীত গাহিতে লাগিল। একীকৃত করি তাহা অনুগীত হৈল ॥ জয় জয় সদগুণসার। বিশ্বের বিশেষ মঙ্গল সাধিতে গোকুলে কৃতাবতার।

পদ্ম যোনি ব্রহ্মা মহেশ্বর আর বৈকুণ্ঠেরঅধিশ্বরী। চিন্তয়ে তোমার চরণ যুগল হৃদি পদ্মে ধ্যান করি ॥ সেই দেব তুমি, নিজ বধূগণ, কৃত সুবিলাস রাসে। ভক্তবৃন্দ ধ্যেয়, স্বরূপে আছয়, বিরাজিত মহোল্লাসে ॥ নটের মতন, বেশ ভূষাধারী, তুমি সর্ব কলাধর। পরস্পরানন্দ, প্রদান করহ, রাসে তুমি নিরন্তর। আলিঙ্গন দানে, উৎপন্ন করিয়া, চিত্তে সুখ সুপ্রচুর ॥ আভীর বণিতা বৃন্দের হৃদগত ব্যথা তুমি কর দূর ॥ তুমি আর গোপ বধূ এ দোহার, পরস্পর দরশনে। অশ্রু কম্পনাদি, সাত্ত্বিক বিকার, যা সবার দেহ মনে ॥ উপজাত হয় বেষ্টিত হইয়া, সেই সব গোপী দ্বারে। বন্ধুরূপ তুমি করহ প্রকট, প্রেমস্বাদ করিবারে ॥ ব্রজ তরুণীর, নেত্র ভঙ্গীমা শুল্কে তুমি হৈঞা ক্রীত। ওহে বহুমূর্ত্তি, চিরতরে আছ, তা সবার বশীভূত ॥ তৎকালে তোমার, চরণ কমল, স্ববক্ষে ধারণ আর। পরস্পর কর পল্লবে বন্ধন ভ্রূলতার সুবিস্তার ॥ কৃশকটি তট-

সমুহে কৌটিল্য, নর্ত্তন বিহার কালে। মাণিক্য কুন্তল দোলে শ্রুতি তটে, নর্ত্তনের তালে তালে॥ পুলক কদম্বে স্বেদের সলিলে অতীব নিষিক্ত দেহ। বিহরে ব্রজের, তরুণীর গণ, তোমার সহিত সেহ॥ মেঘ সাম্য তব, সুনীল,বিগ্রহে বিজুরী মালার মত। পরিমিতি তারতম্য প্রকাশিয়া বিরাজে নাগরী যত॥ সুমধুর কণ্ঠ নৃত্যোৎকণ্ঠ সদা ব্রজ সুন্দরীর গণ। তোমার প্রণয় মাত্রে প্রীতি লাভ, করে সবে অনুক্ষণ॥ তব স্পর্শ-মৃত মত্ততা সমুহে. সতত আচ্ছন্ন চিত্ত। প্রেমাতে তোমার যুবতীর গণ হইয়াছে চির-ক্রীত॥ যুবতীগণের গীত আনন্দে বিশ্বের প্রভব স্থান। আচ্ছাদিত তুমি, সেই সুখভাগী হৈঞা কর অবস্থান। নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ তোমারে সতত প্রণাম করি। বিশ্বের ঈশ্বর তুমি হে গো বৃন্দ তুমি প্রভু সর্ব্বোপরি॥ নিখিল বিশ্বের বিস্ময় পোষক একমাত্র তুমি হরি। তোমার সহিত সেইত সুন্দরী কণ্ঠে কণ্ঠমেল করি॥ অতীব বিশুদ্ধ ভাবে নিষাদাদি সুমধুর সপ্ত স্বরে। সঙ্গীত করতঃ শ্রীরাস মণ্ডল মাঝারে বিহার করে॥ নিখিলের গের তব গুণ রাশি চিত্তে যাহা রুদ্ধ আছে। সেইত সুন্দরী এইত শ্রীরাধা, প্রকাশিছে গীত মাঝে॥ সেইত সুন্দরী সঙ্গীতের সাথে মহাহর্ষ প্রকটণে। উৎকর্ষ সাধন করিতে ভাবের স্বচ্ছন্দে হর্ষিতাননে॥ সেই, এই রাধা করিল মাধব সত্য তব আরাধনা। তুমিহ করিলা মর্য্যাদা রক্ষণ হইয়া একান্ত মনা॥ রাসে যার শ্রম বিলাস বশতঃ কণ্ঠ হৈতে মল্লীমালা। খসিয়া পড়িয়া মাধব তোমার কণ্ঠদেশে কৈল আলা॥ সেইত রমণী শ্রবণ ভূষণ শোভিত তোমার স্কন্ধে। উৎকৃষ্ট ধারণ নৈপুণ্য প্রকটি অর্পিয়াছে বাহু স্কন্ধে॥ সেইত সুন্দরী লগুড় সদৃশ আপনার ভুজ দ্বারে। চুম্বন করিছে তব স্কন্ধ দেশ মহাপ্রেম সহকারে॥ ধনী শিরোমণি সেইত রাধিকা নিজ রম্য কলেবরে। অগণ্য রোমাঞ্চ ধারণ করিয়া, বিহরে প্রমোদ ভরে॥ শ্রুতি তটে তব মকর কুন্তম ঈষত ঈষত দোলে। মুকুর প্রবর গণ্ডের সুষমা হেরিয়া যুবতী ভোলে॥ হে কুণ্ডলধর রাধার অধর ছলে স্পর্শ করিবারে। চুম্বনের কার্য্যে অগ্রসর হৈঞা পরস্পর সুখ ভরে॥ হসিত বদনে চর্ব্বিত তাম্বুল দ্রব্য বিনিময় করি। মনোজ্ঞ বিলাস প্রকট করহ রসরাজ তুমি হরি॥ নর্ত্তন কীর্ত্তনে বর্ত্তন শালিনী শিঞ্জিত নূপুর রাব। সুতাল প্রকট করিয়া এইত গোপবালা হর্ষোৎসবে॥ নিরুপম পদ্ম জিনিয়া রাতুল আপন শ্রীহস্তখানি। ন্যস্ত করে তব বক্ষে রামানুজ. পরম সোহাগ মানি॥ শ্রীরাস বিলাসে, রস পরিপাটী, ক্রমশ বিকাশ তরে। পরিশ্রান্ত হৈল, বণিতা নিকর, নৃত্য গীত শ্রম ভরে॥ এহেন বণিতা নিকরে বেষ্টিত, তুমি ওহে বেণু বীর। ভ্রমণ করিয়া শ্রী রাস মণ্ডলে, চতুর্দিকে অতঃপর পরিশ্রান্ত প্রিয় পরিবার গণে, বিশ্রাম প্রদান করি॥ প্রকটিলা কান্তা প্রেম সাতিশয় রাস মঞ্চে তুমি হরি॥ কবি বিরচিত, শুভ্র কীর্ত্তি পুঞ্জে, বাঙ্‌ময় মালিকা আর। নিকুঞ্জে আভির, বধূ বিরচিত, পুষ্পমালা মুক্তহার॥ কণ্ঠে ধরি চির, করহ বিহার বৃন্দাবন ধামোপরি। জয় জয় জয়, জয় হে তোমার শ্রীরাস বিহারী হরি॥ বিলাস সংযুক্ত রাসে করহ বিহার। করি বৃন্দ ভজে কীর্ত্তি এ হেন প্রকার॥

স্ব নিত্য সৌভাগ্য, শিরোরত্ন রূপ, এই নরাকৃতি রূপ। প্রকট করিয়া এইত জগতে

লোক নেত্রে অপরূপ॥ নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ, শক্তির বৈভব মর্য্যাদা প্রকাশ কৈল। সেই রূপ হেরি, আপনারি চিত্ত, সেইত মোহিত হৈল॥ ভূষণের সেই. ভূষণ স্বরূপ. অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিময়। যার রূপ হেরি, আত্মাবধি সর্ব, ভুবন বিস্মিত হয়॥ সেইত মাধবে, গোপ বধূগণ, আলিঙ্গিয়া চারিধারে। অপূর্ব্ব সুষমা করিল প্রদান, আপন সুষমা যারে॥ অতএব ভাগবতে করয়ে কীর্ত্তন। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকমিত্যাদি বচন॥ ব্রজ বধূগণ সঙ্গে দেবকীনন্দন। অতীব শোভিত হৈল ইত্যাদি বচন॥ তন্মধ্যে রাধার হয় বৈশিষ্ট্য অপার। রূপে গুণে যার সম কেহ নাহি আর॥ যুবতীর মধ্যে তুমি বিরাজিত। পূর্বে গীতে এই কথা হইল বর্ণিত॥

সুনিত্য যৌবন-বতী সেই ব্রজ কিশোরীগণের গুণে। বিশ্বপূর্ণ হৈল, যাহা হয় জীব-বৃন্দের সন্তাপগণে॥ যা সহ ভবতেত্যাদি শ্লোকানুবর্ণনে। যার স্তুতি গীত হৈল অত্রে পূর্ব্বক্ষণে॥ মহেশ বিরিঞ্চি, বাসব প্রমুখ, স্বর্গবাসী দেবগণ। যার গুণরাশি, শ্রবণে কীর্ত্তনে, মোহ লভে খনে খন॥ সেইত দয়িত, মাধবে করিয়া, বশীভূত আপনার। সেইত সুন্দরী, সুমধুর কণ্ঠে, গান কৈল বহুবার॥ মাধবের সঙ্গে, চমৎকৃতা প্রদা, অপর গোপিকাগণ। রচনা করিল, সেইত নিভৃত গীত রাগ সেইক্ষণ॥ স্বকণ্ঠ মাধুর্য্যে, সেই গীত রাগে, ব্যর্থ কৈল যেইজন। সেই শ্রীরাধারে, অবনত শিরে. স্তব করি অনুক্ষণ॥ সেইত কৃষ্ণের রূপ করিয়া বর্ণন। চল কুণ্ডলাদি শ্লোক কহে কবিগণ॥

রাসারম্ভ কালে, পূর্ব্বেত ধরিয়া, রাধার বদন খানি। বারদ্বয় কৈল, অধরের রসে আচমন বেণু পাণি॥ উপযুক্ত কার্য, হইল এহোত, নতুবা কেমনে তার। দ্বিজস্থ-সংস্কৃত, তাম্বুল সেবন, তৎকালে হইবে আর॥ বিনা আচমনে, সভ্যজন কভু ভোজন নাহিক করে। তেই আচমন, করিয়া মাধব, তাম্বুল সেবিল পরে॥

স্নেহের প্রমূর্ত্ত, মূল হয় কৃষ্ণ, স্নেহ সে মূরতি ধরি। নন্দ ব্রজ জন স্বভাবে বিহরে, সদা স্নেহ সমা হরি॥ হেন কৃষ্ণ সেই, প্রেয়সীগণের, প্রণয় স্বরূপ ধন। আপনারে সদা, করয়ে মনন, হৈঞা স্নেহযুক্ত মন॥ সেইত প্রেয়সীগণের মাঝারে, উর্দ্ধে বার্দ্ধ ক্রমেতে খ্যাত। রত্নমণি রূপ, রাধারে প্রণাম করি আমি অবিরত॥

আপনার কান্তে, করিয়া সম্পূর্ণ, রূপে নিজ বশীভূত। বৃন্দাবনে রাধা, করয়ে বিহার তার সঙ্গে অবিরত॥ আমি তথা নহি, মোর স্বাধীনতা, খ্যাত আছে চিরদিন। এত কহি শিবা, অর্দ্ধ তনুচ্ছলে, শিব দেহে হৈল লীন॥

অর্দ্ধ দেহে অর্দ্ধ-তনু পরস্পর, সম্মেলিত ভাবে স্থিত। শ্রীশিব শিবার, হেন মনোভাব, ব্যক্ত করে বুধ যত॥ শিবা কহে যেন, বুধগণ প্রতি, তোমরা শুনহ সবে। রাধামাধবের, যে ভাবের কথা, কহিনু পূর্ব্বেত এবে॥ সে ভাবের কথা, কহি পুনরায়, দেখহ বিচার করি। প্রেমে পূর্ণরূপ, শ্রীরাধামাধব, খ্যাত ত্রিভুবন ভরি॥ সেইত প্রেমার, পরিপূর্ণভাব, এ আমা দোহার মাঝে। অবস্থিতি দূরে, রহুক কদাপি, যোগ্যতা নাহিক আছে॥ সে দোহার সঙ্গে, মোসবার কভু তুলনা নাহিক হয়। তেই মোসবার প্রেম চির দিন, অপূর্ণ স্বরূপে রয়॥

প্রমোদের ভরে, দিব্য গীতবাদ্য শিথিলিত হৈল যবে। তুমুল হইল, ভূষণ ঝঙ্কার অলির গুঞ্জন তবে ॥ অবসর পাঞা, দেবী আর গোপীগণের সে বাদ্যগীত। সুপ্রবল নাট্য কথার বিস্তারে, মৃদু হৈল কথঞ্চিত ॥ কেশ আর কর্ণ, দোঁহার ভূষণ, মুকুট কুণ্ডল আর। প্রমুখ অঙ্গের, অবাদ বলয় কিঙ্কিনী নূপুর হার ॥ অলঙ্কার রূপ, সভ্যগণ যেই, সভাতে সংস্থিত ছিল। শ্রেষ্ঠ দেহ সভা, সেইত উৎসব, মহোল্লাস প্রাপ্ত হৈল ॥

এ হেন প্রকারে, বেষ্টিত হইয়া, মাধব প্রেয়সীগণে। গাঢ় আলিঙ্গন, করাভিমর্শন, স্নিগ্ধ নেত্রে বিলোকনে ॥ রহঃ কেলিরূপ, উদ্দাম বিলাসে, প্রেয়সীগণের সঙ্গে। পরস্পর নৃত্য-কলা প্রকটনে, হাস পরিহাস রঙ্গে ॥ নিজাভিন্নরূপ, ব্রজ রামাজন, দেখাইতে জগজনে। বিম্ব প্রতিবিম্ব, সদৃশ সুষমা, প্রকটিল রাসাঙ্গনে ॥

রাসোৎসব যদি, হৈল অবসান, কণ্ঠের কুসুম হার। বক্ষের কাঁচুলী, অন্য আভরণ উত্তরীয় বস্ত্র আর ॥ আয়ত্তে রাখিতে, সমর্থ না হৈল, আভীর যুবতীগণ। শ্লথ হৈল দেহ, খসিয়া পড়িতে, লাগিল তৎ আভরণ ॥ যেই রাসোৎসব, চিন্তিলেও চিত্তে অদ্যাপি মুনি যত। অহংপর সর্ব্ব, বিষয় পাসরে, হৈঞা ভাবে মোহ গত ॥ অতএব রাস প্রসঙ্গে হরির, প্রেয়সীগণের দেহে। আনন্দ বৈবশ্য, উপজিল এহ, কিছুই বিচিত্র নহে ॥ রস কেলি করি, দর্শন তবেত, ত্রিদিবের রামাগণ। সামাদিত হৈঞা, মোহদশা প্রাপ্ত, হৈল সবে সেই ক্ষণ ॥ এ মোহ বারতা, সম্পূর্ণ স্বরূপে, পড়িয়া রহুক এবে। অতীব আশ্চর্য্য, বিষয়ের কথা, শ্রবণ করহ সবে ॥ চন্দ্রাদিতে উপলক্ষিত গগনে, সমুজ্জ্বল কান্তি ধর। যেই জ্যোতিষচক্র, ভ্রমণ করয়ে, নভো মার্গে নিরন্তর ॥ তাহারে ও নিজ, গতিপথ হৈতে, স্বপ্রভাবে বেশ করি। স্তম্ভিত করিল বিস্ময়কারিণী, শ্রীরাসে এ মাধুরী ॥ হেন মতে হরি সঙ্গে লীলা লুব্ধ মন। পরম আবেসাময়ী ব্রজ বধুগণ ॥ শৈথিল্যের ভাব যদি আলম্বন কৈল। শ্রীরাস বিলাস তবে নিভৃত্ত হইল ॥ কৃষ্ণ আর গোপীরূপ মিথুন তখন। বংশী স্বারে কাননে গোপীর আকর্ষণ ॥ পূর্ব্বে অনুভূত আর অন্যান্য বিষয়। ভেদ প্রভেদাদি বোধ করি সমুদয় ॥ যথাবিধি স্বস্ব কুঞ্জ হৃদয়ে ধরিয়া। অন্তর্দ্ধান কৈল সবে ভিন্ন ভিন্ন হৈঞা ॥ অন্তর্দ্ধান করি সেই দম্পতি যুগল। দোঁহার বসন আর ভূষণ সকল ॥ পরিস্কার কৃরিবাবে যত্নে প্রকাশিল। সর্ব্ব কার্য্য যথাবিধি সমাপ্ত করিল ॥ আলিঙ্গনাদির সঙ্গে তবে প্রতিজন। পূর্ব্বরূপ বেশ কার্যে কৈল সমাপণ ॥ হায়রে এ আমি, কান্ত সুনিতান্ত, ব্রজবধু সবাকার। আমার বিরহে, সবার হৃদয়ে জন্মে দুঃখ সুদুস্পার ॥ এতেক কহিয়া, মাধব যবেত, দয়িতারে আলিঙ্গিল। দয়িতা তবেত, দয়িতে আপন, নেত্রনীরে সিক্ত কৈল ॥

নবীন তরুর, পল্লবের মত, কোমল তোমার দেহ। এমোর সহিত, বিহারে হায়রে, পরিশান্ত হৈল এহ ॥ হায়রে আমিত, বুঝিতে নারিনু, এতেক কহিয়া হরি। সজল নয়নে, প্রতি নায়িকার, বদন কমল ধরি ॥ ললাটে কপোলে, বদনে সঞ্জাত, ঘর্ম্ম বিন্দু নিজ করে। মার্জনা করিতে লাগিল মাধব, মুহুর্মুহু প্রেম ভরে ॥

রাস বিলাসের, শ্রমে জাত অশ্রু, গোপকুল ললনার। মার্জ্জন করিল সিক্ত হৈঞা

হরি নেত্র জলে আপনার ॥ গাত্র স্বেদ সেহ সুন্দরী বৃন্দের পরম সোহাগ ভরে। দয়িত মাধব, মার্জ্জন করিল, স্বেদসিক্ত কলেবরে ॥ তৎকালে বৃন্দার সখীরূপ সেনাগণ। আনিল প্রচুর দ্রব্য করিয়া বহন ॥ বহু প্রশ্নকারিণী সে বৃন্দাদেবী প্রতি। বর্ণিত হইল যথা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি ॥

সুন্দরী গণের আপাদ মস্তক দৃষ্টিপাতে দরশন। ঘর্ম্মনিবারিত, অঞ্চল চালনে, সমীরণ উৎপাদন ॥ স্বেদসিক্ত ভালে, অলকা তিলকা, স্বকরে মার্জ্জন আর। বদন ধরিয়া সোহাগে চুম্বন, গণ্ডস্থলে বারম্বার ॥ পরিধেয় বস্ত্র, আর উত্তরীয়, যথাযোগ্য সন্নিবেশ। শ্রম বিনাশিতে, তনু মৃদু মৃদু, মর্দ্দনাদি সবিশেষ ॥ বদনে সুগন্ধী, তাম্বুল অর্পণ অত্য পূর্ব্বের ম্যালাপ। স্তব ক্রিয়া আর, বিনাশিতে রাস শ্রমজাত সর্বতাপ ॥ কান্ত গম প্রতি, পরম প্রণয়ী, মাধব আপন করে। করিতে লাগিল, শ্রম বিনাশিনীত নানা ক্রিয়া প্রেম ভরে ॥

মৃদু হাস্যসহ মাধবের বক্ত্র, প্রেমভরা বিলোকন। নব কিশলয়ে, শ্রীঅঙ্গে বীজন, মৃদু ভাবে বিমর্দ্দন ॥ বিশ্রস্ত মলিকা, পরিধেয় বস্ত্র গাত্রের বসন আর। যথাযোগ্য ভাবে, পুনঃ সংযোজন, নিরমিয়া বারম্বার ॥ কপুর তাম্বুল, বদনে অর্পণ, ঈষত হাসিত মুখে। মর্ম্মস্পর্শী পরিহাসের রচনা দান করি মহাসুখে ॥ হেন মতে রাস, শ্রম বিনাশিণী, নানাক্রিয়া কান্তাগণ। করিতে লাগিল, মাধবের প্রতি, হৈঞা সুখে নিমগন ॥ অতঃপর বৃন্দা সেথা করি আগমন। প্রত্যক্ষে যুগল হেরি কহিছে তখন ॥ এইত যুগল মধ্যে এহেন রমণী। কৃষ্ণ সেবা পরায়ণ, বিশ্বে নাহি শুনি ॥ সুপ্রচুর সামগ্রী বাহিনী নারীগণ। হেন কথা শ্রবণে কহিছে সেইক্ষণ ॥

অয়িবৃন্দা দেবি, কৃষ্ণ আর ব্রজবধূ এ যুগল তনু। বিস্তার হেরিনু, প্রতি কুঞ্জে শোভে, জলদ বিজুরী জনু ॥ মোসবার দত্ত, বসন ভূষণ, সহর্ষে লইয়া করে। নেপথ্যে যাইয়া, ধারণ করিল নিজ দেহে যত্ন ভরে ॥ কি কহিব সখি, সেইত বিলাসে ক্ষণেক কালের মাঝে। সেই বেশ ভূষা চ্যুত হৈঞা কুঞ্জে, ভূতলে পড়িয়া আছে ॥ সেইত নিভৃত বিলাস বিষয়ে বর্ণিত মোর কথা। অসত্য হউক সে রহস্য যেন ব্যক্ত নাহি হয় এথা ॥ শুনিয়া এতেক বাণী বৃন্দা হর্ষভরে। চিন্তিতে লাগিল চিত্তে ক্ষণ কাল তরে ॥ সত্য কহিয়াছে এই কিঙ্করীর গণ। অসংখ্য যুগলের নিভৃতে মিলন ॥ গোপী কৃষ্ণ রূপ এই মিথুন মূরতি। করিয়া নিভৃত কেলি হর্ষভরে অতি ॥ শ্রম নিবারণ করিতেছে বারম্বার। অতঃপর সর্বেন্দ্রিয় সুখদ অপার ॥ মঙ্গল সূচক গীত কৌতুক বিস্তার। করিছে বিস্তার হর্ষে নিকুঞ্জ ভিতর ॥ এত কহি স্নিগ্ধ কণ্ঠ সানন্দে তখন। সমাপণ শ্লোক এক কৈল উচ্চারণ ॥

হে রাধে তোমার বল্লভ সেহত, সবার দুর্লভ গণ্য। অন্তরঙ্গা তুমি, তোমারে বেষ্টিত করি রাখিবার জন্য ॥ বিবিধ বিহার, বিধান করিয়া তোমারি সুখের তরে। অন্য গোপীগণে আবৃত করিয়া, রাখিয়াছে প্রেম ভরে ॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পু, গ্রন্থ বিরচিল

স্বাদে সুধা গর্ব্বহর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ চরণ শরণাভাসে। অনুবাদ কৈল; শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূ মহারাসবিলাস প্রসারণং নাম ষড়বিংশং পূরণম্ ॥

সপ্তবিংশং পূরণম্ ☐ জলকেলির্ব্বনভ্রমণং রাসসমাপ্তিঞ্চ

গোলক সভাতে মধুকণ্ঠ অতঃপর। বর্ণিতে লাগিল কৃষ্ণ লীলা মনোহর ॥ শ্রীরাস বিলাসে, নৃত্য গীতাদিতে, মহাপরিশ্রম ভরে। স্বেদ জলে ক্ষুদ্র তটিনী বহিল সর্ব্বগোপী কলেবরে ॥ মাধবের হেন, অতি রমণীয়; রমণীর গণ তবে। তপন তনয়া, যমুনার তটে গমন করিল সবে ॥ অগণিত সেই, সুন্দরী গণের সহর্ষে সেবন করি। সাতিশয় রস পূত্তি প্রাপ্ত হৈল তৎক্ষণাৎ নৈপুণ্য স্মরি ॥

পরিহরি যোনি সম্বন্ধ মাধব, আর তার সুশোভন। নবীন যৌবনবতী তন্বীগণ, দিয়া লজ্জা বিসর্জন ॥ আয়ল মোর ঠাঞি এতেক চিন্তিয়া, ঝটিতে যমুনা নদী। লঙ্ঘন করিল, আপন মর্য্যাদা; বেলাভূমি তটাবধি ॥ লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীপতি গণের তখন। সভা কৈল মেঘ বর্ষা সুষমা ধারণ ॥ সেই সভা দেহ প্রভাধারে আপনার। সবিজুরী মেঘ শোভা করিল বিস্তার ॥ সেই গোপী কৃষ্ণ সভা মেঘের মতন। চাতকের প্রতি বিস্তারিল সুগর্জন ॥ যমুনা তরঙ্গ রঙ্গ সেই মনোহর। ভাসিতে লাগিল সভা জলের উপর ॥ পরস্পর হস্ত করি সহর্ষে ধারণ। জল মগ্ন হৈল সেই সভাসদগণ ॥

পরস্পর হাস্য-বিস্তার সহিত, কলধ্বনি সুমধুর। আকর্ষণ গাত্র শৈথিল্য সতত, স্থুল কখন সুপ্রচুর ॥ জলাবগাহন, পূর্ব্বে এইসব, বিলাস যেইত ছিল। অনুমতি হয়, তাহারই প্রতিচ্ছবি এবে দেখা দিল ॥

জল মধ্যে যবে, ডুব নাহি দিল, নগ্ন গাত্র রমাগণ। এককালে বারি, করিতে লাগিল হরি তবে বরিষণ ॥ সলিল সিঞ্চন-ব্যাপারে মাধব, ক্ষিপ্রগতি অনুমান। কৈল সবে বারি—সিক্ত যেন হৈঞা বহুরূপে বিদ্যমান ॥

যমুনার জলে, পশিয়া তবেত, ঘন রসপ্রদ হরি। দুই করে বারি, সিঞ্চিতে লাগিল, বধূগণ গাত্রোপর ॥ পীড়িত হৈঞা সুন্দরীর গণ, সলিল সম্পাত শরে। নিমগ্ন হইয়া, রহিল সলিলে, স্বদেহ রক্ষণ তরে ॥

ক্ষণকাল রহি, জলমধ্যে তবে, চপল লোচনাগণ। উত্থিত হইয়া, কটিমগ্ন জলে; দাণ্ডাইয়া সেইক্ষণ ॥ কৃষ্ণসার বধূগণ যথা অগ্রে, বোধ করে পতিগতি। মাধবের তথা, গতিরোধ কৈল, যত ব্রজকুলবতী ॥

যবে তা সবার, নিমেষ বিহীন, নেত্র প্রতিবিম্ব হেরি। চিন্তে মীন গণ, সলিল মাঝারে, গোপিকা নিকরে বেড়ি ॥ এসব লোচন, ব্রজ গোপিকার, কিম্বা মোসবার হয়। এতেক চিন্তনে, না পাইয়া তবে মীনগণ পরিচয় ॥ আঘাত হানিতে, লাগিল গোপিকাগণের কোমল অঙ্গে। হরির নয়ন—যুগলে কৌতুক, বাড়িল সেইত রঙ্গে ॥

হংসগণ সেই, গোপিকাগণের, বচন বিলাস আর। মীনগণ নেত্র, চক্রবাক গণ, পয়োধর তা সভার ॥ শারদ নিকর, তা সবার কাঞ্চী-ভূষা ভাব প্রাপ্ত হৈঞা। দূরে

পলাইল, সুন্দরীগণের, অঙ্গ শোভা নিরখিয়া ॥ সম্রাট সমীপ ক্ষুদ্র নৃপগণ, যেমতি পরাস্ত হয়। পরাস্ত হইল, তেমতি এইত, হংসাদি বিহঙ্গয়ে ॥

সদ্য প্রস্ফুটিত, কমল সমূহে নিশ্চিত পরাস্ত করি। শোভিতে লাগিল, সুন্দরী-গণের বদন সলিলোপরি ॥ মুখবৃন্দ নিজ-সুষমাসম্ভারে, পদ্ম জাতি মধ্যে আর। আধিক্য লভিল পরাস্তের হেতু, চন্দ্রত্ব কি তাসবার। অতঃপর সঙ্কোচ লোচনা বধূগণ। তা হাসিতে লাগিল জলে করি নিমজ্জন ॥ নাগরেন্দ্র নিজে করি জল নিক্ষেপণ। সবারে জলযুদ্ধে কৈল প্রবর্ত্তন ॥

মেঘতুল্য কৃষ্ণ বর্ণ যমুনার, প্রবাহে বিজুরী দাম। বারিদের প্রতি, সলিল সিঞ্চন করিতেছে অবিরাম ॥ বারিদ সেহত, প্রচুর সলিল, সে বিজুরী দামোপরে। সিঞ্চন করিছে, বঙ্কিম কটাক্ষ, নিক্ষেপিয়া ক্ষিপ্র করে ॥ বিচিত্র বিচিত্র, বিচিত্র এহো কি, নাট্য নেত্র মনোমোহন। দেখহ সবাই, কহিতে লাগিল, হেন বাক্য দেবীগণ ॥

যমুনার জলে, আকণ্ঠ নিমগ্ন, পদ্মাননা বধূগণ। শোভিতে লাগিল, ভ্রমর চুম্বিত, যেন কমলের বন ॥ মাধব রচিত, ধর্ষণের ফলে, নীরে গৌরাঙ্গীর গণে। পরাভূত হৈঞা, লুকাইল তত্র, স্বর্ণাম্বুজ ঘন বনে ॥ মাধব যবেত পরাভূত হৈল, ঘটিল সে অঘটন। দেহগোপনের, স্থান হৈল তার, তবে নীলপদ্ম বন ॥

উভয়ের মুখ, পদ্মগন্ধি আর, সৌন্দর্য্য পদ্মের মত। মধু যুক্ত পদ্ম যেমতি তেমতি, সরস বদন যত ॥ জল কেলি কালে, কৃষ্ণ আর গোপী নিকরের শ্রীবদন। পদ্মবন ভ্রম, যমুনার নীরে, কৈল কিবা উৎপাদন ॥

পদ্মবনে গুপ্ত, তথাপিহ যেই সুন্দরী মাধব করে। আবদ্ধ হইল, কোনও প্রকারে গোপন বিলাস তরে ॥ আচিরাতে উচ্চ হাহাকার শব্দ, সেই ধৃত ললনার। ব্যক্ত কৈল সুখ দুঃখাত্মক কিবা, মাধবের ব্যবহার ॥

কৃষ্ণ বক্ত্র স্ফূর্ত্তি বশতঃ সন্দিগ্ধ চিত্তা কোন এক নারী। মধুর হসিত সম প্রফুল্লিত, নীলাম্ভোজ মনে করি ॥ সম্প্রাপ্ত হইল, হরির বদন, সদ্য দিব্য মধুতার। পান করি ভয়ে, লুকাইল যত, সমরুচি গোপিকার ॥

আপনি ধরিয়া, করে আলিঙ্গন, যাহাতো দুর্লভ হিল। তৎকালে সলিলে, সেইত আলিঙ্গন, তুরিতে সম্ভব হৈল ॥ গভীর সলিলে, নিমগ্ন কোনও, সুন্দরীর করে ধরি। স্বচ্ছন্দ গতিতে, সন্তরণ করি, উদ্ধারিল যবে হরি ॥

ত্রিদিব হইতে, দেব বধূগণ জল কেলি নিরখিয়া। কহিতে লাগিল, ব্রজ বধূগণে, উচ্চকণ্ঠে সম্বোধিয়া ॥ অয়ি বৃন্দাবন বিলাসিনী, শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরগণ। স্তনময় জলে, দৃঢ় ভাবে এবে, দণ্ডাইয়া সর্ব্বজন ॥ প্রাণনাথে জল যুদ্ধে জিনিবার, ইচ্ছা ধরি নিজান্তরে। যুগপৎবারি, সিঞ্চন করহ অঞ্জলি নিবদ্ধ করে ॥ তবে কোনমতে, মাধবে জিনিল, ব্রজবধূগণ রণে। মাধব সেহত পরাজিত কৈল, কোনমতে বধূগণে ॥

আবৃত আছয়ে, পদ্মিনীর মুখ রস তথাপিহ ভৃঙ্গ। করিছে কেমন, মহানন্দে পান দেখ বধূগণ রঙ্গ ॥ হেন ছল বাক্যে, সুন্দরীগণের দৃষ্টির ছলনা করি। তানবার মুখ

পদ্ম মধু পিল, ভৃঙ্গের মতন হরি ॥ মাধব কর্ত্তৃক তাসবার বক্ষ, নখাঘাতে ব্যাপ্ত হৈল ॥ কামবাণ ব্যথা, জন্মিল আশ্চর্য, যবে হঠাৎ আলিঙ্গিল ॥

আজানুলম্বিত ভুজ শ্রীমাধব, জলে অগ্রসর হৈল। পার্শ্বস্থ ললনা, বৃন্দের বদন সমীপে যবেত আইল ॥ আকর্ণী বিস্তৃত নয়না আভীর বধূগণ নীববন্ধে। দীর্ঘবাহু তবে, স্থাপন করিল, রসরাজ মহানন্দে ॥

বারি খেলা কালে, রাধা যবে সখীগণের সম্মুখে আইল। সেক বিহনে ও প্রিয় সে মাধব, তদা জাড্য প্রাপ্ত হৈল ॥

জল কেলি রণ করিবার তরে, রাধা অগ্রসর হৈল। কোনও প্রচেষ্টা বিহনে তুরিতে, বেণু ধরে জড় কৈল ॥ বনিতারগণ পরস্পর কেহ, না জানিল এ ব্যাপার। জানাইল হরি; শ্রীরাধার জয় অভিজ্ঞতা আপনার ॥

কুন্তল আবৃত নয়ন আপন, কমল লোচন হরি। দর্শনে সক্ষম কৈল কেশ রাজি ভালতট মুক্ত করি ॥ দেখিয়া রাধিকা, মধুপনি করে; সুতীক্ষ্ণ গুঞ্জিত পদ্ম। শ্রীহরির প্রতি; উন্নীত করিয়া পলাইল কৈল সদ্য ॥ সেনাধিপা যদি ভয়ে পলাইল তবে হরি বিনা ব্যাজে। প্রাপ্ত হৈল তার; গোপী সৈন্যগণে প্রবেশিল সবা মাঝে ॥

জল কেলি পুষ্ট, রক্তিম বরণ; নেত্র যা সবার হৈল। হসিত সুষমা; অট্টহাস তুল্য কণ্ঠ মাঝে উপজিল ॥ মদন সময়ে সমুদ্ধত শোভা ধারিনী সে বধূগণে। শৃঙ্গার রসও; রৌদ্ররস সম, হৈল জল কেলি রণে ॥

পূর্ব্বে কাত্যায়নী-ব্রতের সময়ে বসন হরণ লীলা। করি কন্যাগণে কৈল আত্মসাৎ প্রকটিয়া প্রেম খেলা ॥ কোটী কোটী ব্রজ যুবতীর সঙ্গে একাকী অথারি তথা ॥ বিস্তার করিয়া ক্রীড়ারণ রঙ্গে সলিল বিহার প্রথা ॥ শৃঙ্গারের কালে সুন্দরীগণের সবলে বসন হরি। পলাইল তীরে সম্পতি তদ্রূপ মৃদু মন্দ হাস্য করি ॥

মরাল সমান গুঞ্জনকরিনী নীরমাত্র পরিহরণ। চঞ্চল কুন্তল ধারিনী সেইত পদ্মাননা বধূগণ ॥ বসন হরণে উলঙ্গ শরীরে পদ্মবনে প্রবেশিল। পদ্মিনীগণের পাল্য হৈঞা সেথা নাল্য সমন্বিত হৈল ॥

অতঃপর নীরে, হাহাকার আর, তীরে হাস্যময় বোল। উঠিতে লাগিল, নীরে আর তীরে, অবিরল উচ্চ রোল ॥ তন্মধ্যে নীরস্থ গোপিকা বচনে, প্রার্থনা চাতক সম। তীরস্থ কৃষ্ণের, আশ্বাস বচন, জলদ গর্জ্জনোপম ॥ অতঃপর বহুবিধ পরিহাস করি। কৌতুক বিশেষে সখ্য ভাব বোধে হরি ॥ দুই দুই জনে এক এক বস্ত্র দিল। দোহে মেলি এক বস্ত্র পরিধান কৈল ॥ এক বস্ত্রে দেহ যষ্ঠী করিয়া বেষ্টিত। এক কালে দোহে তীরে হইল উত্থিত ॥ প্রত্যেকের মুখ তবে পরীক্ষণ করি। হাসিতে লাগিল মহাকৌতুকে শ্রীহরি ॥ হাস্য করি তবে হরি উত্তম বসনে। আবৃত পূর্ব্বোক্ত রূপে গোপিকারগণে ॥ চঞ্চলতা পূর্ণ বক্রাঞ্চলে আবরণ। উদ্ভূত অরুণ গুণ সর্বাঙ্গে ধারণ ॥ মধ্যে মধ্যে সুনিপুণ স্তম্ভের প্রকাশ। কভু কভু আকস্মিক মৃদু মন্দ হাস ॥ অশ্রু বিনা রোদনে কাপট্য প্রকটন। বারম্বার নেত্র আড়ম্বরের গ্রহণ ॥ দৃষ্টি বামে গোপীগণ রুচি

পূর্ণকারী। ত্রিভুবন মোহন সে কৃষ্ণের উপরি ॥ দেবীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। জয় জয় ধ্বনি স্বর্গে উদগীত হইল ॥ প্রশস্ত বস্ত্রালঙ্কার মাল্যে ভরপুর। পেটিকা নিক্ষেপ কৈল অগ্রে সুপ্রচুর ॥ গোপীগণ গোচরে সে পেটিকা পড়িল। বসন ভূষণে সবে সজ্জিত হইল ॥ কৃষ্ণ হেরে সর্ব্ব পূজ্য সেই গোপীগণ। করিয়াছে মহামূল্য বস্ত্রাদি ধারণ ॥ হেরিয়া হৃদয়ে মহানন্দ লাভ করি। সানুরাগে বস্ত্র সব সমর্পিল হরি ॥ প্রথমে অত্যল্প দত্ত বসন ধারণে। অঙ্গরাগ বিশেষ জন্মিল সর্ব্বজনে ॥

শীতল সলিলে, স্নান সমাপনে, বাড়িল দেহের দ্যুতি। সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র, দেহের সুষমা বর্দ্ধিত করিল অতি ॥ পূর্ব্বের মতন অলকা তিলক প্রভৃতিতে সেইক্ষণ। অপূর্ব্ব শোভাতে; শোভিত হইল, তত্র হরি প্রিয়াগণ ॥ সজ্জিত হইয়া বহু বসন ভূষণে। গোপীকৃষ্ণ যুগল স্বরূপ সেইক্ষণে ॥ লোক নেত্ররাজি প্রলোভিত করিবারে। যুগল সজ্জিত হৈল সুষমা সম্ভারে ॥

নিয়ত নূতন, বসন ভূষণ যৌবনে মণ্ডিত দেহ। ব্রজ বধূগণে; তথাবিধ কৃষ্ণে, শোভিত হেরিয়া সেহ ॥ নব্যবধূ বর মনে করি দিব্য, দেব বৃন্দ সেইক্ষণ। করিতে লাগিল; মনের আনন্দে পুষ্পরাশি বরিষণ ॥ বনবিহারেচ্ছু হরিনাক্ষী গোপীগণ। সাপট্যোন কহিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥

অনঙ্গ নামেতে; হে মাধব তব, সেনাপতি কেবা আছে। দেখাহ তাহারে অহো এই সখী মোরে হেন নিত্য যাচে ॥ শুনিয়া মাধব গূঢ় হাস্য সহকারে। কহিতে লাগিল তত্র শ্রীমতী রাধারে ॥ অনঙ্গ দর্শনে বাঞ্ছা না করিহ রাধে। দর্শন তাহার নাহি ঘটয়ে অবাধে ॥ বরঞ্চ সৎকর্ম্মজাত পুণ্য সঞ্চয়নে। ধ্রুব লভ্য হয় হের হেন তার গণে ॥ বৃক্ষলতা এই দম্পতি যুগল ক্ষুদ্র পল্লীসমতুল। তোমা সবাকারে অতিথি ভাবিয়া হৈঞা সবে ভাবাকুল ॥ নিজাত্মীয় বোধে নবীন পল্লব হস্ত সঞ্চালন দ্বারে। আহ্বান করিছে তোমা সবাকারে আতিথ্য গ্রহণ তরে ॥

সেই তরুবল্লী পল্লী পথে তব সানন্দে ভ্রমণ তরে। আস্তর নির্ম্মান তরে পুষ্প রাশি, বর্ষিছে সে পথোপরে ॥ স্বতীব মধুর কল কাকলিতে; তব শ্রেষ্ঠ আবাহন। রচনা করিছে; কানন মাঝারে সানন্দে কোকিলগণ ॥

সানন্দ ঝঙ্কারে, ভেরী শব্দোৎপন্ন, করিছে ভ্রমর যত। শিখি শত অহো শ্রেষ্ঠ সখী সম নাচিতেছে অবিরত ॥ নিজ কান্তি দীপ, সর্ব্বত্র বিস্তার কৈল নিসাপতি এহ। তব পদ রাজ প্রার্থী হৈঞা এই, পথ বিস্তারিল দেহ ॥

অতঃপর রবি তনয়ার তীরে, ধন্য সেই বন্যদেশে। প্রবেশ করিল ব্রজ বধুগণঃ বিরচিত বহু বেশে ॥ কান্ত সহ ভরে বিহার করিতে আরম্ভিল সবে তথা। ইতি পূর্বে রাস মহা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হৈল যেথা ॥ পরপর দিন প্রতি-ললনার কান্ত সহ ক্রিয়া মাত্র। লীলা বিলাসের, সূচনা করিল বনোপান্তে প্রাণ কান্ত ॥

ভ্রমর ভ্রমরী, পক্ষিহবি নিজ গৃহ প্রতি ব্রজ জনে। অনুগতি করি মঙ্গল সঙ্গীত, গাহিতে লাগিল বনে ॥ অহো কি আশ্চর্য্য, অনুরত হৈঞা নিজ ভার্য্যা সহ ধীরে।

ভ্রমিতে লাগিল তদ্বন শোভিত মাধব সর্বত্র তীরে॥ অতঃপর স্নিগ্ধ কণ্ঠ জিজ্ঞাসা
করিল। যমুনার তীরে তবে কি বা কার্য হৈল॥

মহাসুখ বিধায়িনী রাস রাত্রি কিঞ্চিৎ মাত্র অবশেষে। ভ্রমিতে লাগিল পতিসহ
পত্নীগণ সে অরণ্য দেশে॥ রমন ক্রীড়ার তৃষ্ণা সুপ্রবল হৈল তা সবার মনে। হায়
কি করিল কৃষ্ণ বধুগণ কহ ভ্রাতা সেই ক্ষণে॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে করহ শ্রবণ। সেইত
কাননে সবে করিয়া ভ্রমণ॥ প্রত্যক্ষ স্বরূপ তবে করিয়া বর্ণন। অনুষ্ঠানে কৈল রম্য
কেলি আগমন॥

প্রেয়সী বৃন্দের সহিত মুরারি গোপন করিয়া দেহ। নিকুঞ্জ মাঝারে অন্যোন্যান্বেষণে
বিহার করয়ে এহ॥ কৃষ্ণ আর গোপী মিথুনে মিলিয়া সেই অন্বেষণ কালে। সুরত
বিলাস করে মহানন্দে নিকুঞ্জের অন্তরালে॥ সেইত কাননে বিবিধ গতিতে বিবিধ
মূর্ত্তিতে হরি। প্রকট হইয়া সম্প্রাপ্ত হয়েত যেই যেই গোপনারী॥ পৃথক নিকুঞ্জে,
গমন করত লৈঞা সেই সেই জলে। অপরের নেত্র হৈতে দূরে রহি বিহরে সানন্দ মনে॥
সেই বন মাঝে কোন গোপী যদি কোন স্থানে কৃষ্ণ সঙ্গে। দর্শন করয়ে কোন
ব্রজবধু বিহরে নিভৃতে রঙ্গে॥ তবে সেই গোপী আপন হৃদয়ে বিশ্বাস করিতে নারে।
সে স্থানে তাহার কান্ত কভু অন্য সঙ্গে বিহরিতে পারে॥ অতএব কৃষ্ণ আলিঙ্গিত
সেই বধুরে হেরিয়া তথা। গোপী মনে ভাবে তমালে জড়িত কনক যুথিকালতা॥

নিশি অবশেষ বিহগ কাকলী কুলে বন পূর্ণ হৈল। তা সবার মাঞ্জ ভুষণ ঝঙ্কার
তাহে আচ্ছাদিত কৈল॥ কোকিল কুলের উদগীত মধুর কুহু কুহু ঐক্যতান। আবৃত
করিল তা সবার মঞ্জু সুরত কুজন গান॥ তমাল চম্পকে শ্রেণী অনিবার সুসজ্জিত
অপরূপ। আপন শোভাতে আবৃত করিল তা সবার মঞ্জু রূপ॥

পাদপ প্রাচুর্য্যে যে বনে সর্ব্বদা নিবিড়ান্ধকার রহে। অপর জনার অতীব দুর্গম
যে বন সুগম নহে॥ কিন্তু কুঞ্জ মধ্যে দীপ্ত গুল্মোবধি কান্তি ভরে ঝলমল। গোপী
কৃষ্ণ এই মিথুন রজির সমৃদ্ধি বর্দ্ধন স্থল॥

অতঃপর সেই, সেই কুঞ্জবনে গোপী কৃষ্ণ দোহে মেলি। বিস্তার যুগল করিতে
লাগিল অতীব শৃঙ্গার কেলি॥ শৃঙ্গারের কালে অতীব মধুর, রহঃ আলাপন আর।
সঞ্চালিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জন্মিল রোমহর্ষ আনিবার॥ মদন বিলাসে বলয়িত যত
চুম্বনাদি স্পৃহাভরে। অতীব চাঞ্চল্য ঘটিল বিস্তর মিথুনে নিকুঞ্জান্তরে॥ তবে বন
মধ্যে সর্ব নিকুঞ্জ মাঝার। ক্রমশঃ অদ্ভুত ভয়ানক রৌদ্র আর॥ বীভৎস বৎসল করুণ
বীর হাস্য। শান্ত শৃঙ্গারাম্যরস লভিয়া প্রাকাশ্য॥ শৃঙ্গারের অনুকুল ভাব রাশি
যত। যথা যোগ্য স্বাদ দানে হইল বেকত॥ পূর্ণচন্দ্র কিরণ তরঙ্গে শোভমান। সেইত
বনের মধ্যে কোন কোন স্থান॥ পরিচিত নানা মৃগে আর। পক্ষী বৃক্ষলতাদিতে
শোভিত অপার॥ বন মধ্যে কৃষ্ণ নিজে ভ্রমিতে লাগিল। ইহাতে অদ্ভুত রস প্রকট
হইল॥ কোন স্থানে মদমত্ত ভ্রমর নিকরে। ব্যাপ্ত মকরন্দ গর্ভ পুষ্প তুলিবারে॥
কম্পিত হৃদয় প্রেয়সীর তুষ্টি তরে। সবলে প্রবেশ মনোযোগ সহকারে॥ ভ্রমর নিকরে

পুষ্প রাশি ব্যাপ্ত হৈল। ভয়ানক রসই যে প্রকট করিল॥ কোন স্থানে দুষ্ট অলিগনে
দংশনে। যে রমনী কষ্ট বোধ কৈল তত্র বনে॥ অশ্রুধারা নেত্রে আর অনিবার্য্য
হৈল। এত হেরি তবে মহা ক্রুদ্ধ হৈঞা। উর্দ্ধনাল কেলি পদ্ম হস্তে লৈঞা॥ দণ্ডদান
করিবার অগ্রসর হৈল। মকর কুণ্ডল যুক্ত মুখা রক্ত ভেল॥ পুণ্ডরীক নেত্র হৈল
কোকনদা রক্ত। এই স্থানে রৌদ্র রস হইল সুব্যক্ত॥ কোন স্থানে বিলাস সংযুক্ত
মনোহর। শোভাময়ী রমনী গণের কলেবর॥ অনুভব করিয়া মৃনাহ স্থল পদ্ম।
প্রস্ফুটিত হইয়াছে বনে যাহা সদ্য॥ কুঞ্চিত নয়নে তাহা দেখিতে লাগিল। এথায়
বীভৎস রস প্রকট হইল॥ কোনস্থানে শুকপক্ষী সমুহ হইতে। মনোহর বাণী বোধ
হয় চারিভিতে॥ সকরুণ চিত্তে তাহা শুনিতে লাগিল। ইহাতে করুণ রস প্রকট
হইল॥ কোন স্থানে পুনঃস্বীয় বিলাস বশতঃ। সমবেত উৎকট ভাবেতে আন্দোলিত॥
সুরম্য মুকুল পরিপুর্ণ পুর্ণলতা। নেত্র বারি পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ইথে ও
করুণ রস প্রকট হইল॥ কোথায় ওবা প্রৌঢ় ভাব বাহিত নিগূঢ়॥ গর্ব্বের উৎসব খর্ব্ব
করিতে প্রচুর॥ গর্ব্বিত রম্ভোরু নারীগণে লক্ষ্য করি। সুবিস্তীর্ণ কাম বাণ ভ্রূধনুতে
হরি॥ যুক্ত করি বিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই স্থানে বীর রস প্রকট হইল॥
দম্পতির পরস্পর রতি ক্রিয়াচয়ে। যেইত নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি দৃষ্ট হয়ে॥ তদনুকরণ
রূপ ছায়া বলোকনে। কৌতুক বাহিত হৈঞা প্রফুল্লিত মনে॥ উচ্চকণ্ঠে সাতিশয়
হাসিতে লাগিল। এইস্থানে হাস্যরস প্রকট হইল॥ কোন কোন স্থানে পুনরায়
পরস্পর। ভিন্নজন স্পর্শ বোধ করিয়া বিস্তর॥ চিত্ত বৃত্তি সমুদয় বিষয় হইতে।
প্রত্যহৃত করি ধ্যান যোগে সমাধিতে॥ নেত্রদ্বয় সঙ্কুচিত নিমীলিত কৈল। এই স্থানে
শান্তরস প্রকটিত হৈল॥ কোন স্থানে কান্তাসহ অবাধর মনে। যেই শ্রম উপজিল
দেহ আর মনে॥ ঘটিলে ও নিদ্রা হৈঞা সেই শ্রমাধীন। পুনশ্চ রমণ সুখ ধ্যানে
হৈঞা লীন॥ রাগ সাগরের মত জাগৃতি ঘটিল। এথায় শৃঙ্গার রস প্রকট হইল॥
হেন মতে কৃষ্ণ নিজ প্রেয়সীর গণে। বিহরিল রাসোৎসব অন্তে বনে বনে॥

নিকুঞ্জ মাঝার, গুঞ্জন পাসরি, কুসুমে চুম্বন রত। ভ্রমরে নিরখি, আনন্দে মাধব,
হৈল ভাবে উন্মত॥ সুপক্ক দাড়িম্বে, চঞ্চু সংযোজিত শুকে নিরীক্ষণ করি। বল্লবীর
গণে, পুনশ্চরমণে, কামাধীন হৈল হরি॥

বদনে দংশন করিয়া ভ্রমর, পদ্মিনীগণের মাঝে। মধুরস পানে উন্মত্ত হইয়া, তত্র
সরোবরে রাজে॥ দূর হইতেও এইত মধুর, দৃশ্য করি দরশন। মদনে মোহিত হৈল
সাতিশয় তত্র কৃষ্ণ বধূগণ॥ সেই সেই কথা মুখে করিতে বর্ণন। আত্মশক্তি মোর
নাহি করি দরশন॥

জ্যোৎস্নাবতী সেই রজনী নিকর, শ্রীবৃন্দাবিপিন আর। তত্র কুঞ্জ রাজি
তাহে সেই, শয্যা শ্রেণী শোভাধার॥ তাহে হরি আর, হরিণ নয়না দুই দুই সেই
সব। কুঞ্জে সেই সেই, স প্রেম বিলাস, মন সিজ মহোৎসব। এ সব বিষয়, হেরিয়া
হেরিয়া, ঝাটিতি এ মোর মন। পরিহরি অনুসন্ধান কর্ত্তৃত্ব, মুগ্ধ হৈঞা সেইক্ষণ॥

তত্ত্বং বিষয়, বর্ণিতে যাইয়া, কণ্ঠ রোগাক্রান্ত হৈল। মোর পক্ষেতেই, বর্ণনার আর. অবসর না রহিল॥ হায়রে এ আমি, যে সব করিনু, মনোনেত্রে দরশন। সাক্ষাতে হেরিব, সে সব এ মোরে, দেখাইবে কোন জন॥ সংক্ষেপে সে সব-অত্র হইল বর্ণিত। পুনশ্চ বিশেষ রূপে হইবে কথিত॥

যেথা শ্রীরাধার, কোনও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর স্ফুরণ নয়। সেথা অন্য গোপবধূর রূপাদি, বর্ণনার যোগ্য হয়॥ কিন্তু স্ফুর্ত্তি হৈলে, শ্রীমতী রাধার, অন্য বার্ত্তা বহু দূরে। বৈকুণ্ঠাধিশ্বরী লক্ষ্মীরও কথা, কহিতে না শক্তি স্ফুরে॥ অতঃপর সেইত আভীর বধূগণ। পরস্পর অপর লোকের আগমন॥ শঙ্কা করি লীলাবেশ সঙ্ঘটিত কৈল। দেহ হতে বেশভূষা খুলিয়া ফেলিল॥ তবে লতা গৃহ সমূহের বহির্দ্দেশে। আইল এক সুসজ্জিত অকৃত্রিম দেশে॥ সেইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের বহু রূপ নয়। এক রূপ বোধ কৈল গোপী সমুদয়॥ নিদারুণ তাপদায়ী রবির উদয়। সবে সেথা যাঞা বোধ কৈল সে সময়॥

পূর্বদিক্ ভাগে, কোন ও অপূর্ব, অরুণ কান্তির শোভা। আবৃত করিল, গগনে বিস্তৃত, বিমল কৌমুদী প্রভা॥ চন্দ্র ও তুরিতে পতনের মত হৈঞা কর রাজি দ্বারে। আলম্বন কৈল অস্তাচল তদা, আত্মরক্ষা করিবারে॥ স্বল্পগ্লানি প্রাপ্ত, কুমুদিনী কুল হইল সেইতক্ষণ। রাত্রিশেষ জানি, ম্লান হৈল ত্রাস, যুক্তা কৃষ্ণ প্রিয়াগণ॥ তৎকালে গগন সঞ্চারিনী দেবীগণ। করিতে লাগিল হেম কথোপকথন॥

নীচ ভাব প্রাপ্ত, যেই জন করে, উচ্চস্থানে আরোহণ। নিশ্চয় পতিত, হইবে সবলে, উত্থিত সেইত জন॥ গোপ ললনার, বদন সৌন্দর্য্য, প্রাপ্ত হৈনু ভাবি চিত্তে। মাৎসর্য্য বশতঃ, স্খলিত হইল, বিধুদেখ স্বর্গ হৈতে॥

ব্রজের আহির অঙ্গনাগণের, অপাঙ্গে নিক্ষেপ মাত্র। ইন্দীবর বৃন্দ-সুষমা বিলাস, হইল সরম প্রাপ্ত॥ দেখিয়া বন্ধুর, হেন উপতাপ, ইন্দীবর গণ বন্ধু। চন্দ্রমা হায়রে, পতিত হইয়া, প্রবেশ করিল সিন্ধু॥ ব্রজদেবী সকলে ও প্রভাত হেরিয়া। কহিতে লাগিল খেদ প্রকাশ করিয়া॥

নিঃশেষ করিয়া, মোসবার আর, নক্ষত্র গণের ছবি। তুরিতে গগন, আক্রমণ করি, উপরে উঠিল রবি॥ অতঃপর সুপ্রশান্ত স্বভাব সম্পন্ন। রমনী রঞ্জন নব কিশোরতাপন্ন॥ বিবিধ সদগুণো বিভূষিত সে শ্রীমান। কৃষ্ণ কৈল নারীগণ ভাব অনুমান॥ কাষ্ঠ পুত্তলিকা সম অচঞ্চল আর। প্রেম সম্পত্তির চাঞ্চল্যের পূর্ণাধার॥ মার্জন সেই সব গোপিকার গলদশ্রুধারে। সিক্ত মুখপদ্ম কৃষ্ণ প্রেম সহকারে॥ মার্জন করিল আর সান্তনা প্রদানে। কহিতে লাগিল হেন বাণী সন্নিধানে॥

যদ্যপি তোমারে বাহু যুগে মোর, অবিচ্ছিন্ন কাল ধরি। ধারণ করিয়ে ইথে আশাসিন্ধু, হইলেও সহচরি॥ তথাপিহ মোর, চিত্ত পরিতৃপ্ত, কভু না হইবে ধনি। বান্ধব গণের, দৃষ্টিপাত তত্র, অতুলিত বিঘ্ন গণি॥ অবশ্য তেইত, ঘটিবে মিলন, গমন করিলে ঘরে। এথায় রহিয়া, গ্লানি ভোগ আর, না করিহ মোর তরে॥ পূর্বের মতন হরি প্রতি গোপিকারে। হস্তদ্বয়ে স্পর্শরূপ বিলাসের দ্বারে॥ পরস্পর যুক্ত হৈঞা সানন্দে তখন। ধরিয়া ব্রজের পথ করিল গমন॥

যদ্য পিহনিত, অন্তর মাঝারে, প্রেয়সীর বশ হরি। তথাপিহ স্নিগ্ধ-জনে সেহ কৃষ্ণ, ভজে সদা শ্রদ্ধা করি॥ উত্তম পুরুষ-গণের এইত, স্বভাব সবাই কয়। যথা যোগ্য সেবা, করয়ে সবার, ইথে না বিমুখ হয়॥ তবেত তত্তং ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ যত। পরস্পর বিচ্ছেদ করিতে হৈল রত॥ কোটি সংখ্যাধিক সেই নারী সমুদয়। সখী সঙ্গে বিচ্ছেদ যে ঘটিবে নিশ্চয়॥ ভাবিতে সমর্থ নাহি হৈল কোনজন॥ চিন্তামাত্র হৈল সবে বিষাদে মগন॥ তথাপিহ নিজগৃহ প্রতি সর্ব্বজন। ধীর পদক্ষেপ করি করিল গমন॥ ক্রমে সাতিশয় রঙ্গ বিধায়নী আর। ললিতাদি নিজাত্মীয় শ্রীমতী রাধার॥ গর্ণনীয় রূপে অবশিষ্ট যে রহিল। পূর্ব্বোক্ত গণের সহিত সবে যাত্রা কৈল॥ নিজ নিজ উপবন মধ্যস্থ ভবন। তন্নিকটবর্ত্তী স্থান পথ সর্ব্বজন॥ প্রাপ্ত হৈঞা ক্ষনকাল গমন হইতে। নিবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া লাগিল করিতে॥

রাধাদি সুন্দরী গণের সহিত, বিচ্ছেদের কালে হরি। অতি গাঢ় রূপে আলিঙ্গন সহ, অজস্র চুম্বন করি॥ কভু না ছাড়িব, হে সুন্দরীগণ আমি তোমা সবাকারে। বিশ্বাস স্থাপিয়া সবার হৃদয়ে এ হেন বচন দ্বারে॥ সবারে করিয়া ব্রজরাজ পুত্র, বিস্তর মর্য্যাদা দান। কিবা না করিল, সকলি করিল নাহি জানি সংখ্যা মনে॥ কণ্ঠ কুণ্ঠা হেতু তবে ব্রজবধূগণ। কহিতে লাগিল কৃষ্ণে গদ্গদ বচন॥

তোমারে পাইব নিভৃত নিকুঞ্জে, হেন আশা কদাচন॥ কেহ না করিনু হেন সম্ভবনা কোন কালে সমর্থন॥ তথাপি বন্ধুয়া, তোমারে পাইনু পরম সৌভাগ্য ভরে। শ্রবণ করহ এক নিবেদন দাণ্ডাইয়া ক্ষণ তরে॥

সভ্যগণ কভু, নিজ অঙ্গীকার, নাহি করে পরিহার। তুমিত মাধব, সভ্য শিরোমণি, মনো বচনের পার॥

তবেত মিথুন গোপী আর কৃষ্ণ, অধিক বিরহ ব্যাথা। সম্ভবনা করি দোহে আলিঙ্গন, অশ্রুসিক্ত হৈঞা তথা॥ হেন মতে আর্দ্র, হৈল সর্ব্বদেহ, বাহে সদা নেত্র নীরে। মদন পিপাসা, ব্যক্ত হৈল পুনঃ, বহিরন্ত কলেবরে॥ নাথের সহিত তবে ব্রজ বধূগণ। শুনিয়া বাহুল্যভাবে বিহঙ্গ কূজন॥ প্রভাত সময় আসি উপনীত হৈল। জানিয়া সবাই মহাবিস্ময়ে ডুবিল॥ দুঃখান্বিত চিত্তে তবে কম্পের সহিতে। অবিরত অশ্রু পাত করিতে করিতে॥ অঙ্গস্র ভাবনা মূল স্বরূপ বিরহ। অঙ্গীকার কৈল সবে মহাদুঃখ সহ॥ হেনমতে বিয়োগ ঘটিলে অতঃপর। গোপী কৃষ্ণ দোহে হৈল অতীব কাতর॥

চলিতে চলিতে মাধব রাধাদি, বহুত মিথুনগণ। স্কন্ধ বক্র করি মুহুর্মুহু করে দোহে মুখ নিরীক্ষণ॥ প্রেমার রভসে দেহ টলমল, চরণ নাহিক চলে। চরণ অবধি সর্ব্ব কলেবর, তিতিল নয়ন জলে॥ গমনে শকতি নাহিক তথাপি, আইল সবে স্ব ভবনে। বিচিত্র এ নহে কার্য্য সিদ্ধি হয়, বিনা যত্নে ধন্য গণে॥

বহু দয়িতার বিরহ বশতঃ, বহুত বেদন তার। হৃদয় মাঝারে, আছিল নিহিত, কিন্তু প্রিয়া রাধিকার॥ বিরহ বেদন অধিক হইল জারিল সকল দেহ। সর্ব্বরোগ আব-রকক্ষয় যথা, জারে দেহ তথা সেহ॥

শারদ কৌমুদী স্নাত রজনীতে, যমুনা পুলিন মাঝে। বিবিধ বিলাস রসময়ী গণ, কৈল মেলি রস রাজে॥ সকলে আগত, সে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে হেরিয়া উজ্জ্বল মতি। বধূগণ তমো-ঘন বনপথে, চলি আইল শীঘ্র গতি॥ পথে পথে সেথা, ছায়াচ্ছন্ন মূর্ত্তি, ব্রজ সুন্দরীর গণ। কান্ত সঙ্গে নানা, ক্রিয়া কৈল তাহা, না হেরিল অন্যজন॥ চুম্বনালিঙ্গন, সম্প্রযোগাবধি, যতেক বিলাস আছে। সেই সেই কেলি নৈপুণ্য বিরাজে, যাসবার চিত্ত মাঝে॥ কৃষ্ণপ্রিয় সেই কৃষ্ণপ্রিয়াগণ, বিলাস তৃষিতান্তরে। বাহে স্বল্প শ্রান্তি, উদিত বিগ্রহে প্রবেশিল ব্রজপুরে॥ সেই এই রাসলীলা নিবৃত্ত হইল। বাহে কিন্তু চিত্তে তার নিবৃত্তি নহিল॥

রাসোৎসব সদ্য সমাপ্ত করিয়া, ব্রজ ললনার গণ। ব্যগ্রভরে গৃহ কার্য্যাদিতে যুক্ত, কৈল নিজ নিজ মন॥ কিন্তু সেই সেই, নানা কেলিময়, নৃত্যগীত বাদ্য ঘরে। প্রত্যক্ষানুভ করিতে লাগিল, যেন তন্ময়তা ভরে॥

যে রাস বিলাসি সমূহে নায়ক, আপনি মুরলী ধারী। নায়িকা ব্রজের, রমা বিজয়িনী, আহির গোপের নারী॥ নির্দ্দোষ চরিত্র, গণের বাহক, যত্র অনুরাগ রথ। শ্রেষ্ঠ রূপে তাহা, সমগ্র বর্ণন, করুক কাব্যজ্ঞ যত॥

কিন্তু রাসলীলা, পূর্ণভাবে সেই, কাব্য বিশারদগণ। বর্ণিবারে পারে, শ্রীশুক সম্মত, নহে এহো কদাচন॥ সন্দেহ নাশিতে স্নিগ্ধ কণ্ঠ তবে কহে। দাম সুদামাদি চারি সখা কোথা রহে॥ মধুকণ্ঠ কহে পূর্ব্বে এই চারি জন। অত্যুচ্চ পাদপ শীর্ষে কৈল আরোহণ॥ কৃষ্ণযবে নিজগৃহ পথে যাত্রা কৈল। বৃক্ষ হৈতে চারিজন ভূমিতে নামিল॥ সকলি দেখিল কিন্তু কিছু না কহিয়া। পশ্চাতে চলিল সবে আনন্দিত হৈঞা॥ অভ্যন্তরেন্দ্রিয় সমূহের চতুষ্টয়। বৃত্তির স্বরূপ এই চারি সখা হয়॥ তন্ত্রে এ ইন্দ্রিয় চতুষ্টয় বিবরণ। আছে ব্রজে তারা হৈল সখা চারিজন॥ বস্ত্র হরণ লীলা সঙ্গী এই চারি। রাস দর্শনেতে পুনঃ হৈল অধিকারী॥ রহস্য লীলাতে অন্য কোন ও প্রকার। ইন্দ্রিয় বৃত্তির অপেক্ষাদি নাহি আর॥ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীরাসবিলাস। সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় দিব্যমূর্ত্তি শ্রীনিবাস॥ তেই তন্ত্র প্রোক্ত আন্তর্ব্বৃত্তি চতুষ্টয়ে। করিয়া লীলার সাক্ষী রাসের সময়ে॥ বৃক্ষোপরি স্থাপন করিয়া বহির্দ্দেশে। প্রবেশ করিল হরি নিজ নিত্য রাসে॥ রাসলীলা বর্ণনা হইলে ও বিস্তারিত। রজনীর শেষে আসি হৈল উপনীত॥ সংক্ষেপে বর্ণিয়া সাতিশয় নিষ্ঠাভরে। কহিতে লাগিল মধুকণ্ঠ যুক্ত করে॥

হেন পতি তুমি লভিলা শ্রীরাধে, রাসের রভস ভরে। ত্রিলোকস্বরূপা, নায়িকা যাহারে, সহর্ষে ভজন করে॥ তবে কৃষ্ণ নেত্র কৃষ্ণ কৈল দরশন। যুক্ত করে অগ্রে স্থিত পুত্র দুই জন॥ প্রতীজ্ঞা করিছে আজ্ঞাসার ভাগ তরে। উভয়ে আহ্বান তবে

কৈল স্ব গোচরে॥ যেই ভূষণাদিদ্বারে নিজ প্রিয়াগণে। ভূষিত করিল হরি দোঁহে সমাদরে॥ তবে দান মহোৎসবে সভাসদগণ। পরিতৃপ্ত হৈঞা সবে আনন্দে মগন॥ এক ব্যক্তি হইলে ও বহুর সমান। দানে বহু দ্রব্য পাঞা হৈল দীপ্যমান॥ তবে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বিশ্রাম করিবারে। যাত্রা কৈল সভ্যগণ নিজ নিজ ঘরে॥

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য্য, শ্রীজীব গোস্বামিবর। শ্রীগোপাল চম্পূ-গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা গর্ব্ব হর॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ চরণ স্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপাল চম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

অষ্টবিংশং পূরণম্ □ শ্রীকৃষ্ণস্য নবমবর্ষীয় লীলা

সুশোভিত প্রভাত সভাতে অতঃপর। প্রত্যহের মত লভি নিজ অবসর॥ স্নিগ্ধ কণ্ঠ সমুৎকণ্ঠে কহিছে বচন। হরি লীলা মধুকণ্ঠ করহ শ্রবণ॥ তবে সর্ব্বানন্দ বর্ষী নবম বৎসর। উপনীত হৈল শ্রীহরির অতঃপর॥ এইত বৎসর পূর্ব্ব বৎসর হইতে। সমধিক যত্নপূর্ণ ভাবের সহিতে॥ ইন্দ্রযোগ পরিবর্ত্তে গিরিযজ্ঞ সার। বিস্তারিত হৈল বৃন্দাবনে পুনর্ব্বার॥ এই যজ্ঞ নবম বর্ষের অন্তর্গত। সপ্তম বৎসরে নহে বিবধ সম্মত॥ গোবর্দ্ধন যাগ যদি সমাপ্ত হইল। কতিপয় মাস পরে শিবোৎসব আইল॥ শিবরাত্রি নামে খ্যাত সে উৎসব ক্ষণে। আকর্ষণ কৈল সুবিস্তর জনগণে॥ কিন্তু প্রায় যশোধন কামনা করিয়া। পূজার আধার সম ভাবেতে ভরিয়া॥ শিব সঙ্গে অম্বিকা দেবীর পূজা তরে। প্রতি বর্ষে লোকগণ মহানন্দ ভরে॥ অম্বিকা কানন প্রতি করিয়া গমন। শ্রদ্ধাভরে হরগৌরী করয়ে পূজন॥ লভিতে শিবের কৃপা ধনবান গণ। বহুবিধ ধন তত্র করে বিতরণ॥ বারনক্ষত্রাদি যোগে সেইত পূজায়। কত ধন দান করে কহন না যায়॥ সেইত অম্বিকা পূজা দর্শনের তরে। যাত্রা কালে অতিশয় কুতুহল ভরে॥ লীলা কল্লোলিনী কল্লোল লোলচিত্ত। গোপাল চালিত ব্রজগোপালক যত॥ অপরের কিবা কথা নন্দ গোপরাজ। সঙ্গে লৈঞা তার যত আত্মীয় সমাজ॥ পূজা দর্শনের তরে বাসনা করিল। অতএব যাইবারে বহির্গত হৈল॥ নানাবিধ দ্রব্য তবে করি আহরণ। কৈল ভারবাহী দীর্ঘ যাবটে স্থাপন॥ প্রশস্ত বিবিধ সামগ্রী বহুবিধ লোক দ্বারে। স্থাপন করিয়া বহু শকট উপরে॥ দ্রব্যাদি সম্বাহক বৃষ গণে। শকটে নিযুক্ত সবে কৈল যেইক্ষণ॥ কোলাহল কৌতুক তবে অনুভূত হৈল। শকট সমূহ ধীরে চলিতে লাগিল॥ তনয়ের অনুরাগ রূপ পরিমল। তাহার নির্মল পাত্রী দেহ ঝলমল॥ নানাবিধ গোপপত্নীগণ পালয়ত্রী। ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা সর্ব্ব ক্ষেম কর্ত্রী॥ যেন সর্ব্বসুখ দান করিবার তরে। যজ্ঞের উদ্দেশে যাত্রা কৈল হর্ষভরে॥ কি আর বক্তব্য গো গোকুল রক্ষিবারে। চেষ্টা করে যারা সবে যত্ন সহকারে॥ সেই উপানন্দ অভিনন্দাদি ব্যতীত। চলিতে লাগিল সবে হৈঞা হর্ষান্বিত॥ সনন্দ নন্দন এই ভ্রাতা দুইজন। পোষ্য হৈঞা নন্দ সঙ্গে করিল গমন॥ পোষক হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ সঙ্গে। চলিল অম্বিকা বনে নানা লীলা রঙ্গে॥

নয়ন মঞ্জন-নৃত্য বিরাজিত, বদন কমল মাঝে। কস্তুরী রচিত, মকরী পত্রক, স্বর্ণস্তন কুম্ভে রাজে॥ চরণ সরোজ-সমুহে সুরম্য, মরাল গুঞ্জন ধ্বনি। মঙ্গল বহিয়া চলিল ব্রজের, বিশিষ্ট মহিলা শ্রেণী॥

ব্রজ বাসী গণ চলিতে লাগিল, অম্বিকা কানন প্রতি। কেবল যে দূর হৈতে দৃষ্টিগত, হৈল তাসবার গতি॥ তাহা নহে কিন্তু জন কোলাহলে, শকট বিকট নাদে। নয়ন বিহীন জনেও হইল, বৈত্ত তাহা নির্বিবাদে॥

দ্যুলোকে দেবতা গণের নৃলোকে, মানব গণের আর। প্রতিপদে ভাববিভাবিত গীতৎবাদ্য সঙ্গে জয়কার॥ ধ্বনির সহিত কুসুম বর্ষিত, হইতে লাগিল তবে। মুকুন্দে হেরিতে, প্রখ্যাত পথিক-বৃন্দ ও মিলিল সবে॥ বাড়িতে লাগিল, লোকের সঙ্ঘট্ট পথে পথে প্রতিক্ষণ। চলিতে লাগিল, ব্রজবাসীগণ, সানন্দে অম্বিকাবন॥

কম্বল বিশিষ্ট শকটে ভ্রাতার, সঙ্গে আরোহণ করি। চলন্ত মানব সৈন্যে বৃত্ত হৈঞা, বৈচিত্র্যে চলিল হরি॥ কদাচিৎ অন্য উন্নত শকটে, তত্র আরোহণ করি। অভীষ্ট উৎসব দেখিতে উৎকণ্ঠ, স্বষ্টু যাত্রা কৈল হরি॥ সখা সৈন্য গণে, বলবান হৈঞা, বিহার করিয়া পথে জননীর দ্বারে, হৈঞা মুহু মুহু, লালিত উত্তম মতে॥ নিজে আর বন্ধু-বৃন্দ পথে পথে। বিবিধ কৌতুক হেরি। অম্বিকা কাননে, প্রবেশ তবেত, করিল রকারি হরি॥

কৃষিকার্য্যে যথা, প্রথমে হয়েত, জলকষ্ট অবিরত। সৌভাগ্যে পশ্চাৎ বৃষ্টি লাভে তাহা, লাভায়ে সুখীর মত। সেইমত তীর্থ-যাত্রী পদচারী, ব্যক্তিগণ ভাগ্য বশে। কৃষ্ণের দর্শন, পাইল পথে বহু, কষ্ট ভুঞ্জি অবশেষে॥ অম্বিকা কাননে সেই উৎসব মাঝার। ঘটিল ঘটনা এক অদ্ভুত অপার॥

প্রফুল্ল নয়ন-কমলে শোভিত, রোমাঞ্চ শৈবালে প্রোত। মিলিত অশ্রুর তরঙ্গ বিভঙ্গ, বিশাল জনতা স্রোত॥ আক্রমণ করি অচিরে মর্য্যাদা সেতু অতিক্রম কৈল। মনোরম কৃষ্ণ-শোভা মহার্ণবে, জনতা সম্প্রাপ্ত হৈল॥ নাম মাত্রে যেবা বশ কৈল সর্বজনে। সেইত কৃষ্ণের প্রিয় রূপ দরশনে॥ দেখ দেখ কহি সমাগত লোকসব। করিতে লাগিল উচ্চ কণ্ঠে কলরব॥ অতিকষ্টে কোলাহল নিবারিত হৈল। ব্রজলোক যথাযোগ্য গৃহ লাভ কৈল॥ আভাস লভিয়া অতঃপর ব্রজরাজ। পুরোহিত আর নিজ গোপের সমাজ॥ হিত কর লোক সঙ্গে মিলিয়া তখন। স্নান দান কার্য্য সব কৈল সমাপন। তীর্থবাসী লোক গণে করিতে দর্শন। কৌতুক বশতঃ কৃষ্ণ কমল লোচন॥ প্রাণান্তে চন্দন কুঙ্কুমাদি পঙ্ক দ্বারে। সুসজ্জিত হৈল তবে উত্তম প্রকারে॥ তবে সুবলাদি বন্ধুগণ সঙ্গে আর। বলরামে লৈঞা উপবনের মাঝার॥ বিবিধ কৌতুক এথা করি দরশন। ভ্রমিতে লাগিল হৈঞা আনন্দে মগন॥ যেথা নানাদেশ জাত জনতা সবার। বেশ গতি ভোগভাষা অনুভব আর। অশন ভ্রমণ উপবেশনাদি যত। অনুভব করি কৃষ্ণ কৌতুক বশতঃ॥ কহিতে লাগিল কতবাক্য মনোহর। তা সবারে হেরি তবে জনতা নিকর॥ ওই হের কৃষ্ণে ওই হের বল দেবে। ওই হের

শ্রীদামে কহিয়া লোক সবে॥ করিতে লাগিল মহানন্দে কোলাহল। চৌদিকে বেড়িল কৃষ্ণে জনতা সকল॥ যেথা নানাদেশ জাত মানবের গণ। গোবিন্দ সৌন্দর্য্য মকরন্দের ক্ষরণ॥ নয়ন রসনা দ্বারে বহু পরিমাণে। আস্বাদিতে আরম্ভিল আকুল পরাণে॥ কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মধুপানে সাতিশয়। মোহান্বিত নানাদেশী লোক সমুদয়॥ গৃহ পরিহরি করিয়া সহিত সর্বস্বাস্থ নিবেদন। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে হৈঞা নমিত বদন॥ কৃষ্ণ সমীপে আসিয়া। অবস্থান কৈল কৃতাঞ্জলি পুট হৈঞা॥ যেই সব দ্রব্য কৈল কৃষ্ণে নিবেদন। কৃষ্ণ তাহা হৃষ্ট চিত্তে করিল গ্রহণ॥ তোমা সবাকার আর আত্মীয় সবার। ধনজন সর্ববস্তু হয়েত আমার॥ এবে আমি সর্ব বস্তু করি প্রত্যর্পণ। সর্ববস্তু যথা পূর্ব বহু সর্বক্ষণ॥ এত কহি আর সবে পরিতুষ্ট করি। আপন আবাসে আগমন কৈল হরি॥ আবাসে আসিয়া সায়ং কালীন ভোজন। সমাধা করিয়া তুষ্ট কৈল মাতৃমন॥ তবেত প্রশস্ত বস্ত্র শ্রেষ্ঠ আভরণ। মাল্যে বিভূষিত হৈঞা লৈঞা বন্ধুগণ॥ পরম্পরা আত্ম সংগোপন করি সর্ব ভাগবত। ক্ষেমদাতা আর ভাগবত সুসম্মত॥ পরম্পরা সম্প্রাপ্ত পরম গুরুরূপ। শ্রীশিব পূজনে সমাগত ব্রজভূপ॥ যশোদা জননী আর সব যাত্রী সঙ্গে। মিলিত হইয়া শিব স্থানে মহারঙ্গে॥ আপন মঙ্গল তরে শিবের গোচরে। শিবরাত্রি জাগরণ কৈল প্রেমভরে॥ তবেত স্বকীয় পরকীয় জন আর। রাজকীয় জন গণে সংঘট্ট অপার॥ কোলাহল পূর্ণ শিব মন্দির গোচরে॥ যারা সবে নানাবিদ্যাদ্বারে মুগ্ধ করে॥ সেইত মায়াবী গণে শ্রীকৃষ্ণ তখন। বন্ধুগণ সঙ্গে রঙ্গে কৈল দরশন॥

অম্বিকা কাননে, ব্রজজন সবে, কল্পতরু সম হৈল। অধিদেব চন্দ্র, সম পর্জ্জন্যের, ধন্যস্তুত শোভা কৈল॥ প্রভাত হইলে তবে বদান্য বশতঃ। আকৃষ্ট হইল তত্র জনগণ যত॥ সেই সব অগণিত ব্রাহ্মণাদি জনে। সসম্মানে সরল অন্নাদি বিতরণে॥ ব্রজরাজ শ্রীনন্দের সভাসদগণ। বিস্তার করিল যশোরাশি অতুলন॥ সেহত সভাতে তীর্থযাত্রীগণ মাঝে। চিরপরিচিত জন সেই সব আছে॥ পরম প্রণয়স্ফীত ভাব নারীতিতে। প্রেরণ করিল সেই সবে গৃহাদিতে॥ পারণের যোগ্য সেই অমাবস্যা তিথি। ব্রজবাসী গণ সঙ্গে বাস করি তথি॥ পিতা মাতাদ্বারে হৈঞা লালিত তখন। সেই রাত্রি হরি তথা করিল যাপন॥ অতঃপর সেই রাত্রি যাত্রী সমাগমে। কিবা না হৈল পরিপূর্ণ কালক্রমে॥ অবশ্য হইল তবে ক্রমে কোলাহল। অপগত হৈলে তত্র যাত্রিক সকল॥ রাত্রি জাগরণে হেতুক্লান্ত কলেবর। গভীর নিদ্রাতে মগ্ন হইল সত্বর॥ সেইদিন লজ্জা আর বিলাসের তরে। সেইত অম্বিকা বনে কৃষ্ণ কিয়দূরে॥ বন্ধুগণ কৃত অঙ্গ মর্দ্দণাদি সুখে। হইল গভীর নিদ্রা মগ্ন হাস্য মুখে॥ চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেইত রজনী যোগে এক বিষশূন্য॥ দন্তশালী বৃদ্ধ অজগর সে সময়। আসিয়া গ্রাসিল নন্দ পাদপদ্মদ্বয়॥ অজগর সর্প যদি নন্দের চরণ। করিল প্রবল ভাবে গলাধঃ করণ॥ রক্ষাপ্রার্থী হৈঞা তবে নন্দ মহারাজ। মারচিত্তে কৃষ্ণ সদা করয়ে বিরাজ॥ জাগ্রত হইয়া পুত্রে উদ্দেশ্য করিয়া। কান্দিতে লাগিল মহাদুঃখিত হইয়া॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বৎস হে কৃষ্ণ, অজগর কি এ বনে। গ্রাস কৈল মোরে, কিবা অপরাধ কৈনু মহেশ চরণে॥ হেন মতে পুত্র-স্মরণ বশতঃ, ব্রজরাজ সে সময়। সম্প্রাপ্ত হইল, পিতৃ স্নেহ ভরে, দিব্য ভাব মোহময়॥ তবে নন্দ পার্শ্ববর্ত্তী মহাবীর গণ। খড়্গ হস্তে উত্থিত হইল সেইক্ষণ॥ বাহুবলে আত্ম শ্লাঘাকারী বীরগণ। সর্পে হেরে চন্দ্র গ্রাসী রাহুর মতন॥ দেখিয়া সবাই মহাব্যথা বোধ কৈল। খড়্গ প্রহার সর্পে বিফল হইল॥ তবেত উপায়ান্তর না করি দর্শন। প্রজ্বলিত কাষ্ঠ দণ্ড কৈল আনয়ণ। সেই সব দ্বারে সর্পে আঘাত হানিল। তথাপিহ সর্পনন্দ ভূপে না ছাড়িল। যেই মাত্র নন্দ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ। করিল প্রথম কৃষ্ণ নন্দের নন্দন॥ তৎকালে জাগ্রত হৈঞা ঐরাবত প্রায়। বেগে অগ্রসর হৈঞা আসিল তথায়॥ আগমন কালে তার সেই দীর্ঘতর। সর্পের লাঙ্গুল পরিয়াছে পথোপর॥ হেতু বিনা কৃষ্ণ পদ পল্লব তথন। ফনীর লাঙ্গুল কৈল ঈষত স্পর্শন॥ স্পর্শমাত্র শ্রীনন্দের চরণ ছাড়িয়া। অকস্মাৎ সর্পদেহ হইতে উঠিয়া॥ অন্য এক কলেবর বিদ্যাধরাকার। ধারণ করিল সর্প আশ্চর্য্য অপার॥ সেই পূজ্যপাদ ব্রজরাজের চরণ। শ্রীকৃষ্ণের কর স্পর্শ করিল যথন॥ অমনি অক্লেশে পূর্ব সুষমাধারণে। শোভিত লাগিল ব্রজরাজ সেই বনে॥ আশ্চর্য্য হইয়া সবে করে দরশন। সেই বিদ্যাধর পূর্বনাম সুদর্শন॥ পুনশ্চ লভিয়া শ্রেষ্ঠ স্বরূপ আপন। সানন্দে বন্দিল নন্দ নন্দন চরণ॥ তবে নিজ শাপের বৃত্তান্ত ব্যক্ত কৈল। আজ্ঞা লৈঞা নিজ বিদ্যাধর লোকে গেল॥ লজ্জা পরিহরি ব্রজমহিষী প্রভৃতি। তীর্থ করিবারে তত্র আসিল সম্প্রতি॥ তাহারা হইবে মুগ্ধ এহো কিবা কথা। মুগ্ধ হৈল সমাগত বিশাল জনতা॥ কিন্তু সবে যথাযথ মিলিত হইল। কেবল অত্যুচ্চ স্বরে কহিতে লাগিল॥

কৃষ্ণ বলরাম, পিতানন্দ ভূপে, কৃষ্ণরামে মাতৃগণ। অন্য নারীগণ, মাতৃগণে কৈল, হর্ষোন্মাদে আলিঙ্গন॥ হেনমতে রাত্রি যদি প্রভাত হইল। শীঘ্র বন ছাড়িবারে সবে বাঞ্ছা কৈল। তবে করিয়া শ্রেষ্ঠ শকটারোহণ। গন্তব্য পথেতে সন্নিকটের মতন। অতিক্রম করি তবে ব্রজে আপনার। প্রবেশ করিল সর্ব্বজন পুনর্ব্বার॥ ব্রজমধ্যে অনিন্দিত গীতবাদ্যদ্বারে। বিপ্রগণ সহ বেদধ্বনি সহকারে॥ শ্রী উপনন্দের অনুগত গোপগণ। তীর্থযাত্রীগণ সঙ্গে মিলিত তথন॥ কৃষ্ণ বলরাম নন্দ মহারাজে আর। গোপগণ যথা—বিধি করিল সৎকার॥ নীরাজন শেষে ব্রজ উপবনে লৈঞা। স্নানাদির দ্বারে সন্তুষ্ট করিয়া॥ যেথা নিজ পরিচারক লোকদ্বারে। করাইয়া পাক কার্য্য উত্তম প্রকারে॥ মহানন্দে করাইল সবারে ভোজন। সুখে হৈল তীর্থযাত্রী সর্ব্বজন॥ তবেত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া। আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়া॥ গোপগণ সবাকারে গৃহে লৈঞা আইল। নিজ নিজ ঘরে সবে রজনী যাপিল॥ তবেত কথক হরি কথা সমাপণ। করিয়া কহিতে লাগিল সেইক্ষণ॥

হে ব্রজ ভূপতি, তব গৃহে হেন, সর্ব্বচিত্ত মনোহারী। পুত্র শশী এক জনম লভিল, বিচিত্র সুযশধারী॥ যার পদনখ-জ্যোৎস্নাভরে সর্ব্ব, জগতেয় অন্ধকার। বিদূর হইয়া

ঝলমল করে, সর্ব্ব বিশ্ব অনিবার॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনম্বিকাবন গমন সন্নিধানমষ্টারি—১০ শং পূরনম॥

শ্রী মাধ্বগৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য্য, শ্রীজীবগোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধাগর্ব্ব হর॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ চরণস্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

ঊনবিংশং পূরণম্ □ নির্জ্জনবিলাস বাহুল্যম্

তবে স্নিগ্ধকণ্ঠ বক্তা হইয়া সভায়। কহিতে লাগিল রাত্রিকথা পুনরায়॥

যবে রাসোৎসব, সমাপ্ত করিয়া, সুনিভৃতে নিজালয়ে। ফিরিয়া আসিল, ব্রজবধূগণ, তরুণ অরুণোদয়ে॥ তাসবার গৃহ-স্থিত জনগণ তৎকালে আপন মনে। আশঙ্কা না কৈল, বিন্দুমাত্র হরি-মায়া ছল প্রসারণে॥ যোগমায়া অন্ত, তদ্রুপ মূরতি, প্রতিগৃহে সংস্থাপিল। সবাই ভাবিল, পথ হৈতে ফিরি, বধূগণ গৃহে আইল॥ রাসোৎসব পরবর্ত্তী অন্যান্য রাত্রিতে। নানারস বিলাসিত রাসের সহিতে॥ বাদ্যগীত শয্যাতালাদি দ্রব্য দিয়া। সাহায্য করিল কৃষ্ণে বৃন্দাযুক্ত হৈঞা॥

ছায়াচ্ছন্ন পথে, দিবসে অরণ্যে. গমন করিতে নিতি। ব্রজের সমীপে, গগনে শ্রীবৃন্দা, রোপিল তমালবীথি॥ গভীর নিশিতে, নিবিড় তিমিরে সচ্ছন্দে গমন তরে। প্রদীপ্ত ওষধি, বিস্তর রোপিল, পথিপাশে থরে থরে॥ হেনমতে বৃন্দা নিজবৃন্দ সহ, তত্র অভিসার পথে। স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, করিয়া গোবিন্দে, সেবিল বহুত মতে॥

বৃন্দাতবে বৃন্দা বন অন্তর্গত, বিজন বিপিন রাশি। প্রফুল্ল করিল, বিহারি নিকুঞ্জ, সমূহে কুসুমহাসি॥ আহ্বান করিয়া, প্রেয়সীর গণে সে সব নিকুঞ্জবনে। বাস করাইয়া, নিশি জাগরণ, করাইল বন্দুসনে॥

রস্তোরূপেপ্রেয়সী গণে বারম্বার, লাভ করি কুঞ্জে হরি। বিহারালিঙ্গন করিবার সম, রাখিল হিয়াতে ধরি॥ তাসবার ঘরে হরি চৌর্য্য করিবারে। আগমন করে চৌর্য্য লীলা অনুসারে॥

ললিতার হরি, সাহায্যে পাইলে, ধরি বিশাখার বেশ। প্রবেশ করিত, রাধার ভবনে, প্রায় দিবসের শেষ॥ বিপরীত হৈলে, বিপরীত বেশ, ধারণ করিত হরি। বিশাখা-সাহায্যে প্রবেশ করিত ললিতার বেশ ধরি॥ সেই ঘোর অন্ধকারে সখী যেইজনা। অভিসারে প্রতিকূল মনা॥ অন্য সখী ছলবাক্য সেই সখী প্রতি। সংক্ষেপে বর্ণিত অত্র হইল সম্প্রতি॥

হে সুন্দরি গোপ-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ করে, সুসখার ব্যবহার। শপথ তোমার, তারে কর রাধে, নিজ সখ্যে অঙ্গীকার॥ জটিলা প্রভৃতি বৃদ্ধার রমণীরগণ। কোন ক্রমে জানিলে কৃষ্ণের আগমন॥ স্বলীলায় তা সবারে প্রবঞ্চিত করি। কুঞ্জ রঞ্জিত করে কুঞ্জ-নেত্র হরি॥ কৃষ্ণ সহ রমণে প্রেয়সী রাধিকার। বৃদ্ধাদি বঞ্চনখ্যাত যেইত প্রকার॥

যেইত দেবতা, হে বৃদ্ধে তোমারে, আর মোরে নিরন্তর। ভয় প্রদর্শন, করে নিশিযোগে, পশিভবনাভ্যন্তর॥ মন্ত্রজ্ঞ সমূহে, চালিত হইয়া, গোষ্ঠ হইতে বৃন্দাবনে।

সেইত দেবতা, মর্দ্দন করিছে, সুসজ্জিত কুঞ্জ গণে ॥ রাত্রি হৈল তিন নাহি আছে আছে গোষ্ঠ মাঝে। গৃহে ও নাহিক এবে কুঞ্জ বনে আছে। অতএব কুঞ্জে নাহি করিহ গমন। ধ্বনিত হইল শ্লোকে এ গূঢ় বচন ॥ জনৈকা বৃন্দার প্রতি কোন বধু সখি। কৌতুক করিয়া কহে শুনহ সুমুখী ॥

মোর সজনীর, কুসুম মণ্ডিত, নিটোল কপোল মাঝে। মকর কুণ্ডল—চিহ্ন সত্য কহি, হে বৃন্দে সুস্পষ্ট আছে ॥ কৌতুক করিয়া, আমি না লিখিনু, সখীর বিপক্ষ কেহ। শত্রুতা করিয়া, অঙ্কিত করিল, মিথ্যা নহে বাক্য এহ ॥ এই শ্লোকে বিপক্ষ অপর কোন জন। নিখিল ইহাতে হয় বিরোধ লক্ষণ ॥ মোর সখী তেই মোর পক্ষে সুনিশ্চয়। নিখিল সম্ভব হেন ধ্বনিত যে হয় ॥ এইত সখীর বাক্য অনুবাদ কারী। করিও মিথ্যত্ব প্রতিপন্ন কৈল তারি ॥ অতঃপর ব্রজে বিম্ন উৎপন্ন বশতঃ। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা এবে হইবে বর্ণিত ॥ পতি যার প্রবাসে করয়ে অবস্থান। প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয় তার অভিধান ॥ কৃষ্ণ কভু রহে বনে কভু মথুরায়। কভু দ্বারকাতে রহে ত্রিবিধ লীলায় ॥ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ভাব জন্মে গোপীগণে। উপজে তেমতি ভাব কৃষ্ণের গমনে ॥ তার মধ্যে কৃষ্ণের ভাবনা হয় যথা। প্রথমে সংক্ষেপে এবে কহি সেই কথা ॥

ত্বৎ প্রাপ্তিঃ মনুষে ত্বয়া কথয়ভোকিন্তে সুখং সেৎস্যতি ॥ হে মোর হৃদয়, তুমিত রাধারে, দর্শন করিছ আর। কহিছ কত বা, কথা তার সঙ্গে, তুমি এবে অনিবার ॥ রাধার কোমল তনুখানি তুমি, স্পরশ করিছ সুখে। আলিঙ্গন তারে, করিছ তুমিত, সতত হসিত মুখে ॥ সেই সেই যত, দর্শনাদি ক্রিয়া, রাধাতে আরোপ করি। আনন্দ সম্ভোগ, করিছ হে মন, তুমি দিবা বিভাবরী ॥ এ মোর বচনে, বিশ্বাস তোমার, যদ্যপি নাহিক হয়। তুমি চিন্তিছ, অপর দশমী, দশা মাঝে সুনিশ্চয় ॥ তাহারে পাইবে, তবে কহ ওহে, তাহে কি ঘটিবে সুখ। জীবনে নহিল মরণে কি মন ঘুচিবে তোমার দুঃখ ॥ সেইত সময়ে কৃষ্ণ প্রতি একজন। রাধিকার সখী আসি, কহিছে বচন ॥

মাধব তোমার, বিরহে রাধিকা, ভূষণে বহ্নির সম। বহ্নিরে ও এবে, ভূষণের মত, মনে করে মনোরম ॥ এই বিপরীত, ভাবের মাধব, সমাধান কি প্রকারে। বোলহ এবেত, অপর কোন্ বা, উপায়ে হইতে পারে ॥

শ্রীরাধার প্রাণ তুমি হে মাধব, রাধা ও তোমার প্রাণ। এই অনুভব, সর্ব্ব চিত্তে প্রভু, আছে হৈঞা দীপ্যমান ॥ বচনে ইহার, লঘুতা প্রকাশে হইনু যে সমুদ্যত। তার লগি মহা-ধিক্কারের পাত্র, ধিক মোরে শত শত ॥ অতঃপর উৎকণ্ঠিত নায়িকরে কথা। বর্ণিত হইবে শাস্ত্রে শ্রুত হয় যথা—যে নারী নিরপরাধ প্রিয়তম প্রতি। বিলম্ব করয়ে হৈঞা উৎকণ্ঠিত মতি ॥ বিরহোৎকণ্ঠিতা কহি ভাবকের গণ। সেইত নারীরে সদা করয়ে বর্ণন ॥ কৃষ্ণের সমীপে যাঞা সখী একজন। রাধার উৎকণ্ঠা দশা করয়ে বর্ণন ॥

যেইত উৎকণ্ঠা, প্রণোদিত করে, রাধারে অধিকতর। সে কিন্তু মাধব স্পরশ

নাহিক, করে তব কলেবর ॥ এইত কারণে, সেইত উৎকণ্ঠা, রাধার উপরে কৃষ্ণা। সুখ লেশ-নাহি. লভিছে অধুনা, হইয়া বিগত তৃষ্ণা ॥

অশ্রু কম্প আর, ছবির বৈবর্ণ্য, গদগদ স্বর ভেদ। স্তম্ভ মোহ তথা, সর্বাঙ্গ বিপুল. রোমহর্ষোদগম স্বেদ ॥ এ অষ্ট সাত্ত্বিকে, রাধিকা হইয়া, প্রায় বিদলিত দেহ। না পারে ছাড়িতে, না পারে ধরিতে, কোনও প্রকারে সেহ ॥ প্রাণ নাশ আর, প্রাণ রোধ হেতু, উৎকণ্ঠা রাধার চিত্ত। কণ্ঠ লগ্ন ভোজ্য গ্রাস সম দুঃখে, দুঃখিত করিছে নিত্য ॥

মহা গুণবান তুমি হে মাধব তোমার প্রভাব এবে। দোষের সহায়ে পরিপূর্ত্তি লাভ করিল সম্পূর্ণ ভাবে ॥ অতএব রূপ-গুণবতী সেই রাধারে হৃদয়ে ধরি। সান্ত্বনা করিতে পারিবে মাধব উপায় নাহিক হেরি ॥ অতঃপর অভিসারিকার বিবরণ। শাস্ত্রে যাহা ক্রত হয় করিয়ে বর্ণন ॥ নায়কে করায় যেই নারী অভিসার। কিংবা নিজে অভিসার করে অনিবার ॥ তাহারেই শাস্ত্রে অভিসারিকা কহয়। জ্যোৎস্নী তামসী ভেদে তার নামদ্বয় ॥ শ্রীমতি রাধিকা অভিসারিকা হইল। ইঙ্গিতে কোনও সখী কহিতে লাগিল ॥

সায়াহ্নে কোথায় গমন করিলা, হেলোল নয়না সখি। অগ্রেতে তোমার গমন করিতে, অতীব আগ্রহ দেখি ॥ তার মধ্যে অন্য অগ্রতম স্থল, নিভৃত অরণ্য মাঝে। মধুম গুঞ্জিত, বিলাস নিকুঞ্জ, হিয়াতে অধিক রূপে ॥ তেইত ভ্রুক্ষেপ, না করিয়া উচ্চ, নীচ স্থল পথ প্রতি। দ্রুত পদে যাত্রা, করিলা বুঝিতে, না পারিত যত্রগ ত ॥ পথি পার্শ্বে হেরি, তমাল পাদপ, বিশেষ স্তম্ভিত হৈঞা। ভঙ্গী ধরি লীন, হইতেছ সন্ধি গণমধ্যে প্রবেশিয়া ॥ অম্বরের মণি, সূর্য্য সম্বলিত, অস্তাচলাশ্রয় করি ব্রজের পূর্ব্বস্থ, পর্বতে গমন, কৈলা তুমি সহচরি ॥ অতএব শঙ্কা, হয় ধনি তুমি, নিজ কৃত্য করিবারে। চলিলা কৃষ্ণের সমীপে অথবা, কৃষ্ণা তটিনীর ধারে ॥ ব্রজ যুবতীর গণে বৃন্দাবনে তথা। কৃষ্ণের সমীপে অভিসার হয় যথা।

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে, শুভ্রবস্ত্র পুষ্প-মাল্য চন্দনাদি দ্বারে। শুভ্রবেশে করি. দেহ আচ্ছাদিত, ভাববিভাবিতান্তরে ॥ অভিসারে যাত্রা, করয়ে ব্রজের অন্যান্য নায়িকাগণ। অভিসার কথা, শ্রুত যাহা হয়, সত্য বটে এ বচন ॥ অভিসার করি যাইতে যাইতে, গোপবারাঙ্গনাগণ। কান্তাঙ্গ সঙ্গম সুখস্মৃতি ভরে, হৈঞা আনন্দিত মন ॥ ঈষত মধুর, হাসিত দ্যুতিতে, হইয়া আবৃত দেহ। বিফল করিল, তাসবার পূর্ব-কৃত শুভ্রবেশ সেহ ॥

অহো কি আশ্চর্য্য, হৈল সংঘটিত, অন্ধকার আর জ্যোতি। মৈত্রী সংস্থাপিয়া, একাধারে ব্রজ-বনে কৈল অবস্থিতি ॥ অন্ধকারে কৃষ্ণ, ভ্রান্তি ঘটে ব্রজবধূগণে হেন কথা। সাধারণ জন, কহে যাহা হয়, তাহা অতি অভিজ্ঞতা ॥

নব্য অভিসারে, গমনে উদ্যত, ভব্য নায়িকারগণ। অভিসারারম্ভে ভয়ে প্রকম্পিত হয় চিত্ত ঘনে ঘন ॥ চলিতে আরম্ভ, করিলে স্তম্ভিত, হয়েত চরণদ্বয়। প্রিয়তম করি, হিয়াতে উদয়, দেহ নিষ্পন্দিত হয় ॥ এই সব ভাব, হয় যেই গোপরামাগণে অভিসারে,

তাসবার কৃষ্ণ সঙ্গে সম্মিলন, দৈব ঘটাইতে পারে ॥ লইয়া যাইতে পারে মাত্র দৈব, কৃষ্ণ ঠাক্রি গোপীগণে। কিংবা গোপীঠাক্রি আনিবারে পারে, কৃষ্ণে বলে আকর্ষণে ॥ কদাচিৎ কৃষ্ণ কোনও বধূরে। দিবসেও আনিত অপূর্ব ছল ভরে ॥

দেখ অয়ি সখি, ময়ূর নিকর, ভীতিভাব পরিহরি। চৌদিক বেড়িয়া, নর্ত্তন করতঃ, রহিয়াছে শোভা করি ॥ নবীন নীরদ বরতনু এক, দেখ শিখিবৃন্দ মাঝে। বিহার পূর্বক, প্রচুর সুষমা, বিথারি কেমন রাজে ॥ নির্জনত্ব মধ্যস্থিত কৃষ্ণত্ব ও আর। ধ্বনিত হয়েও এই বাক্যের মাঝার ॥ শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে সমুচিত। এবেত বাসরসজ্জা হইবে বর্নিত ॥ নায়ক আসিবে জানি স্বাবকাশমত। যেই নারীদেহ গেহ করে সুসজ্জিত ॥ বাসক সজ্জিকা তারে কহে বুধগণ। উৎকণ্ঠা সংকট তাহে রহে অনুক্ষণ ॥

যেই ব্রজাঙ্গনা, কুসুম চয়ন, করে অনুরাগ ভরে। চয়ন করিয়া বিলসি পালঙ্ক, কুসুমে সজ্জিত করে ॥ ত্রিজগতে অহো, নাহি আছে যাহা, না আছে বৈকুণ্ঠগণে। এহেন সুন্দর, পালঙ্ক সজ্জিত করে গোপী সযতনে ॥ হেন মতে সেই, বাসক সজ্জিকা, শোভিত একাকী যবে। সখীগণ আসি মিলিত হইলে, কিছুনা বুঝিত তবে। তৎকালে সেইত গোপী উৎকণ্ঠার দ্বারে। বশীভূত হৈলে এক সখী কহে তারে ॥

ও হে চক্রপাণি, সজনী আমার শয্যা বিরচিয়া বনে। চৌদিকে নে হারে, আগমন তব চিন্তিয়া আপন মনে ॥ তোমা না দেখিয়া। ক্ষণমাত্র কাল, ক্ষেপণ করিতে আর। ধৈর্য না রহিল, মহাকম্প রূপ, সম্পত্তিতে হস্ত তার ॥ কার্য করিবার শক্তি হারাইল, তবে সে অধীরা নারী। ধৃত সুপ্রশস্ত বেশভূশা কৈল, বিদলিত ছিন্ন করি ॥ বিপ্রলব্ধা নায়িকা কথা অতঃপর বর্নিত হইবে যথা শ্রুত নিরন্তর। সঙ্কেত করিয়া দৈবে বন্ধু না মিলিলে। বিপ্রলব্ধ কহে তারে ব্যথা প্রাপ্ত হৈলে হেন অবস্থায় কোন সখী একজন। কৃষ্ণের সমীপে আসি কহিছে বচন ॥

কেবল যে ভুক্তি মুক্তি পরমেশ, তোমার আগমন ভবে। প্রচার করয়ে, তাহা নহে ভক্তি, ব্যক্ত করে সুহৃৎ সবে। আগমন তব, নিভৃত নিকুঞ্জে কেবল যে বধুগণে। সুরত সুখের, ভোগ আর মুক্তি, দান করে অবসানে ॥ কেবল যে তাহা নহে রাগাত্মিকা ভক্তি কর (তুমি) দান। অতএব কুঞ্জে, আসি হরি তুমি কর সেবা সম্প্রদান ॥ শাস্ত্রে কহে খণ্ডিতার যেইত লক্ষণ। অতঃপর সেই কথা করিয়ে বর্ণন ॥ সময় লঙ্ঘন করি প্রিয়তম যার। আইসে অন্য নারী সঙ্গে করিয়া বিহার ॥ প্রাত কালে আইসে তাঙ্গে ভোগ চিহ্ন ধরি। খণ্ডিতা নামেতেখ্যাত হয় সেই নারী। খণ্ডিতা নারীর কোন সখী একজন। কৃষ্ণের নিকটে আসি কহিছে বচন ॥

হে মাধব তুমি সজ্জিত হইয়া নখরের চিহ্নে নিজে। কোন প্রেরসীরে খণ্ডিত করিতে পারহ এইত ব্রজে ॥ কিন্তু নখরের চিহ্ন না ধরিয়া খণ্ডিত করিল যারে। তোমার মহতী পরিপাটী ব্যক্ত হৈল সেইধ্বনি দ্বারে ॥ খণ্ডিতার প্রতি তার সখীর ভর্ৎসনা আর অন্য কোন এক দ্যুতীর বচন ॥

আমি আর তব সহচরীবৃন্দ, যেইত বচন কহি। হে মানিনী সেই, বচন শ্রবণ, করহ নিকটে রহি ॥ সহজ যে বৃত্তি, হৃদয়ে তোমার, আছয়ে গোবিন্দ প্রতি। তাহারই তুমি, করহ ভজন, হইয়া একান্ত মতি ॥ যেই খণ্ডিতার মান কঠোর হইল। তার প্রতি সখীগণ কহিতে লাগিল ॥

মানাগ্নিজনিত, কটাক্ষশায়ক, হে রাধে কৃষ্ণের প্রতি। নিক্ষেপ করহ বৃথা, কেন হৈলা, গরবে পূরিত মতি ॥ দেখহ সুন্দরি, বন্ধুয়া তোমার, রোষ বহ্নি নিবারিতে। মেঘাস্ত্র বর্ষণ, করিছে উভয়; বিস্তৃত নয়ন হৈতে ॥ নখদন্ত্যাঘাতক্ষত রক্তিম বরণ। অঙ্গে ধরি আইল কৃষ্ণ সঙ্কোচে তখন ॥ হেন হেরি কান্ত আর কান্তা দুজনার। প্রশ্ন প্রত্যুত্তর হৈল এহেন প্রকার ॥

কৃষ্ণ কহে ওহে, দয়িতে দয়িত বাহে বৃন্দাবনেশ্বরী। কৃষ্ণ কহে রাধে বদন তোমার, কেন বিমলিন হেরি ॥ রাধা কহে ধিক্, তোমারে নাগর, তুমি কি জান না এহ। কৃষ্ণ কহে হায়, এই কি হইল, নখদন্তক্ষত দেহ ॥ লোকে যে দেখিবে, কেমনে হইল, কিছুই নাহিক জানি। শুনিয়া সহাস্যে, রাধিকা কহয়ে, শুনহ মুরলী পাণি ॥ নিকুঞ্জ মাঝারে একাকী যবেত, নিদ্রিত আছিলা হরি। এই দুর্দশা করিল তখন, সেই নিদ্রা নিশাচরী ॥ অতঃপর রাধা আর সখী দুইজন। পরস্পর করে হেন কথোপকথন ॥

রাধিকা কহয়ে, জলদ মাঝারে, বিজুরী চুম্বকে দেখি। ভীরুজনগণ-হৃদয় শঙ্কাতে, পরিপূর্ণ হয় সখি ॥ সখী কহে ধনি, তুমি কিবা হাস্য, করিছ হরির প্রতি। রাধা কহে নহি, নহি তার বক্ষে, নখ চিহ্নে করি স্তুতি ॥ অতঃপর খণ্ডিতা শ্রীরাধার বচন। গোবিন্দের প্রতি যথা করয়ে বর্ণন ॥

সর্বাঙ্গে শোভিত, নখক্ষত আর, সিন্দুরের চিহ্ন হরি। আবৃত করহ, প্রেয়সীর রক্ত-বর্ণ বস্ত্র অঙ্গে ধরি ॥ কিন্তু অঞ্জনাক্ত, কৃষ্ণাভ তোমার, সুকোমল ওষ্ঠখান। গোপন বিহার, প্রকাশ করিছে স্পষ্টরূপে বেণু পাণি ॥

কৃষ্ণ জলধর, করি পূর্বদিক, সুন্দরীরে আক্রমণ। অন্তদিক হৈতে, লজ্জাভরে কৈল, চন্দ্রকলা আবরণ ॥ ঘনশ্যাম তুমি, করি পূর্বনারী, চন্দ্রাবলী অঙ্গসঙ্গ এথা আসি লজ্জা-ভরে আবরিছ, নখ চিহ্নাঙ্কিত অঙ্গ ॥

স্ত্রীভাব বুঝিতে অথবা মোহিনী-রূপে অবতার তরে। মন্দার পর্বত তলাশ্রয় কৈলা, তুমি কুর্ম কলেবরে ॥ সেই অনুচিত, নহেত অঞ্চিত, যেহেতু সুধার দ্বারে। উদ্যত হইলা, তৃপ্ত করিবারে, আপন দেবতারে ॥ কামিনীগণের কামভাব তুমি সম্যক অবরোধ তরে। কূর্ম সম তুমি, কুঞ্চিত হইলা, চন্দ্রাবলী দেবী ঘরে ॥ তুমিত অঞ্চিত, জগতে কেহত তোমারে জিনিতে নারে। তদ্রূপ বিহার, অনুচিত নহে, যেহেতু স্বচিন্তাধারে ॥ সঞ্চিত সুধাতে, তোমার আপন দেবতা রাধারে এবে। উদ্যত হইয়া প্রসব করিতে, রহঃ কেলি মহোৎসবে ॥

মোরে ত্যাগ করি সে চন্দ্রাবলীরে, পোষণ সযত্নে করি। বিহার করিছ, এহেন বচন অসত্য নহেত হরি ॥ হিত্বা পদপূর্বে, জা ধাতু হইতে রাইয়ের প্রযুক্ত

হৈল। অন্ত হিত্বাপদ, ধা ধাতু হইতে পোষনার্থ ব্যক্ত কৈলা। হাকো হিঃ ধাতো হিঃ এইত উভয় সূত্রের অর্থানুসারে। হি আদেশ হয়, তেই হিত্বা পদে দ্বিবিধার্থ ব্যক্ত করে॥

অত্যন্ত কামুক, হয়েত জগতে, নরনারী যেইসব। সরস নীরস, কবিবারে নারে, তারা পার্থক্যানুভব॥ দেখহ সবাই, এইত মাধব, নীরস বংশীর মুখ। পান করি আর ছাড়িতে না পারে, কে জানে কি পায় সুখ॥ শ্রীমতী রাধার প্রতি মাধব তখন। কহিতে লাগিল মান ভঞ্জন কারণ॥

হে প্রিয়ে রাধিকে, তুমিত ক্ষীণাঙ্গী, কোমল হৃদয়া আর। অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি-শালিনী অথচ, হেন স্থূল দীর্ঘাকার॥ মন তুমি চিত্তে কেমনে ধরিলা, এবড় আশ্চর্য্য লাগে। তেইতে রহস্য, জানিতে জিজ্ঞাসা করি তব পুরো ভাগে॥

বদন তোমার, পদ্মের মতন, কোমল বলিয়া জানি। রসনা সেহত, পল্লব পত্রের, মত সুকোমল মানি॥ তবে কেন রাধে, বচন তোমার, এহেন নিষ্ঠুর হৈল। অহো বুঝিয়াছি, হৃদয় তোমার বজ্রে, বিধি নিরখিল॥

সুন্দরি তোমার, মান যথা মোর, রুচিকর বোধ হয়। প্রসন্নতা তব, নহে সেই মত, সুখপ্রদ সুনিশ্চয়॥ মানে হয় তব, স্বাধীনতা ব্যক্ত, তাড়ন ভৎসনে যথা। আনুকূল্যে নহে, মহাসুখপ্রদ, ব্যক্ত সেই স্বাধীনতা॥

অয়ি প্রাণাধিকা, রাধিকা তোমার, লীলা পদ্মে রোষ ভরে। হইলেও আমি তাড়িত না হই, পীড়িত ক্ষণেক তরে॥ কিন্তু খেদ এহ, তব পাদপদ্ম, এ মোর মিত্রের সম। হিয়াতে ধরিলে, রোমাঞ্চ উদয়ে, দুঃখ দেয় নিরুপম॥ মাধব নির্জনে হেন লোভ কর বাণী। কহিলে তৎপ্রত্যুত্তরে কহে রাধারাণী॥

সুখ রূপ মহাসমুদ্র শোষণে, অগস্ত তাপসসম। মর্যাদাস্বরূপ, মহামেঘমালা, তাড়নে অনিলোপম॥ প্রাণবায়ুপানে, ভুজঙ্গস্বরূপ, তনু বন দাহে যেন। গ্রীষ্ম দাবানল, মাধব তোমার, ভীষণ বিরহ হেন॥ সহ্য হৈল যদি, অক্লেশে এ মোর, তবে পদ্মাপতি তব। কেননা সহিতে, পারিব তোমার, দুর্নীতি নিত্যই নব॥ হেনমতে শ্রীরাধার হেরিয়া ক্রন্দন। সখী তার কৃষ্ণ প্রতি কহিছে বচন॥

সূর্য অস্তমিত, সন্ধ্যা দেখ এবে, হৈল অনুরাগবতী। দিবসে সেহত অতীব নির্মল, সুষমা শোভিত অতি॥ অতএব সন্ধ্যা, সহদিবসের মিলন প্রশস্ত গনি। রাত্রি সঙ্গে নহে, মলিন স্বভাবা, সাতিশয় সে রজনী॥ মাধব তোমাতে কিন্তু বিপরীত তরে। স্বভাবাদি পরিদৃষ্ট হয় অনিবার॥ দিবসে স্বচ্ছতা আছে স্বচ্ছতা তোমাতে। নাহিক মাধব চিত্তে দেহে বচনেতে॥ এই ব্যঞ্জনা সখী-বচনে প্রচার। অনুরাগবতী রাধা মাহাত্ম্য অপার॥ মানিনী রাধিকা পুনঃসখীর সদনে। কহিতে লাগিল তবে সখেদ বচনে॥

সেইত মাধব, মোর চিত্তস্থিত, প্রেম দীপ দীপ্তি মূল। স্নেহ ধ্বংস করি, দীপের জ্বলন, কৈল এবে সুনির্মূল॥ অয়ি প্রতিকূল বাহিনী সজনি, কিসের লাগিয়া তারে।

নিন্দিছ অযোগ্য, বচন কহিয়া, মোর ঠাঞি বারে বারে॥ বিচার করিয়া, দেখহ সজনি, কিসের লাগিয়া তারে। নিন্দিছ অযোগ্য বচন কহিয়া, মোর ঠাঞি বারে বারে॥ বিচার করিয়া, দেখহ সজনি, ক্লেশের কারণ স্নেহ। ক্ষয় প্রাপ্ত হৈলে, নির্দ্বন্দ্ব হইবে, মোর চিত্ত আর দেহ॥ নানা গোপী সঙ্গে, প্রমোদে মাতিয়া, সতত রহিবে হরি। তবে আর হায়, কাহার কি দুঃখ, রহিবে হে সহচরি॥ তবে রাধিকার নেত্র জল হরি দূর। করিবার তবে কহে বাক্যছলপুর॥

মৎস্য হইতেও, শুক্তির মতন, হয় মুক্তা ফলোদয়। এহেন বচন, রত্ন বিষয়ক, শাস্ত্রে সদাশ্রুত হয়॥ এইত শাস্ত্রার্থ, দেখিবারে যেন, তোমার বদন প্রতি। হে মানিনী মোর, হস্ত প্রধাবিত, হুইল ত্বরিত গতি॥ নয়ন তোমার নিমেষ বিহীন, অতএব মীনোপম। অশ্রুবিন্দু তাহে, ঝরে রাশি রাশি, উজ্জ্বল মুকুতা সম॥ তথাপিহ রাধারাণী বিমুখ হইয়া। মনে মনে হেন কথা চিন্তন করিয়া॥ কলহান্তরিতা নায়িকার ভাব দ্রুত। সম্প্রাপ্ত হইল মানে আবেশ বশতঃ॥ সখীগণ অগ্রে যেবা পতিত চরণে। বল্লভে নিরস্ত্র কার সরোষ বচনে॥ পশ্চাতে করয়ে অনুতাপ বিলক্ষণ। কালহান্তরিতা তারে কহে বধুগণ॥ কলহান্তরিতা নায়িকার ভাব ধরি। নিজমন প্রতি কহে বৃন্দাবনেশ্বরী।

এই মান দ্বারে, তুমি যদি মন, কৃষ্ণে বশ করিবারে। বাসনা করহ তবে বশে আইসে, সেহ যদি নিজ দ্বারে॥ তবে মন তুমি, বৃথা মান কেন, পরিত্যাগ নাহি কর। বৃথা মানে দেখ, দগ্ধ কৈল তোমা, আর মোর কলেবর॥ কৃষ্ণ প্রতি রাধিকার সখী একজন। কহিতে লাগিল তবে এহেন বচন॥

যেইত কামিনী, হৃদয় তোমার, প্রখর নখরাঘাতে। বিদীর্ণ করিল, উদ্দাম বিলাস কালে ওহে সুরারাতে॥ তবে তুমি প্রিয়, দয়িতা বলিয়া, স্বচিত্তে মানহ হরি। তেই মোসবার, নয়ন জলয়ে, তোমাকে দর্শন করি॥

হে গোপীবল্লভ, যেইত দয়িতা, সম্মানে অমান জানে। কিন্তু তব মান, জীবন স্বরূপ, বলিয়া সতত মানে॥ তার ঠাঞি তব, সঙ্গ সুদুর্লভ হইলেও ওহে হরি। হয়েত সুলভ, তেই সদা মান, করে বৃন্দাবনেশ্বরী॥ এত কহি সখীগণ পরাঙ্মুখ হৈল। বহুক্ষণ কৃষ্ণ যেথা অবস্থান কৈল॥ তবে দূরবর্ত্তী দেশে ভ্রমিতে লাগিল। হেন কালে বংশবনে শবদ উঠিল॥

সেই শব্দে স্পষ্ট রোমাঞ্চ সঞ্চয়, রাধিকার কলেবরে। পরিদৃষ্ট হৈল সজনীর গণে, নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে॥ মানিনীর মান, সংহারে নিপুণ মহাগুণী হৈতে গুণী। বিজয়ী হউক, বেণুনাদসম, সেইত কীচক ধ্বনি॥ শ্রীরাধার হেন ভাব দেখি একজন। কুটিল স্বভাব সখী কহিছে বচন॥

অপরাধ কৈল, তোমার নিকটে, হরি নিজ কর্মদ্বারে। তথাপিহ কেন, কঠোর বচন, তুমি না কহিছ তারে। মনেও রোষের লেশ নাহি তুমি ধারণ করিছ সখি। হায় হায় তুমি, আমার বচন, স্বীকার নাকর দেখি॥ আমিও সতত আপন হৃদয়ে,

অপমান বোধ করি। তোমার নিকটে কোন দিন সুখ না পাইনু সহচারী॥ শুনিয়া সখীর বাক্য চিন্তে রাধারাণী। এহেন হয়েত তত্র তার মনোবাণী॥

মান কর তুমি, কহে মোরে সেই; মোর প্রিয় সহচরী। আমি কিন্তু মান কাহারে বা কহে, স্পষ্ট না বুঝিতে পারি। যদি কেহ কহে, কৌটিল্য হইতে, মান সুসাধিত হয়। তবেত কৌটিল্য, কাহারে বা কহে মোর বোধগম্য হয়॥ হায় কি কহিব, হসিত লসিত সরোজ সুন্দর আঁখি। শ্যামসুন্দরের, দেখিতে লালস, এমোর মানসে দেখি॥ তবে আর অন্য, ভাবের স্ফুরণ, সে মনে কেমন হয়। হায়রে কি কষ্ট, আমা হৈতে মান, কভু ঘটিবার নয়॥

করিলেও মোর পরাণ বন্ধুয়া, অপরাধ শত শত। তার প্রতি মোর এখন মানস অনুরক্ত হয় তত॥ এইক্ষনে যদি ছাড়িতে না পারি তবেত কেমনে আর। করিব আমার পরাণ বন্ধুরে মানভরে পরিহার॥

বলে মান শিক্ষা, প্রদানকারিণী, তত্র সখীগণে আর। রাধারে তুরিতে কৈল আকর্ষণ, যেবা শক্ত্যে আপনার॥ শ্যামসুন্দরের বদনে বাদিত, হেন বেণুকলনাদ। বিজয়ী হউক, নাশিয়া বিশ্বের, যত বাদ বিসম্বাদ॥ রাধিকার মুখ হেরি ইহা কি কমল। ইহা কি চন্দ্রমা হেন উপমা সকল॥ ইত্যাদি চিন্তিয়া সন্দিহান হৈলে হরি। তার প্রতি কহে এক রাধা সহচরী॥ দেখহ মাধব, নিখিল বিজয়ী, ভ্রূধনু নয়ন বান। নিক্ষেপিছে রাধা, চন্দ্রে হেন ভাব, নাহি কভু বিদ্যমান॥ তেইত রাধার, সুন্দর বদনে, চন্দ্রবুদ্ধি করিবার। সাহস কদাপি, না করিহ তুমি এই কহি বার বার॥

ভ্রমরী যেমন, পদ্মবন লভি, মধুপানে মত্ত হয়। শফরী সানন্দে, করয়ে প্রবেশ, লভি যথা জলাশয়॥ তেমতি রাধিকা, লভি প্রাণনাথে, মুখপদ্ম মধুতার। দৃষ্ট হৈল সুখে, করিছে সেবন, পূর্ব দৃষ্টান্তানুসার॥ অপর দৃষ্টান্ত, দৃষ্ট না হইল, শফরীর যত সুখ। চুম্বন করিয়া, শ্যাম সুন্দরের, হসিত লসিত মুখ॥ এত হেরি সখীগণে আনন্দ না ধরে। নিভৃতে বসিয়া হেন আলাপন করে॥ স্বাধীন ভর্তৃকা এবে করিয়ে বর্ণন। শাস্ত্রে শ্রুত হয় যথা সংক্ষেপে লক্ষণ। আপন আয়ত্ত হৈঞা সমীপে যাহার। কান্ত রহে স্বাধীন ভর্তৃকা নাম তার॥

প্রিয়তম হরি কর্তৃক যাচিত, হইয়াও বারম্বার, স্পর্শমাত্র যেবা বাঞ্ছা না করিত, দূরে রহু কেলি তার॥ সেইত রাধিকা নিজ কটিবন্ধ, কাঞ্চী সম্বরণ তরে। আদেশ করিছে, মুহুর্মুহু স্বয়ং, কান্তে বাক্য ভঙ্গীভরে॥ তেই মনে হয়, মাধবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সমুদয়। মাদক স্বভাব, দিব্যোন্মাদকারী, সাধু সবিশেষ হয়॥ যার সঙ্গ হেতু, প্রার্থনা স্বরূপ, এহেন উন্মাদ বিত্ত। লভিল রাধিকা, ওহে মধুকণ্ঠ, উন্মাদিত হৈঞা নিত্য॥

যবেত মাধব, অধিক করিয়া, রাধিকার রূপরাশি। বর্ণনা করয়ে সখীর সমাজে রাতুল বদনে হাসি॥ তবেত সুন্দরী পরাণ বন্ধুর, চমৎকার রূপখানি। তন্ময় হইয়া, নেহারে সঘনে, না শুনে বন্ধুরবাণী॥ অতঃপর সখীগণ নিভৃতে বসিয়া। আলাপন করে হেন একত্র হইয়া॥

তমালের তলে, এইত চম্পক লতিকা বিলাস কৈল। বুঝিনু প্রাগল্ভ্যে তদুপরি পুনঃ রমণে ইচ্ছুক হৈল॥ অতঃপর শ্রীমৎ পরমতত্ত্ব রূপ গুরু। তার উপদেশময় স্বপ্ন অঙ্ক চারু॥ প্রাতঃকালে সুললিত রাজ মঙ্গলিত। গাহিতে লাগিল গীত ললিতা ললিত॥

উৎকৃষ্ট নিকুঞ্জে জাগ্রত হইয়া কুসুম পায়তোপরে। রবির কিরণ নিকরে হেরিল, কুঞ্জে ঝলমল করে॥ প্রেয়সী রাধার নিদ্রাভঙ্গ করে নিজপরিজনে হেরে। শিখি পুচ্ছ সদা ধারণ করয়ে মস্তকে মুকুটো পরে॥ উল্লসিত হয়, মুরতি নিকরে, মুহুর্মুহু প্রেম ভরে। রাধায় সহিত, প্রকাশ্যে চুম্বন, ললাদি দুর্নীতি করে॥ নিবিড় অরণ্য, পথে চলি যায়, অতীব আসক্তি ভরে। মন পথে তবে, বহু লীলা করি সুখ বিতরণ করে॥ আশাতে শুম্ভিত, বিরহ গরল, পুনর্মিলনের তরে। যাহার স্বরূপ, ভুবন বাসিরে, নিত্য সুখ দান করে॥ সেই সনাতন শর্মদান কারী, কংসারী মাধবোপরে। এমোর মানস, আসক্ত হইল জয় হরে কৃষ্ণ হরে॥ অপর লীলাতে অন্য দিনে সংঘটিত। সখীর সৌভাগ্য এবে হইবে বর্ণিত॥ নিভৃত নিকুঞ্জে, প্রাগল্ভ্য প্রকাশ, করিছে হরির সনে। কোন এক সখী, এতেক হেরিয়া, রাধারাণী হৃষ্ট মনে॥ কিছু না কহিয়া সেইত সখীরে, ঈষত হাসিত মুখে। বেণু দিয়া করে, হরির মস্তকে, শিমন্ত বান্ধিল সুখে॥ সেই সখীর প্রতি কোন এক রীতি। প্রকাশিয়া কহে রাধা লভি মহা প্রীতি॥

কুসুম শোভিত, মঞ্জুল নিকুঞ্জ, বিলাস পালঙ্কোপরি। গভীর নিদ্রাতে, নিমগ্ন হইল, প্রাণ প্রিয়তম হরি॥ এই ত সুযোগে, পরম নির্ভয়ে মুরলী হরণ তরে। হরির প্রেয়সী, তোমারে প্রেরণ, করিনু কৌতুক ভরে॥ কিন্তু তুমি সেই, মুরলী ফেলিয়া, কৈলা এথা আগমন। অতি পরিশ্রান্ত, যেন তোমা সবে, করি এবে দরশন॥ ইথে মনে হয়, গমন করিলা, তুমি দ্রুত অন্য পথে। সে পথ অতীব, দুর্গম হয়েত, মোসবার অভিমতে॥ কৃষি কার্য যথা হয় বর্ষাতে আয়ত্ত। তথা গোপী কৃষ্ণ উভয়ের বাহ্য যত॥ দৈব বশে ক্রমশ হইল বশীভূত। বসন্ত পঞ্চমী তবে হইল আগত॥ তাহা লক্ষ্য করি বসন্তরাগ সনে। মিলিত হইয়া কুঞ্জে গোপ বধূ গণে॥ শ্রীমান গোপাল নৃত্য গীত সহকারে। করিতে লাগিল ক্রীড়া উত্তম প্রকারে॥ সেই শ্রীপঞ্চমী তিথি যোগে অলিগণ। মুকুলের মুখ মুদ্রা করিয়া খণ্ডন॥ মাধবী লতারগণে উন্মীলিত করি। ভ্রমিতে লাগিল বনে দিবা বিভাবরী॥ শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণ আর রাধিকারগণ। নেহারিয়া অবাধ মিলন সম্ভাবন॥ কিছু কাল সাতিশয় বিমনা হইল। তৎ পরে সুমনায় মান সখী শ্রেণী আইল॥ তাসবারে বন মধ্যে করিয়া দরশন। বৃন্দা হৈল সাতিশয় আনন্দে মগন॥ কোন এক গোপী তবে বৃন্দায় পুছিল। সখি বৃন্দে ক্রিয়া তব কেন মন্দ হৈল॥ এথায় আসিয়া সবা সঙ্গে সমুদয়। অবগত হও নিজে এরম্য বিষয়॥ বৃন্দা কহে কি প্রকার সেইত বিষয়। সখী শ্রেণী কহে তব রুচি যথা হয়॥ বৃন্দা কহে সত্য কথা করহ নির্দেশ। তারা কহে অবধান কর সবিশেষ॥ মাধবী মণ্ডলে কৃষ্ণ মূর্ত্তি দরশনে। প্রদীপ্ত বিচ্ছেদ ভবে শ্রীরাধার সনে॥ সাতিশয় কষ্টে শ্রীমতীরে মুগ্ধ কৈলা। গীত গাহি সখীগণ সঙ্কেত চলিল॥

কৃষ্ণ বন নামে, খ্যাত অয়ি সখি, মধুর এ বৃন্দাবন। বঙ্গের সহিত, শোভিছে দেখহ, রূপ রসে অতুলন॥ বনাধীশ কৃষ্ণে তুরিতে সেথায়, লৈঞা যাইবার তরে। শোভিছে দেখহ, তোমারি পতন, কুসুম সম্ভার ভরে॥ এই বৃন্দাবন ধারণ করয়ে, মধুরস রাশি রাশি॥ কুঞ্জে কুঞ্জে করি, মধুর গুঞ্জন, পিত্রের আলি দিবা নিশি॥ জন্তু বিকাশের, ভঙ্গী প্রকটিয়া, কুঞ্জে কুঞ্জে শত শত। জাগ্রত হইল, মাধবী লতিকা, বিথারি সুষমা কত॥ মধুপ নিকর, আসিয়া চুম্বন, করিছে কতবা রঙ্গে। চিত্তে জাগাইয়া, প্রেয়সী গণের, সঙ্গম প্রিয়ের সঙ্গে॥ সরস রসাল, পাদপ মাঝারে, নবীন মুকুল চয়। বৃন্দাবন অঙ্গে, পুলকের মত, যেন পরিদৃষ্ট হয়॥ কাননে কাননে পিক কুল যেন, অনঙ্গ বর্দ্ধন করি। আহ্বান করিছে, বিহারের তরে, তোমা অয়ি সহচরী॥ লবঙ্গ লতিকা, বৃক্ষে আলিঙ্গিয়া, সুবাস বিতরি রাজে। মাধবের মধু, মহোৎসবে বেণু-বীণা মৃদঙ্গাদি বাজে। অঞ্চল চালিত, চন্দন পবনে; সুবাসিত বৃন্দাবন। সুন্দরি তোমারে, আকৃষ্ট করিছে, বিহারিতে সর্বক্ষণ॥ মাধব প্রেয়সী, হে মাধবি তব, বনে আগমন মাত্র। মাধবের মধু-সঙ্গীত তরঙ্গে, ভরিল বনের গাত্র। কুসুম পরাগ বিস্তর বর্ষণ, করিছে সানন্দে বন। সুরঙ্গ কুরঙ্গ, লোচন যেন বা, নাচাইছে অনুক্ষণ॥ অয়ি নিরুপম, রূপবতি রাধে; যমুনা পুলিনে আর। মানস গঙ্গার, মাঝে চিত্ত যার, সঙ্গমাগে অনিবার॥ সেইত পরাণ, বল্লভ মাধবে, সম্প্রাপ্ত হইলা তুমি। তোমার হউক, জয় নিরন্তর, জয় বৃন্দাবন ভূমি॥ এই স্থানে পত্ত এক হয়েত কথিত। হেন তাৎপর্য্যার্থ তাহে আছয়ে গ্রথিত॥

বনজ শোভাতে, শোভিত সুন্দর, মদন বিনোদ তরে। প্রেরিত গোপিকাগণে সম্মিলিত, সুবলিত কলেবরে॥ সুষমা বিথারি, মাধব শোভিছে সর্বত্র উজোর করি। শ্রীমাধব আর, মাধব ঋতুরে, দেখ দেখ সহচরি॥ শ্রবণ করিয়া বৃন্দা এইত বিষয়। দেখা দিল সখী বৃন্দ মধ্যে সে সময়॥ সখীবৃন্দ সাতিশয় আনন্দিত হৈল। পুনরায় তারে হেন রূপ দেখাইল॥

নিজানন্দোচিত, প্রফুল্লতা লভি, বসন্ত রাগে সুস্বরে। গান করিতেছে, শ্রীরাধা মাধব, পুলকিত কলেবরে॥ যে কোকিল আসি, বিলম্বে শরদ, করিল নিকুঞ্জান্তরে। উপদেশ কৈল, প্রতিদিকে তারে, গাহিতে পঞ্চম স্বরে॥ নির্জনে বাসন্তী, কুসুমের মধু, পানকারী মধুকরে। প্রশংসা করিছে, অন্য মধুকর, গুঞ্জরিয়া মুঞ্জস্বরে॥ মধুরসে তুষ্ট, করিবার তরে, গান করে মিষ্ট স্বরে। নিয়ম পূর্বক, নিজাধরামৃতে, তৃপ্ত করে মধুকরে॥

চন্দন সুগন্ধ, তার অঙ্গে বহি, খঞ্জ সম ধীরে ধীরে। গন্ধবহ বহে, দেহ স্নিগ্ধ করি, সে অনিলে স্তুতি করে॥ বাদ্য গণ গুণে, ব্যাপৃত দিগন্ত, শব্দিত নিনাদ ভরে। সেই বাদ্যে মদ বিলোয়ল দৃগন্ত, তালে তালে নৃত্য করে॥ জলদ বিজুরী সমরুচিধারী, বস্ত্র গণে রঙ্গ ভরে। না চাইছে আর, সমীপে আগত শিখিগণে বনান্তরে॥ আকাশ অবধি, পৃথিবী নিয়ত, আবীরের চূর্ণে। সখী ললনার, দ্বারে বিস্তারিত করে॥ শ্রম-জল

কণা-মাণ্ডত বিগ্রহে, কুসুম পরাগভরে। সুষমা বিথারী, শ্রীরাধা-মাধব, বিহরে নিকুঞ্জান্তরে॥ অতঃপর সেই সব ব্রজললনার। গৌরব মণ্ডিত গুরুজন পরিবার॥ বন ভ্রমণাদি কার্য্য সহিতে না পারি। বিবিধ ভৎর্সনা বাকে বিবাদ বিস্তারি॥ স্বাধীনতা নিবারণ করি তাসবার। অবরুদ্ধ কৈল সবে গৃহের মাঝার॥ রক্ষিণী রমণীগণ সেই গোপীগণে। সর্বদা দেখিত আর রাখিত অধীনে॥ সেইত রক্ষণা-বেক্ষণের পরিণামে। আপনি শ্রীকৃষ্ণবশ হৈল ব্রজধামে॥ অতএব এইরূপ বিশেষ বিশ্লেষে। সবার জীবন অবস্থান কৈল ক্লেশে॥

কান্তার সহিত, বিদ্যমান কান্ত, মাধব মিলন তরে। উদ্‌গ্রীব হইয়া, যাতায়াত পথ, সদা নিরীক্ষণ করে॥ মুরলী বাজায়, প্রেরণ করয়ে। সুবলাদি বন্ধুগণে। বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করে, মিলিতে নিকুঞ্জবনে॥ রাধিকার প্রতি, গুরু পরিজন-কৃতরোধ বিধি যত। নিস্ফল হইল, বৃদ্ধি পাইলেও, হায় কৃষি কার্য মত॥ শষ্য প্রাপ্তি তরে, কৃষিকার্যে যথা; দূর্বাদি নিস্ফল হয়। তেমতি শ্রীরাধা মাধব মিলনে, ব্যর্থ হৈল বিঘ্নচয়॥ কিন্তু বিরচিত, বিঘ্ন সমুদয়ে, উভয়ে মর্মস্থল। বিদীর্ণ হইল, চিত্ত মাঝে হৈল, বিরহাগ্নি সুপ্রবল॥ প্রতিবন্ধ বৃদ্ধিলাভ করিলে তখন। দোহার মনের কথা হয়েত যেমন॥

এই প্রিয়জন, দৃষ্টি যাহা পূর্বে, নাহি ছিল মোর প্রতি। যাহা সুখ বলি, তাহা বিবেচনা, করে এবে মোর প্রতি॥ সম্প্রতি সেইত, প্রিয়জন দৃষ্টি, মোর প্রতি উপজিয়া। হায়রে আকুল, করিল বিষাদে, এবেত এমোর হিয়া॥ সেই প্রিয়জন, আর মোর মাঝে ক্রমে এবে সেই স্নেহ। উপজিল দোহে, চূর্ণ করিবারে, উদ্যত হইল সেহ॥ কি আর করিতে পারি আমি এবে, মোর প্রিয়জন আর। কি করিতে পারে, এই দুঃখ সিন্ধু, সীমাহীন সুদুস্পার॥

অন্ত রাত্রে আমি, হেরিনু অত্যন্ত, সেইত প্রণয়িজনে। সেহত আমারে, হেরিল নয়নে, বিস্তরিয়ানন্দমনে॥ কেবল যে হৈল, দৃষ্টি বিনিময়, একমাত্র তাহা নয়। উভয়ের চিত্তে, জাগ্রত করিয়া, নব কাম সাতিশয়॥ পরম সোহাগে, অহোস্পর্শ কৈল, তুরিতে এমোর দেহ। স্বপন বিলাস, যগ্যপি হবেত, দর্শন স্পর্শন এহ॥ তবেত এমোর, জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাহি আর। জাগ্রত অবস্থা, হইলেও প্রাণ, না রহিবে এ আমার॥ হায় হায় লোকে, কৃষ্ণ কান্তে বলি, করে মোরে সম্বোধন। দেহ কান্তি হৈল, কৃষ্ণ বর্ণতেই, হেন কহে সর্বজন। হা হা কৃষ্ণকান্তে, কৃষ্ণকান্তি ধারী, কৃষ্ণ এবে তুমি কোথা। বিহরিছ তব, অদর্শনে প্রাণে, ধরিতে না পারি ব্যথা।

শ্যামাঙ্গ বিহনে, উভয়ের আর, বান্ধব সবার দেহ। বহ্নিজ্বালা সম, মর্মভেদী তাপে, বিদগ্ধ হইল সেহ॥ শীতকালে যার, দেহ রহে উষ্ণ, নিদাঘে শীতল রহে। প্রতপ্ত কাঞ্চন বর্ণা সে নারীরে, বধূগণ শ্যামা কহে॥ প্রকৃতার্থে শ্যামানারী মধ্যে গণ্যা হয় বৃন্দাবনেশ্বরী। তমাল শ্যামল, বর্ণধারী নিজে, শ্যামসুন্দর হরি॥ উভয়ের অঙ্গসঙ্গ ব্যতিরেকে, জারে উভয়ের মন। যুগল মিলন, না হেরিয়া দগ্ধ-চিত্ত হয় বন্ধুগণ॥

হেনমতে সেই গুরুগণ যবে ক্রুদ্ধ হৈঞা। বধূগণে রক্ষিকাগণের সহায়ে রাখিল, রুদ্ধ করি গৃহাঙ্গণে ॥ মাধব তবেত, ছল প্রকাশিয়া তীর্থযাত্রা করিবারে। বাসনা প্রকাশ করিল আপন, গৃহস্থিত পরিবারে ॥

মাধবানুরক্তা, বধূগণ যবে, শুনিল সে যাত্রা কথা। প্রাজ্য মনোরাজ্য, নেহারিল আর নিশ্চিত করিল তথা ॥

উন্নত শকটে, আরোহণ করি, অম্বিকা কানন প্রতি। তীর্থযাত্রা ছলে, যবে যাত্রা কৈল, হরি অতি দ্রুতগতি ॥ সুন্দরী বৃন্দের, নয়ন বিহঙ্গ, তদা হৈঞা মুক্তবন্ধ। দর্শন করিল, সেই যাত্রারঙ্গ, লভিল পরমানন্দ ॥

অশ্বিনী ভরণী, প্রভৃতি দক্ষের, কন্যা তারাগণ সহ। নিশিতে যেমতি, চন্দ্রের মিলন, ঘটে অতি সুখাবহ ॥ তেমতি মিলন, ঘটিত কৃষ্ণের, সেহত গোপিকাগণে। প্রতি নিশি যোগে, সেথা সবে বাস, করিত অম্বিকাবনে ॥

তীর্থযাত্রাকালে, আত্মীয় বৃন্দের, সঙ্গ হৈতে বধূগণ। বহুদূরে গেল, যবে দ্রুত গতি, যানে করি আরোহণ ॥ অভিসারোত্তম, মদে তাসবার, উন্মাদিত হৈল হিয়া। কৃষ্ণ পার্শে দ্রুত, গমনের তরে, চলে আশা বদ্ধ হৈঞা ॥ প্রোল্লাসিত তৎ, বিলাস বাসনা, চিত্ত মাঝে ধরি পথে। মিলিত হইল, বধূগণ আসি, প্রাণবল্লভের সাথে ॥ কতিপয় গোপী, গুরুজন দ্বারে, বঞ্চিত হইয়া ঘরে। রুদ্ধ ছিল গৃহকার্যে অনাসক্ত, হৈঞা দ্বন্দ্বাতীতান্তরে ॥ তাহারাও আসি, মিলিত হইল, অচিরে হরির সনে। বিবিধ স্বকেলি করি পথে হরি, চলিল অম্বিকা বনে ॥

গোকুল নিবাসী-লোকগণ যবে, পশিল তীর্থাভ্যন্তরে। তবেত সুন্দরী, সবার নৈকট্য, সুখ উৎপাদন তরে ॥ নানাবিধ গুণ জীবি রমণীর, রমণীয় বেশ ধরি ॥ উদিত হইল, বধূগণ ঠাঞি, রসিক নাগর হরি ॥ তন্মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে তন্ত্রেমন্ত্রে আর। অভিজ্ঞ নারীর বেশ করি অঙ্গিকার ॥ গোপবধূগণ ঠাঞি উপনীত হৈল। বধূগণ নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল ॥ বধূরূপী কৃষ্ণ তার করে প্রত্যুত্তর। হইল আনন্দে পূর্ণ সবার অন্তর ॥ বোলহ সর্বজ্ঞ, ত্রিভুবনে কিবা, হয় সুখকরাশ্রয়। কৃষ্ণ গোষ্ঠ ব্রজধাম একমাত্র, সুখকরাশ্রয় হয় ॥ বোলহ সর্বজ্ঞে, অবলম্বনীয়, কোন বস্তু এ জগতে। কৃষ্ণনাম রূপ গুণাদি কীর্ত্তন, আজীব্য শাস্ত্রের মতে ॥ বোলহ সর্বজ্ঞে অতুল কল্যাণ, কোন বস্তু দান করে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি লিপ্সা, একমাত্র সর্ব, শুভদানে শক্তিধরে ॥ বোলহ সর্বজ্ঞে, এইত ভুবনে, কোন বস্তু উপভোগ্য। কৃষ্ণরূপ মাত্র, বিশ্বে উপভোগ, করিবার বস্তু যোগ্য ॥ বোলহ সর্বজ্ঞে, এইত জগতে, কিবা সর্বশেষ ফল। কৃষ্ণ প্রাপ্তি মাত্র, সর্বশেষ ফল, সুখাবাপ্তি সুনির্মল ॥ এহেন প্রকার, রাধিকার প্রশ্নে, প্রত্যুত্তর দান পর। কৃষ্ণ দস্ত কর, মোসবারে রক্ষা, বিঘ্ননাশি নিরন্তর ॥ দৈবজ্ঞা নারীর বেশ হইল বর্ণিত। এবেত কহিয়ে দূতিবেশ যথোচিত ॥

কেবা তুমি হও, আমি হই দূতী, কার দূতী তুমি কহ। তব দূতী আমি, আর তুমি যার, আজ্ঞাবহ হৈঞা রহ ॥ তুমি কি তাহার, আজ্ঞাবহ হৈলা, কি গুণ

তোমার আছে। তুমি মোর প্রিয়, তব তুল্য গুণ, সব আছে মোর মাঝে ॥ এইত বিষয়ে, কি তব প্রমাণ, বোলহ এ মোর ঠাঁই। নির্জন ভবনে, যাইয়া এ মোর সর্বাঙ্গ দেখহ রাই ॥

এ হেন প্রকারে, প্রদেশ বিস্তারে, প্রনিহিত সুবলিত। সস্মিত বচনে তন্নির্দিষ্টা রাধা, বাক্য ভঙ্গে পরিচিত ॥ হরির বচনে, প্রত্যয় হইল, প্রাণনাথ হয় এহ। কাম্য বস্তু এবে, হউক রাধার নির্জনে দর্শন দেহ ॥ হেনমতে রাত্রি মধ্যে নানারূপ ধরি। শ্রীমতী রাধারে যদি দেখা দিল হরি ॥ মনঃ পীড়া হইলেও বিরহ চিন্তায়। দর্শনের প্রতিকূল বাধা শেষ প্রায়। চিত্ত মধ্যে কথঞ্চিৎ সুখ উপজিল। বৈদ্য পত্নীরূপ হেরি সখীরে কহিল ॥

অয়ি সখি মোর, হৃদয়ে উদ্গত, দাহ চিকিৎসার তরে। অসিতাঙ্গী এই বৈদ্য পত্নী কেবা, আইল গৃহ অভ্যন্তরে ॥ করে নাড়ি স্পর্শ, করিতে করিতে, কি হেতু অপার অঙ্গে। স্তনাদিতে হস্ত বুলায় সজনি, কেন বা পরম রঙ্গে ॥ এইত নারীরে, স্বভাব চঞ্চলা, মনে হয় তেই ধিক্। আমি যে ইহার, করায়ত্ত হইনু, মোরে ধিক্ সর্বাধিক ॥ বাঁশরীবাদিকা রূপে রসিক কানাই। উপনীত হৈল আসি শ্রীরাধার ঠাঁই ॥ হেরিয়া নারীর মুখ হৈল স্নেহোদয়। রজনী গভীর হেরি সখী প্রতি কয় ॥

বাঁশরী বাদন, নিপুণা এইত, শ্যামা নারী বহুদূরে। বাস করে বাঁশী শুনাইতে এথা, আসিল আমার ঘরে ॥ নিশির অর্দ্ধেক, উদিত হইল, চতুর্দিক অন্ধকার। নিজ গৃহে অদ্য, যাইতে নারিবে, এইত রমনী আর ॥ সজনী গণের, স্থান অতি স্বল্প, নাহিক শয্যার ঠাঁই। তেই মোর শয্যা, সঙ্কুচিত করি, রাখহ ইহারে এথাই ॥ বিদুষী রমনী বেশে হরি প্রবেশিয়া। কৃষ্ণ কেলি গান করে শ্লোক বিচারিয়া ॥ শুনিয়া রাধিকা অতি মোহিত হইল। প্রিয় সখী প্রতি তরে কহিতে লাগিল ॥

শ্যাম মুর্ত্তিময়ী, এইত বিদুষী, রমণী কবিত্ব গুণে। অতুল্যা বলিয়া, অনুভব হয়, এ সখি এমোর মনে ॥ কাব্য শাস্ত্র সহ, চতুর্দ্দশ বিদ্যা, এ নারী আয়ত্ত কৈল। না জানি কেমনে, মোসবার রহঃ কেলি এহ জ্ঞাত হৈল ॥ চিত্রকরী রূপ ধরি শ্যাম সেই স্থানে। আগমন কৈল ভানুসুতা সন্নিধানে ॥ তার হস্ত কৃত চিত্র হেরি ভানুসুতা। নিজ সখী প্রতি কহে হৈঞা ভাবপ্লুতা ॥

শ্যামবর্ণা এই, চিত্রকরি দেখ বসিয়া বিজন বনে। প্রকাশ করিছে, বহুচিত্র করি, অঙ্কিত নিবিষ্ট মনে ॥ তাহে দেখ এই, নারী নিজ তুল্য, কোনও পুরুষ সঙ্গে। আলিঙ্গনা বদ্ধ, রূপে মোর মূর্ত্তি, অঙ্কিত করিল রঙ্গে ॥ তাম্বূল জীবিনী রূপ ধরিয়া নাগর। উপনীত হৈল আসি রাধার গোচর ॥ তাম্বূল বীটিকা এক কর পদ্মে ধরি। কহিতে লাগিল সখী প্রতি বনেশ্বরী ॥

হে সখি তোমারে, গোপনে এইত, কথা কহিবার পারি। অন্যত্র কুত্রাপি, না পারি কহিতে, এ নারীর ভয়ে মরি ॥ অসিতা বরণী, এইত তাম্বূলিনী, বিমোহন মন্ত্র জানে। যে করে সেবন, ইহার তাম্বূল, তারে নিজ বশে আনে ॥ মালাকার

নারী রূপ করিয়া ধারণ। আইল রাধার ঠাঞি নন্দের নন্দন॥ তারে হেরি বৃন্দাবনেশ্বরী হাস্যভরে। কহিতে লাগিল নিজ সখীর গোচরে॥

মালাকার রূপা, এইত সুন্দরী বিস্তর মালিকা দাম। প্রস্তুত করিয়া, বিস্তার করিছে, ঘরে ঘরে অবিরাম॥ শ্যামল মুরতি, মাধবের প্রতি, এইত সুন্দরী কেন। বিস্তার করিছে, পুষ্পবাণ ধারী, কন্দর্প লালসা হেন॥ ফল বিক্রয়িনী রূপ ধরি অতঃপর। আইল রাধার ঠাঞি রসিক নাগর॥ বিল্ব ফল হস্তে লৈঞা কত ভঙ্গী করে। ইহা দেখি কহে রাধা সখীর গোচরে॥ শ্যামবর্ণা এই, ফল বিক্রয়িনী, দেখ সখি স্থানে। দ্রাক্ষা খর্জু রাদি, নানাবিধ ফল, বিতরিছে জনে জনে॥ বিল্বফল মাত্র গ্রহণ করিয়া, এই মোসবার প্রতি। কটাক্ষ নিক্ষেপ, করিছে সঘনে, কে জানে ইহার মতি॥ মনে হয় এই নারী মোসবার, হুনে উপহাস করি। পরিপক্ক এক, স্থূল বিল্বফল, দেখাইছে করে ধরি॥ বার বনিতার রূপ করিয়া ধারণ। আইল মাধব ভানু সুতার সদন॥ অঙ্গভঙ্গি করি কথা কহে হাস্য ভরে। দেখিয়া রাধিকা কহে সখীর গোচরে॥

শ্যামবর্ণা এই, সুন্দরী রমনী, মনে হয় সতী নহে। পুরুষের সঙ্গে, বিনিময় হৈল, হার যাহা কণ্ঠে রহে॥ পরিচিতা নহে, তথাপি এ নারী দেখহ কেমন রঙ্গে। মনিহার মোর, গ্রহণের তরে, হাত দেয় মোর অঙ্গে। বণিক পত্নীর রূপ করিয়া ধারণ। আইল রাধার ঠাঞি শ্রীমধুসূদন॥ গন্ধ দ্রব্য লেহ বলি ফুকারে সঘনে। ইহা দেখি কহে রাধা সখীর সদনে॥

এই গন্ধ জীবি বণিক পত্নীর, ঠাঞি আমি যেই দিন। অগুরু চন্দন দ্রব ক্রয় করি, নিজাঙ্গে করিনু লীন॥ তদবধি মোর, আত্মীয় স্বজন, গুরু পরিজন চয়। কৃষ্ণাগুরু কিংবা, আকৃষ্ণ চন্দন, নাম কেহ নাহি লয়॥ শ্রীবৎ লক্ষণ মাধবের এই সব। বেশ মাত্র হয় উপলক্ষণানুভব॥ বস্তুতঃ এ সব ভিন্ন অন্য সমুদয়। বচন রচনা বাক্য লক্ষণীয় হয়॥ সূচী কর্মে স্বয়ং, সুনিপুণা আমি, তথাপি অঙ্গের শিল্প। দেখিয়া এ আমি, করিবারে পারি, সে শিল্পের অনুকল্প॥ প্রণয়ি ব্যক্তির স্বরূপে বেকত, এ মোরে, জানিহ ধানি। নির্ভয়ে আসিয়া, দেখহ এ মোর, বক্ষের কাঁচুলী খানি॥ শ্যামা নামে আমি, রঞ্জন কারিনী, খ্যাত বিশ্বচরাচরে। হৃৎকঞ্জ রঞ্জিত, হয় তার যেবা, মোর বস্ত্র অঙ্গে ধরে॥

দর্পণ কার্মুক, প্রবাল মুকুতা, প্রভৃতি বিক্রয় তরে। স্পষ্ট রূপে তুমি, প্রচেষ্টা করিছ, হে ব্রজস্ত্রি ঘরে ঘরে॥ কণক কটোরা, যুগল যে বক্ষে, রাখিয়াছ গুপ্তে ধরি। আছে কিংবা নাহি, বাহির করহ, ক্রয়াগ্রে জিজ্ঞাসা করি॥

হে সুভগে আমি, অঙ্গ সম্বাহানে, নিপুণ সুতনু আর। তোমার শ্রীঅঙ্গ, সেবন লালসে, আইনু এথা কহি সার॥ আমার স্পর্শের, কণামাত্র যেই, সুখ সমুৎপন্ন হয়। পুঞ্জীভূত ব্রাহ্ম সুখেও সে জয় করে ধনি সুনিশ্চয়॥

কঙ্কণ বিক্রয় কারিনীর বেশ ধারী শ্রীকেশব ঠাঁই। কঙ্কণ ধারণে, ইচ্ছুক হইয়া,

যে সব সুন্দরী যাই॥ বিস্তার করিল, সরলতা আর, বাম্যময় যে চরিত্র। সে সব বর্ণনা, না করিব আমি, সভার মাঝারে অত্র॥

অন্ধকার ময়, কৃষ্ণ পক্ষে যুক্ত, সেইত অম্বিকা বনে। যাঞা যার যেই, অভীষ্ট লালসা, ছিল ব্রজবধূগণে॥ মধুরিপু সেই, সবার বাসনা, ইষ্টপ্রদ রূপে আর। শিষ্ট রূপে পূর্ণ, করি বিস্তারিল, বহুরূপ আপনার॥

কংসারি হরির, চিত্ত পদ্ম হৈতে, উদ্গত বিস্তর পত্র। শ্রেণীরূপে বিরাজিত ব্রজ বধূগণ ব্রজ মাঝে অত্র॥ চন্দ্রাবলী পদ্মা, ললিতাদি নামে, পৃথক পৃথক রূপে। বিরাজিত অপ্রাকৃত স্বীয় শক্তি সুখ দিতে রসস্তূপে॥ যদি এই হয়, তবে মোরা আর বিরোধে ইচ্ছুক নহি। সন্দেহ সুদূরে, বর্জন করিয়া, এক সত্য কথা কহি॥ মাধবের চিত্ত-কর্ণিকা মাঝারে, নিত্য অবস্থিতি যার। সেই শ্রীরাধার, সেবনে আগ্রহ, সদা এই মোসবার। কথক তবেত কথা করি সমাপন। করিল সমাপ্তি শ্লোক এক উচ্চারণ। হে রাধে এইত, বকাসুর-হন্তা, কৃষ্ণ অতি রমণীয়। সুদর্শনে এই করি শাপমুক্ত, হৈল সর্বজন প্রিয়॥ অতুল সৌন্দর্য, মাধুর্যে আপন, ব্রজের প্রেয়সীগণে। অতিক্রম করি, তোমার সহিত, বিহরে সানন্দ মনে॥

শ্রী মাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য শ্রীজীব গোস্বামি বর। শ্রী গোপাল চম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা গর্ব হর॥ হৃদয়াধি দেব, শ্রীরাধারমন চরণ স্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপাল চম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

ত্রিংশৎ পূরণম □ নির্লজ্জ হোরিকা ক্রীড়নম্

তবেত প্রভাত কথা ক্রম অনুসারে। উপক্রম কৈল মধুকণ্ঠ কহিবারে॥ অম্বিকা কাননে, গমন হরির, ব্রজ-বধূগণ সনে। প্রণয় বিলাস, বর্দ্ধিত করিল, অবারিত আচরণে॥ আগত হইয়া, ব্রজে পুনরায়, হোরিকা প্রমোদ পর্বে। প্রমত্ত হইয়া, মহানন্দ ভোগ, অবাধে করিল সর্বে॥ এই ত হোরিকা পর্বে ব্রজবাসিগণ। মিলিত হইয়া স্ত্রী পুরুষ সর্বজন॥ সৌজন্যাদিগুণ বিসর্জিয়া চিত্ত হৈতে। গাহিতে গাহিতে আর নাচিতে নাচিতে॥ বীরের সমান যুদ্ধ করিয়া প্রচার। মধ্যদেশে প্রচলিত প্রথা অনুসার॥ যথেচ্ছ বিহার সবে মহানন্দ ভরে। করিতে লাগিল তত্র ব্রজের ভিতরে॥ নিখিল পুরাণ মান্য বুধগণ জানে। ভবিষ্যোত্তর নামে পুরাণ প্রমাণে॥ মধ্যদেশে এই প্রথা আছে প্রচলিত। সেই মত ব্যবহার করে লোক যত॥ অতঃপর পূর্ণগুণ গণে বিভূষিত। ফাল্গুনী পূর্ণিমা নিশি হৈল সমুদিত॥ কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে কৌতুকাভিলাষে। ঢুণ্ডানামে খ্যাত হোরি গৃহ বহির্দেশে॥ নানাবিধ ক্রীড়ারসে নিমগ্ন হইয়া। খেলিতে লাগিল দোঁহে আনন্দে মাতিয়া॥ হেন কালে অকস্মাৎ উত্তরদিক হৈতে। শঙ্খচূড় নামে যক্ষ আইল সেইভিতে॥ যদ্যপিহ সেই শঙ্খচূড় দুরাশয়। যক্ষপতি কুবেরের প্রতি পাল্য হয়॥ তথাপি গুহ্য কগর্ণ দুষ্ট ব্যবহারে। অতিষ্ঠ হইয়া সদা নিন্দা করে তারে॥ কংসের শুভানুধ্যায়ী হৈঞা সেই জন। মথুরাতে করে সদা গমনাগমন॥ কংস বাক্যে প্রেরিত হইয়া বৃন্দাবনে।

উপনীত হৈল যক্ষ হোরীলীলা স্থানে। তথা ক্রীড়াময় ব্রজ বধূগণ প্রতি। নিক্ষেপ করিয়া কামদৃষ্টি দুষ্টমতি॥ কিরূপে করিবেক সবারে আকর্ষণ। হইল এইত দুষ্ট চিন্তাতে মগন॥ চিন্তিয়া ক্ষণেক দুষ্ট যক্ষ অতঃপর। পশিল সহসা নারী যূথের ভিতর॥ হৈঞা দুষ্ট চিন্তায় আকুল সেইক্ষণে। সলিল স্রোতের মত গোপিকার গণে॥ সবেগে চালিত করি লইয়া চলিল। ব্রজবাসীগণ সবে দেখিতে লাগিল॥ তবে গদাগ্রজ কৃষ্ণ রামের সহিত। দেখিয়া যক্ষের সেই অসভ্য চরিত॥ পর্ব উপলক্ষ্যে তার বিদূষক বেশ। বিশেষতঃ দেখি তার প্রাগল্ভ্য অশেষ। স্তম্ভিত হইয়া সেথা দাণ্ডাইয়াছিল বধূগণে লৈঞা যক্ষ চলিতে লাগিল॥ গোপীগণ কৃষ্ণ ঠাঞি আগমন তরে। করিতে লাগিল চেষ্টা আকুল অন্তরে॥

ব্রজবধূগণ, হরির নিকটে, আসিতে চেষ্টিত হৈলে। শঙ্খচূড় নিজ, অমিত প্রভাবে, সেইগতি রুদ্ধ কৈল॥ দৃষ্টি রোধ কৈল, তবে তা সবার হা কৃষ্ণ হা রাম হেন। বাক্য উচ্চারণ, সেহত নিরুদ্ধ, কৈল স্ব প্রভাবে যেন॥ অতুলিত বেগ, বিকট আকৃতি, ভীষণ নিনাদ দ্বারে। প্রতিক্ষণ অনুবর্ত্তী হৈঞা কৈল, বৃত্তি হীন সবাকারে॥ গোপিকা গণের করি দুর্দশা দর্শন। বলরাম প্রতি কৃষ্ণ কহিছে বচন॥

মোসবার ঠাঞি, আসিতে প্রচেষ্টা, করিলেও গোপীগণ। দুর্দান্তের সাতিশয় বেগ ভরে, স্তব্ধ হৈল সর্বজন॥ মোসবারে ব্রজ, বধূগণ কেহ, দেখিতেও নাহি পারে। সংরুদ্ধ নয়না, হইয়া যক্ষের, ভীষণ বিত্রাস দ্বারে॥ হা রাম হা কৃষ্ণ, বলিয়া বিলাপ, করিতে না পারে কেহ। প্রতি শব্দ করি, এই দুষ্ট যক্ষ, নিরোধ করয়ে সেহ॥ তেই কহি প্রাতঃ দুঃখে নিপতিত, গোপীগণে রক্ষা তরে। মোসবার দ্রুত, গমন উচিত, নহে কি আক্রোশ ভরে॥ মোসবার বিদ্যমানে যদি দুঃখ, ভুঞ্জে ব্রজ বধূগণ। তবে মোসবার, শৌর্য বীর্য্যাদিতে, ধিক্ মানি অগণন॥ কৃষ্ণ বলরাম করি এ হেন নিশ্চয়। মহা আড়ম্বর করি সেহেন সময়॥ শঙ্খচূড় যক্ষে স্তব্ধ করিবার তরে। অন্বেষণ করিতে করিতে বনান্তরে॥ দুই শাল বৃক্ষ দোহে করি উৎপাটন। শাখাপত্র শূন্য কৈল বৃক্ষে দুইজন॥ বাহুদ্বয় মধ্যে বৃক্ষ ধরি ক্রুদ্ধ মনে। চলিল সবেগে শঙ্খ-চূড়ের সন্ধানে॥ ভ্রাতৃদ্বয় যদি হেন ধাবমান হৈল। সঙ্গীগণ তবে তার পশ্চাতে ধাইল॥ স্তব্ধ হৈঞা লোক সব করে দরশন। নানা তর্ক করে সবে নিজ নিজ মন॥

শালবৃক্ষ হস্তে, কৃষ্ণ বলরাম, সবেগে ধাবিত হইল। নেহারি বিস্ময়ে ব্রজজন সবে, হৃদয়ে বিতর্ক কৈল॥ লঘুতা সম্প্রাপ্ত, হৈল কি বিশাল, এইশাখা বৃক্ষদ্বয়ঃ॥ অথবা দোহার, বিগ্রহ গুরুত্ব, লাভ কৈল সাতিশয়॥ দেখিয়া শুনিয়া, কেহত কিছুই নিশ্চয় করিতে নারে। অচিন্ত্য লীলার, অচিন্ত্য বিভূতি, কহ কে বুঝিতে পারে॥

শ্রীবলরামের, কীর্ত্তিরাশি বিশ্বে, বাহুল্যে বিস্তার করি। সর্ববিধ কার্য্য, করে সম্পাদন, সহযোগী হৈঞা হরি॥ তেই শুভ্র দেহ, রোহিণী নন্দনে, করি হরি অগ্রসর। ধাবিত হইল, দুষ্ট শঙ্খচূড়ে, ধরিবারে অতঃপর॥

বলরামসহ, পরম বিক্রম, হরিরে আগত হেরি। দুষ্ট শঙ্খচূড়, আক্রমণসহ, বধূগণে

পরিহরি॥ করিল ত্বরিতে, সেই স্থান হৈতে, দ্রুতবেগে পলায়ন। রাম কৃষ্ণ দোহে, যম আর মৃত্যু, জ্ঞান করি সেইক্ষণ॥ সমুচিত হৈল, এই অনুভব, যেহেতু সে ভ্রাতৃদ্বয়। করিল যমের আর মরণের, কার্যাবলি সেসময়॥ শঙ্খচূড় যদি ত্যাগ কৈল গোপীগণে। বলরাম তবে রক্ষা কৈল সর্বজনে॥ দৈত্য-হন্তী হস্তাসিংহ স্বরূপ শ্রীমান্। কৃষ্ণ নিজে যক্ষ প্রতি হৈঞা ধাবমান॥ বিক্রমের সঙ্গে পদচারী যক্ষ প্রতি। উপহাস বিস্তার করিয়া শীঘ্রগতি॥ উত্তরদিক হৈতে দক্ষিণেতে পলায়ন। করিছে হেরিয়া কৃষ্ণ সহাস্যে তখন॥ উপহাস করি দুষ্ট প্রতি অনাদরে। নিক্ষেপিল হস্তস্থ পাদপযষ্ট দূরে॥ দ্রুত বেগে আগুসরি শ্রীকৃষ্ণ তখন। শঙ্খচূড় সন্নিকটে কৈল আগমন॥ ক্রীড়ন চতুর হরি অতঃপর। ইতস্তত ভ্রমিয়া তবেত দ্রুততর॥ নৃসিংহের মত রিপু হিরণ্যকশিপুরে। ভ্রমণে বেষ্টিত করি ধরিল অচিরে॥ হস্তদ্বারে গতি তার নিবারিত করি। শঙ্খচূড়ে ত্বরিতে ধারণ কৈল হরি॥ তবে তার শিরস্থিত মণি লইবারে। বলবান বলানুজ উত্তম প্রকারে॥ স্ফূর্তিলাভ করি দধিচীর অস্থি জাত। বজ্রের মত করপদ্ম সুবিখ্যাত॥ মল্লব্যক্তিগণ সার স্বরূপ সে হাতে। প্রহার হানিল সেই গুহ্যকের মাথে॥ মরণের পরে মৃত শরীর হইতে। অঙ্গাদি গ্রহণ শ্রেষ্ঠ নহে শাস্ত্রমতে॥ তেই শঙ্খচূড়ের সে মস্তক ভূষণে। স্থানচ্যুত কৈল হরি হস্ত সঞ্চালনে॥ বধযোগ্য আততায়ী দুষ্ট মায়াবান। মণি পতনের পরে ছাড়িল পরাণ॥ সেই মণিমাত্র তার জীবাতু আছিল। সেই মণি বিহনে সে জীবন ছাড়িল॥

শিরোমণি কিবা, যক্ষের জীবন, কিছু নাহি বোধ হৈল। যক্ষ হৈতে জ্যোতির্ময় মাত্র বস্তু, হরি নিজ হস্তে নিল॥ দর্শন করিছে, ব্রজবধূগণ, কংসারি সেইতক্ষণে। সেবস্তু সঙ্গত, কৈল রাম অঙ্গে, লইয়া সানন্দ মনে॥ শঙ্খচূড় আপনারে অপরাধী আর। আসন্ন মরণ মণি বঞ্চিত আপনার॥ জানিয়া করিয়া মুখ ব্যাদন আপন। বিলম্ব না করি কৈল মৃত্যুরে বরণ॥ স্বর্গ হৈতে দেবগণ এতেক হেরিয়া। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হৈঞা॥ যক্ষ প্রতি উপহাস করি প্রকটন। কহিতে লাগিল এক বাক্যে সর্বজন॥ হে যক্ষ তুমিত, বহু পরকীয়, স্ত্রীরত্ন গ্রহণ কৈলা। কিন্তু আপনার, মস্তক ভূষণ, দিব্যরত্ন হারাইলা॥ তুমি কৈলা অহো আপন জীবন, বিনাযুদ্ধে পরিহার। কি কহিতে কৈলা, বদন ব্যাদান, মৃত্যুকালে আপনার॥ জনম গ্রহণ, করি উচ্চ বংশে, পাপ কৈলা সর্বাধিক। দুষ্ট সংসর্গের, এইত নিয়তি, হে যক্ষ তোমারে ধিক্॥ স্নিগ্ধ কণ্ঠ এইরূপে কর্ময়সনাতে। আস্বাদ্য রহস্য করি আস্বাদ সভাতে॥ হাস্য করি অতঃপর গদগদ স্বরে। কহিতে লাগিল হরিকথা প্রেমভরে॥

ক্ষোভনস্বরূপ, গোপিকা হরণ, তথা যক্ষ পলায়ন। তৎসহ সমরবিলাস স্বশক্র-প্রাণ তবে সংহরণ॥ তদ্রক্ত রঞ্জিত, মণিযুক্ত হস্তকান্তিমোর ঠাত্রি অদ্য। অপূর্ব বলিয়া, মনে হয় যেন, প্রকাশিত হৈল সদ্য॥ মধুকণ্ঠপুনর্বার কহিতে লাগিল। শঙ্খচূড় যক্ষ শির বিবলিত হৈল॥ অচিরে গুহ্যক তবে লভিল পঞ্চত্ব। লজ্জিত কৃষ্ণের ক্রীড়া হইল নিবৃত্ত॥ কোলাহল পরম্পরা হৈতে ব্রজরাজ॥ সচিব প্রভৃতি

আর প্রজার সমাজ ॥ কাতরতা শ্রবণে বিরত হৈঞা তবে। আগমন করিয়া বিস্মিত হৈল সবে ॥ তাদৃশ ছুষ্টের যদি বিনাশ ঘটিল। ভয়রাশি কাহারেও আর ছুইনাল ॥ সবার আনন্দরাশি স্পষ্ট বৃদ্ধি হৈল। নিব্রীড় ভাবেতে পূর্বক্রীড়া আরম্ভিল। উৎসবের ক্রীড়া তবে করিয়া বিস্তার। শাস্ত্রজ্ঞান আভ্রান্ত আছয়ে যা সবার ॥ হেন অধ্যাপক ধর্মনিষ্ঠ বিপ্রগণে। সর্বানন্দ গুণৎ যুক্ত সূত মাগধবন্দীজনে ॥ পরম নির্মল বহুতর দান কার্য। সমাধান কৈল নন্দ লৈঞা বিপ্র আর্য ॥

রাধিকাদি গোপীগণে প্রশস্ত বসন। দান কৈল নন্দরাজ সানন্দে তখন ॥ অবশেষে স্বস্থচিত্ত হৈঞা সর্বজন। কৃষ্ণ বলরাম সহ ব্রজে কৈল আগমন। হে গোষ্ঠ ভূপতি, এহেন বিচিত্র, ক্রীড়া কারী পুত্র তবে। যে কৈল চুণ্ডাগ্রে, ক্রোধানলে যক্ষ-মেধাহুতি মহোৎসবে ॥ তবে মধুকণ্ঠ রাত্রিকালীন কথায়। বিশেষে হোরিকা কথা কহিল তথায় ॥

শিবরাত্রি যদি সমাপ্ত হইল, সুরম্য উৎসবময়। ফাল্গুনী পূর্নিমা, আসি উপনীত, হৈল তবে সে সময় ॥ এই কৃষ্ণ আর, শুক্লপক্ষ দ্বয়ে, যদ্রূপ সুষমা আছে। তদ্রূপ সুষমা, আছে শিবরাত্রি, আর হোলি পর্ব মাঝে।

হিম ঋতু ক্রমে, বিগত হইল, নভোপরি শশধর। শোভিতে লাগিল, উজ্জল স্বরূপে, বিস্তারিয়া সুধাকর ॥ অতীব মহৎ, স্ব দীপ্তিতে সেহ, হোরিকা উৎসব আসি। উপনীত হৈল, বিস্তার করিয়া, আপন মাধুর্য্য রাশি ॥ উৎসবের মদে পরিভূত মন, গর্বিত গোপিকাগণ। সুস্পষ্ট প্রকাশ কেন না হইবে, ধরি নানা আভরণ ॥ তবে শুক্র-পক্ষের আত্মীয় মধ্যে গণ্য। কুমুদ রাশির শোভাকর মহাধন্য ॥ রজনী-নাথের দীপ্তিদাম সমাশ্রিত। সেইত রজনী আসি হেল উপনীত ॥ দেখিয়া প্রাচীনা চার-গর্বে গোপীগণ। গৃহ হৈতে বাহিরিল সানন্দে তখন ॥

বসন ভূষণ, পুষ্প মাল্যাদিতে, ধরিয়া সুদিব্য বেশ। প্রণয় প্রমোদ চৌদিক হইতে, পরিহরি গৃহাবেশ ॥ কুলের গৌরব, না করি গণন, জনমধ্যে সেইক্ষণ। হরি প্রতি কৈল, অভিসার অহো, হোলী পর্বে বধূগণ ॥ অতঃপর গৃহস্থিত পদ্ম সংখ্যান্বিত। সখী সৈন্যে মহাগর্বে হইয়া সজ্জিত ॥ যুথেশ্বরী রাধিকাদি ব্রজ বধুগণ। বর্মরূপ কঞ্চুকাদি করিয়া ধারণ ॥ সুগন্ধ বাসিত বারি সিঞ্চনের যন্ত্র। অস্ত্র তুল্য ধরি হস্তে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ॥ গৃহ হৈতে অবিলম্বে বহির্গত হৈল। কাহলাদি নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল ॥ বিচিত্র কৌতুক আর পরিহাস ভরে। তিরস্কার প্রণালীতে সঙ্গীতের স্বরে ॥ কোলাহল বিপুল সহিত সর্বস্থানে। উৎসবের প্রণালী প্রকৃষ্ট বিদ্যমানে ॥ নির্লজ্জ ভাবেতে আর মহোৎসাহ ভরে। ব্রজপুর দ্বারে হোলি উৎসব চত্বরে ॥ বিহার করিতে যুদ্ধ রঙ্গভূমি মাঝে। পরস্পর মিলিত হইল রণসাজে ॥ কৃষ্ণ আর বলরাম প্রতি নারীগণ। পৃথক পৃথক ভাব করিয়া ধারণ ॥ অনুরাগ বশে দুইভাগে ভিন্ন হৈঞা। দাণ্ডাইল দোহাপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপিয়া ॥ গোপীগণ কলরব করিতে লাগিল। বীরত্বের মান তাহে বর্দ্ধিত হইল ॥ সেই কোলাহল ধ্বনি শ্রবণ

করিয়া। জিনিতে পারিবে বলি নিশ্চিন্ত হইয়া ॥ শ্রীমধুমঙ্গল সুবলাদি সখাদ্বারে। রচিয়া অপূর্ব ব্যূহ তবে চিরধারে ॥ রাধিকাদি ব্রজবধূগণের মতন। হো হো হোরি হেন শব্দ করি উচ্চারণ ॥ কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই অতঃপর। সেই হোলি রণক্ষেত্রে হৈল অগ্রসর ॥ কৃষ্ণ বলরাম তথা করিয়া গমন। আনন্দিত বাদ্য শব্দ দ্বারে সেইক্ষণ ॥ কোলাহল স্তব্ধ করি বিপক্ষের প্রতি। অবজ্ঞা প্রকাশ তবে করিল মহতী। অবশেষে গোপীগণ বাদ্যধ্বনি লৈঞা। সুবলাদি বিপক্ষের অগ্রবর্তী হৈঞা ॥ সহসা গুলাল বারি প্রচুর সিঞ্চনে। বিস্ময়ে নিমগ্ন তত্র কৈল সর্বজনে ॥ প্রতিস্পর্দ্ধ ভরে তত্র পরস্পর প্রতি। বাড়িতে লাগিল গর্বভাব শীঘ্রগতি ॥ সেইকালে শ্রীরাধামাধব দোহাকার। যূথরূপ সখী সেনা ছিল চারিধার। সুবলাদি সখা সেনা একদিকে ছিল। সাক্ষী হৈঞা সবে রণ দেখিতে লাগিল। রাধাকৃষ্ণ দুইদিকে সেনাগণ মাঝে। দুই দিকে হেন রাণী আর রাজা সাজে। উভয়ের হেরি সেই মত আচরণ। বিস্ময়ে নিমগ্ন হৈল সবাকার মন ॥

মাধবের যথা, ছিল অতি শুভ্র-চামর ছত্রাদি আর। সখীগণ তথা, ছত্র চামরাদি, বিস্তারিল রাধিকার ॥ নয়নের প্রান্তে. কটাক্ষ শায়ক, উভয়ে নিক্ষেপ করে ॥ হৃদয়ে বিদ্ধিয়া, করে জর্জর, কেহত কহিতে নারে ॥ জয় পরাজয়, মাধবের কিংবা, রাধার হইবে রণে। এতেক লইয়া, বিতর্কে মাতিল, তত্রস্থ দর্শকগণে ॥ এইরূপে উৎসাহিত ভার পরস্পর। অধিকার করিয়াও প্রলুব্ধ অন্তর ॥ কৃতার্থতা সম্পাদন করিবারে আর। মনোহরণের তরে প্রচেষ্টা অপার ॥ করিয়া হোলিকা যুদ্ধে অপূর্ব বিহার। সঙ্গে লৈঞা সেনানীর গণে আপনার ॥ সর্বজন পূজিত শ্রীরাধিকা মাধব। হাস্যভাবে আরম্ভি হোলি মহোৎসব ॥ শ্রীব্রজরাজের সম বয়ো পুরোহিত। তাহার শ্বশুররূপে যোজনা বিদিত ॥ তাহার কনিষ্ঠ সহোদরের বনিতা। সদা হাস্যপরায়ণা সেই আইল সেথা ॥ পরিহাস দ্বারে রাধামাধব দোহার। সাতিশয় মুখরাশি করিল বিস্তার ॥ অর্দ্ধেক প্রাচীনা কোন এক নারী বৃদ্ধা। কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমে অতীব সমৃদ্ধা ॥ করিয়া মধ্যস্থ তবেত আশ্রয়। ধৃষ্টতাবশতঃ বাত্যাতুল্য সাতিশয় ॥ রাধিকার পক্ষ-পাতীবর্গ মধ্য হৈতে। বিপক্ষ মাধব ঠাঞ আইল ত্বরিতে ॥ অর্দ্ধবৃদ্ধা সেই নারী আসিয়া গোচরে। প্রণমিল যথাবিধি মন্দ হাস্যভরে ॥ তবে পরিহাস বাক্য কৈল উচ্চারণ। শুনিতে লাগিল সমবেত সর্বজন ॥ আমিত প্রশস্ত বুদ্ধিযুক্তা সুপণ্ডিত। ব্রজে আমি গর্বঠাঞি একান্ত বিদিতা ॥ যারে আরাধনা করে মহারাজগণ। সেইত রাধার আমি দূতী একজন ॥ দৌত্যকার্যে এ মোর প্রভূত অভিজ্ঞতা। অনুভব কর সবে মোর এই কথা ॥ সেই বৃদ্ধা যদি হেন বচন কহিল। হাস্যভরে তবে মধুমঙ্গল কহিল ॥ কি কহিলা বৃদ্ধা তুমি অবধান কর। শুনিয়া করিল হাস্য সদস্য নিকর ॥ বৃদ্ধা কহে এই সভা তোমা সবাকার। হয়েত বিধির এই কথা জানি সার ॥ শ্রীমধু-মঙ্গল কহে শুনহ বচন। এইত ধৃষ্টতা তব যোগ্য অনুক্ষণ। পৃথ্বীশ্বরী রাধিকার বশ হৈঞা আর। অন্য আর বশ তুমি হইবে কাহার ॥ এত শুনি পরম গাম্ভীর্য সহকারে।

কহিতে লাগিল কৃষ্ণ সেইত বৃন্দারে॥ করহ যথেষ্ট তুমি বক্তব্য জ্ঞাপন। শ্রবণ করুক এই সভাসদগণ॥ শিষ্টাচার প্রতিপালয়িত্রী শ্রীরাধিকা। দূতীরে কহিল হেন বাক্য সর্বাধিকা॥ এতেক অর্দ্ধেক কহি কৃষ্ণ সেইক্ষণ। বিষ্ণু বিষ্ণু শব্দ তবে কৈল উচ্চারণ। ইন্দ্র পত্নী শচীরেও রূপে গুণে জয়। করিবারে পারে হেন গোপী সমুদয়॥ রাধার আমাত্য রূপে করে অবস্থান। তার মধ্যে ললিতাদি হয়েত প্রধান॥ আজ্ঞাকৈল সেই ললিতাদি সখীগণ। সেই কথা কহি সবে করহ শ্রবণ॥ মহাযশস্বিনী রাজ্ঞী শ্রীমতী রাধারে। সম্মুখে কি কথা দূরে অবজ্ঞা যে করে॥ সেই তোমা সবাকার ছত্রাদি ধারণ। অসাধারণেতে গণ্য হয় অনুক্ষণ॥ অতঃপর কৃষ্ণ সভাসদগণ সঙ্গে। কহিতে লাগিল হাস্য মুখে মহারঙ্গে॥ সত্য বটে সে রাজ্ঞীর আদেশানুসারে। ছত্রাদি ধারণাসিক্ত পারি ছাড়িবারে॥ কিন্তু যুদ্ধ ব্যতিরেকে জানিহ নিশ্চয়। হেন কার্য কভু বেদবিহিত না হয়॥ তেঁইত কহিবে যাঞা রাজ্ঞীর গোচরে। প্রস্তুত হয়েত যেন বুঝিবার তরে॥ এত শুনি সখা মধুমঙ্গল তখন। কৃষ্ণের সম্মুখে আসি কহিছে বচন॥ হে দেব এ মোর বাক্যই করহ শ্রবণ। রমণী জাতিতে গণ্য হয় সেই জন॥ হেন জন যদি অস্ত্র সমন্বিত হয়। ক্রুঃতার আস্পদ সে হয়েত নিশ্চয়॥ নাম মাত্রে প্রভুত্ব করয়ে নারীগণে। ঋজু ব্যবহার যোগ্য নহে তার সনে॥ অতএব সরলতা দূরে পরিহরি। মহাবলী তুমি মোসবারে দূত করি॥ তোমার বিপক্ষ নারীগণের সদনে। প্রেরণ করিবে বন্ধু আনন্দিত মনে॥ যেহেতু পণ্ডিত আমি তেঁই মাত্র মোরে। পাঠাইবে ওই আমা সবার মাঝারে॥ এতেক শুনিয়া দূতী হাস্যভরে কয়। তুমি যদি পণ্ডিত মূর্খ কেবা হয়॥ শুনিয়া সগর্বে মধুমঙ্গল তখন। হে জল্পনশীলে তুমি করহ শ্রবণ। আমি কহি যদ্যপি সে সভায় ভিতরে। জ্ঞানবান্ কোন ব্যক্তি অবস্থান করে॥ তবে বেদমূর্তি মোর সম্মুখে তোমার। সংস্থিতি স্থিরতা দুই হয় শোভাধার॥ শুনিয়া অবজ্ঞাভাবে দূতী কহে কামি। সুনিপুণা মোর ঠাঞি কি কহিবে তুমি॥ অপ্রতিভ হৈঞা কত কহিবে বচন। তেঁই বাক্য পরিহরি করহ শ্রবণ॥ শ্রীকৃষ্ণে হেরিয়া মধুমঙ্গল তখন। সরোষে কহয়ে বন্ধু করহ শ্রবণ॥ এইত দূতীর ঠাঞি বক্তব্য বিষয়। রাধিকা প্রভৃতি জ্ঞাত হইবে নিশ্চয়॥ তেঁই তিরস্কার পাত্রী হয় এই জন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মোর শুনহ বচন॥ যে পর্যন্ত তা সবার কার্যাদি জানিয়া। নেউটি না আসি আমি বার্ত্তাদি লইয়া। তাবৎ এইত ধূর্ত্তা রমণীরে সবে। আটক রাখহ অস্ত্র কভু না ছাড়িবে॥ শুনিয়া সহাস্যে দূতী কহয়ে বচন। তোমা সবাকারে বিজ্ঞ দূত এইজনে॥ সুনিশ্চয় মহাব্যাকুলতা প্রাপ্ত হৈল। মোর অবরুদ্ধ করি রাখিতে কহিল॥ নিজে তত্র গমনের করিল বাসনা। মোর মত নির্ভীক নহেত এই জন। এই হেতু এই ব্যক্তি তোমা সবাকার। কলঙ্ক কেবল সদা করিছে প্রচার॥ এইত জনার আর মোর ব্যাকুলতা। সমুচিত বলি সবে জানিহ সর্বথা॥ যেহেতু প্রভুর গুণরাশি পরিজনে। সংক্রামিত হয় বুধগণে হেন ভণে॥ এত শুন কৃষ্ণ কহে শুনহ ভামিনি। স্বামীর স্বভাব পুনঃ অনুরূপ জানি॥

সুন্দরী রাধিকা স্বভাবত বামা হয়। এমোরা দক্ষিণ হেন সবাই জানয়॥ দূতী কহে দক্ষিণার্থে অপসব্য হয়। তুমি সব অপসব্য হও সুনিশ্চয়॥ যেহেতু দাক্ষিণ্য বাচ্য হইলেও তোমার। প্রাতিকূল্য ভাব নাহি কর পরিহার॥ শ্রীমধুসূদন যেন তাহা না শুনিয়া। কহিতে লাগিল কৃষ্ণে অগ্রবর্ত্তী হৈঞা॥ ওহে মহারাজ তুমি করহ শ্রবণ। ধরয়ে অবলা নাম উক্ত নারীগণ॥ সেইত বামত্ব এই সব ললনার। করিতে নারিবে বন্ধু বলের প্রচার॥ দূতী কহে নিশ্চয় দোষজ্ঞ তুমি সব। কেমনে করিবে গুণরাশি অনুভব॥ শ্রীমধুমঙ্গল কহে দোষদর্শী জন। অগ্রসর হয় কহে শাব্দিকের গুণ॥ তে কারণে রাধিকা প্রভৃতি সুধীগণ। হে দূতী তোমারে অগ্রে করিল প্রেরণ॥ দূতী কহে তুমি সব হও সংখ্যাতীত। তোমা সবাকার ঠাঞি একক পণ্ডিত॥ কেমনে করিব আমি প্রত্যুত্তর দান। তার মধ্যে তুমি হও সবার প্রধান॥ প্রধানের অনুগামী তোমারেই জানি। তথাপি শ্রবণ সবে কয় মোর বাণী॥ পুণ্যজন শব্দ যথা রাক্ষসের প্রতি। প্রযুক্ত হয়েত নিত্য জানিহ তেমতি॥ বিরোধি লক্ষণ দ্বারে রমণী সবার। অবলা এইত নাম হইল প্রচার॥ অবলা নহেত নারী সবলা সে হয়। তার সর্ব কলেবর হয় শাস্ত্রময়॥ রাধিকারে উপলক্ষ করি অতঃপর। তেঁই লক্ষ করহ নারীর কলেবর॥

কুণ্ডল কলাপ, বরুণের পাশ, চঞ্চল লোচনদ্বয়। চিত্ত বিদারক, মদন রাজার, শাণিত শায়ক হয়॥ নত ভ্রূ যুগল, কামের কার্মুক, কর্ণদ্বয় হরিচক্র। নাসিকা দেবীর, হস্তধৃত যেন, কৃপাণ সামান্য বক্র॥ দংশন নিপুণ দশনের পাতি, বাসবের বজ্রসম। তথাদি অপর, উপাঙ্গ অঙ্গাদি, লক্ষণীয় শাস্ত্রোপম॥ তেঁইত ঈদৃশ, শাস্ত্রে বিভূষিতা, রাধা নিজে ব্রজ রাজে। তার ঠাঞি অন্য কোনজন আর, বিশ্বে বলবান আছে॥ রাধিকার ঠাঞি অন্য বলবান জন। কেবা আছে কথা কহিয়া তখন॥ কটাক্ষ নিক্ষেপ করি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। কহিল পূর্বোক্ত বাক্য রাধিকার দূতী॥ হেন মতে দূতী আর শ্রীমধুমঙ্গল। করিতে লাগিল বিসম্বাদ কোলাহল॥ কৃষ্ণ তবে দূতী প্রস্তাবিত শ্রীরাধার। সৌন্দর্য নিশ্চয় করি চিত্তের মাঝার॥ ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধরি কহে তুমি ধনি। স্বভাবতঃ প্রতিকূল দর্শিনী রমণী॥ অতএব দূতী তোমা কি আর বলিব। এ মোর মনের ভাব তোমা জানাইব॥ কিন্তু মোর দূত মধুমঙ্গল তোমায়। রাজনীতি দেখাইল ভয় নাহি তায়॥ অতএব তুমি মধুমঙ্গলাগমন। পর্যন্ত এথায় রহ স্থির করি মন॥ সেথা মোর দূত মধুমঙ্গল যাইয়া। আগমন করুক পুনশ্চ বার্ত্তা লৈঞা॥ প্রচারিত হৈলে মঙ্গলারক সমাচার। করিহ তবেত যথাযোগ্য ব্যবহার॥ শ্রীকৃষ্ণ কহয়ে মধুমঙ্গল তখন। তুমি নিজে রাধা ঠাঞি করহ গমন॥ এত শুনি দূতী কহে এ মোর বচন। অবধান কর অত্রস্থিত সর্বজন॥

সেই ব্যক্তি ন্যায়, যুক্তি ও প্রমাণ, এই তিন মধ্যে রহে। মুখ্যার্থে সেইত, জানে বুধগণ, মধ্যস্থ নামেতে কহে॥ কিন্তু যুক্তি ন্যায়, প্রমাণ বিহনে, মধ্যে মাত্র করে স্থিতি। সেই জন হয়, অধম মধ্যস্থ, বৃক্ষ সম মধ্যবর্ত্তী॥ অতএব এই দূত মাধব

তোমার। সুচতুর কিংবা পাল্য জন্তুর আকার। শিক্ষা গ্রহণেও কভু উপযুক্ত নয়। নিজেচ্ছায় গমন করুক মহাশয়॥ শ্রীমধুমঙ্গল কহে এ দূতী নিশ্চয়। মঙ্গলবিহীনা অমঙ্গল মূর্ত্তি হয়॥ তেই মঙ্গলোপদেশ দিবে সে কেমনে। এই নিবেদন মোর হয়েত এক্ষণে॥ যে আজ্ঞা করয়ে মহারাজ অধিরাজ। এত কহি যাত্রা কৈল রাধার সমাজ। প্রস্থান করিয়া রাধিকাদি গোপীগণে। তুষ্ট কৈল রাশি রাশি আশিষ বচনে॥ গোপীগণ মন্দ হাস্য ভরে প্রণমিল। আসিবার হেতু তবে জিজ্ঞাসা করিল॥ শ্রীমধুমঙ্গল কহে তোমা সবাকার। নৃত্য দরশন কার্য হবেত আমার॥ তোমা সবাকার দূতী সেথায় গমন। করিয়া কহিল মোর রাজ্ঞী এইক্ষণ॥ সার্বভৌম তব সঙ্গে মিলনের তরে। সাতিশয় বাঞ্ছা করে আপন অন্তরে॥ এত জানি মোর ভূপতিও আজ্ঞা কৈল। সে রাজ্ঞী নিশ্চয় পর পুরুষে মজিল॥ অতএব মোর সঙ্গে তাহার মিলন। বিশ্বাস করিতে নাহি চাহে মোর মন॥ তেই কহি কোন এক ভগ্নীরে তাহার। মোসবার মধ্যে কোন জনে এথাকার॥ বিবাহের তরে এবে যদি দান করে। প্রভূত মঙ্গল তবে উপজিতে পারে॥ এত শুনি রাধিকাদি সুন্দরীর গণ। ভ্রূকুটিল করিয়া কহিল সেইক্ষণ॥ বাচালতা নৈপুণ্য পূর্ণিত সাতিশয়। এইত ব্রাহ্মণ ধূর্ত্ত তরে মূর্ত্তি হয়॥ দেখহ সুস্পষ্ট ভাবে কহি অন্ত কথা। মোসবারে বঞ্চনা করিতে আইল এথা। কৃষ্ণ কদাপিহ হেন কুৎসিত বচন। কহিবারে নাহিক পারয়ে কদাচন॥ বিশেষতঃ সেইত দূতিকা মোসবার। হেন ঘৃণ্য ভাষা নারে করিতে ব্যবহার। মনে হয় কৃষ্ণতারে বান্ধিয়া রাখিল। তেই দূতী এখনও নেউটি না আইল॥ বিশাখা কহয়ে এই বাচাল ব্রাহ্মণ। যাহা ইচ্ছা তাহা অত্র করুক বর্ণন॥ কি কারণে সবে কর ইহার বিচার। নিশ্চয় বুঝিল দুষ্ট প্রকৃতি ইহার॥ তবেত কিরূপে কহ প্রকৃত বিষয়। বোধগম্য হইবারে পারে এ সময়॥ শ্রীমধুমঙ্গল কহে শুন গোপীগণ। কিবা লাভ মোর কহি এ হেন বচন॥ বিশাখা কহয়ে তবে শুন মহাশয়। প্রতারিত বিষয় এইত রূপ হয়॥ শ্রীমধুমঙ্গল তবে নিরস্ত হইয়া। কহিতে লাগিল কিছু অন্তরে চিন্তিয়া॥ সববিধ গ্লানি মোরা করি নিবারণ। শমগুণ দমাদি বিস্তারাসক্ত মন॥ অতএব অপরাধ নাহি মোসবার। হিত যাহে হয় তাহা করিনু বিস্তার॥ নিশ্চয় এইত ব্রজ যুবতীর গণ। সন্ধি সংস্থাপনে কৈল সময়ে গমন॥ মধুমঙ্গলে মুখে এ হেন বচন। শুনিয়া শ্রীমতী রাধা কহিছে বচন॥ তুমি যে কহিছ হেন গর্ব মহাশয়। কিবা বল সম্বলিত তব ভূপ হয়॥ এতেক শ্রবণ করি শ্রীমধুমঙ্গল। কহে তবে শুন মোর ভূপতির বল॥

যার গুণগণ, বিস্তৃত বশতঃ, সর্বচিত্তে আলোড়ন। সমুদ্ভূত হয়, বংশীধ্বনি করে, সর্বচিত্ত আকর্ষণ॥ অতীব উত্তম, রূপ রাশি করে, বিমুগ্ধ সবার চিত্ত। বিলাস সমূহে, স্তম্ভিত করয়ে, সবার হৃদয় নিত্য॥ বচন মাধুর্যে, বশীভূত করে, নিখিল ভুবনজনে। হেন কৃষ্ণ হৈতে, বশী অন্য কেবা, আছে অয়ি বরাননে॥

মোসবার এই, ভূপতির ঠাঞি, দীর্ঘতম ক্ষিপ্রতম। প্রিয়তম তথা, উরুতম স্থির-তম বাহু ল্যান্ন পা॥ হেন লোক যত, বৈসে ত্রিভুবনে, সবে হয় গর্ব শূন্য। এ মোর

ভূপতি, হয় ধন্যতম, বিশ্বে অগ্রতম গণ্য॥

শ্রেষ্ঠতম ক্ষুদ্র-তম বৃদ্ধতম, গুরুতম দ্রুবতম। বাঢ়তম হয়, বিপরীত কান্ত্যে পরিব্যাপ্ত অনুপম। অতঃ পর হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ। প্রেম বাধা চিত্তে করি কষ্টে সম্বরণ॥ ললিতা বদনে রাধা দৃষ্টিপাত কৈল। ললিতা বিরোধ বাক্যে কহিতে লাগিল॥ বাগ্মী হৈল মূক, বধির মুরলী, আশ্রয় করিয়া যারে। তদাশ্রয়ে বিপ্রবংশজ বাগ্মিতা, লভিতে কি নাহি পারে॥ কিন্তু মোসবার দূতীযুদ্ধ হৈল যথা। ইহারে করহ রুদ্ধ সবে অত্র তথা॥ তবেত করিব সজ্জা সমরের তরে। নিজ পিতৃ পুরোহিত পুত্র আছে ঘরে॥ পরম প্রচণ্ড সে নবীন যুবাগণে। আনয়ন করহ এথায় সর্বজনে॥ নারী বেশে এই জনে বল প্রকাশিয়া। সজ্জিত করুক এবে তাহারা আসিয়া॥ ব্রজ ভূপতির যেবা পুরোহিত হয়। এই শিশু হয় তার ভগ্নীর তনয়॥ অতঃপর যাঞা এহ কৃষ্ণের সদন। মোর বাক্য তাহারে করুক নিবেদন। বিবাহের উপযুক্ত কোন কন্যা আর। অবশিষ্ট নাহি ব্রজ যুবতী মাঝার॥ সুদূর সিংহলদ্বীপ হইতে সম্প্রতি। আনীত হইল এক কন্যা রূপবতী॥ পদ্মিনী রমণী মধ্যে গণ্যা সেহ হয়। প্রদীপের মত দ্যুতি অঙ্গে বিরাজয়॥ সবার আধিক্য জয় কৈল কন্যা সেহ। নিজে নৃপ কৃষ্ণ তারে করুক বিবাহ॥ দুষ্কুল সঞ্জাত হইলেও পদ্মিনীরে। মহারাজ কৃষ্ণ যেন অবজ্ঞা না করে॥ বিষ হইতেও, সুধা গ্রাহ্য হয়, কাঞ্চন অমেধ্য স্থিতে; নীচ হইতেও সর্বোত্তম বিদ্যা, স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল হইতে॥ শ্রীমধুমঙ্গল কহে পদ্মিনী না হৈঞা। তোমরা পশিলা যদি কুলেতে আসিয়া॥ তবেত পদ্মিনী নাহি হইয়াও তার। কেন না রহিবে কুলে প্রবেশাধিকার॥ শুনিয়া ললিতা কিছু অসন্তুষ্ট হৈল। রোষের সহিত তবে কহিতে লাগিল॥ পদ্মিনীরে কৈল, শোভায় আবৃত, সেই পদ্মা এ ভুবনে। সেইত-পদ্মারে, জিনে সদা সেই, রাধিকাদি গোপীগণে॥ সৌন্দর্যে মাধুর্যে, পদ্মাবিজয়িনী, সেইত এণাক্ষী সবে। পদ্মিনী বলিয়া, বর্ণনা করিছ, অহো দূত তুমি এবে॥ অতঃপর হাসমুখে বৃন্দাবনেশ্বরী। ঈষত রক্তিম নেত্রে ভ্রূচালন করি॥ পুরোহিত পুত্র পঞ্চাশত জন প্রতি। আদেশিল স্ত্রীবেশ রচিতে শীঘ্রগতি॥ রাজ পুরোহিতের ভাগিনেয় গণ যারে। স্ত্রী বেশ রচিয়া তবে উত্তম প্রকারে॥ শ্রীমধুমঙ্গলে সন্নিকেটে রাখিবার। আজ্ঞাদান করি তবে হৈঞা আগুসার॥ হরিণ লোচনা নারী সেনাগণ সঙ্গে। যুদ্ধ করিবার তরে যাত্রা কৈল রঙ্গে॥ হইয়া যুদ্ধাভিমুখী অবস্থান কৈল। মনে মনে রাধা কৃষ্ণে চিন্তিতে লাগিল॥

বুঝিবার তরে, আসিয়া রাধিকা, কহিল হোলির কথা। বিদগ্ধ মাধব, কহিল হোলির, কথা অবিকল তথা॥ রাধিকা তথায়, তবেত আনন্দে, যে ভাবপ্রকাশ কৈল। মাধব সেহত, সেই মত ভাব, অচিরাতে প্রকটিল॥ তবে নৃপ তুল্য সে গোকুল যুবরাজ। সমাগত পুনরায় বন্ধুর সমাজ॥ শ্রীমধুমঙ্গল মুখে কটু পরাভব। শুনিয়া পুনশ্চ করি উত্তমানুভব॥ আপনার পক্ষদ্বারে সুরক্ষিত আর। ধৃষ্টতা লক্ষিত চিত্ত হয় যা সবার॥ এহেন রমনীগণ দ্বারে সে দূতীরে। করিল পুরুষ বেশে সজ্জিত

অচিরে ॥ সেইত বিপ্রের দ্বারে বার্ত্তা পাঠাইল। সেইত কন্যার এই ধন্ত বর হৈল ॥ বরবেশ ধারিনী সে দূতীরে লইয়া। সে না সহ কৃষ্ণ অগ্রে চলিল ধাইয়া ॥ পরস্পর নিয়ম হইল হেন মতে। নায়ক নয়িকা দোহে কৌতুক সহিতে ॥ সম্মিলিত করিবারে নারী কতিপয়। বল প্রকাশিয়া দোহে ধরি সে সময় ॥ স্ত্রী পুরুষ বেশধারী দোঁহে অতঃপর। অঞ্চলে অঞ্চলে বদ্ধ কৈল দৃঢ়তর ॥ তবেত উভয় পক্ষে হাস্যের তরঙ্গ। উঠিতে লাগিল বিস্তারিয়া মহারঙ্গ ॥ শ্রীরাধা পক্ষীয় মৃগ লোচনার গণ। কহিতে লাগিল হেন কথা সেইক্ষণ ॥ সাতিশয় বৃদ্ধ এই বর কদাকার। পরাভব কল পদ্মিনীরে মোসবার ॥ অতএব দূত পরাভবের কারণ। যুদ্ধার্থে সজ্জিত হও ওহে সৈন্যগণ ॥ মুরলী প্রভৃতি যুদ্ধ বাদ্যের সহিত। মুরজাদি বাদ্য আসি হইল মিলিত ॥ নিকুঞ্জ প্রসরে, শ্রীরাধামাধব, করে হোরি ক্রীড়া রণ। মাতিল উভয়, পক্ষীয় যতেক, সখী আর সখাগণ ॥ কেহ পরিহাস অঙ্গের স্বরূপ কুবাক্য প্রয়োগ করে। কুঙ্কুম রঞ্জিত, বারিক্ষেপ কেহ, করে ক্ষেপ যন্ত্র দ্বারে ॥ কুসুমে সজ্জিত, যষ্টীর কোমল-ঘাত প্রতিঘাত রীতি। প্রবর্ত্তন করে, কোন কোন জন, লভিয়া পরমাপ্রীতি। যূথ স্বামী কিংবা যূথ স্বামিনীর, জয় পরাজয় দেখি। দল বিনিময়, করিতে লাগিল, সুচতুরা যত সখী ॥ এহেন প্রকার, বিবিধ বিলাসে, মিত্রগণ সহায়তা। শোভিতে লাগিল, হরির হোলিতে, বৃন্দাবন ধামে তথা ॥ বলরাম শ্রীদাম সুদাম সখাগণ। বহুক্ষণ কৃষ্ণ কেলি করি দরশন ॥ স্বপ্ন মেলি কলহের প্রলাপ বচন। প্রয়োগ করিতে আরম্ভিল সেইক্ষণ ॥ হইয়া ক্রীড়াভিলাষী স্বপ্রেয়সীগণে। মাতিল মাধব অচিরাতে ক্রীড়া বনে ॥ প্রথমেই কৃষ্ণ আর ব্রজ বধূগণ। মিলিত হইল হৈঞা স্নেহযুক্ত মন ॥ তবে হোলি কেলি সবে আরম্ভ করিল। পরস্পরে কেলিরণে মর্দিত হইল ॥

চিকুঞ্জ কানন, চত্বরে বিস্তৃত, সেইত মদন রণে। শ্রীরাধামাধব, আর মদ মত্ত, ব্রজ সুন্দরীর গণে ॥ ব্যবহৃত হৈল, সেইত ভ্রূধনু, শাণিত নয়ন বাণ। পয়োধর চক্র, বদন নিপুণ, নখশস্ত্র দ্যুতিমান ॥ ইত্যাদি অঙ্গাস্ত্র, সে মদন রণে, সমূহের ব্যবহারে। অপরাধ হায়, কিবা যে ঘটিল, কে তাহা কহিতে পারে ॥ অতঃপর দণ্ডে দণ্ডে করিয়া প্রহার। কথোক্ষণ কেলি কৈল ব্রজেন্দ্র কুমার ॥ সেই যুদ্ধে দণ্ডদান করি অতঃপর। বাহু যুদ্ধ কৈল সবা সঙ্গে পরস্পর ॥ তবে চুম্বনালিঙ্গন আর রদারদি। পয়োধর নিপীড়ন শৃঙ্গার অবধি ॥ নানা কেলি সহায়ে প্রচুর পরিমাণে। যুদ্ধ প্রবর্ত্তন হরি কৈল সেই স্থানে ॥

হস্তে হস্তে ধরি, আন্দোলন আর, অঙ্গুলী মর্দন তথা। কবরী মোচন, বেশ বিখণ্ডন, করদ্বয় চঞ্চলতা ॥ ইত্যাদি বিবিধ, বিহারের পরে; বাক্য যুদ্ধ পরস্পর। আরম্ভ হইল, প্রণয় রভসে, অতিশয় মনোহর ॥ এতেক বিলাস, করিয়া মাধব, পরবধূ সৈন্য মাঝে। পশিল জনতা, বুঝিতে নারিল, হরি এবে কোথা আছে ॥ অন্তে দূরে রহ মাধব আপনি বুঝিতে নারিল সেহ। কোথায় পশিল, নারী ব্যূহে কিংবা রাধা সহ কুঞ্জ গেহ ॥ অতঃপর ক্রমে ক্রমে উত্তর উত্তর। সবারে লঙ্ঘন তবে করি পরস্পর ॥

অপূর্ব উৎসাহ আর সজনীর গণে। বেষ্টিত হইয়া রাধাকৃষ্ণ দুইজনে ॥ অনঙ্গ সাধন কেলি যুদ্ধের কৌশলে। পরস্পর সম্মিলিত হইল বিরলে ॥ নিকুঞ্জ মাঝারে রাধা-মাধব তখন। অনঙ্গ সম্ভোগ রঙ্গে হইল মগন ॥ তত্র যথা বিধি সেই কৌতুক দর্শনে ॥ স্ব স্ব কেলি পরিত্যাগ করি সখীগণে ॥ চিত্রভাব ধারণ করিয়া চিত্র সম। সেই সুন্দরী সখীগণ অনুপম ॥ স্বর্ণ মালা সম রাধামাধবে বেড়িয়া। গাহিতে লাগিল গীত আনন্দে মাতিয়া ॥ সজনি! দেখ দেখ হোলি যুদ্ধ। শ্রীরাধামাধব, নির্জনে রচিল, হৈঞা ভবদহ্নুক্রুদ্ধ ॥ দণ্ডাদণ্ডি যুদ্ধ, সমাপ্ত হইলে তারতম্য পরস্পরে। খণ্ডিত হইয়া উদ্গ্রীব হইল, দোহে মিলনের তরে ॥ মিলনে অপূর্ব, সুষমা বিকাশ, হৈল দুই কলেবরে। মেঘ বিজুরীর, প্রভাজিনি দোহে, সগর্বে বিহার করে ॥ মস্তক হইতে, বসন স্খলনে, মুখদ্বয় আবরিল। একজন অন্ত, মুখপদ্মে শ্রেষ্ঠ, অলিসম আচরিল ॥ মাধবের ভুজ-ভুজঙ্গ রাধার, বক্ষোপরি বারম্বার। পতিত হইয়া, ভুজঙ্গ বিলাস, প্রকটিল চমৎকার ॥ বক্ষোপরি ফণী, বাহুত বিলাসে, স্বভাব প্রকট কৈল। পীনপয়োধর, চক্রবাক যুগ, তাহে ঘৃষ্ট দৃষ্ট হৈল ॥ অভিনব স্বর্ণ, লতিকা শোভিত, তরুণ তমালবর। শোভা পায় যেন, দেখ পুনরায় নিষ্পাদপ ধরাপর ॥ যুবতী গণের সহায়ে যাহার, বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হৈল ॥ সেইত রাধিকা, মাধবে আপন বশে আনয়ন কৈল ॥ পূর্বাপর রাধা, না করি বিচার, বলশালী সেই জনে। আয়ত্তে রাখিতে, রভসে উদ্যম, করিতেছে কেলিরণে ॥ রাধার অধীনে, মাধব যদ্যপি, সবলে হইল নীত। সুন্দরীরগণ, তবেত মনোজ, আনন্দে হইয়া স্ফীত ॥ নবনীত শুভ্রবসন ধারীরে, ক্ষেপণ যন্ত্রের বলে। অভিষিক্ত কৈল, মসীবন্ মৃগনাভি বিমিশ্রিত জলে ॥ যেইত রাধিকা, পূর্বেই হরিল, হরির হৃদয রত্ন। অদ্ভুত নহেত, সে হরিল বেণু, নিজে অত্র করি যত্ন। তবেত রামাদি, বন্ধুজনগণ, হরিরে হেরিয়া রুদ্ধ। সন্ধি বাঞ্ছা কৈল, পাঠাইয়া রাধা ঠাঞি দূত গুণশুদ্ধ ॥ বলরাম নিজে, সেইত ফাল্গুন, পর্বে হোলি মহোৎসবে। রত্নাদি বিবিধ, দেয় বস্তু দানে, বাসনা করিল যবে ॥ প্রতিভূ লইয়া, ব্রজ বধূগণ, কৃষ্ণে করিবারে দান। অঙ্গীকারাবদ্ধ, হৈল তবে হোলি যুদ্ধ হৈল অবসনে ॥ সন্ধি সংস্থাপিত, হৈল সবাসঙ্গে, প্রশংসে দেবের গণ। নিজ কান্তা প্রেমোদগত গীত কীর্ত্তি, কৃষ্ণে হেরে সর্বজন ॥ হেন মতে হোলিলীলা সম্পন্ন হইল। চর্চরিকা বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল ॥ বাদ্যশুনি বিস্মিত হইল সর্বজন। রাধা কৃষ্ণ যূথসহ চলিল ভবন ॥ পরস্পর কিয়দূরে অগ্রসর হৈল। কোথা হৈতে মূঢ়মতি শঙ্খচূর্ষ আইল ॥ পূর্বে তার মৃতুকথা হইল বর্ণিত। পুনরুক্তি হেতু বার্ত্তা রহিল স্থগিত ॥ হেন মতে হোলিলীলা করিয়া বর্ণনা। কথক সমাপ্তি শ্লোক কৈল উচ্চারণ ॥ শঙ্খচূড় বধ, করি তার মণি, বলরাম হস্তে দিল। হে রাধে তোমার, কান্ত তব লাগি, এই দুই কার্য কৈল ॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামি বর। শ্রীগোপালচম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা গর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ চরণ স্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে ॥

একত্রিংশৎ পূরণম্ □ নানারাগ বিচিত্র চরিত্রম্

(শ্রীকৃষ্ণস্য দশম বর্ষীয় লীলা)

অতঃপর স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রভাত সভায়। কহিতে লাগিল হরিকথা পুনরায়॥ তবেত পরম প্রেমময় লীলাকারী। গোকুলের বন্ধু হরি গোলোক বিহারী॥ দশম বৎসর বয়ঃক্রম যবে হৈল। ফুল্ল উল্লাসের সঙ্গে নানা কেলি কৈল॥ সেইত নৃশংস কংস ক্রমশঃ আপন। গর্বিত হইল লৈঞা সেই সব জন॥ তারা সবে মৃত্যু মুখে পতিত হইল। বৈরি নির্যাতনে কংস দৃঢ় বাঞ্ছা কৈল॥ অবশেষে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানি মনে। স্থির করি রাখিল যেইত দুই জনে॥ সেইত অরিষ্ট আর কেশীরে তখন। আপন গোচরে কংস কৈল আনয়ন॥ তবে ক্রোধাবিষ্ট আর ভয়যুক্ত মনে। কহিতে লাগিল সেই দৈত্য দুইজনে॥ সেই কৃষ্ণে করি আমি বালক মনন। উপযুক্ত লোক নাহি করিনু প্রেরণ॥ তেই সেহ সবাকার বিদারক হৈল। একে একে সবে যম পুরে যাত্রা কৈল॥ অতএব মোর জয়েচ্ছার আশা নাহি। তোমা দুইজনে তেই মনঃ কথা কহি॥ এই স্থলে কিবা হয় কর্ত্তব্য আমার। দোহে স্পষ্ট করি মোরে কহ সমাচার॥ এত শুনি দুইজন কহে করজুড়ি। মহারাজ আপনার আজ্ঞাপেক্ষা করি। মোরা দোহে মথুরাতে আছি বিদ্যমান। যোগ্য বিষয়ের এবে কর আজ্ঞাদান॥ কিংবা আজ্ঞা করিবার কিবা প্রয়োজন। উপযুক্ত ভৃত্য মোরা আছি দুইজন॥ এত কহি দৈত্যদ্বয় গৌরব সহিত। উঠিয়া প্রণাম করি কংসে সমুচিত॥ ব্যগ্রভাবে চলিবার উদ্যোগ করিল। কংস তবে দুইজন কহিতে লাগিল॥ প্রথমে অরিষ্ট তত্র করুক গমন। কৃষ্ণ বিনাশনে আছে বিঘ্ন সম্ভাবন॥ অতএব কেশী তার সাহায্যের তরে। প্রস্তুত রহুক বাস করিয়া গোচরে॥ এতশুনি দুইজন যাঞা নিজ ঘরে। ব্যগ্র হৈল কৃষ্ণের অনিষ্ট করিবারে॥ অতঃপর একদিন সায়াহ্ন সময়। রক্ত বর্ণ হৈলে রবি কর সমুদয়॥ সর্বদেব বিপক্ষ অরিষ্ট মহাসুর। প্রকটিয়া আপনার শক্তি সুপ্রচুর॥ সর্বত্র কুটিল ভাবে যাইতে লাগিল। ধেনুগণ প্রতিহিংসা প্রকট করিল॥ পুনঃ পুনঃ নানাবিধ করি প্রকটিত॥ মনোরম গোষ্ঠদ্বারে হৈল উপনীত॥ সেইত সময়ে বলরামের কনিষ্ঠ। কৃষ্ণ হৈঞা চিত্তে অতি আবেগ বিশিষ্ট। চিত্রা নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত রাকা তিথি। লক্ষ্য করি মহোজ্জ্বল তাহে হরি ক্ষিতি॥ স্ব সুখ বর্দ্ধনে গোবর্দ্ধনে হেরিবারে। গমন করিল ব্রজ হৈতে কিয়দ্দূরে॥

অরিষ্ট দৈত্যের, চরণ চালনে, কম্পিত হইল মহী। টলমল করে পর্বত নিকয় নিজ নিজ স্থানে রহি॥ দৈত্যের নিনাদে, ব্যোমে মেঘমালা, হৈল সংক্ষোভিত আর। ছিন্ন ভিন্ন হৈঞা, লভিল অচিরে, অতীব বিকৃতাকার। নিশাচর শ্রেষ্ঠ, সেইত অরিষ্ট, আপন কুকুদোপরি। উদিত হইল, গোষ্ঠের সমীপে, মেঘপুঞ্জ সঙ্গে করি॥ সংঘটনে তার, চকিত হৃদয়, ব্রজবাসীগণ তবে। নানা তর্ক করি, ভয়ে পলাইল, দিকে দিকে শীঘ্র সবে॥ স্বল্প স্বল্প মূত্র, ত্যাগ করে সেই, দেব শত্রু মহাসুর। তাহে সৃষ্ট হৈল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, দুর্গন্ধেতে ভরপুর॥ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-মালা সৃষ্টি করি, চলে বিষ্ঠা ত্যাগ দ্বারে।

পর্বতের মত, বিশাল শরীর, দেখহ সবাই তারে॥ বৃষের মতন, দম্ভকারী সেই, বৃষাকৃতি মহাসুর। করিতে লাগিল, বৃষ সম শব্দ, কোপ ভরে সুপ্রচুর॥ সেইত বিকট, নিনাদ বারেক, শ্রবণেতে সুনিশ্চিয়। কাঁপে থর থর, গর্ভবতী গাভী, ভয়ে গর্ভপাত হয়॥ সেই বৃষ শৃঙ্গ ক্ষুরাদি করিয়া, বিকৃত বিশেষভাবে। নিক্ষেপ করিতে, লাগিল সরোষে, উচ্চ ভূমিখণ্ড যবে॥ মৃত্তিকাতে পূর্ণ, হইল তুরিতে, নিখিল গোকুল আর। বনানী মণ্ডল, চতুর্দিক হৈল, ধূলিজালে অন্ধকার॥ যত্র যত্র ঘুর, স্থাপন করিত, সেইত বৃষভাসুর। তত্র তত্র মহী, বিদীর্ণ হইত বৃক্ষাদি হইত চুর॥ নয়ন সদৃশ, গর্ত্ত হৈতে তার স্বাভাবিক বিনির্গত। সলিলের ধারা, প্রবাহিত হয়, ক্রন্দন অশ্রুর মত॥ এইত অরিষ্টাসুর করিয়া দর্শন। কহয়ে এহেন কথা ব্রজবাসীগণ॥

চৌদিকে হইয়া, উচ্ছলিত এই, গিরি যদি শোভা পায়। ধরিয়া তাদৃশ, মুরতি আপত্তি, কিছুই নাহিক তায়॥ কিন্তু গিরি শৃঙ্গ নীচে যে জ্বলিছে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দ্বয়। হায় ইথে ব্রজ জনারে বিস্মিত, কৈল এবে সাতিশয়॥ হেন মতে গর্ব করিতে দুষ্টাসুর। বধিয়া উত্তম গাভীগণে সুপ্রচুর॥ সর্ব বস্তু প্রতি হিংসা করিয়া বিস্তার। করিতে লাগিল মহাশব্দ অনিবার॥ সেই শব্দে গোষ্ঠবাসী শ্রেষ্ঠ গোপগণ। আর ধেনুগণ হৈঞা আতঙ্কিত মন॥ উদ্ধারের তরে কৃষ্ণে ডাকিতে লাগিল॥ দূর হৈতে কৃষ্ণ তাহা শুনিতে পাইল॥ শুনিয়া করুণাময় প্রভু অতঃপর। ঝটিতি আসিল তত্র সবার গোচর॥ কুত্রাপিনা যাঞা। সেথা অবস্থান কৈল। ভয় নাহি হেন বাক্য সবারে কহিল॥ করিয়া অভয়দান সবারে তখন। বৃষের যাহাতে হয় ক্রোধের বর্দ্ধণ॥ হেন শব্দ দ্বারে অতীব বেগ ভরে। আহ্বান করিল সেই দুষ্ট বৃষাসরে॥ সুখে তারে মারিতে পারিবে হেন কথা। জানাইতে বৃষসম শব্দ কৈল তথা॥ আহ্বান করিয়া কৃষ্ণ অসুরের প্রতি। কহিতে লাগিল শুন ওহে মূঢ়মতি॥

রে মন্দ তদ্বিধ, দুর্জনের শাস্তা, এই মোর বিদ্যমানে। কি ফল রে দুষ্ট, পশুপাল সহ, পশুগণে ভয় দানে॥ হে নিন্দিত পিণ্ডী-শূর হিংসা কেন, করিছ রহিয়া দূরে। সমুদ্র প্রবাহে অগস্তের মত, পরিপূর্ণকর মোরে॥ নিজেরে যে গো বলিয়া অভিমান করে। সেইত অরিষ্টাসুরে বধিকর তরে॥ জনতার গোত্ব ভ্রম নিরাস করিতে। কহিল এহেন কথা স্পষ্ট হৈল ইথে॥ বাহুর উপরে, করাঘাত শব্দ, যবে সে অসুর কৈল। কৃষ্ণ তবে বাহবাস্ফোট কৈল যাহে, দৈত্য কর্ণ ভেদ হৈল॥ দৈত্য যবে ক্রোধ, করিল প্রকাশ, কৃষ্ণ অতি উচ্চ-রবে। ক্রোধ প্রকাশিয়া, শিশুর মতন, হাস্য নাহি কৈল তবে। কোনও সখার, স্কন্ধ দেশে নিজ, বাহু সমর্পণ করি। উচ্চ হাস্য কৈল, প্রফুল্ল হৃদয়ে, দাণ্ডাইয়া সেথা হরি॥ সেই উচ্চ হাস্যে, অরিষ্টের দূর॥ ক্রোধ, বৃদ্ধি কৈল সুপ্রচুর। আত্মীয় বর্গের, আশঙ্কার সৃষ্টি, সেহত করিল দূর॥

বৃষভ সেইত, পুচ্ছ সম্মার্জনী, চৌদিকে ঘূর্ণিত করি। লক্ষ লক্ষ মেঘ-মালা ধূলি সম, বিস্তারিয়া নভোপরি॥ ক্ষিতি ক্ষত করি, বজ্র বিজলিত-ঘুর খনিত্রের দ্বারে। অগ্রসর হৈল, শ্রীহরির প্রতি, মহারোষ সহকারে॥

সেই বেগবান, অসুরের প্রতি, কেবল যে বজ্রসম। দুষ্টে দণ্ডদান, করিতে শ্রীহরি, না হৈল কঠোরতম॥ পরন্তু বিপক্ষ, বৈরীর সুতীব্র, অতুচ্ছ শব্দের প্রতি। বজ্রের মতন, নাশ পরায়ণ, হৈল হরি শীঘ্রগতি॥ তবে যে কেবল, অবজ্ঞাতে হরি, হাস্য কৈল তাহা নহে। সেই হাস্য কৈল, সখা যেবা স্কন্ধে, হরিভুজ ধরি রহে॥ হেন রূপে স্পষ্ট রূপে সেই দুষ্টজন। অত্যন্ত নিকটে যবে কৈল আগমন॥ শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণ তবে সেইত সময়। দৃঢ় রূপে ধরিল দৈত্যের শৃঙ্গদ্বয়॥

বৃষাসুর পূর্বে, জয়ার্থে যে শৃঙ্গদ্বয় অগ্রবর্তী কৈল। স্ববন্ধনরূপে, সে দুই কৃষ্ণের, বাহু দ্বয়ে বন্দী হৈল॥ বাহু পাশাবদ্ধ, তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ সেই, দুষ্টারিষ্ট রোষ ভরে। সম্মুখের দিকে, অগ্রসর হৈল, হরিরে নিক্ষেপ তরে॥ দৈত্য কুল বৈরী, হরি সেইক্ষণে, স্বশক্তি প্রকট করি। অষ্টাদেশ পদ, পশ্চাতের দিকে, নিক্ষেপিল শৃঙ্গে ধরি॥ এই দুষ্টাসুর, উদ্ধত চরিত্র, চিত্তে নাহি প্রেমলেশ। অতএব ক্রীড়া-বিনোদনে ইথে, ফল নাহি সবিশেষ॥ তেঁইত সুস্পষ্ট, রূপে সে অরিষ্টে, উর্দ্ধে সমুৎক্ষিপ্য করি। বিপরীত গতি, অবজ্ঞাতে দান, কৈল তবে দুষ্ট হরি॥ ব্যবত্তিভ মাত্র, মহীতে না হৈল, হরিক্ষিপ্ত বৃষাসুর। ত্রিদিবেত্ত হৈল, হাস্যে সমুৎক্ষিপ্ত, দেবগণ সুপ্রচুর॥

সেইত দুষ্টের, পুচ্ছ নিপতিত, হৈল শৃঙ্গদ্বয়বলে। শৃঙ্গদ্বয় হৈবে, নিপতিত তবে, পুচ্ছ বলে মহীতলে॥ সেইমত পৃষ্ট-বলে পদতার, পদবনে পৃষ্ট আর। পতিত হইল, উপযুক্ত হৈল, বিপরীতকারী তার॥

তৎকালে অসুর, পতনের ফলে, বিষম লজ্জিত হৈল। তথাপি সর্বতো ভাবে অচিরাতে, পুনরভ্যুত্থান কৈল॥ রোষভরে তবে, অসুরের বাম শৃঙ্গ উৎপাটন করি। তদ্দ্বারা দৈত্যের, বদন কুট্টন, কৈল দর্পহারী হরি॥ করিয়া শৃঙ্গোৎপাটন শ্রীহরি তখন। কহিতে লাগিল দুষ্টে সুমিষ্ট বচন॥ হইয়াও তুমি, অভদ্র ধরিলা, বৃষাকৃতি ভদ্রবেশা। বিষাণ মুণ্ডনে ধেনু বেশ এবে, শোভা কৈল সবিশেষ॥ লোকে যথা আর্দ্র, বস্ত্র নিপীড়নে, বারি নিষ্কাসিত করে। দৈত্যের জীবন, তথানিষ্কাসিত, কৈল হরি দুই করে॥ বিষ্টা, মূত্র, রক্ত, প্রভৃতি আমার, পদার্থ হইল দূর। লভিল পরম, শুদ্ধতা কৈবল্য, তুরিতে অরিষ্টাসুর॥

দেহান্তে অরিষ্ট, লভিল অচিরে, পরম কৈবল্য পদ। মুনিগণ কহে, যম লোকে গেল, সেই দৈত্য অপসদ॥ এহোত কেবল, কৃষ্ণদ্বেষী জন-গণের বিকৃত কথা। নামে যার মুক্তি ঘটে তার হস্তে, মরিলে নরক কোথা॥ পুষ্পবৃষ্টি কৈল, সানন্দে তৎকালে, সেইত ত্রিদশগণ। ইহা ভিন্ন শত্রু বধে পুনঃ আর, কিবা আছে সুশোভন॥ তৎকালে দেবতাগণ গোকুল জীবন। কৃষ্ণের জানিয়া অভিপ্রায় বিবরণ॥ প্রায় অনুবাদ করি উপহাস ভরে। কহিতে লাগিল বৃষাসুরে দীপ্তস্বরে॥

ওহে বৃষাসুর, বাল্যেও এ আমি, ক্ষুদ্র বৃষে দৈত্য জানি। অবলীলা ক্রমে, ধরিয়া তাহায়ে, করিনু জীবন হানি॥ বাল্য গেল এবে, কৈশোর দশাতে, হৈনু আমি উপনীত। তুমি যে অতীব, ভয়ঙ্কর দেহ-ধারী শ্রেষ্ট বিপরীত॥ কেন না তোমারে,

জানিতে পারিব, তুমি দৈত্য অপসদ। বোলহ তোমারে, কিসের কারণে, না করিব এবে বধ॥ গোকুল নিবাসীজন সমূহের আর, গোকুলের প্রাণকৃষ্ণ-ভাব অনুসার॥ মহামুনি শুকদেব এহেন বচন, উত্তরা পুত্রের ঠাঞি করিল বর্ণন॥ হেন মতে বধ, করি বৃষাসুরে, স্তুত হৈঞা জ্ঞাতিগণে। গোপী নেত্রোৎ সব, কৃষ্ণ প্রবেশিল, গোষ্টে বলরাম সনে॥ শত্রুজয়জাত, সুমঙ্গলোদয়ে, প্রস্তুত প্রশস্তীস্তুত॥ বিজয়ী হইয়া, ব্রজে আগমন কৈল যবে শ্রী অচ্যুত॥ আনন্দে উন্মত্ত, হৈল ব্রজবাসী, নরনারী গোপগণ। বিবিধ সম্বাদ, প্রচারিত হৈল, মুখে মুখে সেইক্ষণ॥ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের, পিতামাতা হেরি, পুত্রের বদনখানি। ধরিতে না পারে, চিত্ত দুনয়নে, উছলিয়া বহে পানি॥ অপ্লুত হইয়া, নির্জনে এজলে, সঘনে মার্জন করি। কান্দিতে লাগিল, মূকের মতন, নন্দ আর ব্রজেশ্বরী॥ অতঃপর হরি কথা করি সমাপন। সভামধ্যে কথক কহিল সেইক্ষণ॥

স্তবযোগ্য এই, তনয় তোমার, হে আভীর জনাধিপ। রক্ষিত যদ্দ্বারে, হৈল দেবগণ ধ্বংস হৈল তৎপ্রতীপ॥ রাত্রি কথাতেও স্নিগ্ধকণ্ঠ অতঃপর। কহিতে লাগিল হরিকথা মনোহর॥ হেনমতে হোলি উৎসবের বিঘ্নকারী। শঙ্খচূড় দৈত্যের জীবনাপহারী॥ গোপবীর কৃষ্ণ তবে হোলি মহোৎসব। সমাপিল লৈঞা বন্ধু বান্ধবাদি সব॥ পদ্মসম প্রফুল্ল নয়ন যা সবার। চিত্ত মধ্যে বিবর্দ্ধিত অনঙ্গ বিকার॥ কৃষ্ণসঙ্গ কামিনী সে প্রেয়সীরগণ॥ নানা ভাবে কুঞ্জসেবা করে অনুক্ষণ॥ তাসবার নৈশ কেলি শ্রীকৃষ্ণের মনে। করুক সন্ধান স্বয়ং সজনীর গণে॥ মোর উক্তি এবেত করিয়া নিদর্শন। শয়ন গৃহের কথাঞ্চিত বিবরণ॥ সখীগণ শ্রবণ করুক এইক্ষণ। পরাশর মুনি যথা করিল বর্ণন॥ শ্রীমধুসূদন, বিহরিল তথা, ব্রজ গোপীগণ মনে। বিরহে যাহার, ক্ষণকালে কোটিবৎসর সমান গণে॥ শ্রীশুক গোস্বামী হেন কহয়ে বচন। কক্ষ সহে বিহরিল ব্রজবধূগণ॥ কৃষ্ণ যবে করে, অরণ্যে গমন, ব্রজবধূগণ তবে। দ্রুত চিত্ত হৈঞা, কৃষ্ণলীলা গানে, দুঃখে দিন যাবে সবে॥ সেই কালে প্রতিদিন দিবাক্ষয়। হয়, নৃত্যগীত বাদ্য বিস্তারিয়া সে সময়॥ সহচর গানের সঙ্গিনী ধেনু গণে। ব্রজজন স্নেহ ধন হরি সেইক্ষণে॥ আপন ভবনে আসি করয়ে প্রবেশ। বিমান সঞ্চারী দেববৃন্দ উর্দ্ধদেশ॥ নিজ নিজ দলে মুহু ভ্রমণ করিয়া। তৃষ্ণা শেষাবধি কৃষ্ণবদন হেরিয়া॥ গৃহসীমাবধি আমি ক্লেশযুক্ত মনে। অবস্থান করে পুনঃ বদন দর্শনে॥ ভবনে পশিলে কৃষ্ণদেবতারগণ। বিস্ময়ে নিশুব্ধ আর সাভিলাষ মন। সেই স্থানে রহি চিত্র লিখিতের মত। রজনী যাপন করে হঞা মর্মাহত॥ তবেত শরণাগত দেবতারগণ। মাঙ্গলিক মতে কৈল কৃষ্ণানুসরণ॥ কৃষ্ণ যবে গৃহ হৈতে নির্গত হইল। নির্গত হইয়া বেণু অধরে ধরিল॥ গোপগণ সঙ্গে তবে গোচারণ তরে। বাজাইল বেণু অতি সুমধুর স্বরে॥ সেই লীলা নহিলেও ইন্দ্রিয়গোচর। প্রেম সম্পদ পূর্ণনেত্রে হেরি অতঃপর॥ ব্রজের বিভূতি শ্রীআভীর নারীগণ॥ গাহিতে লাগিল গীত সুস্বরে তখন॥

সখিরে তোমার, সখার চরিত্র, কর এবে অবধান। এমোর সমান, বিদীর্ণ করিল, নিখিল জনার প্রাণ॥ বাম বাহু বাম কপোলে বিন্যস্ত, গণ্ড করে ঝলমল। চঞ্চল

ভ্রূযুগে, অপূর্ব সুষমা, মুখপদ্ম সমুজ্জ্বল ॥ সুকুমারাঙ্গুলি-বিলসিতোজ্জ্বল বেণুমুখে মৃদু-হাস। সঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ, রাগ কলা তান,—মানলয় সুপ্রকাশ ॥ ভূপৃষ্ঠে বিহারী, হরির সঙ্গীতে, ব্যোমযানে দেবীগণ। বিদ্ধচিত্ত আর মোহ পরিপ্রাপ্ত, সিদ্ধিলব্ধ সর্বজন ॥ অতঃপর কৃষ্ণ যদি গোপললনার। সঙ্গীতের পাত্র হেন হৈল বারম্বার ॥ তবেত বনের আর ব্রজের মাঝারে। উপবিষ্ট হইয়া আহ্লাদ সহকারে ॥ অভিলাষ পরিপুষ্ট করিবার তরে। বাজাইল বেণু অতি সুমধুর স্বরে ॥ ব্রজমাঝে সেই কালে গোপবধূগণ। করিল এহেন ভাবে গীত আরম্ভন ॥

বিজুরী স্বরূপা, এই স্বর্ণ রেখা হৃদয়ে চঞ্চল নহে। বিচিত্র এহোত, স্বভাব ছাড়িয়া, সুস্থির হইয়া রহে ॥ তপন প্রতীম, কৌস্তুভ মণিরে, হেরিয়াও তারা হার ॥ চঞ্চল সেহত, অচঞ্চল রহে, বিচিত্র এ ব্যবহার ॥

যার এই কল-নাদামৃত বর্ষী, বেণুগীত বিতরণে। তৃণ মুখে স্তব্ধ-দশা-প্রাপ্ত করি, বনস্থিত ধেনুগণে। উন্নত যুগল, কর্ণরূপ পাত্রে, করায় অমৃত পান। ধর্মনিষ্ঠ ভব্য, জনে করে সর্ব-বিধ সুমঙ্গল দান ॥ অত্যুত্তম শিখিপুচ্ছে পুষ্পগুচ্ছে আর। গৈরিকাদি নানা ধাতু রাগে রুচি যার ॥ মল্ল পরিচ্ছদ সদা করয়ে ধারণ। শ্রীগোপিকা গণের সে প্রচ্ছন্ন রমণ ॥ ব্রজোপান্তে বনমধ্যে করিয়া গমন। গাভী গণে তৃষ্ণাদূর করিতে তখন ॥ গঙ্গাযমুনাদি নাম ধরি উচ্চ স্বরে। ডাকিতে লাগিল সরোবরের গোচরে ॥ বেণু গান করি সবে আহ্বান করিল। কমল শোভিত সরোবরে সবে আইল ॥ ব্রজের রমণীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ তখন। অবগত হৈলা যেন আহ্বান আপন ॥ দূরবর্ত্তী যমুনাদি নদীর মাঝার। রুদ্ধ প্রবাহের প্রবাহনে পুনর্বার ॥ অস্থিরতা উৎকণ্ঠাদি করি নিরীক্ষণ। গাহিতে লাগিল পুনঃ ব্রজ বধূগণ ॥

ময়ূরের পুচ্ছ গৈরিক মৃত্তিকা, নবপত্রস্তবকাদি। বিবিধ পদার্থে, রুস্থ মল্ল বেশ ধরি অঙ্গে নিরবধি ॥ গঙ্গা যমুনাদি, নামেতে আহ্বান করিতে সে ধেনুগণে। বিশেষত্ব লাভ, করিত তটিনী সমূহ সেইত ক্ষণে ॥ কম্পিত তরঙ্গ, বাহু প্রসারিয়া, সেইত তটিনী গণ। মোসবার মত, প্রার্থনা করয়ে, হরি পদরজ কণ ॥ অনিল সমূহ, সেই পদরজ, আনিয়া করয়ে দান। নদীগণ করে স্বল্পকৃপা হেতু, অযোগ্যের অভিমান ॥ অনন্তর সেইকালে, কৃষ্ণের আহ্বান। সুখের বৈভবারম্ভে আনন্দিত প্রাণ ॥ কতিপয় ব্রজ গোপী কৃষ্ণের চরিত্র। উপলব্ধি করি সবিশেষ রূপে তত্র ॥ উৎকণ্ঠাতে সষ্ঠু রূপে স্তবন করিতে। নিজ ভাব গোপন করিয়া ভাল মতে। অতিস ধারণ ভাবান্তরের মতন। ব্রজেশার সভাগৃহে কৈল আগমন ॥ তবে সেই গোপীগণ একত্র হইয়া। গাহিতে লাগিল গানান্তর বিরচিয়া ॥

দেখ রাজ্ঞি যশোমতী। বর্নিত হয়েত, সহচর দ্বারে, যার বীর্য সমুন্নতি। সর্বাদি পুরুষ, নারায়ণ সম, অক্ষয় বৈভবশালী। উদিত হইল, বৃন্দাবন বন-বিহারী শ্রীবনমালী ॥ মধুর মুরলী—নাদে নিরন্তর, গোগণে আহ্বান তরে। অপূর্ব ভাবের, করয়ে বিস্তার, বৃন্দাবন ধামান্তরে ॥ যত্র বনে বনে, সেই বনমালী, বিবিধ বিলাস করি। পঞ্চ দিব্য

ভাব, করায় স্ফুরণ অন্তর্যামীরূপ ধরি ॥ বৃক্ষলতা তত্র, তদ্রূপ বশতঃ, অন্তর্যামিরূপে নিত্য। স্ফুরিত করয়ে, পঞ্চ দিব্য ভাব, আকর্ষিয়া সর্বচিত্ত ॥ কুসুম বিকাশ, মধুবাষ্প ধারা, নবীন অঙ্কুর আর। মুকুল পুলক, শাখার দোলন, এই পঞ্চ পরকার ॥ মুরলী নিনাদে, বিস্তারিত করে, ভাব বৃন্দাবনে হরি। সেইত সুষমা, অনুরাগ ভরে শ্রবণ স্মরণ করি ॥ শান্ত দাস্য সখ্য, বাৎসল্য মধুর, এই পঞ্চ ভাবায়ত্ত। অধিকারী ভেবে, করে ভক্তগণ, শ্রীগুরু প্রসাদে নিত্য ॥ জঙ্গম পদার্থসম স্থাবরেও তত্র। বিকাশ করিল হরি প্রচেষ্টা সর্বত্র ॥ তবেত বিনোদ সহকারে দ্রুততর। মধ্যাহ্ন উদয় হেরি কৃষ্ণ অতঃপর ॥ সম বয়ঃ সখাগণে লৈঞা নিজ সঙ্গে। আরম্ভিল বিনোদ বিলাস মহারঙ্গে ॥ মহাপদ্ম পুষ্পের সৌরভে সুবাসিত। সলিলে করিয়া স্নান কার্য যথোচিত ॥ ভূষণ বিহনে মাত্র তিলক ধরিয়া। বনমালা দ্বারে বেশ শোভন করিয়া ॥ অতুল্য বয়স্য গণ সঙ্গে কুসুমিত। উপবন সীমান্তের পারে অবস্থিত ॥ মহাপর্বতের প্রান্তবর্ত্তী মনোহর। অপূর্ব নির্জন প্রান্ত দেশের ভিতর ॥ নব পত্র শোভিত অত্যুচ্চ বৃক্ষতলে। উপবিষ্ট হৈঞা শিলা পৃষ্ঠে কুতুহলে। বিরাজিত হৈল হরি মধ্যাহ্নে তখন। ধেনু চরাইতে গেল দূরে সখাগণ ॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ চতুর্দিকে বহি যায়। তার আকর্ষণ বেগে উন্মাদের প্রায় ॥ মধু লুব্ধ মধুকর নিকর তখন। গুঞ্জন করিয়া হর্ষে কৈল আগমন ॥ মধুকর গান ঝঙ্কারের ধ্বনিময়। ষড়জাদি স্বর সারভাগাযুক্ত হয়। কৌতুক বশতঃ হরি সেই মত্ত গান। করিয়া আনন্দ ভরে স্বরানু সন্ধান ॥ ভৃঙ্গগণ হুঙ্কারের অনুসারী তবে। কলিত ললিত চারু মুরলীর রবে ॥ সুরচিত সার সাদি বিহঙ্গ সবার। শব্দ দ্বারে কৈল পুষ্টিসাধন অপার।

সুন্দর তিলক, ললাটে অঙ্কিত, নব তুলসীর দলে। মিশ্রিত বনজ, কুসুমের মালা, শোভা করি দোলে গলে ॥ নিজাঙ্গ সৌরভ-বশভৃঙ্গ শ্রেণী, ঝঙ্কারানুযায়ী গীত। গান করে বেণু-বিলাসী মাধব, হইয়া পরম প্রীত ॥

তবেত সারস, পক্ষীগণ সঙ্গে, অযুত হংসের গণ। চতুর্দিকে হৈতে, যথেষ্ট বেড়িল মাধবে সেইতক্ষণ ॥ হরির উদগীত, বেণুগীত তবে, শুনিয়া পক্ষীরগণ। সর্বভাবে সুর-মাধুর্য আবেশে, হইল নিবিষ্ট মন ॥ তবে বলরাম সঙ্গে বয়স্যের গণ। হরির নিকটে আসি দিল দরশন ॥ রম্য শিখি পুচ্ছে নানা বন্য বিভূষণে। ধরিল অপূর্ব শোভা বয়স্যের গণে ॥ মনোজ্ঞ রূপের শোভা করিয়া বিস্তার। হরি সুশোভিত কৈল দেহ আপনার ॥ প্রশস্ত বনজ শোভা করিয়া ধারণ। সুখ সুবিস্তারকারী শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥ নিজে গোচারণ তরে উদ্যোগ কয়িল। তদনুসারেতে লীলা বর্ণিতব্য হৈল ॥ কোন স্থানে প্রবর্ত্ত প্রসরে বেণুগণ। বৃক্ষশূন্য ভূমে পূন্য তৃণের কারণ ॥ গমন করিলে বহ্নি সদৃশ গগনে। মধ্যাহ্ন সূর্যের তাপ রাশি বিনাশনে ॥ বংশী বাজাইল কৃষ্ণমধুর করিয়া। মেঘমালা স্তব্ধ হৈল সে শব্দ শুনিয়া ॥ প্রতিমল্ল সদৃশ মল্লার রাগে তবে। আকৃষ্ট হইয়া মেঘ বাহিনী নীরবে ॥ পূর্বের প্রচণ্ড তাপ হরিবার তরে। উদিত হইল তত্র গগন উপরে ॥ যেই বেণু বাদ্য বনে সমুৎপন্ন হৈঞা। বহু মহাগিরি গুহা ধ্বনিত করিয়া ॥ সেইত সংসর্গে সবে কারয়া

শঙ্কিত। ত্রিভুবন জনে শীঘ্র করি উচ্চকিতা॥ কৌতুক দর্শন তরে আপন গোচরে। অচিরাতে নিজ বলে আকর্ষণ করে॥ এইরূপ ঘটনা ঘটিলে অতঃপর। অনুভব করি সেই লীলা মনোহর॥ যশোদার ঠাঞি সেই গোপিকার গণ। সভামধ্যে পুনঃ হেন করিল বর্ণন॥

অয়ি পূজনীয়া, ব্রজের ঈশ্বরি, দেখহ আপন সুতে। বিলাস নিপুণ, বেণু বাজাইতে, শিথিল সে নিজ হৈতে॥ বিরিঞ্চি মহেশ-মনেস মোহন, হেন নানা স্বরময়। মুরলীর রাগে, প্রচলিত হয়, যার ধেনু সমুদয়॥ প্রায়শঃ শ্রীরাধিকাদি দেবীগণ। কৃষ্ণ যবে বন হৈতে করে আগমন॥ ব্রজের বাহিরে যাঞা সেইত সময়॥ কোন ছলে দিনে কৃষ্ণে দর্শন করয়॥ তদগ্রগমন পথে রহি বিদ্যমান। দেখিয়াও লজ্জা ভরে না দেখার ভান॥ করিয়া সুন্দরীগণ কৃষ্ণে পরিহরি। নিজ গৃহে চলে মাথা অবনত করি॥ এত হেরি দূর হৈতে দূতি কথোজন। উপহাস করি কহে এহেন বচন॥

হে মদাক্ষে তব, পুরো ভাগেরাজে, সুন্দর ময়ূর এহ। শিখিপুচ্ছধারী, মাধব নহেত, সুষমা মণ্ডিত দেহ॥ মুরলী বাদক, মাধব হয়েত এই জগতের প্রাণ। ময়ূর নহেত, জগতের প্রাণ, মাত্ররূপে দীপ্যমান॥ ছল করি কৃষ্ণঠাঞি সেই দূতীগণ। কহিতে লাগিল যাঞা এহেন বচন॥

দেখহ মাধব, চন্দ্রিকা সমূহে, রঞ্জিত করিল বন। লালিত্য বাড়িল, বিশিষ্ট শাখাতে, শোভা কৈল প্রকটন॥ সবার মাধুরী, জিনিয়া লইল, অদৃশ্য সে একজন॥ আরাধনা যারে, জিনিল যে জন, বিশ্ব বিজেতার মন॥ ভঙ্গীতে সুচিত্র, কৈল সুখা মাঝে, সেইত দূতিকাগণ। চন্দ্রাবলী আর ললিতা বিশাখা রাধারে সেইত ক্ষণ॥ ব্রজের মাঝারে গোপবধূ কতিপয়। দেব পূজনের দলে সেইত সময়। দুর্লভ কুসুম দূরে করিতে চয়ন। যাইয়া হইল বহু কলহ কারণ॥ কতিপয় ব্রজ বধূ শ্রীকৃষ্ণের তরে। নব্য আর উত্তম গব্যাদি লৈঞা করে॥ নন্দ গৃহে সানন্দে করয়ে আগমন। কিন্তু নিজে দিতে নাহি পারে কোনজন॥ কোন দলে যাঞা দান ঘাটির চত্বরে॥ আপনার হস্তে দান করিবার তরে॥ করিয়া কৃষ্ণের পথ রুদ্ধ তার সঙ্গে। মূল্য লৈঞা তর্কাতর্কি করে মহারঙ্গে॥ পরিপক্ক ব্যবসায়ী জনার মতন। অত্যধিক মূল্য দাবি করে বধূগণ॥ দেশে যত দ্রব্য আছে তদপেক্ষা এহ। হয়েত উত্তম তেই বেশী মূল্য দেহ॥ এই মত দরাদরি বধূগণ করে। যজ্ঞ পত্নী সম স্নেহ ধরিয়া অন্তরে॥ যজ্ঞভূক্ পত্নী সেই সব গোপীগণ। বাণিজ্যের পন্থা তবে করিল গ্রহণ॥ মোরা সবে সত্য মূল্য করি নির্দ্ধারণ। ক্রেতার আগ্রহ শেষ করিয়া দর্শন॥ সবাকার সর্ব দ্রব্য করিয়া একত্র। বিক্রয় করিব এক ক্রয়েচ্ছুরে অত্র॥ কতিপয় গোপী পুষ্প চয়ন করিতে। তর্কাতর্কি কৈল হেন কৃষ্ণের সহিত॥

মাধব পুছিল, কাননে আইলা, কে বট সুন্দরীগণ। গোপীগণ কহে, বন দেবী মোরা কর নাকি দরশন॥ মাধব পুছিল, কুসুম কাননে, কি কার্য করিছ এবে। গোপীগণ কহে, কুসুম চয়ন, করিতেছি মোরা সবে॥ মাধব পুছিল, কি কার্য করিবে

এসব কুসুম যারে। গোপীগণ কহে, দেবতা পূজিব, যাইয়া আপন ঘরে॥ মাধব, পুছিল, দেব পূজা যদি, করহ তোমরা সবে। তবেত তোমরা, কেমনে দেবতা, হইলা বোলহ এবে॥ গোপীগণ কহে, শুনহ মাধব, কুসুম চয়ন অত্র। ফল লাভ তরে, নহে মোসবার, সুস্পষ্ট ক্রীড়ন মাত্র॥ মাধব কহিল, যদি এহ হয়, ভাব তোমা সবাকার। তবেত এ মোর, ভাবের সহিত, স্পষ্ট হৈল একাকার॥ আমিহ আসিনু এইত কাননে, ক্রীড়া করিবার তরে। সমশীলে সখ্য, হয় এই বাণী, খ্যাত আছে চরাচরে॥ তোমা সবাকার, সঙ্গে তেই মোর, সখ্য ভাব উপজিল। এবে সখ্যোচিত, নিকুঞ্জ বিহার, এ মোরে করিতে হৈল॥ এতেক কহিয়া পুষ্পমাল্য কণ্ঠে, মাধব মদনোৎ সবে। সহসা মাতিল, সেইত মাধব, রক্ষা করু তোমা সবে।

কৃষ্ণ কহে বনে, প্রবেশ করিলা, কে বট তোমরা ধনি। গোপীগণ কহে, বন দেবী মোরা, দেখ নাকি গুণমনি॥ কৃষ্ণ কহে এথা, কি করিছ সবে, কহ মোরে বধূগণ, গোপীগণ কহে, করিতেছি মোরা, অত্র পুষ্প আহরণ॥ কৃষ্ণ কহে এই, বন মোসবারে, দান কৈল দেবগণ। তোমরা কিরূপে হৈলা বনদেবী, কহ মোরে বধূগণ॥ গোপীগণ কহে, মোসবার জাতি, গোপগণ এই বন। বিহারের তরে, মোসবার হস্তে, করিয়াছে সমর্পণ॥ কৃষ্ণ কহে যদি এই সত্য হয়, তবেত এ মোর স্থান। সর্বোচ্চে হয়েত, যেহেতু এ আমি, গোপ জাতিতে প্রধান॥ এতেক বিবাদ, করিতে করিতে, সেইত নির্জন বনে। শোভিল মাধব, মদন সমরে, ব্রজ বধূগণ সনে॥ কোন কালে কোন প্রেয়সীর দূতী সনে। কৃষ্ণের হইল হেন কথা সঙ্গোপনে॥

কৃষ্ণে কহে এহ, কেবা হয় কহ, দূতী কহে স্ত্রী এ হয়। দুই শব্দে মিল, করি স্ত্রী কাহার, কৃষ্ণ তবে জিজ্ঞাসয়॥ তোমার স্ত্রীত্বের, সম্ভাবনা নাহি, আছে দেখ ব্যাকরণে। ঈষ দর্থে হয়, কা আদেশ গ্রন্থে, কিম্ শব্দে সর্বস্থানে। অতএব কা স্ত্রী, শব্দার্থে ঈষৎ স্ত্রী, অল্প স্ত্রী এহেন মানি। কৃষ্ণ কহে পুনঃ, কিম্ শব্দে সিদ্ধ, হৈল এই পদ খানি॥ দূতী কহে হরি, তোমার বচন, অস্থানকে গণ্য হয়। বিচারিয়া দেখ, ঈষদার্থ অত্র, প্রয়োগের স্থান নয়॥ কৃষ্ণ কহে তব, কা শব্দ এথায়, কু শব্দ হৈতে কি হৈল। শুনিয়া হসিত, মুখে কহে দূতী, কাকু বোন উপজিল॥ অহো মহাশ্চর্য, হে শ্যাম সুন্দর, তোমার কিসের ভয়। শ্রীমতী রাধার, দূতীর এহেন, ব্যাক্যর হউক জয়॥ দধি দুগ্ধ গব্য দ্রব্য বিক্রয় সময়। শ্রীকৃষ্ণের মথক্রীড়া কলহ জন্ময়॥

মাধব পুছিল, কেবা তুমি সব, চলিয়াছ সারি সারি। গোপীগণ কহে, গব্য বিক্রয়িনী, মোরা গোপকুল নারী॥ মাধব কহিল, আছহ সবাই, লক্ষ্মীরে অতীত করি। তেই কোন স্থানে, দ্রব্য বিক্রয়ের, সম্ভাবনা নাহি হেরি॥ গোপীগণ কহে, লক্ষ্মীরে যদ্যাপি, করি সবে অতিক্রম। আছি তবে দ্রব্য মূল্য না হইবে, কদাপিহ স্বল্পতম॥ ইথেত দূষণ, না হইবে হরি, ভূষণে হইবে গণ্য। গুণী জন আসি, ন্যায্য মূল্য দানে, গ্রহণ করিবে পণ্য॥ মাধব কহয়ে, তোমরা যদ্যপি, হও বিক্রয়িনী নারী। তবে ঘট্টপাল, মোরে দেহ দান, ইথে দোষ নাহি হেরি॥ তবে সখাগণ প্রতি করিয়া আদেশ।

কহিতে লাগিল কৃষ্ণ কর্ত্তব্য বিশেষ ॥

এই দান ঘট্টে, ঘট্টপাল আমি, মোরে সবে কর দানে। দ্রব্যের পসরা, লৈঞা বিক্রয়ার্থে, যাত্রা করে নানা স্থানে ॥ দধি দুগ্ধ নানা, পসরা ধারিনী, এই ব্রজ-বধূগণ। শুল্ক অপ্রদানে; ঘট্ট চর্যা মোর, করে যদি বিঘটন ॥ তবে তুমি সব, বিস্তার করিয়া, আপন অমিত বল। গ্রহণ করহ, বিঘটন কর্ত্রী, এসবার ধন ফল ॥ পূর্বে এই কার্য, করিয়া সাধন, অতঃপর সর্বজনে। চৌদিক হইতে, নিরোধ করিয়া। রাখিবে এইত স্থানে ॥ ঘট্টপাল আমি, একথা সবারে, নিজে আমি জানাইব। তাহে না জানিলে, বন কারারক্ষী-দ্বারে রুদ্ধ করাইব ॥ কিংবা কটিতটে, বদ্ধনীবী আমি। সম্যক্ অন্বেষণ করি। হরণ করিব, এই নিজ হস্তে, একে একে সবে ধরি ॥ এত কহি তুষ্ট চিত্তে হৈঞা আওয়ান। কৃষ্ণ যদি সেই সব কৈল অনুষ্ঠান ॥ তবে অতি কষ্টে সবে আসিয়া ভবনে। কহিল সকল কথা নিজ সখী গণে ॥ এই সঙ্গে বধূসব হৈঞা একত্রিত। গাহিতে লাগিল সুখ ভরে এক গীত ॥

শ্রীকৃষ্ণের কথা, করহ শ্রবণ, অয়ি মোর সখীগণ। সোসবার মত, নারীরে মোহিতে একমাত্র সে সাধন ॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ, যুক্ত শুভ প্রদ, পদ সমর্পণে যার। তৃণাদির সেহ, অঙ্কুর উদ্গম, হয় বনে পুনর্বার ॥ কভু সে করয়ে, গম্ভীর নিশা কভু বা করয়ে গান। বিহার করয়ে, করয়ে নর্ত্তন, মুরলীতে ধরে তান ॥ দান ঘট্ট পরিসরে যোসবার, যাত্রা পথ রোধ করি। দান দেহ কহি, ঘট্ট দেয় শুল্ক, প্রার্থনা করয়ে হরি ॥ নৌকাতে বিহার তার এহেন প্রকারে। অবশ্য জ্ঞাতব্য হয় যমুনা মাঝারে ॥ যেইত সময়ে মৃগনেত্রা বধূগণ। কৃষ্ণের সৌন্দর্য সার করিতে দর্শন ॥ কৌতুক পুরিত নেত্রে সখী বৃন্দ দ্বারে। গৃহ বিরচর্ণ করি যত্ন সহকারে ॥ বিহারের তরে যাঞা সমীপে তাহার। হাস্য মুখে পরিহাস করিয়া বিস্তার ॥ গমনানুষ্ঠান তবে ক্রমশঃ তৎপর। করিতে লাগিল ব্রজ বনিতা নিকর ॥ বিরিঞ্চি মোহন কৃষ্ণ সেইত সময়। সহস্র সহস্র সখা করি সমন্বয় ॥ প্রণয় কলহোৎ সবে সাহায্যের তরে। সবারে লইয়া গেল পর্বত গোচরে ॥ তবেত সর্বতোভাবে পর্বতে নির্গত। প্রস্রবন সমূহ করিয়া একত্রিত ॥ লভিয়া প্রকাশু সুখ পথের মাঝারে। কুটিল গোপিকাগণে মুগ্ধ করিবারে ॥ কুলের কলঙ্ক প্রদায়ক চিন্তাতীত। কারণ মণ্ডিত সেতু দ্বারে অলক্ষিত ॥ তটিনী প্রবর এক প্রবর্ত্তিত কৈল। যমুনার সঙ্গে তার সংযোগ রহিল ॥ নদীর সলিল সাতিশয় সুবিস্তৃত। উর্দ্ধে পুরুষদ্বয় হয় পরিমিত ॥ দেখিল নিশ্চয় করি তরণী বিহনে। নারিবে এ নদী পার হৈতে কোন জনে ॥ এইত কারণে সেই নদীতে মহৎ। করিয়া পলাশ দল পূর্ণ নৌকা পথ ॥ সখাগণ সঙ্গে সেই অখিলের মণি। কর্ণধারসম হৈল শ্রীকৃষ্ণ আপনি ॥ নদীপার হইবারে কড়ি সমর্পণ। করিতে কাতর হৈল যেই গোপীগণ ॥ প্রণয় প্রচুর ন্যায্য ভাবাবলম্বনে। করিয়া কলহ কেলি তাসবার সনে ॥ যাইয়া নদীর মধ্যে পরম উল্লাসে। আলিঙ্গন চুম্বনাদি বিবিধ বিলাসে ॥ পরিহিত বস্ত্র আর ভূষণালঙ্কার। গ্রহণে উদ্যত হৈল ব্রজেন্দ্র কুমার ॥ তরণী বিহার মনোরম

সাতিশয়। এইত বিষয়ে গীত যথাশ্রুত হয় ॥

মথুরাতে দধি, দুগ্ধাদি লইয়া, যাইবার মাঝ পথে। করিল ত্বরিতে, নদীর নির্মাণ, কৃষ্ণ নিজ ইচ্ছা মতে ॥ যোসবারে কৈল, নৌকাতে স্থাপিত, পার করিবার তরে। এবে দল করি, করে হস্তার্পণ, যোসবার কলেবরে, ॥ নৌকাতে উঠিয়া ব্রজ সুন্দরীরগণ। করিতে লাগিল হেন প্রশংসা বর্ণন ॥

সুকোমল শয্যা, প্রস্তুত করিয়া, পল্লব পুষ্পাদি দ্বারে। বিস্তার করিল, সর্বত সুন্দর, আস্তরণ নৌকাপরে ॥ হে সখি এ আমি, তোমা সবাকারে, করিব এ নদী পার। এহেন বচন, দ্বারে সহায়তা, করি অগ্রে সুবিস্তার ॥ যোসবারে লৈঞা, নদীর মাঝারে, যবেত গমন কৈল। নদী পার তরে, দুর্বিতরপণ, চাহি তবে দুঃখ দিল ॥ কি কহিব সখি, নদী মধ্যে করি, স্থগিত সে নৌকা খানি। কত যে কুটিল, বিলাস কলাপ, বিস্তারিল চক্র পাণি ॥ হেন মতে নৌকা বিহারে আসিয়া মাধব পূর্ণ কৈল ॥ আপনার মনোরথোৎসব তবে। গৃহে ফিরিবারে অভিলাষী হৈল ॥ সহচর বর্গ সঙ্গে মন্ত্রণা করিল ॥ স্নানান্তে করিয়া পুনঃ বেশ বিরচন। যমুনা নদীর সন্নিকটে সেইক্ষণ ॥ কোন এক তটে দুঃখ প্রাপ্ত ধেনু গণে। লইয়া আসিল বারি পানের কারণে ॥ ক্রমশঃ গণনা করি প্রতি যুথগত। ধেনুগণে নিরখিয়া অভ্যাস বশতঃ ॥ তদ্বিষয়ে চিন্তা করি চরিতার্থ ভাবে। গাহিতে লাগিল গান মহানন্দে তবে। সেইত কাহিনী পশ্চাৎ ব্রজ বধূগণ। করিল সখীর ঠাঞি যেমতি বর্ণন ॥

মণিমালা দ্বারে, গণনা পুরণ, করিয়া ধেনুর গণে। প্রাণ সুহৃদের, স্কন্ধে নিজ বাহু, অর্পিয়া সানন্দ মনে ॥ হরিণীগণেও, উচ্চগীত শব্দে, সম্যক্ আকর্ষণ করি। দেখহ মোহন মন্ত্র গান করে, কদম্ব তলাতে হরি ॥ কৃষ্ণ বিনা অন্য, গতি বিরহিত, আগত এণাক্ষী গণে। করহ দর্শন, নতুবা দেখিব; কেমনে উভয় জনে ॥ ইতস্ততঃ তবেত সমস্ত সখীগণ, কৃষ্ণে সমর্পণ তরে আনিয়া তখন ॥ মকরন্দ ময় কুন্দ পুষ্প সুশোভন। তাহাতে রচিল মালা ভুবন মোহন ॥ সেইত মালাতে বেশ বিরচিত হৈল, তবে নানা ভাবে কৃষ্ণ বিহার করিলে ॥ তবেত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ধেনুগণে। চলিয়া আসিল কৃষ্ণ আপন ভবনে ॥ পুত্রের বিলম্ব হেরি মাতা যশোমতি। কাতরতা হেতু হৈল পর্যাকুল মতি ॥ কিন্তু বিষাদের ভাব গোপন করিয়া। সভাতে তবেত দেবী বসিল আসিয়া ॥ হেন কালে কৃষ্ণ তথা কৈল আগমন। গাহিতে লাগিল গান স্তুত বন্দীগণ ॥

দেখহ সবাই, অচিরে শ্রীহরি, ব্রজে সমাগত হৈল। বন্ধুগণে দয়া, করি বহু দিন, পর্বত ধারণ কৈল ॥ কুন্দ কুসুমের, মাল্য মনোহর, কৌতুকে বিধৃত বেশ। বিহরে সানন্দে, গো গোপাল সঙ্গে, পশিয়া অরণ্য দেশ ॥ বীজন করিয়া, মৃদু মন্দ রহে, সুবাসিত সমীরণ। প্রতিক্ষণ রম্য, হাস পরিহাসে, হরে সবাকার মন ॥ ত্রিদশ বন্দিত, নন্দিত দেবতাকৃত নৃত্যবাদ্য দ্বারে। মুনি সমুদয়, করে স্তুতি নতি, মহানন্দ সহকারে ॥ সর্ব গুণে গুণী, গুণ প্রকাশিতে, অতীব নিপুণ আর। নিখিল বিশ্বের, অভিবন্দনীয়, লীলা তনু অবতার ॥ গোধন চারণে, রত সখাগণে, বর্ণিত গৌরব

রাশি। শ্রমেও অম্লান, কান্তি সগৌরবে, বাজায় মোহন বাঁশী॥ খুর রেণু প্লুত, মাল্য মনোহর, ঈষত ঘূর্ণিত নেত্র। দেখহ গোধন, আনয়নে ব্যগ্র, স্বজন মানদ পুত্র॥ কুণ্ডল শোভাতে, পাণ্ডুর বরণ, নিটোল কপোল দ্বয়। গজেন্দ্র সমান, মন্থর গমন, চন্দ্রসম হর্ষোদয়॥ ধেনু পাল সহ, বেণু বাজাইয়া, ছাড়িয়া বনের খেলা। আগমন কৈল, ত্বরিতে ভবনে; সবান্ধবে সন্ধ্যা-বেলা॥ এবেত প্রমাণ রূপে শ্রীবিষ্ণু পুরাণ। বরাহ পুরাণ করি তথানু-সন্ধান॥ ভাগবতে প্রোক্ত নাহি হৈল সেই সব। সেইত বসন্তকালে কৃত রাসোৎসব॥ ইত্যাদি অন্যান্য লীলা করিয়া বর্ণনা বোধ করাইব সর্বজনে এইক্ষণ॥ নৌকা বিহারাদি লীলা করি সমাপন। ব্রজে আইল কৃষ্ণ লৈঞা ব্রজ গোপীগণ॥ এই রূপ মিলন কালের অদর্শনে। কাল যাপনের জন্য পূর্বোক্ত বর্ণনে॥ অবগাহনের জন্য বাঞ্ছা যা সবার। আকর্ষণ বিস্তৃত নেত্র ব্রজ ললনার॥ ব্রজে বিদ্যমান রহিলেও নিরন্তর। শ্রীকৃষ্ণ হইল মহাবিষদে কাতর॥ অবশেষে আসি কৃষ্ণ কমললোচন। রমণীয় আর সত্য সুখ প্রেম ঘন॥ প্রবাহের দ্বারে সর্বজনে সুখী কৈল। নিজে কিন্তু গোপীগণ প্রেমে বিদ্ধ হৈল॥ গোপিকাগণের বিরহাগ্নি জ্বালা ভরে। কুটিল কটাক্ষরূপ প্রজ্জ্বলিত শরে॥ অচিরে হইল বিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়। আর যাহে চিত্ত হেন বিদ্ধ নাহি হয়॥ সেই অতিবিদ্ধ অপসারণের তরে। মুরলীর কলধ্বনি পরিপাটী ভরে॥ গোষ্ঠ আর গোবর্দ্ধন পর্বতান্তরালে। যাতায়াত ভিন্ন গতি নাহি সেই কালে॥ গোপিকাগণের কথা হেন চিন্তা করি॥ নিজ সঙ্গ সুখ নির্দ্ধারিত করি হরি॥ বসন্ত-কালেতে সদারাম ক্রীড়া তরে। যুক্তি আর উক্তি বিচারিয়া আশা ভরে॥ ব্রজ গোপী-চিত্তে কৈল আশার সঞ্চার। প্রকৃত হইল কৃষ্ণ রাস করিবার॥ বৃষাসুর গর্জন করিয়া সেই স্থানে। অনিষ্ট উৎপন্ন করি ক্লেশ কৈল দানে॥ সেই নিজ ব্রজ ভূমি হৈতে উচ্চ স্বরে। শুনিয়া বিলাপ ধ্বনি উত্থিত সুদূরে॥ নিজ নিজ পথ ধরি সবার সহিত। অচিরাতে ব্রজে আসি হৈলা উপনীত॥ আগমন পরে যেই ঘটনা ঘটিল। সেই কথা ইতি পূর্বে বর্ণিত হইল॥ আরিষ্ট বধান্তে হেন গাথা মনোহর। শ্রুত হয় ব্রজবাসী-গণের ভিতর॥

রাস ক্রীড়া প্রাপ্তি কালে বৃষাসুর, আসি হৈল হস্তগাত। দেবে না জানিল, কৃষ্ণের সম্ভ্রম, কি বুঝিবে শ্রম কত। সেইত অসুর যবে নিহত না হৈল। আপন আবেশ কৃষ্ণ নাহিক ত্যজিল॥ সেই নিজা বেশ বৃষাসুর বধাবধি। বহু বিস্তারিত ভাবে লভিল পরিধি॥ তৎকালে সেইত দৈত্য নিহত না হৈল অতএব ভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল॥ সেইত নিজের অরিষ্টতা শ্রেষ্ঠ হৈলে। অরিষ্টের যুদ্ধস্থান সংসর্গাদি মিলে॥ অপরাধীসম যেন ভাব প্রকটিল, কৃষ্ণের পাদুকাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হৈল॥ সেইত বিভাগ হৈল তীর্থে পরিণত। অতীব পবিত্র তথা সর্বগুণান্বিত॥ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পুরুষার্থ প্রতি, অব্যর্থ সত্যতা প্রাপ্ত হইল মহতী॥ সেই খাত শ্যামকুণ্ড হৈল তার নাম, পরম পবিত্র তীর্থ খ্যাতবিশ্ব ধাম॥ কৃষ্ণ তবে ব্রজের সকল সখাসনে, সেই শ্যামকুণ্ডে স্নান করিল আপনে॥ সুপবিত্র তীর্থে স্নান কর্ত্তব্য সবার। প্রচারিল এইত

সজ্জন গণাচার॥ পাতাল হইতে এই মহাতীর্থরাজ, উদিত হইল অত্র বৃন্দাবন মাঝ॥ হেন অভিমত তবে ব্যক্ত করি হরি, তীর্থে নিমজ্জন আর উন্মজ্জন করি॥ তীর্থ পরিহরি নিজ ভবনে চলিল। ব্রজবাসীগণ সুখ উৎপাদন কৈল॥ সবে আরম্ভিল শক্র বিজয় কীর্ত্তন। প্রবেশিল ব্রজমাঝে কৃষ্ণ সেইক্ষণ॥ ব্রজে প্রবেশিয়া ব্রজরাজ প্রভৃতিরে। প্রণাম করিল দৈন্যসহ নতশিরে॥ বিশ্রামের ছলে আসি শয়ন ভবন। পরমানুরাগ সিন্ধু কৃষ্ণ সেইক্ষণ॥ সঙ্কেত বিশিষ্ট মুরলীর কলনাদে। পূর্ণ শ্রেয়স্করী প্রিয়গণে নির্বিবাদে॥ ব্রজের বাহিরে এক রমনীয় স্থান। তথা আগমন তরে করিল আহ্বান॥ পুনরায় রাস হরি করিবার তরে। উপনীত হৈল সেই স্থানে অগোচরে॥ মাধব অধরে, রাধিকা সেইত, মাধুরী আস্বাদ কৈল। সেইত মাধুরী, মুরলীর কল নাদে আস্বাদিত হৈল॥

বস্ত্রাঞ্চল হৈঞা, পবনে চালিত, ব্রজ সুন্দরীরগণ। অভিসারে চলে, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, উজলিয়া ব্রজবন॥ অনঙ্গ দেবের, বিজয় পতাকা, জয় জয় ধ্বনি দিয়া। চলিয়াছে কিবা; সুন্দরীগণের, সঙ্গে অগ্রবর্তী হৈঞা॥ অভিসারে যাইবার পথে রাধা সনে। হাস পরিহাস হৈল কৃষ্ণের নির্জনে॥ তাহে রস পরিপুষ্ট হইল অমিত। মহালক্ষ্মী রূপা রাধা সর্ব আরাধিত॥ প্রথমে রাধিকা গৃহ হৈতে বাহিরিল। সখীগণ অতঃপর পশ্চাতে চলিল॥ চিন্তা সন্তাপেতে পূর্বে রাধার অন্তর। ছিল নিজকান্ত তরে অতীব কাতর॥ সেই কান্ত অরিষ্ট অসুরে বধ করি, আইল যবে সর্ববিধ বিপদে উত্তরি॥ রাধা তবে কান্ত সঙ্গে মিলিত হইল, লজ্জা পরিহরি কান্তে আলিঙ্গন কৈল॥ স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক-ভাব দেহে উপজিল। বিচার রহিত হৈঞা আচরণ কৈল॥ কৃষ্ণও করিল সেই রূপ আচরণ, আলিঙ্গন চুম্বনাদি হৈল বহুক্ষণ॥ সখীগণ কান্তা আর কান্ত দুইজনে, সান্ত্বনা করিল বহু প্রবোধ বচনে॥ নিজপদাঘাতোৎপন্ন শ্যামকুণ্ড তবে। দেখাইয়া ব্রজসুন্দরীর গণ সবে॥ পরিহাস করি তবে রাধিকার প্রতি। কহিতে লাগিল দেখ দেখ অয়ি সতি॥ দেখহ সুন্দরি, বিরাজ তোমার, সম্মুখে কমলাকর। সরোবর মোর, শ্যামকুণ্ড নামে; সবিখ্যাত চরাচর॥ ক্ষীরোদ সাগর, মন্দার পর্বতে, আলিঙ্গন করি যথা। কমলাদেবীর, উৎপত্তি করিল, তুষ্ট হৈল সর্বদেবতা॥ তেমনি এ কুণ্ড, আলিঙ্গন করি, গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে। হইল কমলশোভাতে শোভিত, ধ্যান কৈল জগজনে॥ সুধাকর সম; করিয়াও এক, প্রান্তে নিজ কান্তি ভরে। করিয়া কুমুদ-বন বিকশিত, সুষমা বিস্তার করে॥ পক্ষান্তরে কুণ্ড, পৃথিবীর সুখ-দায়ী এই বৃন্দাবন। সৌন্দর্য মাধুর্যে, বিকশিত করি, হরে বিশ্বজন মন॥ দম্ভোলি বিশিষ্ট; হৈঞা সেই মত, শোভাপায় পুরন্দর। সদম্ভ অলির, সহিত তেমতি, শোভে এই সরোবর॥ পদ্মযোনি ব্রহ্মা, শোভয়ে যেমতি, ভুবন সৃজন করি। বারি সৃষ্টি করি, এই কুণ্ড তথা, শোভে দিবা বিভাবরী॥ ত্রিপুরারি শিব, যেমতি সমৃদ্ধ, সাগর গাম্ভীর্য হরে। একুণ্ড তেমতি, সহ সাগরের, বীর্য বিদূরিত করে॥ পদ্ম-হংস চক্রে শ্রীবিষ্ণু যেমতি, সেব্য হয় নিরন্তর। এই কুণ্ড তথা, রাজহংস চক্র-বাকাশ্রয়ে মনোহর॥ বলরাম যথা, সুখের সঞ্চার, করে রোহিনীর প্রাণে। এই কুণ্ড তথা, রাজহংস চক্র ধেনুগণে সুখ; দান করে স্নান পানে॥ কি আর কহিব, আমি

যথা শিষ্ট-সমূহের ক্লেশহারী। এই কুণ্ড তথা, শিষ্টগণ কষ্ট-প্রদ পাপ দূরকারী॥ অতএব অবিলম্বে পুণ্য বিস্তারিত। এই সরোবর আমি, করিয়া নির্মিত॥ কৃতার্থতা অধিগত কৈনু চিরতরে। তুমি কিন্তু হেনরূপ নৈপুণ্যের ভরে॥ পুণ্যকার্য নাহিক করিলা অনুষ্ঠান। গুণীগণে কেমন লভিবে তুমি স্থান॥ তবেত রাধার সমবয়ঃ সখীগণ। পরিহাস করি কৃষ্ণে কহিল বচন॥ বৃষ বধ করি মোরা জানিহ নিশ্চয়। নাহি কৈনু তদায়ও পাপের সঞ্চয়॥ যাহে প্রায়শ্চিত্ত রূপ প্রায় লোক চিত্ত। আরাধনা করিব এ মোর সবে নিত্য॥ এত শুনি হাস্য ভরে কৃষ্ণ তবে কয়। সেইত অসুর বৃষ নহে সুনিশ্চয়॥ কিন্তু গো বৃন্দের পীড়াদায়ক প্রচুর। বৃষত্ব ছলনাযুক্ত এক মহাসুর॥ সেইত সে দৈত্য বৃষ বিরোধী বলিয়া। বৃষত্ব পক্ষে অভিনিবেশ করিয়া॥ বৃষত্বতা সিদ্ধ হৈল তোমা সবাকার। প্রায়শ্চিত্ত সবাই করহ এইবার॥ প্রজাকৃত পাপবর্তে রাজার উপর। এই রাজনীতি শ্রুত হয় নিরন্তর॥ তোমা সবাকার রাজা এইত রাধাতে। তেই এই পাপ বর্তাইল শাস্ত্র মতে॥ অতএব রাধা প্রায়শ্চিত্তাই নিশ্চয়। প্রায়শ্চিত্ত কৈলে তবে তার শুদ্ধি হয়॥ এত শুনি হাস্য ভরে কহে সখীগণ। তাহাই হউক কিন্তু শুনহ বচন॥ এই দোষ কিন্তু বন্ধু যে কোন প্রকারে। সুনিশ্চিত ভাবে হয় সঙ্গত তোমারে॥ অতএব এই দোষ করিতে ক্ষালন। তুমি যে নির্মাণ কৈলা কুণ্ড সুশোভন॥ তদনুকরণ কৃত হইবে এক্ষণে। সেহত তোমার হরি মঙ্গল কারণে॥ অমর সত্ত্বগুণাপন্না মোর এসখীর নামে। হইবে সে সরোবর খ্যাত বিশ্বধামে॥ অমর তরঙ্গিণী দেবী গঙ্গার মতন। কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গরাগ করিবে ধারণ। যমুনাতে কৃষ্ণ কেলি করে নিরন্তর। তাহে ধৌত হয় অঙ্গরাগ মনোহর॥ সেইত যমুনা নদী গঙ্গার সহিত। মিলিত হইয়া নিজ সলিলে সঞ্চিত॥ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ করয়ে অর্পণ। হেন যত্নে অঙ্গরাগ করয়ে ধারণ॥ দেখহ মাধব, সুর তরঙ্গিনী, পবিত্র গঙ্গার মত। শোভিছে কৃষ্ণাঙ্গ রাগ বিলাসিনী, এইত সরসী কত॥ রাধার ইচ্ছায়, প্রকট জগতে, সর্বজগতের হিতে। রাধাকুণ্ড নাম, সুর্বতীর্থ বারি, সিঞ্চিত আছয়ে ইথে॥ চন্দ্র পত্নী তারা-বৃন্দ যথা বহু, অঙ্গে শোভে নভোপরে। এ কুণ্ডের বারি, মৃত্তিকাদি স্পর্শ, সবারে পবিত্র করে॥ দেবর বামন দেবে ইন্দ্র পত্নী, শচীর প্রমোদ যথা। উপেন্দ্র তোমার, রমণ সৌগন্ধে, ইহার আনন্দ তথা॥ গায়ত্রী প্রভৃতি, মুখ্য শ্রুতি সূক্তে, যথা নালীকিনী কয়। তথা নালীকিনী, কমল বিশিষ্টা, এই রাধাকুণ্ড হয়॥ নগেশ হিমাদ্রি, হৈতে উমামূর্তি, সেই মত জনমিল। গোবর্দ্ধনগিরি রাজ হৈতে তথা, এই কুণ্ড উপজিল॥ নারায়ণ বক্ষে রমামূর্তি যথা, সতত বিহার করে। এইত সরসী, বিহরে মাধব, তথা তব বক্ষোপরে॥ বলরাম শক্তি, গর্বমান যথা, প্রলম্বের নাশ করে। এই কুণ্ড তথা, গম্ভীর্যে মাহাত্ম্যে, দীর্ঘ নদী গর্ব হরে॥ কি আর কহিব, অনুরাধা আর, বিশাখা নক্ষত্র যথা। সম্পাদন করে, তদাশ্রিত পূর্ণ-চন্দ্রমার অধীনতা॥ তেমতি রাধার, সমীপস্থ সখী, ললিতা বিশাখা আর। নিটোল চন্দ্রমা, মাধব তোমার, বশে রহে অনিবার॥ এত শুনি আনন্দিত মাধবের মন। সতৃষ্ণ ভাবেতে করি হস্ত

প্রসারণ॥ রাধার চিবুক ধরি মহানন্দ ভরে। কিঞ্চিত উন্নত করি পরম আদরে॥ ঈষত হসত মুখে সানন্দে তখন। কহিতে লাগিল হেন সুরম্য বচন॥

এইত বিজুরী, এই ইন্দ্রধনু, এই নবাম্বুদ ঘন। চাতকীর গণে, আকর্ষিছে করি, ঘন রস বরিষণ॥ অঙ্গে বিজড়িত, চারু পীতাম্বর, উজ্জ্বোর বিজুরী সম। ভ্রুযুগ মঘবা, ধনুক সমান, নবাম্বুদ রুচি তুহু॥ তান লয় যুক্ত, গীত রসে আর, লীলামৃত বরিষণে। আকর্ষণ সদা, করিছে আভীর—বধূ চাতকীর গণে॥ নবীন কৈশোর দশা করিল উদয়। দেহের সৌন্দর্য যাহা হৈল সে সময়॥

কান্তিদাম যুক্ত, জলদে করিল, শ্রীঅঙ্গের কান্তিজয়। মেখে প্রোদ্ভাসিত, মৌক্তি জিনিয়া, লাবণ্য গরিমাময়॥ বিশ্বের সর্বাঙ্গ-নির্মাতা ব্রহ্মারে রূপে করে বিমোহিত। কৈশোর প্রারম্ভে, যদি হেন হয়, রূপ সার্বদিকোদিত॥ তবেত সম্পূর্ণ কৈশোরে কৃষ্ণের, রূপ বা হইবে কত। কে বর্ণিতে পারে যত্র নব নব, শোভা হয় সমাগত॥ এই তথ্য মহামুনি শ্রীবদরায়নি। পুরস্ত্রীগণের বাক্যে কহিল আপনি॥

যেইত সৌন্দর্য, লাবণ্যের সার, তুলনা নাহিক যার। সর্বোৎকৃষ্ট তথা, বিশ্বে অন্যজনে, সম্ভব না হয় আর॥ অতীব দুর্লভ ক্ষণে ক্ষণে অভিনব আর অভিরাম। ঐশ্বরিক যশ, সুষমার তথা, নিশ্চিত একান্ত ধাম॥ মাধবের হেন, রূপের মাধুরী, নেত্রদ্বারে অনুক্ষণ। পিঞে যারা কোন, তপস্যা করিল, সেই ব্রজ গোপীগণ॥

মাধবের কান্তি, সমূহ মন্থনে, রূপ ধরি অভিরাম। যদ্যপি অত্যুচ্চ, বিরাজ কদাপি, গগণে বারিদ দাম॥ তদ্রূপ গোপিকা, গণের সুষমা, মন্থন করিয়া যদি। বিজুরিসমূহ, বিরাজিত হৈঞা, ক্রীড়া করে নিরবধি॥ তবেত এহেন, বচন কদাপি, অন্যায্য নাহিক হয়। শ্রীশুক গোস্বামী, দেখহ এহেন, সিদ্ধান্ত আপনি কয়॥ তড়িতে তুলনা করি গোপীগণে কৃষ্ণ জলধরোপরি। তাসবার নিত্য শোভাকারী ভাব, বর্ণিল সুস্পষ্ট করি॥ শ্রীশুক গোস্বামী এই কথা ভাগবতে। বর্ণন করিল রাসলীলা প্রসঙ্গেতে॥ নাচে গোপীগণ, ছন্দোবদ্ধভাবে, চরণ বিন্যাস করি। কাঁপে ভুজ লতা, করাঙ্গুলী কর পদ্ম তাহে ভঙ্গী ধরি; সুমধুর হাস্যে, কটাক্ষ নিক্ষেপ, বক্র ভ্রূভঙ্গী কটিতট। নর্ত্তন রভসে, উছলিয়া পড়ে, পীন পয়োধর পট॥ বিলোল কুন্তল, নাচে গণ্ডোপরি, ঘর্মাক্ত বদনচন্দ্র। কুসুম মালিকা বিচ্যুত কবরী, শিথিল নীবীর বন্ধ॥ সুমধুর কণ্ঠে, কৃষ্ণগুণ গান, করিয়া সানন্দমন। মেঘ চক্রোদীপ্ত বিজুরীর মত, শোভে কৃষ্ণ বধূ-গণ॥

হরি রমা এই, গোপিকাগণের, নৃত্যে পাদন্যাস আর। এইসব নানা, গুণ ক্ষণে ক্ষণে, বৃদ্ধি পাইল অনিবার॥ দিন দিন তাহা, বাড়িতে লাগিল, কি আর বক্তব্য ইথে॥ সর্বকাল আর, সকল বয়সাদিতে॥ সদা হেন বাল্য, পৌগণ্ড প্রভৃতি, নবীন বয়সে তথা। বিশেষতঃ পূর্ণ, কৈশোরে কহিতে, পারে কে বৃদ্ধির কথা॥ অরিষ্ট অসুর, বিনষ্ট হইল, সেই রাত্রি হৈতে ব্রজে। তাসবার গুণ, বৃদ্ধি হৈল নৃত্য-গীত হর্ষ ক্রীড়া মাঝে॥ নৃত্যগীত বাদ্যাদিতে লভিয়া সমতা। বসন্তকালীন এই রসে হৈল যথা॥ রাসোৎসব পূর্বে, আরম্ভ হইল, যবেত শরৎকালে। বাজিতে লাগিল, নানা বাদ্য

সঙ্গে, স্বর্গে মর্ত্তে তালে তালে। অন্তাভ রাসের, স্থষ্টি যবে কৈল, তৎপশ্চাত তাহে ভব। সর্বজয়ী মহা-সঙ্গীতাই কৈল, রাধামাধবাদি সবে॥

উপর গগনে, নক্ষত্র নিকর, ভূতলে সৌরভময়। নানা পুষ্পরাজি, আকাশে জোৎস্না, মহীরত্ব শোভাশ্রয়॥ গগনে শশাঙ্ক, ভূতলে বিমল, বদন সমূহ রাজে। হেনমতে শোভে, সমতা গগন, আর রাসস্থলী মাঝে॥

রম্যবনবীথী, ভূতলের ধন, গোবর্দ্ধনগিরি মাঝে। নানা রত্নোদ্দীপ্ত, শ্রীরাসমণ্ডল, জোৎস্নাবতী নিশি রাজে॥ লক্ষ্মী প্রদর্শিত, নিদর্শন রূপ, লক্ষ ব্রজ ললনার। উপমা চূড়ান্ত, পুরুষ প্রবর, মাধবের নৃত্য আর॥ রাধার সহিত, অধিক নর্ত্তন, নিভৃত বিহার তথা। কোন কবি বিশ্বে, বিস্তারি বর্ণিতে পারয়ে এসব কথা॥

জোৎস্নাবতী সেই, রাত্রি শারদীয়, রাম রজনীর মত। শোভিত হইল, স্ব-তুলনে রাম-স্থলী হৈল দীর্ঘায়িত॥ সেইত ব্রজের, সুন্দরীরগণ, নিত্যসিদ্ধ দেবীসম। অধিষ্ঠিত হৈল, শ্রীরাস মণ্ডলে, কৃষ্ণ সেহ নিরূপম॥

বেশ বিহনেও, সৌন্দর্য প্রাচুর্য, সদ্‌গুণ স্বরূপধরে। গুণ-যত্রশিক্ষা, বিহনেও দেহ সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করে॥ রূপে গুণে যত্র, একাত্মা স্বরূপ, সেইত সর্বত্রাধিকা। বিরাজে মাধব—প্রেয়সী মুকুট, মণি ধনি শ্রীরাধিকা॥ তন্ত্রকার পণ্ডিতেরগণ যাহা কয়। এই প্রসিদ্ধ সেই রাসোৎসব হয়॥

দিগু মণ্ডল হৈলে, বসতি বাসন্তী কুসুম সুবাস ভরে। রাসরসোৎসুক, কৃষ্ণ রহে রম্য, গিরি গোবর্দ্ধনান্তরে॥ বসন্তকালের রাসলীলা বিভাবরী। প্রভাত হইলে সব গোপী সহচরী॥ একান্ত হইয়া যার আরাধনা কৈল। কৃষ্ণ বশীকৃতি যার সহায়ে হইল॥ সেইত রাধার সঙ্গে মাধব তখন। করিবারে সর্ববিধ সুখ উৎপাদন॥ স্বকর কমল বিরচিত মনোহর। রাধাকুণ্ড নামে খ্যাত রম্য সরোবর॥ প্রিয় প্রিয়া তাহে অবতরণ করিল। সুখ পরিমলে কুণ্ড প্রোদ্ভাসিত হৈল।

অখিল সজনী গণের সুখদ, হরি রাধাদেবী সঙ্গে। কখন কুণ্ডের, জলে জলকেলি করয়ে পরম রঙ্গে॥ কখন কুণ্ডের, বাহিরে আসিয়া, উভয়ে নিকুঞ্জান্তরে। নিভৃত বিলাস, করয়ে কুসুম, শোভিত পালঙ্কো পরে॥ শ্রীরাসমণ্ডলে, কোনও সময়ে, যাইয়া সবার সাথে। কত নৃত্যগীত, শ্রীরাধামাধব, করে রাস রজনীতে॥ পুরাতনী সেই, সব নিত্যলীলা, স্মৃতিতে উদয় হৈঞা। স্মরণে নিবিষ্ট, করিছে সতত, এই মোসবার হিয়া॥ অধিকন্তু কিবা অন্য কহিবার আছে। পৌরাণিক গাথা দৃষ্ট হয় শাস্ত্র মাঝে॥

শ্রীমতী রাধিকা, যেমতি বিষ্ণুর, প্রিয়া নামে খ্যাত হয়। রাধার একুন্ত, বিষ্ণুর তেমতি, প্রিয় হয় সাতিশয়॥ বৃন্দাবন ধামে, বসতি করয়ে। যতেক আভীর রমা, তন্মধ্যে রাধিকা, হয় মাধবের, সর্বোত্তম প্রিয়তমা॥ স্মরণ সহায়ে পুনঃ কথা সমাপন। করিবারে তবে কহে কথক তখন॥

প্রথমে অন্যান্য, মিলনের স্পৃহা, তবেত মিলন হৈল। দানব হইতে, এইত মিলনে, বিঘ্ন তবে উপজিল॥ নিহত হইল, দানব তবেত, হাস পরিহাস ভরে। পুনশ্চ মিলন,

ঘটিল দোহার, নিভৃত নিকুঞ্জান্তরে॥ অতঃপর শ্যাম-কুণ্ড রাধাকুণ্ড, এ দোহার নিরমাণ। সবা মধ্যে রাসমণ্ডলে দোহার, দীপ্ত ভরে অবস্থান॥ রাধামাধবের, এসব বিলাস, অদ্যাপিহ মন হৈতে। ছাড়িতে না পারি, মোর মন সদা, মগ্ন রহে ইথে॥ অতঃপর অবশ ভাবের অধীনতা। প্রাপ্ত হৈঞা স্নিগ্ধ কণ্ঠ সেই ক্ষণে তথা॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে ঢলিয়া পড়িল। দেখিয়া সকল লোক চিন্তিত হইল॥ ভাবের প্রভাবে বক্তা হৈল মূর্ছাগত। এহোত স্বভাব বশে হইল সঙ্গত॥

সেইত বৃত্তান্ত, অতিপূর্ব তথা, হইলেও পুরাতন। সদাই অপূর্ব রূপে বোধ হয়, চিত্ত মাঝে প্রতিক্ষণ॥ নিজের অত্যন্ত, দুর্লভ অপিচ, মনোরম সাতিশয়। হইলেও অনুভূত ভূয়ো ভূয়, তাহা নিত্য নব হয়॥ এতেক কহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠ সেইক্ষণ। শ্লোক উচ্চারণ সহ কৈল সমাপন॥

হে রাধে তোমার, বল্লভ সবার, দুর্লভ এ সত্য কথা। সুলভ তোমার, তথাপি অধুনা, চিন্তহ তুমি অন্যথা॥ ভাবাবেগ গ্রস্ত তবে সভাসদগণ। বহুবিধ মানসিক বিকারে মগন॥ সান্ত্বনা সপ্রাপ্ত কথঞ্চিৎ যদি হৈল। তবে নানা দ্রব্য দান স্বরূপে লভিল॥ মনোরথ পথ সীমা সর্ব শোভা ধারে। শুভ হিতকর বেশ রচনা সম্ভারে॥ অলৌকিক স্বভাব সম্পন্ন যতজন। শ্রীরাধারমণ আর সভাসদগণ॥ সূত পুত্রদ্বয়ে শীঘ্র আরাধনা কৈল। দুই ভাই সাতিশয় প্রসন্ন হইল॥ দানশীল ব্যক্তিগণ প্রতি অতঃপর। করিয়া শুভাশীর্বাদ দয়াতে বিস্তর॥ দুই ভাই নিজ গৃহে গমন করিল॥ পূর্বাদিবসের মত সবে ঘরে গেল॥ স্বপ্নেও চিন্তিয়া চিত্তে সেইত বিষয়। জাগ্রহ হইল সবে প্রভাত সময়॥

শ্রীমাধব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামীবর। শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধা গর্ব হর। হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। কৈল অনুবাদ, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরামদাসের দাসে॥

দ্বাত্রিংশং পূরণম্ ☐ কেশী-দৈত্য বধঃ

অতঃপর প্রাভাতিক কথা পুনরায়। যথাবৎ বিস্তারিয়া কহিব সভায়॥ সেইত দিবসে মধুকণ্ঠ মৌন হৈঞা। চিন্তিতে লাগিল মনোমধ্যে বিস্তারিয়া॥ অতঃপর যদ্যপি মধ্যেত মোসবার। বাল্যকাল হইতে প্রশংসা লভিবার॥ যোগ্যতা লভিল হৈঞা শ্রীকৃষ্ণানুগত। এই সব ভাগ্যবান হরিভক্ত যত॥ তার মধ্যে প্রধান নারদ তপোধন। ভগবল্লীলা সুখবর্ষী যেইজন॥ কংসাসুর প্রতি কিছু কহিবার তরে। যদ্যপি আইসে লীলা চিন্তয়ে অন্তরে॥ সর্বদা সবার করে পরমোপকার। হিংসার প্রশ্রয় নাহি চিত্তের মাঝার॥ সেই পূজ্যপাদ তপোধনের কথনে। রহিলেও যোগ্যতা না মানে মূর্খগণে॥ সেইরূপ যদ্যপি এ ব্রজবাসীগণ। কৃষ্ণের পরম অনুগত চিরন্তন॥ প্রেমে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সুখ নিশ্চিত। সেই সুখ অদ্বিতীয় ভাবে চিত্ত স্থিত॥ তথাপিহ ব্রজবাসী জনগণ মনে। আনন্দের সম্ভাবনা নাহি যে কারণে॥ তদ্বৃত্ত বক্তার নাম

না করি নির্ণয়। কহিতে হইবে স্বল্পাকারে সে বিষয়॥ এত চিন্তি মধুকণ্ঠ করিয়া গোপন। কহিতে লাগিল স্পষ্ট রূপে সেইক্ষণ॥ হইলে অরিষ্ট বধ শ্রীকৃষ্ণের করে। উত্তপ্ত হইয়া কংস আপন অন্তরে॥ বৎসরেক প্রায় আর অন্য কোনজনে। নাহি পাঠাইল ব্রজে কৃষ্ণের নিধনে॥ কেশীনামা দৈত্য তবে কহে কংস প্রতি। বৃথা হিংসা আর নাহি করিহ সম্প্রতি॥ শুনিয়া সে দুষ্ট কংস অসন্তুষ্ট হৈল। কেশী দৈত্যে পুনঃ তার গৃহে পাঠাইল॥ তবে মুখ্য মাঘ মাসে কৃষ্ণা একাদশী। তিথি যোগে মথুরাতে আইল এক ঋষি॥ দেবর্ষি নারদ প্রতিকূল কংস প্রতি। হইয়াও অনুকূল যেন বা সম্প্রতি॥ বসুদেব নন্দগৃহে যাঞা পুত্রদ্বয়। গোপনে স্থাপন কৈল এইত বিষয়॥ কৃষ্ণ বলরাম হয় সে দোঁহার নাম। দোঁহে বসুদেবের সম্পত্তি অভিরাম॥ ইত্যাদি বিষয় ঋষি সূচিত করিল। শুনিয়া কংসের চিত্তে ক্রোধ উপজিল॥ কিন্তু বসুদেব আর দেবকী দুজনে। বধিতে নারিবে জ্ঞাতীগণের গঞ্জনে॥ এই হেতু সজ্জন বিরোধী কংসাসুর। বিস্তার করিয়া কূট কৌশল প্রচুর॥ লৌহের শৃঙ্খলে বসুদেব দেবকীরে। বান্ধিয়া রাখিল পুনঃ কারাগৃহান্তরে॥ দোঁহারে করিয়া রুদ্ধ কংস মূঢ়মতি। কেশীরে আহ্বান পুনঃ কৈল শীঘ্র গতি॥ কৃষ্ণে বধিবারে তারে নিযুক্ত করিল। নিযুক্ত মাত্রেই কেশী ব্রজেতে চলিল॥ প্রভাতে আসিয়া ব্রজে হৈল উপনীত। চতুর্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে বিপরীত॥ নন্দীশ্বর পর্বত হইতে আরম্ভিয়া। পরে পরে সেই ব্রজে নানা স্থানে যাঞা॥ অরিষ্ট বধের পর কেশী বাস কৈল। সেই দূর হৈতে শীঘ্র ব্রজ প্রাপ্ত হৈল॥ ব্রজে আসি তীক্ষ্ণ হৈতে সুতীক্ষ্ণ অপার। অতীব কঠোর তার পদ ক্ষুরাধার॥ ঘর্ষণে পৃথিবী বক্ষ বিদীর্ণ হইল। হেন মতে আসি ব্রজ মাঝে দেখা দিল॥ তবে জটারাশি করি নিক্ষেপ গগনে। ঘূর্ণন করিতে দুষ্ট লাগিল সঘনে॥ তবে অশ্বজাতি সম শব্দ আরম্ভিল। বিমানস্থ দেবগণ মহাভয় পাইল॥ তত্তৎ বিষয় তবে অবগত হৈঞা। লুক্কায়িত হৈল সবে মেঘ মধ্যে যাঞা॥ কেশী দৈত্য তাসবার বিমান সকল। কেশে আচ্ছাদিয়া কৈল অচিরে নিশ্চল॥ পূর্ব পূর্ব পুঞ্জীভূত মেঘের সমান। আচ্ছাদিত হৈল যদি সকল বিমান॥ তবে সেই দৈত্যের গর্জন ভয়ঙ্কর। শুনিয়া অস্থির হৈল ত্রিদশ নিকর॥ নির্জর দেবতাগণ তথাপিহ দেহ। হৈল জীর্ণ প্রায় আর প্রকম্পিত সেহ॥ তবেত অসুর বেগ সংযুক্ত গমনে। অতিক্রম করিতে লাগিল বৃক্ষগণে॥ অশ্বাকৃতি সেইত দানব অতঃপর। সিংহ সমূহের মত অতি ভয়ঙ্কর॥ চীৎকার করিয়া মহাগর্বের সহিত। করিল সবার চিত্ত ভয়ে প্রকম্পিত॥ সেই শব্দ গোষ্ঠাবধি বিস্তারিত হৈল। ধেনুগণ সাতিশয় বিভ্রমে পড়িল॥ গোষ্ঠ হৈতে বহির্গত হৈঞা সেইক্ষণ। অবিলম্বে বনোদ্দেশ্যে কৈল পলায়ন॥ দৃঢ় রূপে বদ্ধ স্থূল কপাট বন্ধন। কাষ্ঠ বিরচিত আর দুর্ঘট মোচন॥ বিকট কণ্টক যুক্ত কপাট তাহাতে। নির্গমন দুর্ঘট হইল অচিরাতে॥ তথাপিহ ভগ্ন করি কপাট তখন। ধেনুগণ কৈল দ্রুত বনে পলায়ন॥ অত্যুচ্চ দুর্গের মত গোষ্ঠের ভিতর। গুরুতর ছিল যেই পাদপ নিকর॥ তাসবার শাখা দ্বারে সেই আবরণ। ছিল তাহা সভয়ে লঙ্ঘিল

ধেনু গণ॥ এ হেন দুর্গম গোষ্ঠ সেহনা গণিয়া। গোষ্ঠ প্রান্ত ভাগে তবে প্রবেশ করিয়া। দেবারি ঘোটকাকৃতি সেই মহাসুর। ভ্রমণ করিয়া চতুর্দিকে সুপ্রচুর॥ ঘোটকের প্রাথমিক গতি চাতুরীতে। গমন পূর্বক লক্ষ্য করি চারিভিতে॥ অরিষ্টের প্রাণ হন্তা কৃষ্ণ সেইক্ষণ। করিতে লাগিল অন্বেষণ॥ ধেনুগণ বনে যদি কৈল পলায়ন। তবে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠপতি আভীরের গণ॥ শোকাকুল চিত্তে শীঘ্র ছাড়িয়া ভবন। ধেনু বৃন্দ অভিমুখে ধাইল তখন॥ যার কর্মে অসাধুগণের সুখচ্ছেদ। যার গুণ সদা গান করে চারি বেদ॥ বলরামানুজ সেই কৃষ্ণ গোপগণে। অতিক্রম করিয়া ধাইল সেইক্ষণে॥ অবশেষে রামেও করিয়া অতিক্রম। বিস্তার করিয়া নিজ অপূর্ব বিক্রম॥ অরাতির অভিমুখে করিয়া গমন। করিল আশ্চর্যান্বিত সবাকার মন॥ তবে ব্যাকুলতা প্রাপ্ত ব্রজবাসীগণ। অগ্রগণ্য ব্যক্তিবর্গ সঙ্গে সেইক্ষণ॥ শত্রুর সমীপবর্তী কৃষ্ণে সম্বোধিয়া। কহিতে লাগিল অতি কাতর হইয়া॥

এইত অশ্বের, গাত্রস্থিত রোমাবলি দৃঢ় বজ্রসম। বজ্রী পুরন্দরে, বিজয় করিতে, এ হয় অতীব ক্ষম॥ আপন দুর্জয়, ক্ষমতা প্রকাশে, স্বর্গবাসী দেবগণ। পরাস্ত হইয়া, পথ ত্যাগ করি, দূরে কৈল পলায়ন॥ ছায়াতে সন্তত, নবীন তমাল, তরু সম সুকোমল। তব কলেবর, দুষ্টাসুর হয়, দৃঢ় তনু মহাবল॥ অতএব তুমি, বাহির হইয়া, পুরী হৈতে হে কানাই। নাহিক যাইও, সহসা সেইত, দুর্দান্ত দৈত্যের ঠাঁই॥ মাতা আর তবেত এহেন অমঙ্গল সাতিশয়। প্রত্যাসন্ন হৈল তবে সেইত সময়॥ মাতা আর পুত্র মধ্যে কথোপকথনে। এহেন বিবাদ দেখা দিল সেইক্ষণে॥

মাতা কহে পুত্র, কোথায় চলিলা, সহসা ভবন হৈতে। পুত্র কহে মাতা, অশ্ব আসিয়াছে, চলিনু তারে দেখিতে॥ মাতা কহে হায়, প্রচেষ্টা নিশ্চয়, সমুৎকট হয় তার। পুত্র কহে তার, আরোহী নাহিক, কি করিবে মোসবার॥ অতএব মাতা, নিশ্চিন্ত হইয়া, তুমি এবে যাহ ঘরে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য নহি আমি, কি করিবে সে আমারে॥ তবে রাজ্ঞি ধৃষ্টতা বশতঃ সাতিশয়। গোষ্ঠাধীশ প্রতি কহে সেইত সময়॥

বাল্যকাল হৈতে, হেন অবিনয়, বাক্য আমি তোমা প্রতি। প্রয়োগ কদাপি নাহিক করিনু, ভ্রমেও হে গৃহপতি॥ কিন্তু অদ্য ইষ্ট, প্রকটন তরে, শুন কহি এ তোমায়। কৃষ্ণ যেন সেই, দুরন্ত অশ্বের, নিকটে নাহিক, যায়॥ কি কারণে তুমি, শিশুরে তুরিতে, ধরিয়া আপন ঘরে। আবদ্ধ করিয়া, নাহি রাখিতেছ, লৈঞা সর্ব পরিকরে॥ অন্য লোক সব, কেননা গমন, করিছে অশ্বের প্রতি। তুমি আজ্ঞা কৈলে, সবাই ধাইয়া, যাইবে হে ব্রজ পতি॥ রামানুজ কৃষ্ণ দিতি তনয়েরগণে। সুদূর অনাদিকাল হৈতে বধে রণে॥ এইত কারণে পিতামাতার বচন। শুনিয়া ঈষত হাস্য করি প্রকটন॥ জননার করিয়া বিশ্বাস উৎপাদন। ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বাসময় সুখদ সুজন॥ কৃষ্ণ তবে ক্ষণকাল অবজ্ঞার সাথে। নিরীক্ষণ করি দৈত্যে সমীপে আনিতে॥ উপযুক্ত বাক্যে তবে করি সম্বোধন। আহ্বান করিল কেশী দৈত্যে সেইক্ষণ॥ আহূত হইয়া পূতনারি কৃষ্ণবারে। কেশী দৈত্য অতীব বিক্রম সহকারে॥

শত্রুপক্ষ প্রতি তবে বিষমতর্জ্জন। করিতে লাগিল মহাক্রোধে সেইক্ষণ॥ কৃষ্ণতেজে অন্তরে হইল্ল পরাভূত। তথাপি সে শুবস্মৃত না হইল কম্পিত॥ প্রথমে সে নিজ পরাক্রম বিস্তারিতে। আরম্ভিল সম্মুখে বিক্রম দেখাইতে॥ অতঃপর কৃষ্ণপ্রতি হইয়া ধাবিত। যমুনা পর্য্যন্ত যে স্থান বিস্তারিত॥ সেই অবকাশ ভূমি, গমন করিল। দূর হৈতে কৃষ্ণ প্রতি দেখিতে লাগিল॥ শত্রু যদি দূর হৈতে করে আগমন। তবে নিজ তেজস্বিতা বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥ তেইত যমুনাবধি গমন করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যাবলী নির্দ্ধার করিয়া॥ দেব শত্রু কেশী সাহঙ্কারে সেইক্ষণ। করিতে লাগিল লক্ষ সিংহের গর্জ্জন॥ এক সঙ্গে শত্রুপক্ষ সবারে পাইতে। ইচ্ছাকরি সবিক্রমে সবারে নাশিতে॥ গলাধঃকরণ করিবে তবে দ্রুত। অগ্রসর হৈল দৈত্য হৈঞা রোষান্বিত॥ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কৃষ্ণ সেইত ধৃষ্টতা। সহিতে না পারি কৈল সিংহনাদ তথা॥ সেই ধৃষ্ট দৈত্যে লক্ষ করি অতঃপর। সাগ্রহে হইয়া সন্নিকটে অগ্রসর॥ বিনা প্রচেষ্টায় দৈত্যে ধারণ করিল। ব্যগ্র ব্রজবাসীগণ ধাইয়া আসিল॥ বেগান্ধ হইয়া যে বা না পায় দেখিতে। কাহারও কথা রোষে না পায় শুনিতে॥ উত্তেরিত নামক গতিতে সেইক্ষণ। কৃষ্ণঠাঞি রোষে দৈত্য কৈল আগমন॥

ব্যোম অতিক্রম করিয়া, সে দৈত্য, ব্যাপ্ত হৈল ব্যোমপরে। বদন ব্যাদান, কৈল তবে যেন, ব্যোম পান করিবারে॥ চরণ যুগলে, আঘাত হানিল, ব্যোম ধ্বংস করিবারে। সমস্ত প্রক্রিয়া, বিফল করিল, হরি নিজ শক্তি দ্বারে॥

বলিষ্ঠ মাধব, কেশীর চরণ, পুচ্ছ উদ্গত করি। স্ফীত রোমাবলী-গুচ্ছের মতন, দুই করে ঊর্দ্ধে ধরি॥ সিন্ধুর তরঙ্গ-সজ্ঞ ফেন পুঞ্জে, যেমতি নিক্ষেপ করে। তেমতি নিক্ষেপ, করিল কেশীরে, ধনুঃ শত ক্ষিতি দূরে॥

সংজ্ঞালাভ করি, পুনশ্চ সে দৈত্য, তৎকালে উত্থান কৈল। বদন ব্যাদান, করি হরি প্রতি, সহসা ধাবিত হৈল॥ বিশাল ভেকের, বদনে যেমতি, ভুজঙ্গ প্রবেশ করে। বাম হস্ত হরি, তথা ন্যস্ত কৈল, দৈত্য মুখে হাস্য ভরে॥

সেইত দৈত্যের গলগর্ত্তে কৃষ্ণ, হস্ত দিব্য সর্পসম। বাড়িতে লাগিল, বিস্তার করিয়া, বীর রসে পরক্রম॥ দুর্দ্দান্ত কেশীর, দন্ত পঙক্তি তবে, মহা বিষ জ্বালা ভরে। ঝরিয়া পড়িতে, লাগিল হস্তের। তেজে মহী পৃষ্ঠ পরে॥

দন্ত পঙক্তি সব, হৈল নি পতিত, ইন্দ্রিয় সমূহ তথা। নিশ্চেষ্ট হইল, দেহে উপজিল, কম্পনের আধিক্যতা। সেই কালে জরা নামে সুবিখ্যাত, তীক্ষ্ণ দন্ত। সে রাক্ষসী। মৃত্যুর প্রতীক্ষা, করিতে লাগিল, দেহের মাঝারে বসি॥

জগতের প্রাণ, খাদক কিবা এ, কেশী দৈত্য কণ্ঠগত। হরি হস্ত, দন্ত-এই ভয়ে তার, প্রাণ হৈল বহির্গত॥ গল নামে এক, দ্বার-সেহ যদি, নিরুদ্ধ হইল এবে। বহুদ্বার দেহ, হৈতে বাহিরিতে, সৃজিব এ আমি তবে॥ এতেক চিন্তিয়া, দুর্দ্দান্ত দৈত্যের, কিবা প্রাণ সমুদয়। প্রস্থান করিল, দেহ হৈতে করি, সর্ব দেহ ছিদ্র ময়॥

দানবের দেহ-গেহ হৈতে প্রাণ, যদি বহির্গত হইল। অতিথির মত, শ্রীকৃষ্ণের

বাহু, মুখ হৈতে বাহিরিল॥ গেহ সেহ হৈল, স্বামীর অভাবে, খণ্ডে খণ্ডে পরিণত। লিঙ্গ দেহ ধ্বংস, হৈল সেই সঙ্গে, শুভাদৃষ্টে বিশেষতঃ॥ কেশী কণ্ঠ গর্ত্ত-হৈতে কৃষ্ণ যবে, বাহু বহির্গত কৈল। সংহার -বিষয়ে, দিব্যাস্ত্রের মত, দৈত্য কৃষ্ণ ভার পাইল॥

মৃত্যুকালে দৈত্য, মলত্যাগ কৈল, যুক্তিযুক্ত এই কথা। বৈরীগণে মুক্তি-প্রদ কৃষ্ণ কৃপা, লভে মুক্তি আধিক্যতা॥ কৃষ্ণ কৃপা যার, প্রতি হয় তার, বহিরস্ত সর্বমল। দূর হৈঞা দিব্য ভাবে হে মন, করে সদা ঝলমল॥

দ্বিখণ্ডিত কেশী-দেহ দুইরূপ, কহয়ে পণ্ডিত যত। কেহ কেহ কহে, দুরাসক্ত কিংবা, শিমুল ফলের মত॥ হেনমতে অশ্বাকৃতি কেশী দৈত্য দেহ। দ্বিধা বিভক্তিত যদি হৈল নিঃসন্দেহ॥ জীবাত্মা অদ্বৈত ভাব পরিপ্রাপ্ত হৈল। দেবগণ পুষ্পরাশি বর্ষিতে লাগিল॥ জানিয়া কৃষ্ণের অভিপ্রায় সেইক্ষণ। কহিতে লাগিল তবে দেবতারগণ॥

সবাকারে তুমি, গলাধঃকরণ, করিবার তরে মুখ। ব্যাদান করিলা, দেখিবারে তাহা, হৈঞা আমি সমুৎসুক। নিজ বাহু তব, বদন বিবরে, কৈনু আমি সমর্পণ। ইথে যদি তব, প্রাণ দেহ হৈতে, কৈল বহি নির্গমন॥ তবে মোর কিবা, দোষ হৈল কহ, হে গর্বিত অশ্বাসুর। সবারে গ্রাসিতে, সহসা সাহসী, কেন হৈলা এতদূর॥

কেশী দৈত্য যদি নিহত হইল, ব্রজবাসীগণ তবে। মেঘের মতন, কলকল শব্দ, সানন্দে করিয়া সবে॥ অচল ভাবেতে, অবস্থিত তত্র, হরিরে বেড়িল আসি। বহিল ঝরণা-প্রভ বৃষ্টিবৎ, আনন্দাশ্রু ধারারাশি॥ হরিরে পাইয়া, প্রমোদে মাতিল, ব্রজবাসী নারীনর। ভূতলে শায়িত, রহিল দৈত্যের, প্রাণহীন কলেবর॥ তবে দর্শনাভিলাষী ব্রজ নারীনর। শ্রীকৃষ্ণে রাখিয়া তত্র সবার ভিতর॥ প্রেম তারতম্য হেতু মধ্যে মধ্যে তবে। অবকাশ লভি কৃষ্ণ মুখ হেরে সবে॥ বিনাশবশতঃ কেশী দৈত্য কলেবর। যদ্যপি হইল দ্বিখণ্ডিত অতঃপর॥ তথাপিহ কৃষ্ণ প্রেমে ধন্য ব্রজজন। ভাবিল দৈত্যের নাহি ঘটিল মরণ॥ তেইত বিভ্রান্ত হৈঞা শ্রীকৃষ্ণ মননে। অন্তে আলিঙ্গিয়া প্রাপ্ত হৈল ভাবগণে॥ ক্ষণ কতিপয় পরে বাহিরে যাইতে। মনস্থ করিয়া সবে কৃষ্ণের সহিতে॥ যমুনার ঘাটে সবে করিয়া গমন। সুশীতল জলে কৈল স্নান সমাপন॥ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ অদ্যাপি যে স্থানে। কেশী তীর্থ নামে তীর্থচর্য্য বলি মানে॥ যমুনার প্রতিলোম গতি নিবন্ধন। সেই ঘাটের কিঞ্চিত সমীপে সর্বজন॥ পাদপ বেষ্টিত অন্য ঘাটের উপর। বসিয়া করিতে শ্রমনাশ অতঃপর॥ এইত দ্বিতীয় ঘাটে প্রাচীনের গণ। চেন ঘাট নামে সদা করয়ে বর্ণন॥ বিশ্রাম সুখের নাম মথুরা মণ্ডলে। হেন শব্দে অভিহিত করয়ে সকলে॥ এই ঘাটে কিন্তু এবে আধুনিকগণ। চীরঘাট নামে করে সতত বর্ণন॥ কেশী দৈত্যবধ কংসাসুর অভিলাষ। সম্পূর্ণ বিনাশরূপে হইল প্রকাশ॥ এই রম্য সুখ সম্যক্ অবগত হৈঞা। দ্বিগুন প্রফুল্ল ভাব সঙ্গেতে মিলিয়া॥ উল্লাস স্বরূপে ব্রজধামে অতঃপর। শোভিতে লাগিল সর্বজনে নিরন্তর॥ বিস্তারিত কীর্তিদ্বারে নর্ত্তিত বদন। জনগণ আরম্ভিল কৃষ্ণেরবন্দন॥ সবার মাঝারে কৃষ্ণ যবেত পশিল। সানন্দে সবাই তারে বেষ্টন করিল॥ শ্রীব্রজরাজের অনুগামী ব্রজজন।

মেহবৃন্দ কৈল স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপন ॥

আভীর গণের, সুখাহ্বান শব্দ, হী হী এই বর্ণদ্বয়। উত্থীত হইল, গোপগণ কণ্ঠে, তত্র গোষ্ঠে সাতিশয় ॥ কৃষ্ণের বদনে, সেই শব্দ গোষ্ঠে, স্পষ্ট উচ্চারিত হৈল। ঝয়াপাত শব্দে, যেন গম্ভীরোচ্চ, স্নিগ্ধ ধ্বনি মেঘ কৈল ॥ অতঃপর শত্রু বিনাশন কৃষ্ণ আর। রাখাল বালকগণ হৈঞা আগুসার ॥ গাভীগণে সঙ্গে লৈঞা গোচারণে গেল। ব্রজরাজ প্রভৃতি সবাই ব্রজে আইল ॥ শুনিয়া কেশীর মৃত্যুবার্তা কংসরাজ। ছিন্ন নাসাজন সম পাইল মহালাজ ॥ তেই গৃহ হৈতে আর বাহিরে না আইল। গৃহে বসি দিবানিশি চিন্তিতে লাগিল ॥ এত কহি কথক আনন্দ পূর্ণমনে। সমাপন শ্লোক উচ্চারিল সেইক্ষণে ॥ ওহে ব্রজাধীশ, কেশীদৈত্য যেবা, যম প্রতিবেশী কৈল। সেই সুত তব, এই সুতদ্বয়ের, বাঞ্ছা কল্পতরু হৈল ॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামী বর। শ্রীগোপাল চম্পূ, গ্রন্থ বিরচিল,যাদে সুধাগর্ব হর ॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ-স্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীরাম দাসের দাসে ॥

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পূরণম্ □ সর্ব মনোরথ পূরণম্

নিশীথি কথাতে তবে হৈঞা সমুৎকণ্ঠ। গদ গদ কণ্ঠে তবে কহে মধুকণ্ঠ ॥ হেনমতে সুমধুর ব্রজের মাঝার। কৃষ্ণ আর তার নিত্য প্রেয়সী সবার ॥ রমণীয় লীলাবলি উপরতি হীন। জীবন সম্যতা লাভ কৈল দিন দিন। যে কথা কহিতে অসকু চত এ চিত্ত। সম্যক্ উৎকণ্ঠা পরিপ্রাপ্ত হয় নিত্য। কৃষ্ণের সহিত, গোপিকাগণের, পরস্পর সম্মেলন। বহুকালাবধি, যদ্যপি বিচ্ছিন্ন, না হইল এক ক্ষণ ॥ তথাপি দোহার, রমণ পিপাসা, না হইল অপগত। তৃষ্ণা নিপীড়িত মানববৃন্দের, স্বাপ্নিক পানের মত ॥ কৃষ্ণ সহ শ্রীরাধাদি ব্রজ বধূগণ। বৃন্দাবন ধামে যথা করয়ে রমণ ॥

গোপী আর কৃষ্ণ, অন্যান্য নিভৃতে, ঘাটে বাটে কুঞ্জান্তরে। গমন করিয়া, মিলিত হয়েও, লোক নেত্র অগোচরে ॥ দৃঢ়ভাবে দোহে, করে আলিঙ্গন, চুম্বন করয়ে ঘন। তবেত উল্লাসে, মধুর বিলাস, করে কুঞ্জে দুইজন ॥ রতি কথা কত, কহে দুইজন, ঈষত হাসত মুখে। এমোর সুবেশ, রচনা করহ, আজ্ঞা করে মহাসুখে ॥ তবে প্রতিদিন কুসুম ভূষণে, কস্তুরী চন্দন পঙ্কে। ভূষিত করয়ে, দোহে দুহু তনু, সোহাগে লইয়া অঙ্কে ॥ পুনশ্চ বিহার, বিপরীত কেলি, হিন্দোল দোলন আর। বারি খেলা নৌকা-চালনাদি নানা, কেলি করে বারম্বার ॥ এইমত কৃষ্ণ, আর রাধিকাদি, গোপীগণ বৃন্দাবনে। ভক্তবৃন্দ ধ্যেয়, পরম মধুর, লীলা করে হৃষ্ট মনে ॥ লীলা কেলি কিন্তু, কোনও বিষয়ে, নিজে নাহি তর্ক করে। করিতেছি করি-য়াছি করিব বা, না কহে মত্ততা ভরে ॥ এইত শ্লোকেতে করে উৎকণ্ঠা প্রচার। বহুবিধ শব্দ আছে তৃতীয় পদে তার ॥ অতঃপর নিম্নরূপ পঠনীয় হয়। কিন্তু এই তর্ক সদা করয়ে উভয় ॥ কেবল জাগ্রত দশামধ্যে হেন নহে। স্বপ্ন মাঝে চিত্ত ভ্রম যেন নিত্য রহে ॥ সেই-রূপ গমন মিলন চুম্বনাদি। প্রাকৃত নহেক অপ্রাকৃত নিরবধি ॥ অধিক বক্তব্য কিবা ব্রজললনার।

গমন মিলনাদি বিবিধ ব্যাপার ॥ অনুভব কালে সেই ব্রজগোপীগণে। এহেন উন্মাদ ভাব উপজিল মনে ॥

কৃষ্ণের অপূর্ব রূপ দরশন, না কৈল যে নেত্রদ্বয়। সে নেত্রের জন্ম, সর্বতোভাবেতে, বৃথা হয় সাতিশয় ॥ সুভাষিত বাণী, কৃষ্ণ মুখে যেই, কর্ণদ্বয় না শুনিল। সে দোহার জন্ম, অতি নিরর্থক, বৃথা তার জন্ম হৈল ॥ হরি সমাগমে, মোর নয়নাদি, যদি ইন্দ্রিয়ের গণ। শ্রবণাদি কর্ম-সাধিতে সমর্থ হইত সে অনুক্ষণ ॥ নয়ন যদ্যপি, শ্রবণ করিতে, কর্ণদরশনে আর। রসনা যদ্যপি, অঘ্রাণ করিতে, অন্যেন্দ্রিয় ইত্যাকার ॥ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, সর্ব কর্ম যদি, সাধিতে পারিত তবে। অসূয়া বশতঃ, সন্তপ্ত নাহিক, হইত কাহারা সবে ॥ কৃষ্ণরূপ হেরি, নেত্র সুখী হয়, কর্ণতারে হিংসা করে। বাণী শুনি কর্ণ, হয় পরিতৃপ্ত, নয়ন হিংসাতে মরে ॥ অতএব হেন অসূয়া সঞ্জাত, সন্তাপ ভাবের প্রতি। ধিক্ ভিন্ন অন্য, প্রশস্তি বচন, নাহি জানে মোর মতি ॥ গোপিকাগণের, কোমলাঙ্গ সঙ্গে, আলিঙ্গনে শাঙ্গধর। প্রণয় তটিনী—প্রবাহে বহুত, দূর হৈঞা অগ্রসর ॥ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়, গোপীর হৃদয়ে, উৎকণ্ঠা কলাপভরে ॥ আলিঙ্গণাবদ্ধ, রহিলেও হরি, আছে যেন বহু দূরে ॥ বাহ্যবৃত্তি লোপ, হেতু এই দশা, গোপীগণে উপজয়। স্বপ্নসম বোধ, জন্মে নেত্রে মুহুঃ, স্ফূর্তিলোপে সে করয় ॥ শ্রীমতী রাধার কিন্তু দর্শন শ্রবণ। অনির্বচনীয়ে হয় সকল গণন ॥ পরস্পর রাধাকৃষ্ণ যুগল মাঝার। প্রথমেই এই ভাব শ্রীমতী রাধার ॥ পরে সেই ভাব কৃষ্ণ মধ্যে উপজয়। এইত বৈশিষ্ট্য দুইজনে দৃষ্ট হয় ॥ শ্রীমতী রাধিকা, কৃষ্ণের অসঙ্গে, সঙ্গ বলি মনে করে। গভীর চিন্তনে, ঘটয়ে এহোত, চিত্ত মাঝে স্ফূর্তি ভরে ॥ সঙ্গ কিন্তু রাধা, অসঙ্গ বলিয়া, মনে করে অনুক্ষণ ॥ প্রেমোন্মাদ হেতু, চিত্তের মাঝারে, ঘটে এই অঘটন ॥ সঙ্গাসঙ্গে হেন মতে গৃহকাল, আনন্দ স্বপন আর। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব ভাব সর্বমতে, অনুভব ঘটে তার ॥ যবে রাধিকার চিত্ত মধ্যে হেন, অনুভব উপজিল। তৎকালে অপর, এক মহাশ্চর্য্য, চিত্ত বৃত্তি দেখা দিল ॥ কান্তাকান্ত এই, স্বভাব দোহার, বিপরীত ভাব হৈল। কান্তাতে কান্তের, আচরণ কান্তে, কান্তাভাব দেখা দিল ॥ রাধা মাধবের ভাব প্রাবল্য লভিল। দোহার চরিত্র সর্বজন জ্ঞাত হইল ॥ স্ব স্ব বধূগণে রোধ করিবার তরে। গুরুজন গণ তবে প্রতি গোপ ঘরে ॥ বহুত রক্ষিকা বধূ নিযুক্ত করিল। তৃষ্ণা আর লজ্জাযুক্ত কৃষ্ণ-মন হৈল ॥ মনে মনে চিন্তে কৃষ্ণ হায়রে এক্ষণে। বিঘ্ন উপজিল গোপাঙ্গনার রমণে ॥ সৎকুলজাত লোক অপবাদ ভরে। নিশ্চয় হয়েত লীন মহীর ভিতরে ॥ এই কার্যে মোর মনে কোনও বিচার। কিংবা কুল ধর্ম নাহি করয়ে সঞ্চার ॥ এহেন আচারে জনমাত্রে শোকাতুর ॥ কুলের কলঙ্কমানি হইবে প্রচুর ॥ নিজে গোপজাতি সমুদ্ভূত ব্যক্তিগণে। লক্ষ্য করি এই দুঃখ এ আমি এক্ষণে ॥ নিজ হস্তে সৃষ্টি কৈনু কিছু না বিচারি। অতএব এবে আর কি করিতে পারি ॥ পুনর্বার করি মন সংযোগ তখনি। কৃষ্ণ নিজ মনোমধ্যে করে বিবেচন ॥ অনাচার রূপে মোর এই আচরণ। প্রতিভাত নাহি হয় সত্য এ বচন ॥ যেহেতু এ আচরণে এ মোর হৃদয়। লভিছে

ফুল্লতা কিন্তু ম্লান নাহি হয়॥ পুনরায় কৃষ্ণ মনে করে বিবেচনা লক্ষ্মীরূপা শ্রেষ্ঠ নারী এই গোপীগণ॥ পরাঙ্গনারূপে যদ্যপিহ বোধ হয়। তথাপিহ কেহ কিন্তু পরাঙ্গনা নয়॥ অতএব এই পরাঙ্গনার বিষয়। বিশেষ প্রবন্ধ এক বিদিত আছয়॥ সেইত প্রবন্ধ এই আমার মতন। না বুঝিয়া জগতের জন সাধারণ॥ আচার্য গর্গের দুর্বর্ণন অনুসারে। এমোর দোহার যাত্রা মথুরা নগরে॥ নিশ্চিত করিয়া ভয়ে শীর্ণকায় হৈল। সবাকার চিত্তে মহা অধৈর্য লভিল॥ ইথে মনে হয় মোর প্রেয়সী নিচয়। করিছে ধিক্কার দান নিজেরে নিশ্চয়॥

গোপজাতি মধ্যে এই ব্রজধামে, আমার জনম হৈল। প্রকৃতি আমার, অতএব গোপ-জাতি সম উপজিল॥ স্বাভাবিক ভাবে, তেই মোর প্রেম, উপজিল কৃষ্ণ প্রতি। সহসা এ মোর, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, তেইত হইল গতি॥ তাহে উপজিল, আসক্তি প্রচুর, অনিবার্য ফল তার। কৃষ্ণকলঙ্কিনী, নামে অপবাদ, ব্রজে হৈল সুপ্রচার॥ অপবাদ হেতু, আসক্তি ও স্নেহ, বিপরীত হৈল তবে। আসক্তিরে ধিক্, বোলহ সজনি, আমি কি করিব এবে॥ তবেত পরস্ত্রী নামে যাহারে কহয়। অপরা স্ত্রী কিবা সেই নারী নয়। এহেন বিচারগর্ভ সন্দর্ভ বিশেষ। পুনরায় নিজ অভিপ্রায় সমুদ্দেশ॥ অনুসন্ধানের তরে স্বরূপ বিচারি। মর্যাদা বিশেষ মোরা লভিতে না পারি॥ এই গোপবধূগণ ব্রজের মাঝারে। নিজ নিজ বাঞ্ছিত তরঙ্গরঙ্গ ধারে॥ মোর লোল প্রেম কল্লোলিনীর বল্লভ। সমুদ্র স্বরূপ আর একান্ত দুর্লভ॥ মোর অঙ্গসঙ্গ রূপ সামান্য পবন। স্পর্শেও হয়েত কম্পমান অনুক্ষণ॥ মোর অঙ্গসঙ্গ কৈলে ব্রজ বধূগণ। বাস্তবিক দোষ নাহি হয় সংঘটন॥ তথাপিহ অপবাদ শ্রবণে আমার। হৃদয় মাঝারে করে সঙ্কোচ বিস্তার॥ অতএব ব্রজ হৈতে দূরে রহিবারে। মোর মনোবৃত্তি এবে অভিলাষ করে॥ হেন ব্যবধানে স্থিতি করিলে নিশ্চয়। সুদীর্ঘ বিশুদ্ধি উপজিবে মনে হয়॥ নিত্য দাম্পত্যের খ্যাতি প্রচার হইবে। অতএব অপবাদ আর না রহিবে। ঋণ ব্রণ কলঙ্ক এ তিন অনুক্ষণ। কালে লোপ পায় আছে এহেন বচন॥ এইত নিয়মে মোর দৃঢ়ানুসন্ধানে। মোর অপবাদ বক্তা জনগণ মনে॥ সঞ্জাত সন্তাপ লক্ষ্য করি অনিবার। যোগমায়া প্রভৃতির উপদেশ আর॥ সজ্জন গণের বাণী করিয়া শ্রবণ। অবশ্য হইবে সেই দোষের খণ্ডন॥ হেনমতে চিন্তন করিয়া পুনরায়। চিন্তিতে লাগিল পুনঃ উদ্বিগ্ন হিয়ায়॥

হায়রে আমার, গোষ্ঠ বৃন্দাবন, পশু আর ব্রজবন। রক্ত পত্রকাদি-ভৃত্য সুবলাদি—সখা আর প্রিয়াগণ॥ পিতামাতা আর, রাধারেও ত্যাগ, করি এবে বা কেমনে। এ মোর বিহনে আত্মস্থিতি নাহি, লভে যেই সব জনে॥ অগ্নিতুল্য প্রভা-শালী সেই সব, গোষ্ঠাদি বিষয় নিত্য। অন্তরে ধরিলে, সাতিশয় দাহ, লভিব আমি হে চিত্ত॥ পুনর্বার চিন্তা করি শ্রীকৃষ্ণ তখন। আপনারে উদ্দেশিয়া কহিছে বচন॥ অন্তপুর সম, ব্যবহার তুমি, করহ যাইয়া বনে। বন্ধুর মতন, কর ব্যবহার, বনজাত পশুগণে॥ রাধিকা প্রভৃতি গোপরামাগণে, আপন তনুর প্রায়। করহ তুমিত, সদা ব্যবহার, যত্র তত্র স্ব ইচ্ছায়॥ চকোর নয়না, ব্রজবধূগণে, চন্দ্র দর্শনের মত। দৃষ্ট হৈঞা

তুমি, কেন কর কৃষ্ণ, অন্যত্র লালসা তত॥ পুনর্বার প্রেয়সী গোপিকাগণে হরি। কহিতে লাগিল চিত্তে আলোচনা করি॥

মণিমাণিক্যের, হায় পরাইনু, তাসবার বক্ষে যেথা। হায়রে সাম্রাজ্য, করিবে এবেত, অশ্রুবিন্দুরাশি তথা॥ তন্মধ্যে রাধার কথা আলোচনা করি। হায় হায় করি পুনর্বার কহে হরি॥ কর্পূর মিশ্রিত, চন্দনের দ্রব্যে, রাধার যে দেহলতা। সিঞ্চিত করিনু, প্রেমভরে আমি, নির্জনে বসিয়া তথা॥ সেই দেহলতা, আমার বিরহে, এবেত নয়নজলে। সিনান করিয়া, মলিন হইল, চিত্ত মোর সেহ জলে॥ যে রাধারে পূর্বে, অনুভব কৈনু নব চন্দ্র কলোপম। সে এ বে দহিছে সাতিশয় মোর, চিত্ত বহ্নিশিখা সম॥ রাধা প্রেমে আমি, বশীভূত হৈঞা, কৈনু এথা আগমন। সেই পথ আমি, কেমনে করিব, শীঘ্র এবে বিসর্জন॥ বুদ্ধি বৃত্তিতেই বন্ধনানুকূল্যে, আছে ইথে বিদ্যমান। হেন সুখ প্রাপ্তি, সম্ভাবনা আর, নাহি অন্য কোন স্থান॥ এই মত শ্রীকৃষ্ণের নয়ন হইতে। অশ্রুধারা যদি প্রেমে লাগিল বহিতে॥ ক্ষণকাল মৌন হৈঞা অবস্থান কৈল। পুনশ্চতদ্রূপ চিন্তরাশি বৃদ্ধি হৈল॥ হায় হায় কিরূপে সামর্থহীন হৈঞা। শোক রাশি সম্প্রাপ্ত হইবে মোর হিয়া॥ সম্প্রতি বিদীর্ণ মোর চিত্তে জ্ঞানলেশ। নাহিক তেইত মোর ভাবনাবিশেষ॥ হেনমতে চিন্তা হরি করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে চিত্ত সুস্থির হইল॥ অতঃপর সাবধানে সহসা নির্জনে। চিন্তা ছাড়ি মিলিত হইল বন্ধুগণে॥ অতঃপর সাতিশয় বিষণ্ণ ভাবেতে। পরবর্তী কথা সব কহিব প্রভাতে॥ এতকহি মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠ সহ। নিজ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিয়া শোকাবহ॥ শব্দ করি গদগদ স্বরে সেইক্ষণ। কান্দিতে লাগিল চিত্তে না মানে বারণ॥ বহুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া অতঃপর। কথঞ্চিত সুস্থ হৈঞা চিন্তয়ে অন্তর॥ শ্রীরাধামাধব প্রভৃতিরে সমজানি। কহিতে লাগিল তবে হেনরূপ বানী॥

তুমি সব কর, আনুকূল্য তেই, আছহ আপন সুখে। কথক এমোরা, বর্ণানুযায়ী, মরি কথামধ্যে দুঃখে॥ অতঃপর সেইত কথক দুইজন। কথা সমাপিয়া কৈল স্বস্থানে গমন॥ রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সবাই সেইক্ষণ। স্বপ্নেপ্রাপ্ত অস্থির সে বস্তুর মতন॥ দুঃখ অবশেষে সুখে পরিণত হৈল। মহানন্দে সবে নিজ ভবনে চলিল॥ অতঃপর পরদিন প্রভাত কথায়। কহিতে লাগিল স্নিগ্ধকণ্ঠ সে সভায়॥ হেনমতে অনীতির বশবর্ত্তী যত। কংসের অমাত্য সবে করিয়া নিহত॥ অশ্বাকৃতি কেশী দৈত্য বধের প্রাক্কালে। শয্যা পরিত্যাগ করি প্রভাতের কালে॥ নেত্র পদ্ম ঘূর্ণিত করিয়া মনোহর। শ্রীমান গোবিন্দ চিন্তে আপন অন্তর॥ কংসের পক্ষীয় সবে প্রায় হৈল হত। অদ্য বা কল্য কেশী হইবে ও নিহত॥ কিন্তু কুবলয়া পীড় নামে এক করী। বিদ্যমান আছে এবে মথুরা নগরী॥ বীর বলি আপনারে করয়ে মনন। সজ্জন পীড়ক হেন দুই চারিজন॥ অসুর প্রধান আর মল্ল কতিপয়। মধুপুরে বিদ্যমান এবেহ আছয়॥ ভোজবংশ ধ্বংসকারী সেই কংসাসুর। কোন্দল করিয়া সাধুগণে সুপ্রচুর॥ শ্রীমান ব্রজরাজ নন্দের সহিত। আদয়ে অভিন্ন ভাবে তক্তে

অধিষ্ঠিত ॥ আমার জনক সেই শ্রীমদ্বসুদেবে। উত্তপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছে এবে ॥ শ্রুত হয় এবে দুষ্ট আমার পিতারে। করিয়াছে বদ্ধ লৌহ-শৃঙ্খলের দ্বারে ॥ সাতিশয় ভয় প্রাপ্ত সেই দুষ্টমতি। ব্রজে নাহি আগমন করিবে সম্প্রতি ॥ তৎক্রমে অপর কারণের অবকাশ। হইলে কর্তব্য স্বরূপে সুপ্রকাশ ॥ প্রাধান্য বিষয়ে তত্র নিরপেক্ষ ভাবে। গমন এখন মোর নাহিক সম্ভবে ॥ যেহেতু জনক আর অন্যান্য সবার। আমি মাত্র রক্ষা কর্তা ব্রজের মাঝার ॥ মন্ত্রণা স্বাধীন মোর নহে কদাচন। করিতে হইবে অন্যছল আলম্বন ॥ হইবে ঘটনা যেই মতে উপস্থিত। সমাধান সেইরূপ হইবে নিশ্চিত ॥ যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে নিশ্চয়। এহেন মলিন চিন্তা সমুচিত নয় ॥ এই মত বিচার করিয়া হায় হায়। গমন করিলে অতঃপর মথুরায় ॥ না জানি কত বা কার্য পরিপাটী ব্যয়। হইবে কে করিবারে পারয়ে নির্ণয় ॥ ব্রজ পরিত্যাগ করি সময় যাপন। কেমনে করিব সদা এই চিন্তায় মগন ॥ এইত কারণে পুনঃসজল নয়নে। চিন্তিতে লাগিল কৃষ্ণ বিষাদিত মনে ॥ সলিলও পান নাহি করে পিতা, এ মোর বিহনে আর। মাতা প্রাণ-ত্যাগসম দীর্ঘশ্বাস করে সদা পরিহার ॥ যথা পিতা মাতা, সেইমত মোর, ব্রজস্থিত সর্বজন। এ মোর বিরহে কষ্ট সাতিশয়, ভোগ করে অনুক্ষণ ॥ মানবের কথা দূরে রাহ পশু, পক্ষী যত ব্রজে আছে। আমার বিরহে তাহারাও অহে। শল্য ধরে চিত্ত মাঝে ॥ এত বিষয়ে আমি জ্যেষ্ঠ বলদেবে। জানাইতে উৎসুক নহিক কিছু এবে ॥

নিজ দুঃখ জানে, কিন্তু পর দুঃখ, যেবা নাহি বোধ করে। দয়ালুতা নাহি, এতদৃশ স্বার্থ পরায়ণ জনান্তরে ॥ যে জনা পরের সুখ অনুভব করে আপনার মত। পর সুখে সুখী, দয়ালুতা সেথা, বাস করে অবিরত ॥ এই রূপে চিন্তে কৃষ্ণ প্রভাত সময়। গোচারণে অকস্মাৎ কেশী দৈত্য হইল উদয় ॥ যারে কৃষ্ণ যমালয়ে করিয়া প্রেরণ। সেই কালে দেবর্ষি কৈলবনে পাদ সঞ্চারণ ॥ শ্রীনাথ যরেত করে নির্জনে গমন। আসিল সহসা নারদ তপোধন ॥ আহ্লাদিত চিত্ত কোন এক স্থানে বনে। কৃষ্ণচন্দ্রের সদনে ॥ নির্মল বসনধারী নারদে তখন। কৃষ্ণও নিকটে নিজ কৈল দরশন ॥ তাহারে বারেক মাত্র দর্শন করিয়া। বুঝিতে পারিল কৃষ্ণ নারদ বলিয়া ॥ বাগ দেবীর দেহ যথা অকার ককার। তেমতি অক্ষরময় বিগ্রহ তাহার ॥ গঙ্গার প্রবাহ যথা বিষ্ণুপদ হৈতে। অবতীর্ণ হইল এইত পৃথিবীতে ॥ বিষ্ণুপদ আকাশ হইতে সেইমত। দেবর্ষি হইল এবে সমীপে আগত ॥ কৈলাস পর্বতে যথা বৈষ্ণব প্রধান। শিবমূর্ত্তি নিত্যকাল আছে বিদ্যমান। সেই রূপ বৈষ্ণবের চিহ্ন শ্রীতুলসী। পদ্মমালা প্রভৃতি ধারণ করি ঋষি ॥ শুভ্রদেহ প্রাপ্ত হৈল এবে আপনার। যশোরাশি সম ধরি সঙ্গীত বিস্তার ॥ ভুবনবাসীর কর্ণসমূহ পূরণ। করিছে সতত শ্রীনারদ তপোধন ॥ ক্ষীর সমুদ্রের মত আপন অন্তরে। নারায়ণাদির নাম স্থাপিল সাদরে ॥ ষোড়শকলাতে সুনিবিড় শশধর। কৃষ্ণ পক্ষাস্পদ যথা ধরয়ে অন্তর ॥ অন্তরঙ্গ রূপে চিত্তে কৃষ্ণের স্বরূপ। ধারণ করিল তপোধন সেইরূপ ॥ শারদীয় বারিদ মণ্ডল যেইমত।

সুখদানে করে নেত্রদ্বয় অশ্রুস্নাত ॥ ভক্তির বিশেষে যে আসক্তি হয় ব্যক্ত। তাহে নিজ ভক্তের প্রকাশ সমাসক্ত ॥ তদ্বৎ আনন্দ বারিধিতে নিমগন। ফুল্ল কলেবর শ্রীনারদ তপোধন ॥ দেবর্ষি নারদ সেই নিকটে তখন। করিল শ্রীকৃষ্ণে হেনরূপ দরশন ॥ কৃষ্ণের অছায়ে হেন চরণ সৌষ্ঠব। পরাজিত হয় সাধুজাত পদ্মসব ॥ পক্ষান্তরে সদাচারে সৌষ্ঠবেতে আর। পদ্মসংখ্য সাধুব্যক্তি সমব্যবহার ॥ সর্বাশেষ সুখদায়ী পদপৃষ্ঠ তার। সুন্দর শরীরধারী কচ্ছপ আকার ॥ পক্ষান্তরে সর্বদা অনন্ত নাগসুখ। দান করে পাদ পদ্মপৃষ্ঠ হরে সর্ব দুঃখ ॥ জঙ্ঘাতে বিরাজ করে যে বলয় দ্বয়। তার শোভা বিজয় ধ্বজের মত হয় ॥ পক্ষান্তরে বেগবান শ্রেষ্ঠ সৈন্যদ্বারে। বিজয় ধ্বজের মত সুষমা বিথারে ॥ জানুদ্বয়ের সঙ্গে যে উরুদ্বয়ের খ্যাতি। পক্ষান্তরে সহজাত অনুরূ প্রশস্তি ॥ হেতুভরে গরুড়মণির স্তম্ভদ্বয়। সম যেন উরুদ্বয় বিরাজ করয় ॥ নিজ ব্রজ ভূমি যথা বৃষভ নিকরে। পরিপূর্ণ তেমতি নিতম্ব শোভাকরে ॥ সর্বশুভ শোভাযুক্ত কটি দেশদ্বারে। আহ্লাদি উৎপন্নে নর শ্রেষ্ঠরূপ ধরে ॥ পক্ষান্তরে পরম মঙ্গল শোভাময়। প্রহ্লাদের ভাববশ নৃসিংহ সম হয় ॥ ভুবনস্বরূপ পদ্মদ্বারে নাভিদেশ। রমণীয় নারায়ণ সম সবিশেষ ॥ পক্ষান্তরে জল আর পদ্মদ্বারে ক্ষেত্র। মনোহর যেন সরোবর নাভি তত্র ॥ পরিধানে পীতাম্বর বসনা তাহার। অত্যুৎকৃষ্ট গুণযুক্ত শোভার আধার। পক্ষান্তরে জিহ্বাদ্বারে ব্যোম করি পান। নবীন তপনকান্তি সম শোভমান ॥ সর্বদা উদর শ্বাসবশতঃ চঞ্চল। বাতে যেন চঞ্চল অশ্বত্থ পত্র দল ॥ মনোহর স্বর্ণরেখা শোভাতে ভূষিত। নীলকান্তমণির কষ্টি প্রস্তর তুলিত ॥ শ্রেষ্ঠরত্ন সমূহের উত্তম আশ্রয়। রত্নাকর সম যেন বক্ষস্থল হয় ॥ মর্যাদারক্ষক তার দীর্ঘ ভুজদ্বয়। শ্রেষ্ঠ রত্ন নির্মিত অর্গল সম হয় ॥ অঙ্গদাদি আভরণ ভূষিত বাহুতে। পক্ষান্তরে কপি অঙ্গদাদির সহিতে ॥ কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রের মতন। সর্ব সংরক্ষণ ক্ষম শ্রীভুজ শোভন ॥ দীপ্তিশীল অঙ্গুরীয় করে বিদ্যমান। শোভা করে কল্পলতা পল্লব সমান ॥ হর্ষের সহিত কণ্ঠ আর অঙ্গুস্বর। বিদ্যমান আছে যত্র স্থানে নিরন্তর ॥ পাঞ্চ জন্য শঙ্খ সম অতীব সুন্দর। হয়েত তাহার কণ্ঠ আর কণ্ঠস্বর ॥ দ্বিজত্বের অধিরাজ ব্রাহ্মণ যে হয়। তাহার দাসত্ব যার হয়েত বিষয় ॥ তার অবস্থান দন্ত রূপ দ্বিজরাজে। সুন্দর বদনখানি সতত বিরাজে ॥ শুকমুখ শোভা জয় করী সাতিশয়। আপনি আপনাতুল নাসিকা শোভয় ॥ নিজ সত্যব্রত ভক্ত রুচি বিলোচন। পক্ষান্তরে সত্যব্রত রাজার মোচন ॥ সুরম্য মীনের তুল্য অতি মনোহর। নয়ন যুগল রসভরে ঢরঢর ॥ শিখি পুচ্ছে কেশ রচনার শোভাময়। পক্ষান্তরে চন্দ্র শোভাদায়ী শিব হয় ॥ তাহার নির্মিত সম্যক্ শব্দের সহিত। সমাগত বর্ষা ঋতু মেঘের তুলিত ॥ মকর চিহ্নিত চারু কুণ্ডল যুগলে। কর্ণ যুগ কন্দর্প সদৃশ ঝলমলে ॥ সর্বদা সর্বত্রামৃত ঘেচক বরণ। দেহ দ্বারে পরিপূর্ণ হৈঞা অনুক্ষণ ॥ পুনরায় সুধা রশ্মি সুধাকর সম। ভুবন উজোর করি রাজে অনুপম ॥ রোহিনী যশোদানন্দ আনন্দ বর্দ্ধন ॥ পক্ষান্তরে এ তিনের তনয়েগণন ॥ সেই হেতু চন্দ্র পুত্র যেন বলরাম।

আনন্দ সন্দোহ সর্ব মঙ্গলের ধাম ॥ নরের শ্রেষ্ঠতা হেতু দৃঢ় ভাবাধান। পুনরায় যেন নরসিংহের সমান ॥ বারম্বার অপূর্ব সম্মান রূপ আর। পক্ষান্তরে পরিমাণ রূপের সন্তার ॥ বিদ্যমান হেতু শ্রেষ্ঠ মৎস্যের সমান। গৌরবে মণ্ডিত দিব্য রূপে বিদ্যমান ॥ দিব্য রূপে অতীব পটুতা দ্বারে বলিষ্ঠের গর্ব। নিরন্তর করয়ে ত্বরিতে সর্ব খর্ব ॥ পক্ষান্তরে ছলনা নৈপুণ্যে সাতিশয়। বলির গর্বিত ভাব বিদূর করয় ॥ অতএব যেন বামনের তুল্য গণ্য। পাদোদক গঙ্গারূপে বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ কুপথ প্রবৃত্ত বৃষ চিহ্নে সুচিহ্নিত ॥ বৃষরূপী দুষ্টাসুরে করিল নিহত ॥ পক্ষান্তরে কুপথ প্রবৃত্ত শূদ্রায়ত। ধর্মের নিন্দনে বুদ্ধ বিগ্রহের মত ॥ ইন্দ্রদেব করিলে সলিল বরিষণ। সমুদ্রে নিমগ্ন যত ব্রজ গোপীগণ ॥ তাসবারে উদ্ধারিতে গিরি গোবর্দ্ধনে। নৈপুণ্য বিশেষ ধরে উর্দ্ধে উত্তোলনে ॥ ধরণী ধরের সঙ্গে করিতে বিহার। পক্ষান্তরে যেন ধৃত বরাহাবতার ॥ পরাক্রম রাশি যারা করে প্রদর্শন। হেন দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণের বিনাশন ॥ পক্ষান্তরে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পক্ষজাত। ক্ষত্রিয় বিনাশে ভৃগু রাম রূপে খ্যাত ॥ কলিকালে ম্লেচ্ছগণে করিতে নিধন। পক্ষান্তরে সুদুদান্ত সে কাল যবন ॥ বিনাশ বিষয়ে বিষ্ণুযশার তনয়। কল্কির সমান উগ্রমূর্তি সাতিশয় ॥ লক্ষণ চরিত্র সুখ পরিপূর্ণ কায়। শ্রীরামচন্দ্রে তুল্য যেন পুনরায় ॥ অতএব এই রূপে এক অর্থে আর। শব্দ শ্লেষ পরিপূর্ণ শ্লেষ অলঙ্কার ॥ এই দুইদ্বারে কৃষ্ণ আর শ্রীনারদে। চিহ্নিত হইল উপমাদি নির্বিবাদে ॥ উভয়ের মধ্যে শ্রীনারদ তপোধন। রম্য সুখজনক শোভার বিভূষণ ॥ বেদপাঠ দ্বারে স্তব করিয়া তখন। প্রকাশে করিল কৃষ্ণে শ্রদ্ধা নিবেদন ॥

কেশী নামধারী, সেইত দানব, হৈঞা তোমাদ্বারে হত। সম্প্রাপ্ত হইল, পরম মঙ্গল, হইয়াও হিংসারত ॥ তুমিত গোবিন্দ, ভুবন মাঝারে, প্রাপ্ত হৈলা মহাস্তুতি। দানব লভিল, শত্রু হইয়াও, শত্রুহীন দিব্যগতি ॥ শত্রুমিত্রে তব, সমান স্বভাব, দয়ালু সরণ আর। আমত্রজনেও, গোবিন্দ তোমার, বিশ্বে হৈল সুপ্রচার ॥

রহিত পূর্বে তুমি শাস্ত্র-রহিত সময়ে, বাল্যকালে শীঘ্র করি। হাসিতে হাসিতে পুতনাদি বৈরী-গণে বিনাশিলা হরি ॥ তাহারা সবাই, বিনষ্ট হইয়া, তোমার পবিত্র করে। লভিল সর্বতো ভাবে মহাশুদ্ধি হে গোবিন্দ চিরতরে ॥ হে নন্দ নন্দন, সর্বগুণে তুমি, অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হৈলা। রহিয়াও মহীপীঠে শেষ রূপে, মহীরে ধারণ কৈলা ॥

শশধর মূর্তি হয় শুক্ল বর্ণাগঙ্গা সেহ। সরস্বতী নদী, শ্রুত হয় লোকে, শুক্ল বর্ণান্বিত দেহ ॥ এতিন শৈত্যাংশে, পবিত্রাংশে তথা, বর্ণনীয় অংশে আর। যথা ক্রমে হয়, ভিন্ন ভিন্ন গুণে, বিশ্বে খ্যাত অনিবার ॥ কিন্তু হে বকারি, তব শুভ্র কীর্তি, এতিনের গুণান্বিত। একাধারে হৈঞা, সর্ব বিশ্ব করে, কান্তিদামে প্রোদ্ভাসিত ॥

কৃষ্ণকায় কংস, শ্বেত বর্ণ হৈল, তোমার কীর্তিতে হরি। এইত প্রবাদ সত্য নহে কভু, মিথ্যাবাদ, মনে করি ॥ তব পূত কীর্তি, সেই দুষ্টাসুর,—চিত্ত নাহি স্পর্শ কৈল। একমাত্র তব, ভয়ে পাণ্ডু বর্ণ, বিকৃতি সে প্রাপ্ত হৈল ॥ অতএব হেন যদি হয় বিবরণ। তবে আছে কথঞ্চিত মোর নিবেদন ॥ প্রেম করে সর্ব-জীবে বশীভূত,

এহেন প্রসিদ্ধি আছে। মিথ্যা নহে এই, সত্যতা ইহার, দৃষ্ট হয় বিশ্ব মাঝে ॥ বৃন্দাবন ধামে, তুমিই এইত, প্রেমার প্রভাবে পড়ি। পূর্বাপর অনু-সন্ধান বিহীন, হইলা অধুনা হরি ॥ প্রেমাতে ব্যাহত, যদি না করিত, তব চিত্তে জ্ঞানোন্মেষ। তবে মথুরাতে, তব পিতা-মাতা, না ভুঞ্জিত হেন ক্লেশ ॥

অতএব তব, যেইত বিলাস, অবশ্যম্ভাবিনী হয়। সেকথা অবশ্য, তোমারে স্মরণ, করাইতে সুনিশ্চয় ॥ তোমার চিত্তের, অধৈর্য অবস্থা, হৈঞা আমি অবগত। একাকী অতীব, গোপনে এস্থানে, হৈনু এবে সমাগত ॥

এইত জগতে, গোবিন্দ তোমার, আছে বহু ভক্তজন। সবাই ক্রমশঃ, পাল্য গণ্য হয় বিশেষে মাথুরগণ ॥ অতএব পূর্বাপর সুনিয়মে, সেই লীলা সমুদয়। অবশ্য উদিত, হইবে জগতে, হেন মোর মনে লয় ॥

অশ্বাকৃতি কেশী-দৈত্যের সংহার, করিয়াছ তুমি হরি। তে কারণে তুমি, বিশ্বে নিরুপম, তোমারে বন্দনা করি ॥ তে কারণে তুমি, সজ্জন হইতে, কংসাদি অসৎ গণে। বিমুক্ত করতঃ, সবিশেষে রক্ষা, করিবে ভুবন জনে ॥

কেলিমাত্রে সেই, দৈত্য গণ নিজে, বিদীর্ণতা প্রাপ্ত হৈল। তাসবার নাশে, কংসের হৃদয়ে, মহাতাপ উপজিল ॥ সেই তাপে নিজে, পরিপাক দশা, প্রাপ্ত হৈঞা অচিরাতে। শমন ভবনে, করিবে গমন, সন্দেহ নাহিক ইথে ॥

সম্প্রতি তোমারে, মথুরা নগরে, লৈঞা যাইবার তরে। ক্রুর সে অসুর, অক্রুরের প্রেরণ, করিবে এ ব্রজপুরে ॥ তুমিও সেইত, অসুরে বিনাশ, করিবার তরে হরি। মথুরাতে যাত্রা, করিবে জননী প্রভৃতিরে পরিহরি ॥ ভাবের বৈবশ্য ভরে এতেক বচন। শুনাইল যদি কৃষ্ণে দেবর্ষি তখন ॥ কিছু না কহিয়া মৌন ধরিলা শ্রীহরি। তবে ঋষি কহে পুনঃ রুষ্ট ভাব ধরি ॥

কূপ মণ্ডুকের, মত মূর্খ কংস, কণ্ডূতি নাশিতে অঙ্গে। সজ্বর্ষ বাসনা, করিছে তোমার-কর্কশ ভুজ ভুজঙ্গে ॥ কেবল মাতার ঠাঞি দুষ্ট কংসাসুর। প্রকাশ করয়ে নিজ বীরত্ব প্রচুর ॥ অতএব হেন নিন্দনীয় সেই জন। পুরুষোত্তম তুমি তার বধিবে জীবন ॥ যাহা কেহ কোন দিন করিতে না পারে। সেই মত উন্মুলিত করিবে তাহারে ॥ মরণ পর্যন্ত তার দেহ হস্তে ধরি। পরম বিক্রমে আকর্ষিবে তুমি হরি ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমিত সিংহের, সাদৃশ্য সম্প্রাপ্ত হৈঞা। দেখিবে বিগত-বসন দানবে, মথুরা নগরে যাঞা ॥ করিবে তুমিত-দৈত্যের শরীর, করে ধরি আকর্ষণ। কৌতুক দেখিয়া, আনন্দ লভিবে, তোমার বান্ধব গণ ॥ এইত বিষয়ে হেন সংক্ষিপ্তার্থ সার। কৃষ্ণলীলা সুধীগণ করয়ে প্রচার ॥

অক্রুরে করিয়া, কার্যের সহায়, তুমি হে কংসারি হরি। বৃষ্ণি সমূহের, বসতি প্রদেশ, মথুরা গমন করি ॥ যজ্ঞালয়ে ভগ্ন, করি শিবধনু, হস্তী কুবলয়াপীড়। বধ করি মল্ল, চানুরাদিগণে, বধিবে তুমিহে বীর ॥ দ্রুমিল নামক, দৈত্যের ঔরসে সঞ্জাতে তনু সে কংস। অদ্য হইতে তুমি, তৃতীয় দিবসে, তাহারে করিয়া ধ্বংস ॥

উগ্রসেনে রাজ্য, করিয়া প্রদান, অবশ্যই অচিরাতে। বিমুক্ত করিবে, নিজ পিতা মাতা, দোহে কারাগৃহ হৈতে॥ মথুরা গমন বিষয়েতে পৌরজন। হেন পৌরণিক শ্লোক করয়ে কীর্ত্তন॥ প্রস্ফুটিত নীল, শ্বেতারুণ বর্ণ, পদ্মের সুষমা হরে। হেন নেত্র দ্বয়, যার মুখ চন্দ্রে, সতত বিরাজ করে॥ নেত্রের চাপল্য, খঞ্জনের চারু, বিলাস পরাস্ত হয়। উল্লাসে কেশরী, সমূহ মর্দিত, হৈঞা মানে পরাজয় ॥ প্রচেষ্টা যাহার, সাতিশয় দুষ্ট-সমূহে প্রশম তরে। নৈপুণ্য বিশেষঃ বশতঃ বিবিধ, কল্পনা রচনা করে॥ সজ্জন নিকরে, নিমগ্ন করিয়া, নব বয়োরূপামৃতে। রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ, বর বেশী এই, কে আইল মথুরাতে॥ দেবর্ষির মুখে শুনি এতেক বচন। কৃষ্ণ নিজ মনো মধ্যে করয়ে চিন্তন॥ উগ্রসেনে করিব সাম্রাজ্য সমর্পণ। সত্য কহিয়াছে ঋষি এইত বচন॥ যেহেতু আমার এই ব্রজে আগমন। বসতি হয়েত রমনীয় চিরন্তন॥ এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ প্রকাশ্য বচনে। কহে তবে কি বক্তব্য বোলহ এক্ষণে॥ ঋষি কহে অতঃপর করহ শ্রবণ। মুক্ত হৈল জনকজননী দুইজন॥

গ্রাম্য জন আর, পুরবাসী, গণ, সভাস্থ ভূপাল বর্গ। ত্রিদিবে স্বর্গীয়, সঙ্গীত॥ নিপুণ, গন্ধর্বের গণ সর্ব॥ ইন্দ্র চন্দ্র শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি, তৎপুত্র এমোরা সব, দেবতার গণ। মথুরা যাইয়া, উচ্চারণ করি স্তব॥ কৃষ্ণ বলরাম, ভ্রাতা দুইজনে, দর্শন করিব আর। দেখিব রক্তাক্ত, দণ্ডী দ্বয়, স্কন্ধ দেশে দোহাকার॥ সেইত দণ্ডের, ছবি-রবি কর-সমান ঔজ্জ্বল্য ভরে। উভয়ের স্কন্ধ, আলোকিত করে, সুষমা উছলি পড়ে॥ পতিত আছয়ে, মল্ল দুইজন, গত প্রাণ মহী পরে। দেখিব বলিষ্ঠ, কংসও নিহত, হইয়াছে তব করে॥ সেই কালে মল্ল সভাস্থিত সবাকার। কোলাহল কৌতূহল উঠিবে অপার॥ এইত শ্যামল, রূপ এজনার, মধুর কি ভয়ঙ্কর। নেত্র স্নিগ্ধ করে, চিত্তে জাগে কিন্তু, বিভীষিকা ঘোরতর॥ যথা যোগ্য দিব্য-বস্ত্রে আর অস্ত্রে, সুসজ্জিত এই জন। স্ত্রী অথবা শাস্ত্রী, বোধ নাহি হয়, কেবা কৈল আগমন॥ পাপ কংস যদি অপবর্গ প্রাপ্ত হয়। এহেন ঘটনা তবে ঘটিবে নিশ্চয়॥

বধার্হ কংসের, রমনী বৃন্দের, নেত্র বারিবিন্দু সব। পতিত হইয়া, ধরনীকে তব, হৃদয় করিবে দ্রব॥ কৃষ্ণ কহে হায় কোন দুইজনে। জনক জননী মোর কহিলা এক্ষণে॥ দেবর্ষি সহাস্যে তবে কহিছে বচন। গর্গমুনি বাক্যে আছে তত্ত্ব নিরূপণ॥

পূর্বে কোন কালে, এইত তোমার, পুত্র বসুদেব ঘরে। জন্মিল তেইত, অভিজ্ঞের গণ, বাসুদেব নাম করে॥ সবিস্ময়ে কৃষ্ণ তবে কহে হাস্য ভরে। অতঃপর কহ ঋষি কি ঘটিবে পরে। ঋষি কহে বসুদেব আর ঋষিগণ। স্পষ্টরূপে নষ্ট চিন্তামণির মতন॥ তোমাকে পাইয়া আর ছাড়িতে নারিবে। সবাকার অনুরোধে আবদ্ধ হইবে॥ কংস ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন পর। যদুগণ পুনর্বার আসি নিজ ঘর। তোমারে করিয়া অনুরোধ সর্বজন। রাখিবে আবদ্ধ করি তত্র অনুক্ষণ॥ দুঃখিত আত্মীয়গণে শান্তি দান তরে। রহিবে তুমিত দিন কথো মধুপুরে॥ ব্রজরাজ প্রভৃতি

ব্রজস্থ জনগণ। মথুরা নগরে তবে করি আগমন॥ তবে সঙ্গে মিলিত হইয়া অতঃপর। শকট বেষ্টিত বস্ত্র গৃহের ভিতর॥ দিন কথো তব সঙ্গে রহিবে নগরে। পুনরায় সকলে ফিরিবে ব্রজপুরে॥ বহুদিন কংসাসুর নিজ অত্যাচার। মথুরা নগরে যদি করিল বিস্তার॥ রাজকার্যে সাতিশয় বিঘ্ন উপজিল। উগ্রসেন সেই কালে রাজতক্তে ছিল॥ ভয়ঙ্কর সেনা উগ্রসেনের আছয়। তথাপিহ রাজকার্য সমাধান নয়॥ একাগ্র করিয়া নিজে আপনার চিত্ত। মথুরার সমাধান হয় তবে নিত্য॥ তে কারণে ব্রজধামে গমনের তরে। ক্ষণ কাল না পাইয়া সামান্যাবসরে॥ বিচারিয়া তুমি বলরামের সহিত। দৃঢ় করি চিত্ত বিচারিয়া হিতাহিত॥ স্বজন সহিত বিরাজিত ব্রজেশ্বর। গমন করিয়া তবে তাহার গোচর॥ ব্রজধামে পুনরায় নিজ আগমন। অবশ্য কর্ত্তব্য রূপে করিয়া জ্ঞাপন॥ পরিকর সঙ্গে তার তুমি ব্রজরাজে। পাঠাইয়া দিবে পুনরায় ব্রজমাঝে॥ কৃষ্ণ কহে হায় মোর নিজ পরিজন। মোরে কি করিয়া ত্যাগ করিবে গমন॥ শুনিয়া এতেকবাক্য দেবর্ষি তখন। কাহতে লাগিল কৃষ্ণ করহ শ্রবণ॥ নন্দাদি গোপের গণ অতঃপর, তোমার পরামাগ্রহে। দেহদ্বারে ব্রজ সম্প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু চিত্তদ্বারে নহে॥ শরীর হয়েত, স্পষ্ট দৃষ্ট কিন্তু, চিত্ত কভু দৃষ্ট নয়। শরীর হয়েত, সঙ্কুচিত চিত্র সঙ্কুচিত নাহি হয়॥ তোমার আগ্রহে, সঙ্কুচিত দেহে চলিয়া যাইবে সবে। নিঃসঙ্কোচে চিত্ত, পড়িয়া রহিবে, তোমার সমীপে তবে॥ এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহে হায় হায়। কি আর কহিব ঋষি এবেত তোমায়॥ ঋষি কহে তুমি তব পিতার সদন। প্রতিজ্ঞা করিয়া হেন কহিবে বচন॥

পিতা তুমি ব্রজে, করহ গমন, সঙ্গে লৈঞা নিজগণে। সুহৃদ গণের, সুখ বিস্তারিয়া এথা মোরা দুইজনে॥ স্নেহভিন্ন জ্ঞাতীগণে আর পিতা মাতা তোমা সবাকারে। দেখিতে পুনশ্চ, যাইব এ দোহে ব্রজে যমুনার পারে॥ এ হেন আশ্বাস বাক্যচিত্তে তাসবার। উৎপন্ন করিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস অপার॥ কৃষ্ণ কহে কবে আমি যাইব তথায়। ঋষি কহে সুহৃদগণ যবে পুনরায়॥ করিবে হৃদয়ঙ্গম সুখ অনুভব। তবে তুমি পুনঃ ব্রজে যাইবে মাধব। কৃষ্ণ কহে কবে সেই সময় হইবে। ঋষি কহে সুখ যবে সুদূরে ব্যাপিবে॥ কৃষ্ণ কহে অহো ব্যাপকতা শক্তিময়। নভো যথা সেই কিবা সেইমত হয়॥ ঋষি কহে তত্তৎ কার্য্যাদির দ্বারে। করিলেও কালক্ষেপ অশেষ প্রকারে॥ যে পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ কংস পক্ষগণ। ধ্বংস নাহি হয় নহে ভূভার হরণ॥ নিজ পুত্র পৌত্রাদির বিচিত্র বৈভব। নাহি হয় সে পর্যন্ত রহিবে মাধব॥ কৃষ্ণ কহে মহাত্মন্ দেখিয়ে নিশ্চয়। হইবে এ মোর মহা বিপত্তি উদয়॥ যেহেতু বন্ধন মোরে করিবার তরে। দীর্ঘ সূত্রতা চেষ্টা করিবে অচিরে॥ ঋষি কহে তুমি বিপদগ্রস্থ না হইবে। সর্ব কার্যে তোমার মঙ্গল উপজিবে॥ যেহেতু স্বভাব তব হেন মত হয়। সুখ ভঙ্গ করি অন্তরঙ্গের নিশ্চয়॥ নিজাঙ্গের মত সর্ব দুঃখ ভোগ করি। বহিরঙ্গ জন দুঃখ তুমি হর হরি॥ কৃষ্ণ কহে তাহাই হউক তপোবনে। অতঃপর ভাবি কথা করহ বর্ণনে॥ তাহে মোর ব্রজ জনে পরিত্যাগ

রূপ। দুর্বৃত্ততা ময় দুঃখ দান অপরূপ ॥ এই সব কথা এবে করি পরিহার। মথুরার ভাবি কথা কহ এইবার ॥ যার তরে দুঃখে আমি হইয়া পীড়িত। হইনু সুস্পষ্টরূপে প্রতিভা রহিত ॥ ঋষি কহে শ্রীবসুদেবাদি যদু যত। সম্প্রতি তোমার উপনয়নাখ্য ব্রত ॥ গর্গাচার্য্য দ্বারে যুক্তি করি সর্বজন। কুলাচার নিয়মে করিবে সম্পাদন ॥ সেই উপলক্ষ্যে দেবী রোহিনী তখন। গোযানে করিবে মথুরাতে আগমন ॥ কেহ না আসিবে আর অন্য ব্রজ জন। ইহার কারণ কহি করহ শ্রবণ ॥ এইত গায়ত্রী ব্রত ক্ষত্রিয় বিধানে। হইবে একথা যদি ব্রজজন জানে। তবে ব্রজবাসী জনগণের অমিত। দুঃখ মূল কভু না হইবে উৎপাটিত ॥ কৃষ্ণ মনে মনে কহে হায়রে প্রসঙ্গ। লভিতেছে ক্রমশঃ ক্রমশঃ দুঃখ সঙ্গ ॥ মোর উপনয়নে এ মোর পিতামাতা। না আসিবে এইত অতীব দুঃখ কথা ॥ অতএব দুঃখ ক্রমে হৃদয় আমার। আসঙ্গ বিস্তারি করিতেছে অধিকার ॥ শ্রীরোহিনী দেবী মোর মাতার সঙ্গিনী। কেমনে যাইবে মথুরাতে একাকিনী ॥ অতএব জিজ্ঞাসা করিব অন্য কথা। এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ সপ্রকাশ্যে তথা ॥ তবে আমি কিরূপ করিব আচরণ। সেই কথা এবে মোরে কহ তপোধন ॥ ঋষি কহে অধ্যাপক সান্দীপনি নামে। শিষ্য সহ বাস করে শ্রীঅবন্তী ধামে ॥ আছয়ে প্রদীপ্ত বিদ্যা সভা সেথা তার। পুত্র সম শিষ্য প্রতি তার ব্যবহার ॥ তবেত নির্দোষ বিদ্যা লভিবার তরে। যাইবে উভয় ভ্রাতা অবন্তী নগরে ॥ অকাতরে ব্রহ্মচর্য ব্রত দুইজন। সগৌরবে নিষ্ঠা সহ করিয়া পালন ॥ গুরুকুল সম্প্রাপ্ত হইবে দুইজন। একবার মাত্র উপদেশে অনুক্ষণ ॥ সর্ব বিদ্যা অধ্যয়ন ধারণ করিয়া। বিস্মিত করিবে দোঁহে সবাকার হিয়া ॥ সেথা গুরুকুলে যত মহাজনগণ। সখেদে প্রশংসা বাক্য করি উচ্চারণ ॥ হইয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত দুনয়ন। অপূর্ব তোমার রূপ করিবে দর্শন ॥

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, পল্লব হইতে যার অতি সুকোমল। বিগ্রহ শোভার, পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত, করে সদা ঝলমল ॥ সেব্য ভাব যার, অযুত সংখ্যক, সেবকের মনো মাঝে। অভীষ্ট বিষয়ে, বিকসিত হৈঞা, সুষমা বিথারি রাজে ॥ সেইত শ্রীকান্ত, বিদ্যার বৈভবে, বাগ্দেবীর চিত্ত ক্ষোভ। উৎপন্ন করিয়া জন্মায় অধিক, বিদ্যালাভ তরে লোভ ॥ তথাপি আচার্য্য, পত্নীর আদিষ্ট, কাষ্ঠ আনয়ন তরে। সুখ শোভা সহ, সম্পন্ন করিবে সেই কার্য্য শ্রদ্ধা ভরে ॥ হেন মতে চতুঃ ষষ্ঠি দিবসে সমস্ত। বিদ্যা তুমি গুরু গৃহে করিবে আয়ত্ত ॥ পঞ্চজন অসুর গ্রাসিল গুরু পুত্রে। শিক্ষা শেষে আচার্য্য দক্ষিণাদান সূত্রে। আচার্যানী মৃত পুত্রে প্রার্থনা করিবে। তবে পরম্পর লোক সবে প্রচারিবে ॥ সুলভ অথবা দুর্লভ যে বস্তু, আছে অত্র বিদ্যমান। শিষ্যগণ তাহা, গুরুপাদ-পদ্মে, অবশ্য করিবে দান ॥ তেইত বিনষ্ট, গুরু পুত্র দেহ, শমনে দমন করি। পূর্ব দেহ ময়, করিয়া আনিল, দেখহ সেইত হরি ॥

যমেও শাসন, করিয়া আনিবে আচার্য তনয়ে তবে। শত্রুগণ মুখে, বিবাদ করিবে হৃদয়ে মরিবে সবে ॥ কৃষ্ণ মনে মনে তবে করয়ে চিন্তন। না জানি

আশ্রয় হীন মোর নিজ জন ॥ এ মোর করুণাপাত পরতন্ত্র আর। জনক জননী আর আত্মীয় আমার ॥ প্রভৃতির কিবা দশা ঘটিবে তখন। চিত্ত মোর কাঁপে তাহা করিয়া স্মরণ ॥ যাহা হইবার তাহা হউক এক্ষণে। অপর প্রস্তাব করি ঋষির সদনে ॥ এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ স্পষ্ট বাক্যে কয়। কহ ঋষি সেই পঞ্চজন কেবা হয় ॥ দেবর্ষি কহয়ে জয় বিজয়ের মত। অনিবার্য কোন এক কারণ বশতঃ ॥ প্রসিদ্ধ দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ সবিশেষ। শঙ্খাসুর নামে খ্যাত হৈল সর্বদেশ ॥ পঞ্চজন নাম সেই শঙ্খাসুর ধরে। অঙ্গ তার শোভিত হইবে তব করে ॥

গোবিন্দ তুমি হে, শঙ্খ বাজাইবে, যেইত যেইত কালে। আর্দ্রের মতন, হইবে তোমার নেত্র দ্বয় নেত্রজলে ॥ যেই সুখ তুমি, করিয়াছ লাভ, যশোদার স্তন পানে। কৃপা ভরে সেই, স্মৃতি উজিবে, শঙ্খ মুখে মুখ দানে ॥ সমুদ্বিগ্ন ভাবে কৃষ্ণ কহিছে তখন। ইহা বিনা অন্য কথা কহ তপোধন ॥ ঋষি কহে আর স্বল্প করহ শ্রবণ। বিদ্যালভি করিবে মথুরা আগমন ॥ আগমন মাত্র মনোহর ব্রজ প্রতি। যাইবার তরে উপজিবে তব মতি ॥ মথুরা নিবাসী পিতা বসুদেব আর। সবে সঙ্গে চিত চিত্ত করিবে তোমার ॥ পিতা প্রভৃতির আজ্ঞা করিলে লঙ্ঘন। শুভ না হইবে ভাবী কালে কদাচন ॥ এতেক বিচারি শোকে আকুল হইবে। আপনার মনে তবে চিন্তন করিবে ॥ নিজানুকুল্যের তরে একমাত্র যার। নিষ্ঠা পরি পূর্ণ হয় হৃদয় অপার ॥ তাহে যার চিত্তোৎসব বিকশিত হয়। অতীব বিনয়ী সে উদ্ধব সদাশয় ॥ হেন বিবেচনা করি নিজ ব্রজ জনে। করিতে উদ্বেগ হীন সন্দেশ বচনে ॥ প্রিয়সখা উদ্ধবে করিয়া সমাদর। বৃন্দাবনে পাঠাইবে তুমি অতঃপর ॥ বসুদেবাদির চিত্ত সঙ্কোচ বশতঃ। ব্রজজনে না করিবে অত্র সমাগত ॥ ব্রজমাত্র তৃষ্ণা যুক্ত কৃষ্ণের হৃদয়। বসুদেবাদির এহ রহস্যে গণ্য হয় ॥ কৃষ্ণ যদি ব্রজধামে করয়ে গমন। মথুরাতে পুনঃ প্রাপ্তি বিচ্ছেদ কারণ ॥ স্তম্ভ প্রাপ্তি হইবে এহেন মনে হয়। ব্রজ জন আইলে তথা উপজয় ॥ কৃষ্ণের বচন যারা করয়ে শ্রবণ। না আসিবে এথা সেই ব্রজবাসী গণ ॥ তুমি সব মোর জ্ঞাতি আমি সবাকারে। দেখিতে যাইব এই রহস্য আকারে ॥ তোমার বচন কেহ বুঝিতে নারিবে। স্বারস্য হয়েত ভঙ্গ কেহ না আসিবে ॥ এইত স্বারস গর্গ মুনির প্রভাবে। মন্ত্রনার দ্বারে সর্ব চিত্তে উপজিবে ॥ ক্ষত্রিয় অথবা গোপকন্যা বিভাতরে। সঙ্কোচ আছয়ে কৃষ্ণ তোমার অন্তরে ॥ খ্যাতি ব্যতিরেকে তাহা লোকের সমাজে। সম্প্রতি অপ্রশাসিত হৈঞা অত্র আছে ॥ ব্রজ ধামে যদি নাহি কর আগমন। সে সঙ্কোচ সহায় করিবে অনুক্ষণ ॥ ব্রজবাসীগণ প্রতি বেদ পরতন্ত্র। মন্ত্র সম কৃষ্ণ তব বচন স্বতন্ত্র। প্রেরণ করিবে তুমি মথুরা হইতে ॥ রহিবে প্রধান বার্তা অবশ্য তাহাতে ॥ বর্তমানে জরাসন্ধ আদি বৈরীগণ। মোর ভয়ে কৃষ্ণ ব্রজে বৈসে অনুক্ষণ ॥ করিয়া এহেন অনুসন্ধান সবলে ॥ প্রযত্ন সত্বের আচম্বিতে সৈন্য দলে ॥ চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া দুষ্টগণ। ব্রজধাম নিশ্চয় করিবে আক্রমণ ॥ এই হেতু পাঠাইবে পিতার গোচরে।

বাচনিক পত্র এক উদ্ধবের দ্বারে ॥ তাহে আছে অত্যাবশ্যকীয় সব কথা। সেই সন্দেশের হয় বয়ানাদি যথা ॥

কেহবা জননী, কেহবা জনক, হেনমতে ব্রজ মাঝে। তোমা সবাকার, সঙ্গে চতুর্দিকে এমোর সম্বন্ধ আছে ॥ তে কারণে মোরে, লালন পালন, কর সদা তুমি সব। আমিই তদ্রূপ, ভাবে বশ হৈঞা, করি সুখ অনুভব ॥ তোমা সবাকার, প্রাণতুল্য প্রিয়ভূমিতে করিয়া বাস। বৃষ্ণি বংশ্য গণে, রক্ষা করি সদা, সর্বাপদ করি নাশ ॥ এই দেহ মাত্র, রহিল এথায়, প্রাণ কিন্তু চিরতরে। তোমা সবাকার, পার্শ্ববর্ত্তী হৈঞা, রহিল শ্রীব্রজপুরে ॥ অথবা এমোর, দেহেও রহিল, ব্রজধামে অনিবার। তোমা সবাকার, চিত্তমাঝে স্ফূর্ত্তি হয়েত প্রমাণ তার ॥

ব্রজজন প্রেম-রজ্জুবদ্ধ তুমি, আসিব এহেন বাণী। সুস্পষ্ট স্বরূপে, কেন বা কহিলা, বোলহ মুরলী পানি ॥ সে বাক্যে আবদ্ধ, হইয়া তুমিত, ব্রজে গমনের তরে। বাসনা রাখহ, অনিচ্ছা রাখহ, রহিতে এ মধুপুরে ॥ বসুদেবাদির দৈত্য কৃত উপদ্রব। নাশে তব বাঞ্ছা আছে নিশ্চয় মাধব ॥ আমারও সেইরূপ হয় অভিমত। বিদূর হউক সবাকার দুঃখ যত ॥ অতঃপর ব্রজে কৈলে উদ্ধব গমন। তাহারে দর্শন মাত্র তত্র জনগণ ॥ সবাই পরম সুখ লভিবে নিশ্চয়। হইবে শীতল সর্বজনার হৃদয়। অপরিচয়েও, দরশন মাত্রে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তজন। সম্বর্দ্ধিত হয় কৃষ্ণ ভক্ত দ্বারে, এনিয়ম সনাতন ॥ গানারম্ভ মাত্রে, স্বরের আলাপে, সুজন আনন্দ লভে। এইত নিয়ম, পরিদৃষ্ট হয়, চিরকাল এই ভবে ॥ তবেত বিরহ খিন্ন ব্রজবাসী গণ। নবনব ভাবে আর্ত্ত হৈঞা প্রতিক্ষণ ॥ কৃষি বাণিজ্যাদি নানা জীবিকার মত। তব বার্ত্তা করি অনুসরণ সতত ॥ শীঘ্র সুস্থ হৈঞা দিন কথো সম তরে। মাস কতিপয় তত্র রাখিবে উদ্ধবে ॥ অবশেষে সে উদ্ধব দ্বারে সুনিশ্চয়। তোমার বিরহ খিন্ন জন সমুদয় ॥ ব্রজে তব আগমন অপেক্ষা করিয়া। মুখ বন্ধ পত্র এক দিবে পাঠাইয়া ॥

হে পুত্র আমার, তোমার প্রেরিত, উদ্ধব আসিয়া এথা। মথুরাতে গেল, তুমি যে ঈশ্বর, কহিয়া এহেন কথা ॥ এহেন বচন, মোসবার মধ্যে কেহ না বিশ্বাস করে। লক্ষ্মীপতি তুমি, একথা কিরূপ, সামান্য গোপের ঘরে ॥ গোপের ভবনে, জনম তোমার, অন্যান্য শিশুর প্রায়। নারায়ণ তুমি, হেন বাক্য মোর, পুত্রে নাহি শোভা পায়। হে পুত্র যদ্যপি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের, তুমি হও অধীশ্বর। তবে অত্র আর, পরত্র তোমার, পাদপদ্মে নিরন্তর ॥ মোসবার প্রীতি, স্ফুরিত হউক, তব হে পুত্র তব প্রতি। যেহেতু এইত, কৃষ্ণের স্বরূপে, সবার তৃষিত মতি ॥ এত শুনি কৃষ্ণ কহে কহ তপোধন। উদ্ধব আমারে কিবা কহিবে বচন ॥ দেবর্ষি কহয়ে তবে কর অবধান। উদ্ধব কহিবে আসি তব সন্নিধান ॥

চন্দ্র বিনা শরৎ-শোভা পুষ্প বিনা, বসন্তোন্নতি না হয়। মেঘ ব্যতিরেকে, বর্ষা কালেরও সুষমা কিছুই নয় ॥ তদ্রূপ মাধব, তোমার বিহনে, ব্রজের গৌরব বৃথা। তুমিত ব্রজের জীবন ভূষণ, সুষমা সম্ভার তথা ॥ সাশ্রুনেত্রে কৃষ্ণ কহে করহ বর্ণন।

সবিশেষে ব্রজে দীর্ঘ বাসের কারণ ॥ ঋষি কহে তত্র তুমি ভক্তাবলম্বন। কবচ ধারণ আর অরাতি নিধন ॥ এই কার্যে সদা নিযুক্ত রহিবে। ব্যাসঙ্গ অন্তর তব কভু না ঘটিবে ॥ শুনিয়া উদ্বেগে কৃষ্ণ কহিছে বচন। হায় তাহা কি প্রকার কহ তপোবন ॥ ঋষি কহে যুধিষ্ঠির আদি কতিপয়। শ্রীবসুদেবের ভগ্নী তনয় আছয় ॥ শকুনি প্রভৃতি দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র দ্বারে। সু কৌশলে রাজ্য ভ্রষ্ট করিবে তাহারে ॥ তবেত তোমার সঙ্গে পক্ষতা সবার। কালক্রমে পরিপুষ্টি লভিবে অপার ॥ তুমিত নিয়তকাল ভক্তের অধীন। যুধিষ্ঠির সেহ হয় কপটতা হীন ॥ তেই সে তোমারে অবলম্বন করিবে। তুমি তার সর্বোত্তম সহায় হইবে ॥ যুধিষ্ঠির পক্ষপুষ্ট করিবার তরে। প্রথমে সদ্বংশজাত সুজনে অক্রূরে ॥ সুদূর হস্তিনাপুরে করিবে প্রেরণ। পুনশ্চ ব্যাসঙ্গ কিছু দিবে দরশন ॥ কংসপক্ষ নিধন হইলে অনুষ্ঠিত। অবশিষ্ট তথাপি রহিবে কিঞ্চিত ॥ কংসের পক্ষীয় তুচ্ছ ব্যক্তিগণ আর। তীর্থকাক সম নিন্দা ভাজন অপার ॥ দ্বিবিধাদি দুষ্ট তথা অস্তি প্রাপ্তি দ্বয়। কংস পত্নী মধুপুরে রহিবে নিশ্চয় ॥ বৈধব্য যন্ত্রণা ভরে পত্নী দুইজন। হইবে যবেত অন্ধজনার মতন ॥ বন্ধুগণ করি অনুসন্ধান তখন। আশ্বাস সম্বন্ধে করি নির্বন্ধাবলম্বন ॥ সে দোহার পিতা জরাসন্ধের গোচরে। গমন করিবে শীঘ্র মগধ নগরে ॥ বিধবা হইয়া কংস পত্নী দুজনার। স্খলিত হইবে কেশ বেশাদি অপার ॥ অন্যজন দূরে রহ পথচারী সেই। উপহাস করিবে দেখিয়াদোহা দেহ ॥ ভ্রষ্ট কেশবেশ, পত্নী দুজনার, অঙ্গাদি হেরিয়া তবে। উপহাস করি, চলিবে সেইত পথিকের গণ সবে ॥ জরাদ্বারা সন্ধিত যাহার কলেবর। সেইত দুর্দান্ত জরাসন্ধ অতঃপর ॥ প্রেরণা লভিয়া নিজ কন্যাদ্বয় দ্বারে। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিনী সৈন্য সহকারে ॥ ধরিয়া কালের মূর্ত্তি তোমার গোচরে। আসিবে হিংসার বৃত্তি চরিতার্থ তরে ॥ অগ্নির নিকটে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন। মরিবার তরে করে সানন্দে গমন। জরাসন্ধ তথা পরিণাম না জানিয়া। মথুরা বেষ্টিবে যেন মন্থন করিয়া ॥

চন্দ্র সূর্য সম, জ্যোতির্ময় কেলি, কৌতুক রচনা দ্বারে। নির্মাণ করিয়া, তুমি দুই ভাই, সাবধান সহকারে ॥ জরাসন্ধ সম্বন্ধীয় সৈন্য বূহ, গাঢ় অন্ধকার মত। ভূপৃষ্ঠ হইতে, করিবে অচিরে, চিরতরে অপগত ॥ অবশেষ একমাত্র মগধের, অধিপতি জরাসন্ধে। ঘৃণার সহিত, করিয়া বর্জন, রাহু সম বিনা দ্বন্দ্বে ॥ সম্প্রাপ্ত হইয়া, বিজয় উৎসব, নিজ ভক্তবৃন্দে লৈঞা ॥ বিরাজ করিবে, দোহে নিজ ধাম, মথুরা নগরে যাঞা ॥ হেনমতে সপ্তদশ বিষম সমর। অতীত হইলে মধুপুরে অতঃপর। দুর্দান্ত জনৈক কাল যবন নামেতে। বৈরী আসি উদয় হইবে অচিরাতে ॥ প্রাতঃকালে দূর হৈতে তারে নিরখিবে। তিন কোটি সৈন্য তার সঙ্গেত রহিবে ॥ স্বসৈন্যে বেষ্টিত সিন্ধু তরঙ্গের মত। সে যবন জনপদ করিবে ব্যাপৃত ॥ কৃষ্ণ কহে তার গৃহ বহু দূরে হয়। মোর সঙ্গে শত্রুতার ভাব না আছয় ॥ তবে কেন অকস্মাৎ শত্রুতাচরণ। করিবে সে মোর সঙ্গে কহ তপোবন ॥ ঋষি কহে তবে তুমি করহ শ্রবণ। সেই এক ইতিহাস অতি পুরাতন ॥ গর্গবংশ জাত বিপ্রগণে যদুগণ।

নানাবিধভাবে সদা করে উৎপীড়ন ॥ বিপ্রগণ তবে শিব আরাধন কৈল। শির বরে এক মহোৎপাত জনমিল ॥ সেইত ধরিল কাল যবন আখ্যান। তার ভয়ে যদুগণ সদা কম্পমান। যদুবংশ বন ধ্বংসকারী ভয়ঙ্কর। দাবাগ্নি সদৃশ সেই দুষ্ট অতঃপর ॥ জরাসন্ধ সঙ্গে অনুসন্ধান করিয়া। আসিবে মথুরা ধাম ধ্বংসের লাগিয়া ॥ কিন্তু সেই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব যবন। অবশ্য তোমার হস্তে লভিবে মরণ ॥ কৃষ্ণ কহে অতঃপর কহ তপোধন। কি প্রকারে যবনের ঘটিবে মরণ ॥ ঋষি কহে সে কারণ গর্হিত নিশ্চয়। তথাপি তত্ত্বতঃ সম্মানের যোগ্য হয় ॥ জগতের লোক অতঃপর হেনভাবে। সেইত কাহিনী হাস্য সহিত গাহিবে ॥

মহা তমোগুণ-যুক্ত কীট তুল্য, সেই ম্লেচ্ছ অধিকারী। মুকুন্দ বিগ্রহ-নিঃসৃত শীতল, তেজানু শরণ করি ॥ জ্বলন্ত অনল, সম মুচুকুন্দ, নৃপতির তেজ দ্বারে। অত্যাশ্চর্যরূপে, হইল নিশ্চিন্ত, পরিণত ভস্মাকারে ॥ এত শুনি কৃষ্ণ চিন্তে আপনার মন। শতেক যোজন ব্যবধানে যেই জন ॥ আসিয়া সবারে সদা করে উৎপীড়িত। দুর্দম দুর্জন সেই হইলে দমিত ॥ মোর প্রমোদের ক্ষেত্র গোষ্ঠের সমান। প্রিয় ব্রজ বাসীগণ হৈঞা ধাবমান ॥ না জানি বিক্ষিপ্ত চিত্ত হৈঞা সেইক্ষণ। কোন স্থানে সবে তবে করিবে গমন ॥ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় সম্যক্ জানিয়া। কহিতে লাগিল ঋষি বিস্তার করিয়া ॥ কাম্যক বনের পশ্চিমেতে অবস্থিত। মহাবন আছে গিরিতট সন্নিহিত ॥ সেই মহারণ্যে তুমি করিবে ভ্রমণ। কিন্তু মথুরার যদুবৃন্দের মতন ॥ ব্রজবাসী ব্যক্তিগণে শত্রুহস্ত হৈতে। ভাবী সন্তাপন রাশি বিদুর করিতে ॥ নিজগণ দুঃখে অতি হইয়া কাতর। করিবে এহেন চিন্তা তুমি অতঃপর ॥ সম্প্রতি শরণাগতভাবে সাতিশয়। যারা সবে মোরে অনুসরণ করয় ॥ সেইত যাদবগণে করিতে রক্ষণ। যুক্ত আদি উপযুক্তভাবে অনুক্ষণ ॥ অতঃপর ব্রজমধ্যে এক গুরুতর। স্থাপিতে হইবে এক দুর্গ দৃঢ়তর ॥ হায়রে আমি যবে গিরি গোবর্দ্ধন। বৃন্দাবন রক্ষা তরে করিনু ধারণ ॥ সেইকালে মোর সেই প্রতিজ্ঞা আছিল। সেই কথা পুনরায় মনেতে পড়িল ॥ তেইত এ আমি, শরণ যাহার, এক মাত্র যার নাথ। মদবলম্বন, সেইগোষ্ঠ রক্ষা, ব্রত হয় এ আমার ॥ নিজ যোগমায়া-বৈভব বিস্তারি, সেই গোষ্ঠ শত্রু হৈতে। নিত্য কাল রক্ষা, করিব এ আমি, খ্যাত আছে পৃথিবীতে ॥ এই মোর ব্রত অনুসরণ করতঃ। মোর লক্ষ প্রাণ সম ব্রজবাসী যত ॥ ব্রজেশ্বরে তথা যদি শত্রু পক্ষগণ। সবেগে করয়ে বিঘ্ন মধ্যে নিক্ষেপণ ॥ সর্ব ব্রত তবে খর্ব হইবে নিশ্চয়। অপরন্তু আছে এক চিন্তার বিষয় ॥ অরণ্যের মধ্যে দুর্গ করিলে নির্মাণ। কোটি লক্ষ সংখ্যা ধেনু আছে বিদ্যমান ॥ তা সবারে আর তদ্রক্ষক গোপগণে। দুর্ঘট হইবে রক্ষা কার্য্যাদি সাধনে ॥

একান্ত স্বরূপ, মর্মরূপ প্রাপ্ত, নেত্ররূপ প্রাপ্ত আর। মনোমধ্যে হয়, সম্পাদিত তথা, যে বস্তু হয়েত যার ॥ কিরূপে সে বস্তু, ত্যাগ করিবারে, পারয়ে সেইত জন। প্রকাশ করিতে সেই না পারয়ে, সেই বস্তু কদাচন ॥ এই ন্যায়ে পরকীয়

সঙ্কোচ বশতঃ। অভিমত বিরুদ্ধে এ মোর বিশেষতঃ ॥ সম্প্রতি গমন তত্র রুচিকর নয়। অপর সঙ্কোচচিত্তে জ্ঞান নাহি হয় ॥ শত্রুকৃত পীড়ারূপ সঙ্কোচ অপর। নাহিক গণনা করে এ মোর অন্তর ॥ ঐকান্তিক নহিলেও সম্প্রতি আমার। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থিতি ব্রজের মাঝার ॥ করিতে না পারি অনুধাবন নিশ্চয়। তাহে বাহ্যে ঔদাসিন্য সুপ্রকট হয় ॥ মোর প্রতি ব্রজবাসীগণের সর্বথা। ঔদাসিন্য নৈপুণ্য প্রকট হয় তথা ॥ এইত উভয় ঔদাসিন্যের বিষয়। অবগত হৈঞা শত্রুপক্ষ সমুদয় ॥ ব্রজমধ্যে মোর বহিরঙ্গ তা জানিয়া। আক্রমণ না করিবে ব্রজেতে আসিয়া ॥ এইমত ব্রজ প্রতি তুমি অনুক্ষণ। বাহ্যে ঔদাসিন্যভাব কৈলে প্রকটন ॥ শত্রুর পীড়ন এই যদুগণ প্রতি। কেন না হইবে চিন্তা মাত্রে দ্রুতগতি ॥ অতীব অচিন্তনীয় শক্তির প্রভাবে। দূর হৈতে কল্লোলিত সিন্ধু মাঝে তবে ॥ হইবে সুরম্য এক পুরীর উদয়। শ্রীদ্বারকাধাম নামে খ্যাত বিশ্বময় ॥ সেইত পুরীতে যদুবংশীয়ের গণ। বাস করিবারে তরে থাকে যদি মন ॥ তুমি সেই পুরী অবলম্বন করিবে। যদুগণ সেই পুরী মধ্যে প্রবেশিবে ॥ তবে ম্লেচ্ছরাজ কাল যবনের প্রতি। কালসম ব্যবস্থা করিবে শীঘ্র গতি। মুচুকুন্দ প্রতি তুমি মুকুন্দ সুন্দর। কুন্দাধিক সুন্দর দন্তের মনোহর ॥ কান্তি কন্দালিত মৃদুমন্দ হাস্য ভরে। স্বাভিপ্রায় ব্যঞ্জকবচন কেলি দ্বারে ॥ ধন্য করি সুপ্রাচীন ভক্তে আপনার। উল্লাস রাশি করিবে বিস্তার ॥ যদুবংশে সমুদ্ভুত নিজ সহচর। কুমারের গণে তুমি লৈঞা অতঃপর ॥ বলরামে সঙ্গে করি মথুরা নগরে। করিবে পুনশ্চ প্রত্যাগমন সত্বরে ॥ কাল যবনের মৃত্যু হৈলে অতঃপর। ম্লেচ্ছ ভাষাভাষী তার সৈনিক নিকর ॥ অচিরে তোমার হস্তে নিহত হইবে। তা সবার ধনমত পড়িয়া রহিবে ॥ সেইত অপরিমিত ধন আপনার। রাজধন বলি তুমি করিয়া স্বীকার ॥ দ্বারকা নগর মাঝে লইয়া যাইবে। ম্লেচ্ছ পরিচ্ছদ চিত্তে শুদ্ধ না মানিবে ॥ তবে সেই রাজা জরাসন্ধ পুনরায়। জন্ম পাঞা যেন পূর্ব পূর্ববার প্রায় ॥ মধুপুরী অবরোধ করিয়া তুরিতে। স্বকীয় বিপুল সৈন্য বাহিনী সহিতে ॥ ম্লেচ্ছ ধন হর্ত্তা ভর্ত্তা তোমা সবাকার। সম্মুখে আসিবে সেই করিয়া হুঙ্কার ॥ অতঃপর সেই ধন আর নিজজন। রক্ষা তরে শ্যাম শুভ্র তনু সনাতন ॥ পরম পুরুষ দুই প্রিয় সহোদর। কৌতুক বিশেষে রোষহীন কলেবর ॥ শুভ পরিচ্ছদে হৈঞা সজ্জিত তখন। করিবে সবেগে তবে দূরে পলায়ন ॥ বস্তু তত্ত্ব জরাসন্ধে করিয়া ধর্ষণ। প্রবর্ষণ পর্বতে করিবে আরোহণ ॥ দ্বেষকারী ব্যক্তিগণ পর্বত বেড়িয়া। করিবে অনল প্রজ্জ্বলিত ক্রুদ্ধ হৈঞা ॥ তবে দোহে লম্ফ দিয়া গিরি শৃঙ্গ হৈতে। একাদশ যোজন দূরত্বে আচম্বিতে ॥ দ্বারকা নগরী মধ্যে পতিত হইবে। পালন কর্ত্তৃত্ব সেথা সম্প্রাপ্তি ঘটিবে ॥ সেই জরাসন্ধ কিন্তু তোমা দোহাকার। না জানিয়া লোকাতীত প্রতাপ অপার ॥ নিজ তাপ পাপ তরু বীজের মতন। অভিশাপ চিত্তে করি ক্রমশঃ রোপন ॥ আপন ভবন যাঞা সম্প্রপ্ত হইবে। দেবগণ উপহাস করিয়া কহিবে ॥

কৃষ্ণ বলরাম, এ দোহার হস্তে, পূর্বে সপ্ত দশবার। পরাজিত হৈলা, মিত্র

মঘদেশ, কি কহিব কথা তার ॥ অহো জরাসুত, সকৌতুকে যথা, ছাগী করে পলায়ন। সেই গতি কিবা, তুমি তার ঠাঞি, না পাইলা এইক্ষণ ॥ কৃষ্ণ কহে দ্বারকাতে যথা দেবগণ। করিল দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ॥ সেনাবল দ্বারে করি সবারে রক্ষণ। করিতে পারিব না কি ব্রজে আগমন ॥ ঋষি মনে মনে কহে অহো কি বিস্ময়। তাদৃশ সঙ্কোচ সত্ত্বে, কৃষ্ণের নিশ্চয় ॥ এ হেন উৎকণ্ঠা সাদৃশ লোক মনে। করিছে কুণ্ঠার ভাব উৎপন্ন এক্ষণে ॥ তে কারণে ভাবগুপ্ত না রাখি অন্তরে। নির্দ্দেশ করিল কৃষ্ণ এবে স্পষ্টাক্ষরে ॥ এক কংস ধ্বংস হৈল কিন্তু অতঃপর। বন্ধু বান্ধবের গণ তার বহুতর ॥ জরাসন্ধ সম কংস স্বভাব ধরিবে। তেই ব্রজে আগমন কেমনে হইবে ॥ কৃষ্ণ কহে বাস নহে দেখা কি নহিবে। কৃষ্ণ হাস্যে ঋষি কহে নাহিক হইবে ॥ কৃষ্ণ কহে না হইবে কিসের কারণ। ঋষি কহে পূর্বে কৈনু তোমারে বর্ণন। বসুদেবাদেশ বিনা গমন বারণ ॥ কৃষ্ণ কহে তবেত না হইবে গমন। ঋষি কহে হইবে কিন্তু কাল বিলম্বন ॥ ব্রজে আগমন কথা মানসে চিন্তিয়া। রহিবে বিবাহ কার্যে বিমুখ হইয়া ॥ তাহাতেও ব্যভিচার ঘটিবে নিশ্চয়। কৃষ্ণ কহে হায় তত্র কি কারণ হয় ॥ ঋষি কহে তবে কহি করহ শ্রবণ। রেবত নামেতে খ্যাত কোন একজন ॥ প্রাচীন উত্তম রাজা বিধাতার দ্বারে। নিযুক্ত হইয়া মহানন্দ সহকারে ॥ নিজ কন্যা বলরামে করিবে প্রদান। সুশৃঙ্খলে বিবাহ হইবে সমাধান ॥ সেই কালে বসুদেব দেবকী প্রমুখ। পূজ্য ব্যক্তিগণ সবে হৈঞা সমুৎসুক ॥ বিবাহের তরে তোমা দুই তিনবার। অনুরোধ জানাইবে সযত্নে অপার ॥ কিন্তু তুমি দৃঢ় ভাবে শক্রর মতন। না করিবে সেইত প্রযত্নানুমোদন ॥ বিগত হইলে তবে দিন একশত। একদা ব্রাহ্মণ এক হইবে আগত ॥ উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তুমি রহিবে নির্জনে। বিপ্র দেখা করিবে যাইয়া তোমা সনে ॥ আসিয়া সেইত ধন্য হৃদয়ে ব্রাহ্মণ। তোমারে করিবে এক পত্র সমর্পণ ॥ ভীষ্মক রাজার কন্যা ধন্যা শ্রীরুক্মিনী। লিখিয়াছে সঙ্গত সেইত লিপিখানি ॥ আগত ব্রাহ্মণ সাতিশয় লজ্জা ভরে। অর্পণ করিবে পত্রখানি তব করে ॥ সেই কন্যা পিতার অধীনে বিদ্যমান। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যে কন্যা করিবে প্রদান ॥ এই ভয়ে স্বাধীনের ভাবেতে আপনি। লিখিবে তোমার কন্যা সেই পত্রখানি ॥ পত্রের সংক্ষিপ্ত সার করিয়ে বর্ণন। মনোযোগ সহ তাহা করহ শ্রবণ ॥ তোমার স্বভাবে, অথবা আমার, স্বভাবেত হে কেশব। তোমাতে আকৃষ্ট, হইনু এ আমি, ছাড়ি লজ্জা ধৈর্য সব ॥ অন্যজন যদি, আসিয়া সবলে, মোরে আকর্ষণ করে। তবে হে মাধব, মোর প্রাণ আর, না রহিবে কলেবরে ॥ তবে তুমি মর্মস্পর্শী ধর্ম দৃষ্টি দ্বারে। অধর্মের ভয়ে ত্যাগ না করিবে তারে ॥ অবশেষে তারে তুমি বিবাহ করিবে। জগতে এহেন প্রথা তুমি বিস্তারিবে ॥

অতীব বর্দ্ধিত, নিনাদ গর্জ্জনে, দলিত প্রাগল্ভ্য ময়। তত্তৎ সভার, মধ্য দেশ ধ্বংস-কার্যে তুমি লীলাময় ॥ নব যুবা নর-হরি নাহি কর। যাবৎ সামান্যোদ্যম। তাবৎ ভীষ্মক-গিরিস্থ রুক্মিণী-মনিময় মনোরম ॥ শ্রেণী বিলোকলে, স্পৃহার নির্মাণ, করুক সে অনুক্ষণ। ব্যাঘ্র পরাক্রম-সঙ্গত যতেক, রাজ কুমারের গণ ॥ বিবাহ নাহিক আমি করিব নিশ্চয়। এহেন সংকল্প যদি হইল বিলয় ॥ তবে রুক্মিনীর মত অন্য কতিপয়। কন্যারে বিবাহ তুমি করিবে নিশ্চয় ॥ সেই সব কন্যা নিত্য প্রেয়সী বলিয়া। রাখিতে নারিবে দেহ তোমারে ছাড়িয়া ॥ তন্মধ্যে প্রথমে সত্যভামার সহিত। হইবে তোমার পরিণয় অনুষ্ঠিত ॥ তবে জাম্ববতী কন্যা ধন্যা রূপে গুণে। তাহারেও পরিণয় করিবে গোপনে ॥ মহানন্দ ভরে গুহাবাসী জম্ববান। অলঙ্কৃত করি কন্যা করিবে প্রদান ॥ জগতের লোক তবে সংক্ষেপার্থ সার। হেন মতে সেই কথা করিবে প্রচার ॥

যার গলদেশে, ছিল দিব্য মণি, বিরাজিত অনুক্ষণ। নিজ সহোদর, সেইত প্রসেন, বিনা সৈন্যে গেল বন ॥ সেথা সিংহ দ্বারে, নিহত হইলে, ভ্রাতা তার সত্রাজিত। সন্দেহ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, শাপ দিল বিপরীত ॥ তবে সেই কালে, মণির সন্ধানে, অরণ্যে গমন করি। ভল্লুক রাজের, নিকট হইতে, রত্ন লাভ কৈল হরি ॥ কন্যা তার কৃষ্ণ-রূপ নিরখিয়া, প্রণয়ে বিহ্বল হইল। হরি পুনরায়, ঋক্ষরাজ হৈতে, কন্যারত্ন লাভ কৈল ॥ মহা রমনীয় হইলেও তুমি হরি। চলিবে অরণ্যে মণি অন্বেষণ করি ॥ বহুকাল পর্য্যন্ত দুর্গম বন পথে। একাকী উদাস ভাবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ॥ ভল্লুকের গর্ত্তমাঝে প্রবেশ করিবে। দ্বারকাতে হাহাকার উদিত হইবে ॥ সেইত সময়ে, হে কৃষ্ণ তোমার, প্রবাসে গমন হয়। দুর্লভ নাহিক, হয় সেই কালে, উপদ্রব সমুদয় ॥ তৎকালে লোকের, নয়ন সলিল, যাহা হয় বিনির্গত। স্বাভাবিক বলি, হয়েত স্বীকৃত, সেই বারি বিশেষতঃ ॥ রত্ন সহ তুমি সত্যভামারে পাইবে। রত্ন পুনঃ তোমাতেই অর্পিত হইবে ॥ তবেত লোকের তুমি কথা অনুসারে। সেই রত্ন সত্রাজিতে অর্পিবে সাদরে ॥ তবে তুমি পাণ্ডবগণের ভয়ঙ্কর। দাহ বৃত্ত কথ্যমান অসত্য নির্ভর ॥ শুনিয়া ভ্রাতার সঙ্গে হস্তিনা নগরে। গমন করিবে শীঘ্র উদ্বিগ্ন অন্তরে ॥ সেই কালে অনুচিত চেষ্টা শীল আর। তোমার বিপক্ষ শতধন্বা নাম যার ॥ বহুদূর গামী হেরি তোমা দোহাকারে। রত্ন প্রাপ্ত সত্রাজিত যত্ন সহকারে ॥ করিয়া শক্রর মত গোপনে নিহত। সবলে হরিয়া রত্ন চাপল্য বশতঃ। অনুচিত চেষ্টাকারী অক্রুরের প্রতি। গোপনে রাখিয়া রত্ন সেই দুষ্ট মতি ॥ জ্ঞাতি বধ ভয়ে শীঘ্র দ্বারকা হইতে। পলায়ন করিবে অতীব আচম্বিতে ॥ আসিয়া হস্তিনাপুরে সেই বার্ত্তা তবে। শুনিয়া পুনশ্চ তুমি দ্বারকা আসিবে ॥ আসিয়া শুনিবে শতধন্বা দুষ্টজন। সত্রাজিতে বধি মণি করিল হরণ ॥ এত শুনি অন্বেষণকারীর মতন। অন্বেষণ করি তার বধিবে জীবন ॥ মণি না পাইয়া তার ঠাঞি অতঃপর। করিবে গমন তুমি অক্রুরের ঘর ॥ সেথা মণি পাঞা অকৌটিল্যভাবে তবে। সকলঙ্ক মিথ্যাবাদ মার্জনা করিবে ॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মনে মনে কহে বিপ্র স্বগত বচন ॥ কোথায় বা ব্রজবাসীগণ সঙ্গ আমি প্রাণ যা সবার। সত্রাজিত শতধন্বাশালী যদুগণ সঙ্গ কোথা আর ॥

অতি নিন্দনীয়, কার্য যেবা করে, কিবা সে মুখদ্ তার। যাহা যাহা করে স্নানান্তেও সেহ, অতি তুচ্ছ অনিবার॥ এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ কহিছে বচন। অতঃপুর ঋষিবর করহ বর্ণন॥ কহ ঋষি সেই কার্য সাধনের তরে। আসিবে গোষ্ঠস্থ জন এমোরে॥ ঋষি কহে কহিয়াছ উত্তম বচন। আগত বিষয় তবে করহ শ্রবণ॥ তত্তৎ বিষয়ে যুক্তি যুক্ত বুদ্ধি দ্বারে। বিবাহ করিলা তুমি বহুত কন্যারে॥ বর্ণিত এইত বাক্য শ্রবণ করিয়া। মৃগয়াতে সমাগত তোমারে পাইয়া॥ রবিসুতা যমুনা আনন্দে সেইক্ষণ। করিবে তোমারে কৃষ্ণ পতিত্বে বরণ॥ এইত ঘটনা সবে দেখিয়া শুনিয়া। বর্ণনা করিবে মহা আনন্দিত হৈঞা॥

সূর্য বিদ্যমান, থাকিতেও তার, কন্যা তারে না কহিয়া। বিবাহ করিল, দেখহ যমুনা, কৃষ্ণে স্বয়ম্বরা হৈঞা॥ দেবতার কন্যা, কৃষ্ণ গলে যদি, বরমাল্য সমর্পিল। তার ঠাঞি অন্য, কন্যা কিসে লাগে, সবে এবে তুচ্ছ হৈল॥ রাজাধিদেবীর কন্যা শ্রীমিত্র বিন্দারে। তবে তুমি বিবাহ করিবে স্বয়ম্বরে॥ তুমি সবে স্বয়ম্বরে করিবে গমন। মিলিবে সে সমাসও হৈঞা সেইক্ষণ॥ সেইরূপ কার্যেতে তদীয় ভ্রাতৃয়। বিন্দ অনুবিন্দ তারে নিন্দিবে নিশ্চয়॥ তব পিতৃ স্বসার সে হয় কন্যা রত্ন। এহেন সম্বন্ধ তেই গর্হিত নিতান্ত॥ কৃষ্ণ কহে পিতা বসুদেবের ভগিনী। শ্রীরাজাধি দেবী হয় এহো আমি জানি॥ সত্রাজিত সেই মোর স্বগোত্র নিশ্চয়। তবেত কিরূপে হেন কার্য নিন্দ্য হয়॥ সহাস্যে দেবর্ষি কহে রাজাধি দেবীর। প্রায় বসুদেব ভগ্নী শ্রীশ্রুত কীর্ত্তির॥ তনয়া ভদ্রারে তুমি বিবাহ করিবে। তথাপিহ কেহ তোমা নাহিক নিন্দিবে॥ অর্দ্ধ নির্মিলিত নেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তখন। কহে কহ ঋষি তবে ইহার কারণ॥ ঋষি কহে যদুবংশ গণের মাঝার। কুল পরম্পরাগত এইত আচার॥ এতেক ঋষির বাক্য করিয়া শ্রবণ। কৃষ্ণ তবে কহে হেন স্বগত বচন॥ কৃষ্ণ কহে ইহা সত্য জ্ঞাতি কার্য নয়। বানরের কার্য এহ হয় সুনিশ্চয়॥ তথাপি এমোর পক্ষে হইল উত্তম। ইহার কারণ এক হয় মনোরম॥ এইরূপ বিবাহ সম্বন্ধে বন্ধুগণ ব্রজবাসী সবাই করিবে বিবচন॥ যদুগণ কৃষ্ণে নিজ গোত্র মনে করি। অহংকার করে যেবা দিবা বিভাবরী। সত্য তাহা নহে কৃষ্ণ যদু, গোত্র নয়। গোত্রান্তর, প্রাপ্ত মোসবার গোত্র হয়॥ ঋষি কহে সবে মিত্র বিন্দার উদ্দেশে। কহিবে এহেন বাণী বন্দনা বিশেষে॥ মিত্রবিন্দা স্বীয়, বন্ধু বর্গ দ্বারে, যথার্থ আখ্যাত হৈল। বিন্দমানা যেবা, মিত্র কৃষ্ণ সহ, সে বৈরী বিনাশ কৈল॥ ভদ্রার প্রশংসা তবে জগতের জন। করিবে এহেন ভাবে নিয়ত কীর্ত্তন॥

শ্রুতকীর্ত্তি নিজ, কীর্ত্তি সংস্থাপিল, কন্যা উৎপাদন ছলে। কৃষ্ণে বিভা করি, ভদ্রা নামে খ্যাত, হইবে সে মহীতলে॥ নাগ্নজিতী সম্বন্ধে কহয়ে লোকগণ। পিতা তার বিবাহে রাখিল হেনপণ॥ সপ্ত বৃষে যুগপৎ করিতে বন্ধন। যে পারিবে সে লভিবে এ কন্যারতন॥

সেইত বিবাহে সপ্ত বৃষ তুমি, একত্র বান্ধিবে যবে। গোপত্ব তোমার, স্মরিয়া

এ মোরা, অশ্রু বিসর্জিব তবে॥ কৃষ্ণ কহে হায় মোর এই লীলা চয়। তোমা সবারও কিবা রুচিকর হয়॥ ঋষি কঁহে দূরে রহু কথা মোসবার। রুচিকর হয় এ পিতারও আমার॥ তদ্ ভুরি ভাগ্য মিত্যাদি বাক্য দ্বারে। প্রার্থনা করিল পিতা দৈন্য সহকারে॥ তার মধ্যে তোমার যে কোন প্রিয়তর। লীলা আছে তাহাও অত্যন্ত শুভ কর॥ প্রেয়সী গণের সঙ্গে সেই লীলা হয়। প্রেয়সী বলিয়া তেই ভাগবতে কয়॥ যে লীলা সম্বন্ধে মোরা দশাক্ষরী আর। অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র করিয়ে প্রচার॥ যে নৃপতি হরি সেবা নাহি করে, সে নৃপতি নৃপ নহে। হরিরে যে দান, নাহি করে দাতা, তাহারে না কেহ কহে॥ হরির বর্ণন, না করে যে জন, তাঁরে কবি নাহি গণি। গুরুর আশ্রয়, লইল হরি না, ভজিল সে নহে গুণী॥ হরিভক্ত কিন্তু নহে কৃষ্ণাশ্রয়ী, সে নহে সরল বুদ্ধি। ব্রজরমানুগ, নহে যেবা তার, ভাব মার্গে নাহি সিদ্ধিয়॥ এই সপ্ত জন, মোর চিত্ত মাঝে, শল্যের সমান হয়। বাক্যাতীত দুঃখ, এ সপ্ত হৈতে; নিরবধি উপজয়॥ এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ মনে মনে কয়। মোর অনুভব কিন্তু অত্যধিক হয়॥ কিছুতে সে অনুভব না হয় বাধিত। অনুভব করে অন্য ভাব উত্থাপিত॥ অতএব হে অবোধ হৃদয় আমার। না করিহ তুমি আর অন্যথা বিচার॥ এতেক চিন্তিয়া স্পষ্টভাবে সেইক্ষণ। কৃষ্ণ কহে অতঃপর কহ তপোধন॥ ঋষি কহে এইরূপে কাব্য শ্রেণী মত। দেশ ভূষণ ভাষা রস প্রভৃতি শোভিত॥ বিবাহ করিয়া মৃগ লোচনার গণে। পূর্ব পূর্ববৎ অনুরাগিনী মননে॥ পতিম্বরা মদ্রদেশাধিপ দুহিতারে। সমুচিত শ্রেষ্ঠভার্য্যা করিবে তাহারে॥ কেবল সে নহে কিন্তু কনিষ্ঠ সবার। ষোড়শ সহস্র হয় গণনা যাহার॥ এহেন সংখ্যক অন্য অন্য কন্যা রত্নে। বিবাহ করিবে তুমি আপন প্রযত্নে॥ তার মধ্যে মদ্রকন্যা পরিজয়োৎসবে। বর্নিবে সে মঙ্গল বিষয় কবি সবে॥

অতুচ্চে স্থাপিত, বেধ যোগ্য এক, অদৃশ্য মীনের দেহ। শরের সন্ধানে, ছেদন করিতে, সমর্থ হইবে সেহ॥ তাহাকেই মদ্র-ভূপতি করিবে, নিজ কন্যা সমর্পণ। মদ্রাধিপতির কার্যর বিবাহে, ধার্য আছে হেন পণ॥ নিযুত সংখ্যক, ভুপতি আসিয়া, মৎস বেধে চেষ্টা কৈল। তার মধ্যে কিন্তু, কোনও ভুপতি, সফল নাহিক হৈল॥ অতঃপর দূর-দেশ হৈতে আইল, কার্ত্তবীর্বার্জ্জন বীর। সেহনা পারিল, মৎসে বিন্ধিবারে, নিক্ষেপ করিয়া তীর॥ তবেও পশ্চাৎ, তথায় আসিয়া, মীন দেহ বিদ্ধ করি। সমুচিত রূপে, যুদ্ধে নৃপগণে, নিজিত করিল হরি॥ দেখিয়া হরির, অদ্ভুত নৈপুণ্য, প্রাধান্যে তাহার তরে। স্বীকার করিল, বিস্ময় বিমূঢ়, সমবেত জন সবে॥ ষোড়শ সহস্র কন্যা বিবাহ বর্ণণ। করিতে সহস্র মুখ হৈল দেবগণ॥ তার দিগ্ দর্শন কিছু করিব বর্ণন। অবধান কর কৃষ্ণ তুমি এইক্ষণ॥

নরকাসুরেশ্ব, গৃহ দেবগণ, নরক বলিয়া মানে। নরক হরণ, নামা হরি কিন্তু অধিক বলিয়া জানে॥ ষোড়শ সহস্র, কন্যার উদ্ধার, অদিতি কুন্তল আর। বরুণের ছত্র, অন্যান্য বিস্তর, বিষয়ের সমুদ্ধরে॥ ইত্যাদি ব্যাপারে, অত্যধিক যত্ন,

হরি আলম্বন কৈল। ধীর স্থির তার, সুসংহত বুদ্ধি, ব্যাকলতা বিদ্ধ হৈল॥ বর্ণনা করিলু তবে দেবতার গণ। নরকাসুরের হেন বধ বিবরণ॥

মধুকণ্ঠ কহে শুন সভাসদগণ। সর্বসুখভূমি দেবী রোহিণী যে আর॥ বলরাম সঙ্গে সেই গোলোক মাঝার॥ গোপোচিত বেশাদির আগ্রহের ভরে। প্রবেশিয়া সহচরগণের ভিতরে। মহোৎসব করে সদা লাভ সেইজন। অভুক্ত যাহার নাহি পায় দরশন॥ গোলক নামক বাসস্থানে আপনার। উদ্ধব সখার সঙ্গে রহি অনিবার॥ পরম ঐশ্বর্য্যশালী তোমা সবাকার। সঙ্গে সেই কৃষ্ণ সদা কর যে বিহার॥ সভাসদগণ তবে পুনরায় কয়। অতঃপর কি হইল কহ মহাশয়॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে শুন সর্বজন। চতুর্দিকে প্রসারিত উৎকর্ষে তথন॥ যে আনন্দরাশি তত্র উৎপন্ন হইল। তাহে মোসবার মন চঞ্চল হইল॥ মোরাও আসিয়া তোমা সবাকার আর। ভবদীয়গণের একমাত্র কৃপাধার॥ প্রশস্ত মিলন যুক্ত রম্য শ্রেষ্ঠ বাস। লভিনু সবাই পূর্ণ হৈল চিত্ত আশ॥ শ্রীমান ব্রজরাজ কহে কি প্রকারে। হৈল তাহা সর্ব তথ্য বোলহ আমারে॥ মধুকণ্ঠ কহে পূর্ব হৈতে মোসবার। দুরদৃষ্ট বশে চলমান অনিবার॥ ইচ্ছাবশে যাত্রা গতি বিলম্ব হইল। সেইত বিলম্বে অন্য ঘটনা ঘটিল॥ ব্রজ প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনে। যদুবংশগণ সঙ্গে তথায় মিলনে॥ শুনিয়া এ মোর প্রাণ ত্যাগ সম হৈল। সেই দুঃখ বহুকাল হৃদয়ে আছিল॥ বহুকাল পরে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণাগমন। শ্রবণ করিয়া যেন লভিনু জীবন॥ সদ্য চলিতে তবে উদ্যম হইলে। শ্রীকৃষ্ণের অনুগত ব্রজস্থ সকলে॥ মর্ত্ত্যলোক পথ হৈতে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান। শুনিয়া সবাই ছাড়িবারে নিজ প্রাণ॥ সমুদ্রে প্রবেশ তবে উদ্যোগ করিবে। হেনকালে নারদের দর্শন মিলিবে॥ পূজ্যপাদ দয়াবর্ষী দেবর্ষি বচনে। আদেশ প্রমাণরূপে করিয়া গ্রহণে॥ তাহারেই জীবনের উপায় করিয়া॥ বৃন্দাবনে সর্বজন আসিবে চলিয়া॥ মোরাও সবার সঙ্গে করি আগমন। ভূতপূর্ব লীলাস্থলী করিয়া দর্শন॥ সর্বজন খেদ ভরে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হৈল॥ মোসবার দশাও তদ্রূপ উপজিল॥ জাগরিত হৈঞা অনুপ্রবেশ এ স্থানে কিরূপে হইল তাহা কেহ নাহি জানে॥ যথাবিধি কহিতে না পারি সবিস্তারে। সবে মহাশ্চর্যে কহে বহু তার পরে॥ মধুকণ্ঠ কহে তবে মোরা সর্বজন। ভগবৎ পাদ পদ্ম করিয়া দর্শন॥ পুনশ্চ জীবন লাভে উপক্রম দ্বারে। সন্তুষ্ট করিতে এবে তোমা সবাকারে॥ প্রপঞ্চে আসিয়া এই মনোহর। শ্রীগোপালচম্পূ মহাগ্রন্থের ভিতর॥ পূর্বচম্পূ সম্পূর্ণ করিতে সমীচিন। সম্প্রাপ্ত হইনু মোরা এইত সুদিন॥ যাহে পরিতৃপ্ত হয় ভক্তের জীবন। হেন আর অন্য কিবা করিব বর্ণন॥ এতেক কহিয়া মধুকণ্ঠ সেইক্ষণ। সমাপণ শ্লোক এই কৈল উচ্চারণ॥

হে গোপ মহেন্দ্র, তনয় তোমার, পূজ্যগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তনয় তোমার ব্রজের মাঝারে, হয়েত সবার শ্রেষ্ঠ॥ তোমার সহিত বন্ধুত্বে আবদ্ধ, নানা বিজ্ঞজন মাঝে। তোমার তনয়, বন্ধুতা নিহিত, বদ্ধ বুদ্ধিরূপে রাজে॥ মহেশ বিরিঞ্চাঞ্চি, প্রভৃতি

দেবের, চিত্তে ধ্যেয় বস্তু যত। বিদ্যমান আছে, তাহা হইতেও, বদূহুরে অবস্থিত॥ ধামের প্রভাব, যাহা কৃষ্ণ হইতে, লভিলা তোমরা সবে। এই সে গোলোক, তোমা সবাকার, স্বকীয় ঐশ্বর্য এবে॥ শ্রীহরির মহাপ্রেমার মাধুর্য, এ গোলোকে সর্বজন। লভিলা তেইত, স্তবনীয় হও, তুমি সব সর্বক্ষণ॥ এত কহি মধুকণ্ঠ নিজ ভ্রাতা প্রতি। প্রত্যুত্তরে কহে হৈঞা অতি হৃষ্টমতি॥

চিন্তামনি স্পর্শে, লৌহ যথা হয়, সুবর্ণ সেইত মত। গোপালের যশ-স্পর্শে সোমবার সূত কুল হৈল পূত॥

ধ্যান ক্রমে প্রাপ্ত, প্রথমে গোলোক, তবে সপ্ত কক্ষতার। আবরণ সঙ্গে তবে ব্রজরাজ-সভা অতি সুবিস্তার॥ শ্রীব্রজরাজের, শোভিত সভাতে, শ্রীবলরামের সাথে। আপনি শ্রীহরি দৃষ্ট হৈঞা তবে, সর্বজনতা সাক্ষাতে॥ সভামাঝে তত্র, নিজলীলা কথা, বিস্তারি বর্ণন ভরে। আদেশ করিল, সম্যক প্রকারে, মোসবারে কৃপাভরে॥ অতএব সেই হরির দয়ার, কথা কি কহিব এথা। কিবা সে কহিব, মোসবার বারংবার পূণ্য পুঞ্জ কথা॥ ব্রজরাজ কুমারের সুকোমল মুখ। হেরিয়া হিয়াতে উপজিল মহাসুখ॥ স্নিগ্ধকণ্ঠ মধুকণ্ঠ দোহার কলেবর। ব্যাপিল অঙ্কুরাকৃতি রোমাঞ্চে সত্বর॥ এইরূপ রোমাঞ্চ প্রভাবে পুনর্বার। আর যেন নাহি হয় পুলক সঞ্চার॥ হইল গভীর কম্প সম্পত্তি উদয়। তাহে যোগ্য স্তম্ভ প্রাপ্ত দেহ দ্বয়॥ সেই স্তম্ভ প্রাপ্তি লোপ করি সেইক্ষণ। পড়িল মূর্ছিত হৈঞা ভূমে দুইজন॥ পুনর্বার নির্নিমেষভাবে বিরচিত। দেবভাব নিজ দেহে লভি পূর্বমত॥ প্রপঞ্চিত নবনবদলে মনোহর। নানাবিধ পুষ্পে আপনার দুইকর॥ পূর্ণ করি অঞ্জলিতে নয়ন নিঃসৃত। অশ্রুরূপ নবীন কুসুমে সম্মিলিত॥ উপহার দানে তবে বাক্যোপসংহারে। উভয়েই পূর্বমত নিজ পরিকরে॥ মঙ্গলের তরে হৈঞা উদ্বুদ্ধ হৃদয়। প্রার্থনা করিল ভক্তিভরে সাতিশয়।

হরেকৃষ্ণ কৃপাম্বুধি নন্দকুল সুধানিধি, হে কৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। সনাতনপ্রভু সাথে, হে শ্রীরূপ মোর নাথ, হে গোপাল রঘুনাথ দ্বয়॥ হে আপ্ত সজ্জন যত, ব্রজে বৈসে অবিরত, হে বল্লভ মোর জন্মদাতা নিবেদন শ্রীচরণে। রক্ষ মোরে সর্বজনে, সর্ববিঘ্নে হৈঞা পরিত্রাতা॥ সম্বৎ যখন, ষোলশত আর, পয়তাল্লিশ সবে কয়। শকাব্দ গণনে পঞ্চদশ-শত, আদর্শ সংখ্যা হয়॥ সেইত সময়ে বৃন্দাবনধামে বাস করি অনুক্ষণ। জীবনাম ধারী, সাতিশয় লঘু, কোন এক গৌড়জন॥ লিখিত এইত শ্রীগোপালচম্পূ, পূর্বচম্পূ পূর্ণাকারে। পুষ্টিরূপ এই, করুক ধারণ, বৃন্দাবন-চারিধার॥

ভাগবতে গীত, প্রায় সর্ব হরি লীলা এই গ্রন্থান্তরে। লিখিত হইল; এমোর কর্ত্তৃক, সজ্জন আস্বাদতরে॥ ক্রম অনুসারে সূচিত এলীলা, ভক্ত মহাত্মারগণ। ভাব অনুসারে, করিবে এগ্রন্থে, যথারুচি আস্বাদন॥

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্য, শ্রীজীব গোস্বামিবর। শ্রীগোপাল চম্পূ গ্রন্থ বিরচিল, স্বাদে সুধাগর্ব হর॥ হৃদয়াধিদেব, শ্রীরাধারমণ, চরণ স্মরণাভাসে। অনুবাদ কৈল, শ্রীগোপাল চম্পূ, শ্রীরাম দাসের দাসে॥

মোর প্রভু গীত কীর্ত্তি প্রভু রামদাস। যার নামে জগতের পুলক প্রকাশ॥ নাম সিদ্ধ মহাপুরুষাভিধান তার। নাম প্রেমে নিস্তারিল নিখিল সংসার॥ বৈরাগ্য মণ্ডিত মহাজ্যোতির্ময়দেহ। এহেন দয়ালু দাতা অন্যনাহি কেহ॥ করুণার কথা তার কহিতে না পারি। স্মরণ করিলে দুই নেত্রে বহে বারি॥ অধম চণ্ডালে দিল হবনাধিকার। পরাইল কাকের কণ্ঠে গজমতি হার॥ মশকের দরে করাইল বেদধ্বনি। হেন করুণার কথা পূর্বে নাহি শুনি॥ বঙ্গাব্দ তেরশ বিরানববুই উদয়। চৈত্রে মোর প্রভুর উদয় তিথি হয়॥ সপ্তদশ দিন যবে আগত হইল। জন্মতিথি স্কন্দষষ্ঠী উদয় করিল॥ মোর গৃহে উদয়াস্ত নাম সংকীর্ত্তন। রাত্রে সংকীর্ত্তনে জন্ম-লীলা আস্বাদন॥ তদন্তে বৈষ্ণব সেবা নিশি প্রায় শেষ। ক্লান্ত দেহ হৈল মোর নিদ্রার আবেশ॥ গভীর নিদ্রাতে মগ্ন এহেন সময়। হাস্যমুখে স্বপ্নে দেখা দিল দয়াময়॥ "গোপাল চম্পূ অনুবাদ করো" এবচন। কহিয়া করিল অন্তর্দ্ধান সেই ক্ষণ॥ স্বপ্নাদেশ পাইয়া চিত্ত হইল বিস্মিত। দাসাধমে হেন কৃপা চিন্তার অতীত॥ থর থর কাঁপে দেহ উঠিতে না পারি। দুইনেত্রে উছলিয়া বহে নেত্র বারি॥ জীবনে না কৈনু চম্পূ গ্রন্থ দরশন। স্থানে স্থানে পত্র গেল গ্রন্থের কারণ॥ নানাস্থান হৈতে গ্রন্থ আসিতে লাগিল। হেরি চিত্ত মহা চমৎকৃত হৈল॥ পণ্ডিতেও নাহি জানে বাক্যার্থ যাহার। মূর্খ আমি কি করিব অনুবাদ তার॥ অনুবাদ দূরে রহু বুঝিতে না পারি। গুরু আজ্ঞা সেই কভু লঙ্ঘিত করে নারি॥ কি করিব চিত্তে বড় উদ্বেগ বাড়িল। হেনকালে শ্রীরাধারমণে মনে হৈল॥ আমার গুরুর গুরু শ্রীরাধারমণ। সর্বসিদ্ধি হয় যার চিন্তিলে চরণ।" গাছ নাচে মড়া বাঁচে যাহার ইচ্ছায়। যারগুণ শত মুখে বাহন না যায়॥ সেই প্রভু আসি লেখনীতে ভর কৈল। দশমাসে পূর্ব চম্পূ অনুবাদ হৈল॥ বঙ্গাব্দ তেরশ তিরানব্বই শ্রাবণ। সপ্তদশদিনে অনুবাদ আরম্ভণ॥ তৎপর বৎসর এই জ্যৈষ্ঠ বুধবার। কৃষ্ণাষ্টমী তিথিদিন পদতাহং মাঝারে। সম্পূর্ণ হইল অনুবাদ নির্বিবাদে॥ শ্রীরাধারমণ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মের প্রসাদে। কৃপামাগে শ্রীরামদাসের দাসাদাস॥ পাদ পদ্মপ্রাপ্তি আশ॥

ইতি শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়াভিরক্ষকান্যতমাচার্য্য বর্য্য শ্রীমদ্ রামদাসাবধুত চরণংশ্রিতৈক দাস—

কৃতানুবাদঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীগুরবে সমর্পণোঽস্তু॥